মহাভারত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

তৃতীয় খণ্ড—দ্রোণপর্ব্ব ও কর্ণপর্ব্ব

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

শব্দার্থ—পাদটীকা—সুপরিশুদ্ধ—বসুমতী-প্রকাশিত—চতুর্থ রাজসংস্করণ

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিষয়-সূচী

দ্রোণপর্ব্ব ঃ—অধ্যায়—২ ৩; পৃষ্ঠা ১—৩০৯

কর্ণপর্ব্ব ঃ—অধ্যায়—৯৭ ; পৃষ্ঠা ৩১১—৪৮০

মহাভারত

দ্রোণপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

দ্রোণাভিষেকপর্ব্বাধ্যায়—কৌরব কর্ত্তব্যপ্রশ্ন

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সত্ত্ব[১], ওজস্বিতা[২], বল, ধীরত্ব ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি রথিগণের সাহায্যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্যভোগের অভিলাষী হইয়াছিলেন, ধনুর্দ্ধরগণের কেতুস্বরূপ সেই ভীষ্ম নিহত হইলে তিনিই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদয় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শুনিয়া চিন্তা ও শোকে এরূপ আকুল হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া অনবরত সেই দুঃখই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রজনী সমুপস্থিত হইল; সঞ্জয়ও শিবির হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আগমন করিলেন। পুত্রগণের জয়ার্থ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের নিধন-সংবাদ শ্রবণ অবধি বিষণ্ণহৃদয় হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, সঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঞ্জয়! কালপ্রেরিত কৌরবগণ ভীষণ পরাক্রম মহাত্মা ভীষ্মের নিধনে শোকসাগরে মগ্ন হইয়া কি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভূপালগণই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদয় কীর্ত্তন কর। মহাত্মা পাণ্ডবগণের সেনা-সকল ভুবনত্রয়েরও ভয় উৎপাদন করিতে পারে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্যমনে শ্রবণ করুন। সত্যপরাক্রম ভীষ্ম নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করিতে লাগিলেন; কৌরবগণ বিস্ময় ও পাণ্ডবগণ হর্ষসহকারে ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে পিতামহকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরজালে তাঁহার উপাধান-সমেত শয্যা প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং পরস্পর সম্ভাষণ ও ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কাল-প্রেরিত হইয়া কোপলোহিত লোচনে পরস্পর দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ তূর্য্য ও ভেরী-নিনাদ সহকারে বহির্গত হইল। পরদিন প্রভাতে কৌরবগণ অমর্ষপরবশ ও কালোপহতমানস[১] হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের হিতকর বাক্যে অনাদর করিয়া শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর গমন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মৃত্যু কর্ত্তৃক আহূত কৌরব ও ভূপালগণ আপনার ও দুর্য্যোধনের অজ্ঞানতায় এবং ভীষ্মের বধে শ্বাপদসঙ্কুল বনে অশরণ[২] অজ ও মেষ সমূহের ন্যায় নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া উঠিলেন। যেমন মহার্ণবে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীর্ণ নৌকাকে আহত করে, সেইরূপ মহাবীর পাণ্ডবগণ নক্ষত্রবিহীন দ্যুলোকের[৩] ন্যায়, বায়ুহীন আকাশের ন্যায়, শস্যশূন্য পৃথিবীর ন্যায়, সংস্কারহীন বাক্যের ন্যায়, বলহীন অসুর-সেনার ন্যায়, বিধবা বরবর্ণিনীর ন্যায়, শুষ্কতোয়া তরঙ্গিণীর ন্যায়, বৃকগণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ ও হতযূথপ মৃগীর ন্যায়, শরভ কর্ত্তৃক হতসিংহ গিরিকন্দরের ন্যায়, ভীষ্মহীন সেই ভারতী সেনাকে নির্ভর-নিপীড়িত করিয়াছিলেন। সেই সেনার অন্তর্গত অশ্ব,

১। সারবত্তা। ২। বলবত্তা—শক্তি।

১। অদৃষ্টবশে মতিভ্রংশ। ২। অরক্ষিত। ৩। তারালোকের।

রথ ও গজ সকল ব্যাকুল, অধিকাংশই বিপন্ন এবং সকলেই দীন ও ভীত হইয়াছিল ; এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন ভূপাল ও সৈনিকগণ ভীষ্ম ব্যতিরেকে যেন পাতালে নিমগ্ন হইতে লাগিল।

দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণের কর্ণ-স্মরণ

অনন্তর কৌরবগণ ভীষ্ম সদৃশ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যেমন গৃহী ব্যক্তির মন সাধু অতিথির প্রতি ও আপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের মন কর্ণের প্রতিই ধাবমান হইল। তখন পার্থিবগণ সূতপুত্র কর্ণকে আপনাদের হিতকারী মনে করিয়া 'কর্ণ! কর্ণ!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, 'মহাযশাঃ কর্ণ, তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই, অতএব অবিলম্বে তাঁহাকেই আহ্বান কর।' মহাবাহু কর্ণ দুই রথীর তুল্য, রথাতিরথগণের অগ্রগণ্য, শূরগণের সম্মত এবং যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেও সমর্থ ; তথাপি ভীষ্ম বলবিক্রম-শালী রথিগণের গণনা সময়ে তাঁহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন ; তিনি সেই ক্রোধে ভীষ্মকে কহিয়াছিলেন, 'হে ভীষ্ম! তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না! মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণ তোমার হস্তে নিহত হইলে, আমি দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞা লইয়া অরণ্যে গমন করিব অথবা তুমি পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে, আমি একরথে তোমার অভিমত[১] রথিগণকে সংহার করিব।' এই কথা বলিয়া মহাযশাঃ কর্ণ দুর্য্যোধনের সম্মতিক্রমে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। অমিত-বিক্রম ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধগণকে সংহার করিয়া-ছিলেন। তিনি নিহত হইলে যেমন তিতীর্ষু[২] ব্যক্তি ভেলককে স্মরণ করে, সেইরূপ আপনার পুত্রগণ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। আপনার পুত্র, সৈন্য ও ভূপালগণ 'হা কর্ণ! এই সমুচিত সময়,' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কর্ণ অস্ত্রে পরশুরামের শিক্ষিত ও দুর্নিবার্য্য-পরাক্রম ; এই নিমিত্ত যেমন বিপদ্‌কালে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ আমাদিগের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। যেমন গোবিন্দ দেবগণকে নিরন্তর মহাভয় হইতে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন।"

সঞ্জয় এইরূপ পুনঃ পুনঃ কর্ণের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় ধৃতরাষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! দুর্যোধন প্রভৃতি তোমরা সকলে নিতান্ত কাতর ও একান্ত ত্রস্ত হইয়া যে কর্ণকে স্মরণ এবং তাঁহার সহিত যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তাহা ত তিনি মিথ্যা করেন নাই? কৌরবগণের আশ্রয় ভীষ্ম নিহত হইলে তোমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, শরীরত্যাগশীল, সত্যবিক্রম, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য কর্ণ ত তাহা পূরণ করিয়াছিলেন? তিনি শত্রুগণকে ভীত ও আমার পুত্রগণের জয়াশা সফল করিতে ত পশ্চাৎপদ হয়েন নাই?"

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভীষ্মনিধন শ্রবণে কর্ণের বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহাবীর কর্ণ অগাধ-সলিলনিমগ্ন নৌকা সদৃশ কৌরব-সৈন্যগণকে সহোদরের ন্যায় উদ্ধার করিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত কৌরব-সেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—হে সৈন্যগণ! চন্দ্রমা যেমন নিরন্তর শশচিহ্নে অঙ্কিত, সেইরূপ যিনি ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম, ওজস্বিতা, সত্য, দম, সমুদয় বীরগুণ, দিব্য অস্ত্র, নম্রতা, হ্রী, প্রিয়বাদিতা ও কৃতজ্ঞতায় নিরন্তর অলঙ্কৃত এবং দ্বিজগণের শত্রুনিপাতন, সেই ভীষ্ম যদি বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, তবে এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, সমুদয় যোদ্ধাই নিহত হইয়াছেন। যখন মহাব্রত ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, তখন কালি যে সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না ; অতএব কর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধনিবন্ধন[১] ইহলোকে কোন বস্তুই অবিনাশী নহে। বসুর ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ও বসুতেজে সমুৎপন্ন ভীম বসুগণকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এক্ষণে

১। প্রশংসিত। ২। নদী প্রভৃতি হইতে উত্তরণে অভিলাষী।

১। কর্ম্মফলের প্রভাবহেতু।

ধন, পুত্র, পৃথিবী, কৌরবগণ ও এই সকল সৈন্যের নিমিত্ত শোক কর।"

কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি কর্ণের উৎসাহপ্রদান

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাপ্রভাব ভীষ্ম নিপাতিত ও কৌরবগণ পরাজিত হইলে কর্ণ দুর্মনা হইয়া গলদশ্রু-লোচনে সকলকে সাতিশয় আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদিগের নয়ন হইতে চীৎকারের অনুরূপ শোকজল বিগলিত হইতে লাগিল।

পুনর্ব্বার মহাযুদ্ধ আরব্ধ হইলে সৈন্যগণ পার্থিব-গণের নিয়োগানুসারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহারথশ্রেষ্ঠ কর্ণ আহ্লাদকর বাক্যে রথিগণকে কহিলেন, 'হে পার্থিবগণ! এই অনিত্য জগতে সকলেই নিরন্তর মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছে চিন্তা করিয়া আমি সকলকেই অস্থায়ী দেখিতেছি; দেখুন, আপনারা বিদ্যমান থাকিতেও গিরিসদৃশ কুরুপ্রধান ভীষ্ম কি প্রকারে নিপাতিত হইলেন? মহাবীর ভীষ্ম ভূতলে পতিত হইয়া গগন-পতিত দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন, প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন; সৈন্যগণ নির্ভর-নিপীড়িত হইয়াছে। শত্রুগণ তাহাদিগের উৎসাহ বিনষ্ট করিয়াছে; তাহারা একেবারে অনাথ হইয়া রহিয়াছে; এ সময়ে অন্য পার্থিবগণ ধনঞ্জয়কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; বৃক্ষগণ কি পর্ব্বতবাহী সমীরণের বেগ সহ্য করিতে পারে? অতএব আমি মহাত্মা ভীষ্মের ন্যায় সমরে এই কুরুসৈন্যকে পরিপালন করিব। এক্ষণে আমার প্রতি ঈদৃশ ভার সমর্পিত হইল, এই জগৎ অনিত্য বোধ হইতেছে এবং রণবীর ভীষ্ম নিপাতিত হইয়াছেন, অতএব কি নিমিত্তই বা আমার ভয় না হইবে? সে যাহা হউক, আমি এই মহাযুদ্ধে বিচরণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া জগতে যশই পরম ধন, এই ভাবিয়া অবস্থান করিব অথবা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিব। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও উৎসাহ-সম্পন্ন; বৃকোদর শতমাতঙ্গতুল্য বিক্রমশালী; অর্জ্জুন দেবরাজের আত্মজ ও যুবা; অতএব পাণ্ডব-সৈন্যগণকে জয় করা অমরগণেরও অনায়াসসাধ্য নহে। যমোপম যমজ নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকিসমেত দেবকীসুত যে সৈন্যে আছেন, তাহা কৃতান্তের মুখস্বরূপ; কোন কাপুরুষই তাহার সম্মুখীন হইলে বিনিবৃত্ত হইতে পারিবে না; মনস্বিগণ তপস্যা দ্বারাই অত্যুগ্র তপস্যা নিবারিত করেন এবং বল দ্বারাই বলকে প্রতিহত করিয়া থাকেন।'

যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত কর্ণের ভীষ্মসমীপে গমন

স্বীয় সারথিকে সম্বোধন করিয়া কর্ণ কহিলেন, 'হে সূত! আমার মন শত্রুনিবারণে ও স্বপক্ষ-সংরক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। আজি আমি শত্রু-গণের প্রভাব প্রতিহত করিয়া গমনমাত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিব। মিত্রদ্রোহ আমার সহ্য হয় না, সৈন্য ভগ্ন হইলে যিনি মিলিত হইবেন, তিনিই আমার মিত্র। হয় আমি এই সৎপুরুষোচিত আর্য্যকর্ম্ম সম্পাদন করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইব; হয় সমুদয় শত্রু বিনাশ করিব, না হয় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইব। আমি জানি, স্ত্রী ও কুমারগণ ক্রন্দন ও মুক্ত-কণ্ঠে বিলাপ করিলে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রের পৌরুষ পরাহত হইলে ঐরূপ কার্য্যই আমার কর্ত্তব্য; অতএব আজি রাজা দুর্য্যোধনের শত্রুগণকে পরাজিত করিব; এই সুঘোর সমরে প্রাণপণে কৌরবগণের রক্ষাপূর্ব্বক সমুদয় শত্রু নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে রাজ্যদান করিব। এক্ষণে সুবর্ণময় মণিরত্নবিভূষিত বিচিত্র কবচ, সূর্য্যপ্রভ শিরস্ত্রাণ, অগ্নি, বিষ, ভুজঙ্গতুল্য ধনু ও শরাসন এবং ষোড়শ তূণীর[১] বন্ধন করিয়া দাও; দিব্য ধনু, শর, মহতী গদা ও সুবর্ণখচিত শর আহরণ কর; এই সুবর্ণময়ী নাগকক্ষা ও ইন্দীবরপ্রভাসম্পন্ন দিব্য ধ্বজ সূক্ষ্ম বস্ত্রে মার্জ্জিত করিয়া জালসমবেত বিচিত্র মালার সহিত আনয়ন কর; আরও কতক-গুলি শ্বেতাভ্রসঙ্কাশ হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব মন্ত্রপূত জলে স্নান করাইয়া তপ্তকাঞ্চন-ভূষণে ভূষিত করিয়া অনতি-বিলম্বে আনয়ন কর; হেমমালা ও চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ রথসমূহ বিভূষিত, সমরোচিত উপকরণসম্পন্ন, বাহনসংযোজিত রথ শীঘ্র আবর্ত্তিত কর; বেগ-সহ বিচিত্র চাপ, শত্রুসংহারোপযোগী উৎকৃষ্ট জ্যা, শরপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড তূণীর ও গাত্রাবরণ-সকল সজ্জিত কর; প্রস্থানকালোচিত[২] কাংস্য ও হেমবট[৩] দধি-পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন কর; মালা

১। ষোলটা তূণ। ২। যুদ্ধযাত্রাকালোপযোগী। ৩। স্বর্ণকুম্ভ।

আনয়ন করিয়া অঙ্গে বন্ধন কর এবং জয়ভেরী-সকল বাদ্য কর।

হে সূত! যে স্থানে অর্জ্জুন, বৃকোদর, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব আছে, শীঘ্র তথায় গমন কর, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইয়া ভীষ্মের সহিত মিলিত হইব। যে সৈন্যে সত্যধৃতি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, সাত্যকি, বাসুদেব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছেন, তাহা জয় করা ভূপালগণের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি সর্ব্বসংহারকর্ত্তা কৃতান্ত অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি তাহাকে বিনাশ করিব অথবা ভীষ্মের পথ ধরিয়া যম-সমীপে উপস্থিত হইব। এক্ষণে আমি সেই সৈন্যগণের মধ্যে অবশ্যই গমন করিব; আমার এই সকল সহায় মিত্রদ্রোহী, ভক্তিবিহীন বা পাপাত্মা নহেন।'

অনন্তর সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও রত্নখচিত রথ সুসজ্জিত এবং পতাকা ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ অশ্ব-সকল সংযোজিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে পূজা করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুরুগণ মহাত্মা কর্ণকে সৎকার করিলেন। হুতাশনপ্রভ কর্ণ অনলসদৃশ মেঘস্বন রথে আরোহণ করিয়া বিমানারূঢ় বাসবের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং যে স্থানে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

কৌরবপক্ষ গ্রহণে কর্ণের অনুজ্ঞা প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অগাধজলনিমগ্ন-দিগের দ্বীপ[১]স্বরূপ, সৈন্য ও ধনুর্দ্ধরগণের চিহ্ন-স্বরূপ, শত্রুসৈন্যগণের মোহনস্বরূপ, মহাবীর, ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভীষ্ম মহাবাতসমূহে শোষিত সমুদ্রের ন্যায়, ইন্দ্র কর্ত্তৃক ভূতলে পাতিত দুঃসহ মৈনাকের ন্যায়, আকাশচ্যুত আদিত্যের ন্যায়, বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত ইন্দ্রের ন্যায়, সব্যসাচীর দিব্যাস্ত্রজালে নিপাতিত যমুনাপ্রবাহ তুল্য শরসমূহে সমাচ্ছন্ন ও শরশয্যাগত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া আপনার পুত্রগণের সুখ ও জয়াশা বর্ম্মের সহিত ভগ্ন হইয়া-ছিল। কর্ণ ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ভীষ্মকে নিরীক্ষণ

১। আশ্রয়।

করিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; শোকমোহে আচ্ছন্ন ও বাষ্পাকুললোচন হইয়া তাঁহার নিকট পদব্রজে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 'পিতামহ! আপনার মঙ্গল হউক; আমি কর্ণ, পবিত্র-বাক্যে সম্ভাষণ ও নয়ন উন্মীলন করিয়া অবলোকন করুন। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ, বৃদ্ধ, তথাপি যখন আহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কেহ ইহলোকে পুণ্যের ফলভোগ করিতে পারে না। কুরুগণের মধ্যে কোষবর্দ্ধন, মন্ত্রণা, ব্যূহরচনা ও অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল আর কেহই নাই। যে বিশুদ্ধবুদ্ধি ভীষ্ম বহুবিধ যোদ্ধৃগণকে বধ করিয়া কৌরবদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেন, তিনি পিতৃলোকে গমন করিবেন, অতএব যেমন ব্যাঘ্রগণ মৃগক্ষয় করে, আজি অবধি পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেইরূপ কৌরবক্ষয় করিবেন, আজি গাণ্ডীবঘোষের[১] বীর্য্যজ্ঞ কৌরবগণ বজ্রপাণি হইতে অসুরগণের ন্যায় অর্জ্জুন হইতে ভয়বিহ্বল হইবেন; আজি অশনিধ্বনি সদৃশ, গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত শরনিকরের শব্দ কৌরব ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে বিত্রাসিত করিবে; যেমন প্রজ্বলিত মহাজ্বাল হুতাশন দ্রুমরাজি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ কিরীটীর শরসমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবে। ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, বাসুদেব বায়ুর ন্যায়, বায়ু ও অগ্নি যে যে স্থানে গমন করে, তত্রত্য সমুদয় তৃণ, গুল্ম ও দ্রুম দগ্ধ হইয়া যায়।

হে বীর! সমুদয় সৈন্য পাঞ্চজন্য ও গাণ্ডীবের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি না থাকিলে পার্থিবগণ উৎপাতিত ও অমিত্রকর্ষী[২] কপিধ্বজ রথের শব্দ সহ্য করিতে পারিবেন না। মনীষিগণ যাহার দিব্য কর্ম্মসকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি মহাত্মা ত্র্যম্বকের সহিত অমানুষ[৩] সংগ্রাম করিয়া করিয়া তাঁহার নিকট অকৃতাত্মগণের[৪] দুর্ল্লভ বর লাভ করিয়াছেন, বাসুদেব যাহাকে রক্ষা করেন, আপনি ব্যতীত কোন্ রাজা সেই সমরশ্লাঘী ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ বা তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন? আপনি ক্ষত্রিয়ান্তকারী, দেবদানব-পূজিত, ভীষণ পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া অস্ত্রবলে

১। গাণ্ডীবধনুর শব্দের। ২। শত্রুপীড়াকারী। ৩। অলৌকিক।
৪। অসিদ্ধকাম—যাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই।

আশীবিষসদৃশ দৃষ্টিহর রণদক্ষ পাণ্ডবকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব'।"

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্যোধন সাহায্যার্থ কর্ণের প্রতি ভীষ্মের অনুজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, "পিতামহ ভীষ্ম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে দেশকালোচিত বাক্যে কহিলেন, 'হে কর্ণ! যেমন সমুদ্র সমুদয় নদীর, দিবাকর সমুদয় জ্যোতির, সাধুগণ সত্যের, উর্ব্বরা ভূমি-সমুদয় বীজের ও পর্জ্জন্য সমুদয় প্রাণিগণের অবলম্বন, সেইরূপ তুমি সুহৃদ্‌গণের আশ্রয়; অমরগণ যেমন পুরন্দরের অনুজীবী[১], বান্ধবগণ সেইরূপ তোমার অনুজীবী হউন। তুমি শত্রুগণের মনোহরণ কর এবং বিষ্ণু যেমন দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন, তুমি সেইরূপ মিত্রগণের ও কৌরবগণের আনন্দবর্দ্ধন কর। তুমি দুর্যোধনের হিতাভিলাষে নিজ বাহুবলে রাজপুরে গমন করিয়া কাম্বোজগণ, গিরিব্রজগত নগ্নজিৎ প্রভৃতি ভূপালগণ, অম্বষ্ঠ, বিদেহ, গান্ধার, উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বাহ্লীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয়দুর্গস্থ রণদুর্ম্মদ কিরাতগণকে দুর্যোধনের বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে সবান্ধব দুর্যোধনের ন্যায় তুমিও কৌরবগণের আশ্রয় হও। আমি কল্যাণবাক্যে কহিতেছি, তুমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর, কৌরবগণকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া দুর্যোধনকে জয়শীল কর। দুর্যোধনের ন্যায় তুমি আমাদিগের পৌত্রসদৃশ, আমরা অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় দুর্যোধনের অধিকৃত। মনীষিগণ সাধুদিগের পরস্পর সহবাসকে যৌনিকৃত সম্বন্ধ[২] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন; তোমার সহিত কৌরবগণের সেইরূপ সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, অতএব দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও মমতাসহকারে কৌরব-সৈন্যগণকে পরিপালন কর।'

কর্ণ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের সমীপে গমন এবং অতি প্রশস্ত সেনাস্থানের[৩] প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ত্র-শস্ত্রে ও উরঃত্রাণে[১] সুশোভিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ মহাবাহু কর্ণকে সেনাগণের অগ্রসর ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও বিবিধ শরাসন শব্দে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন।"

১। আশ্রিত। ২। দাম্পত্যসম্বন্ধ—স্বামি-স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্যসম্পর্ক। ৩। যুদ্ধক্ষেত্রের।

পঞ্চম অধ্যায়

কৌরবগণের সেনাপতি-মনোনয়ন

সঞ্জয় কহিলেন "দুর্য্যোধন কর্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি সৈন্যগণকে রক্ষা করাতে তাহাদিগকে সনাথ[২] বোধ হইতেছে, কিন্তু যাহা ক্ষমতার আয়ত্ত ও হিতকর, তাহা অবধারণ কর।'

কর্ণ কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি প্রাজ্ঞতম রাজা, অতএব কি করিতে হইবে, আপনিই বলুন, রাজা স্বয়ং যেরূপ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, অন্য ব্যক্তি সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না! ভূপালগণ আপনার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; বোধ হইতেছে, আপনি অন্যায্য বাক্য কহিবেন না।' দুর্য্যোধন কহিলেন,—'হে কর্ণ! বয়স, বিক্রম ও শাস্ত্রসম্পন্ন এবং যোদ্ধগণ-পরিবৃত ভীষ্ম সেনাপতি হইয়া আমার শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া দশ দিন রক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুরলোক গমনেচ্ছু হইয়াছেন; এক্ষণে সেনাপতি মনোনীত কর। যেমন কর্ণহীন নৌকা সলিলে ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ নায়কহীন সেনা যুদ্ধে মুহূর্ত্তমাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। সেনাপতি না থাকিলে সেনাগণ কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায়, সারথিহীন রথের ন্যায় যথেচ্ছ গমন করিয়া থাকে। যেমন দেশানভিজ্ঞ সার্থ[৩] সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে, সেইরূপ নায়কহীন সেনা সর্ব্বপ্রকার দোষ প্রাপ্ত হয়; অতএব মদীয় মহাত্মগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভীষ্মের পর সেনাপতি হইতে পারেন, তুমি পরীক্ষা কর! তুমি যাঁহাকে সেনাপতিপদের উপযুক্ত বোধ করিবে, আমরা সকলে তাঁহাকেই সেনাপতি করিব।'

১। বর্ম্ম—বক্ষের আবরণ। ২। আশ্রয়বিশিষ্ট। ৩। দেশের পথ-ঘাট প্রভৃতিতে অপরিচিত বণিক দল।

দ্রোণাচার্য্যের সৈনাপত্যে নির্ব্বাচন

কর্ণ কহিলেন, 'মহারাজ! এই মহাত্মগণ কুলজ্ঞ, সমরজ্ঞ, মহাবল-পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান্, উপযুক্ত কৃতজ্ঞ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ; অতএব ইঁহারা সকলেই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপতি হইতে পারেন না; অতএব যিনি বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত, তাঁহাকেই সেনাপতি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইঁহারা সকলেই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; ইঁহাদের মধ্যে একজনের সৎকার করিলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষুণ্ণ হইবেন, হিতৈষী হইয়া যুদ্ধ করিবেন না। এই নিমিত্ত সকল যোদ্ধার আচার্য্য, স্থবির, ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ভারদ্বাজকেই[১] সেনাপতি করা কর্ত্তব্য। শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ, শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে আর কে সেনাপতি হইবে? আপামর ভূপালগণের মধ্যে এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, দ্রোণাচার্য্য সমরে গমন করিলে তাঁহার অনুগমন না করিবেন। দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিগণের শ্রেষ্ঠ, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ ও আপনার গুরু, অতএব অমরগণ যেমন অসুর-জয়ের নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শীঘ্র দ্রোণাচার্যকে সেনাপতি করুন'।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাপত্যে রাজগণের অনুমোদন

সঞ্জয় কহিলেন, "রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনামধ্যগত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে আচার্য্য! শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কুল, বয়স, বুদ্ধি, বীরত্ব, দক্ষতা, অধৃষ্যতা[২], অর্থজ্ঞান, নীতি, জয়, তপস্যা ও কৃতজ্ঞতা নিবন্ধন আপনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ; ভূপালগণের মধ্যে আর কেহই আপনার সমান উপযুক্ত রক্ষক নাই; অতএব ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা আপনাকে সেনাপতি করিয়া অরাতিগণকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। যেমন কপালী[১] রুদ্রগণের, হুতাশন বসুগণের, কুবের যক্ষগণের, বাসব দেবগণের, বশিষ্ঠ বিপ্রগণের, দিবাকর তেজঃসমূহের, যম পিতৃগণের, বরুণ জলজন্তুগণের, চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের ও শুক্র দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনিও সেইরূপ সেনাপতিগণের প্রধান, অতএব আপনি সেনাপতি হউন। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার অধীন হউক; আপনি ইহাদিগকে প্রতিব্যূহিত[২] করিয়া দানবদল-সংহারের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার করুন। আপনি দেবগণের অগ্রগামী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে গমন করুন; আমরা বৃষভের অনুগামী বৃষগণের ন্যায় আপনার অনুগমন করিব। আপনি অগ্রে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিলে অর্জ্জুন প্রহার করিবে না। আপনি যদি সেনাপতি হয়েন, তাহা হইলে আমি যুধিষ্ঠিরকে সবংশে ও সবান্ধবে পরাজিত করিব, সন্দেহ নাই।'

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে ভূপালগণ সিংহনাদে তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিয়া দ্রোণকে জয়বাদ[৩] প্রদান করিলেন; সৈনিকগণও মহদ্‌যশঃ-প্রার্থনায় দুর্য্যোধনকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিল।"

সপ্তম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের সেনাপতিপদে অভিষেক

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি ষড়ঙ্গ বেদ, মানবী[৪] অর্থবিদ্যা, শৈব অস্ত্র ও বাণ এবং অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র অবগত আছি; তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাতে যে সকল গুণ আরোপ করিলে, এক্ষণে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু কদাচ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিতে পারিব না; সে আমার বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদয় সোমকগণকে বিনাশ ও অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিব; কিন্তু পাণ্ডবগণ হর্ষিত[৫] হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না।'

১। দ্রোণাচার্য্যকেই। ২। অপরাজেয়তা—যাঁহার বীর্য্য অন্যের অধর্ষণীয়।

১। মহাদেব। ২। পরপক্ষের ব্যূহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ব্যূহ রচিত। ৩। জয়সূচক বাক্য। ৪। মনুবর্ণিত। ৫। অস্ত্রগুরু বলিয়া কুণ্ঠিত।

অনন্তর দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সেনাপতি করিলেন। যেমন কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভূপতিগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। কৌরবগণ বাদিত্র ও শঙ্খনাদে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে পুণ্যাহ[১]-শব্দে, স্বস্তিবাদে[২], সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিগানে, দ্বিজগণের জয়-শব্দে এবং সূতগণের নৃত্যে দ্রোণের সমুচিত সৎকার করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধযাত্রা

মহারথ দ্রোণ সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া সমরাভিলাষে আপনার পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। জয়দ্রথ, কলিঙ্গ ও আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহার দক্ষিণপক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শকুনি প্রধান প্রধান অশ্বারোহী ও প্রাসযোধী গান্ধারগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পক্ষ হইলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ সাবধানে দ্রোণের বামপক্ষরক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। কাম্বোজগণ সুদক্ষিণকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগে অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক শক ও যবনগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রপক্ষ[৩] হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্র, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শিবি, শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য এবং দাক্ষিণাত্যগণ দুর্য্যোধন ও কর্ণকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে হর্ষিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণ সেনাসমূহের বলবর্দ্ধন করিয়া সকল ধনুর্দ্ধরের অগ্রে গমন করিলেন। তাঁহার অতি বৃহৎ প্রদীপ্ত সিংহলাঞ্ছিত সূর্য্যসঙ্কাশ মহাকেতু সৈন্যগণের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন কর্ণকে অবলোকন করিয়া কেহই ভীষ্মের অভাব নিবন্ধন বিপদ্ গণনা করিলেন না। কৌরব ও অন্যান্য রাজগণ সকলেই শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনেক যোদ্ধা একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে, 'পাণ্ডবগণ কর্ণকে অবলোকন করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন না; হীনবীর্য্য, হীনপরাক্রম পাণ্ডবগণের কথা কি, কর্ণ সবাসব[১] দেবতাগণকেও পরাজিত করিতে পারেন। মহাবাহু ভীষ্ম সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কর্ণ তাহাদিগকে শরনিকরে বিনষ্ট করিবেন।' যোদ্ধগণ কর্ণের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য আমাদিগের যে ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন, তাহার নাম শকট[২]-ব্যূহ।

যুধিষ্ঠির প্রীতচিত্তে ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বানরধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া সেই ব্যূহমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমুদয় সৈন্যগণের অগ্রগণ্য, ধনুর্দ্ধরগণের তেজঃস্বরূপ, অমিততেজাঃ ধনঞ্জয়ের কেতু সৈন্যগণকে সমুজ্জ্বলিত[৩] করিল; তাহা দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন প্রলয়কালীন সূর্য্য প্রজ্বলিত হইয়া বসুন্ধরা দগ্ধ করিতেছে। অর্জ্জুন সমুদয় যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, গাণ্ডীব সমুদায় শরাসনের শ্রেষ্ঠ, বাসুদেব সমুদয় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ও সুদর্শন সমুদয় চক্রের শ্রেষ্ঠ; শ্বেতহয়সংযুক্ত রথ এই চারি তেজ বহন করিয়া শত্রুগণের সম্মুখে সমুদ্যত কাল[৪]চক্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। কৌরবগণের অগ্রসর কর্ণ ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর অর্জ্জুন, ইঁহারা পরস্পর জাতক্রোধ ও বধপ্রার্থী হইয়া পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ দ্রোণাচার্য্য সহসা যুদ্ধার্থ গমন করায় ঘোরতর আর্ত্তনাদে ধরাতল কম্পিত হইয়া উঠিল, কৌশেয়[৫] নিকর সদৃশ অবিরল ধূলিপটল বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া দিনকরের সহিত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; অন্তরীক্ষ মেঘশূন্য হইয়াও মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র গৃধ্র, শ্যেন, কাক ও কঙ্ক সৈন্যের উপর মুহুর্ম্মুহু পতিত হইতে লাগিল; গোমায়ু অতি ভীষণ নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং মাংসভক্ষণ ও শোণিতপানাভিলাষে বারংবার কৌরব-সৈন্যের দক্ষিণদিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল; অতি চঞ্চল দীপ্যমান উল্কাসকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদয় আবৃত

১। শুভজনক। ২। স্বস্তিবাচনে। ৩। পশ্চাৎবর্ত্তী।

১। ইন্দ্রসমেত। ২। সৈন্যদলের অগ্রভাগ সূচীর (ছুঁচ) আকার, পশ্চাদ্ভাগ স্থূল অর্থাৎ অগ্রভাগে অল্প সৈন্য ও পশ্চাদ্ভাগে অধিক সৈন্য; পশ্চাদ্দিক হইতে ভয় উপস্থিত হইলে ঐ ব্যূহ প্রশস্ত। ৩। উত্তেজিত। ৪। সর্ব্বসংহারক। ৫। [illegible]কীট।

করিয়া নির্ঘাতসহকারে সন্তাপিত করিতে লাগিল; বিদ্যুৎ ও মেঘসহকৃত পরিবেশ দিবাকরকে পরিবেষ্টন করিল। কৌরবগণের সেনাপতি গমন করিলে এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নিদারুণ উৎপাত-সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য্য-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

অনন্তর পরস্পর-বধার্থী কৌরব ও পাণ্ডবসেনা শরশব্দে সমুদয় জগৎ পরিপূরিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ জয়-প্রত্যাশায় পরস্পর নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্য শত শত নিশিত সায়কে সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন[1]। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য ও পাঞ্চালগণকে সংক্ষোভিত ও ছিন্ন-ভিন্ন এবং ক্ষণমধ্যে ভূরি ভূরি দিব্য অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগত পাঞ্চালগণ বাসব-তাড়িত দানবগণের ন্যায় দ্রোণকর্ত্তৃক আহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। দিব্যাস্ত্রবিৎ শৌর্য্যশালী মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণকে বহুধা ছিন্ন-ভিন্ন ও তাঁহার শরজাল নিবারিত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দ্রোণ আপনার ভগ্ন-সৈন্য একত্র করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিলেন; যেমন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া দানবগণের উপর শরবর্ষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শরজাল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পশুগণ যেমন সিংহের নিকট ছিন্ন-ভিন্ন হয়, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে কম্পমান পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শাস্ত্রানুসারে সুসজ্জিত দ্রোণাচার্য্যের রথ আকাশচর নগরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; স্ফটিকসদৃশ বিমল ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতে লাগিল; পতাকা অনিলভরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল; রথনির্ঘোষ বিনির্গত হইতে লাগিল; অশ্ব-সকল পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি তখন সেই রথে আরোহণ করিয়া শত্রু-সৈন্যগণকে ত্রাসিত ও নিহত করিতে লাগিলেন।"

১। তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

পাণ্ডবসৈন্যগণের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "দ্রোণাচার্য্য সেইরূপে অশ্ব, সারথি ও হস্তিগণকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবগণ ব্যথিত না হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! হে অর্জ্জুন! তোমরা সকলে সতর্ক হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর।' তখন অর্জ্জুন অনুযায়িবর্গসমেত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। কেকয়গণ, ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, মৎস্য, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু ও পাণ্ডবগণের অনুযায়ী অন্যান্য পার্থিবগণ স্ব স্ব কুল-বীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। সমরদুর্ম্মদ দ্রোণ সক্রোধে নেত্রদ্বয় বিবর্ত্তিত করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, সেইরূপ পাণ্ডব-সৈন্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের প্রতি মত্তের ন্যায় ধাবমান হইয়া বৃদ্ধ হইলেও যুবার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগগামী, শ্রান্তিহীন তাঁহার আজানেয়[1] অশ্বগণ স্বভাবতই শোণিতবর্ণ, তাহাতে আবার শোণিতাক্ত হইয়া অধিকতর কান্তি ধারণ করিল।

দ্রোণাচার্য্য অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ পুনরায় আবর্ত্তিত হইল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিয়া এক একবার দণ্ডায়মান হইয়া রহিল; শূরগণের হর্ষজনন, ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ও তাহাদিগের নিদারুণ শব্দে সমস্ত রোদসী[2] পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য

১। আজানদেশীয়। ২। আকাশ।

পুনর্ব্বার আপন নাম উচ্চারণপূর্ব্বক শত শত শর শত্রুগণকে আচ্ছন্ন করিয়া আপনাকে নিতান্ত ভয়ঙ্কর করিলেন; বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায় কৃতান্ত-সদৃশ যুধিষ্ঠির-সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং মস্তক ও অলঙ্কৃত বাহু-সকল ছেদিত ও রথ সকল নির্ম্মনুষ্য করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই হর্ষ-শব্দে ও বায়ুবেগে যোদ্ধৃগণ শীতার্দ্দিত গো-সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার রথঘোষে, মৌর্ব্বী-নিষ্পেষণে ও শরাসন-শব্দে আকাশে এক মহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল এবং তাঁহার শরাসন হইতে শরনিকর বিনিঃসৃত হইয়া সমুদয় দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিকগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ সেই মহাবেগ, কার্ম্মুকসনাথ, অস্ত্রসমূহে প্রজ্বলিত, হুতাশনতুল্য, দ্রোণাচার্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের কুঞ্জর, পদাতি ও অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে শোণিত দ্বারা কর্দ্দমিত করিলেন এবং অনবরত এরূপ দিব্যাস্ত্র ও শর-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, সমুদয় দিকে পদাতি অশ্ব ও রথে শরজাল ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না, কেবল তাঁহারই কেতু মেঘরাজি-বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইতেছে, নিরীক্ষণ করিলাম।

পাণ্ডবগণের হস্তে দ্রোণাচার্য্য-নিধন

অনন্তর অদীনসত্ত্ব[১] দ্রোণাচার্য্য কৈকেয়গণের প্রধান পাঁচ বীরকে ও দ্রুপদকে শরজালে নিপীড়িত করিয়া কার্ম্মুক ও বাণহস্তে যুধিষ্ঠির-সৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীমসেন, ধনঞ্জয়, সাত্যকি, দ্রুপদ-পুত্রগণ, শৈব্যানন্দন কাশিরাজ ও শিবি হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে শরনিকরে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের শরাসন-বিমুক্ত স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর গজ ও অশ্বযুবাদিগের[২] কলেবর ভেদ করিয়া শোণিতলিপ্তপক্ষে[৩] মহীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্র যোদ্ধৃসমূহে, রথসমূহে ও শরনির্ভিন্ন[৪] গজবাজি সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া শ্যামল মেঘসমূহে সমাবৃত আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের উন্নতিকামনায় সাত্যকি, ভীম, অর্জ্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু দ্রুপদ ও কাশিরাজ প্রভৃতি বীরগণকে বিমর্দ্দিত ও অন্যান্য কর্ম্মসকল সম্পাদনপূর্ব্বক প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সকল লোককে সন্তাপিত করিয়া ইহলোক হইতে সুরলোক গমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের বহু সহস্র যোদ্ধা সংহার করিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের দুই অক্ষৌহিণীর অধিক সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দুষ্কর কর্ম্মসম্পাদন করিয়া পাণ্ডব ও ক্রূরকর্ম্মা অমঙ্গল্য পাঞ্চালগণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সৈন্য ও অন্যান্য লোকের ঘোরনাদ আকাশে সমুত্থিত হইল। ভূতগণের 'অহো ধিক্!' শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, দিক্ ও বিদিক্-সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; দেবগণ, পিতৃগণ ও মহারথ দ্রোণাচার্য্যের বান্ধবগণ তাঁহাকে জীবশূন্য অবলোকন করিলেন। পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের সিংহনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল।"

১। অকাতর। ২। তরুণ অশ্বসমূহের। ৩। পাখায় রক্তমাখা অবস্থায়। ৪। বাণবিদ্ধ।

নবম অধ্যায়

দ্রোণবধবৃত্তান্ত-শ্রবণেচ্ছু ধৃতরাষ্ট্রের সখেদোক্তি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাদৃশ অস্ত্রনিপুণ দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিলেন, তাঁহার কি রথ ভগ্ন বা শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল? অথবা তিনি এমন অনবধান হইয়াছিলেন যে, সেই নিমিত্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন! যিনি ভূরি ভূরি স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল বিকীর্ণ করিতেছিলেন, যিনি অবহিত হইয়া দুষ্কর কর্ম্মকলাপ[১] সম্পাদন করিতেছিলেন, যিনি অতিদূরে শরক্ষেপ করিতে পারিতেন, যিনি শস্ত্রযুদ্ধে পারীণ[২] হইয়াছিলেন, যিনি দিব্যাস্ত্র ধারণ করিতেন, যিনি শত্রুগণের দুরভিভবনীয়, ক্ষিপ্রহস্ত, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কৃতী, চিত্রযোধী, দান্ত, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অক্ষয় দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? পৌরুষ অপেক্ষা দৈবের বলই অধিক, এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্য মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে

১। কার্য্যসকল। ২। পারগ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

নিহত হইলেন। যাঁহাতে চতুর্ব্বিধ[1] অস্ত্রবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, কহিতেছ। যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিতেন, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আজি আর শোকের শান্তি হইতেছে না। ইহা যথার্থ যে, পরের দুঃখে কাহার প্রাণ বহির্গত হয় না, এই মন্দভাগ্য ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণের মৃত্যু শ্রবণ করিয়াও জীবিত আছে। এক্ষণে দৈবই প্রধান, পুরুষকার নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু-শ্রবণে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। গুণার্থী ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম[2] ও দৈবাস্ত্রের[3] নিমিত্ত যাঁহার উপাসনা করিতেন, মৃত্যু তাঁহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিল? সাগরের শোষণ, মেরুর উৎসারণ[4] ও দিবাকরের নিপাতনের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যিনি দুষ্টগণকে নিবারণ ও ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করিতেন, যিনি দীন দুর্য্যোধনের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, মূঢ়মতি আমার পুত্রগণের জয়াশা যাঁহার বিক্রমের উপর নির্ভর করিত, যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ ছিলেন, তিনি কি প্রকারে নিহত হইলেন? যাঁহার অশ্বগণ হিরণ্ময় জালে আচ্ছন্ন থাকিত, সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রপাত অতিক্রম করিত, সংগ্রামকালে দৃঢ় হইয়া অবস্থান করিত, শঙ্খ দুন্দুভি শ্রবণজনিত করিবৃংহিত, জ্যাক্ষেপ, শর ও শস্ত্র সহ্য করিত, পরিশ্রম করিলেও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিত না, কদাচ ব্যথিত হইত না এবং শত্রুগণের পরাজয় কীর্ত্তন[5] করিত, দ্রোণের সেই শোণবর্ণ, বৃহৎ কলেবর, বায়ুসম বেগশালী, বলবান্, শান্ত, অবিহ্বল, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ অতি শীঘ্র কি প্রকারে পরাজিত হইয়াছিল? দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত অশ্বকে সুবর্ণ-ভূষিত রথে যোজিত করিয়া তাহাতে আরোহণ-পূর্ব্বক কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সেনা হইতে উত্তীর্ণ হয়েন নাই?

যে সত্যসন্ধ[6] শূরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের বিদ্যা সকল ধনুর্দ্ধরের উপজীবিকা, তিনি কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কোন্ সকল রথী ইন্দ্রসদৃশ, ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, উগ্রকর্ম্মা দ্রোণাচার্য্যকে প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিল? পাণ্ডবগণ সেই মহাবলকে অবলোকন করিয়া কি পলায়ন করিয়াছিল কিংবা সমুদয় সৈন্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল? অথবা ধনঞ্জয় শরনিকরে অন্যান্য পার্থিবগণকে নিবারণ করিলে, পাপকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ভীষণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কেহ দ্রোণকে বধ করিয়াছে এমন বোধ হয় না। বোধ হয়, যেমন পিপীলিকাগণ বিষধরকে আকুলিত করে, সেইরূপ কৈকেয়, চেদি ও কারূষগণ এবং অন্যান্য ভূমিপাল-সকল অসুকর[1] কর্ম্মে ব্যাপৃত দ্রোণাচার্য্যকে আকুলিত করিলে পাঞ্চালাধম ধৃষ্টদ্যুম্ন শূরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিল। যেমন সাগর সমুদয় তরঙ্গিণীর আধার, সেইরূপ যিনি ষড়ঙ্গ-সমবেত চারি বেদ ও আখ্যান[2] অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় হইয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি প্রকারে শস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন? ক্রোধনস্বভাব দ্রোণাচার্য্য আমার নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া পার্থকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত ফললাভ করিয়াছেন। যাঁহার কর্ম্ম ধনুর্দ্ধরগণের উপজীবিকা, যিনি সত্যসন্ধ ও পুণ্যবান্, সম্পত্তি-লোলুপেরা তাঁহাকে কি প্রকারে সংহার করিল? পাণ্ডবগণ পুরন্দরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ, মহাসত্ত্ব, ক্ষিপ্রহস্ত, দৃঢ়ধন্বা[3], মহাবল দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে বধ করিল? ক্ষুদ্র মৎস্যেরা কি তিমি সংহার করিতে পারে? জয়ার্থী ব্যক্তি যাঁহার গোচরে উপস্থিত হইলে জীবিত থাকিতে পারিত না, বেদার্থিগণের বেদশব্দ ও ধনুর্দ্ধরগণের জ্যানির্ঘোষ যাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করে নাই, যিনি অদীন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, শ্রীমান্, অপরাজিত এবং সিংহ ও দ্বিরদের[4] ন্যায় বিক্রমশালী, সেই দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যাঁহার যশ ও বল কেহই পরাভব করিতে পারে না, ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরুষেন্দ্র[5]গণের সমক্ষে সেই দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? কাহারা দ্রোণাচার্য্যের অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিয়া

১। যোজন, সন্ধান, মোক্ষ ও সংহার। ২। ব্রহ্মাস্ত্র। ৩। ঐন্দ্র প্রভৃতি অস্ত্রের। ৪। উৎপাটন—এক স্থান হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে ক্ষেপণ। ৫। সূচনা। ৬। সত্যনিষ্ঠ।

১। দুঃসাধ্য। ২। পুরাণ-ইতিহাসাদি। ৩। ধনুর্য্যুদ্ধে অটল। ৪। হস্তীর। ৫। পুরুষশ্রেষ্ঠ।

নিকট হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারা দুর্লভ গতি লাভ করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করিয়াছিল? কাহারা দক্ষিণ-চক্র ও কাহারাই বা বাম-চক্র রক্ষা করিয়াছিল? দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধসময়ে কাহারা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিল এবং কাহারাই বা সেই যুদ্ধে প্রতিকূল মৃত্যু ও কাহারাই বা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে? দ্রোণের রক্ষক মন্দগতি ক্ষত্রিয়গণ কি ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? শত্রুগণ কি তাঁহাকে বধ করিয়াছে? তিনি ত নিতান্ত বিপন্ন হইলেও ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেন না, তবে শত্রুগণ তাঁহাকে কি প্রকারে বধ করিল? আর্য্য ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, ঘোরতর আপদ্ উপস্থিত হইলে যথাশক্তি পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তিনি তাহাও করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! আমার মন মোহাবিষ্ট হইতেছে, এক্ষণে কথা নিবর্ত্তিত[১] কর, পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।"

—

দশম অধ্যায়

শোককাতর ধৃতরাষ্ট্রের শুশ্রূষা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া আন্তরিক শোকে সাতিশয় কাতর, পুত্রগণের জয়লাভে হতাশ ও হতচেতন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পরিচারকগণ তাঁহাকে বীজন ও পবিত্রগন্ধ অতিমাত্র শীতল জলে অভিষেক করিতে লাগিল। ভরতকুলের কামিনীগণ মহারাজকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া বেষ্টনপূর্ব্বক করতল দ্বারা তাঁহার কলেবর স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং বাষ্পাকুলকণ্ঠ হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উত্থাপিত করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন; তথাপি তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইল না। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বীজন আরম্ভ হইল।

ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ সমর-সংবাদ প্রশ্ন

অনন্তর তিনি অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কম্পিত-কলেবরে পুনরায় সঞ্জয়কে যথাযথ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যেমন প্রতি-হস্তীর[১] অঙ্গের প্রমত্ত মাতঙ্গ অন্য হস্তীকে করিণী-সমাগমে প্রসন্ন-বদন নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুত গমন করে, জ্যোতিঃ দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া যেমন আদিত্য উদিত হন, সেইরূপ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিকট আগমন করিতেছিলেন; যে বীরপুরুষ আমাদের বহু বীরপুরুষকে নিহত করিয়াছেন, যে মহাবাহু একাকী ভীষণ দৃষ্টিপাত দ্বারা দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন, আমাদিগের কোন্ সকল বীরপুরুষ সেই দুর্দ্ধর্ষ অজাত-শত্রুকে নিবারণ ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? যিনি মহাবল মহাকায়, মহোৎসাহ ও বলে অযুতমাতঙ্গতুল্য, যিনি অতিবেগে আগমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, যিনি শত্রুগণের সমক্ষে মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিলেন, কোন্ কোন্ বীরপুরুষ তাঁহার গতি রোধ করিয়াছিলেন?

যিনি জলদের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও মহাবীর, যিনি পর্জ্জন্যের অশনিবর্ষণের ন্যায়, দেবরাজের বারি-বর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিতেছিলেন; যাঁহার তল-শব্দে ও নেমি-নির্ঘোষে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইত; যাহার ধনু বিদ্যুৎসদৃশ, রথগুল্ম[২] মেঘতুল্য ও নেমিনির্ঘোষ মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায়, যিনি শর-শব্দে অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন, যাঁহার রোষরূপ পবনে মেঘ-সকল বিক্ষিপ্ত হয়, যিনি মনের অভিপ্রায়ের ন্যায় গমন করিতে পারেন এবং মর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েন, যিনি অন্তকের ন্যায় মানবগণের শোণিতজলে দশদিক্ প্লাবিত করিয়া গৃধ্রপত্র, শিলাশিত শরজালে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুন যখন শরসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীব-হস্তে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? তিনি কি গাণ্ডীব-শব্দে সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে করিতে তোমাদের অভিমুখীন হইয়াছিলেন? বায়ু যেমন মেঘরাশি ও শরবন ছিন্ন-ভিন্ন করে, ধনঞ্জয় কি সেইরূপ তোমাদিগের প্রাণ বিনাশ করেন নাই? যিনি সেনাগ্রে অবস্থান করিতেছেন শ্রবণ করিলেই লোকে বিহ্বল হইয়া উঠে, কোন্ মানব সেই গাণ্ডীব-ধন্বাকে সহ্য করিতে পারে? যে যুদ্ধে সেনাগণ

১। কথার অবসান।

১। প্রতিদ্বন্দ্বী। ২। রথস্তম্ভ।

কম্পিত ও বীরগণ ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল, সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কে কে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করে নাই ও কোন্ সকল দুর্ব্বল ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল? কাহারাই বা দেহত্যাগ করিয়াও প্রতিকূল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে? আমার সৈন্যগণ দেবগণেরও জেতা, ধনঞ্জয়ের তেজ, তাঁহার শ্বেতাশ্বের বেগ ও বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গাণ্ডীবধ্বনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ বাসুদেব যে রথে সারথি ও অর্জ্জুন যে রথে রথী, দেবাসুরগণও তাহা পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না।

সুকুমার, যুবা, শৌর্য্যশালী, দর্শনীয়, মেধাবী, সত্য-পরাক্রম নকুল যখন বিপুল নিনাদ সহকারে সমুদয় সৈন্য ব্যথিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট-বর্ত্তী হইলেন, তখন কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? শ্বেতাশ্ব, আর্য্যব্রত অমোঘাস্ত্র, শ্রীমান্, অপরাজিত সহদেব আশীবিষের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইয়া শত্রুগণকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি সৌবীররাজের মহতী সেনা প্রমথিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভোজকন্যাকে মহিষীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার সত্য, ধৃতি, শৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিনিয়ত অব্যাহত আছে, যিনি বলবান্, সত্যকর্ম্মা, অদীন, অপরাজিত, সমরে বাসুদেবের সমান ও বাসুদেবের অনন্তর জাত[১], যিনি ধনঞ্জয়ের উপদেশে শর ও অস্ত্রপ্রয়োগে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও ধনঞ্জয়ের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন, কোন্ বীর সেই যুযুধানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি বৃষ্ণি-বংশের ও ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, অস্ত্র প্রয়োগ, যশ ও বিক্রমে পরশুরামের সমান এবং কেশব যেমন ত্রৈলোক্যের আশ্রয়, সেইরূপ যাঁহাতে সত্য, ধৃতি, বুদ্ধি, শৌর্য, ব্রহ্মচর্য্য ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্ সকল বীর সেই মহাধনুর্দ্ধর সাত্বতকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীনগণের প্রীতিভাজন, উত্তমকর্ম্মা, ধনঞ্জয়ের হিতকার্য্যে ব্যাপৃত, আমার অনর্থের নিমিত্ত উৎপন্ন, যম, কুবের, আদিত্য, ইন্দ্র ও বরুণের সমান এবং মহারথ বলিয়া বিখ্যাত, সেই উত্তমৌজা প্রাণপণে দ্রোণের সহিত যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে কোন্ সকল বীর *তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে বীর একাকী চেদিগণ হইতে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের নিকট আগমন করিলে কে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে বীর গিরিদ্বারে পলায়িত দুর্জ্জয় রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিলেন, কোন্ ব্যক্তি সেই কেতুমান্‌কে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?*

যে নরব্যাঘ্র স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন, যিনি মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর হেতুস্বরূপ, সেই অম্লানচেতাঃ শিখণ্ডী দ্রোণের অভিমুখীন হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি ধনঞ্জয় অপেক্ষা অধিক গুণবান্, যাঁহাতে অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত আছে, যিনি বীরত্বে বাসুদেবের ন্যায়, বলে ধনঞ্জয়ের ন্যায়, তেজে আদিত্যের ন্যায় ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়, ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় সেই অভিমন্যু দ্রোণাভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? সেই তরুণপ্রজ্ঞ[১], যুবা যখন দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? যেমন নদ সমূহ সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যাঁহারা বাল্যকালে দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রত ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মের নিকট বাস করিয়াছিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সেই ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও মানদ, এই চারি বালককে কোন সকল বীর নিবারণ করিয়াছিলেন? বৃষ্ণিগণ যাঁহাকে একশত বীর অপেক্ষাও অধিকতর বলবান বিবেচনা করেন, সেই মহাধনুর্দ্ধর চেকিতানকে দ্রোণের নিকট হইতে কোন্ বীর নিবারণ করিয়াছিলেন? ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবিক্রম, রক্তধ্বজ[২] রক্ত আয়ুধ ও রক্তবর্ম্মে সুশোভিত, ইন্দ্রগোপসদৃশ, পাণ্ডবগণের মাতৃস্বস্রীয় এবং তাঁহাদিগের জয়ার্থী কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা দ্রোণ-বিনাশে আগমন করিলে কাহারা তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? রাজগণ বারণাবত নগরে জাতক্রোধ ও জিঘাংসা-পরতন্ত্র হইয়া ছয় মাস যুদ্ধ করিয়াও যাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই, যিনি বারাণসী নগরে স্ত্রীলোলুপ

১। অনুজ—কনিষ্ঠ।

১। নবজাত তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ২। রক্তবর্ণ ধ্বজবিশিষ্ট।

মহারথ কাশিরাজ-পুত্রকে ভল্ল দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন, কোন্ সকল বীর সেই ধনুর্দ্ধরবর সত্যসন্ধ যুযুৎসুকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণের মন্ত্রিপ্রবর, দুর্য্যোধনের অহিতকারী, যিনি দ্রোণবধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধৃগণকে দগ্ধ ও বিদীর্ণ করিতে করিতে দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারিত করিয়াছিলেন? যে অস্ত্রবেত্তা প্রায় দ্রুপদের উৎসঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, কাহারা সেই অস্ত্র-রক্ষিত শিখণ্ডীকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারিত করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! যিনি ভীষণ রথশব্দ দ্বারা এই সমগ্র পৃথিবীকে চর্ম্মবৎ পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, যে শত্রুনিপাতন মহারথের রথ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বহির্গত হইত, যিনি সুস্বাদু অন্ন, পান ও সুন্দর দক্ষিণা সহকারে নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ দশ অশ্বমেধ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, যিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন, গঙ্গাস্রোতে যতগুলি সৈকত আছে, যিনি যজ্ঞে তৎসংখ্যক ধেনু দান করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে বা পরে যাহার ন্যায় কোন মনুষ্য এরূপ গোদানে সমর্থ হয় নাই, এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে দেবগণ যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, চরাচর ত্রিভুবনে উশীনর-তনয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং বর্ত্তমানেও নাই, কে সেই উশীনরের নপ্তা শৈব্যকে নিবারিত করিয়াছিলেন? বিরাটরাজের রথ-সৈন্য দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন হইলে কাহারা তাঁহাকে নিবারিত করিয়াছিলেন? যে মহাবল-পরাক্রান্ত মায়াবী রাক্ষস বৃকোদরের ঔরসে হিড়িম্বা গর্ভ হইতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, যাহাকে আমি যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া থাকি, পাণ্ডবগণের জয়ার্থী, আমার পুত্রগণের কণ্টকস্বরূপ সেই মহাকায় ঘটোৎকচকে দ্রোণের নিকট হইতে কাহারা নিবারিত করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! এই সকল ও অন্যান্য বীরগণ যাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং পুরুষোত্তম বাসুদেব যাঁহাদিগের আশ্রয় ও হিতার্থী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরাজয় হইবে? বাসুদেব লোকগুরু, লোকনাথ, সনাতন, যুদ্ধে নরগণের শরণ্য দিব্যাত্মা ও প্রভু, মনীষিগণ ইঁহার দিব্য কর্ম্ম-সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন; আমিও আত্মস্থৈর্য্যের[১] নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিব।"

একাদশ অধ্যায়

কৃষ্ণের প্রভাবচিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের হতাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! বাসুদেব যে সকল অনন্যপুরুষসাধারণ[২] দিব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মহাত্মা বাসুদেব বাল্যকালে যখন গোপকুলে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, তৎকালেই তাঁহার বাহুবল ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য বল ও সমীরণের ন্যায় বেগশালী যমুনাতীর-বনবাসী অশ্বরাজকে বধ করিয়াছেন; তিনি গো সমূহের যমস্বরূপ ঘোর-কর্ম্মা বৃষরূপধর দানবকে বাল্যকালে ভুজযুগলে সংহার করিয়াছেন; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, মহাসুর পীঠ ও সুরতুল্য মুরকে বিনাশ করিয়াছেন; তিনি বিক্রমপূর্ব্বক জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহা-তেজাঃ কংসকে স্বদলের সহিত সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন; সেই অমিত্রঘাতী বাসুদেব বলদেবকে সহায় করিয়া বলবিক্রমশালী, সমগ্র অক্ষৌহিণীর ঈশ্বর, ভোজরাজের মধ্যস্থ, কংসের ভ্রাতা, শূর-সেনের রাজা সুনামাকে সসৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন; একদা কোপনস্বভাব বিপ্রর্ষি দুর্ব্বাসা পত্নী-সমভি-ব্যাহারে তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন; বাসুদেব গান্ধার-রাজকন্যার[৩] স্বয়ংবরে ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, অমর্ষপরবশ নর-পতিগণ তাঁহার বৈবাহিক[৪] রথে যোজিত হইয়া, তোদনদণ্ডে আহত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েন; সেই জনার্দ্দন অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু জরাসন্ধকে অন্য দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সময়ে রাজসেনাপতি পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশু-পাল অর্ঘ্য-বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে পশুবৎ ছেদন করিয়াছিলেন। সেই মাধব

১। চিত্তের স্থিরতার। ২। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩। রুক্মিণীর।
৪। বিবাহ যাত্রার ব্যবহৃত রথ—যে রথে রুক্মিণী আনীত হন।

দৈত্যদিগের আকাশস্থ, শাল্বরক্ষিত, দুরাসদ সৌভ-নগর সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাগধ, কাশি, কৌশল, বাৎস্য, গার্গ, করূষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ব্বত, দাশেরক, কাশ্মীরক, ঔরসিক, পিশাচ, মুদ্গল, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য, ত্রিগর্ত্ত, মালব, দরদ, নানাদিক্ হইতে সমাগত খস ও শকগণ এবং সানুচর যবনগণকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি জলজন্তু-সমাকীর্ণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাজিত করিয়াছেন; সেই হৃষীকেশ যুদ্ধে পাতালতলবাসী পঞ্চজনকে সংহার করিয়া পাঞ্চজন্য দিব্য শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই মহাবল বাসুদেব ধনঞ্জয়ের সহিত খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে সন্তুষ্ট করিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ও দুর্দ্ধর্ষ চক্র লাভ করিয়াছেন; সেই বীর গরুড়ের উপর আরোহণপূর্ব্বক অমরাবতী ত্রাসিত করিয়া মহেন্দ্রভবন হইতে পারিজাতপুষ্প আনয়ন করিয়াছেন; দেবরাজ তাঁহার পরাক্রম অবগত আছেন বলিয়াই তখন উহা সহ্য করিয়াছিলেন।

হে সঞ্জয়! ইহা কখন শ্রবণগোচর হয় নাই যে, রাজাদিগের মধ্যে একজনও কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন নাই। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ কৌরবসভামধ্যে যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কে সেরূপ করিতে সমর্থ হয়? আমি ভক্তিলাভে নির্ম্মল হইয়া সেই ঈশ্বরকে অবলোকন ও তাঁহার অনুষ্ঠান-সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়াছিলাম। বিক্রম ও বুদ্ধিবলে হৃষীকেশের কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, সেই বাসুদেব আহ্বান করিলে গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিদূরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, সারণ, উল্মুক, নিশঠ, ঝিল্লিবভ্রু, পৃথু, বিপৃথু, শমীক ও অরিমেজয় প্রভৃতি মহাবল বৃষ্ণিগণও যে কোনরূপে হউক, যুদ্ধকালে পাণ্ডবসৈন্যকেই আশ্রয় করিবেন। তাহা হইলে আমার সকলই সংশয়াপন্ন হইবে। যে স্থানে জনার্দ্দন অবস্থান করিবেন, অযুত নাগ তুল্য বলশালী, কৈলাস-শিখর সদৃশ, বনমালী বলরামও সেই স্থানে গমন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হে সঞ্জয়! দ্বিজগণ যাঁহাকে সকলের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই বাসুদেব কি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন? তিনি যখন পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সন্নদ্ধ[১] হইবেন, তখন কেহই তাঁহার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারিবেন না। যদি কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলে মহাবাহু বাসুদেব তাঁহাদিগের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমুদয় নরপতি ও কৌরবকে সংহার করিয়া কুন্তীকে মেদিনী প্রদান করিবেন। যে রথে কৃষ্ণ সারথি ও অর্জ্জুন রথী, কোন্ রথ সমরে সেই রথের প্রতিপক্ষ হইবে? অতএব কোনক্রমেই কুরুগণের জয়লাভ দেখিতেছি না। এক্ষণে যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, সমুদয় বল।

অর্জ্জুন কেশবের ও কেশব অর্জ্জুনের আত্মা। অর্জ্জুন নিত্য বিজয়ী, কেশব সনাতন কীর্ত্তিমান্। ধনঞ্জয় সকল লোকের অজেয়। বাসুদেব অপরিমিত প্রধান গুণের আকর। দুর্য্যোধন দৈবদুর্বিপাকে মোহিত ও আসন্নমৃত্যু হইয়া সেই অর্জ্জুনকে ও সেই বাসুদেবকে অবগত হইতেছে না। এই দুই মহাত্মা পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ। ইঁহারা উভয়ে একাত্মা, দ্বিধাভূত হইয়া মানবগণের নয়নগোচর হইতেছেন। ইঁহাদিগের পরাভব একবার মনেও উদিত হয় না। এই দুই যশস্বী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত সেনা বিনষ্ট করিতে পারেন; মানুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই সেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন না। যুগবিপর্য্যয় যেমন মনুষ্যের মোহ উৎপাদন করে, মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যুও সেইরূপ মোহ উৎপাদন করিতেছে। কি ব্রহ্মচর্য্য, কি বেদাধ্যয়ন, কি শস্ত্র, কিছুতেই কেহ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় না।

হে সঞ্জয়! লোকপূজিত, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কি নিমিত্ত জীবিত রহিলাম? আমরা পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের যে রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া অসূয়াপরবশ হইয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বিনাশে আজি তাহারই অনুজীবী হইতে হইল। আমার নিমিত্তই কুরুগণের এই মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। কাল-পরিণত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তৃণ-সকলও বজ্রের ন্যায় কার্য্য করে। যাঁহার কোপে মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন, সেই যুধিষ্ঠিরই পৃথিবীর এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছেন; অতএব ধর্ম্ম আমার আত্মজগণের প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া স্বভাবতঃ

১। যুদ্ধের জন্য সজ্জিত।

যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিয়াছেন। এই ক্রূর কাল সর্ব্বনাশ না করিয়া অতীত হইবে না। আর দেখ, মনস্বিগণ বিষয়সকল যেরূপ মনে করেন, দৈববশতঃ উহা অন্য প্রকার হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই যে দুশ্চিন্ত্য বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পরিহার করিবার সাধ্য নাই, এক্ষণে যথার্থ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন কর।"

দ্বাদশ অধ্যায়

দ্রোণ-বধ-বৃত্তান্ত—দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি সমুদয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব আচার্য্য দ্রোণ যেরূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বিনাশিত ও নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিব।

মহারথ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! তুমি যে সম্প্রতি কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের পরই সেনাপতিপদ প্রদান করিয়া আমাকে পূজা করিলে, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ফল লাভ করিবে। এখন তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে, তাহা প্রার্থনা কর।'

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া দুর্দ্ধর্ষ জয়িপ্রধান আচার্য্যকে কহিলেন, 'হে আচার্য্য! যদি বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই বর প্রার্থনা করি যে, রথিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত গ্রহণ করিয়া এই স্থানে আমার নিকট আনয়ন করুন।'

কৌরবগণের আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনের বাক্য-শ্রবণে সেনাগণকে হর্ষযুক্ত করিয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; কারণ, তুমি তাঁহাকে সংহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের বধ-কামনা করিতেছ না এবং মন্ত্রণাকুশল হইয়া কি নিমিত্তই বা এ বিষয়ের উল্লেখ করিলে না? কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মরাজের দ্বেষ্টা নাই; তুমি তাঁহাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার কুল রক্ষা করিতেছ অথবা পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরিশেষে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সৌভ্রাত্র করিবার অভিলাষী হইয়াছ? যাহা হউক, রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য, শুভক্ষণে সেই ধীমানের জন্ম হইয়াছিল; তাঁহার অজাতশত্রু নামও অযথার্থ নহে; কেন না, তুমি তাঁহার প্রতি স্নেহবান্ হইতেছ।'

বৃহস্পতি সদৃশ ব্যক্তিও হৃদ্গত ভাব গোপন করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত দুর্য্যোধনের চির-পোষিত হৃদয়গত অভিপ্রায় সহসা বহির্গত হইল। তিনি দ্রোণাচার্য্যের বাক্যাবসানে প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, 'হে আচার্য্য! যুধিষ্ঠিরের সংহারে আমার জয়লাভ হইবে না; তাঁহাকে বিনাশ করিলে ধনঞ্জয় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সকলকে সংহার করা সুরগণেরও অসাধ্য, সুতরাং যে অবশিষ্ট থাকিবে, সেই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করিলে তাঁহাকে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিব; তাহা হইলে তাঁহার অনুগত পাণ্ডবগণ পুনরায় বনে গমন করিবে এবং ঈদৃশ জয়ও ব্যক্তরূপে দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইবে; এই নিমিত্ত আমি কখনও যুধিষ্ঠিরের বধ ইচ্ছা করি না।'

দ্রোণাচার্য্যের বুদ্ধিনৈপুণ্যে দুর্য্যোধনের বিফলতা

অর্থতত্ত্ববিৎ বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় অবগত হইয়া চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বর এইরূপ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রদান করিলেন,—'হে দুর্য্যোধন! যদি বীর্য্যশালী অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে, তাহা হইলে তুমি মনে করিবে, যুধিষ্ঠির স্ববশে সমানীত হইয়াছে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেব ও অসুরগণও অর্জ্জুনের অভিমুখে আগমন করিতে পারেন না, এই নিমিত্ত আমি ইহা করিতে সাহসী হইতেছি না। অর্জ্জুন একাগ্র ও আমার শিষ্য এবং আমি তাহার অস্ত্রশিক্ষাবিষয়ে প্রথম আচার্য্য যথার্থ বটে; কিন্তু সেই তরুণবয়স্ক পুণ্যবান্ অর্জ্জুন আবার ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে বহুবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত এবং তোমা কর্ত্তৃক ক্রোধিত[১] হইয়াছে; এই নিমিত্ত আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ[২] করিতে সমর্থ হইব না। অতএব যে উপায়ে পার, যুদ্ধ হইতে ধনঞ্জয়কে অপসারিত কর, তাহা হইলেই যুধিষ্ঠির তোমার নিকট পরাজিত হইবেন। হে পুরুষোত্তম! তাঁহাকে

১। ক্রোধপ্রাপ্ত—ক্রুদ্ধ। ২। বন্দী।

সংহার না করিয়া গ্রহণ করিলেই জয়লাভ হইবে আর তিনিও এই উপায়ে পরিগৃহীত[১] হইবেন; নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অপনীত হইলে সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে যদি মুহূর্ত্তকালও আমার অগ্রে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি অদ্য তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তোমার বশীভূত করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্জ্জুনের সমক্ষে ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন না।'

দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের গ্রহণবিষয়ে এইরূপ সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে অতি মূর্খ আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে গৃহীত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডবগণের পক্ষপাতী বলিয়া জানিতেন, এইজন্য সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক মন্ত্রণা করিয়া যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ সমুদয় সৈন্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দুর্য্যোধন দুরভিসন্ধি প্রকাশে অর্জ্জুন-সতর্কতা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহবিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে পর আপনার সৈনিকগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাণধ্বনি ও শঙ্খশব্দের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির আপ্তলোক দ্বারা ন্যায়ানুসারে দ্রোণাচার্য্য-চিকীর্ষিত[৩] সমুদয় বৃত্তান্ত শীঘ্র অবগত হইয়া অন্যান্য লোক ও ভ্রাতৃগণকে আনয়নপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে পুরুষোত্তম! অদ্য দ্রোণাচার্য্যের চিকীর্ষিত সকল তোমার শ্রবণগোচর হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে তাহা সফল না হয়, এরূপ নীতিবিধান কর। হে মহাধনুর্দ্ধর! শত্রুনিপাতন দ্রোণ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সেই সীমা তোমাতেই নিহিত হইয়াছে; অতএব তুমি অদ্য আমার নিকটে থাকিয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ কর; দুর্য্যোধন যেন দ্রোণের সাহায্যে পূর্ণকাম না হয়।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যেমন কোন কালেই আচার্য্যের প্রাণসংহার আমার কর্ত্তব্য নয়, সেইরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করাও আমার অভিলষিত নয়; যদি আমাকে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তথাপি কোনক্রমেই আচার্য্যের বিপক্ষ হইব না; কিন্তু দুর্য্যোধন যে আপনাকে গ্রহণ করিয়া রাজ্যকামনা করিতেছে, তাহা এই জীবলোকে কখনই পরিপূর্ণ হইবে না। যদি বজ্রধর স্বয়ং বা দেবগণ সমবেত বিষ্ণু সমরে তাহার সাহায্য করেন, তথাপি সে আপনাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। হে রাজেন্দ্র! দ্রোণাচার্য্য নিখিল অস্ত্রধরের শ্রেষ্ঠ হইলেও আমি জীবিত থাকিতে আপনি তাঁহাকে ভয় করিবেন না। আমি আপনাকে আরও কহিতেছি যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ ভঙ্গ হয় না; আমি কখন মিথ্যাবাক্য কহিয়াছি, কি পরাজিত হইয়াছি, অথবা প্রতিশ্রুত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথা করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না।'

একাদশ দিবসীয় যুদ্ধ—দ্রোণ-পাণ্ডব সমর

অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিবেশনে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক-সকল বাদিত হইতে লাগিল; গগনস্পর্শী অতি ভীষণ সিংহনাদ এবং ধনুর্জ্যা ও তলধ্বনি সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবদিগের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যেও বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর আপনার ও পাণ্ডবগণের সংব্যূহিত যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণের এবং দ্রোণ ও পাঞ্চালদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সৃঞ্জয়গণ দ্রোণ-পালিত সৈন্যবিনাশে প্রযত্নসহকারে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; দুর্য্যোধনের মহারথ যোধগণও অর্জ্জুনপালিত পাণ্ডবসেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং দ্রোণার্জ্জুন-পালিত উভয় সেনাই রাত্রিকালীন দুই কুসুমিত বনরাজির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর দীপ্যমান দিবাকর-সদৃশ সুবর্ণরথারোহী দ্রোণ পাণ্ডবসেনাগণকে নিষ্পেষিত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই রথারোহী ক্ষিপ্রকারী একমাত্র দ্রোণাচার্য্যকে বহুবিধ

১। ধৃত। ২। ভ্রমপ্রমাদহীন—বিশ্বস্ত। ৩। অভিপ্রেত।

বিভীষিকা-স্বরূপ বলিয়া বোধ করিলেন। দ্রোণ-বিমুক্ত ভীষণ শরনিকর পাণ্ডব-সৈন্যগণকে ত্রাসিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আচার্য্য দ্রোণ মধ্যাহ্নকালীন কিরণশত-সংবৃত[১] দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। দানবগণ যেমন সমরে ক্রুদ্ধ দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিল না। অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শীঘ্র শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাগণকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে স্থানে ধৃষ্টদ্যুম্ন অবস্থান করিতেছিলেন, সমস্ত দিক্ ও আকাশমণ্ডল শরনিকরে আবৃত করিয়া সেই স্থানেই পাণ্ডব-সেনাগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কৌরব-পাণ্ডব সঙ্কুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত তুমুল রণ করিয়া, হুতাশন যেমন বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুবর্ণরথ দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। আকর্ণ আকৃষ্যমাণ আশুকারী দ্রোণ-শরাসনের প্রবল জ্যা-নির্ঘোষ অশনিশব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। লঘুহস্ত দ্রোণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মুক্ত অতি ভীষণ সায়কসমূহ রথী, সাদী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। যেমন বায়ুসহায় গর্জ্জমান পর্জ্জন্য বর্ষাকালে শিলবির্ষণ করে, সেইরূপ বাণবর্ষণ করিয়া শত্রুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিলেন এবং বিচরণপূর্ব্বক সেনাগণকে সংক্ষোভিত করিয়া শত্রুগণের অলৌকিক ভয়বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাম্যমাণ রথে হেম-পরিষ্কৃত[২] চাপ পুনঃ পুনঃ জলদবিলগ্ন[৩] বিদ্যুতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সত্যবান্, প্রাজ্ঞ, নিত্যধর্ম্মপরায়ণ সেই বীর অমর্ষবেগ[১]সম্ভূত, ক্রব্যাদগণসঙ্কুল সৈন্যস্রোতঃপরিপূর্ণ[২], বীরবৃক্ষাপহারী[৩], শোণিতোদক[৪], গজাশ্বকৃতপুলিন[৫], কবচোৎপল[৬], মাংসপঙ্ক[৭], মেদমজ্জাস্থিসৈকত[৮], উষ্ণীষফেন[৯], যুদ্ধমেঘাকীর্ণ[১০], নরনাগাশ্বগহন[১১], রথবেগপ্রবাহ[১২], দেহদারুসংকীর্ণ[১৩], রথকচ্ছপসমাকুল[১৪], মস্তকশিলাতটশোভিত[১৫], রথনাগহ্রদোপেত[১৬], নানাভরণভূষিত মহারথশতাবর্ত্ত[১৭], ধূলিতরঙ্গ[১৮], মহাবীরগণের সুতর[১৯], ভীরুগণের দুস্তর[২০], শরীর-শতপূর্ণ[২১], কঙ্ক-গৃধ্র-পরিচারিত[২২], শূরসর্পসমাকীর্ণ[২৩], জীববৃন্দ-সেবিত ছিন্নছত্রমহাহংস[২৪], মুকুটবিহগ[২৫], চক্রকূর্ম্ম[২৬], গদাকুম্ভীর[২৭], খড়গপ্রাসমৎস্য[২৮], ভয়ানক কাক-গৃধ্র ও শৃগালসমূহে অধিষ্ঠিত[২৯], কেশশৈবালশাদ্বল[৩০], ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই নদী বলবান্ দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহত সহস্র সহস্র মহারথ ও অন্যান্য শত শত প্রাণীকে যম-সদনে বহন করিতে লাগিল।

এইরূপে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণের প্রতি তর্জ্জন করিতেছেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। দৃঢ়-বিক্রম কৌরবপক্ষীয় শূরগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহা-দিগকে গ্রহণ[৩১] করিলেন। উহা লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল।

শতমায়[৩২] শকুনি সম্মুখীন হইয়া নিশিত শরসমূহে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন; সহদেবও ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে তাঁহার কেতু, ধনু, সারথি ও তুরঙ্গমগণকে ছেদিত করিয়া ষষ্টি সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি

১। প্রখর কিরণ। ২। স্বর্ণ তুল্য উজ্জ্বল। ৩। মেঘমধ্যগত।

১—৩০। সৈন্যগণের শোণিতে প্রবাহিত নদীর রূপক—ক্রোধ জলবেগ, শৃগাল কুক্কুরাদি-ভক্ষিত সৈন্য স্রোত, বীরগণ ভাঙ্গনে পতিত বৃক্ষশ্রেণী, রক্ত জল, স্তূপীকৃত মৃত অশ্ব গজ তট, পদ্ম বর্ম, মাংস কর্দ্দম, মেদ মজ্জা অস্থি চড়া, উষ্ণীষ ফেন, যুদ্ধঘটা মেঘপঙ্ক, বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ দুর্গমতা, রথবেগ প্রবাহ, মৃতদেহ ভাসমান কাষ্ঠ, রথ সকল কচ্ছপ, মস্তক প্রস্তরময় তীরভাগ, রথ ও গজ হ্রদ, নানা আভরণে ভূষিত শত শত মহারথ আবর্ত্ত, ধূলি তরঙ্গ। বীরগণ এই নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে; দুর্ব্বলগণ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। বহু মৃত শরীর উহাতে ভাসিয়া বেড়ায়, শবমাংস লোভে শকুন ও হাড়গিলা উহার উপর উড়িয়া বেড়ায়, শূরগণ উহার সর্প, বীরগণের ছিন্ন ছত্র মহাহংস, মুকুট পক্ষিপংক্তি, চক্র বৃহৎ কূর্ম্ম, গদা কুম্ভীর, খড়গ ও প্রাস মৎস্য, ভীষণ কাক, শৃগাল ও শকুন মাংস লোভে উহার তটে বিচরণ করে এবং মৃত সৈন্যগণের কেশরাশি শেওলা ও ঘাস স্বরূপ। ৩১। তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। ৩২। বহুপ্রকার মায়াভিজ্ঞ—মায়াবী।

গদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তদ্দ্বারা সহদেবের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর দুই মহাবলই বিরথ ও গদাহস্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় সংগ্রামে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্য দশ বাণে দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলে তিনি বহু বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য পুনরায় তাঁহাকে ততোধিক সায়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন নিশিত বিংশতি শরে বিবিংশতিকে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না। ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। বিবিংশতি ভীমসেনকে সহসা অশ্বশূন্য, কেতুশূন্য ও শরাসনশূন্য করিলে ভীমসেন অরাতির তাদৃশ বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া গদা দ্বারা তাঁহার সমুদয় বশীভূত অশ্বকে নিপাতিত করিলেন। যেমন মত্ত গজ মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেইরূপ মহাবল বিবিংশতি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হতাশ্ব রথ হইতে ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন।

বীর্য্যশালী শল্য প্রীতিভাজন ভাগিনেয় নকুলকে যেন কোপিত করিবার নিমিত্ত হাস্যসহকারে লালন[১] করিতে করিতে শরজালে আঘাত করিলেন। প্রতাপবান্ নকুল তাঁহার সমুদয় অশ্ব, আতপত্র, ধ্বজ, সারথি ও শরাসন বিনষ্ট করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টকেতু কৃপনিক্ষিপ্ত বহুবিধ শর ছেদন করিয়া সপ্ততি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ ও তিন শরে তাঁহার ধ্বজ-চিহ্ন বিনষ্ট করিলেন। কৃপাচার্য্য প্রচুর শরবর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি যেন হাস্য করিতে করিতে কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থলে প্রথমে নারাচ, পরে সপ্ততি শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অন্য শর-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন দ্রুতগামী বায়ু অচলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা সুনিশিত সপ্তসপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না।

সেনানী[২] সুশর্ম্মার সমুদয় মর্ম্মস্থান অতিমাত্র আহত করিলে তিনিও তোমর দ্বারা সেনানীর জত্রু-দেশে আঘাত করিলেন। বিরাট মহাবীর মৎস্যগণের সহিত কর্ণকে নিবারিত করিলেন, ইহা অদ্ভুতবৎ[১] প্রতীয়মান হইল। ইহাই সূতপুত্রের পৌরুষ যে, তিনি সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে সেই দারুণ সৈন্য নিরস্ত করিলেন। রাজা দ্রুপদ স্বয়ং ভগদত্তের সহিত সমরে মিলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অদ্ভুতবৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগদত্ত নতপর্ব্ব শরসমূহে রাজা দ্রুপদকে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা মহারথ ভগ-দত্তের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। যোদ্ধৃবর অস্ত্র-বিশারদ ভূরিশ্রবা ও শিখণ্ডী ভূতগণের ত্রাসজনন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবা সায়কসমূহে মহারথ শিখণ্ডীকে আচ্ছন্ন করিলে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নবতি সায়কে ভূরিশ্রবাকে কম্পিত করিলেন। ভীষণকর্ম্মা, মায়াবী, গর্ব্বিত, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ পরস্পর জয়ার্থী হইয়া মায়া প্রকটনপূর্ব্বক অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া সাতিশয় বিস্ময় উৎপাদন-পূর্ব্বক অন্তর্হিত[২] হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। যেমন দেবাসুর-যুদ্ধে মহাবল বল ও ইন্দ্র পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চেকিতান অনুবিন্দের সহিত অতি ভৈরব[৩] যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন পূর্ব্বে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ লক্ষ্মণ ক্ষত্রদেবের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল হার্দ্দিক্য ত্বরান্বিত ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথাবিধি কল্পিত প্রচলিতাশ্বরথে[৪] আরোহণ-পূর্ব্বক অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অরিন্দম অভিমন্যু তাঁহার সহিত অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হার্দ্দিক্য শরনিকরে অভিমন্যুকে আচ্ছন্ন করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। হার্দ্দিক্য অন্য সাত শরে অভিমন্যুকে ও পাঁচ শরে তাঁহার অশ্বগণকে ও সারথিকে বিদ্ধ করিয়া কৌরব-সেনাগণের হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক সিংহের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ শব্দ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু হার্দ্দিক্যের প্রাণহর শর গ্রহণ করিবামাত্র হার্দ্দিক্য সেই ঘোরদর্শন শর সন্ধিত[৫] হইয়াছে জানিয়া দুই শরে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরবীরহা অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া

১। কপট স্নেহযুক্ত আদর প্রদর্শন। ২। পাণ্ডবসেনাপতি।

১। আশ্চর্য্যের ন্যায়। ২। অদৃশ্য। ৩। ভয়ঙ্কর। ৪। দ্রুত-গামী অশ্ববাহিত রথে। ৫। ধনুর্যোজিত।

চর্ম্ম ও নিশিত খড়্গ ধারণপূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সেই খড়্গ ঘূর্ণায়মান করিয়া অনেক তারাশোভিত সেই চর্ম্ম দ্বারা কৃতহস্তের[১] ন্যায় আত্মবীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একবার ঘূর্ণায়মান, একবার ঊর্দ্ধে ভ্রাম্যমান, একবার কম্পিত ও একবার উত্থাপিত করাতে অসিচর্ম্মের প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর তিনি সিংহনাদ-সহকারে হার্দ্দিক্যের রথেষায় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক রথে আরোহণ ও তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণ করিয়া পদাঘাতে সারথিকে নিহত করিলেন, খড়্গাঘাতে ধ্বজচ্ছেদন করিলেন এবং গরুড় যেমন সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিয়া সর্পকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, সেইরূপ অভিমন্যু তাঁহাকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন পার্থিবগণ বিগলিতকেশ পৌরবকে সিংহ কর্ত্তৃক পাত্যমান[২] বৃষভের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ পৌরবকে অভিমন্যুর বশবর্ত্তী, অনাথবৎ আকৃষ্যমাণ ও নিপাতিত অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদসহ, ময়ূরাঙ্কিত, কিঙ্কিণী-শত-শোভিত জাল-পরিবেষ্টিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অভিমন্যু জয়দ্রথকে দর্শন করিয়া পৌরবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তূর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্যেনবৎ নিপতিত হইলেন। শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত প্রাস, পট্টিশ ও নিস্ত্রিংশ-সকল খড়্গ দ্বারা ছেদিত ও চর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং স্বপক্ষ সৈন্যগণকে স্বভুজ-বীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই মহাখড়্গ ও চর্ম্ম উদ্যত করিয়া শার্দ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ পিতার অত্যন্ত বৈরী বৃদ্ধক্ষত্রনন্দন জয়দ্রথের অভিমুখে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। যেমন ব্যাঘ্র ও সিংহ নখ-দন্ত দ্বারা পরস্পর প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে খড়্গ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই অসিচর্ম্মের সম্পাতে, অভিঘাতে ও নিপাতে সেই নরসিংহদ্বয়ের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিল না। উভয়ের অবক্ষেপ[৩], শস্ত্রান্তর-নিদর্শন[৪] এবং বাহ্যান্তর নিপাত[৫] নির্ব্বিশেষ লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই দুই মহাত্মা যখন বাহ্য ও অভ্যন্তর-পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা সপক্ষ পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর যশস্বী অভিমন্যু খড়্গ নিক্ষেপ করিবামাত্র জয়দ্রথ তাঁহার চর্ম্মে খড়্গাঘাত করিলেন। সেই মহাখড়্গ অভিমন্যুর চর্ম্মস্থিত স্বর্ণপাত্রের অভ্যন্তরে সংলগ্ন ও জয়দ্রথ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক কম্পিত হওয়াতে ভগ্ন হইল। দেখিলাম, জয়দ্রথ স্বীয় খড়্গ ভগ্ন হইয়াছে জানিয়া দ্রুতগতিতে ছয় পদ গমন করিয়া নিমেষমাত্রেই পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন; এ দিকে অভিমন্যু সমরমুক্ত হইয়া উত্তম রথে অবস্থান করিলে সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। মহাবল অর্জ্জুননন্দন চর্ম্ম ও খড়্গ উৎক্ষিপ্ত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

১। প্রয়োগবিষয়ে পরিপক্কের—পাকা হাতের। ২। পাতিত। ৩। নিম্নে পতন। ৪। উভয়ের অস্ত্রের অবকাশ। ৫। বাহিরে ও অন্তরে নিক্ষেপ।

হার্দ্দিক্য জয়দ্রথ প্রমুখ কৌরব-পরাজয়

ভাস্কর যেমন ভুবন সন্তাপিত করেন, পরবীরহা অভিমন্যু সিন্ধুরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ পরিতাপিত করিতে লাগিলেন। শল্য তাঁহার উপর লৌহময়, কনকভূষণ, অতি ভীষণ, অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। গরুড় যেমন পতনোন্মুখ পতঙ্গকে গ্রহণ করে, অভিমন্যু সেইরূপ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। রাজগণ সেই অমিততেজার ক্ষিপ্রকারিতা ও বলবত্তা অবগত হইয়া সকলে এককালে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর পরবীরহা অভিমন্যু শল্যের প্রতি সেই বৈদূর্য্য-খচিত শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। নির্ম্মোক মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শক্তি শল্যের রথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সারথিকে নিহত ও রথ হইতে নিপাতিত করিল। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কৈকেয়, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা 'সাধু সাধু' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বাণশব্দ ও বিপুল সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল; উহা শ্রবণ করিয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যু সাতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, আপনার পুত্রগণ শত্রুর ঈদৃশ বিজয়-লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকরে সেইরূপ আকীর্ণ করিলেন। শত্রুনিপাতন

শল্য সারথির পরাভবে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগের প্রিয়াচরণবাসনায় সুভদ্রানন্দনকে আক্রমণ করিলেন।”

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভীম-শল্যের গদাযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! তোমার কথিত বহুবিধ বিচিত্র দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণকে ধন্য বোধ করিতেছি। মানবগণ কুরু ও পাণ্ডবগণের দেবাসুরোপম যুদ্ধ আশ্চর্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন। আমি এই উৎকৃষ্ট যুদ্ধ শ্রবণ করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না; অতএব আমার নিকটে শল্য ও অভিমন্যুর যুদ্ধ কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! শল্য সারথিকে ব্যাপাদিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহময় গদা উৎক্ষিপ্ত করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভীমসেন তাঁহাকে প্রদীপ্ত কালানলের ন্যায়, দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া বৃহৎ গদা গ্রহণপূর্ব্বক অতিবেগে গমন করিলেন; অভিমন্যুও বজ্রতুল্য মহাগদা ধারণ করিয়া ‘আইস, আইস’ বলিয়া শল্যকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন যত্নপূর্ব্বক অভিমন্যুকে নিবারিত করিলেন এবং শল্যের নিকট গমন করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইরূপ মহাবল মদ্ররাজও ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া বৃষভের অভিমুখগামী শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর তূর্য্যনিনাদ, সহস্র সহস্র শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ ও ভেরী সমূহের মহাশব্দ হইতে লাগিল এবং পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান পাণ্ডব ও কৌরবগণের শত শত ‘সাধু সাধু’ শব্দ সমুত্থিত হইল। সমরে শল্য ভিন্ন কেহই ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ ভীম ভিন্ন কোন ব্যক্তিই মহাত্মা মদ্রাধিপের গদাবেগ সহ্য করিতে পারে না। স্বর্ণপট্টসংযুক্ত সকল লোকের হর্ষজনন বৃহৎ গদা ভীম কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্যমাণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং শল্য বিভাগক্রমে মণ্ডলাকারপথে বিচরণ করাতে তাঁহার গদাও মহাবিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দুই বীরই বৃষভদ্বয়ের ন্যায় বিঘূর্ণিত গদারূপ শৃঙ্গে সুশোভিত হইয়া গর্জ্জন-সহকারে মণ্ডল-গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডলগতিতে ও গদাপ্রহারে উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। মদ্ররাজের মহতী গদা ভীম কর্ত্তৃক আহত হওয়াতে অগ্নিশিখা সহকারে অতি ভীষণ হইয়া আশু বিশীর্ণ হইল এবং ভীমসেনের গদাও শল্য কর্ত্তৃক আহত হইয়া বর্ষা-প্রদোষে[১] খদ্যোত-পরিবৃত বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মদ্ররাজ-নিক্ষিপ্ত গদা আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ হুতাশন উৎপাদন করিতে লাগিল এবং ভীমসেনের গদা শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া পতন্তী[২] মহোল্কার ন্যায় শল্যের সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিল। সেই উভয় গদাই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নিশ্বসন্তী[৩] নাগকন্যার ন্যায় অনল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যেমন দুই মহাব্যাঘ্র নখ দ্বারা এবং দুই মহাগজ দশন দ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ শল্য ও বৃকোদর উভয় গদা দ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুই মহাত্মা ক্ষণমাত্রে মহাগদার আঘাতে রুধিরসিক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক-তরুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইলেন। সেই নরসিংহদ্বয়ের গদাঘাতজনিত মহাশব্দ সকল দিকে বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পর্ব্বত যেমন বিদীর্ণ হইলেও কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীমসেন শল্য কর্ত্তৃক গদা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে আহত হইয়াও কম্পমান হইলেন না এবং মহাবল শল্যও ভীমসেনের গদাবেগে তাড্যমান হইয়াও ধৈর্য্যবশতঃ বজ্রসমূহে আহত পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবেগশালী মাতঙ্গসদৃশ উভয় বীরই গদা উন্নমিত করিয়া উভয়ের প্রতি পতিত হইলেন, পুনরায় অন্তরমার্গে[৪] অবস্থানপূর্ব্বক মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে সহসা লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অষ্ট পদ গমন করিয়া সেই লৌহদণ্ড দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় বীর পরস্পরের বেগে ও গদাঘাতে নির্ভরনিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ক্ষিতিতলে যুগপৎ নিপতিত হইলেন।

১। বর্ষাকালীন সন্ধ্যা সময়ে। ২। পতনোন্মুখ। ৩। গর্জ্জমানা। ৪। রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে।

অনন্তর মহারথ কৃতবর্ম্মা বিহ্বল ও পুনঃ পুনঃ নিশ্বসন্ত[1] শল্যের নিকট অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে গদা দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেষ্ট বিষধরের ন্যায় মূর্চ্ছাভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া শীঘ্র স্বরথে আরোপিত করিয়া সংগ্রাম হইতে অপবাহিত[2] করিলেন। অনন্তর মত্তবৎ বিহ্বল, বীর্য্যশালী, মহাবাহু, গদাহস্ত ভীমসেন নিমেষমাত্রে পুনরায় উত্থিত হইয়াছেন, অবলোকন করিলাম। আপনার পুত্রগণ মদ্রাধিপতিকে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। জয়শালী পাণ্ডবগণ কর্তৃক পীড্যমান কৌরবসৈন্যগণ ভীত হইয়া বাতনোদিত[3] জলদজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। মহারথ পাণ্ডবগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাজিত করিয়া দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, হর্ষিত হইয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক-সকল বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন।"

ষোড়শ অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় বৃষসেনসহ পাণ্ডব-যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ বৃষসেন আপনার সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া একাকী অস্ত্রমায়া প্রকটনপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃষসেন বিনির্ম্মুক্ত শরনিকর মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তিগণকে বিদীর্ণ করিয়া দশদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তাঁহার সহস্র সহস্র মহাবাণ গ্রীষ্মকালীন দিবাকর-কিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণপূর্ব্বক রথী ও সাদিগণকে নিপীড়িত করিয়া বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূমিতলে নিপাতিত করিল। মহারথ বৃষসেন শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বদল, রথশ্রেণী ও গজযূথকেও নিপাতিত করিলেন।

বৃষসেনপ্রমুখ কৌরব পলায়ন

ভূপতিগণ বৃষসেনকে একাকী অভীতবৎ[4] সংগ্রামে বিচরণ করিতে দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। নকুলনন্দন শতানীক বৃষসেনের সম্মুখীন হইয়া মর্ম্মভেদী দশ নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেন শতানীকের শরাসন ও কেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রৌপদীর অন্যান্য পুত্রগণ শতানীকের নিকটবর্ত্তী হইবার বাসনায় গমন করিয়া শীঘ্র শরসমূহে বৃষসেনকে অদৃশ্য করিলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আবৃত করে, সেইরূপ অশ্বত্থামা প্রভৃতি রথিগণ নানাবিধ শরে মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে শীঘ্র আচ্ছন্ন করিয়া ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ ত্বরান্বিত ও উদ্যতায়ুধ হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধের ন্যায় কৌরবগণের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর লোমহর্ষণ মহদ্যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর-বিরোধী বীর্য্যশালী পাণ্ডব ও কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর অবলোকনপূর্ব্বক এইরূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সেই সকল অমিততেজা বীরের শরীর রোষবশতঃ আকাশে যুদ্ধার্থী পক্ষী ও সর্পের শরীরের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র উভয়পক্ষীয় ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দ্বারা প্রলয়কালীন সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইল। দেবগণের সহিত দানবগণের সমরের ন্যায় পরস্পরপ্রহারী[1] মহাবলগণের সহিত মহাবলগণের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ পলায়ন করিলেন। যুধিষ্ঠির-সৈন্যগণ কৌরবসৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য্য কৌরব-সৈন্যগণকে ভগ্ন ও শত্রুগণ কর্তৃক অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'হে শূরগণ! পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই।' অনন্তর শোণাশ্ব[2] দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দশ হস্তীর ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যে প্রবেশপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলে যুধিষ্ঠির কঙ্কপত্র-শোভিত শর-নিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ সত্বর তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। বেলা যেমন সমুদ্রকে ধারণ করে, পাঞ্চালগণের যশস্কর চক্ররক্ষক কুমার সেইরূপ আগচ্ছমান দ্রোণকে ধারণ করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে কুমার কর্তৃক নিবারিত দেখিয়া

১। নিশ্বাস ত্যাগকারী। ২। অপসারিত। ৩। বায়ুচালিত। ৪। নির্ভীকের মত।

১। পরস্পর আঘাতকারী। ২। রক্তবর্ণ অশ্বে আরূঢ়।

সকলে সিংহনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিল। মহাবল কুমার ক্রুদ্ধ হইয়া সায়ক দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং কৃতহস্ত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে অনেক সহস্র শরে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

পাঞ্চাল রাজকুমার বধ

আপনার সৈন্যগণের রক্ষাকর্ত্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য শৌর্য্যশালী, আর্য্যব্রত, মন্ত্রে ও অস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, চক্ররক্ষক কুমারকে বিনষ্ট করিলেন, তিনি সৈন্যগণের মধ্যস্থলে আগমন করিয়া সকল দিকে বিচরণপূর্ব্বক দ্বাদশ বাণে শিখণ্ডীকে, বিংশতি বাণে উত্তমৌজাকে, পাঁচ বাণে নকুলকে, সাত বাণে যুধিষ্ঠিরকে, তিন তিন বাণে দ্রৌপদেয়দিগকে, পাঁচ বাণে সাত্যকিকে ও দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া প্রাধান্যানুসারে অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে আক্রমণপূর্ব্বক বিক্ষোভিত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। যুগন্ধর মহারথ, জাতক্রোধ, বাতোদ্ধূত সাগরসদৃশ ভারদ্বাজকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা যুগন্ধরকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন।

দ্রোণ-অর্জ্জুন যুদ্ধ—দ্রোণ কর্ত্তৃক ব্যাঘ্রদত্ত বধ

অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়গণ, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চাল, ব্যাঘ্রদত্ত, বীর্য্যবান্ সিংহসেন ও অন্যান্য বহু বীর যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার বাসনায় ভূরি ভূরি সায়ক নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের পথ রোধ করিলেন। পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত পঞ্চাশৎ নিশিত সায়কে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলে লোক সকল চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহসেনও হৃষ্ট হইয়া সহসা অন্যান্য মহারথকে বিত্রাসিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবান্ দ্রোণাচার্য্য নয়নযুগল বিস্ফারিত ও শরাসন-জ্যা মার্জ্জিত করিয়া সিংহনাদসহকারে তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক দুই ভল্ল দ্বারা তাঁহার ও ব্যাঘ্রদত্তের কুণ্ডলসনাথ মস্তক ছেদন করিলেন এবং শরসমূহে পাণ্ডবদিগের মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের রথসমীপে অন্তকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যত্তব্রত দ্রোণাচার্য্য সন্নিহিত হইলে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে 'রাজা নিহত হইলেন' এই মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার সৈনিকগণ দ্রোণের বিক্রম অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'অদ্য যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন কৃতার্থ হইবেন; দ্রোণাচার্য্য এই মুহূর্ত্তেই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমাদিগের ও দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

কৌরব-সৈন্যগণ এইরূপ জল্পনা করিতেছেন, এমন সময় মহারথ অর্জ্জুন শোণিত-জল, রথাবর্ত্ত, শূরগণের অস্থি ও শরীরে আকীর্ণ, প্রেতকুলাপহারী[১], শরজাল-ফেনময় মহানদী প্রবর্ত্তিত ও রথঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিয়া সেই ভয়ঙ্কর নদী উত্তীর্ণ হইয়া কৌরবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্রোণ-সৈন্যগণকে যেন বিমোহিত করিয়া শরজালে আচ্ছাদনপূর্ব্বক সহসা আক্রমণ করিলেন। যশস্বী ধনঞ্জয় এরূপ সত্বর শরক্ষেপণ ও সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তাহার অবকাশ কাহারও নয়নগোচর হইল না। অনন্তর ধনঞ্জয় কৃত শরান্ধকারে না দিক্, না অন্তরীক্ষ, না স্বর্গ, না মেদিনী কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না; বোধ হইল যেন, সমুদয়ই বাণময় হইয়া গিয়াছে। এই সময় দিবাকর ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন ও অস্তমিত হইলেন; সুতরাং কে সুহৃৎ কে অমিত্র, ইহা অবগত হইবার আর কাহারও সামর্থ্য রহিল না।

অনন্তর দ্রোণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে অবহার[২] করিলে অর্জ্জুন শত্রুগণকে ভীত ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ জানিয়া স্বসৈন্যগণকে অবহারার্থ আদেশ করিলেন। ঋষিগণ যেমন সূর্য্যের স্তব করেন, পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ হৃষ্টচিত্তে সেইরূপ মনোজ্ঞ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় বাসুদেবের সহিত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে সৈন্যগণের পশ্চাতে সারযুক্ত, ইন্দ্রনীলমণি, সুবর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও স্ফটিকখচিত রথে নক্ষত্ররাজিত আকাশস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভমান হইয়া স্বশিবিরে গমন করিলেন।

দ্রোণাভিষেকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। আয়ুহরণপূর্ব্বক জীবগণের মরণকারক। ২। যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা—বিশ্রাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

সংশপ্তকবধপর্ব্বাধ্যায়—দ্রোণের দুর্য্যোধনাশ্বাস

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব ভাগে ও স্ব স্ব গুল্মে ন্যায়ানুসারে বাস করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকনপূর্ব্বক লজ্জিত-মনে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অর্জ্জুন থাকিতে দেবগণও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমরা দৃঢ়তর যত্ন করিয়াছিলে, তথাপি ধনঞ্জয় সেই কার্য্য সমাপন করিয়াছেন; অতএব আমার বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই অজেয়। অতএব কোনমতে অর্জ্জুনকে অপসারিত করিতে পারিলে আজি যুধিষ্ঠির তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এক্ষণে অন্য কোন বীরকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান কর; তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ স্থানান্তরিত করিলে যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাজিত না করিয়া কখনই প্রবিনিবৃত্ত হইবে না; আমি সেই অবসরে পাণ্ডব-সেনা ভেদ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব। যদি যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের অনবস্থানকালে[১] আমাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে গৃহীত বিবেচনা করিবে। হে মহারাজ! আজি এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুচরগণকে তোমার বশংবদ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

অর্জ্জুন-বধে সুশর্ম্মাদির প্রতিজ্ঞা

ত্রিগর্ত্তাধিপতি দ্রোণবাক্য-শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'মহারাজ! অর্জ্জুন বারংবার আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছে, আমরা নিরপরাধ, কিন্তু সে আমাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকে। আমরা সেই সকল নানাপ্রকার পরাভব স্মরণ করিয়া রোষানলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া থাকি; রজনীযোগে কিছুতেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সে অস্ত্রসম্পন্ন হইয়া ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; আমরা আজি অভিলাষানুরূপ আপনার হিতকর ও আমাদের যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিব, আমরা রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে গমন করিয়া তাহাকে সংহার করিব। আজি পৃথিবী অর্জ্জুনশূন্য বা ত্রিগর্ত্ত-শূন্য হইবে, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না।'

প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত সুশর্ম্মা সত্যরথ, সত্যধর্ম্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু ও সত্যকর্ম্মা—এই পাঁচ ভ্রাতা এবং অযুত রথ-সমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিত্থ ও মদ্রক-গণের সহিত নানা জনপদ হইতে সমাগত উৎকৃষ্ট অযুত রথসমভিব্যাহারে এবং মালব তুণ্ডিকেরগণ তিন অযুত রথ লইয়া শপথ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সকলে হুতাশন আনয়ন ও পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত করিয়া কুশচীর[১] ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিলেন; পরে সেই মহাত্মারা ঘৃতাক্ত মৌর্ব্বী-মেখলালঙ্কৃত, সহস্র-শত-দক্ষিণাসম্পন্ন যাজ্ঞিক, পুত্রসমবেত, পুণ্যলোকলাভের যোগ্য, কৃতকৃত্য, জীবিত-নিরপেক্ষ, যশ ও বিজয়লাভার্থী এবং ব্রহ্মচর্য্যপ্রমুখ শ্রুতিবিহিত, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য লোক সমুদয়-লাভে সমুৎসুক হইয়া সংগ্রামে তনুত্যাগপূর্ব্বক তথায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ নিষ্ক, ধেনু ও বস্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন, পরস্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। পরে তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে সেই হুতাশন স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনবধে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক উচ্চস্বরে কহিলেন, "হে ভূপালগণ! যদি আমরা অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হই অথবা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতক, মদ্যপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মস্ব ও রাজপিণ্ডাপ-হারী[২], শরণাগতপরিত্যাগী, অর্থিঘাতী[৩], গৃহদাহী, গোহন্তা, অপকারী, ব্রহ্মদ্বেষী, ঋতু[৪]ধনাপহারী, শাস্ত্র-বিহিত-পথপরিত্যাগী, দানানুসারী[৫], নাস্তিক এবং মাতৃপরিত্যাগীদিগের যে লোক, আর যে ব্যক্তি মোহপরতন্ত্র হইয়া ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন করে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করে, যে ব্যক্তি ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক এবং অন্যান্য পাপানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিদিগের যে লোক,

১। অনুপস্থিতি সময়ে।

১। কুশনির্ম্মিত বস্ত্র। ২। বঞ্চনাপূর্ব্বক রাজবৃত্তিভোগী। ৩। ভিক্ষুকহন্তা। ৪। পণ্ডিত। ৫। ভিক্ষুকবৃত্তিধারী।

আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব। কিন্তু যদি রণস্থলে অতি দুষ্কর কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হই, তাহা হইলে আজি নিঃসন্দেহ অভীষ্ট লোকসকল প্রাপ্ত হইব।'

দ্বাদশ দিন যুদ্ধ—অর্জ্জুন-সুশর্ম্মাভিযান

সুশর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ এইরূপ শপথ করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে দক্ষিণদিকে আহ্বান করিতে করিতে সমরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না, এই ব্রত ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে সংশপ্তকগণ আমাকে আহ্বান করিতেছে, অতএব আপনি অনুচরগণের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। আমি উহাদিগের এইরূপ আহ্বান কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি উহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব।' যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাও তুমি সম্যক্ কর্ণগোচর করিয়াছ। এক্ষণে যাহাতে উহা মিথ্যা হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। দ্রোণ মহাবল-পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও জিতশ্রম, তিনি আমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।' অর্জ্জুন কহিলেন, 'মহারাজ! সত্যজিৎ আজি আপনার রক্ষক হইবেন; ইনি জীবিত থাকিতে দ্রোণাচার্য্য স্বীয় অভিলাষপূরণে কদাচ সমর্থ হইবেন না। সত্যজিৎ বিনষ্ট হইলে আপনারা কেহই রণস্থলে অবস্থান করিবেন না।'

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রীতিস্নিগ্ধ-নয়নে অর্জ্জুনকে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক গমনে অনুমতি করিলেন। তখন যেমন ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ক্ষুধা-শান্তির নিমিত্ত মৃগগণের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ তিনি ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ রোষাবিষ্ট-চিত্তে অর্জ্জুনবিহীন রাজা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধসলিলা অতি বেগবতী ভাগীরথী যেমন সরিদ্বরা সরযূর সহিত মহাবেগে মিলিত হয়, তদ্রূপ মহাবেগে স্বীয় সৈন্যে মিলিত হইল।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

সংশপ্তকগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর সংশপ্তকগণ সমতল ভূতলে অবস্থান করিয়া হৃষ্টমনে রথ দ্বারা চন্দ্রাকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষভরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঐ চীৎকারশব্দ চতুর্দ্দিক্ ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল, কিন্তু চারিদিক্ লোকে সমাবৃত ছিল বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল না। তখন ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্যমুখে কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে বাসুদেব! তুমি ঐ সমস্ত মুমূর্ষু ত্রিগর্ত্তদিগকে অবলোকন কর, উহারা রোদন করিবার স্থলে হর্ষ প্রকাশ করিতেছে অথবা উহারা কাপুরুষ-দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট লোক-সমুদয় প্রাপ্ত হইবে বলিয়া এ সময় হর্ষ প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' এই বলিয়া অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্ত-দিগের বিপুল বল-সমুদয়ের সম্মুখীন হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাবেগে সুবর্ণালঙ্কৃত দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকদিগের বাহিনী সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি-শ্রবণে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তাহাদের অশ্বসকল বিবৃতচক্ষু, স্তব্ধকর্ণ, স্তব্ধগ্রীব ও স্তব্ধপাদ হইয়া রুধির বমন ও প্রস্রাব করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ সংজ্ঞা লাভপূর্ব্বক সেনাগণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি এককালে বাণপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চদশ শরে সংশপ্তক-বিনির্ম্মুক্ত সহস্র শর আগত হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিলেন। পরে তাঁহারা দশ দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন তিন তিন শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ পাঁচ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন দুই দুই শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সংশপ্তকগণ পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেমন বৃষ্টি দ্বারা তড়াগাদি সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ শর-নিকরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন যেমন কাননমধ্যে ভ্রমরপংক্তি কুসুমশোভিত পাদপে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শর অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুধন্বার প্রাণসংহার

অনন্তর সুবাহু অদ্রিসারময়[১] ত্রিংশৎ শরে অর্জ্জুনের কিরীট বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন কিরীটস্থ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃতের ন্যায় ও উত্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে সুবাহুর হস্তাবাপ[২] ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা, সুরথ, সুধর্ম্মা, সুধনু ও সুবাহু ইঁহারা দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেককেই শরজালে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরে সুধন্বার শরাসন ছেদন ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার শিরস্ত্রাণসুশোভিত মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তখন তাঁহার অনুচরগণ নিতান্ত ভীত হইয়া, যে স্থানে দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল অবস্থান করিতেছিল, তথায় ধাবমান হইল। যেমন দিবাকর করজালে অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন রোষভরে অবিচ্ছিন্ন শরনিকরে কৌরবসেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন সেনাগণ ত্রস্ত, ভীত ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ত্রিগর্ত্তেরা অর্জ্জুনকে ক্রোধে নিতান্ত অধীর নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং পার্থশরে আহত হইয়া ভয়ার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় সেই সেই স্থানেই মোহে অভিভূত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ত্রিগর্ত্তদিগকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! ভীত হইও না; পলায়ন করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে না। তোমরা কৌরব-সৈন্যসমক্ষে সেইরূপ ভয়ানক শপথ করিয়া এক্ষণে তাহাদের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক প্রধান প্রধানদিগকে কি বলিবে? পলায়ন করিলে কি লোকে উপহাস করিবে না? অতএব তোমরা একত্র মিলিত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ কর।' এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহারা তুমুল কোলাহল সহকারে পরস্পরকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সেনারা মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল।"

১। পর্ব্বতসদৃশ সারবান্। ২। ভজদণ্ড।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুন সংশপ্তকের পরস্পর মায়াযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে প্রত্যাগত নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে কেশব! বোধ হইতেছে, সংশপ্তকগণ জীবনসত্বে রণস্থল পরিত্যাগ করিবে না; অতএব এক্ষণে উহাদের দিকে অশ্বচালনা কর। অদ্য তুমি আমার ভুজবল ও গাণ্ডীববল অবলোকন করিবে। যেমন রুদ্রদেব পশুগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও ইহাদিগকে বধ করিব।' তখন বাসুদেব সহাস্যমুখে শুভাকাঙ্ক্ষা দ্বারা অর্জ্জুনকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। সমরে পাণ্ডুবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক সেই রথ পরিচালিত হইলে আকাশগামী বিমানের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব্বকালে দেবাসুরযুদ্ধে সুররাজরথের ন্যায় মণ্ডল ও গতিপ্রত্যাগতি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর বিবিধ আয়ুধধারী নারায়ণী সেনা-সকল ক্রোধভরে শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তকালমধ্যে অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নেত্রের অগোচর করিল। তখন অর্জ্জুন ক্রোধভরে দ্বিগুণ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সত্বর গাণ্ডীব শরাসন পরিমার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ললাটদেশে ক্রোধচিহ্ন প্রকাশ ও ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন অর্জ্জুন ত্বাষ্ট্র অস্ত্র[১] পরিত্যাগ করিলে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। তখন সেনাগণ আপনার প্রতিরূপ[২] সেই নানা রূপে বিমোহিত হইয়া পরস্পরকে অর্জ্জুন-বোধে বিনাশ করিতে লাগিল। তাহারা 'এই অর্জ্জুন, এই বাসুদেব' বলিয়া মোহপ্রভাবে পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন সকলে ত্বাষ্ট্র অস্ত্রপ্রহারে বিমোহিত হইয়া এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে রণস্থল পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। সেই ত্বাষ্ট্র অস্ত্র শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্রজাল ভস্মসাৎ করিয়া বীরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

১। প্রজাপতি প্রদত্ত অমোঘ মোহাস্ত্র। ২। তৎসাদৃশ্য।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মালবকাদি ত্রিগর্ত্ত বধ

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সহাস্য মুখে মালব, মাবেল্লক, ললিত্থ, ত্রিগর্ত্ত ও অন্যান্য যোদ্ধদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বিবিধ আয়ুধজাল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই ভয়াবহ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুন, রথ ও কেশব কিছুই নয়নগোচর হইল না। ইত্যবসরে সংশপ্তকগণ লব্ধলক্ষ্য[১] হইয়া পরস্পর কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রীতমনে বসন[২] বিকম্পিত[৩] করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র সহস্র বীর ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনি করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল; তখন বাসুদেব একান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি কোথায়? আমি তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না; তুমি ত জীবিত আছ?' তাঁহার বাক্যশ্রবণে অর্জ্জুন সত্বর হইয়া বায়ব্যাস্ত্রে সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিলেন। তখন ভগবান্ প্রভঞ্জন শুষ্ক পত্ররাশির ন্যায় হস্তী, অশ্ব, রথ ও আয়ুধের সহিত সংশপ্তকগণকে উড়াইয়া লইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যেমন বিহঙ্গগণ যথাসময়ে বৃক্ষ হইতে উড্ডীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন সত্বর তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া শত শত সহস্র সহস্র শরে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লাস্ত্রে তাঁহাদের মস্তক ও সশস্ত্র হস্তচ্ছেদন করিয়া শর দ্বারা করিশুণ্ডোপম উরুদণ্ড পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন কাহার পৃষ্ঠদেশ খণ্ড খণ্ড, কাহার চরণযুগল ছিন্নভিন্ন, কাহারও বা বাহু নিবৃত্ত ও চক্ষু বিকল হইয়া গেল।

মহাবীর অর্জ্জুন শত্রুগণকে এইরূপে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া গন্ধর্ব্বনগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল শরজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া হস্তী ও অশ্বগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে ছিন্নধ্বজ রথ-সকল মুণ্ডিত তালবনের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। উৎকৃষ্ট আয়ুধসনাথ, পতাকা-পরিশোভিত ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত, অঙ্কুশসম্পন্ন মাতঙ্গগণ, তরুরাজি-সমাকীর্ণ বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপাতিত হইতে লাগিল। চামরপীড়[১] কবচাবৃত, তুরঙ্গম-সকল পার্থ-বাণে অন্ত্র[২], নেত্র ও জীবন বিনির্গত হওয়ায় আরোহীর সহিত ধরাসনে শয়ন করিল। অসি ও নখরবিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্মা ছিন্নাস্থিসন্ধি[৩], ছিন্নমর্ম্মা পদাতিগণ নিহত হইয়া অতি দীনভাবে শয়ন করিয়া রহিল। তখন কেহ নিহত, কেহ হন্যমান, কেহ নিপতিত, কেহ অবস্থিত, কেহ কেহ বা বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। এইরূপে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল; নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজাল রুধিরধারাবর্ষণে প্রশান্ত হইয়া গেল; কবন্ধশত-সঙ্কুল[৪] রণস্থল নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। তখন কালাত্যয়ে[৫] পশুসংহারে প্রবৃত্ত ভগবান্ রুদ্রের আক্রীড়ের[৬] ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা পাইতে লাগিল। নিতান্ত ব্যাকুল অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণ সমবেত অর্জ্জুনাভিমুখীন সৈন্যগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রপুরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল[৭]। তখন রণক্ষেত্র নিহত মহারথগণে আস্তীর্ণ হইয়া[৮] সাতিশয় সুশোভিত হইল। অর্জ্জুন এইরূপে সমরমদে মত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। আয়ুধধারী বিপুল বল-সমুদয় যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে সত্বর তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তখন রণস্থল অতি তুমুল হইয়া উঠিল।"

বিংশতিতম অধ্যায়

ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধ—ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারথ দ্রোণাচার্য্য রজনী অতিবাহিত করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে বৎস! আমি তোমারই বশংবদ। আমি অর্জ্জুনের সহিত সংশপ্তকগণের সমর উদ্ভাবিত করিয়াছি।' অনন্তর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত সমরানল প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহাদিগকে সংহার

১। লক্ষ্য বস্তু কৃষ্ণার্জ্জুনকে দেখিতে পাইয়া। ২। পতাকা—রুমাল। ৩। সঞ্চালিত।

১। চামরভূষিত। ২। নাড়ী। ৩। যাহাদের হাড়ের সংযোগ-স্থল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ। ৪। বহু মস্তকহীন দেহে সমাকীর্ণ। ৫। যুগাবসানে। ৬। সংহার ক্রীড়ার। ৭। যুদ্ধে মরিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিল। ৮। শয্যার মত পাতিত হওয়ায়।

করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলে, দ্রোণ ব্যূহরচনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে পাণ্ডবসেনাভিমুখে নির্গত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভারদ্বাজবিরচিত গারুড়ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ গারুড়ব্যূহের মুখ, সানুচর সহোদরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন তাহার মস্তক, কৃতবর্ম্মা ও তেজস্বী গৌতম চক্ষুর্দ্বয়, ভূতশর্ম্মা, ক্ষেমশর্ম্মা, করকাক্ষ এবং কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচ্য, শূদ্র, আভীর, দাশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ, হংসপদ, শূরসেন, দরদ, মদ্র ও কেকয়গণ আর শত শত সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি উহার গ্রীবা; ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লীক অক্ষৌহিণী-পরিবৃত হইয়া দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দানুবিন্দ ও কাম্বোজ সুদক্ষিণ ইঁহারা বামপার্শ্ব আশ্রয় করিয়া অশ্বত্থামার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উহার পৃষ্ঠভাগে অম্বষ্ঠ, কলিঙ্গ, মাগধ, পৌণ্ড্র, মদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্ব্বতীয় ও বসাতিগণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবীর কর্ণপুত্র জ্ঞাতি, বান্ধবগণ এবং নানাদেশসমাগত বহুলবল-সমভিব্যাহারে অবস্থান করিলেন। জয়দ্রথ, ভীমরথ, যাজ, ভোজ, ভূরিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবল-পরাক্রান্ত নৈষধ, ইঁহারা বহুসংখ্যক সৈন্যসমভিব্যাহারে ব্যূহের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিপরিকল্পিত গারুড়-ব্যূহ যেন বায়ুক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায় নৃত্য করিতেছে বোধ হইল। যোদ্ধসকল সমরাভিলাষে উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে জলদকালীন বিদ্যুদ্দাম-মণ্ডিত[১] গর্জ্জমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যূহের মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সুসজ্জিত মাতঙ্গে আরোহণ করিলে এবং ভৃত্যেরা পূর্ণিমারজনীতে কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমা[২] সদৃশ মাল্যদান-বিভূষিত শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলে তিনি উদয়কালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অঞ্জনপুঞ্জসদৃশ মদমত্ত মাতঙ্গ বারিধারাভিষিক্ত উত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বিবিধায়ুধধারী বিচিত্র অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত পার্ব্বতীয় নৃপতিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

যুধিষ্ঠিরের সতর্কতা—ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুর্ম্মুখ যুদ্ধ

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভেদ্য অমানুষ ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে বীর! আজি আমি যাহাতে ব্রাহ্মণের বশবর্ত্তী না হই, তাহার উপায়বিধান কর।' ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, 'হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য বহু যত্নেও আপনাকে বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইবেন না; আমি তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরগণকে সমরে নিবারণ করিব। আমি জীবিত থাকিতে আপনি কদাচ উদ্বিগ্ন হইবেন না; দ্রোণাচার্য্য আমাকে পরাজয় করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না।'

এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলে দ্রোণাচার্য্য সেই অশুভদর্শন ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া ক্ষণমাত্রেই সাতিশয় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ দ্রোণাচার্য্যকে একান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান-বাসনায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিলেন। তখন উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্ম্মুখকে সত্বর শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। দুর্ম্মুখ দ্রোণকে নিবারিত দেখিয়া সত্বর আগমনপূর্ব্বক নানা লক্ষণলাঞ্ছিত শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোহিত করিলেন। তাঁহারা এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা যুধিষ্ঠিরের সেনাগণকে শরপ্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ুবেগ বশতঃ মেঘমণ্ডল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কোন কোন স্থলে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল মধুরদর্শন[১] হইয়াছিল; পরিণামে উন্মত্তের ন্যায় নিতান্ত মর্য্যাদাশূন্য হইয়া প্রবর্ত্তিত হইল। তখন উভয় পক্ষে আত্মপর-বিবেচনা কিছুই রহিল না; কেবল অনুমান ও সংজ্ঞা দ্বারা লোক সকল উদ্ভাসিত[২] হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের চূড়ামণি, নিষ্ক, অন্যান্য ভূষণ ও বর্ম্ম সমুদয়ে আদিত্যসঙ্কাশ প্রভাজাল[৩] উদ্ভাসিত হইল। পতাকামণ্ডিত হস্তী, অশ্ব ও রথসকল

১। মালাকার বিদ্যুতে ভূষিত। ২। কার্ত্তিক মাসের শরৎকালীন চন্দ্র।

১। চিত্তাকর্ষক। ২। প্রকাশিত। ৩। কিরণসমূহ।

বলাকাসনাথ জলদ-পটলের ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মনুষ্য মনুষ্যকে, অশ্ব অশ্বকে, রথী রথীকে, হস্তী হস্তীকে বিনাশ করিতে লাগিল; ক্ষণকালমধ্যে গজে গজে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই সমস্ত মদস্রাবী দ্বিরদ[১]গণের গাত্রঘর্ষণ ও দশনাঘাতে সধূম পাবক সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন স্খলিতপতাক বিষাণ-জ্বলিতহুতাশন[২] করিনিকর নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত মেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। যেমন শরৎকালে গগনতল জলদজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মাতঙ্গসকল রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ইতস্তত: বিকীর্ণ হইল। কেহ কেহ নিনাদ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তথায় নিপতিত হইল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা আহত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ভীত হইল। কতকগুলি হস্তী বিষাণ-সমাহত হইয়া প্রলয়কালীন জলদের ন্যায় ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল! কতকগুলি হস্তী অন্য হস্তী দ্বারা প্রতিকূলগামী[৩] হইলে অঙ্কুশাহত হইয়া পুনরায় উন্মথিত[৪] করিয়া শত্রুগণকে আঘাত করিল।

মহামাত্র-সকল মহামাত্র কর্ত্তৃক শর-তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রহরণ ও অঙ্কুশ পরিত্যাগপূর্ব্বক করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। মহামাত্র-শূন্য মাতঙ্গসকল নিনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী নিহত, পাতিত ও পতিতায়ুধ ব্যক্তিদিগকে বহন করিয়া গণ্ডারের ন্যায় চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী তোমর, ঋষ্টি ও পরশু দ্বারা আহত ও আহন্যমান হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিপতিত হইল। উহাদিগের অচলোপম বৃহৎ কলেবরে পৃথিবী আহত হইয়া সহসা কম্পিত ও শব্দায়মান হইতে লাগিল। বিনষ্ট-আরোহিযুক্ত, পতাকা-সমলঙ্কৃত মাতঙ্গগণ নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত দ্বারা পরিকীর্ণের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। করি-সমারূঢ় মহামাত্র-সকল রথী দ্বারা ভল্লাস্ত্রে নির্ভিন্ন-হৃদয় হইয়া অঙ্কুশ, তোমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। কোন কোন হস্তী নারাচে আহত হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া উভয়পক্ষীয় বীরগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া দশদিকে গমন করিল। তখন বসুন্ধরা হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এবং মাংস, শোণিত ও কর্দ্দমে নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। বারণগণ সচক্র, বিচক্র[১], অতি বৃহৎ রথ-সকল দশনে মথিত করিয়া রথীর সহিত উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। রথ-সকল রথিশূন্য, মাতঙ্গগণ আরোহিশূন্য ও নিতান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তথায় পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে অতি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তৎকালে কিছুই অনুভূত হইল না। লোহিতবর্ণ কর্দ্দমে মনুষ্য-সকলের গুল্ফ[২] পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, পাদপ-সকল প্রদীপ্ত দাবানলে প্রোথিত হইয়াছে। বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকাসকল শোণিত-সিক্ত হওয়াতে সমস্ত শোণিত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিপাতিত অশ্ব, রথ ও নর সমুদয় রথনেমির প্রত্যাবর্ত্তনে বহুধা ছিন্ন হইল। সেই সৈন্যসাগর জনসমূহরূপ মহাবেগশালী বিনষ্ট মনুষ্যরূপ-শৈবাল-শোভিত, রথসমূহরূপ তুমুল আবর্ত্তযুক্ত হইয়া উঠিল। জয়াভিলাষী বীরপুরুষেরা বাহনরূপ বৃহৎ নৌকা দ্বারা তাহাতে অবগাহন করিয়া নিমগ্ন না হইয়া বিপক্ষগণকে মোহাবিষ্ট করিতে লাগিলেন। চিহ্নসম্পন্ন যোদ্ধৃগণ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে কোন ব্যক্তিই যে চিহ্নবিহীন হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না।

মহাবীর দ্রোণ সেই ভয়ঙ্কর সমরে শত্রুগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

একবিংশতিতম অধ্যায়

দ্রোণের সহিত সত্যজিতের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাসিংহ গজযূথপতিকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে যেমন শব্দ করে, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেইরূপ

১। হস্তী। ২। দন্তে দন্তে ঘর্ষণে উত্থিত অগ্নি। ৩। বলপূর্ব্বক বিপদসঙ্কুল পথে চালিত। ৪। পদ-শুণ্ডাদি দ্বারা নিপীড়িত।

১। বিগতচক্র—ভগ্নচক্র। ২। গোড়ালি।

কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ দ্রোণকে অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দ্রোণ ও সত্যজিৎ সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিয়া বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ নিশিতাস্ত্র সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির উপরে সর্পবিষসদৃশ সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সারথি সত্যজিতের বাণাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। অনন্তর মহাবীর সত্যজিৎ দ্রোণের অশ্বগণকে দশ ও উভয় পাষ্ণি-সারথিকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাকারগমনে বিচরণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে আচার্য্যের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণ কর্ত্তৃক সত্যজিতের প্রাণ-সংহার

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমরে সত্যজিতের কার্য্য সন্দর্শনে তাঁহাকে কালপ্রাপ্ত বোধ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার সশর শরাসন ছেদনপূর্ব্বক মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দশ শরে তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী সত্যজিৎ সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণের উপর কঙ্কপত্রযুক্ত ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যকে সত্যজিৎ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বীরনাদ ও বসন কম্পন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃক ক্রোধভরে দ্রোণের বক্ষঃস্থলে ষষ্টিবাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এইরূপে মহারথ দ্রোণ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণনপূর্ব্বক মহাবেগে সত্যজিৎ ও বৃকের শরাসন ছেদন করিয়া ছয় বাণে সারথি ও অশ্বসমুদয়-সহ তাঁহাকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর সত্যজিৎ সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের উপর এবং তাঁহার অশ্ব-সমুদয়, সারথি ও ধ্বজের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ সমরে সত্যজিতের বাণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত সত্বর অশ্ব, ধ্বজ, শরাসনমুষ্টি এবং পাষ্ণি-সারথিদ্বয়ের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য বারংবার শরাসন-ছেদন করাতে সত্যজিৎ ক্রোধভরে দ্রোণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে সত্যজিৎকে তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

শতানীক বধ—যুধিষ্ঠির পলায়ন

এইরূপে মহারথ সত্যজিৎ নিহত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের ভয়ে ভীত হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য, চেদি, করূষ ও কোশলগণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হুতাশন যেমন তুলারাশি দহন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবার বাসনায় সেই সমাগত সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর শতানীক দ্রোণকে বারংবার সৈন্য সংহার করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক দুষ্কর কর্ম্মসম্পাদনের বাসনায় কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ ছয় বাণে তাঁহাকে, তাঁহার সারথিকে ও অশ্ব-সমুদয়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া পুনরায় দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সত্বর ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া শতানীকের কুণ্ডল-সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। মৎস্যগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে মৎস্যগণকে পরাজয় করিয়া চেদি, করূষ, কৈকয়, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবসৈন্যগণকে বারংবার পরাজয় করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ ক্রোধান্বিত মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে হুতাশনের বনদহনের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতে দেখিয়া সত্বর সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অমিত্র-নিহন্তা মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের শরাসননিস্বন চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইল। তাঁহার হস্ত-বিনির্ম্মুক্ত সায়কসমুদয় অসংখ্য অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিগণকে সংহার করিল। গ্রীষ্মকালে প্রবল বায়ু-বেগে সঞ্চালিত জলধরপটল যেমন শিলাবৃষ্টি করে, তদ্রূপ মহাধনুর্দ্ধর, মহাবাহু, মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর দ্রোণ শরবর্ষণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হেমমণ্ডিত শরাসন অভ্রমধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ধ্বজস্থিত বেদী

হিমবানের শৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সুরাসুরনমস্কৃত মহাপ্রভাবশালী বিষ্ণু যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবসেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যপরাক্রম দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রপ্রভাবে রণস্থলে অসংখ্য শৃগাল, কুক্কুর, ক্রব্যাদ ও পিশিতাশনগণে সঙ্কীর্ণা, মানকুলাপহারিণী[১], ভীরুজন-ভয়প্রদা, শমনসদনগামিনী নদী প্রবাহিত হইল; কবচসমুদয় তরঙ্গস্বরূপ, ধ্বজসমুদয় আবর্ত্তস্বরূপ, গজ ও বাজিসমুদয় গ্রাহস্বরূপ, অসি-সকল মীনস্বরূপ, বীরগণের অস্থি সকল কর্করস্বরূপ, ভেরী ও মুরজ-সমুদয় কচ্ছপস্বরূপ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম-সকল প্লবস্বরূপ, কেশ-কলাপ শৈবাল ও শাদ্বলস্বরূপ, নব-সমুদয় বেগস্বরূপ, শরাসন সকল স্রোতঃস্বরূপ, বাহু-সমুদয় পল্লবস্বরূপ, নিহত নরগণের মস্তক সকল শিলাস্বরূপ, উরু-সকল মীনস্বরূপ, গদা-সকল উড়ুপ[২]স্বরূপ, উষ্ণীষ-নিচয় ফেনস্বরূপ, অন্ত্র-সমুদয় সরীসৃপস্বরূপ, মাংস ও শোণিতরাশি কর্দ্দমস্বরূপ, কেতু-সকল বৃক্ষস্বরূপ ও রথিগণ তাহার নক্রস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলে।

তখন পাণ্ডুনন্দনগণ অন্যান্য বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতেছেন নিরীক্ষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া, সেই ভুবনতাপন দিনকর-সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ তদ্দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া দ্রোণের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শিখণ্ডী পাঁচ, ক্ষত্রবর্ম্মা বিংশতি, বসুদান পাঁচ, উত্তমৌজা তিন, ক্ষত্রদেব পাঁচ, সাত্যকি শত, যুধামন্যু আট, যুধিষ্ঠির দ্বাদশ, ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ ও চেকিতান তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।

দ্রোণ কর্ত্তৃক দৃঢ়সেন প্রমুখ বীরগণের বিনাশ

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বীরগণের বাণাঘাতে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ-সৈন্য অতিক্রমপূর্ব্বক দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন। পরে সহসা ভূপতি ক্ষেমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়া রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন অন্যের অরক্ষণীয় মহাবীর দ্রোণ চতুর্দ্দিক্ বিচরণপূর্ব্বক সৈন্যগণের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত অন্যান্য বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর শিখণ্ডীকে দ্বাদশ ও উত্তমৌজাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা বসুদানকে সংহার করিলেন। অনন্তর অশীতি শরে ক্ষেমবর্ম্মাকে ও ষড়্‌বিংশতি শরে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ এবং ভল্ল দ্বারা ক্ষত্রদেবকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া যুধামন্যুর উপর চতুঃষষ্টি ও সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন সত্বর বেগবান্ অশ্ব সঞ্চালনপূর্ব্বক দ্রোণের সমীপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চালতনয় দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণ তাঁহাকে শরাসন, অশ্বগণ ও সারথির সহিত অবিলম্বে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর পাঞ্চালনন্দন দ্রোণের শরে নিহত হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে পতিত জ্যোতির ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সেই পাঞ্চালতনয় নিহত হইলে চতুর্দ্দিকে 'দ্রোণকে সংহার কর, দ্রোণকে সংহার কর' বলিয়া শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বার্দ্ধক্ষেমি, চৈত্রসেনি, সেনাবিন্দু ও সুবর্চ্চা এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক বীরগণ কৌরবগণসমবেত দ্রোণের নিকট পরাজিত হইলেন। মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ জয়লাভ করিয়া পলায়নমান পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিল। যেমন দানবগণ ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পাঞ্চাল, মৎস্য ও কৈকয়গণ দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া কম্পিত হইল।”

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডব-পরাজয়ে দুর্য্যোধনের হর্ষ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংগ্রামে

১। নরগণনাশিনী। ২। ভেলা।

পরাঙ্মুখ করিলে কে তাঁহার অভিমুখীন হইয়াছিল? কি আশ্চর্য্য! তৎকালে কৃতজ্ঞ, সত্যনিরত, দুর্য্যোধনহিতৈষী, চিত্রযোধী, মহাধনুর্দ্ধর, শক্রকুলের ভয়বর্দ্ধন, জৃম্ভমাণ ব্যাঘ্রসদৃশ, মদস্রাবী মাতঙ্গসম দ্রোণাচার্য্য জীবিত-আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন বীরই ক্ষত্রিয়গণের যশস্কর, কাপুরুষবর্গের অসেবিত, শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের সেবিত সমরাভিলাষে সমুত্তেজিত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না! বল, কোন্ কোন্ বীর সমরে সমুদ্যত হইয়াছিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! কৌরবগণ পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, সৃঞ্জয়, চেদি ও কৈকয়গণ সমুদ্রবেগে পরিচালিত প্লব-সমুদয়ের ন্যায় দ্রোণের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদ্য বাদন করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের রথ, হস্তী ও নরগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণমধ্যস্থিত স্বজনপরিবৃত মহারাজ দুর্য্যোধন বিপক্ষের সৈন্যগণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে হাস্য করিয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাধেয়! ঐ দেখ, দ্রোণসায়কাভিহত পাঞ্চালগণ সিংহ-সন্ত্রাসিত মৃগযূথের ন্যায় একান্ত বিত্রাসিত হইয়াছে। বৃক্ষ-সমূহ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হয়, তদ্রূপ উঁহারা দ্রোণশরে ভগ্ন হইয়াছে; বোধ হয়, আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না। ঐ দেখ, অসংখ্য সৈন্য মহাত্মা দ্রোণের রুক্মপুঙ্খ শরের আঘাতে পলায়নে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিযূথ যেমন হুতাশন দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হয়, তদ্রূপ বহুসংখ্যক সৈন্য মহাবীর দ্রোণ ও কৌরব-পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দ্রোণের ভ্রমরসদৃশ নিশিত সায়কে বিদ্ধ ও পলায়নপর হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও কৌরব যোদ্ধ-গণে পরিবৃত হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিতেছে। ঐ দুরাত্মা আজি সমুদয় লোক দ্রোণময় দেখিতেছে এবং জীবন ও রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে।'

কর্ণের কালোচিত উপদেশ।

কর্ণ কহিলেন, 'হে কুরুরাজ! মহাবাহু ভীমসেন জীবন থাকিতে কদাপি সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না, এই সমুদয় সিংহনাদও তাঁহার সহ্য হইবে না, আর বলবীর্য্যসম্পন্ন, রণদুর্ম্মদ, শিক্ষিতাস্ত্র পাণ্ডবগণ যে সহসা সংগ্রামে পরাজিত হইবেন, ইহাও সম্ভব-পর নয়; উঁহারা বিষ, অগ্নি, দ্যূত ও বনবাসের ক্লেশ স্মরণ করিয়া কদাচ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। অমিততেজাঃ মহাবাহু বৃকোদর সংগ্রামে প্রত্যাগত হইতেছেন, অবশ্যই প্রধান প্রধান রথিগণকে সংহার করিবেন। উঁহার অসি, শরাসন, শক্তি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও লৌহদণ্ডপ্রভাবে এক একবারে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইবে। মহাবীর সাত্যকিপ্রমুখ রথি-সমুদয় এবং পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ ভীমসেনের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মহাবীর, মহাবল-পরাক্রান্ত ও মহারথ, বিশেষতঃ অমর্ষপরায়ণ মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে উঁহাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন। মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে পরিবৃত করে, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ ভীম-সেনকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইতেছেন। যেমন মুমূর্ষু পতঙ্গগণ দীপের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ একাগ্রমনে জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া অরক্ষিত দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়িত করিবেন। উঁহারা সকলেই কৃতাস্ত্র; সুতরাং দ্রোণকে নিবারণ করা উঁহাদের দুঃসাধ্য হইবে না। আমার মতে আজি দ্রোণের উপর অতিভার পতিত হইয়াছে; অতএব তাঁহার সমীপে ত্বরায় গমন করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। যেমন বৃকগণ মহাগজকে সংহার করে, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণ সমবেত হইয়া যেন মহাবীর দ্রোণকে বিনাশ করিতে না পারে।'

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে দ্রোণরথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় একমাত্র দ্রোণ-বধাভিলাষী নানা বর্ণের অশ্ব-সমুদয়ে যোজিত রথে সমারূঢ় পাণ্ডবগণের ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল।"

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

বিবিধবর্ণ অশ্বযোজিত রথে সসৈন্য পাণ্ডবনির্য্যাণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ভীমসেন প্রভৃতি যে যে মহাবীর ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখীন

হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের রথচিহ্ন-সমুদয় কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর ঋষ্যবর্ণ[1]-অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম-স্থলে সমুপস্থিত হইলে মহাবীর সাত্যকি রজতবর্ণ-অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ধাবমান হই-লেন। তখন দুষ্প্রধর্ষ যুধামন্যু ক্রোধভরে সারঙ্গ[2]বর্ণ-অশ্ব-যোজিত রথে ও পাঞ্চাল রাজতনয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবেগশালী সুবর্ণমণ্ডিত পারাবতবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা স্বীয় পিতার রক্ষা ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত রক্তবর্ণ হয় সংযোজিত রথে আরূঢ় হইয়া ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডি নন্দন মহাবাহু ক্ষত্রদেব স্বয়ং পদ্ম-পত্রসন্নিভ মল্লিকাসদৃশাক্ষ[3] অশ্ব-সমুদয় চালনপূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। শুকপক্ষবিভূষিত, কাম্বোজদেশীয়, দর্শনীয়[4] অশ্বগণ নকুলকে বহন করিয়া কৌরব সমুদয়ের প্রতি ধাবমান হইল। মেঘসদৃশ হয়গণ উত্তমৌজাকে বহন করিয়া তুমুল সংগ্রামে গমন করিতে লাগিল। তিত্তিরবর্ণ[5] বায়ুবেগগামী অশ্বগণ উদ্যতায়ুধ মহাবীর সহদেবকে তুমুল সংগ্রামে সমুপস্থিত করিল। দন্তসবর্ণ[6], কৃষ্ণকেশযুক্ত, মহাবেগ অশ্বগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বহন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ সুবর্ণভূষণবিভূষিত বায়ুবেগগামী হয়-সমুদয়ে আরূঢ় হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিল। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সুবর্ণমণ্ডিত ও যুধিষ্ঠিরের অনুগামী সৈন্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শান্তভী সর্ব্বশব্দসহ[7] দিব্যাভরণভূষিত অশ্ব-সমুদয়ে সংযোজিত রথে অধিরূঢ় হইয়া ভূপাতিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট মহারথগণ-সমভিব্যাহারে শান্তভীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কৈকেয়গণ, মহাবীর শিখণ্ডী ও ধৃষ্টকেতু স্ব স্ব সৈন্য লইয়া বিরাটের অনু-গমন করিতে লাগিলেন। পাটলপুষ্পবর্ণ অশ্বগণ অরাতিনিপাতন মহারাজ মৎস্যরাজকে বহন করিয়া

১। শ্বেতবিন্দু দ্বারা বিচিত্র মৃগ সমান বর্ণ। ২। মৃগ। ৩। মল্লিকাকুসুমতুল্যলোচন। ৪। সুন্দরদর্শন—সৌন্দর্য্যের জন্য যাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। ৫। তিত্তিরপাখীর সমানবর্ণ। ৬। দন্তবৎ শুভ্র। ৭। সকল প্রকার শব্দের ভীষণতাসহনক্ষম।

নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল। হরিদ্রাবর্ণ হেম-মালাবিভূষিত বেগশালী অশ্বগণ বিরাটরাজের পুত্রকে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণবর্ণ, হেমমালা-বিভূষিত, যুদ্ধবিশারদ, লোহিতধ্বজসম্পন্ন, বর্ম্মিতদেহ, কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রগোপসবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বারিবর্ষণকারী জীমূতের[1] ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। আমপাত্রবর্ণ[2], তুম্বুরু কর্ত্তৃক প্রদত্ত, দিব্য অশ্বগণ অমিততেজাঃ দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীকে বহন করিতে লাগিল। পাঞ্চালদেশীয় দ্বাদশ সহস্র মহারথ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহা-দের মধ্যে ষট্‌সহস্র শিখণ্ডীর অনুগমন করিলেন। সারঙ্গবর্ণ অশ্ব সমুদয় শিশুপালের তনয়কে বহন করিতে লাগিল। চেদীশ্বর মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে কাম্বোজদেশীয় অশ্ব-সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলাল-ধূমসদৃশ[3] সুকুমার সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ কৈকেয় বৃহৎ-ক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। মল্লিকা-সদৃশাক্ষ, পদ্ম-বর্ণ দিব্যাভরণভূষিত বাহ্লিজ অশ্বগণ শিখণ্ডীর পুত্র ক্ষত্রদেবকে বহন করিতে লাগিল। স্বর্ণালঙ্কারসম্পন্ন কৌষেয়সবর্ণ, ধীরস্বভাব অশ্বগণ অরাতিনিপাতন সেনাবিন্দুকে বহন করিলে। ক্রৌঞ্চবর্ণ উৎকৃষ্ট হয়-গণ সুকুমার মহারথ কাশিরাজতনয়ের বাহন হইল। সারথির প্রীতিকর, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণগ্রীব, বায়ুবেগগামী অশ্বগণ প্রতিবিন্ধ্যকে বহন করিতে লাগিল। মহা-বীর অর্জ্জুন সোমের নিকট যে পুত্রটি যাচ্ঞা করিয়া-ছিলেন, সেই সুতসোম মাষ[4]পুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অর্জ্জুনের ঐ পুত্রটি কৌরবদিগের উদয়েন্দুনামক পুরে জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্র-সোমসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও সোমকসভামধ্যে খ্যাত হইয়াছেন বলিয়া উহার নাম সুতসোম হইয়াছে।

হে মহারাজ! তরুণাদিত সঙ্কাশ[5], শালপুষ্প-সন্নিভ অশ্বগণ শতানীককে, কাঞ্চনসদৃশ যোক্ত্র সম্পন্ন ময়ূরগ্রীবাসবর্ণ অশ্বগণ শ্রুতিবর্ম্মাকে ও স্বর্ণচাতকপক্ষ-সন্নিভ হয়সমুদয় পার্থতুল্য শ্রুতিনিধি শ্রুতিকীর্ত্তিকে সংগ্রামে বহন করিতে লাগিল। সংগ্রামে যাঁহার প্রভাব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রভাব অপেক্ষা সার্দ্ধেকগুণ[6]

১। মেঘের। ২। কাঁচামাটির পাত্রতুল্য বর্ণ। ৩। ধানের কুটা পোড়াইলে যে ধোঁয়া হয়, তদ্রূপ—ছেয়ে রং। ৪। মাষকলাই। ৫। নবোদিত সূর্য্যেপ্রভাতুল্য বর্ণ। ৬। দেড়গুণ।

অধিক, সেই মহাবীর অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণ অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হইলেন। আপনার শত পুত্রের মধ্যে যিনি একাকী সোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়াছেন, সেই মহাবীর যুযুৎসু মহাকায় অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলালকাণ্ডসবর্ণ, দিব্যাভরণভূষিত, বেগবান্ অশ্বগণ বার্দ্ধক্ষেমিকে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণপত্রযুক্ত, বর্ম্মভূষিত, সারথির আজ্ঞাবহ, কৃষ্ণপাদ অশ্বগণ কুমার সৌচিত্তিকে বহন করিল। সুবর্ণমণ্ডিতপৃষ্ঠ, সুবর্ণমালাবিভূষিত, শান্তপ্রকৃতি, কৌষেয়সদৃশ অশ্বগণ শ্রেণিমানের বাহন হইল। অরুণবর্ণ অশ্বগণ ধনুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্ম[১]বেদপারগ সত্যধৃতিকে বহন করিতে লাগিল। যিনি সংগ্রামস্থলে দ্রোণাচার্য্যের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, সেই পাঞ্চালসেনানী ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর সত্যধৃতি, সৌচিত্ত, শ্রেণিমান্ বসুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভু বেগশালী, কাম্বোজদেশীয়, হেমমালাবিভূষিত অশ্ব-সমুদয় লইয়া শত্রুসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগমন করিতে লাগিলেন। হেমমণ্ডিত নানাবর্ণের অশ্ব ও ধ্বজসম্পন্ন বিততকার্ম্মুক কাম্বোজদেশীয় প্রভদ্রকগণ শরজালে অরাতি-সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। পিঙ্গল-কৌষেয়বর্ণ, সুবর্ণমালাধারী, অম্লানচিত্ত অশ্বগণ চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। সব্যসাচীর মাতুল কুন্তিভোজ পুরুজিৎ ইন্দ্রায়ুধসবর্ণ হয়োত্তম-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। তারকাপুঞ্জ-বিচিত্রিত নভোমণ্ডল সদৃশ অশ্বগণ মহারাজ রোচমানকে বহন করিতে লাগিল। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ গোপতির পুত্র পাঞ্চালদেশীয় সিংহসনকে বহন করিল। পাঞ্চালগণের মধ্যে যিনি জনমেজয় নামে বিখ্যাত, সেই মহাত্মা সর্ষপপুষ্পসবর্ণ অশ্ব-সমুদয়-যোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবেগশালী, হেমমালাবিভূষিত, মাষবর্ণ, দধিপৃষ্ঠ[২], চন্দ্রমুখ অশ্ব-সমুদয় পাঞ্চালকে বহন করিতে লাগিল। শরস্তম্বসদৃশ, পদ্মকিঞ্জল্ক[৩]বর্ণ, মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্ব-সমুদয় দণ্ডধারকে বহন করিল। অরুণবর্ণ, মূষিকসবর্ণপৃষ্ঠ অশ্বগণ ব্যাঘ্রদত্তের বাহন হইল। বিচিত্র, কৃষ্ণবর্ণ, চিত্রমাল্যবিভূষিত অশ্বগণ পাঞ্চালদেশীয় সুধন্বাকে বহন করিতে লাগিল। অশনিসমস্পর্শ, ইন্দ্রগোপসন্নিভ, বিচিত্রগতি, চিত্র অশ্বগণ চিত্রায়ুধের বাহন হইল। চক্রবাক-সদৃশোদর, হেমমালাধারী অশ্বগণ কোশলাধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিল। বিচিত্রবর্ণ, সুবর্ণমালামণ্ডিত অত্যুচ্চ অশ্বগণ সমরনিপুণ, সত্যধৃতি ক্ষেমিকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর শুক্র শুক্লবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব-সমুদয় লইয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। সমুদ্রসম্ভূত শশাঙ্কসদৃশ অশ্বগণ সমুদ্রসেনের পুত্র মহাতেজাঃ চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল। নীলোৎপলসন্নিভ, সুবর্ণবিভূষিত, চিত্রমাল্যধারী অশ্বগণ চিত্ররথের বাহন হইল। কলায়পুষ্পসবর্ণ, শ্বেত ও লোহিত-রেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ রণদুর্ম্মদ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল। লোকে যাহাকে সমুদয় মনুষ্য অপেক্ষা শৌর্য্যসম্পন্ন বলিয়া থাকে, পটচ্চর-নিহন্তা, মহাবীর সেই রাজা শুক্লবর্ণ হয়সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। কিংশুকসবর্ণ অশ্বগণ চিত্রমাল্য, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজসম্পন্ন চিত্রায়ুধকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর নীল নীলবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু-সমুদয় লইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর চিত্র বিচিত্র রত্নচিহ্ন-সম্পন্ন বরূথ, রথ, ধ্বজ ও শরাসন এবং বিচিত্র শঙ্খ, ধ্বজ ও পতাকা লইয়া সমরে গমনোন্মুখ হইলেন। পুষ্করবর্ণ অশ্বগণ রোচমানের পুত্র হেমবর্ণকে বহন করিতে লাগিল। সমরকুশল, শীঘ্রগামী কুক্কুটাণ্ডসবর্ণ, শ্বেতাণ্ডযুক্ত, শোভন অশ্বগণ দণ্ডকেতুকে বহন করিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণ কর্তৃক যাহার নৃপতি পিতা নিহত; কপাট-ভগ্ন ও নিপীড়িত হইয়া বন্ধুগণ পলায়িত হইলে যিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও পরশুরামের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় রুক্মি, কর্ণ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সমান হইয়া দ্বারকাপুরী উচ্ছিন্ন ও সমুদয় ভূমণ্ডল পরাজিত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অনন্তর যিনি হিতচিকীর্ষু, প্রাজ্ঞ সুহৃদ্গণের নিবারণে বৈরনির্য্যাতন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে স্বীয় রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই পাণ্ড্যাধিপতি সারঙ্গধ্বজ বৈদূর্য্যজালসংছন্ন, চন্দ্ররশ্মিসন্নিভ অশ্ব-সমুদয় লইয়া স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে দিব্য শরাসন

১। ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশক। ২। দধির মত শুভ্রপৃষ্ঠ। ৩। পদ্মপরাগ

বিস্ফারণপূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসকপুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ পাণ্ড্যের অনুযায়ী চতুর্দ্দশ অযুত রথীকে বহন করিতে লাগিল। নানাবর্ণযুক্ত নানাবিধমুখ অশ্বগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে বহন করিল। যিনি সমুদয় কৌরবগণের মত স্বীয় অভিলষিত দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিসহকারে একাকী যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহাবাহু লোহিতনয়ন বৃহন্ত, মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় অশ্বগণ-সংযোজিত সুবর্ণময় স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক সমরে গমন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে রথিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল। দেবরূপী প্রভদ্রকগণ নানাবর্ণের অশ্ব-সমুদয় লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সমুদয় বীরগণ ভীমসেনের সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্রসমবেত সুরগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উঁহারা পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সবিশেষ মনোনীত হইয়াছিল।

সসৈন্য পাণ্ডবগণের যুদ্ধার্থ আয়ুধধারণ

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদয় সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্বজদণ্ডাগ্রস্থিত কৃষ্ণাজিন ও সুবর্ণময় কমণ্ডলু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেনের বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত লোচনসম্পন্ন মহাসিংহধ্বজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণ-নির্ম্মিত গ্রহগণ-পরিবৃত চন্দ্রধ্বজ সাতিশয় শোভমান হইল। উঁহার ধ্বজে নন্দ ও উপনন্দ নামে দুই বিপুল মৃদঙ্গ যন্ত্র-সহকারে সুমধুর স্বরে বাদিত হইয়া হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। মহাবীর নকুলের ধ্বজে অতি ভীষণ, অত্যুগ্র, সুবর্ণপৃষ্ঠ শরভ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু সহদেবের ধ্বজে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন, ঘণ্টা ও পতাকাযুক্ত, দুর্দ্ধর্ষ হংস সাতিশয় শোভমান হইল। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের পঞ্চধ্বজে ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতে লাগিল। কুমার অভিমন্যুর রথে তপ্তকাঞ্চনবিনির্ম্মিত শার্ঙ্গপক্ষিসনাথ ধ্বজ দৃষ্ট হইল। মহাবীর ঘটোৎকচের ধ্বজে গৃধ্র শোভা পাইতে লাগিল এবং পূর্ব্বে যেমন রাবণের অশ্বগণ কামচারী ছিল, ঘটোৎকচের অশ্বগণ সেইরূপ কামচারী বোধ হইল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দিব্য মাহেন্দ্র ধনু ও ভীমসেন বায়ব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যরক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই দিব্য অক্ষয় গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব আশ্বিন[১] শরাসন, ঘটোৎকচ অতি ভীষণ পৌলস্ত্য শরাসন এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রৌদ্র[২] আগ্নেয়[৩], কৌবের্য্য[৪], যাম্য[৫] ও গিরিশ ধনু গ্রহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। রোহিণী-তনয় বলভদ্র যে রৌদ্র-ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া, সেই ধনু অভিমন্যুকে প্রদান করেন; অর্জ্জুন-তনয় সেই শরাসন লইয়া সংগ্রামে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! যে সমুদয় ধ্বজের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, তদ্ভিন্ন মহাবীরগণের অন্যান্য অসংখ্য হেমনির্ম্মিত, অরাতিগণের ভয়াবহ ধ্বজসকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সুরগণপরিবৃত, ধ্বজসঙ্কুল, কাপুরুষশূন্য দ্রোণসৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইল। স্বয়ংবরস্থলসদৃশ সেই সমরাঙ্গনে দ্রোণের প্রতি ধাবমান বীরগণের কেবল নামগোত্র শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।"

—

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের খেদ—পুনঃ যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সংগ্রামস্থলস্থিত বৃকোদর-সমবেত উক্ত ভূপতিগণ দেবতাদিগের সৈন্যগণকেও ব্যথিত করিতে পারেন। পুরুষ অদৃষ্টসংযুক্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অভিলষিত বিষয়-সকল অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়। দেখ, পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির দীর্ঘকাল অরণ্যে বাস ও লোকের অজ্ঞাতে বিচরণ করিয়া এক্ষণে সংগ্রামের নিমিত্ত এই মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে; আমার পুত্রের দুরদৃষ্ট ব্যতীত ইহার আর কারণ কি? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মনুষ্য অদৃষ্টযুক্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং তাহাকে অদৃষ্টের অধীন হইয়া চলিতে হয়; তন্নিমিত্তই সে আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদয় কার্য্য

১। অশ্বিনীকুমারদ্বয়-প্রদত্ত। ২—৫। রুদ্র, অগ্নি, কুবের ও যম-প্রদত্ত।

সম্পন্ন করিতে পারে না। যুধিষ্ঠির দ্যূতব্যসনপ্রভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশিত হইয়াছিল, এক্ষণে আপনার অদৃষ্টবলে সহায়সম্পন্ন হইয়াছে। কেকয়, কৌশিক, কোশল, চেদি ও বঙ্গদেশীয়গণ এক্ষণে আমাদের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছিল যে, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধীন; যুধিষ্ঠিরের অতি অল্প মাত্র। কিন্তু দুরদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আমাদের অসংখ্য সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। সতত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বশস্ত্রপারগ মহাবীর দ্রোণ ভূপতিগণের মধ্যে কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে আমার মহৎ কৃচ্ছ্র[১] ও মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে; ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে বাসনা নাই। পূর্ব্বে মহামতি বিদুর আমাকে পুত্র-লোলুপ দেখিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণাপ্রভাবে তৎসমুদয় ঘটিয়াছে। এক্ষণে যদি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার হয় না এবং সকলকেও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় না। যে ভূপতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থপর হয়েন, তাঁহাকে অবশ্যই ইহলোকে হীন ও ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইতে হয়। হে সঞ্জয়! যখন বীর-বরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন এই হতোৎসাহ রাজ্যের আর নিস্তার নাই। আমরা যে পুরুষোত্তমদ্বয়ের প্রভাবে জীবনধারণ করিতেছিলাম, সেই ধুরন্ধর[২]দ্বয় যখন নিহত হইয়াছেন, তখন আর কিরূপে আমাদের পরিত্রাণ হইবে?

যাহা হউক্, এক্ষণে যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে আক্রমণ করিয়াছিল? আর কোন্ কোন্ ক্ষুদ্রাশয়েরা বা পলায়ন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়। মহাবীর ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর। ঐ মহাবীর ও বৃকোদরই আমার মহাভয়ের কারণ। পাণ্ডবগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের সৈন্যগণ কিরূপে দারুণ সংগ্রাম করিয়াছিল? পাণ্ডবেরা সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তোমাদের মন কিরূপ হইয়াছিল এবং আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডব-সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়াছিল?"

১। কষ্ট। ২। শ্রেষ্ঠ—অক্লিষ্টকর্ম্মা।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

ভীম-দুর্ম্মর্ষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ সমরক্ষেত্রে গমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় সমাচ্ছন্ন করিলে আমাদের পক্ষে মহাসঙ্কট সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবসৈন্য-সমুত্থিত ধূলিপটলপ্রভাবে কৌরবপক্ষগণ আবৃত হওয়াতে আমরা দ্রোণকে অবলোকন না করিয়া মৃত বলিয়া স্থির করিলাম। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যগণকে দুষ্কর ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে সংগ্রামে প্রেরণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সেনাগণ! তোমরা মহোৎসাহ সহকারে সাধ্যানুসারে পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারিত কর।' তখন আপনার তনয় মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ দূর হইতে ভীমসেনকে দেখিয়া দ্রোণের জীবনরক্ষা-মানসে ভীমের উপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য ক্রোধান্বিত মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ যেমন ভীমের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর বৃকোদরও তদ্রূপ দুর্ম্মর্ষণের উপর শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের দুই জনের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

উভয়পক্ষীয় বীরগণের তুমুল যুদ্ধ

এ দিকে অন্যান্য রণপ্রাজ্ঞ মহাবীরগণ আপনাদের প্রভু কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া রাজ্য ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সমরোন্মত্ত মহাবীর কৃতবর্ম্মা মত্তবারণ-বিক্রান্ত সাত্যকিকে, সিন্ধুরাজ ক্ষত্রবর্ম্মাকে ও উগ্রধন্বা মহেম্বাসকে শরনিকর দ্বারা দ্রোণাভিমুখ হইতে নিবারিত করিলেন। ক্ষত্রবর্ম্মা সিন্ধুপাতর ধ্বজ ও কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া ক্রোধভরে দশ নারাচ দ্বারা তাঁহার সমুদয় মর্ম্মস্থান তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সিন্ধুরাজ সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া লৌহময় শর দ্বারা ক্ষত্রবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুবাহু পাণ্ডবগণের হিতার্থে সংগ্রামে যত্নমান স্বীয় ভ্রাতা মহারথ যুযুৎসুকে দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুযুৎসু সুশাণিত ক্ষুরপ্রদ্বারা সুবাহুর ধনুর্ব্বাণশোভিত বাহুযুগল ছেদন করিলেন।

বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ প্রতিরোধ করে, তদ্রূপ মদ্ররাজ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ-মদ্ররাজের উপর অসংখ্য মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মদ্রাধিপতি ধর্ম্মরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের চীৎকার-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ বাহ্লীক অসংখ্য সেনাসমবেত হইয়া মহতী-সেনা-পরিবৃত মহারাজ দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মদস্রাবী মহাযূথাধিপতি মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত উক্ত বৃদ্ধ ভূপতিদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও অগ্নি যেমন বলিকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মৎস্যাধিপতি বিরাটকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মৎস্য ও কৈকেয়গণের যুদ্ধ সুরাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

নকুল কর্ত্তৃক ভূতকর্ম্মার প্রাণসংহার

নকুলনন্দন শতানীক শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন ; সভাপতি ভূতকর্ম্মা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন নকুলনন্দন ক্রোধভরে তিন সুশাণিত ভল্ল পরিত্যাগ করিয়া ভূতকর্ম্মার বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিবিংশতি দ্রোণাভিমুখে ধাবমান বলবিক্রমশালী সুতসোমকে নিবারণ করিলেন। তখন সুতসোম ক্রোধভরে অজিহ্মগ শরনিকর দ্বারা স্বীয় পিতৃব্য বিবিংশতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমরথ সুনিশিত লৌহময় শরনিকর বর্ষণ করিয়া শাল্ব এবং তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর চিত্রসেনের পুত্র ময়ূর সদৃশ অশ্বসংযুক্ত-রথারূঢ়, সমরাঙ্গনে ধাবমান, মহাবাহু শ্রুতবর্ম্মাকে নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার উক্ত পৌত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতৃকুলের হিতসাধনার্থ পরস্পর নিধনবাসনায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সিংহলাঙ্গুলধ্বজ মহাবাহু অশ্বত্থামা পিতার নামরক্ষার্থ বিবিধ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সমরাঙ্গনস্থ প্রতিবিন্ধ্যকে নিবারণ করিলে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধভরে তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষক যেমন বীজবপন কালে ক্ষেত্রে বীজ বর্ষণ করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীতনয়গণ অশ্বত্থামার উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনকুমার শ্রুতকীর্ত্তি যুদ্ধার্থ দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন দেখিয়া দুঃশাসন তনয় তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন-সদৃশ বলবিক্রমশালী অর্জ্জুনতনয় সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা দুঃশাসননন্দনের শরাসন, ধ্বজ ও সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই যাহাকে বীরপ্রধান বলিয়া গণনা করে, মহাবীর লক্ষ্মণ সেই পটচ্চরনিহন্তাকে নিবারণ করিলেন। পটচ্চরনিহন্তা ক্রোধভরে লক্ষ্মণের শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকর্ণ সমরে ধাবমান যজ্ঞসেনতনয় শিখণ্ডীকে নিবারণ করিলে তিনি বিকর্ণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর বিকর্ণ অনায়াসে শিখণ্ডী-নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। মহাবাহু উত্তমৌজা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন ; মহাবীর অঙ্গদ শর-নিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। উক্ত বীরদ্বয়ের সংগ্রাম ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সমুদয় সৈন্যগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

কর্ণপ্রমুখ কুরুবীরগণের দ্রোণ সাহায্য

মহাধমুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান মহাবীর পুরুজিৎকে বৎসদন্ত দ্বারা নিবারণ করিলেন। মহাবাহু পুরুজিৎ ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নারাচ নিক্ষেপ করিলে দুর্ম্মুখের মুখমণ্ডল সুনাল-পঙ্কজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান লোহিতধ্বজ কৈকয়-দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতাকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন। তাঁহারা কর্ণের শরাঘাতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণ তাহাদিগকে বারংবার শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে কর্ণ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা পরস্পরের শরজালে পরস্পর অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য হইলেন। হে মহারাজ! আপনার তিন

পুত্র দুর্জ্জয়, জয় ও বিজয় নীল, কাশ্য ও জয়ৎসেন এই তিন বীরকে নিবারণ করিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষুর সহিত ভল্লুক, মহিষ ও বৃষভের যেমন সংগ্রাম হয়, তদ্রূপ আপনার তিন পুত্রের সহিত উক্ত বীরত্রয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া দর্শকগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্ষেমমূর্ত্তি ও বৃহন্ত দুই ভ্রাতা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান সাত্বতকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। অরণ্যে সিংহের সহিত মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হয়, সাত্বতের সহিত উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের তদ্রূপ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধপরায়ণ চেদিরাজ অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধাভিনন্দী[১] অম্বষ্ঠরাজকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ অম্বষ্ঠ অস্থিভেদিনী শলাকা দ্বারা চেদিরাজকে বিদ্ধ করিলে চেদিরাজ অম্বষ্ঠের দারুণ প্রহারে একান্ত ব্যথিত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। শারদ্বত কৃপ ক্ষুদ্রক-সমুদয় দ্বারা ক্রোধপরবশ বার্দ্ধক্ষেমিকে নিবারিত করিলেন। হে মহারাজ! চিত্রযোধী রণমদমত্ত কৃপ ও বার্দ্ধক্ষেমিকে যে যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধাসক্তচিত্ত ও অনন্যমতি হইয়া কার্য্যান্তরবিমূঢ়[২] হইয়া উঠিল। মহাবীর সৌমদত্তি দ্রোণের যশোবর্দ্ধনপূর্ব্বক মহারাজ মণিমান্‌কে নিবারিত করিয়া সত্বর তাঁহার শরাসন, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র ও সারথিকে রথ হইতে পাতিত করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন যূপকেতু মণিমান্ সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া খড়গ দ্বারা সৌমদত্তির অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বর আপনার রথে আরোহণপূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অশ্বচালন করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃষসেন অসুরবধার্থ ধাবমান সুররাজ পুরন্দর-সদৃশ পাণ্ড্যকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ গদা, পরিঘ, খড়গ, পট্টিশ, আয়োধন, প্লব, মুষল, মুদ্গর, চক্র, ভিন্দিপাল, পরশু, পাংশু, বায়ু, অগ্নি, সলিল, ভস্ম, লোষ্ট্র, তৃণ ও বৃক্ষসমুদয় দ্বারা সেনাগণকে রুগ্ন, ভগ্ন, বিনষ্ট, বিদ্রাবিত, বিক্ষিপ্ত ও ভীষিত[৩] করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য অলম্বুষ ক্রুদ্ধচিত্তে নানা অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ ও নানাবিধ যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া হিড়িম্বাতনয়কে প্রহার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সম্বর ও ইন্দ্রের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে উক্ত রাক্ষসদ্বয়ের তদ্রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে শত শত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ দ্রোণবধের নিমিত্ত তৎকালে যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেরূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে আর কখনই দৃষ্ট হয় নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে কেবল নানাবিধ ঘোরতর বিচিত্র অতি ভীষণ সংগ্রাম দৃষ্ট হইতে লাগিল।"

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে সৈন্যগণ সমরক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে পর পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে কিরূপে আক্রমণ করিলেন? সংশপ্তকেরাই বা তাহার সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সৈন্যগণ উক্তপ্রকারে সংগ্রামসিক্ত হইয়া অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বয়ং গজসৈন্য লইয়া মহাবীর বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, বৃষ যেমন বৃষকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে সংগ্রাম-নিপুণ অসাধারণ বাহুবীর্য্যশালী, পবনতনয় ক্রোধভরে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া অচিরাৎ কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ-গণ ভীমসেনের নারাচ-প্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া মদক্ষরণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রবল বায়ুবেগে জলধর পটল যেমন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ গজানীক-সকল ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। সূর্য্য সমুদিত হইয়া যেমন ভূমণ্ডলে

১। সমরামোদী। ২। অন্য কার্য্যে অনাসক্ত। ৩। ভীত।

কিরণজাল নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন করিকুলের উপর শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। করিগণ ভীমসেনের পদাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া সূর্য্যকিরণসংপৃক্ত নভোমণ্ডলস্থ ধারাধরপুঞ্জের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন এইরূপে ভীমসেনকে করিকুল সংহার করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া অচিরাৎ দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার শরীরে নিশিত সায়ক-সমুদয় বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধন ভীমশরে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সূর্য্যকিরণ-সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সত্বর দুই ভল্ল দ্বারা দুর্য্যোধনের ধ্বজস্থিত মণিময় রত্নখচিত নাগ ও তাঁহার হস্তস্থিত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ভীমহস্তে দুর্য্যোধনসাহায্যকারী অঙ্গনৃপতি বধ

ঐ সময়ে ম্লেচ্ছ অঙ্গাধিপতি দুর্য্যোধনকে ভীম কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া গজারোহণপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন অঙ্গাধিপতির মাতঙ্গকে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া তাহার কুম্ভান্তরে নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ নারাচ কুঞ্জরের কলেবর ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল; হস্তীও বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তী নিপতিত হইবামাত্র অঙ্গরাজ ভূতলে পতিত হইতেছিলেন, ইত্যবসরে লঘুহস্ত বৃকোদর ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঙ্গরাজ নিহত হইলে সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্ব, হস্তী ও রথিসকল সসম্ভ্রমে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া অসংখ্য পদাতির প্রাণ সংহার করিতে লাগিল।

ভীম-ভগদত্ত যুদ্ধ

এইরূপে সৈন্যগণ রণে ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কুঞ্জর লইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্রোধে ব্যাবৃত্তলোচন সেই গজরাজ চরণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত ও শুণ্ড সংহত করিয়া ভীমকে দগ্ধ করিয়াই যেন তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক এককালে রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ভীমসেন অঞ্জলিকাবেধবিদ্যা জানিতেন, এই নিমিত্ত পলায়ন না করিয়া পাদচারে ধাবমান হইয়া সেই করিরাজের গাত্রে বিলীন হইলেন। এইরূপে ভীমসেন গজের গাত্র-অভ্যন্তরে থাকিয়া কর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। নাগ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন অযুতনাগতুল্য বলশালী মহাবীর বৃকোদর হস্তীর কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। নাগরাজ অবসর পাইয়া শুণ্ড দ্বারা ভীমের গ্রীবা আক্রমণ ও জানু দ্বারা তাঁহাকে নিপাতনপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণসংহার করিতে সমুদ্যত হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর অবিলম্বে মোটন[1] দ্বারা করিবরের করবেষ্টন[2] মোচনপূর্ব্বক পুনরায় তাহার গাত্রে প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষহস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় তাহার গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে গমন করিলেন। এ দিকে সমুদয় সৈন্যগণ 'হা ধিক্! ভীমসেন কুঞ্জর কর্ত্তৃক হত হইলেন' বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যগণ হস্তীর ভয়ে ভীত হইয়া বৃকোদরের সমীপে ধাবমান হইল।

যুধিষ্ঠির-ভগদত্ত যুদ্ধ

এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে নিহত জ্ঞান করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-সমভিব্যাহারে ভগদত্তের সমীপে সমাগত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অঙ্কুশ দ্বারা বিপক্ষ বিনির্ম্মুক্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া গজ দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। আমরা বৃদ্ধ ভগদত্তকে রণস্থলে অসঙ্কুচিতচিত্তে কুঞ্জরচালন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তখন মহারাজ দশার্ণাধিপতি বক্রগামী মহাবেগশালী মদস্রাবী মাতঙ্গ লইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে সবৃক্ষ পর্ব্বতদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইত, এক্ষণে উক্ত বীরদ্বয়ের কুঞ্জরযুগল তদ্রূপ

১। মটকান—মোচড়ান। ২। শুণ্ডবেষ্টন—শুঁড়ের প্যাঁচ।

যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগদত্তের হস্তী মহাবেগে অপাবৃত্ত[১] হইয়া দশার্ণাধিপতির হস্তীর পার্শ্ব ভেদ করিয়া তাহাকে নিহত করিল। তখন মহাবীর ভগদত্ত অবসর পাইয়া সূর্য্যরশ্মিসঙ্কাশ সাত তোমর নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বীয় শত্রু দশার্ণাধিপতিকে হস্তীর উপরেই সংহার করিলেন।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য রথসৈন্য দ্বারা ভগদত্তকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুঞ্জরস্থিত মহাবীর ভগদত্ত রথিগণ কর্ত্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া পর্ব্বতোপরি বনমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রথিগণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থান করিয়া শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ভগদত্ত গজ লইয়া অসঙ্কুচিত-চিত্তে তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি ভগদত্ত যুদ্ধ—পাণ্ডব-পলায়ন

অনন্তর সমরবিশারদ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সাত্যকির রথাভিমুখে সেই মহাগজ প্রেরণ করিলেন। করিবর সাত্যকির রথ গ্রহণপূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিবামাত্র সাত্যকি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথিও বৃহৎকায় সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইল। ঐ অবসরে হস্তী রথমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদয় ভূপতি-গণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভূপতিগণ সেই আশুগামী নাগ কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া তাহাকে শত শত[২] বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে গজারোহী মহাবাহু ভগদত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়নকালে গজ ও তুরঙ্গমগণের ঘোরতর শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনরায় ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলে ভগদত্তের হস্তী শুণ্ডবিনির্ম্মুক্ত বারি দ্বারা ভীমের বাহনগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। বাহনসকল মহাবীর ভীমকে লইয়া প্রস্থান করিল।

ভগদত্ত সাহায্যকারী রুচিপর্ব্বার প্রাণসংহার

তখন কৃতীর পুত্র রুচিপর্ব্বা রথে আরোহণ করিয়া শরবর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পর্ব্বত-পতি সুবর্চ্চা আনতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর রুচিপর্ব্বা রণে নিপতিত হইলে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও যুযুৎসু হস্তীকে নিহত করিবার বাসনায় ভীষণ ধ্বনি করিয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় শরজাল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন সমরকুশল ভগদত্ত পার্ষ্ণি, অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা হস্তীকে সঞ্চালিত করিলেন। করিবর প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া শুণ্ডপ্রসারণ এবং কর্ণ ও নেত্র স্তব্ধ করিয়া সত্বর গমনপূর্ব্বক যুযুৎসুর বাহনগণকে আক্রমণ ও সারথিকে সংহার করিল। মহাবীর যুযুৎসু সত্বর রথ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ ভীষণ নিনাদ করিয়া শরনিকর দ্বারা সত্বর নাগরাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র সসম্ভ্রমে অভিমন্যুর রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ভগদত্ত ঐ সময় কুঞ্জর-পৃষ্ঠ হইতে অরাতিকুলের উপর শরনিকরনিক্ষেপ করিয়া প্রসৃতকর[১] দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অভিমন্যু দ্বাদশ, যুযুৎসু দশ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টকেতু তিন তিন শরে ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন। করিবর বীরগণ কর্ত্তৃক অতি প্রযত্ন-সহকারে শরবিদ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণসংপৃক্ত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; অনন্তর নিয়ন্তা কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া স্বীয় সব্যাপসব্যস্থিত[২] সৈন্যগণকে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গো-পাল বনমধ্যে দণ্ড দ্বারা যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব-সৈন্যগণ শ্যেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত বায়সগণের ন্যায় চীৎকার করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ভগদত্তের মহাগজ অঙ্কুশাহত হইয়া সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ আপনাদের উভয় পার্শ্বে সমুদ্রতরঙ্গ দেখিয়া যেরূপ ভীত হয়, অরাতিপক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজ-সন্দর্শনে তদ্রূপ

১। বহির্গত। ২। বহু বহু।

১। বিচ্ছুরিতকিরণ। ২। দক্ষিণ ও বামপার্শ্বস্থিত।

বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। মহাভয়ে পলায়মান হস্তী, অশ্ব ও পার্থিবগণের চীৎকারে এবং রথশব্দে ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও সমুদয় দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে দানবরাজ বিরোচন যেমন সুরক্ষিত দেবসেনা-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত সেই মহানাগ লইয়া শত্রু-সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পার্থিব ধূলিপটল বায়ুবেগে গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া সৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিল। তত্রস্থ মনুষ্যগণ সেই এক গজকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান অসংখ্য গজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।"

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

ভগদত্তের হস্তিপ্রভাব বর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে অর্জ্জুনের সমরদক্ষতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব মহাবাহু ধনঞ্জয় যাহা যাহা করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাবীর ভগদত্ত সংগ্রামস্থলে ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদ্ধূত ধূলিপটল দর্শন ও মানবগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে মধুসূদন! মহারাজ ভগদত্ত গজ লইয়া সত্বর নিষ্ক্রান্ত হওয়াতেই এই ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইতেছে। মহাবীর ভগদত্ত গজযানবিশারদ ও পুরন্দর-সদৃশ; উনি এই ভূমণ্ডলে গজযোধীদিগের প্রধান; উঁহার গজের প্রতিগজ[১] নাই। ঐ গজ কৃতকর্ম্মা[২], জিতক্লম[৩] এবং অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিস্পর্শসহনক্ষম, অস্ত্র দ্বারা উহাকে বশ করা দুঃসাধ্য। অদ্য ঐ হস্তী একাকীই সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিবে। আমরা দুই জন ব্যতীত আর কেহই উহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না; অতএব সত্বর ভগদত্তের সমীপে গমন কর। আজি আমি হস্তিবলে গর্ব্বিত পরিণত-বয়ঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ভগদত্তকে পুরন্দরপুরে আতিথ্য গ্রহণ করাইব।' মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বচনানুসারে ভগদত্তাভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় ভগদত্তের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন, এমন সময় ত্রিগর্ত্তদেশীয় দশ সহস্র ও কৃষ্ণের পূর্ব্বানুচর চারি সহস্র মহারথ, এই চতুর্দ্দশ সহস্র সংশপ্তক তাঁহাকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। এদিকে ভগদত্ত সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে, ওদিকে সংশপ্তকগণ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে, এই উভয় সঙ্কট সমুত্থিত হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চিত্ত দোলার ন্যায় দুই দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কি করি! এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি, এই চিন্তা করিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পরিশেষে বহুক্ষণ বিবেচনা করিয়া একাকী বহু সহস্র সংশপ্তকগণকে সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ও কর্ণ অর্জ্জুনের বধসাধনার্থই দুই দিকে সংগ্রাম সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহাদের সে আশা বিফল করিলেন।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বহু সংশপ্তক সংহার

তখন মহারথ সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। সংশপ্তকগণের শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কি অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ, কি অশ্বগণ, কি রথ, কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না। জনার্দ্দন সংশপ্তকগণের পরাক্রম-দর্শনে বিমুগ্ধ ও স্বেদাক্তকলেবর[১] হইবামাত্র অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক সংশপ্তগণকে প্রায় সংহার করিলেন। শত শত শর, শরাসন ও জ্যাসনাথ হস্ত এবং শত শত কেতু, অশ্ব, সারথি ও রথিগণ ছিন্ন-কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। দ্রুম[২], অচল ও অম্বুধরতুল্য[৩] কলেবর, সুসজ্জিত, আরোহিবিহীন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তিগণ পার্থশরে নিহত হইয়া ধরাতলশায়ী হইল। আরোহি-সমেত কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে ছিন্নকুথ[৪] ছিন্নাভরণ ও গতজীবন হইয়া ধরা-শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। বীরগণের ঋষ্টি, প্রাস, অসি, মুদগর ও পরশু-সমবেত বাহুসকল ভল্ল-প্রহারে ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। বালাদিত্য[৫], অম্বুজ[৬] ও চন্দ্রসদৃশ নরমস্তক সকল অর্জ্জুন-শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

১। সমকক্ষ হস্তী। ২। যুদ্ধপটু। ৩। অশ্রান্ত।

১। ঘর্ম্মাক্ত দেহ। ২। বৃক্ষ। ৩। মেঘাকার বিরাট। ৪। ছিন্ন পৃষ্ঠালম্বিত কম্বল। ৫। নবোদিত সূর্য্য। ৬। পদ্ম।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুনিপাতে প্রবৃত্ত হইলে সেনাগণ প্রাণনাশক শরনিকরে সন্তাপিত হইয়া উঠিল। হস্তী যেমন পদ্মবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনকে ইন্দ্রসদৃশ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 'হে পার্থ! অদ্য তুমি সংগ্রামস্থলে যেরূপ কার্য্য করিলে, বোধ হয়, তাহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও দুষ্কর। তুমি এককালে শত শত সহস্র সহস্র মহারথ সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়াছ।'

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বহুসংখ্যক সংশপ্তককে সংহার করিয়া কৃষ্ণকে ভগদত্তাভিমুখে রথচালন করিতে আদেশ করিলেন।"

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনশরে সুশর্ম্মার ভ্রাতৃগণ বিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে সুবর্ণভূষণমণ্ডিত, বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণশরাভিতাপিত[১] স্বীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে শত্রুসূদন! ঐ দেখ, সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ আমাকে আহ্বান করিতেছে, আবার উত্তরদিকে সৈন্যগণ দ্রোণ-শরে বিদীর্ণ হইতেছে। এইরূপে সংশপ্তকগণ আমার চিত্তকে দোলায়মান করিয়াছে। এক্ষণে সংশপ্তকগণকে সংহার করি অথবা অরাতিশরার্দ্দিত[২] আত্মীয়গণকে রক্ষা করি, এই উভয়ের কর্ত্তব্য, বিবেচনা করিয়া বল।'

মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণানন্তর ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রণবিশারদ ধনঞ্জয় সাত বাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ছয় বাণে তাঁহার ভ্রাতৃগণকে অশ্বগণ ও সারথি-সমভিব্যাহারে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অর্জ্জুনের উপর ভীষণ ভুজঙ্গাকার অয়োময় শক্তি ও বাসুদেবের উপর তোমর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তিন শরে সুশর্ম্মার শক্তি ও তিন শরে তোমর ছেদনপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিমোহিত করিয়া শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যমধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারিত করিতে পারিল না।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা মহারথগণকে সংহার করিয়া কক্ষরাশিদাহদহনে[১]র ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অগ্নিস্পর্শ সদৃশ দারুণ অর্জ্জুনের বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে সমরবিজয়ী অর্জ্জুন দ্যূতদেবী[২] দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধজনিত ক্ষত্রিয়বিনাশের নিমিত্ত নিষ্পাপ; তিনি পাণ্ডবগণের ক্ষেমঙ্কর ও শত্রুগণের অশ্রুবর্দ্ধন গাণ্ডীবশরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। কৌরব-সেনাগণ পার্থ-শরে বিক্ষোভিত হইয়া পর্ব্বত-সংলগ্ন নৌকার ন্যায় বিপন্ন হইল।

অর্জ্জুন-ভগদত্ত যুদ্ধ

তখন ক্রূরমতি দশ সহস্র কৌরব-সৈন্য জয় ও পরাজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অক্ষুব্ধচিত্তে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল। সর্ব্বভারসহনক্ষম মহাবীর ধনঞ্জয় পদ্মবনপ্রবিষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় সেই সৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ অর্জ্জুন-শরে প্রমথিত হইলে মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধভরে সেই হস্তী লইয়া ধনঞ্জয়াভিমুখে ধাবমান হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় রথ দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রথ ও নাগে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে। মহাবীর ভগদত্ত ও ধনঞ্জয় সুসজ্জিত গজ ও রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত মেঘসঙ্কাশ হস্তীর উপর হইতে ইন্দ্রের ন্যায় ধনঞ্জয়ের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। দ্রোণবাণে সন্তাপিত। ২। শত্রুবাণপীড়িত।

১। গুল্মশ্রেণী দগ্ধকারী অগ্নির। ২। পাশকক্রীড়াকারী।

সমরবিশারদ অর্জ্জুন শরজাল দ্বারা অর্দ্ধপথে ভগদত্তের শরনিকর নিবারণ করিয়া তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু প্রাগজ্যোতিষেশ্বর অনায়াসে অর্জ্জুনের শরনিকর নিরাকৃত এবং তাঁহাকে ও কৃষ্ণকে অসংখ্য শর-সমূহে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিবার মানসে হস্তী সঞ্চালন করিলেন। মহামতি জনার্দ্দন ভগদত্তের হস্তীকে কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় ঐ সুযোগে সেই হস্তী ও আরোহী ভগদত্তকে পশ্চাৎ হইতে বিনষ্ট করিতে পারিতেন; কিন্তু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা করিলেন না। তখন সেই মহাগজ অসংখ্য হস্তী, রথ ও অশ্বমধ্যে পতিত হইয়া তৎসমুদয় বিনষ্ট করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না।"

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়

ভগদত্ত-শরে অর্জ্জুনের কিরীট স্খলন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত হইয়া ভগদত্তের কি করিল, আর ভগদত্তই বা তাহার কি করিয়াছিলেন? যথার্থ কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব ভগদত্তের সমীপে গমন করিলে তত্রত্য সমুদয় লোকই তাঁহাদিগকে যমের দশন-সন্নিহিত বলিয়া বোধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত গজস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া হেমপুঙ্খ শিলানিশিত কৃষ্ণায়সবিনির্ম্মিত শরনিকরে দেবকীনন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। ভগদত্ত-নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্পর্শ শরনিকর দেবকীতনয়কে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভগদত্তের শরাসন ছেদন ও রথ-রক্ষককে বিনাশ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়াই যেন সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি চতুর্দ্দশ সুতীক্ষ্ণ তোমর নিক্ষেপ করিলে লঘুহস্ত সব্যসাচী ভগদত্ত-নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহার হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাগজ অর্জ্জুনের সায়কজালে ছিন্নবর্ম্মা ও একান্ত ব্যথিত হইয়া বারিধারাসিক্ত মেঘবিহীন পর্ব্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বর কৃষ্ণের উপর লৌহময় হেমদণ্ডমণ্ডিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সমরবিশারদ অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত নিশিত শরনিকরে দৃঢ়বিদ্ধ হইয়া একান্ত ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহার মস্তকে অসংখ্য তোমর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগদত্তনিক্ষিপ্ত শরনিকরে অর্জ্জুনের কিরীট পরিবর্ত্তিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন সেই পরিবর্ত্তিত কিরীট যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ভগদত্তকে কহিলেন, 'প্রাগজ্যোতিষেশ্বর! এই সময় সকলকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লও।'

কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ভগদত্তনিক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্র সংবরণ

মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের বাক্যে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার ও কৃষ্ণের উপর অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ ধনঞ্জয় সত্বর ভগদত্তের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহার সমুদয় মর্ম্মস্থানে আঘাত করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে বৈষ্ণব অঙ্কুশ-অস্ত্র অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পার্থকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং সেই ভগদত্ত-নিক্ষিপ্ত সর্ব্বঘাতী বৈষ্ণবাস্ত্র বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিলেন, অস্ত্র কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বৈজয়ন্তী-মালা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্লিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে মধুসূদন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, যুদ্ধ করিবে না; কেবল আমার অশ্বসংযমন করিবে; এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। যদি আমি ব্যসনাপন্ন বা অরাতিনিবারণে অশক্ত হই, তাহা হইলে যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য; আমি বর্ত্তমান থাকিতে সমর-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নয়। আমি যে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সুর, অসুর ও

মানবগণ-সমবেত সমুদয় লোক পরাজয় করিতে পারি, তাহা তোমার অবিদিত নাই।'

কৃষ্ণের গুপ্ত আত্ম-পরিচয়

তখন মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে পার্থ। আমি অতি গুহ্য পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি লোকের হিতসাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনার মূর্ত্তি চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমার এক মূর্ত্তি ভূমণ্ডলে তপশ্চরণ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম্ম অবলোকন, তৃতীয় মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলোক আশ্রয়পূর্ব্বক মানুষ কর্ম্মসাধন ও চতুর্থ মূর্ত্তি শয়ন করিয়া সহস্রবর্ষ-ব্যাপী নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। ঐ চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বৎসরের পর সমুত্থিত হইয়া বরার্হ[১] ব্যক্তি-গণকে অত্যুৎকৃষ্ট বর প্রদান করে। ঐ সময়ে পৃথিবী আমার বরপ্রদানকাল জানিয়া স্বীয় পুত্র নরকের নিমিত্ত আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবী কহিল, 'হে নারায়ণ! তোমার বরে আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দেব ও অসুর-গণের অবধ্য হউক।' আমি কহিলাম, 'হে বসুন্ধরে! এই বৈষ্ণবাস্ত্র নরকের রক্ষার্থ অমোঘ হউক; ইহার প্রভাবে নরককে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার পুত্র এই অস্ত্র কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া সর্ব্বলোকের দুরাধর্ষ ও পরবলমর্দ্দনক্ষম হইবে।' পৃথিবী এইরূপে আমার নিকট কৃতকার্য্য হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া গমন করিলেন। নরকাসুরও তদবধি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মহাবীর প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর নরকের নিকট হইতে সেই অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন। ত্রিলোকমধ্যে ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি কেহই ঐ অস্ত্রের অবধ্য নহেন। এই নিমিত্ত আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিয়া স্বয়ং অস্ত্রবেগ ধারণ করিলাম। দেবদ্বেষী মহাসুর ভগদত্ত এক্ষণে সেই পরমাস্ত্র-বিহীন হইয়াছে; অতএব যেমন আমি লোকহিতার্থ নরকাসুরকে বিনষ্ট করিয়া-ছিলাম, তদ্রূপ তুমি ঐ দুর্দ্ধর্ষ বৈরীকে বিনষ্ট কর।'

হস্তিবাহনসহ-ভগদত্ত বধ

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহসা ভগদত্তের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসম্ভ্রান্তচিত্তে ভগদত্তের হস্তীর কুম্ভান্তরে[২] নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সর্প যেমন বল্মীকের মধ্যে গমন করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত বজ্রসম সেই নারাচ করিকুম্ভমধ্যে প্রবেশ করিল। ভগদত্ত বারংবার হস্তীকে চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দরিদ্রের ভার্য্যা যেমন স্বামীর বাক্যে কর্ণপাত করে না, তদ্রূপ গজরাজ প্রাগ্‌-জ্যোতিষেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিল না। কিয়ৎক্ষণ-মধ্যেই করিবর শুষ্কগাত্র ও দন্ত দ্বারা অবনীতলস্পর্শ করিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্রবাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুন-শরে ভিন্নহৃদয় হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সন্তাড়িত পদ্মনাল হইতে পত্র নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভগদত্তের মস্তক হইতে মহার্ঘ বস্ত্র ধরাতলে নিপতিত হইল। যেমন সুপুষ্পিত কর্ণিকারবৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ হেমমালা-ভূষিত ভগদত্ত স্বর্ণভূষণ-ভূষিত হস্তী হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম, ইন্দ্রের সখা, মহাবাহু ভগদত্তকে নিহত করিয়া, বলবান্ বায়ু যেমন বৃক্ষসমুদয় ভগ্ন করে, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।"

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

সুবলনন্দন বৃষক ও অচল বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগ-দত্তকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃষক ও অচল নামে গান্ধাররাজের তনয়দ্বয় অর্জ্জুনকে একান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ সম্মুখে, কেহ বা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে মহাবেগ শাণিত সায়কে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শাণিত শরনিকরে সুবলনন্দন বৃষকের অশ্ব, সারথি, ধনু, ছত্র, ধ্বজ ও রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন এবং নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা সৌবলপ্রমুখ গান্ধার-গণকে বারংবার ব্যাকুল করিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্যতাস্ত্র পঞ্চশত গান্ধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বৃষক সত্বর হতাশ্ব

১। বরলাভযোগ্য—অনুগৃহীত। ২। কুম্ভমধ্যে।

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতার রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন একরথারূঢ় বৃষক ও অচলকে বারংবার শর-জালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বৃত্র ও বলাসুর সুররাজ ইন্দ্রকে আঘাত করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহারা অর্জ্জুনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যেমন নিদাঘ ও বর্ষাকালীন মাসদ্বয় গ্রীষ্ম ও জলধারা দ্বারা লোককে একান্ত কাতর করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা আহত না হইয়া অর্জ্জুনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন একরথারূঢ় সংশ্লিষ্টকলেবর বৃষক ও অচলকে এক শরে বিনাশ করিলেন। তখন সেই সিংহসঙ্কাশ, লোহিতলোচন, একলক্ষণাক্রান্ত বীরদ্বয় গতাসু হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের মৃত কলেবর দশদিকে অতি পবিত্র যশোবিস্তার করিয়া ভূতল প্রাপ্ত হইল।

অর্জ্জুনসহ শকুনির মায়াযুদ্ধ—শকুনি-পলায়ন

অনন্তর আপনার আত্মজগণ সমরে অপরাঙ্মুখ বন্ধুজনপ্রিয় দুই মাতুলকে ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মায়াবিশারদ শকুনি উভয় ভ্রাতাকে বিনষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিমোহিত করিয়া মায়াজাল বিস্তার করিলেন। তখন লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, গদা, পরিঘ, শূল, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুষল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস ও অন্যান্য নানাবিধ আয়ুধ-সকল দিক্ ও বিদিক্ হইতে অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উষ্ট্র, মহিষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, সৃমর, চিল্লক, ঋক্ষ, শালাবৃক, গৃধ্র, কপি, সরীসৃপ ও বিবিধ রাক্ষসগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন দিব্যাস্ত্রবেত্তা অর্জ্জুন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা শরতাড়িত হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনের রথ সমাচ্ছন্ন করিলে সেই অন্ধকার হইতে উত্থিত অতি কঠোরবাক্য অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়প্রদ গাঢ়ান্ধকার নিরাশ করিলেন। পরে ভয়ঙ্কর জলপ্রবাহ প্রাদুর্ভূত হইল। অর্জ্জুন জলশোষণ করিবার নিমিত্ত আদিত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। উহা প্রযুক্ত হইবামাত্র প্রায় সমস্ত জলই শুষ্ক হইয়া গেল। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে অস্ত্রবলে সৌবল-বিহিত বিবিধ মায়া বিনাশ করিলেন। তখন শকুনি অর্জ্জুন শরতাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া অতি বেগগামী তুরঙ্গমে আরোহণপূর্ব্বক নীচ লোকের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

কৌরব-পরাভব—পলায়ন

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন আপনার হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীপ্রবাহ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই সমস্ত সৈন্য অর্জ্জুন-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইল এবং কতকগুলি দ্রোণের নিকট ও কতকগুলি দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল। পরে সৈন্য-সকল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে আমরা আর অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল দক্ষিণদিকে অনবরত গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। ঐ গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শঙ্খ, দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি অভিভূত করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

অনন্তর দক্ষিণদিকে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আমি দ্রোণাচার্য্যের অনুসরণ করিলাম। রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। যেমন বর্ষাকালে বায়ু মেঘ-সকল অপবাহিত[১] করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্য-গণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই ভূরি[২]বর্ষণশীল ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় শরনিকর-বর্ষী অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কৌরবগণ পার্থশরাহত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিবার সময় স্বপক্ষদিগকে বিনাশ করিলেন। অর্জ্জুন-বিনির্ম্মুক্ত, কঙ্কপত্রবিভূষিত, তনুচ্ছেদী শর-সকল শলভের ন্যায় দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন পন্নগগণ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সমস্ত শর তুরঙ্গম, নাগ, পদাতি ও রথিগণকে ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

১। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—অন্তরীক্ষ হইতে বহির্গত। ২। অত্যন্ত।

অর্জ্জুন হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের প্রতি দ্বিতীয় শর পরিত্যাগ করেন নাই; তাহারা প্রত্যেকেই একমাত্র শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও গতাসু হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল; শৃগাল ও কুক্কুরেরা কোলাহল করিতে লাগিল। এইরূপে রণস্থল সাতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও সুহৃৎ সুহৃৎকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইলেন; অধিক কি, তৎকালে অনেকেই পার্থশরতাড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহনদিগকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।"

—

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের অভিযান—ভীষণ যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যখন কৌরব-সেনা সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইলে তোমরা দ্রুতপদসঞ্চারে প্রস্থান করিতে লাগিলে, তৎকালে তোমাদের মন কিরূপ হইল? ছিন্ন-ভিন্ন ও আশ্রয়লাভের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল সৈন্যগণকে একত্র করা নিতান্ত দুষ্কর; তাহাই বা কিরূপে সম্পাদিত হইল? তুমি আমার সমক্ষে এই সমস্ত কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সৈন্যসকল এইরূপ বিশৃঙ্খল হইলেও রাজা দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষী বীরপুরুষেরা যশোরক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন এবং অস্ত্র সমুদয় সমুদ্যত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্ভ্রান্ত ও রণস্থল নিতান্ত ভীষণ হইলে নির্ভীকের ন্যায় সাধুসম্মত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহাবীর ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখে নিপতিত হইলে ক্রূরস্বভাব পাঞ্চালগণ 'দ্রোণকে আক্রমণ কর, দ্রোণকে আক্রমণ কর' বলিয়া সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল এবং আপনার পুত্রগণ 'দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না' এই বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণ কহিতে লাগিলেন, 'দ্রোণকে বিনাশ কর', কৌরবগণ কহিতে লাগিল, 'দ্রোণকে যেন বিনষ্ট করে না।' এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকে লইয়া যেন দ্যূতক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চালগণের যে যে রথীকে মথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সেই রথীর নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে নির্দ্দিষ্টভাগের বিপর্য্যয় ও রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল, বীরগণ ভৈরব রব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপক্ষ বীরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ শত্রুপক্ষদিগের নিতান্ত দুরাক্রম্য হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগের ক্লেশপরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক শত্রুদিগের সৈন্য বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে ঐ যুদ্ধ লৌহশিলা-সম্পাতের ন্যায় একান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। এরূপ যুদ্ধ বৃদ্ধদিগের স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই এবং কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণও করে নাই। সেই বীরবিনাশন সংগ্রামে পৃথিবী বলভরে[১] নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান কৌরব-সেনাগণের অতি ভীষণ কলরব নভোমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্য প্রাপ্ত হইয়া শাণিত শরনিকরে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। আমরা দ্রোণ ও পাঞ্চাল-রাজের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় বোধ করিলাম যে, এই সংগ্রামের উপমা নাই।

অশ্বত্থামার হস্তে নীল নিহত

অনন্তর অনলসঙ্কাশ, শরস্ফুলিঙ্গসম্পন্ন[২], কার্ম্মুকজ্বালাকরাল[৩], মহাবীর নীল হুতাশনের তৃণরাশিদহনের ন্যায় কৌরবসেনাগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপশালী অশ্বত্থামা সর্ব্বাগ্রে সহাস্য-মুখে কহিলেন, 'হে নীল! যোদ্ধৃদিগকে শরানলে দগ্ধ করিলে তোমার কি হইবে? তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং রোষপরবশ হইয়া শীঘ্র আমাকে প্রহার কর।'

তখন মহাবীর নীল পদ্মনিকরাকার, পদ্মপলাশলোচন, প্রফুল্লকমলানন অশ্বত্থামাকে শরজালে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা শাণিত তিন ভল্লাস্ত্রে নীলের ধনু, ধ্বজ ও ছত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নীল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিহঙ্গমের ন্যায়

১। সৈন্যভরে। ২। বাণনির্গত অগ্নিকণাযুক্ত। ৩। ধনুকের তেজে ভয়ঙ্কর।

অশ্বত্থামার কলেবর হইতে মস্তক উৎপাটনের অভিলাষ করিলে অশ্বত্থামা হাসিতে হাসিতে নীলের সুন্দর নাসা-সুশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ভল্লাগ্রে তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। সেই পূর্ণচন্দ্রনিভানন, কমললোচন নীল ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র পাণ্ডব-সেনাগণ নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ-সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন অবশিষ্ট সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সেনার সহিত দক্ষিণদিকে যুদ্ধ করিতেছেন ; সুতরাং তিনি এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন ?"

—

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

ভীমসহ দ্রোণ-দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহাবীর বৃকোদর স্বীয় সৈন্যবিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া ষষ্টি শরে বাহ্লীক ও দশ শরে কর্ণকে আঘাত করিলেন। দ্রোণ ভীমের প্রাণনাশের অভিলাষে তীক্ষ্ণধার শর মর্ম্মে প্রহার করিয়া উপর্য্যুপরি ষড়্‌বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কর্ণ দ্বাদশ, অশ্বত্থামা সাত ও মহারাজ দুর্য্যোধন ছয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনও তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, দশ শরে কর্ণকে, দ্বাদশ শরে দুর্য্যোধনকে ও আট শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সুলভমৃত্যু[১] তুমুল রণস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যোদ্ধ্‌দিগকে প্রেরণ করিলেন। নকুল, সহদেব ও যুযুধান প্রভৃতি বীরেরা ভীমসেনের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। অনন্তর ভীমসেন প্রভৃতি মহারথ-গণ সমবেত হইয়া রোষভরে সুরক্ষিত দ্রোণ-সৈন্য-দিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় গমন করিলে, মহাবীর দ্রোণ সেই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ-দিগের সম্মুখীন হইলেন। তখন কৌরবগণ রাজ্য-স্পৃহা ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিকট উপনীত হইলে গজারোহী গজারোহীকে ও রথী রথীকে বিনাশ করিতে লাগিল ; বীরগণ শক্তি, অসি ও পরশু-প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর করি-সৈন্যসকল ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। কেহ করিপৃষ্ঠ হইতে, কেহ বা অশ্ব হইতে অধঃশিরা হইয়া, কেহ বা রথ হইতে শরবিদ্ধ হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ; কোন ব্যক্তি বিমর্দ্দ[১]-কালে বর্ম্মশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইলে একটি হস্তী তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণপূর্ব্বক মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য হস্তীরা নিপতিত বহুসংখ্যক লোককে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ধরণীতলে নিপতিত হইয়া বিশাল দশন দ্বারা অনেকানেক রথীকে ভেদ করিল। কতকগুলি হস্তী বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত দশনসংলগ্ন নারাচে শত শত মনুষ্যকে বিমর্দ্দিত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। কুঞ্জর সকল নিপতিত অশ্ব, রথ, হস্তী ও পিহিত-লৌহতনুত্র[২] মানবদিগকে স্থূল নলের ন্যায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল। পরাজিত ভূপালগণ লজ্জান্বিত হইয়াই যেন গৃধ্রপক্ষাস্তীর্ণ নিতান্ত ক্লেশকর শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং পুত্র মোহপরতন্ত্র হইয়া পিতার মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে লাগিল। চারিদিকে রথের অক্ষ ভগ্ন, ধ্বজ ছিন্ন ও ছত্র নিপতিত হইতে লাগিল। কোন অশ্ব ছিন্ন যুগার্দ্ধ লইয়া ধাবমান হইল। অসিদণ্ডমণ্ডিত[৩]-বাহু নিপতিত ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত মাতঙ্গগণ রথ সমস্ত আকর্ষণপূর্ব্বক চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। কোথাও অশ্ব হস্তী কর্ত্তৃক সাতিশয় আহত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে মর্য্যাদাশূন্য ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। 'হা তাত! হা পুত্র! হা সখে! তুমি কোথায় রহিয়াছ ? ঐ স্থানে অবস্থান কর ; ধাবমান হইও না, ইহাকে প্রহার কর, উহাকে প্রহার কর ; উহাকে আনয়ন কর ; ঐ ব্যক্তিকে বিনাশ কর' এইরূপ ও অন্যান্যরূপ বাক্য, হাস্য, সিংহ-নাদ গর্জ্জন সহকারে সমুত্থিত হইতেছে শ্রুতি-গোচর হইল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল ; পার্থিব ধূলিজাল উপশমিত হইল ; ভীরুস্বভাব মনুষ্যেরা বিমোহিত

১। অবধারিত-মৃত্যু—অবশ্যম্ভাব্য বিনাশ।

১। সংঘর্ষ। ২। আচ্ছাদিত লৌহবর্ম্ম। ৩। খড়্গের বাঁটযুক্ত।

হইয়া উঠিল। কোন বীরের রথচক্র অন্য বীরের রথচক্রে সংলগ্ন হওয়াতে অস্ত্র-প্রয়োগাবসর অতীত হইলে তিনি গদা দ্বারা তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিলেন। নিরাশ্রয় সমরে আশ্রয়লাভার্থী বীরপুরুষেরা নিদারুণ কেশাকর্ষণ, মুষ্টি এবং নখ ও দন্ত-প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন বীরের খড়্গাসনাথ উদ্যত বাহুদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; কাহারও বা শর, শরাশন ও অঙ্কুশ-সমলঙ্কৃত হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হইল। কোন ব্যক্তি কাহারও প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ সমরে পরাঙ্মুখ হইল। কোন ব্যক্তি সমকক্ষ ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিল; কেহ চীৎকারপূর্ব্বক ধাবমান হইল; কেহ সাতিশয় ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কেহ শাণিত শরে স্বপক্ষকে কেহ বা পরপক্ষকে বিনাশ করিতে লাগিল। গিরিশৃঙ্গসদৃশ কোন মাতঙ্গ নারাচ অস্ত্রে আহত হইয়া বর্ষাকালীন নদীতটের ন্যায় নিপতিত হইল। প্রস্রবণশালী পর্ব্বত সদৃশ মদস্রাবী অন্য এক মাতঙ্গ রথী, অশ্ব ও সারথিকে নিপীড়িত করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। ভীরুস্বভাব, দুর্ব্বলহৃদয় মনুষ্যেরা শোণিতসিক্ত মহাবীরদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল; কিছুই পরিজ্ঞাত হইল না। সৈন্যপদোদ্ধূত ধূলিজালে সমস্ত সমাচ্ছন্ন হইলে সমর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

দ্রোণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব বিমর্দ্দন

অনন্তর পাণ্ডব-সেনাপতি নিত্যোৎসাহী পাণ্ডবগণকে 'এই সমুচিত অবসর', এই বলিয়া ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। বাহুবলশালী পাণ্ডবেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে সৈন্য সংহারপূর্ব্বক, হংসগণ যেমন সরোবরে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণ-রথাভিমুখে গমন করিলেন। 'উঁহাকে গ্রহণ কর; পলায়মান হইও না; শঙ্কা পরিত্যাগ কর; উঁহাকে বিনাশ কর'; দ্রোণাচার্য্যের রথের অভিমুখে এইরূপ তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং শল্য তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। পরে জাতক্রোধ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, দুর্নিবার পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়াও আর্য্যধর্ম্মানুসারে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর দ্রোণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত শর পরিত্যাগ করিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশনিশব্দ-সঙ্কাশ মানবগণের ত্রাসজনন মৌর্ব্বী ও তলধ্বনি চতুর্দ্দিকে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণকে বিমর্দ্দিত করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তককে পরাজিত ও বিনাশ করিয়া শোণিতোদক-সম্পন্ন শরৌঘ মহাবর্ত্ত মহাহ্রদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন, অবলোকন করিলাম এবং সেই কীর্ত্তিসম্পন্ন সূর্য্য-সঙ্কাশ অর্জ্জুনের প্রদীপ্ত কপিধ্বজও নয়নগোচর হইল। পাণ্ডবমধ্যবর্ত্তী, যুগান্তকালীন সূর্য্যস্বরূপ, মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকররূপ করজালে সংশপ্তক-সমুদ্র শুষ্ক করিয়া কৌরবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয়কালে ধূমকেতু উত্থিত হইয়া সমস্ত প্রাণী দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি অস্ত্রতেজে কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণ সহস্র সহস্র শরে তাড়িত হইয়া আলুলায়িতকেশে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ আর্ত্তনাদ, কেহ কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি লোক পার্থশরে আহত হইয়া প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক নিপতিত হইল। বীরবর অর্জ্জুন যোদ্ধৃদিগের নিয়ম স্মরণ করিয়া উত্থিত, নিপতিত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিলেন না।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শত্রুঞ্জয়াদি কর্ণভ্রাতৃবধ

কৌরবগণ প্রায় সকলেই বিস্মিত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া 'হাহাকার' ও 'কর্ণ! কর্ণ!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ তৎকালে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন না; এক্ষণে শরণার্থী কৌরবগণের রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া 'ভীত হইও না' বলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় প্রদীপ্ত শরাসনধারী শাণিত-শরনিকরসম্পন্ন কর্ণের শরজাল শরসমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন। কর্ণও তাঁহার শর-সকল শরনিকরে নিবারণ ও শরবর্ষণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও সাত্যকি তিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শরবর্ষণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের শর নিবারণ করিয়া তিন

বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি তিন বীরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নায়ুধ সেই সকল বীর নির্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় রথ হইতে শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই আশীবিষসদৃশ মহাবেগসম্পন্ন শক্তি সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া মহাবেগে কর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিল। কর্ণ তিন তিন শরে সেই সমস্ত শক্তি ছেদন করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুনও সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিলেন; পরে ছয় শরে শত্রুঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া ভল্লাস্ত্রে বিপাটের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। এইরূপে কর্ণের তিন ভ্রাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে ও কর্ণের সম্মুখে একমাত্র অর্জ্জুনের হস্তেই বিনষ্ট হইলেন।

উভয় পক্ষের ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ

অনন্তর ভীমসেন পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ দ্বারা কর্ণ-পক্ষীয় পঞ্চদশ বীরকে বিনাশ করিলেন; পরে পুনরায় রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দশ শরে কর্ণকে এবং পঞ্চ শরে সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ ও ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রবর্ম্মা ও নিষধদেশীয় বৃহৎক্ষত্রকে আহত এবং রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একবিংশতি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; সাত্যকি অন্য শরাসন গ্রহণ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুঃষষ্টি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; পরে ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া পুনরায় তিন বাণে তাঁহার ভুজযুগল ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও জয়দ্রথ সাত্যকিরূপ মহাসাগরে নিমজ্জমান কর্ণকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার শত শত পদাতি, অশ্ব ও হস্তী নিতান্ত ভীত হইয়া তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, অভিমন্যু, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বিনাশার্থ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সকলেই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

উভয়পক্ষের বহু লোকক্ষয়—যুদ্ধবিশ্রাম

পদাতি, রথী, হস্তী ও অশ্বগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোথাও হস্তিসকল রথী ও পদাতির সহিত, রথিসকল হস্তী, পদাতি ও অশ্বের সহিত, এবং রথী পদাতিগণ রথী ও হস্তীর সহিত, কোথাও বা অশ্বের সহিত অশ্ব, হস্তীর সহিত হস্তী, রথীর সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদাতিগণ মাংসাশী পশুগণের হর্ষসূচক যমরাজ্যবিবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক হস্তী, রথী, পদাতি ও অশ্বগণ বিনষ্ট হইল; কোথাও হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, রথী কর্ত্তৃক রথী, অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি, কোথাও বা রথী কর্ত্তৃক হস্তী, হস্তী কর্ত্তৃক অশ্ব ও অশ্ব কর্ত্তৃক মনুষ্য ছিন্নজিহ্ব, ভগ্নদশন, গলিত-নয়ন, প্রমথিতকবচ ও বিগতভূষণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীষণদর্শন মাতঙ্গগণ বহু শস্ত্রসম্পন্ন শত্রুগণ কর্ত্তৃক আহত, অশ্ব ও গজ-চরণে তাড়িত, রথনেমি দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত, ক্ষিতিতলে প্রোথিত ও সাতিশয় সমাকুল হইল। এইরূপে পক্ষী, শ্বাপদ ও রাক্ষসদিগের আহ্লাদকর, অতি ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ একান্ত কুপিত হইয়া বলপূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করিয়া সমরক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন এবং শোণিতসিক্ত ও সাতিশয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা মৃদুপদসঞ্চারে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।”

সংশপ্তকবধ-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যুবধপর্ব্বাধ্যায়—দুর্য্যোধন—খেদোক্তি

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অমিতবলশালী অর্জ্জুনের প্রভাবে আমাদিগের সৈন্য-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন, দ্রোণের অভিলাষ নিষ্ফল ও যুধিষ্ঠির সুরক্ষিত হইলে যুদ্ধনির্জ্জিত, বর্ম্মশূন্য, ধূলিধূসরিত, সমরজয়ী বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সাতিশয় হাস্যাস্পদ কৌরবগণ উদ্বিগ্নমনে দশদিক্ অবলোকন করিয়া দ্রোণের

অনুমতিক্রমে সমর অবহার করিয়া অর্জ্জুনের অসংখ্য গুণগ্রামের প্রশংসা ও তাঁহার সহিত কৃষ্ণের সখ্যভাব শ্রবণে চিন্তা ও মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অভিশপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রভাতকালে শত্রুর উন্নতি দর্শনে একান্ত বিমনায়মান ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রণয় ও অভিমানসহকারে যোদ্ধাদিগের সমক্ষে দ্রোণকে কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আমরা আপনার বধ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছি; কেন না, আপনি যুধিষ্ঠিরকে সমীপস্থ দেখিয়া আজিও গ্রহণ করিলেন না। আপনি যাহাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিবেন, সে আপনার সম্মুখবর্ত্তী হইলে, যদি দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও সে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আপনি অগ্রে প্রসন্নমনে আমাকে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতেছেন, কিন্তু আর্য্য ব্যক্তিরা কদাচ ভক্তজনের আশা ভঙ্গ করেন না।'

দ্রোণের আশ্বাসবাণী—চক্রব্যূহ রচনা

তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ নিরন্তর যত্নবান্ রহিয়াছি; আমাকে কদাচ সমরে উদাসীন জ্ঞান করিও না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণও অর্জ্জুন-রক্ষিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না। যে স্থানে বিশ্বস্রষ্টা জনার্দ্দন বিরাজমান আছেন এবং অর্জ্জুন সেনাপতি হইয়াছেন, সে স্থলে ভগবান্ শূলপাণি ব্যতিরেকে আর কাহার বল ফলোপধায়ক[১] হইতে পারে? আজি আমি সত্যই কহিতেছি, পাণ্ডবদিগের মধ্যে বীরপ্রবর এক মহারথকে নিপাতিত এবং দেবগণের দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ প্রস্তুত করিব; কখনই ইহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে কোন উপায় দ্বারা অর্জ্জুনকে ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে অপনীত কর। যুদ্ধে তাহার অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই; সে নানা স্থান হইতে সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছে।'

আচার্য্য দ্রোণ এইরূপ আদেশ করিলে সংশপ্তকগণ পুনরায় অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ দক্ষিণদিকে আহ্বান করিতে লাগিল; সুতরাং সংশপ্তকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাদৃশ যুদ্ধ কখন কাহার শ্রবণ বা নয়নগোচর হয় নাই। এ দিকে আচার্য্য দ্রোণ চক্রব্যূহ[১] রচনা করিলেন। উহা তপনশীল মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অভিমন্যু জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সেই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ বারংবার ভেদ করিলেন। পরে তিনি অতি দুষ্কর কার্য্যসংসাধন ও সহস্র সহস্র বীর নিপাতনপূর্ব্বক ছয় বীরের সহিত সমরে ব্যাপৃত ও দুঃশাসন-পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পাণ্ডবগণ শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। অনন্তর অবহার করিলাম।"

অভিমন্যু-বধ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখপ্রকাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পুরুষসিংহ অর্জ্জুনের আত্মজ অপ্রাপ্তযৌবন অভিমন্যু বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যে ধর্ম্মানুসারে রাজ্যলোলুপ বীরেরা বালকের উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, ধর্ম্মকর্ত্তারা সেই ক্ষাত্রধর্ম্ম কি নিদারুণ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন! আমার পক্ষীয় বীরেরা নিতান্ত সুখী ও নির্ভীকের ন্যায় বিচরণশীল বালক অভিমন্যুকে কি প্রকারে বিনাশ করিল? আর অভিমন্যু রথসৈন্য সংহার করিবার বাসনায় যেরূপে রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে যে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কুমার অভিমন্যু সৈন্য সংহারার্থ যেরূপে রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিলেন, জয়লাভাভিলাষী দুর্নিবার বীরসমুদয় যেরূপে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিলেন এবং তৃণ, গুল্ম ও পাদপ-সমাচ্ছন্ন অরণ্য-মধ্যে দাবানল-পরিবেষ্টিত বনবাসীদিগের ন্যায় আপনার পক্ষীয় বীরগণের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন।"

১। ফলপ্রসূ—কৃতকার্য্য।

১। এই ব্যূহ চক্রাকার গোল। ইহাতে চক্রাকারে সৈন্য সমাবেশ করিতে হয়। ইহার প্রবেশের পথ একটি মাত্র থাকে এবং আটটি কুণ্ডলাকৃতি পংক্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। সর্ব্বতোভদ্র প্রায় ইহারই মত; বিশেষ এই যে, কেবল চারিদিকে ৮টি পরিধি অর্থাৎ চক্রাকারে ৮ ভাগে সৈন্য পরিবেষ্টিত থাকে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

বিস্তৃতরূপে অভিমন্যু-বধ বৃত্তান্ত বর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ যুদ্ধে সাতিশয় ভীমকর্ম্মা ও দেবগণেরও দুরধিগম্য এবং তাঁহারা যে একান্ত শ্রমশীল, তাহাও তাঁহাদিগের কর্ম্ম দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির সত্ত্ব[1] কর্ম্ম, অন্বয়[2], বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশ ও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, সতত সত্যধর্ম্মনিরত ও দান্ত। তিনি ব্রাহ্মণপূজা প্রভৃতি গুণসমূহে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই স্বর্গতুল্য সুখভোগ করিতেছেন। যুগান্তকালীন অন্তক[3], জামদগ্ন্য[4] ও রথস্থ ভীমসেন—এই তিন জন সমকক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুনের উপমা পৃথিবীতে নাই; গুরুভক্তি, মন্ত্ররক্ষণ, নিপুণতা, বিনয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অনুকৃতি[5] ও শূরতা এই সকল গুণ নকুলে নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সহদেব শ্রুত, গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য, সত্ত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের সদৃশ। কৃষ্ণে ও পঞ্চ-পাণ্ডবে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সকল গুণ একমাত্র অভিমন্যুতে লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, কৃষ্ণের চরিত্র, ভীমসেনের কার্য্য, অর্জ্জুনের রূপ, বিক্রম ও শস্ত্রজ্ঞান এবং সহদেব ও নকুলের বিনয়ের উপমা নাই।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্জ্জয় অভিমন্যু কিরূপে রণস্থলে বিনষ্ট হইল, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।"

চতুর্দ্দশ-দিবসীয় যুদ্ধ—পাণ্ডব কৌরব সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি দুঃসহ শোক সংবরণ করিয়া সুস্থির হউন; আমি আপনার বন্ধু-বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া তন্মধ্যে দেবরাজ-তুল্য মহীপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন; উহার দ্বারদেশে সূর্য্যসঙ্কাশ রাজকুমারগণ সন্নিবেশিত হইলেন। তৎকালে সমুদয় রাজতনয় একত্র হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই রক্তপতাকা পরিশোভিত হেমহার-বিভূষিত,, চন্দন ও অগুরুচর্চ্চিত, রক্ত-বিভূষণসম্পন্ন, সূক্ষ্ম-রক্তাম্বরধারী, মাল্যদাম-মণ্ডিত, সুবর্ণখচিত ধ্বজদণ্ডে শোভিত ও কৃতপ্রতিজ্ঞ। সেই দশ সহস্র রাজপুত্র একত্র সমবেত হইয়া সমরাভিলাষে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা পরস্পর সমদুঃখসুখ, সমসাহস ও হিতানুষ্ঠাননিরত হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে অগ্রসর করিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বেতচ্ছত্রে ও চামরে উদীয়মান দিবাকরের ন্যায় পুরন্দরসদৃশ শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণ, কৃপ, ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্রোণাধিকৃত সেনামুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সৈন্যমধ্যে সুমেরু-পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিলেন। অমরসদৃশ আপনার ত্রিংশৎ তনয় অশ্বত্থামাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সিন্ধুরাজের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্যূতদেবী গান্ধাররাজ শকুনি, শল্য, ভূরিশ্রবা সিন্ধুরাজের পার্শ্বে শোভমান হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় বীরগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।"

—

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

দ্রোণাক্রমণে ভীমসেনাদির অকৃতকার্য্যতা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! অনন্তর ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তিভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিশুপালনন্দন, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ ও যুধামন্যু, মহাবীর্য্য কৈকেয়গণ, শত সহস্র সৃঞ্জয় এবং অন্যান্য যুদ্ধদুর্ম্মদ সানুচর বীরবর্গ যুদ্ধার্থী হইয়া সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণ অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে সন্নিহিত বীরগণকে শরবর্ষণপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। যেমন প্রবল জলপ্রবাহ দুর্ভেদ্যপর্ব্বতকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, যেমন সাগর-সকল বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ফলতঃ পাণ্ডবেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণচাপ-বিনিঃসৃত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ

১। সত্ত্বগুণ। ২। বংশগৌরব। ৩। সংহারকর্ত্তা রুদ্র ৪। পরশুরাম। ৫। গুণগ্রহণ।

হইলেন। আমরা তখন দ্রোণের অদ্ভুত ভুজবল অবলোকন করিতে লাগিলাম।

চক্রব্যূহ ভেদার্থ যুধিষ্ঠিরের নির্দ্দেশ

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার নিবারণোপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দ্রোণকে নিবারণ করা অন্যের অসাধ্য বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবসম অমিততেজাঃ অভিমন্যুর উপর দুর্ব্বহ ভার সমর্পণ করিয়া কহিলেন, 'হে বৎস! আমরা কিরূপে চক্রব্যূহ ভেদ করিব, কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি না; এক্ষণে অর্জ্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করে, তুমি এইরূপ অনুষ্ঠান কর। তুমি, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন, তোমরা চারি জনই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ, এ বিষয়ে পঞ্চম ব্যক্তি আর নয়নগোচর হইতেছে না। এক্ষণে পিতৃগণ, মাতুলগণ, সৈন্যগণ তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি ইঁহাদিগকে বর প্রদান কর। তুমি অবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দ্রোণ-সৈন্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হও; নতুবা ধনঞ্জয় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে।'

যুদ্ধার্থ দ্রোণানুসরণে অভিমন্যুর আগ্রহ

অভিমন্যু কহিলেন, 'আর্য্য! আমি পিতৃগণের জয়লাভার্থী হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যের সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর সৈন্য-সাগরে অবগাহন করিব। আপনি আমাকে দ্রোণ-সৈন্যবিনাশে আদেশ করিলেন; কিন্তু আমি কোন্ বিপদাবহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহ করি না?' রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'বৎস! তুমি সৈন্য ভেদ করিয়া আমাদিগের প্রবেশদ্বার প্রস্তুত কর। তুমি তথায় গমন করিলে আমরা তোমার অনুগমন করিব। তুমি যুদ্ধে অর্জ্জুনতুল্য, তোমাকে সমরে প্রেরণ করিয়া আমরা চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিয়া তোমারই অনুগমন করিব।' ভীম কহিলেন, 'বৎস! তুমি একবার যে ব্যূহ ভেদ করিবে, আমরা তথায় সমুপস্থিত হইয়া বারংবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরদিগকে বিনষ্ট করিব।'

অভিমন্যু কহিলেন, 'আর্য্য! যেমন পতঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমি নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণ-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিব। আজ আমি মাতৃ-পিতৃ-কুলের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, মাতুল ও পিতার প্রিয়-কার্য্য অবশ্যই সংসাধন করিব। এক্ষণে সমস্ত প্রাণী একমাত্র শিশুর হস্তে শত্রুসৈন্যসকল বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিবে। যদি কেহ আজি আমার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমি সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত অর্জ্জুনের ঔরসে সঞ্জাত নহি। যদি আমি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়-মণ্ডলীকে অষ্টধা খণ্ড খণ্ড করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর আপনাকে অর্জ্জুনের আত্মজ বলিয়া স্বীকার করিব না।'

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'বৎস! তুমি আজি সাধ্য, রুদ্র ও দেবকল্প, মহাবল-পরাক্রান্ত বসু, হুতাশন ও আদিত্যসম বিক্রমশালী মহাবীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত, নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণসৈন্য বিনাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছ; অতএব তোমার বল বর্দ্ধিত হউক।' মহাবীর অভিমন্যু রাজা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুমিত্র! তুমি অবিলম্বে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে অশ্ব চালন কর'।"

ষট্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যুর দ্রোণাভিমুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! অভিমন্যু 'চালাও' বলিয়া সারথিকে বারংবার আদেশ করিলে সারথি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হে আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার উপর গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহা আপনার উপযুক্ত কি না, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। দ্রোণাচার্য্য কার্য্যকুশল ও দিব্যাস্ত্রে সুনিপুণ; আপনি নিরন্তর সুখসম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন।' তখন অভিমন্যু হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে সারথে! ক্ষত্রিয়গণ ও দ্রোণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণ-পরিবৃত, ঐরাবত-সমারূঢ় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিব; আজ ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার কিছুমাত্র বিস্ময় নাই। এই সমস্ত শত্রুসৈন্য আমার ষোড়শভাগের উপযুক্ত হইতেছে না; অধিক কি,

বিশ্ববিজয়ী মাতুল ও পিতার সহিত সমর করিতেও আমার অন্তঃকরণে ভয়-সঞ্চার হয় না।' অভিমন্যু এইরূপে সারথির বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, 'হে সূত! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে গমন কর।'

অনন্তর সারথি অতিশয় অসন্তুষ্ট-মনে ত্রিবর্ষবয়স্ক সুবর্ণমণ্ডিত অশ্বগণকে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে চালন করিল। মহাবেগ পরাক্রমশালী অশ্ব-সকল সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইল। কৌরবগণ অভিমন্যুকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরাও অভিমন্যুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন সিংহশাবক হস্তিযূথ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্ণিকার-লাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ডশালী, সুবর্ণ বর্ম্মসমলঙ্কৃত অভিমন্যু যুদ্ধার্থী হইয়া নির্ভীকের ন্যায় দ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে প্রাপ্ত হইলেন।

অভিমন্যুর চক্রব্যূহপ্রবেশ—শত্রুসংহার

অনন্তর কৌরবগণ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া অভিমন্যুকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীর আবর্ত্ত সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল তুমুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরস্পর প্রহরণশীল বীরগণের অতি ভীষণ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণের সমক্ষে ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি-সকল মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যুকে শত্রুমধ্যে প্রবিষ্ট ও বীরবিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। বীরগণ নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি, সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোটন, গভীর গর্জ্জন, হুঙ্কার, থাক্ থাক্ শব্দ, ঘোরতর হলহলা রব, 'গমন করিও না, আমার নিকট অবস্থান কর, আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি' এইরূপ কোলাহল, করিবৃংহিত, ভূষণ-শিঞ্জিত[১], হাস্য ও অশ্বের খুরধ্বনি দ্বারা ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদিগকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মর্ম্মভেদী শরনিকরে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা বিবিধ লক্ষণ-লাঞ্ছিত শরজালে বিনষ্ট হইয়া শলভের হুতাশনপ্রবেশের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন রণস্থল তাঁহাদিগের অবয়বে কুশসমাকীর্ণ সংস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীর ন্যায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অভিমন্যু গোধাচর্ম্ম-বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, শর, শরাসন, অসি, চর্ম্ম, অঙ্কুশ, অভীষু[১], তোমর, পরশু, গদা, অয়োগুড়, প্রাস, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, মহাশঙ্খ, কুন্ত, কচগ্রহ, মুদগর, ক্ষেপণীয়, পাশ, উপল, কেয়ূর ও অঙ্গদে সুশোভিত, মনোহর গন্ধানুলিপ্ত, সহস্র সহস্র করযুগল ছেদন করিলেন। বিহগরাজচ্ছিন্ন[২], পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় শোণিতলিপ্ত করনিকরে সমরভূমি সুশোভিত হইতে লাগিল। যে সকল মস্তক মনোহর নাসা, আনন ও কেশকলাপে সুশোভিত, সুচারু কুণ্ডল, মাল্য, মুকুট, উষ্ণীষ, মণি ও রত্নে বিরাজিত, বিনাল-নলিনের[৩] ন্যায় আকার ও চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ব্রণশূন্য, যাহা রোষবশতঃ ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া রহিয়াছে; যাহা হইতে রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতেছে; জীবনকালে যাহা হিতকর ও প্রীতিকর বাক্য কহিত, অভিমন্যু অরাতিগণের সেই সুগন্ধময় মস্তকসমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধর্ব্বনগরাকার যে সকল রথ ঈষামুখ, বিচিত্রবেণু ও দণ্ডে যথাবিধি সুসজ্জিত ছিল, অভিমন্যুর শরনিকরে তাহার রথিসকল বিনষ্ট; জঙ্ঘা, অভ্রু, নাসা, দশন, চক্র, উপস্কর ও উপস্থ-সকল ছেদিত; উপকরণসকল ভগ্ন, আস্তরণ-সকল নিক্ষিপ্ত পরিশেষে রথসকলও খণ্ড খণ্ড হইল। অনন্তর তিনি পতাকা, অঙ্কুশ ও ধ্বজসম্পন্ন, তূণবর্ম্মধারী, শত্রুপক্ষীয় গজারোহী, গজ ও পাদরক্ষকদিগকে গ্রীবাবন্ধনরজ্জু, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দশনাগ্রভাগের সহিত নিশিত শরনিকরে ছেদন করিলেন। বনায়ুজ, কাম্বোজ, বাহ্লীক ও পার্ব্বতীয়, স্থির পুচ্ছ ও স্থির-কর্ণ, স্থির নেত্র, বেগশালী সে সকল অশ্ব শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসযোধী সুশিক্ষিত যোদ্ধগণে সমারূঢ় ছিল, তাহাদিগের মুকুট ও চামর বিনষ্ট, জিহ্বা ও নয়ন ছিন্ন, অন্ত্র ও যকৃৎ নিষ্কাশিত, আরোহিগণ নিহত এবং চর্ম্ম ও বর্ম্ম নিকর্ত্তিত হইল। তাহারা মল, মূত্র ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত ও গতজীবন হইয়া ক্রব্যাদগণের প্রমোদবর্দ্ধন করিতে লাগিল। যেমন

১। অলঙ্কারশব্দ—পুরুষের ভূষণধারণ প্রাচীন প্রথা।

১। এককালে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ বহু শর। ২। গরুড় কর্ত্তৃক ছিন্ন। ৩। নালহীন পদ্মের।

ভগবান্ শূলপাণি ঘোরতর অসুরবল সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিষ্ণুর সদৃশ অচিন্ত্যপ্রভাব একাকী অভিমন্যু ঈদৃশ অতি দুষ্কর কার্য্য সমাধান করিয়া অঙ্গত্রয়সম্পন্ন আপনার সৈন্য-সমুদয় বিমৰ্দ্দিত ও পদাতিগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কার্ত্তিকেয় যেমন আসুরী সেনা নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ একমাত্র অভিমন্যু কৌরবসৈন্যগণকে নিহত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পক্ষীয় বীরগণ ও আপনার পুত্রগণ দশদিক অন্ধকারময় অবলোকন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; নয়নযুগল নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কলেবর কণ্টকিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা শত্রু-পরাজয়ে একান্ত উৎসাহশূন্য ও পলায়নে সমুৎসুক হইয়া জীবিতাভিলাষে গোত্র ও নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান, নিহত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও সম্বন্ধীদিগকে পরিত্যাগ এবং করী ও তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনাদির সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন অভিমন্যুর শরে স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান দেখিয়া যোদ্ধৃদিগকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে দুর্য্যোধনের অনুসরণ কর; অভিমন্যু আমাদের সমক্ষে বীরগণকে বিনাশ করিতেছে; এক্ষণে তোমরা ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হও এবং কৌরবগণকে পরিত্রাণ কর।' তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সমরবিজয়ী সুহৃদ্গণ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভীতমনে দুর্য্যোধনকে বেষ্টন করিলেন। পরে দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, মদ্ররাজ, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল ও পৌরব বৃষসেন অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক অভিমন্যুকে নিবারিত ও বিমোহিত করিয়া দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিলেন। অভিমন্যু আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন[১] গ্রাসের ন্যায় এই ব্যাপার সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং শরজালে অশ্ব, সারথি ও মহারথদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ আমিষলোলুপ সিংহ সদৃশ অভিমন্যুর সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া রথসমূহে তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক বিবিধ লাঞ্ছন-লাঞ্ছিত শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু নিশিত শরনিকরে অন্তরীক্ষেই সেই সমস্ত অস্ত্র নিরস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। তখন এই ব্যাপার নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ রোষপরবশ হইয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুকে বিনাশ করিবার মানসে আশীবিষসদৃশ শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন। অভিমন্যু একাকী বেলার ন্যায় বিক্ষোভিত সমুদ্রসদৃশ সেই বল-সমুদয় ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত উভয়পক্ষের কেহই রণস্থল হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তখন দুঃসহ নয়, দুঃশাসন দ্বাদশ, কৃপাচার্য্য তিন, দ্রোণ সপ্তদশ, বিবিংশতি সপ্ততি, কৃতবর্ম্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ ছয়, শকুনি দুই এবং রাজা দুর্য্যোধন তিন শরে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলে মহাপ্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন।

অভিমন্যু-রণে কর্ণ-শল্যাদির ত্রাস

দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ অভিমন্যুকে এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিলেও তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভ্যাসকৃত বল প্রদর্শনপূর্ব্বক বিনতানন্দন গরুড় ও অনিলতুল্যবেগশালী সারথির আদেশানুবর্ত্তী অশ্ব দ্বারা ত্বরমাণ অশ্মকেশ্বরকে নিবারণ করিলেন। শ্রীমান্ অশ্মকেশ্বর অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে মহাবীর অভিমন্যু সহাস্যমুখে দশ শরে তাঁহার সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, বাহুযুগল, ধনু ও মস্তক পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন অশ্মকেশ্বরের সৈন্যসমুদয় পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, গান্ধাররাজ শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দ্দন, বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহু,

১। মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া।

দীর্ঘলোচন ও দুর্য্যোধন ক্রোধভরে অভিমন্যুর প্রতি শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু শরনিকরে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া কর্ণের প্রতি বর্ম্ম ও কায়ভেদী এক শর সন্ধান করিলেন। সেই শর কর্ণের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বল্মীকমধ্যে পন্নগ-প্রবেশের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সেই নিদারুণ প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অভিমন্যু একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য নিশিত শরত্রয়ে দীর্ঘলোচন, সুষেণ ও কুণ্ডভেদীকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি নারাচ, অশ্বত্থামা বিংশতি শর ও কৃতবর্ম্মা সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যগণ শরাচিত-কলেবর, নিতান্ত ক্রুদ্ধ, অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যু পাশহস্ত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিল। মহাবীর অভিমন্যু সন্নিহিত শল্যকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কৌরবসৈন্যগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন-পূর্ব্বক আক্রোশ করিতে লাগিলেন। শল্য মর্ম্মভেদী শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ শল্যকে শরবিদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া সিংহপীড়িত মৃগের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দেবতা, চারণ, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং অবনীতলগত ভূতসমুদয় সামরিক যশে অভিমন্যুকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলে তিনি হুতহুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।"

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যুরণে শল্য ভ্রাতৃ-বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় এইরূপে মহাধনুর্দ্ধরগণকে বিমর্দ্দন করিতেছে দেখিয়া আমাদের কোন্ কোন্ বীর তাহাকে নিবারণ করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনকুমার যেরূপে দ্রোণ-সংরক্ষিত রথসৈন্য ভেদ করিবার মানসে সমর-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে অভিমন্যুর শরে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধভরে বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লঘুহস্ত মহাবীর অর্জ্জুনতনয় নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া এককালে তাঁহার মস্তক, হস্ত, পদ, চারি অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, ত্রিবেণু, তল্প[1], চক্র, যুগ, ঈষা, তূণীর, অনুকর্ষ, পতাকা ও অন্যান্য রথোপকরণ এবং দুই জন চক্রগোপ্তা[2] ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর শল্যানুজ এইরূপে অর্জ্জুনতনয়ের শরে নিহত হইয়া প্রবল-বায়ুবেগে-সংরুগ্ন মহাশৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ একান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তত্রস্থ সমস্ত লোক অর্জ্জুনতনয়ের সেই অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া উচ্চস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অভিমন্যু-আক্রমণকারী শল্যসৈন্য পরাজয়

এইরূপে শল্যের অনুজ নিহত হইলে তাঁহার বহু-সংখ্যক সৈন্য অর্জ্জুনতনয়কে স্ব স্ব কুল, অধিবাস[3] ও নাম শ্রবণ করাইয়া বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। উহারা কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা পাদচারে গমনপূর্ব্বক ঘোরতর বাণ-শব্দ, রথনেমি-নিস্বন, হুঙ্কার, সিংহনাদ, জ্যা-নিস্বন, তলধ্বনি ও গর্জ্জন করিয়া 'অদ্য জীবিতাবস্থায় আমাদের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না' বলিয়া অভিমন্যুকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর অভিমন্যু তাহাদের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন ও তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রহার করিল, তাহাকে অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বিচিত্র অস্ত্রলাঘব প্রদর্শন করিবার মানসে মৃদুতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিকট প্রাপ্ত অস্ত্র সমুদয় অবিকল তাঁহাদের উভয়ের ন্যায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমরকালে তাঁহার বাণসন্ধান ও বাণনিক্ষেপের কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হইল না। ঐ মহাবীরের চতুর্দ্দিকে বিস্ফুরিত চাপমণ্ডল শরৎকালীন সুদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। উহার জ্যা-নির্ঘোষ ও তলশব্দ বর্ষাকালীন

১। রথস্থ শয্যা—বসিবার গদি। ২। চক্ররক্ষক। ৩। বাসস্থান।

পয়োধর-বিনির্ম্মুক্ত অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইল।' শ্রীমান্, অমর্ষী, মানকৃৎ, প্রিয়দর্শন অভিমন্যু বীরগণের মানরক্ষার্থ বাণ ও অস্ত্র দ্বারা মৃদুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন ভগবান্ ভাস্কর বর্ষাকাল অতীত হইলে প্রখর হইয়া উঠেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় প্রথমে মৃদু হইয়া ক্রমে তীক্ষ্ণতা অবলম্বনপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, রুক্মপুঙ্খ, বিচিত্র শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং সহস্র সহস্র ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, অর্দ্ধচন্দ্র-সন্নিভ নারাচ, ভল্ল ও অঞ্জলিক দ্বারা দ্রোণের সমক্ষে রথসৈন্যকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কৌরবসৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনতনয়ের ভীষণ শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমরে বিমুখ হইতে লাগিল।"

—

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যু-দুঃশাসন যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় অনায়াসে আমার পুত্রের সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছে শুনিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ও সন্তোষে যুগপৎ আক্রান্ত হইতেছে। এক্ষণে অসুরগণের সহিত কার্ত্তিকেয়ের সংগ্রামের ন্যায় কৌরবগণের সহিত অভিমন্যুর সংগ্রাম সবিস্তর কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অভিমন্যু একাকী যে বহুসংখ্যক বীরগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রথারূঢ় মহাবীর অভিমন্যু উৎসাহ সহকারে সমরোৎসাহী অরাতিনিপাতন কৌরবপক্ষীয় রথিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমরাঙ্গনে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজ, বৃহদ্বল, দুর্য্যোধন, সৌমদত্তি, শকুনি, অন্যান্য বহুসংখ্যক নৃপতি ও নৃপতিতনয় এবং সৈন্যগণকে সত্বর শরবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার লঘুচারিত্ব[১] প্রযুক্ত তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অমিততেজাঃ অভিমন্যুর এইরূপ অসামান্য সমরদক্ষতা সন্দর্শন করিয়া একান্ত বিত্রাসিত ও প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

তখন প্রতাপশালী মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অভিমন্যুর অসাধারণ পরাক্রম-সন্দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল-লোচন হইয়া দুর্য্যোধনের মর্ম্ম বিঘট্টিত[১] করিয়াই যেন কৃপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'ভদ্র! ঐ দেখ, মহাবীর সুভদ্রাতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও অন্যান্য বান্ধব, সম্বন্ধী এবং মধ্যস্থগণকে সন্তোষিত করিয়া পাণ্ডবগণের অগ্রে গমন করিতেছে। আমার মতে উহার সমান সমরবিশারদ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সমুদয় কৌরবসৈন্য সংহার করিতে পারে, কিন্তু কি নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে না, বলিতে পারি না।'

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণ, বাহ্লীক, দুঃশাসন, শল্য ও অন্যান্য ভূপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, "হে ভূপগণ! দেখ, সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য দ্রোণ মোহবশতঃ অর্জ্জুন-তনয়কে নিধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি যে, আচার্য্য বধোদ্যত হইয়া সংগ্রাম করিলে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, উঁহার নিকট যমেরও নিস্তার নাই। কিন্তু অর্জ্জুন উঁহার শিষ্য; শিষ্য, পুত্র ও তাহাদের ধার্ম্মিক অপত্য নিতান্ত স্নেহের ভাজন হয় বলিয়াই আচার্য্য অভিমন্যুকে রক্ষা করিতেছেন। অর্জ্জুননন্দন দ্রোণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই আপনাকে বীর্য্যবান্ বোধ করিতেছে, অতএব সেই পৌরুষাভিমানী মূঢ়কে শীঘ্র সংহার কর।"

বীরগণ দুর্য্যোধনের বাক্য-শ্রবণে ক্রুদ্ধচিত্তে অভি-মন্যুকে নিধন করিবার বাসনায় সত্বর দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দুঃশাসন দর্পসহকারে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'মহা-রাজ! যেমন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করে, তদ্রূপ আজি আমি সমুদয় পাঞ্চাল ও পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষে অভিমন্যুকে সংহার করিব। তখন মহাভিমানী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আমার হস্তে অভিমন্যুর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে, পরে পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রগণও কৃষ্ণার্জ্জুনের মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে জড়ের ন্যায় অসমর্থ

১। অস্ত্র নিক্ষেপে ক্ষিপ্রকারিতা।

১। আলোড়িত।

হইয়া এক দিনে কৃতান্তের করালকবলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে কুরুরাজ! এইরূপে এক অভিমন্যু নিহত হইলে, তোমার সমুদয় শত্রু নিহত হইবে, অতএব আমার মঙ্গলচিন্তা কর; আমি তোমার শত্রুগণকে সংহার করিতেছি।'

হে রাজন! আপনার পুত্র দুঃশাসন এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যুও তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় অভিমন্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে সেই রথশিক্ষা-বিশারদ বীরদ্বয় রথ দ্বারা সব্য ও দক্ষিণে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্ব্বক সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে তুমুল পণব, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রকচ, মহানক[১], ঝর্ঝর ও ভেরীধ্বনি এবং সাগর-নিনাদসদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।"

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

দুঃশাসন-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! শরবিক্ষতগাত্র মহাবীর অভিমন্যু পবিত বচনে স্বীয় অমিত্র মহাবীর দুঃশাসনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে বৃথাক্রোধপরায়ণ, অধর্ম্মনিরত, বীরাভিমানী পুরুষ! অদ্য সৌভাগ্যক্রমে সংগ্রামে তোমাকে নয়নগোচর করিতেছি, তুমি যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভামধ্যে কটূক্তি দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কোপিত করিয়াছিলে এবং কপট-দ্যূত আশ্রয়পূর্ব্বক বলমদে মত্ত হইয়া মহাবীর ভীমসেনকে যে কুবাক্য বলিয়াছিলে, আজ তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। অরে দুর্ম্মতে! আজি অবিলম্বেই পরবিত্তাপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, অজ্ঞানতা, দ্রোহ, অত্যাহিত[২] এবং আমার গুরুগণের রাজ্য-হরণ প্রভৃতি অধর্ম্মের ফল লাভ করিবে। আমি সমরে সৈন্যগণসমক্ষে শরনিকর দ্বারা অতি সত্বর তোমাকে শাস্তি প্রদান করিয়া ক্রোধপরায়ণ দ্রুপদাত্মজ ও অমর্ষপরবশ মহাবীর বৃকোদরের নিকট আনৃণ্য লাভ করিব। যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর, তবে আমার নিকট কখনই তোমার জীবনরক্ষা হইবে না।'

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় এইরূপে তর্জ্জন করিয়া দুঃশাসন বিনাশের নিমিত্ত কাল[১], অগ্নি ও অনিলের ন্যায় তেজসম্পন্ন ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু-নিক্ষিপ্ত সায়ক দুঃশাসনের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া সর্পের বাল্মীক-প্রবেশের ন্যায় পুঙ্খের সহিত ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক পুনরায় দুঃশাসনকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু দুঃশাসন অভিমন্যুর শরে গাঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে শয়ান ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন সারথি তাঁহাকে অচেতন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর সংগ্রামস্থল হইতে অপসৃত করিলে সমুদয় পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ এবং বিরাট দুঃশাসনকে দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ সমর-পরিতুষ্ট হইয়া নানাবিধ বাদ্যবাদন করিয়া বিস্মিত-চিত্তে প্রধান শত্রু দুঃশাসনের পরাজয়কারী মহাবীর অভিমন্যুর বিক্রম দেখিতে লাগিল। ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি-লক্ষিত[২] ধ্বজ-বিভূষিত স্যন্দনে সমারূঢ় মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণ, মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কৈকয়, ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্য, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে দ্রোণ-সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিবার মানসে সত্বর ধাবমান হইলেন। তখন সমরে অপরাঙ্মুখ জয়াভিলাষী উভয়পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

কর্ণের সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ

এইরূপে অতি ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হইলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন, 'অঙ্গরাজ! ঐ দেখ, আদিত্যতুল্য প্রতাপশালী মহাবীর দুঃশাসন সমরে শত্রু-সৈন্যগণকে নিধন করিয়া পরিশেষে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণ মহাবল সিংহের ন্যায় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনতনয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে।'

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রের পরম হিতকারী মহাবীর কর্ণ ক্রোধান্বিত-চিত্তে সুতীক্ষ্ণ

১। বৃহৎ ঢাক। ২। অত্যন্ত অনিষ্টাচরণ।

১। অন্তক—যম। ২। অঙ্কিত।

সায়কসমুদয় দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুচরগণের উপর তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রোণসমীপে গমনাভিলাষী মহামতি অর্জ্জুনতনয় সত্বর ত্রিসপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় রথিশ্রেষ্ঠদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই মহাবীর পুরন্দর-পৌত্রকে দ্রোণ সমীপগমনে বিরত করিতে পারিলেন না। তখন সমুদয় ধনুর্দ্ধর অপেক্ষা অভিমানী জয়াভিলাষী পরশুরামের শিষ্য মহাবীর কর্ণ শত শত উত্তম অস্ত্রে অভিমন্যুকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবল-পরাক্রান্ত অমর-সদৃশ অর্জ্জুনতনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি শিলাশিত আনতপর্ব্ব বহুসংখ্যক ভল্ল দ্বারা শূরগণের শরাসন ছেদন করিয়া কর্ণের উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন এবং শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত আশীবিষসন্নিভ শরনিকরে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব-সমুদয় ও সারথিকে ছেদন করিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুর উপর সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে সেই সকল শর সহ্য করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণপূর্ব্বক সুদৃঢ় কার্ম্মুক সমুদ্যত করিয়া সত্বর অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অনুচরবর্গ কর্ণের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার, বাদিত্রবাদন ও অভিমন্যুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যুরণে কর্ণ-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! কর্ণের ভ্রাতা বারংবার গর্জ্জন ও শরাসনজ্যা বিকর্ষণপূর্ব্বক সত্বর অভিমন্যু ও কর্ণের রথের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দশ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক অভিমন্যুকে ও তাঁহার সারথিকে ছত্র, ধ্বজ ও অশ্বের সহিত বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু স্বীয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় অমানুষ কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শরে পীড়িত হইলেন দেখিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাবীর অভিমন্যু দর্পসহকারে এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের ভ্রাতার মস্তক-চ্ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুশর-নিহত ভ্রাতাকে বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে নিপতিত কর্ণিকারের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণকে সমরবিমুখ করিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সেই বিবিধ চতুরঙ্গ কৌরব-সৈন্যগণকে ক্রোধভরে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ অভিমন্যুর শর-নিকরে সমাহত ও ব্যথিত হইয়া মহাবেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন; সৈন্যগণ তদ্দর্শনে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বারিধারা ও শলভনিকর-সদৃশ মহাবীর অভিমন্যুর শরসমূহে গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল; কেবল মহাবীর সিন্ধুরাজ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শঙ্খবাদনপূর্ব্বক কৌরবসৈন্যমধ্যে নিপতিত হইয়া কক্ষদাহী দহনের ন্যায় বাণানলে শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে সংহার করিয়া ভূতল কবন্ধময় করিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবনরক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া স্বপক্ষগণকে সংহার করিতে লাগিল। অর্জ্জুনতনয়-নিক্ষিপ্ত বিষম বিপাঠ-সকল রথ, নাগ ও অশ্ব-সমুদয় নিধন করিয়া ধরাতলে পতিত হইল। আয়ুধ, অঙ্গুলিত্রাণ, গদা ও অঙ্গদ-সমবেত, হেমাভরণভূষিত, সহস্র সহস্র ছিন্ন বাহু এবং অসংখ্য সায়ক, শরাসন, খড়্গ, নরকলেবর ও মাল্যকুণ্ডলসনাথ নরমস্তক সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি দিব্যভূষণভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, চক্র, যুগ, শক্তি, চাপ, অসি, ধ্বজ, চর্ম্ম ও শর-সমুদয় এবং অসংখ্য মৃত ক্ষত্রিয়, মৃত গজ ও মৃত তুরঙ্গ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল ক্ষণকালমধ্যে অগম্য ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। বধ্যমান রাজপুত্র-সকল পরস্পর ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভয়াবহ ঘোরতর

শব্দ সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অসংখ্য শত্রুসৈন্য এবং রথ, অশ্ব ও গজসমুদয় সংহার করিয়া কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের কক্ষদহনের ন্যায় অরাতিগণকে সংহারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগমনসম্ভূত প্রভূত পার্থিব ধূলি সমুত্থিত হওয়ায় আমরা তৎকালে সেই অসংখ্য গজ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণনাশক মহাবীর অভিমন্যুকে নয়নগোচর করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মহাবীর অর্জ্জুনতনয় মধ্যাহ্নকালীন ভাস্করের ন্যায় অরাতিগণকে তাপিত করিয়া সৈন্যমধ্যে দৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

জয়দ্রথকর্ত্তৃক চক্রব্যূহ রক্ষা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পরম-সুখোচিত, বাহুবলদর্পিত, সমরকুশল, বালক অর্জ্জুনতনয় ত্রিহায়ণ[১] উৎকৃষ্ট অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিবার বাসনায় সমরসাগরে অবগাহন করিলে পাণ্ডব-সৈন্যগণের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাবীর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, মৎস্যদেশীয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কৈকয় ও ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি অভিমন্যুর আত্মীয়গণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুসরণক্রমে সমরে ধাবমান হইলেন। কৌরব-সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সমরে ধাবমান অবলোকন করিয়া রণে পরাঙ্মুখ হইল। তখন আপনার জামাতা উগ্রধন্বা মহাতেজস্বী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৌরব-সৈন্যগণকে স্থিত করিবার মানসে দিব্যাস্ত্র সমুদয় প্রয়োগপূর্ব্বক পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে নিবারণ করিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।"

জয়দ্রথের শিববরপ্রাপ্তি প্রসঙ্গ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবাহু জয়দ্রথ একাকী পুত্ররক্ষাভিলাষী, অতিক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিয়া সমরে অতিভার বহন করিয়াছেন; আমি জয়দ্রথের বল-বীর্য্য অদ্ভুত জ্ঞান করিতেছি; তুমি সবিস্তর তাঁহার সমর-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। মহাবীর সিন্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, একাকী রোষপরবশ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যৎকালে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাবীর ভীমসেন তাঁহাকে পরাজিত করেন; মহাবীর জয়দ্রথ সেই অভিমানে নিতান্ত দুঃখিতমনে প্রিয় ভোগ্যবস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত এবং ক্ষুৎ-পিপাসা ও আতপ-ক্লেশ সহ্য করিয়া নিতান্ত কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত-কলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান এবং বেদোচ্চারণপূর্ব্বক বরলাভার্থ দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথ জয়দ্রথের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় কহিতে লাগিলেন, 'হে জয়দ্রথ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন সিন্ধুরাজ প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে দেবদেব! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে একাকী রথারূঢ় হইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত পঞ্চ পাণ্ডবকে নিবারিত করিতে পারি।' প্রমথনাথ কহিলেন, 'হে সিন্ধুরাজ! আমি বর প্রদান করিতেছি, তুমি অর্জ্জুন ব্যতীত অপর চারি জন পাণ্ডবকে নিবারিত করিতে পারিবে।' জয়দ্রথ মহাদেবের বাক্য-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিয়া জাগরিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সিন্ধুরাজ মহাদেবের সেই বরপ্রভাবে ও দিব্যাস্ত্রবলে একাকী পাণ্ডব-সৈন্যগণকে নিবারিত করিলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি-শ্রবণে শত্রুপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ ভীত এবং কৌরব-সৈন্যগণ আহ্লাদিত হইলেন। কৌরব-পক্ষীয় বীরগণ জয়দ্রথের উপর সমরের সমুদয় ভার সমর্পিত দেখিয়া সাহসপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।"

১। তিন বৎসর বয়স্ক।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

জয়দ্রথসহ যুদ্ধে পাণ্ডব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনি আমাকে সিন্ধুরাজের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অতএব তিনি যেরূপে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, বায়ুবেগগামী, সারথির বশংবদ, প্রকাণ্ড, সিন্ধুদেশীয় অশ্ব-সমুদয়ে যোজিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রথের উপরিভাগে রজতময় বরাহকেতু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা ও ব্যজনাদি রাজচিহ্ন দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ তারাপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার লৌহময় বরূথ মুক্তা, হীরা, মণি ও স্বর্ণে বিভূষিত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলীসঙ্কুল আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর জয়দ্রথ মহাচাপ বিস্ফারণপূর্ব্বক অসংখ্য শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া অভিমন্যু-বিদারিত ব্যূহ পূরিত করিলেন এবং সাত্যকিকে তিন, ভীমকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ষষ্টি, বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে দশ, যুধিষ্ঠিরকে সপ্ততি, কৈকয়গণকে পঞ্চবিংশতি ও দ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে অসংখ্য শরনিকরে তাড়িত করিতে লাগিলেন। উহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রতাপশালী মহাবীর ধর্ম্মনন্দন হাসিতে হাসিতে নিশিত ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক জয়দ্রথের শরাসনচ্ছেদন করিলে সমরবিশারদ সিন্ধুরাজ নিমেষমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দশ ও অন্যান্য বীরগণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর জয়দ্রথের সমরলাঘব অবগত হইয়া সত্বর তিন ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ধনু, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত সিন্ধুপতি অবিলম্বে অন্য শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীমের কেতু, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে মহাবাহু বৃকোদর সেই হতাশ্ব রথ হইতে সত্বর অবতরণপূর্ব্বক সিংহ যেমন পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করে, তদ্রূপ সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ জয়দ্রথের সেই কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া উচ্চস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ একাকী ক্রোধপরবশ পাণ্ডবসমুদয়কে অস্ত্রপ্রভাবে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর অভিমন্যু যোদ্ধাদিগের সহিত কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য হস্তী সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহাবীর সিন্ধুরাজ স্বীয় প্রভাবে সেই পথ নিরোধ করিলেন। মৎস্য, পাঞ্চাল, কৈকয় ও পাণ্ডবগণ বহু যত্ন সহকারে জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে বিপক্ষপক্ষীয় যে যে বীর দ্রোণের সৈন্যগণকে ভেদ করিতে চেষ্টা করিল, মহাবাহু জয়দ্রথ বরপ্রভাবে তৎসমুদয়কেই নিবারণ করিলেন।"

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যুশরে বসাতীয় বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! জয়লাভার্থী পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কর্তৃক এইরূপে নিরুদ্ধ হওয়ায় উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজস্বী অভিমন্যু সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া মকর-বিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রাধান্যক্রমে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের দারুণ সম্মর্দ্দ হইতে লাগিল। কুরুবীরগণ নিরবচ্ছিন্ন শরনিকর বর্ষণ করিয়া রথ-সমূহ দ্বারা অভিমন্যুকে রুদ্ধ করিলে অভিমন্যু বৃষসেনের সারথিকে বিনাশ ও কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। বায়ুবেগগামী অশ্বগণ সহসা বৃষসেনকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে অভিমন্যুর সারথিও রথ লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। মহারথগণ হৃষ্টচিত্তে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর বসাতীয় রোষাবিষ্ট সিংহসদৃশ অভিমন্যুকে শরনিকরে শত্রু বিমর্দ্দনপূর্ব্বক নিকটে

আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি শরে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং কহিলেন, 'হে বীর! আমি জীবিত থাকিতে কদাচ তুমি জীবিতাবস্থায় আমার হস্তগ্রহ[১] হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না।' তখন সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু শরসমূহে সেই লৌহময়-বর্ম্মধারী বসাতীয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। বসাতীয়কে গতাসু দেখিয়া নানা প্রকার কার্ম্মুক বিস্ফারিত করিয়া কৌরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ অভিমন্যুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। এই যুদ্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শর, শরাসন, শরীর ও মাল্যদামমণ্ডিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক-সকল ছেদন করিলেন। খড়গ, অঙ্গুলিত্রাণ, পট্টিশ ও পরশুসম্পন্ন, সুবর্ণাভরণভূষিত, ছিন্ন হস্ত-সকল ইতস্ততঃ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মাল্যদাম, আভরণ, বস্ত্র, ধ্বজদণ্ড, বর্ম্ম, চর্ম্ম, হার, মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর[২], অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড, বিমথিত অক্ষ, ভগ্ন চক্র, ভগ্ন যুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্ন রথ ও হস্তী দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। রণস্থল মহাবল-পরাক্রান্ত, নানা জনপদের অধীশ্বর, জয়াভিলাষী, নিহত ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ ও অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যখন অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে দিগ্‌বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার রূপ আর কাহারও নয়নগোচর হইল না; কেবল কাঞ্চন-বর্ম্ম, আভরণ, কার্ম্মুক ও শরনিকর নেত্রগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অভিমন্যু যখন দিবাকরের ন্যায় সমরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক শরজালে যোদ্ধাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন, তখন কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না।"

—

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যু কর্ত্তৃক শল্যপুত্র রুক্মরথ বিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! যেমন প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে কৃতান্ত সমস্ত ভূতের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সুররাজসমবিক্রম অভিমন্যু বীরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং সৈন্য-সকল আলোড়িত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। পরে যেমন সমুদ্ধত শার্দ্দূল মৃগকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনি সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যশ্রবাকে গ্রহণ করিলেন; অনন্তর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথগণ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং 'আমিই সর্ব্বাগ্রে, আমিই সর্ব্বাগ্রে', এই বলিয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক অভিমন্যু-বিনাশ অভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন সাগরমধ্যে তিমি ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু ধাবমান ক্ষত্রিয়-সৈন্যগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন নদী-সকল সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সমরে অপরাঙ্মুখ সন্নিহিত সৈন্যগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। তখন কৌরব-সেনা মহাগ্রাহ-গৃহীতের[১] ন্যায়, বায়ুবেগে ক্ষুভিত ঘূর্ণায়মান সাগরস্থিত নৌকার ন্যায় নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত নির্ভীক মদ্রেশ্বরতনয় রুক্মরথ সন্ত্রস্ত সৈন্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, 'হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি জীবিত থাকিতে অভিমন্যু কি করিবে? আমি উহাকে জীবন্ত গ্রহণ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।' তিনি এই বলিয়া সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তিন বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল, তিন বাণে দক্ষিণ বাহু ও তিন বাণে বাম বাহু বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরাসন, বাহুযুগল এবং সুন্দর নয়ন ও সুন্দর ভ্রূযুশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ক্ষিতিতলে নিপাতিত করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ শল্যতনয় রুক্মরথের প্রিয়বয়স্য[২] সুবর্ণখচিত-ধ্বজশালী রাজকুমারগণ তাঁহাকে বিনষ্ট দেখিয়া তালপ্রমাণ কার্ম্মুক আকর্ষণ ও শর-বর্ষণপূর্ব্বক অভিমন্যুকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। শিক্ষাবলসম্পন্ন তরুণবয়স্ক, একান্ত অমর্ষণস্বভাব বীরগণ শরনিকরে অভিমন্যুকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অভিমন্যু শমনসদনে গমন করিয়াছেন বোধ করিলেন। রাজকুমারগণ

১। হাতের মুঠা। ২। সমরোপকরণ।

১। ভীষণ কুম্ভীর-কবলিতের। ২। সমবয়স্ক সুহৃৎ।

নানা লক্ষণ-লাঞ্ছিত সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে নিমেষমধ্যে অভিমন্যুকে দৃষ্টিপথের অতীত করিলেন। আমরা রথ, ধ্বজদণ্ড, তাঁহার সারথি ও তাঁহাকে শলভসমাচ্ছন্নের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন অভিমন্যু তোদনদণ্ডপীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় গাঢ়বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধর্ব্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মায়াজাল বিস্তার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক তুম্বুরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্ব হইতে ঐ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র বিপক্ষেরা বিমোহিত হইল। অভিমন্যু ক্ষিপ্রহস্তে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অলাতচক্রের ন্যায় কখন এক, কখন শত, কখন বা সহস্র প্রকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রথচালন ও অস্ত্রমায়া দ্বারা মহীপালগণকে বিমোহিত করিয়া তাঁহাদের কলেবর শতধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। জীবগণের জীবন নিশিত শরনিকরে নির্গত হইয়া পরলোক গমন করিল এবং দেহ পৃথিবীতে নিপতিত রহিল। অনন্তর অভিমন্যু নিশিত ভল্লে কতকগুলি রাজপুত্রের কার্ম্মুক, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদসমলঙ্কৃত বাহু ও মস্তকসকল ছেদন করিলেন। যেমন পঞ্চমবর্ষীয়, ফলসম্পন্ন, আম্রকানন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ এক শত রাজপুত্র অভিমন্যু-শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ আশীবিষসঙ্কাশ সুখোচিত রাজকুমারগণকে একমাত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল এবং তাঁহাকে রথী, কুঞ্জর, অশ্ব ও পদাতি-সকল বিমর্দ্দিত করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে সত্বর তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। উভয়ের অসম্পূর্ণ সংগ্রাম ক্ষণকালের নিমিত্ত তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন।"

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যুরণে দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি অনেক ব্যক্তির সহিত একের তুমুল সংগ্রাম ও জয়লাভ কীর্ত্তন করিতেছ। এক্ষণে তাহার বিক্রম বিশ্বাসের অযোগ্য ও নিতান্ত অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইতেছে; কিন্তু যাঁহাদিগের ধর্ম্মই আশ্রয়, তাঁহাদের এইরূপ বিক্রম অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে এক শত রাজপুত্র নিহত ও দুর্য্যোধন বিমুখ হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ অভিমন্যুর সহিত কিরূপ আচরণ করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণের মুখমণ্ডল শুষ্ক, নয়নযুগল চঞ্চল, গাত্র কণ্টকিত ও অনবরত স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা বিজয়লাভে নিতান্ত উৎসাহশূন্য হইয়া পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তী ও অশ্বদিগকে ত্বরান্বিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও সৌবল তাঁহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিমুখপ্রায় করিলে সুখভোগপ্রবৃদ্ধ, বালকতা ও দর্পবশতঃ নির্ভয়, মহাতেজাঃ লক্ষ্মণ একাকী অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল রাজা দুর্য্যোধন লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণ দুর্য্যোধনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যেমন বারিধর পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা অভিমন্যুর উপর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে অভিমন্যু সমীরণের অম্বুজ-মণ্ডনের[১] ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন মত্তমাতঙ্গ অন্য মত্তমাতঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু পিতৃসমীপবর্ত্তী উদ্যতকার্ম্মুক, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, কুবেরপুত্রসদৃশ প্রিয়দর্শন, মহাবীর লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মণ নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর বক্ষঃস্থল ও বাহুদ্বয়ে প্রহার করিলে অভিমন্যু দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, 'হে লক্ষ্মণ! তোমাকে পরলোকগমন করিতে হইবে; এই সময় সুন্দররূপে ইহলোক সন্দর্শন কর; আমি তোমার বান্ধবগণ-সমক্ষেই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।' এই বলিয়া তিনি নির্ম্মোকমুক্ত উরগসদৃশ এক ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের নাসাবংশ[২] সুশোভিত, ভ্রূযুগলোপেত, কেশকলাপ ও কুণ্ডলসমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিল।

১। মেঘমণ্ডলের। ২। নাসিকার দীর্ঘাকার অগ্রভাগ।

ক্রাথপুত্র বধ—কৌরব পলায়ন

সকলে লক্ষ্মণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; রাজা দুর্য্যোধন উচ্চস্বরে ক্ষত্রিয়গণকে কহিতে লাগিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা অভিমন্যুকে সংহার কর।' অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় জন রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করিলেন। অভিমন্যু নিশিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও পরাঙ্মুখ করিয়া মহাবেগে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলেন। কলিঙ্গ ও নিষধগণ এবং মহাবল-পরাক্রান্ত ক্রাথপুত্র গজসৈন্য দ্বারা তাঁহার পথরোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অভিমন্যু দুর্দ্ধর্ষ করিবল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, সমীরণ নভোমণ্ডলে জলদজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে। পরে ক্রাথপুত্র শরনিকরে অভিমন্যুকে নিবারণ করিলে দ্রোণ প্রভৃতি রথিসকল পুনরায় আগমন করিয়া দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। অভিমন্যু শরজালে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রাথপুত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শরে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে কুল, শীল, শ্রুত, বীর্য্য, কীর্ত্তি, ও অস্ত্রবলসম্পন্ন ক্রাথপুত্রকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বীরগণ সমরে পরাঙ্মুখপ্রায় হইলেন।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

বীরবর বৃন্দারক বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কুলানুরূপ কার্য্যকারী, ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট, তরুণ, অপলায়ী অভিমন্যু ত্রিহায়ণ, বলবান্, কুলীন অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যেন নভোমণ্ডলে সন্তরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে নিবারিত করিয়াছিল।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার পক্ষীয় ক্ষিতিপালগণকে নিশিত শরনিকরে পরাঙ্মুখ করিলে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করিলেন। সৈন্যগণ জয়দ্রথের প্রতি গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। অন্যান্য বীরগণ তালপ্রমাণ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অভিমন্যুর উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু সেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বীরগণকে শরনিকরে স্তম্ভিত করিয়া পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, বিংশতি শরে বৃহদ্বলকে, অশীতি শরে কৃতবর্ম্মাকে, ষষ্টি শরে কৃপকে এবং আকর্ণাকৃষ্ট রুক্মপুঙ্খ মহাবেগগামী দশ শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর বিপক্ষগণমধ্যে পীত, নিশিত, কর্ণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন; পরে কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণি-সারথিদ্বয় ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দশ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

অশ্বত্থামার সহিত অভিমন্যুযুদ্ধ—বৃহদ্বল বধ

অনন্তর তিনি আপনার পুত্র ও বীরগণের সমক্ষে কৌরবকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বৃন্দারক নামে মহাবীরকে বধ করিলেন। অভিমন্যু নির্ভীকের ন্যায় প্রধান প্রধান কৌরববীরকে নিপীড়িত করিতেছেন দেখিয়া অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে তিনিও ধার্ত্তরাষ্ট্র-সমক্ষে অবিলম্বে শাণিত শরনিকরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থমা সুতীক্ষ্ণ ষষ্টি শরে মৈনাক-পর্ব্বতোপম অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে স্বর্ণপুঙ্খ দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিলেন। পুত্রবৎসল দ্রোণাচার্য্য এক শত শর, পিতৃরক্ষার্থী অশ্বত্থামা ষষ্টি শর কর্ণ দ্বাবিংশতি ভল্ল, কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ ভল্ল, বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ ভল্ল এবং শারদ্বত দশ ভল্ল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দশ দশ শরে প্রহার করিলেন। কোশলরাজ কর্ণি-অস্ত্রে তাঁহার হৃদয়দেশে আঘাত করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, কার্ম্মুক, সারথি ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কোশলরাজ বিরথ হইয়া খড়্গ-চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক অভিমন্যুর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিবার অভিলাষ করিলেন। অভিমন্যু শর দ্বারা কোশলাধিপতি বৃহদ্বলের হৃদয় বিদ্ধ করিবামাত্র তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন অশুভবাক্যপ্রয়োক্তা খড়্গকার্ম্মুকধারী দশ সহস্র ভূপাল রণে ভগ্ন হইতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যু বৃহদ্বলকে নিহত ও শরনিকরে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া রণস্থলে সঞ্চলন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অশ্বকেতুপ্রমুখ মাগধগণের বধসাধন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণের কর্ণদেশে সুশাণিত কর্ণিক নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার গাত্রে পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু কর্ণ অভিমন্যুর শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রানন্দন কর্ণের শরে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন এবং ক্রোধভরে কর্ণের উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুর বিষম শরনিকরে কর্ণের ক্ষত-বিক্ষত গাত্র হইতে রুধির ধারা বিনির্গত হওয়াতে তাঁহারও অপূর্ব্ব শোভা হইল। ঐ দুই মহাবীরই পরস্পরের শরে বিদ্ধ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর অভিমন্যু কর্ণের ছয় জন মহাবল পরাক্রান্ত সচিবের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ছেদন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ছয় বাণে মাগধের পুত্রকে সংহার করিয়া যুবা অশ্বকেতুকে অশ্বগণ ও সারথির সহিত শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা কুঞ্জরকেতু মার্ত্তিকাবতদেশীয় ভোজকে সংহার করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু দুঃশাসনতনয় চারি বাণে অভিমন্যুর চারি অশ্ব ও এক বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসনতনয়ের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া রোষারক্তনয়নে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'হে দুঃশাসনতনয়! তোমার পিতা নিতান্ত কাপুরুষ; তিনি সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন। তুমি এই যুদ্ধে আমার হস্তে কদাপি পরিত্রাণ পাইবে না।'

অভিমন্যু কর্ত্তৃক চন্দ্রকেতুপ্রমুখ বীরগণ বধ

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসন-পুত্রকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মকার-পরিমার্জ্জিত নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহাবাহু অশ্বত্থামা সত্বর তিন তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক অভিমন্যু-নিক্ষিপ্ত নারাচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অশ্বত্থামাকে প্রহার না করিয়া শল্যের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ সত্বর অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে গৃধ্রপক্ষযুক্ত নয় বাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সমর-বিশারদ অর্জ্জুননন্দন সত্বর শল্যের শরাসন ছেদন এবং উভয় পাষ্ণি-সারথিকে সংহার করিয়া তাঁহাকে ছয় অয়োময় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রথে আরূঢ় হইলেন। সমরনিপুণ অর্জ্জুনতনয় শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা ও সূর্য্যভাস এই পাঁচ বীরকে সংহার করিয়া শকুনিকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবলনন্দন অভিমন্যুকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে সকলে একত্র হইয়াই অর্জ্জুনতনয়কে সংহার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ অভিমন্যু এক এক করিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে; অতএব দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতির সহিত উহার বধোপায় চিন্তা কর।'

অভিমন্যু-বধমন্ত্রণা

অনন্তর মহাপ্রতাপশালী কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! অবিলম্বে অভিমন্যুর বধোপায় বলুন, নচেৎ অর্জ্জুনতনয় আমাদের সকলকেই সংহার করিবে।' মহারথ দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য-শ্রবণানন্তর সমুদয় কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা কি এ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনতনয়ের অণুমাত্র অবকাশ দেখিয়াছ? অর্জ্জুন-তনয়ের লঘুচারিত্ব অবলোকন কর; অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু চারিদিক্ ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি উহার কিছু মাত্র অবকাশ লক্ষিত হইতেছে না। ঐ মহাবীর এত শীঘ্র শর সন্ধান ও পরিত্যাগ করিতেছে যে, রথোপরি কেবল উহার চাপমণ্ডল লক্ষিত হইতেছে। অরাতিনিপাতন মহাবীর সুভদ্রাতনয় শরজালে আমাকে একান্ত ব্যথিত ও মোহিত করিয়াও সন্তুষ্ট করিতেছে। কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ ক্রোধপরবশ হইয়াও উহার যে অণুমাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহাতে আমার আনন্দের আর

পরিসীমা রহিল না। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ক্ষিপ্রহস্তে শর দ্বারা দিক্ সমাবৃত করাতে গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন হইতে উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত না।'

তখন মহাবাহু কর্ণ অর্জ্জুনতনয়ের শরে আহত হইয়া পুনরায় দ্রোণকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! বীর-গণের সমর পরিত্যাগ করা উচিত নয় বলিয়া আমি অভিমন্যুর শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও এ স্থানে অবস্থান করিতেছি। ঐ মহাতেজাঃ অর্জ্জুনকুমারের পাবকসদৃশ পরম দারুণ শরনিকরে আমার হৃদয় বিদলিত হইতেছে।'

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'হে রাধেয়! মহাবীর! অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। আমি উহার পিতাকে কবচ-ধারণে সুশিক্ষিত করিয়াছি; ঐ বীরও তাহার নিকট তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাতিশয় যত্ন সহকারে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া উহার ধনু, জ্যা, অশ্ব, সারথি ও পার্ষ্ণিসারথিকে অনায়াসে ছেদন করা যাইতে পারে; অতএব যদি সমর্থ হও, তবে উহার শরাসন প্রভৃতি ছেদন করিয়া উহাকে সমরবিমুখ কর; পশ্চাৎ সংগ্রাম করিও। যতক্ষণ উহার করে শরাসন থাকিবে, ততক্ষণ উহাকে পরাজিত করা সমুদয় দেব ও অসুরগণেরও সাধ্য নহে। অতএব যদি উহাকে পরাজিত করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে উহাকে বিরথ ও শরাসনশূন্য কর।'

ছয় মহারথী কর্ত্তৃক অভিমন্যু আক্রমণ

মহাবীর কর্ণ দ্রোণের বাক্য-শ্রবণানন্তর সত্বর শর নিক্ষেপপূর্ব্বক অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ভোজ তাঁহার অশ্ব-সমুদয় ও কৃপ তাঁহার পার্ষ্ণি-সারথিদ্বয়কে সংহার করিলেন। অন্যান্য বীরগণ তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই সকল করুণরসশূন্য ছয় মহারথ সত্বর এককালে একাকী বালক অভিমন্যুকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ছিন্নশরাসন রথবিহীন অর্জ্জুনতনয় স্বীয় বীরধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া খড়্গ-চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া মহাবেগে কৌশিকাদি[১] গতি দ্বারা গরুড়ের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রন্ধ্রদর্শনতৎপর মহা-ধনুর্দ্ধরগণ 'এই অভিমন্যু অসিহস্তে আমার উপর নিপতিত হইবে' মনে করিয়া, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; অরাতিনিপাতন মহাবীর দ্রোণ সত্বর তাঁহার খড়্গের মণিময় মুষ্টিদেশে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক ছেদন করিলেন এবং কর্ণ শাণিত শরনিকরে তাঁহার চর্ম্ম ছেদন করিলেন। এইরূপে অসি, চর্ম্ম ও বাণসমুদয় ছিন্ন হইলে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় চক্র গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররেণু[১]-সমুজ্জ্বলকলেবর মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণপূর্ব্বক সমরে বাসুদেবের অনুকরণ করিয়া সাতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিলেন। তৎকালে অমিততেজাঃ, সিংহনাদকারী, বীরগণ-মধ্যস্থিত, মহাবীর অভিমন্যুর দেহ হইতে শোণিত বিনির্গত হইয়া বস্ত্র রক্তবর্ণ ও ভ্রূকুটি দ্বারা ললাট-ফলক কুটিল হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা হইল।"

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কালিকেয়প্রমুখ সৌবলগণ বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সুভদ্রা-অনন্দবর্দ্ধন মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ করিয়া সমরে দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তাঁহার কেশকলাপ বায়ুবেগে উদ্ধূত হইতে লাগিল এবং আয়ুধপ্রধান চক্র উদ্যত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল, তখন তিনি দুঃসমীক্ষ্য[২] হইয়া উঠিলেন। ভূপতিগণ তাঁহার সেই অলৌকিক রূপ সন্দর্শন করিয়া, সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সত্বর গদা গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলে, মহাবাহু দ্রোণনন্দন প্রজ্বলিত অশনির ন্যায় সেই অভিমন্যুর গদা অবলোকন করিয়া রথোপস্থ হইতে তিন লম্ফে পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় গদা দ্বারা তাঁহার অশ্বসমুদয় এবং পার্ষ্ণি-সারথিদ্বয়কে সংহার করিয়া বীরগণের শরনিকরে বিদ্ধগাত্র হইয়া শল্লকীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিলেন; পরে সুবলনন্দন কালিকেয়কে নিহত করিয়া তাঁহার অনুচর সপ্তসপ্ততি গান্ধারকে

১। পেচকাদি পক্ষীর।

১। চক্র ঘূর্ণনে নির্গত অণুতুল্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ২। দুর্নিরীক্ষ্য।

নিহত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মবসাতীয় দশ রথী এবং কৈকয়দিগের সাত রথী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট করিয়া গদা দ্বারা দুঃশাসনতনয়ের রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দুঃশাসনতনয় ক্রোধভরে ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বকালে মহাদেব ও অন্ধক যেমন পরস্পরের উপর গদাঘাত করিয়াছিল, তদ্রূপ মহাবীর অভিমন্যু ও দুঃশাসনতনয় পরস্পর সংহার করিবার বাসনায় গদাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় গদাযুদ্ধ করিয়া পরস্পর গদাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া নিপতিত ইন্দ্রধ্বজদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন।

অভিমন্যু-সংহার

তখন কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর দুঃশাসনতনয় সত্বর অগ্রে সমুত্থিত হইয়া উত্তিষ্ঠমান মহাবাহু অর্জ্জুনতনয়ের মস্তকে গদাঘাত করিলেন। অরাতি-কুলনিপাতন মহাবীর অভিমন্যু দুঃশাসননন্দনের দারুণ গদাঘাত ও সমরপরিশ্রমে মোহিত এবং অচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় একাকী অরাতিপক্ষীয় সমুদয় সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিয়া, পরিশেষে বহুসংখ্যক শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, পদ্মবনপ্রমাথী ব্যাধগণের হস্তে নিহত বন-গজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন আপনার পক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথগণ সমরাঙ্গনে নিপতিত মহাবীর অর্জ্জুনতনয়কে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং দাবদহনানন্তর নিদাঘ-কালীন প্রশান্ত[১] পাবকের ন্যায়, অস্তগত আদিত্যের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, শুষ্কসাগরের ন্যায়, তরুশৃঙ্গমর্দ্দনানন্তর নিবৃত্ত সমীরণের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্র-নিভানন, কাকপক্ষে[২] আবৃতনেত্র সেই অভিমন্যুকে ভূতলে পতিত দেখিয়া পরমাহ্লাদসহকারে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বীর-গণের নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় গগনচর ভূতগণ অভিমন্যুকে আকাশচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল যে, 'মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় ছয় জন মহারথ এই বালককে সংহার করিয়াছেন, ইহা আমাদের মতে নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়াছে।' মহাবীর অভিমন্যু নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত এবং রুধিরসংপ্লুত রুক্মপুঙ্খ শরনিকর, বীরগণের কুণ্ডল-শোভিত মস্তক, বিচিত্র উষ্ণীষ, পতাকা, চামর, চিত্রকম্বল, উত্তম আয়ুধ, রথ, অশ্ব ও গজগণের অলঙ্কার, নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ নিশিত খড়্গ, শরাসন, ছিন্ন শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন ও অন্যান্য আয়ুধ-সমুদয় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ভূমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রবিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনতনয়ের শরে ভূতলে নিপতিত, শোণিতদিগ্ধাঙ্গ[১], আরোহিসমবেত নির্জ্জীব ও শ্বাসাব-শিষ্ট অশ্ব-সমুদয়ে রণস্থল বন্ধুর[২] হইয়া উঠিল। মহামাত্র, অঙ্কুশ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও কেতুসমবেত শরনিহত পর্ব্বতাকার গজ-সকল, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধসমবেত, প্রক্ষুভিত হ্রদ সদৃশ রথসমুদয় এবং বিবিধায়ুধধারী পদাতি-সমুদয়ে রণস্থল ভীরুজন-ভয়াবহ ঘোররূপ ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে অপ্রাপ্তবয়স্ক মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় সমরভূতলে নিপতিত হইলে কৌরব-পক্ষীয় বীরগণের আনন্দ ও পাণ্ডবপক্ষদিগের বিষাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডব-সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনতনয়ের নিধন-নিবন্ধন বীরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ! সমরবিশারদ মহাবাহু অভিমন্যু সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া শত্রু-হস্তে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছে; তোমরা স্থির হও; ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; আমরা অবিলম্বে শত্রুগণকে পরাজিত করিব। কৃষ্ণার্জ্জুনসমপ্রভাব মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় সমরে আশীবিষ সদৃশ রাজপুত্রগণ, দশ সহস্র সৈন্য, মহারথ কৌশল, বৃহদ্বল এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও নরগণকে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় নাই। ঐ মহাবীর অগ্রে ঐ সমুদয় শত্রুপক্ষদিগকে নিধন করিয়া পশ্চাৎ শত্রুহস্তে সমরে প্রাণ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক নিশ্চয়ই ইন্দ্রভবনে বা অন্য কোন

১। জলাশয় পর্য্যন্ত সমাগত। ২। নেত্রস্পর্শী কেশরচনায়।

১। রক্তমাখা দেহ। ২। বন্ধুর—দুর্গম।

পুণ্যনির্জ্জিত পবিত্র সনাতন স্থানে গমন করিয়াছে। সেই পুণ্যাত্মার নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নয়।' মহাতেজাঃ মহারাজ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সেই সমুদয় দুঃখিত সৈন্যগণের দুঃখ-মোচন করিতে লাগিলেন।"

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উভয়পক্ষের সমরবিশ্রাম

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! আমরা এইরূপে শত্রুপক্ষীয় বীরশ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়া, তাঁহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধিরোক্ষিত[1]-কলেবরে সায়ংকালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ভগবান্ মরীচিমালী রক্তোৎপল তুল্য কলেবর ধারণপূর্ব্বক অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। দিবস ও রজনী-সন্ধি[2] সমুপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে অশিব শিবা-নিনাদ হইতে লাগিল। ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর উৎকৃষ্ট অসি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, চর্ম্ম ও অলঙ্কার-সমুদয়ের প্রভা হরণপূর্ব্বক আকাশ ও ভূমণ্ডল যেন একাকার করিয়াই স্বীয় প্রিয় কলেবর পাবক[3]মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় আমরা উভয় পক্ষই সমর-ব্যায়ামে বিমোহিতপ্রায় হইয়া সংগ্রামস্থল অবলোকনপূর্ব্বক মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলাম; দেখিলাম, রণভূমি বজ্রাহত, অভ্রংলিহাগ্র[4] অচলশৃঙ্গ সদৃশ, পতাকা, অঙ্কুশ, বর্ম্ম ও সাদি-সমবেত, নিপতিত মাতঙ্গনিকরে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং রথী, যন্ত্রী, বিভূষণ, অশ্ব, সারথি, পতাকা ও কেতুবিহীন, চূর্ণিত, প্রকাণ্ড রথসমূহে শোভা পাইতেছে; বোধ হইল যেন, শত্রুগণ শরনিকরে সেই সকল রথের প্রাণনাশ করিয়াছে। বীরগণের শরনিকরে সাদি-সমভিব্যাহারে নিহত, মহার্হ-ভূষণ বিভূষিত বিবিধ রথাশ্ব-সমুদয় বিস্ফারিতলোচন, বিনির্গতান্ত্র[5] ও বহিষ্কৃত-জিহ্বাদশন হইয়া ধরাতলে নিপতিত থাকাতে রণভূমি ঘোররূপ ধারণ করিয়াছে। মহামূল্য চর্ম্ম, আভরণ, বসন, অস্ত্র ও শস্ত্রে বিভূষিত, মহার্ঘ্য শয়নোচিত মহাবীরগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচর-বর্গের সহিত অনাথের ন্যায় ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। বিকটাকার শৃগাল, কুক্কুর, কাক, বক, সুপর্ণ, বৃক, তরক্ষু রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষস ও পিশাচগণ হৃষ্টচিত্তে রণনিহত প্রাণিগণের চর্ম্মভেদ করিয়া রুধির, বসা মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। রাক্ষসগণ শবসমুদয় আকর্ষণ করিয়া হাস্য করিতেছে।

হে মহারাজ! সমর-ক্ষেত্রে বীরগণ কর্ত্তৃক দুস্তর বৈতরণীর ন্যায় অতি ভীষণ শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল। রথ-সকল উহার উড়ুপস্বরূপ, হস্তিগণ পর্ব্বতস্বরূপ, মনুষ্যগণের মস্তকসমুদয় উৎপলস্বরূপ, মাংস কর্দ্দমস্বরূপ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র মালাস্বরূপ শোভা পাইল। উহাতে অসংখ্য প্রাণিগণের শরীর ভাসিতে লাগিল। বিকটদর্শন ভয়াবহ পিশাচ, শৃগাল, কুক্কুর ও পিশিতাশন পক্ষিগণ পরমানন্দে ঐ নদীতে পানভোজনপূর্ব্বক ভীষণ-স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ সায়ংকালে বিধ্বস্তভূষণ, শত্রুসদৃশ, রণনিহত, মহাবীর অভিমন্যুকে হব্যবিহীন যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া যমরাজ্যবর্দ্ধন, নৃত্যপরায়ণ কবন্ধকুলসঙ্কুল, ভীমদর্শন সমরভূমি ক্রমে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।"

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যুবধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে রথ-যূথপতি মহাবীর অভিমন্যু সমরে নিপতিত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদয় রথ, কবচ ও শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে অভিমন্যুকে চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতৃপুত্র-নিধনে একান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'হায়! মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রিয়চিকীর্ষায় ব্যূহ ভেদ-পূর্ব্বক সিংহ যেমন গোগণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার প্রভাবে মহাধনুর্দ্ধর, সমরদুর্ম্মদ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ, বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণ রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে, যে মহাবীর আমাদের প্রধান শত্রু দুঃশাসনকে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বিসংজ্ঞ ও বিমুখ করিয়াছে এবং অনায়াসে দ্রোণসৈন্যরূপ মহাসাগর পার

১। রক্তমাখা। ২। প্রদোষ—সন্ধ্যাকাল। ৩। সূর্য্যের উৎপত্তি স্থান অগ্নি। ৪। গগনচুম্বী—আকাশস্পর্শী। ৫। বহির্গত নাড়ী।

হইয়াছে, সেই সমরবিশারদ অভিমন্যু দুঃশাসন-তনয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া শমনসদনে গমন করিল। আজি কিরূপে পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় ও পুত্রের অদর্শনে একান্ত কাতরা সুভদ্রাকে অবলোকন করিব? কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এ স্থানে আগমন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? আমিই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয়লাভ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার মানসে এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি। লুব্ধ ব্যক্তি কদাপি দোষ জানিতে পারে না; লোভ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। আমি রাজ্যলোলুপ হইয়া এই মহৎ অনিষ্টপাত অবলোকন করিতে সমর্থ হই নাই। যে সুকুমার কুমারকে ভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণ প্রদান করা উচিত, আমরা তাহার উপরই সংগ্রামের প্রধান ভার সমর্পণ করিয়াছিলাম। সৎস্বভাবসম্পন্ন অশ্ব যেমন বিষম সঙ্কটে পতিত হইলে তাহার মঙ্গল হয় না, তদ্রূপ সমরানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুর এই বিষম সঙ্কটে কিরূপে মঙ্গল হইবে?

যাহা হউক, অদ্য আমরা ক্রোধপ্রদীপ্ত অর্জ্জুনের দীন নয়নানলে দগ্ধ হইয়া অভিমন্যুর সহিত ভূতলে শয়ন করিব। যে অর্জ্জুন নিতান্ত অলুব্ধ, মতিমান্, লজ্জাশীল, ক্ষমাশীল, রূপবান্, মানপ্রদ, সত্যপরায়ণ, ধীরপ্রকৃতি ও মহাবল-পরাক্রান্ত, পণ্ডিতগণ যাঁহার উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রশংসা করেন, যে মহাবীর হিরণ্য-পুরবাসী ইন্দ্রশত্রু নিবাতকবচ ও কালকেয়গণকে নিহত করিয়াছেন, যিনি চক্ষুর নিমিষমাত্রে পুলোম-নন্দনকে সগণে নিধন করিয়াছেন এবং যিনি শরণাগত শত্রুগণকেও অভয় প্রদান করেন, আজ আমরা সেই অর্জ্জুনের পুত্রকে নিদারুণ কৌরবসৈন্যের ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রবধে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই কৌরবগণকে সংহার করিবেন এবং ক্ষুদ্রাশয় স্বপক্ষ-ক্ষয়কারী দুরাত্মা দুর্য্যোধনও আত্মীয়গণের নিধন দর্শনে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন অর্জ্জুনতনয়কে সংগ্রামস্থলে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া আজ আমাদের জয়লাভ, রাজ্যলাভ বা সুরলোকপ্রাপ্তি কিছুই প্রীতিজনক বলিয়া বোধ হইতেছে না'।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরসমীপে ব্যাসের আগমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিলপমান[১] ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক ভ্রাতৃপুত্রবধ-জনিত শোকাকুলিত-চিত্তে কহিলেন, 'ভগবন্! স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন বালক অভিমন্যু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল; ইত্যবসরে বহুসংখ্যক অধার্ম্মিক মহারথ তাহাকে বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিয়াছে। আমি অভিমন্যুকে কহিয়াছিলাম,—তুমি আমাদিগের সমরপ্রবেশের দ্বার প্রস্তুত কর। অভিমন্যু আমার বাক্যে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম; কিন্তু জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ করিল। যুদ্ধজীবী পুরুষেরা তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু বিপক্ষেরা যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছে, উহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তন্নিমিত্ত সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকবাষ্পে নিতান্ত সমাকুল হইতেছি। এই বিষয় বারংবার চিন্তা করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।'

ভগবান্ ব্যাস শোকবেগসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ! তোমার সদৃশ মহাত্মারা বিপদে কদাচ বিমোহিত হয়েন না। অভিমন্যু বালকের অসদৃশ[২] কার্য্যানুষ্ঠান ও বহুসংখ্যক শত্রু হনন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকেও হরণ করিয়া থাকে; মৃত্যুকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।'

ব্যাস কর্ত্তৃক মৃত্যুৎপত্তি-কথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! এই সমুদয় মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপতিগণ নিহত হইয়া ধরাতলে সৈন্যমধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অযুতনাগতুল্য পরাক্রমশালী এবং কেহ কেহ বায়ুবেগতুল্য বলবান্। ইঁহারা পরস্পর সংগ্রাম করিয়াই নিহত হইয়াছেন। সংগ্রামস্থলে ইঁহাদিগকে

১। বিলাপকারী। ২। অসাধ্য—যাহা বালক সাধ্য-নহে।

সংহার করিতে অন্য কাহারও সাধ্য নাই। পরস্পরকে পরাজয় করিবার বাসনাই ইঁহাদের হৃদয়ে সতত জাগরূক ছিল। এক্ষণে ইঁহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই সমুদয় ভীমবিক্রম ভূপতিগণ নিহত হওয়াতে অদ্য 'মৃত্যু' এই শব্দের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। ইঁহারা এক্ষণে নিশ্চেষ্ট, নিরভিমান ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়াছেন। হে মহর্ষে! এই নিহত ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া আমার এই সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে যে, মৃত্যু কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা প্রজাগণকে সংহার করে? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহভঞ্জন করুন।'

অনন্তর ভগবান্ ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বকালে মহর্ষি নারদ এ বিষয়ে রাজা অকম্পনের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করুন। আমি জানি, রাজা অকম্পনও দুর্বিষহ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমি মৃত্যুর উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি স্নেহবন্ধনজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। হে বৎস! এই পুরাবৃত্ত বেদাধ্যয়নের ন্যায় ফলপ্রদ, পবিত্র, অরিবিনাশক, মঙ্গলেরও মঙ্গল, ধন্য, আয়ুষ্কর, শোকনাশক ও পুষ্টিবর্দ্ধক; আপনি ইহা শ্রবণ করুন। আয়ুষ্মান্ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদ্‌লাভার্থী দ্বিজগণ এই উপাখ্যান প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালে শ্রবণ করিবেন।

অকম্পন নৃপতির পুত্রশোককথা

পূর্ব্বকালে সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রণস্থলে শত্রুগণের বশবর্ত্তী হইলেন এবং নারায়ণতুল্য বলবান্, শ্রীমান্ শিক্ষিতাস্ত্র, মেধাবী, দেবরাজসদৃশ হরিনামে তাঁহার এক পুত্রও রণস্থলে শত্রুগণে পরিবৃত হইয়া হস্তী ও বহুসংখ্যক যোদ্ধা-দিগের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ এবং অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া সৈন্যমধ্যে নিহত হইলেন। রাজা অকম্পন পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে দিবা-রাত্র শোকে একান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখ-লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার পুত্রবিনাশজনিত শোক অবগত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন। রাজা অকম্পন দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনাপূর্ব্বক শত্রুগণের জয়লাভ ও আপনার পুত্রের বিনাশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! শত্রুগণ পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক আমার মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে এই মৃত্যু কে এবং ইহার বল-বীর্য্য ও পৌরুষই বা কিরূপ? আমি ইহার যাথার্থ্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

অকম্পন-নারদ-সংবাদ

বরদ নারদ তাঁহার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকবিনাশন এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি প্রথমে প্রজা-সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর এই বিশ্ব বিনষ্ট হইতেছে না দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু সৃষ্টিসংহারবিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহার রোষপ্রভাবে আকাশ হইতে এক অগ্নি সমুত্থিত হইল। উহা সংসারস্থ দেশ সমস্ত ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রোধভরে সকলকে বিত্রাসিত করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা জ্বালাসমাকুল চরাচর সমস্ত জগৎ ও নভোমণ্ডল ভস্মসাৎ করিলেন; স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসকল বিনষ্ট হইল।

অনন্তর জটাজূটমণ্ডিত ভূতপতি ভগবান্ ভবানী-পতি পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা লোকের হিতকামনায় সমাগত ভূতপতিকে দেখিয়া তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, 'হে বৎস! তুমি আমার ইচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে বল, তোমার কিরূপ মনোরথ সফল করিতে হইবে; আমি তোমার প্রিয়কার্য্য-সকল অনুষ্ঠান করিব।'

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সৃষ্টিসংহারবিষয়ে রুদ্র ব্রহ্মার কথোপকথন

রুদ্র কহিলেন, 'হে প্রভো! প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে তুমিই যত্ন করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূত-সমুদয় সৃষ্টি করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ। এক্ষণে

সেই সকল প্রজা তোমার রোষানলে দগ্ধ হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে, অতএব তুমি প্রসন্ন হও।'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে রুদ্র! সৃষ্টিসংহারবিষয়ে আমার অভিলাষ ছিল না; কিন্তু পৃথিবীর হিতকামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল। এই দেবী বসুন্ধরা দুর্ভর ভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূতসংহারার্থ আমাকে অনুরোধ করেন; কিন্তু আমি এই অনন্ত জগতের সংহারকারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলাম না, এই নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল।'

রুদ্র কহিলেন, 'হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হও, বিশ্বসংহারের নিমিত্ত সমুৎপন্ন ক্রোধ পরিত্যাগ কর; স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসকল বিনাশ করিও না। তোমার প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ জগৎ বিদ্যমান থাকুক। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, উহা নদী, প্রস্তর, বৃক্ষ, পল্বল, তৃণ ও উপল প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ভস্মসাৎ করিতেছে। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের উপশম হয়, ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে দেব! সৃষ্ট পদার্থসকল বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি তেজ সংহার কর; উহা তোমাতেই বিলীন হউক, হিতাভিলাষপরতন্ত্র হইয়া প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই সমস্ত প্রাণী যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, উৎপন্ন প্রজাসকল যেন নির্ম্মূল না হয়। তুমি আমাকে লোকমধ্যে অধিদেব-পদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে ত্রিলোকীনাথ! এই চরাচর বিশ্ব বিনাশ করিও না; তুমি প্রসাদোন্মুখ[১] হইয়াছ বলিয়া তোমাকে এইরূপ কহিতেছি।'

নারীরূপিণী মৃত্যু-মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব

অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় অন্তরাত্মাতে স্বীয়তেজ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টিহেতু প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও মোক্ষহেতু নিবৃত্তিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধজনিত হুতাশন সংহার করেন, তৎকালে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ, রক্তজিহ্ব, রক্তাস্য ও রক্তলোচন, বিমল-কুণ্ডলালঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এক নারী প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ নারী নির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মা ও রুদ্রকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'তুমি আমার সংহার-বুদ্ধি-প্রভাবে ক্রোধ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার নিয়োগবশতঃ কি জড়, কি পণ্ডিত এই পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রজাগণকে সংহার কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে।' কমললোচনা মৃত্যু ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা লোকের হিতসাধনার্থ তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিপুটে তাঁহার নেত্রজল গ্রহণ করিয়া ঐ নারীকে নানাপ্রকারে অনুনয় করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

প্রাণিসংহারার্থ নারীমূর্ত্তির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ

কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু দুঃখ অপনীত করিয়া সন্নমিত লতার ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি কেন এই পাপীয়সীকে সৃষ্টি করিলেন? এক্ষণে আমি এই অহিত ক্রূরকর্ম্ম নিতান্ত অধর্ম্মমূলক জানিয়াও কিরূপে ইহার অনুষ্ঠান করিব? আমি অধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিশয় ভীত হইতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহাদের একান্ত প্রিয়তর পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও ভর্ত্তাদিগকে বিনাশ করিব, তাহারা অবশ্যই আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; এই নিমিত্ত আমার অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে। আমি প্রিয়বিয়োগে দীনভাবে রোরুদ্যমান প্রজাগণের অনর্গলনিপতিত নেত্রজল হইতে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি কদাচ যমালয়ে গমন করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ সফল করুন। ধেনুকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তদ্বিষয়ে আদেশ করুন, আমি এইমাত্র বর প্রার্থনা করি। আমি কদাচ বিলপমান প্রাণিগণের প্রিয়তম প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না।

১। প্রসন্ন-মুমুখ—অনুগ্রহ করিতে উদ্যত।

হে পিতামহ! আপনি আমাকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন।'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে মৃত্যু! তুমি প্রজা-সংহারার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার নিয়োগানুসারে কোন বিচার না করিয়া লোকবিনাশে প্রবৃত্ত হও। লোকক্ষয় অবশ্যই হইবে; ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তুমি আমার আজ্ঞা প্রতি-পালন কর; এই বিষয়ে কেহই তোমাকে নিন্দা করিবে না।'

মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। লোকের হিতসাধনোদ্দেশে লোকবিনাশে কোন মতেই তাঁহার অভিলাষ হইল না। পিতামহ ব্রহ্মা তৎকালে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং অবিলম্বেই হাস্যমুখে লোকরক্ষার্থে প্রসন্ন হইলেন।

কন্যারূপিণী মৃত্যুর তীব্র তপস্যা

এইরূপে সর্ব্বলোকপিতামহ কমলযোনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদয় লোক অপমৃত্যুগ্রস্ত না হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই কন্যা প্রজাসংহার-বিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন এবং অবিলম্বে ধেনুকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া অতি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়সেব্য প্রিয়বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া প্রজাগণের হিতার্থ একবিংশতি পদ্ম[১]-বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে পুনরায় একবিংশতি পদ্মবৎসর একপদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর অযুত পদ্মবৎসর মৃগগণের সহিত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় সুশীতল নির্ম্মল-জলসম্পন্ন পবিত্র নন্দাতীর্থে গমন করিয়া নিয়ম-পূর্ব্বক অষ্টোত্তর-সহস্র বৎসর সলিলে কালাতিপাত করিলেন। এইরূপে নন্দাতীর্থে বিগতপাপ হইয়া প্রথমতঃ অতি পবিত্র কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হই-লেন। তথায় বায়ু ভক্ষণ ও জল পান করিয়া পুনরায় নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে পঞ্চগঙ্গ ও বেতস-তীর্থে তপোবিশেষ দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ করিলেন। অনন্তর গঙ্গা ও প্রধান মহামেরু-তীর্থে গমনপূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। তৎপরে হিমালয়ের শিখরদেশে গমনপূর্ব্বক অঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া নিখর্ব্ব[১]-বৎসর অবস্থান করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয়-তীর্থে অভিলষিত নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেহ পরিশুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অনন্যমনে একমাত্র ব্রহ্মাকে প্রতিনিয়ত ভক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলেন।

মৃত্যুর প্রতি ব্রহ্মার বরদান-ব্যবস্থা

তখন অব্যয় ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা শান্ত ও প্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মৃত্যু! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করি-তেছ?' তখন মৃত্যু পুনরায় ব্রহ্মাকে কহিলেন, 'হে ভগবন্! প্রজারা সুস্থ হইয়া কালযাপন করি-তেছে; তাহারা বাক্যেও অন্যের অপকার করে না; আমি তাহাদিগকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারিব না। এক্ষণে আপনার নিকট এই বরই প্রর্থনা করি। আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছি। এতএব আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। আমি একান্ত কাতর ও নিরপরাধ; প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশ্রয় হউন।' অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে কন্যে! এই সমস্ত প্রজা সংহার করিলে তোমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না, আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তুমি অশঙ্কিতচিত্তে চতুর্বিধ প্রজা সংহার কর; তোমার সনাতন ধর্ম্মলাভ হইবে। লোকপাল যম, ব্যাধি-সকল ও দেবগণ তোমার সহায় হইবেন এবং আমিও তোমার সহায়তা-সম্পাদন করিব। আর তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত ও রজোগুণ রহিত হইয়া যেরূপে খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবে, পুনরায় এমন একটি বরও তোমাকে প্রদান করিব।'

অনন্তর মৃত্যু প্রণত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আমা ব্যতিরেকে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তবে অগত্যা

১। এক পদ্মবৎসরের পরিমাণ ১০০০০০০০০০০০০ এক লক্ষ-কোটি বৎসর।

১। এক নিখর্ব্ববৎসর ১০০০০০০০০০০ এক হাজার-কোটি বৎসর।

আপনার এই আজ্ঞা আমাকে শিরোধার্য্য করিতে হইল ; কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নির্লজ্জতা এই সকল পুরুষ-ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাণিগণের দেহ ভেদ করিবে।' তখন ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে মৃত্যু! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে, এক্ষণে তুমি লোকবিনাশে প্রবৃত্ত হও, তোমার অধর্ম্ম হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট-চেষ্টা করিব না। আমার করতলে তোমার যে সমুদয় অশ্রুবিন্দু নিপতিত রহিয়াছে, উহা প্রাণিগণের আত্মসম্ভূত ব্যাধিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণসংহার করিবে; তাহা হইলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। তুমি এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অধীশ্বর, ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মের কারণ ; এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণিগণের প্রাণবিনাশে প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম ও রোষ বিসর্জ্জন করিয়া জীবগণের জীবন সংহার কর। তাহা হইলে তোমার অক্ষয় ধর্ম্মলাভ হইবে। অধর্ম্ম দুরাচারদিগকে নির্ম্মূল করিবে ; তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া আপনাকে পবিত্র কর, তুমি অসাধু জীবগণকে পাপে নিমগ্ন করিবে।'

মৃত্যুর লোকগ্রাসে অঙ্গীকার

নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! অনন্তর সেই কন্যা আপনার 'মৃত্যু' এই নাম হইল দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও অভিশাপভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অসংসক্তরূপে অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিয়া থাকেন। প্রাণীদিগেরই মৃত্যু হয়, রোগনামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ হইতেই সম্ভূত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহারা সাতিশয় নিপীড়িত হয়। অতএব আপনি জীবনান্তে জীবগণের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয় সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধনপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, এইরূপ দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। ভীমরূপ, ভীমনাদ, সর্ব্বগামী, উগ্র, অনন্ততেজাঃ প্রাণবায়ু কেবল দেহই ভেদ করিয়া থাকে, উহার যাতায়াত নাই। সকল দেবতারাও মর্ত্ত্যসংজ্ঞাধারী। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না। তিনি স্বর্গে সুরম্য বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ ও সাধুসমাগম লাভপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত আনন্দিত হইতেছেন। প্রজাদিগের মৃত্যু দেবনির্দ্দিষ্ট ; দেবনির্দ্দিষ্ট মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের প্রাণনাশ করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ স্বয়ংই বিনষ্ট হয় ; মৃত্যু দণ্ডধারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে হিংসা করেন না ; এই ব্রহ্মসৃষ্ট সত্যটি পণ্ডিতেরা সম্যক্ অবগত হইয়া মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কদাচ শোক করেন না। হে মহারাজ! আপনি দৈববিহিত এইরূপ সৃষ্টি অবগত হইয়া পুত্রের বিনাশ নিবন্ধন শোক অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ অকম্পন প্রিয়সখা নারদের নিকট এইরূপ অর্থবহুল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বিগত-শোক, প্রীত ও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে আপনাকে অভিবাদন করি।' এইরূপে ভূপতি অকম্পন বিগত-শোক হইলে দেবর্ষি নারদ অবিলম্বে নন্দনকাননে প্রস্থান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই ইতিহাস শ্রবণ ও অন্যের নিকট কীর্ত্তন করা উভয়ই ধন্য, পুণ্যজনক, যশস্কর, আয়ুষ্কর ও স্বর্গলাভের হেতুভূত। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি এই অর্থ-ভূয়িষ্ঠ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্ম ও বীরগণের উৎকৃষ্ট গতি অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চন্দ্রাংশসম্ভূত মহারথ অভিমন্যু অসংখ্য ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া অসি, গদা, শক্তি ও কার্ম্মুক দ্বারা বিনষ্ট ও রজোগুণবিরহিত হইয়া পুনরায় চন্দ্রে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত ও ক্রুদ্ধ[১] হইয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সত্বর যুদ্ধার্থ নির্গত হও'।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পুনঃ মৃত্যুবিষয়ক প্রশ্ন—সৃঞ্জয়-উপাখ্যান

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উৎপত্তি ও অদ্ভুত কার্য্য-সমুদয় শ্রবণপূর্ব্বক

১। ক্রোধ প্রতিকারোপায়ের উদ্দীপক, এই নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইবার নির্দ্দেশদান কালভেদে শুভ ও সমীচীন হইয়া থাকে।

ব্যাসকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'ভগবন্! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, পুণ্যকর্ম্মা, সত্যবাদী ও পাপশূন্য ছিলেন; আপনি তাঁহাদের কার্য্য ও শোকাপনোদনবাক্যে আমাকে আশ্বাসিত করুন এবং কোন্ রাজর্ষি কি পরিমাণে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন করুন।'

ব্যাস কহিলেন, 'হে যুধিষ্ঠির! মহারাজ শ্বিত্যের সৃঞ্জয় নামে এক আত্মজ ছিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদের সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল। একদা তাঁহারা সৃঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার আবাসে প্রবেশ করিলেন। সৃঞ্জয় তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া পরম সুখে তথায় কিয়দ্দিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা রাজা সৃঞ্জয় তাঁহাদিগের সহিত সুখ-স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার একটি অবিবাহিতা দুহিতা তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সৃঞ্জয় পার্শ্বস্থ কন্যাকে অভিলাষানুরূপ আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ঐ কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! এই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না কন্যা কাহার? ইনি সূর্য্যের প্রভা বা অনলের শিখা অথবা শশধরের কান্তি কিংবা শ্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি ও সিদ্ধির অন্যতম হইবেন।' নৃপতি সৃঞ্জয় দেবর্ষি পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সখে! এইটি আমার কন্যা, এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে।' তখন নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি যদি মঙ্গললাভের অভিলাষী হও, তাহা হইলে এই কন্যাটি ভার্য্যার্থে আমাকে প্রদান কর।' রাজা সৃঞ্জয় পরম প্রীতিসহকারে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন।

তখন মহর্ষি পর্ব্বত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নারদকে কহিলেন, 'আমি পূর্ব্বেই ইহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, পশ্চাৎ তুমি ইহাকে বরণ করিলে, অতএব তুমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না।' নারদ কহিলেন, 'ইনি আমারই ভার্য্যা, এইরূপ জ্ঞান, এইরূপ বাক্য ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং উদক প্রক্ষেপপূর্ব্বক দান আর পাণিগ্রহণ-মন্ত্র, এই কয়েকটি পরিণয়ের লক্ষণ বলিয়া প্রখ্যাত আছে। এই সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইলেই যে ভার্য্যাত্ব সম্পাদিত হয়, এমত নহে; সপ্তপদী গমনে ভার্য্যাত্ব সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; এই কন্যা তোমার ভার্য্যা না হইতেই তুমি যখন আমাকে অভিসম্পাত করিলে, তখন তুমিও আমাব্যতিরেকে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না।' এইরূপে সেই দেবর্ষিদ্বয় পরস্পর অভিশাপ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সৃঞ্জয়ের সুবর্ণবর্ষী পুত্রলাভ

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় পুত্রপ্রার্থনায় বিশুদ্ধমনে পরম যত্নসহকারে অন্ন, পান ও বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা বেদবেদাঙ্গপারগ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণ সৃঞ্জয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্র প্রদান করিবার অভিলাষে দেবর্ষি নারদের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি মহারাজকে একটি অভিলষিত পুত্র প্রদান করুন।' নারদ ব্রাহ্মণগণের বাক্যে স্বীকার করিয়া সৃঞ্জয়কে কহিলেন, 'মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমার একটি পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ পুত্রলাভের ইচ্ছা থাকে, প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হইবে।' তখন রাজা সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! আপনার বরপ্রভাবে আমার যেন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, কীর্ত্তিমান, যশস্বী ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন এক পুত্র জন্মে এবং তাহার মূত্র, পুরীষ, ক্লেদ ও স্বেদ যেন কাঞ্চনময় হয়।' নারদ সৃঞ্জয়ের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ এক পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র ক্ষিতিতলে সুবর্ণষ্ঠীবী[১] নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র দেবর্ষির বরপ্রভাবে ক্রমে অপরিমিত ধন পরিবর্দ্ধিত করিলে রাজা সৃঞ্জয় সমস্ত অভীষ্ট বস্তু সুবর্ণময় করিয়া লইলেন। তখন তাঁহার গৃহ, প্রাকার, দুর্গ, ব্রাহ্মণালয়, শয্যা, আসন, স্থান ও স্থালী সমস্ত কাঞ্চনময় হইয়া কালসহকারে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সুবর্ণলোভী দৈত্যগণহস্তে সৃঞ্জয়পুত্র বধ

কিয়দ্দিন পরে দস্যুগণ নৃপতনয়ের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ও তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া

১। থুথু সুবর্ণরূপে পতিত হইত বলিয়া ঐ প্রকার নাম হইয়াছে।

ভূপতির অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, 'আমরা স্বয়ং গিয়া রাজার পুত্রকে গ্রহণ করিব। ঐ পুত্রই সুবর্ণের আকর; অতএব উহাকে হস্তগত করিতে যত্ন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।'

অনন্তর লুব্ধস্বভাব দস্যুগণ ঐ পরামর্শ করিয়া নৃপসদনে[১] প্রবেশ-পুরঃসর বলপূর্ব্বক রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল; তথায় কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল; কিন্তু কিছুই অর্থলাভ করিতে সমর্থ হইল না। রাজকুমারের প্রাণনাশ হইলে সেই বর-সঞ্জাত ধন বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন মূর্খ দস্যুগণ জ্ঞানশূন্য হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা সেই অভূতপূর্ব্ব রাজ-কুমারকে সংহারপূর্ব্বক পরস্পর বিনষ্ট হইয়া ঘোর নরকে গমন করিল।

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় সেই বরপ্রদত্ত পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত-মনে করুণ-বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ রাজাকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর জানিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! আমরা ব্রহ্মবাদী মহর্ষি; আমরা সততই তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু তোমাকেও বিষয়-বাসনায় অপরিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে।

মরুত্তের মরণসংবাদে সৃঞ্জয়ের শোকশান্তি

আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্ত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া সংবর্ত্ত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান্ শূলপাণি উঁহাকে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হিমাচলের সুবর্ণময় এক প্রত্যন্তপর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যজ্ঞান্তে উঁহার নিকট উপনীত হইতেন। উঁহার যজ্ঞভূমির পরিচ্ছদ-সকল সুবর্ণময় ছিল। অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উঁহার যজ্ঞকালে অভিলাষানুরূপ পবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং বেদপারগ প্রহৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত অভিলাষানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। দেবগণ রাজা মরুত্তের গৃহে দ্রব্য-সামগ্রী পরিবেশন করিতেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। অমরগণ হবির্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণপূর্ব্বক সেই মহাবল-পরা-ক্রান্ত রাজার শস্য-সকল পরিবর্দ্ধিত করিতেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা নিরন্তর ঋষি, দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতেন। স্বেচ্ছাক্রমে শয়ন, আসন, যান ও দুস্ত্যজ সুবর্ণরাশি অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিরন্তর তাঁহার শুভ চিন্তা করিতেন। তিনি প্রজাগণকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া পরম শ্রদ্ধা সহ-কারে জিত অক্ষয়লোক-সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যৌবনাবস্থায় পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, অমাত্য ও প্রজাবর্গ-সমভিব্যাহারে সহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা তপঃ, সত্য, দয়া ও দান-সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই মরুত্তরাজও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অনধ্যায়ী পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।'

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পুণ্যাত্মা সুহোত্রের মৃত্যুসংবাদ

নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! অদ্বিতীয় বীর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ রাজা সুহোত্রও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। অমরগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভার্থী হইয়া প্রতি-নিয়ত উপস্থিত হইতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য অধিকার করিয়া ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে আপনার হিতজনক বিষয়-সকল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রজাপালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ ও শত্রুজয় ইহা সবিশেষ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ধনাগমের ইচ্ছা করিতেন। তিনি দেবগণকে ধর্ম্মানুসারে আরাধনা ও ভুজবলে শত্রুজয় করিয়া ম্লেচ্ছ ও তস্করশূন্য অবনী উপভোগ করিয়া নিজ গুণে প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। পর্জ্জন্য তাঁহার নিমিত্ত সংবৎসর হিরণ্য বর্ষণ করিতেন। তন্নিবন্ধন পূর্ব্বকালে তাঁহার রাজ্যে হিরণ্ময়ী স্রোত-স্বতী সকল সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইত। ঐ সমুদয়

১। রাজভবনে।

নদীতে রাজ্যস্থ সমুদয় প্রজারই অধিকার ছিল। কুব্জ ও বামনগণ ঐ সমুদয় নদী হইতে অনায়াসে প্রতিপালিত হইত। পর্জ্জন্য সুবর্ণময় গ্রাহ, কর্কট, বহুবিধ মৎস্য ও অন্যান্য অসংখ্য জলজন্তু বর্ষণ[১] করিতেন। ঐ রাজ্যে সুবর্ণময়ী বাপী-সকল ক্রোশ-পরিমিত ছিল। রাজা সুহোত্র সুবর্ণময় সহস্র সহস্র নক্র, মকর ও কচ্ছপ-সকল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি কুরুজাঙ্গলে বিস্তীর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে শত সহস্র অশ্বমেধ, রাজসূয়, পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ঞ ও অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই সুহোত্র ভূপতিও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি-শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।'

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অঙ্গরাজ পৌরবের পরলোকবার্ত্তা বর্ণন

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! মহাবীর রাজা পৌরবও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি দশ লক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশসমাগত, অধ্যয়নরীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মানুষ্ঠানকুশল, অসংখ্য পণ্ডিতগণের সমাগম হয়। ঐ সকল বেদস্নাত[২], বিদ্যাস্নাত[৩], বদান্য, প্রিয়দর্শন পণ্ডিতগণ পৌরবের নিকট উৎকৃষ্ট ভিক্ষা, আচ্ছাদন, গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। নিয়ত উদ্যোগবিশিষ্ট; ক্রীড়ানিরত, নট, নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব এবং সুবর্ণচূড় পক্ষী ও বর্দ্ধমানক[৪] গৃহ সতত তাঁহাদের সন্তোষসাধন করিত। মহারাজ পৌরব প্রতি যজ্ঞে মদস্রাবী সুবর্ণবর্ণ দশ সহস্র হস্তী, ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত রথ, সহস্র সহস্র সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, রথযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ অশ্ব ও গজ এবং গৃহ, ক্ষেত্র, গোশত, কাঞ্চনমালালঙ্কৃতদেহ সহস্র ধেনু ও ভৃত্য সকল দান করিতেন। পুরাণবেত্তা মহাত্মারা এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, রাজা পৌরব সেই সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞে হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর, কাংস্যদোহন-পাত্র সমবেত সবৎসা ধেনু, দাস-দাসী, খর, উষ্ট্র, মেষ, ছাগ বিবিধ রত্ন ও অন্নপর্ব্বত-সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যাজ্ঞিক অঙ্গরাজ পৌরব ক্রমে স্বধর্ম্মানুগত সর্ব্বকামপ্রদ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই পৌরবরাজও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদিশূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।'

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

মহাপুণ্যশালী শিবিরাজের মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! উশীনরতনয় শিবিরাজও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি প্রতিনিয়ত প্রধান প্রধান শত্রু সকল বিনাশ করিয়া অদ্রি, দ্বীপ, অর্ণব অরণ্যসমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী রথঘর্ঘরশব্দে নিনাদিত ও আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন এবং বিপুল অর্থ অধিকার করিয়া ভূরি-দক্ষিণাদান সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমুদয় ভূপালগণই তাঁহাকে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহাত্মা শিবিরাজ বাহুবলে সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করিয়া হস্তী, অশ্ব, পশু, ধান্য, মৃগ, গো, ছাগ ও মেষ প্রদানপূর্ব্বক বহুফলশালী অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদনপূর্ব্বক সহস্র কোটি নিষ্ক ও বহুসংখ্যক ভূমি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। বর্ষার যতগুলি ধারা, আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, সুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরে যতগুলি রত্ন ও জলজন্তু আছে, তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানকালে ততগুলি গোদান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শিবিরাজের কার্য্যভার বহন করেন, এমন নৃপতি কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান কোন কালেই লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। শিবিরাজ সর্ব্বকার্য্য-সমন্বিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ সমস্ত যজ্ঞে অসংখ্য

১। একালেও কখন কখন কোথাও বৃষ্টির সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও মীন পতিত হইতে দেখা যায়। ২—৩। গুরুগৃহ হইতে বেদাদি সর্ব্ববিদ্যা লাভান্তে নিজগৃহে প্রত্যাগত। ৪। নিত্য শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

সুবর্ণময় যূপ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নির্ম্মিত এবং পবিত্র সুস্বাদু অন্নপান প্রস্তুত হইত। প্রিয়বাদী অযুত, প্রযুত ব্রাহ্মণগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞস্থানে দধি-দুগ্ধের হ্রদ ও নদী এবং ধবল অন্ন-পর্ব্বত প্রস্তুত হইত। তৎকালে কেবল স্নান কর এবং স্বেচ্ছানুসারে পান ও ভক্ষণ কর, এইরূপ শব্দ সর্ব্বদা সমুত্থিত হইত। রুদ্রদেব এই দানশীল রাজার পবিত্র কার্য্যে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া 'তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, ভূতগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক', এই বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা শিবি এই সমস্ত অভিলষিত বর লাভ করিয়া যথাকালে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপঃ ও দয়াদানসম্পন্ন, তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ সেই শিবিরাজকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদিশূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।'

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

নৃপতি দশরথের পুত্রশোককথা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! দশরথাত্মজ মহারাজ রামচন্দ্রকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। প্রজাগণ ঐ মহাত্মাকে স্ব স্ব ঔরস-পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিত। ঐ অসংখ্য গুণসম্পন্ন, অমিততেজাঃ মহানুভব রাম পিতার নির্দেশানুসারে বনিতা সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ মহাবীর জনস্থানে বাস করিয়া তত্রত্য তপস্বিগণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থানে তাঁহাকে লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে বিমোহিত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা জানকীকে অপহরণ করেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর রাম রাবণের এই অপরাধে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরাতিগণের অনির্জ্জিত, সুরাসুরের অবধ্য, দেব-ব্রাহ্মণ-কণ্টক পাপাত্মাকে সগণে[১] বিনাশ করিয়াছিলেন।

প্রজানুগ্রহকারী, দেবগণাভিপূজিত, সুরর্ষিগণ-সেবিত মহাত্মা দাশরথির কীর্ত্তি অদ্যাপি ধরাতলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ সর্ব্বভূতানুকম্পী মহাত্মা বিবিধ রাজ্যলাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া মহাযজ্ঞ ও ত্রিগুণদক্ষিণ শত অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবির্দ্বারা পুরন্দরের প্রীতিসাধন এবং অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা পরাজয়পূর্ব্বক দেহিগণের সমুদয় রোগ নিবারণ করিয়াছিলেন। অসাধারণগুণসম্পন্ন, সতত স্বতেজে দেদীপ্যমান, দশরথতনয় রাম তৎকালে সমুদয় জীব-গণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসনসময়ে ভূমণ্ডলে ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণের একত্র বাস হইয়াছিল; প্রাণিগণের বল এবং প্রাণ, আপন, উদান ও সমান বায়ুর হ্রাস হয় নাই; তেজঃপদার্থসকল দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনর্থঘটনা হইত না, সমুদয় প্রজা দীর্ঘায়ু হইয়াছিল; কেহই যৌবনাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয় নাই; দেবগণ প্রীতিপ্রফুল্ল-চিত্তে চতুর্ব্বেদ-বিধানানুসারে বিবিধ হব্য, কব্য, নিষ্পূর্ত্ত[১] ও হুত প্রাপ্ত হইতেন; দেশমধ্যে দংশ, মশক ও হিংস্র সরীসৃপসমুদয়ের সম্পর্ক ছিল না; সলিলমধ্যে কাহারও মৃত্যু হইত না; দহন অকালে দগ্ধ করিতেন না; কেহই অধর্ম্মপরায়ণ, লুব্ধ বা মূর্খ ছিল না এবং সর্ব্ববর্ণের সমুদয় প্রজা সজ্জনোচিত ইষ্টকার্য্যে তৎপর থাকিত।

ঐ সময় রাক্ষসগণ জনস্থানে স্বধা[২] ও পূজা বিনষ্ট করিয়াছিল, মহাত্মা দশরথতনয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে স্বধা ও পূজা প্রদান করেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যসময়ে পুরুষগণ সহস্র পুত্র-সম্পন্ন হইত ও সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণের শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিত না। যুবা, শ্যাম, লোহিতাক্ষ, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, আজানুলম্বিতবাহু, সিংহস্কন্ধ, সর্ব্বজনপ্রিয়, মহাবল-পরাক্রান্ত দাশরথি একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনসময়ে প্রজাগণের 'রাম, রাম' ব্যতীত প্রায় অন্য কোন কথা ছিল না এবং জগৎ নিতান্ত অভিরাম[৩] হইয়াছিল। মহাত্মা রাম পরিশেষে আপনার দুই পুত্র ও ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা লইয়া

১। সবংশে।

১। কূপ-তড়াগাদি-উৎসর্গজনিত তৃপ্তি। ২। পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধদান। ৩। মনোরম।

স্বর্গে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা দাশরথিকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

ষষ্টিতম অধ্যায়

ভগীরথের মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! মহারাজ ভগীরথও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা ভাগীরথী-তীর কাঞ্চনযূপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাজা ও রাজপুত্রগণকে পরাভূত করিয়া হেমালঙ্কারভূষিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ সমুদয় কন্যা রথারূঢ়; রথ-সমুদয় চারি চারি অশ্বে যুক্ত; প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালী[১] শত মাতঙ্গ; প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব; প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ শত গো এবং গোগণের পশ্চাৎ অসংখ্য অজ ও ছাগ ছিল। মহারাজ ভগীরথের ভূরি ভূরি দক্ষিণাপ্রদানসময়ে গঙ্গা জনৌঘ[২]-আক্রমণে ব্যথিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। জাহ্নবী সেই দিন হইতে ভগীরথের কন্যা ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হয়েন এবং পুত্রের ন্যায় ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। ভগবতী ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের উরুদেশে উপবেশন করেন, ঐ স্থান উর্ব্বশী-তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ মধুরভাষী দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

হে শ্বিত্যনন্দন! এইরূপে ভগবতী গঙ্গা ইক্ষ্বাকু-বংশাবতংস ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ভগীরথকে পিতৃত্বে বরণ করেন। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সুরগণ ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও যজ্ঞবিঘ্ন নিরাকরণ করিয়াছিলেন। যে যে ব্রাহ্মণ যে যে স্থানে থাকিয়া যে যে প্রিয়বস্তু প্রার্থনা করিতেন, মহাত্মা ভগীরথ সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই স্থানে অর্থ-সমুদয় প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। পরিশেষে ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মরীচিপায়ী[১] মহর্ষি মোক্ষ ও স্বর্গলাভের নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্ম্মবিদ্যা-সুনিপুণ মহাত্মা ভগীরথের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা ভগীরথকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

একষষ্টিতম অধ্যায়

বিখ্যাত দিলীপনৃপতি-কথা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! ইলবিলতনয় মহাত্মা দিলীপও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানার্থসম্পন্ন, পুত্রশালী অযুত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ ভূপাল বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই বসুপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করেন। উহার যজ্ঞে পথ-সমুদয় সুবর্ণময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ মহাত্মার যজ্ঞসময়ে ক্রীড়া করিয়াই যেন চষাল[২] প্রচষাল[৩] ও হিরণ্ময় যূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগণ অপরিমিত রাগখাণ্ডব[৪]-ভোজনে মত্ত হইয়া পথিমধ্যে শয়ান থাকিত। মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপর রথারোহণে সংগ্রাম করিতেন, কিন্তু তাঁহার রথচক্রদ্বয় কদাপি সলিলমধ্যে নিমগ্ন হইত না। এই অদ্ভুতক্ষমতা মহাত্মা দিলীপ ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। যাঁহারা দৃঢ়ধন্বা, সত্যবাদী, দাক্ষিণ্যশালী, মহারাজ দিলীপকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। মহারাজ দিলীপের আলয়ে স্বাধ্যায়ঘোষ[৫], জ্যানির্ঘোষ এবং 'পান কর ও আহার কর', এই সকল শব্দ কখনই বিলুপ্ত হইত না। তোমা অপেক্ষা সমধিক তপঃ,

১। সোণার হারে ভূষিত। ২। বিপুল জনসমাগম।

১। সূর্য্যকিরণমাত্র-পানকারী বলিয়া এইরূপ নাম হয়। ২—৩। যূপকটক—যজ্ঞসমাপ্তিসূচক পশুবন্ধন যূপ। যে যূপের মস্তকে মণিযুক্ত বিন্যস্ত হয়। ৪। মিশ্রির মত জমাট মিষ্টদ্রব্য। ৫। বেদধ্বনি

দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা দিলীপকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদিবিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

মহনীয় কীর্ত্তি মান্ধাতার মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! যুবনাশ্বের পুত্র, সুর, অসুর ও মনুষ্যগণের বিজেতা, মহারাজ মান্ধাতাকেও করাল কালকবলে পতিত হইতে হইয়াছে। স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় মান্ধাতাকে তাঁহার পিতার গর্ভ হইতে নিষ্কাশিত করেন। একদা মহারাজ যুবনাশ্ব মৃগয়ায় গমন করিয়া নিতান্ত তৃষ্ণাতুর ও শ্রান্তবাহন হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি যজ্ঞধূম লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক পৃষদাজ্য[১] ভক্ষণ করেন। ঐ পৃষদাজ্যের প্রভাবে মহারাজ যুবনাশ্বের গর্ভ হইল। ভিষক্‌গণের অগ্রগণ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় যুবনাশ্বকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার গর্ভ হইতে সুকুমার নবকুমার নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। দেবগণ সেই দেবসদৃশ তেজঃসম্পন্ন বালককে পিতার অঙ্কে শয়ান দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে?' তখন সুররাজ পুরন্দর কহিলেন, 'এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করুক।' সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহার অঙ্গুলি-সমুদয় হইতে অমৃতময় দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সুররাজ অনুগ্রহ করিয়া 'এই বালক মান্ধাতা অর্থাৎ আমায় অঙ্গুলি পান করুক' বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সুরগণ যুবনাশ্বতনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। তখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধের ধারা নিঃসৃত হইয়া যুবনাশ্ব-তনয়ের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। মান্ধাতা এইরূপে সুররাজের অঙ্গুলি পান করিয়া দিন দিন সমধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হস্তপরিমিত ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

১। অগ্নিতে আহুতির অন্তে প্রদত্ত প্রত্যাহুতি।

হে সৃঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা, ধৃতিমান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবলশালী, যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা এক দিনে সমুদয় পৃথিবী পরাজিত করেন। মহারাজ জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, পুরু, বৃহদ্রথ, অমিত ও নৃগ মান্ধাতার কার্ম্মুকবলে পরাজিত হয়েন। সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তগমনস্থান পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশ আছে, তৎসমুদয় অদ্যাপি মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইতেছে। মহাত্মা মান্ধাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিয়া পদ্মরাগমণিসম্পন্ন সুবর্ণাকরযুক্ত[১] দশযোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত মৎস্য-সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে দর্শনার্থী সমাগত জনগণ ব্রাহ্মণভোজনাবশিষ্ট বহু প্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য ও অন্ন ভোজন করিয়া সমধিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। যজ্ঞস্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য ও পানীয় এবং অন্নপর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সূপরূপ পঙ্ক, দধিরূপ ফেন ও গুড়রূপ সলিলশালিনী মধুক্ষীরবাহিনী নদী-সকল ঘৃত-হ্রদে গমনপূর্ব্বক অন্নপর্ব্বতসকল অবরোধ করিত। অসংখ্য দেব, নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ পক্ষী এবং বহুসংখ্যক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ ঐ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন ব্যক্তিই মূর্খ ছিল না। মহাবীর মান্ধাতা অর্ণব-মেখলা[২] বসুপূর্ণা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভাবে দশদিক্ আবরণপূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যার্জ্জিত লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা মান্ধাতাকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।'

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

যযাতির মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! নহুষতনয় যযাতিকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শত শত রাজসূয়, সহস্র পুণ্ডরীক, শত

১। যে সকল মৎস্যের উদরে সোণা পাওয়া যায়, তাদৃশ।
২। সমুদ্রবেষ্টিতা।

বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, অসংখ্য চাতুর্ম্মাস্য, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণদ্বেষী ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের সম্পত্তি-সমুদয় বিপ্রসাৎ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা দেবাসুরের যুদ্ধসময়ে দেবগণের সহায়তা করিয়া এই অবনীমণ্ডল চতুর্দ্ধা বিভাগপূর্ব্বক চারি জন ঋত্বিক্‌কে প্রদান, নানাবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মানুসারে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করেন। ঐ অমরোপম মহীপাল দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদয় দেবারণ্যে বিহার করিতেন।

পরিশেষে তিনি অশেষ ভোগ্যবস্তুর উপভোগেও বিষয়বাসনার শান্তি হইল না দেখিয়া স্বীয়পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভার্য্যাসমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বনগমনকালে এই কথা কহিয়াছিলেন যে, ভূমণ্ডলমধ্যে যাবতীয় ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে, তৎসমুদয়ও যদি একজনের উপভোগ্য হয়, তথাপি তাহার বিষয়-বাসনা বিলুপ্ত হয় না ; লোকে এই বিবেচনা করিয়া শান্তিপথ অবলম্বন করিবে। মহারাজ যযাতি এইরূপে সমুদয় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা যযাতিকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে ; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

অম্বরীষের মৃত্যুবার্ত্তা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! নাভাগতনয় মহাত্মা অম্বরীষকেও শমনসদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা একাকী দশ লক্ষ ভূপতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অস্ত্রযুদ্ধ বিশারদ, ঘোরদর্শন অরাতিগণ জিগীষাপরবশ হইয়া অশিব-বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়াছিল ; তিনি স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অনায়াসে তাহাদের ছত্র, ধ্বজ, অস্ত্র ও রথ ছেদন এবং অনেকের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। হতাবশিষ্ট শত্রুগণ জীবনরক্ষার্থ বর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক 'আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম,' এই বলিয়া অম্বরীষের শরণাগত হইল।

এইরূপে মহাবীর অম্বরীষ সেই সমুদয় ভূপতি-গণকে বশীভূত ও সমুদয় বসুন্ধরা অধিকৃত করিয়া বিধানানুসারে শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিগণ অতি সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি পূজাগ্রহণানন্তর সুস্বাদু মোদক[১], পূরিক[২], পূপ[৩], শষ্কুলী[৪], করম্ভ[৫], পৃথুমৃদ্বীক[৬], সুপক্ব সূপ[৭], অন্ন, মৈরেয়ক[৮], রাগখাণ্ডব[৯]-পারক[১০], বিবিধ সুরভি মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, তোয়, দধি এবং সুস্বাদু ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক লোক মদ্যপান পাপজনক জানিয়াও সুখলাভবাসনায় যথাকালে সুরাপান করিয়া গীতবাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে মত্ত হইয়া অম্বরীষের স্তুতি-সংযুক্ত গাথা গান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ; কেহ কেহ বা ধরাতলে নিপতিত হইল।

ঐ সমুদয় যজ্ঞে মহারাজ অম্বরীষ দশ প্রযুত যাজককে শত সহস্র ভূপতির রাজ্য এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ হিরণ্য-কবচযুক্ত, শ্বেতচ্ছত্র-পরিশোভিত, হিরণ্যস্যন্দনসমারূঢ় অনুযাত্র, পরিচ্ছদসম্পন্ন, কোষ-দণ্ড-সমবেত অসংখ্য ভূপতি ও রাজপুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞ-দর্শনে প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, মহাত্মা নাভাগ-নন্দন যেরূপ অমিতদক্ষিণ যজ্ঞ করিলেন, এমন যজ্ঞ পূর্ব্বে কেহই করিতে পারে নাই, পরেও কেহ করিতে পারিবে না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা অম্বরীষকেও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে ; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা শোক করিও না।'

১। নাড়ু। ২—৬। পৃথক্ পৃথক্ পিষ্টক। ৭। ডাইল তরকারী। ৮—১০। মিশ্রি প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

নৃপতি শশবিন্দুর মরণবার্ত্তা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দুও কালকবলে কবলিত হইয়াছেন। ঐ সত্যপরাক্রম শ্রীমান্ মহাত্মা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে ভূপতির এক এক সহস্র তনয় উৎপন্ন হয়। রাজকুমারেরা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত, বেদপারগ, হিরণ্যকবচধারী ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বহুসংখ্যক অশ্বমেধ ও নিযুতসংখ্যক অন্যান্য প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ শশবিন্দু স্বয়ং অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সমুদয় তনয় ব্রাহ্মণদিগেকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন। ঐ সকল প্রত্যেক রাজপুত্রের পশ্চাৎ অসংখ্য রথ, গজ ও সুবর্ণালঙ্কৃত রাজকন্যা গমন করিয়াছিল। প্রত্যেক কন্যার সহিত শত গজ, প্রত্যেক গজের সহিত শত রথ, প্রত্যেক রথের সহিত শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের সহিত সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর সহিত পঞ্চাশৎ ছাগ গমন করে।

হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু এইরূপে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে ব্রাহ্মণগণকে অপর্য্যাপ্ত ধন সম্প্রদান করিয়াছিলেন। লোকে অশ্বমেধে যতগুলি বৃক্ষের যূপ প্রস্তুত করিয়া থাকে, মহারাজ শশবিন্দুরও যজ্ঞে ততগুলি বৃক্ষের যূপ এবং আর ততগুলি সুবর্ণময় যূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ অসংখ্য অন্নপর্ব্বত ও পানীয়-হ্রদ প্রস্তুত হয়। অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে মহারাজ শশবিন্দুর ত্রয়োদশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল। ঐ মহাত্মা বহুদিন রাজ্যভোগ ও প্রজাপালন করিয়া পরিশেষে অমরলোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা শশবিন্দুকেও কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।'

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

গয় নৃপতির গুণগানসহ মৃত্যুসংবাদ

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয়ও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহীপাল শত বৎসর কেবল হুতাবশিষ্ট ভক্ষণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হুতাশন গয়ের উৎকট নিয়ম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে আগমন করিলে তিনি কহিলেন, 'হে হুতভুক্! আমার অভিলাষ এই যে, আমি যেন তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুর প্রসাদ-প্রভাবে বেদজ্ঞ হই, যেন স্বধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক অন্যের হিংসা না করিয়া অক্ষয় ধনলাভ ও শ্রদ্ধা-সহকারে অন্নদান করিতে পারি, বিপ্রগণকে প্রত্যহ ধন দান করিতে যেন আমার শ্রদ্ধা থাকে, কেবল সবর্ণা ভার্য্যার গর্ভেই যেন আমার পুত্রোৎপত্তি হয়, আমার মন যেন ধর্ম্মে নিরত হয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে যেন কোন বিঘ্ন না জন্মে।' ভগবান্ অগ্নি গয়ের বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে মহারাজ গয় অগ্নির বরে সমুদয় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে অরাতি-গণকে পরাজয়পূর্ব্বক একশত বৎসর কেবল দর্শপৌর্ণমাস, নবশস্যেষ্টি[১], চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরমশ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ ছয় অযুত গো, দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ নিষ্ক প্রদান করিলেন এবং সমুদয় নক্ষত্রে নক্ষত্র[২] দক্ষিণা প্রদান এবং সোম ও অঙ্গিরার ন্যায় বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক মণিরূপ কর্করসমবেত[৩] সুবর্ণময়ী পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে নানারত্নবিভূষিত সর্ব্বভূতমনোহর বহুমূল্য সুবর্ণ-যূপ-সকল নির্ম্মাণ হইয়াছিল। মহাত্মা গয় তৎসমুদয় প্রহৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রদান

১। নূতন শস্য গৃহাগত হইলেই যে যজ্ঞ করা হয়। বর্ত্তমানে এই অনুষ্ঠানটি হৈমন্তিক নবান্নাগমনে হইয়া থাকে; ইহার নামে নবান্ন। ২। নক্ষত্রবিশেষ বিহিত দান—যে নক্ষত্রে যে দ্রব্য দেয়, তাহা। ৩। মণিময় কাঁকরযুক্ত।

করিলেন। সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদ, নদী, নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও আকাশে যে যে প্রাণী বাস করে, তাহারা সকলেই গয়ের যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, 'মহারাজ গয় যেমন যজ্ঞ করিলেন, এরূপ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।' ঐ যজ্ঞে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, ষড়্‌বিংশতি যোজন আয়ত, চতুর্ব্বিংশ যোজন উচ্চ এবং মণি, মুক্তা ও হীরকে খচিত সুবর্ণময় বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় ব্রাহ্মণদিগকে সেই বেদী, বিবিধ বসন, ভূষণ ও যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে পঞ্চবিংশতি অন্নপর্ব্বত, অসংখ্য রসনদী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহারাজ গয়ের কীর্ত্তিস্বরূপ অক্ষয় বট ও পবিত্র ব্রহ্মসরঃ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ কীর্ত্তিদ্বয়ের প্রভাবেই মহাত্মা গয় ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা গয়কেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যায়নাদি-রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।'

—

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

রন্তিদেবের জীবনান্তবার্ত্তা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতি-তনয় মহাত্মা রন্তিদেবকেও শমনসদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার ভবনে দুই লক্ষ পাচক সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণগণকে দিবারাত্র পক্ব অপক্ব খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিত। মহাত্মা রন্তিদেব ন্যায়োপার্জ্জিত অপর্য্যাপ্ত ধন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে বশীভূত করেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞসময়ে পশুগণ স্বর্গ-লাভেচ্ছায় স্বয়ং যজ্ঞস্থলে আগমন করিত। তাঁহার অগ্নিহোত্র-যজ্ঞে এত পশু বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের চর্ম্মরস মহানস হইতে বিনির্গত হইয়া এক মহানদী প্রস্তুত হইল। ঐ নদী চর্ম্মণ্বতী নামে অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা রন্তিদেব, 'তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি, তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি' বলিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে অনবরত নিষ্ক প্রদান করিতেন। তিনি এক দিনে এক কোটি নিষ্ক দান করিয়াও, 'অদ্য অতি অল্প দান করা হইল' বলিয়া পুনরায় নিষ্ক-প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় দাতা আর কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাত্মা সঙ্কৃতিনন্দন এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিতেন যে, যদি আমি ব্রাহ্মণের হস্তে ধন প্রদান না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে চিরস্থায়ী মহাদুঃখে নিপতিত হইতে হইবে। তিনি শত বৎসর পঞ্চদশ দিন প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে গোশত-সমবেত সুবর্ণ-বৃষভ ও অষ্ট শত সুবর্ণ-নিষ্ক প্রদান করিতেন। ঐ মহাত্মা সমুদয় অগ্নিহোত্রোপকরণ, যজ্ঞোপকরণ, করক[১], কুম্ভ, স্থালী, পিঠর[২], শয়ন, আসন, যান, প্রাসাদ, গৃহ, বিবিধ বৃক্ষ ও বিবিধ অন্ন ঋষিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রন্তিদেবের সমুদয় দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল।

পুরাণবিৎ ব্যক্তিগণ রন্তিদেবের অলৌকিক সমৃদ্ধিসন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া এই কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, 'মহাত্মা রন্তিদেবের যেরূপ সম্পত্তি, এরূপ সম্পত্তি অন্য কোন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কুবেরের ভবনেও দৃষ্ট হয় না। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, রন্তিদেবের ভবন অমরাবতী। মহাত্মা সঙ্কৃতিনন্দনের ভবনে প্রত্যহ এত অধিক অতিথি সমাগত হইত যে, মণিকুণ্ডলধারী সূদগণ[৩] এক-বিংশতি সহস্র বলীবর্দ্দের মাংস[৪] পাক করিয়াও অতিথিগণকে কহিত, অদ্য তোমরা অধিক পরিমাণে সূপ ভক্ষণ কর, আজি অন্য দিনের ন্যায় পর্য্যাপ্ত মাংস নাই। পরিশেষে যে কিছু সুবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, মহানুভব রন্তিদেব তৎসমুদয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। ঐ মহাত্মার প্রত্যক্ষেই দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য এবং ব্রাহ্মণগণ যথাকালে সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য ভোগ করিতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা রন্তিদেবকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি

১। কমণ্ডলু। ২। হাঁড়ী। ৩। পাচকগণ। ৪। ঋষিগণ ব্যবস্থাপূর্ব্বক কলিযুগের জন্য নিষেধ করিয়াছেন।

অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

—

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

দুষ্মন্ততনয় ভরতকথা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্ততনয় ভরতকেও কালকবলে কবলিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শৈশবাবস্থায় অরণ্যে অন্যের দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি হিমসবর্ণ, নখদংষ্ট্রায়ুধ, মহাবল-পরাক্রান্ত সিংহসমুদয়কে স্বীয় বাহুবলে নির্বীর্য্য করিয়া আকর্ষণ ও বন্ধন করিতেন; ক্রূরস্বভাব উগ্রতর ব্যাঘ্রগণকে দমনপূর্ব্বক বশীভূত করিতেন; মনঃশিলাসংযুক্ত, ধাতুরাশিবিলিপ্ত, বিবিধ ব্যাল ও হস্তিসমুদয়ের দংষ্ট্রা গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমুখ ও শুষ্কাস্য করিয়া বশীভূত করিতেন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত মহিষগণকে আকর্ষণ, শত শত গর্ব্বিত সিংহগণকে বলপূর্ব্বক দমন ও সৃমর, গণ্ডার এবং অন্যান্য জন্তুদিগকে বন্ধন ও দমনপূর্ব্বক প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া বিমুক্ত করিতেন। তপোবনস্থ ব্রাহ্মণগণ দুষ্মন্ততনয়ের সেই ভয়ানক কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদমন বলিয়া আহ্বান করিতেন। ভরতের জননী শকুন্তলা তাঁহাকে সতত পশুগণকে কষ্ট প্রদান করিতে দেখিয়া পশু-হিংসা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা ভরত যমুনাতীরে এক শত, সরস্বতীতীরে তিন শত ও গঙ্গাতীরে চতুঃশত অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় সুসম্পন্ন করিয়া ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এইরূপে শকুন্তলানন্দন ভরত নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনদানে পরিতৃপ্ত করিতেন। ঐ সময় তিনি মহর্ষি কণ্বকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ-বিনির্ম্মিত সহস্র পদ্ম[1] মুদ্রা প্রদান করেন। ভরতের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বিজগণসমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া শত-ব্যামপরিমিত সুবর্ণময় যূপ সমুচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। অদীনচিত্ত, অরাতিনিপাতন, অপরাজিত, মহারাজ-চক্রবর্ত্তী, মহাত্মা ভরত মনোহর রত্নসমুদয়ে বিভূষিত, বহুসংখ্যক অশ্ব, হস্তী, রথ, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ এবং অসংখ্য দাস, দাসী, ধন, ধান্য, সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও প্রচুর পরিমিত সুবর্ণ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা ভরতকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদিশূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

১। পদ্মপরিমাণ।

—

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

প্রখ্যাত নৃপ পৃথুর পুণ্যকথা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! বেণরাজতনয় পৃথুও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভাবশালী বেণতনয় স্বীয় বাহুবল-প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদয় বীরগণকে পরাজিত করেন। তাঁহা দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল প্রোথিত[1] হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণিগণকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সার্থক করিয়াছিলেন। প্রজা-সকল পৃথুকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিল, 'আমরা সকলেই ইঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি'; এই নিমিত্ত তিনি প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইয়া 'রাজা' এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার রাজ্যশাসনসময়ে ভূমি-সকল কৃষ্ট না হইয়াও অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিত। ধেনু-সকল কামদুঘা[2] হইয়াছিল। কমল-সকল মধু-পরিপূর্ণ থাকিত। কুশসমুদয় সুবর্ণময় ও সুখাবহ ছিল। প্রজাগণ সেই সমস্ত কুশের চীর পরিধান ও কুশাস্তরণে শয়ন করিত। তাহারা কেহই নিরাহার থাকিত না; সকলেই অমৃতকল্প স্বাদু ও মৃদু ফলসকল আহার করিত এবং সকলেই রোগশূন্য, সফলকাম ও নির্ভয়-চিত্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বৃক্ষ ও গিরিগুহায় বাস করিত। তৎকালে রাজ্য ও পুরের বিভাগ ছিল না। প্রজাগণ হৃষ্টমনে সুখস্বচ্ছন্দে স্ব স্ব অভিলাষানুরূপে কালযাপন করিত। যখন পৃথুরাজ সমুদ্রযাত্রা

১। নতোন্নতাদি বন্ধুর ভাব দূর করিয়া সমভূমি করা। (পুরাণ প্রসিদ্ধি)। ২। যথাভিলষিত বস্তুদাত্রী।

করিতেন, তৎকালে সলিলরাশি স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। পর্ব্বতসকল তাঁহার গমনকালে পথ প্রদান করিত। তোরণাদি দ্বারা তাঁহার রথধ্বজ ভগ্ন হইত না।

একদা সমুদয় শৈল, বনস্পতি, দেবতা, অসুর, নর, উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সপ্তর্ষি ও পিতৃগণ সুখাসীন পৃথুরাজের সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি আমাদের সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, রাজা, রক্ষক, প্রভু ও পিতা, এক্ষণে আমরা যদ্দ্বারা নিরন্তর তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদিগকে এইরূপ অভিলষিত বর প্রদান কর।'

তখন মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগকে 'তথাস্তু' বলিয়া আজগব শরাসন[১] ও ভয়ঙ্কর শর গ্রহণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, 'হে বসুন্ধরে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইহাদিগের নিমিত্ত অভিলষিত দুগ্ধ ক্ষরণ কর, তাহা হইলে আমি ইহাদিগকে অভিলাষানুসারে অন্নপ্রদান করিব।' পৃথিবী কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি আমাকে দুহিতা বলিয়া জ্ঞান করিবেন।' পৃথুরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া দোহনের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। তখন ভূতসমুদয় তাঁহাকে দোহন করিতে লাগিল।

বনস্পতিগণ দোহনের অভিলাষে সর্ব্বাগ্রে সমুত্থিত হইল। বৎসলা বসুন্ধরা বৎস, দোগ্ধা ও পাত্রলাভের অভিলাষে উত্থিত হইলেন। তখন পুষ্পিত শালবৃক্ষ বৎস, বটবৃক্ষ দোগ্ধা, ছিন্ন অঙ্কুর দুগ্ধ ও উদুম্বর পবিত্র পাত্র হইল। পর্ব্বতগণের দোহনসময়ে উদয় পর্ব্বত বৎস, মহাগিরি সুমেরু দোগ্ধা, রত্ন ও ওষধি সকল দুগ্ধ ও পাত্র প্রস্তরময় হইয়াছিল। তৎপরে দেবগণ দোগ্ধা ও তেজস্কর প্রিয়বস্তু-সকল দুগ্ধ হইল। তদনন্তর অসুরগণ আম-পাত্রে মদ্য দোহন করিলেন, ঐ সময় দ্বিমূর্দ্ধা দোগ্ধা ও বিরোচন বৎস হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন। ঐ সময়ে স্বায়ম্ভুব মনু বৎস ও পৃথু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। নাগগণ অলাবুপাত্রে বিষ দোহন করিলেন। তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা ও তক্ষক বৎস হইয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণ বেদ দোহন করিলেন। তৎকালে বৃহস্পতি দোগ্ধা, ছন্দঃ পাত্র ও সোমরাজ বৎস হইয়াছিলেন। যক্ষেরা আমপাত্রে অন্তর্ধান[২] দোহন করিল। তৎকালে কুবের দোগ্ধা ও বৃষধ্বজ বৎস হইয়াছিলেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ পদ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন; তৎকালে চিত্ররথ বৎস ও বিশ্বরুচি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পিতৃগণ রাজতপাত্রে স্বধা দোহন করিলেন; তৎকালে বৈবস্বত বৎস ও অন্তক দোগ্ধা হইয়াছিলেন। হে শ্বিত্যনন্দন! বনস্পতি প্রভৃতি দোগ্ধারা যে সমস্ত পাত্র ও বৎস দ্বারা অভিলষিত দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, ঐ সকল পাত্র ও বৎস অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

প্রবলপ্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদয় প্রাণিগণকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধযজ্ঞে পৃথিবস্থ সমুদয় বস্তুর সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিপ্রসাৎ করেন। তিনি ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত সুবর্ণময় হস্তী এবং মণিরত্নে সমলঙ্কৃত সুবর্ণময়ী পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজাতিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! রাজা পৃথু তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্; সেই পৃথু-নরপতিও কালকবলে কবলিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদিশূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।'

সপ্ততিতম অধ্যায়

পরশুরামকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়কুল-ধ্বংস- কথা

নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! বীরবর্গপরিপূজিত মহাবল-পরাক্রান্ত, যশস্বী, মহাতপাঃ পরশুরাম[১]ও অতৃপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। তিনি এই পৃথিবীতে সুখময় উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত হয়েন নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র চিরকালই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার পিতাকে পরাভব ও বৎস হরণ করিলে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই নিতান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করেন। তিনি স্বীয় শরাসনপ্রভাবে একাদিক্রমে চতুঃষষ্টি অযুত কালগ্রস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া পুনরায় অস্ত

১। মহাদেবের ধনু। ২। অন্তর্ধান বিদ্যা—অদৃশ্য হইবার শক্তি।

১। পরশুরাম সপ্ত চিরজীবীর অন্যতম। ইঁহাদের অদর্শন কোন এক পরিমিতকালে হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ ও সংহার করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর মূষল দ্বারা সহস্র, অসি দ্বারা সহস্র ও উদ্বন্ধনে[১] সহস্র হৈহয়কে সমরে বিনাশ করেন। ঐ সংগ্রামে পিতৃবধজনিত ক্রোধে প্রদীপ্ত জামদগ্ন্য কর্ত্তৃক অসংখ্য রথ ভগ্ন এবং অশ্ব, গজ ও বীরগণ বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। তৎকালে জামদগ্ন্য পরশু দ্বারা দশ সহস্র বীরকে সমরে বিনাশ করিয়াছিলেন। 'হে ভৃগুনন্দন! হে রাম! ধাবমান হইয়া অগ্রসর হও', ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবামাত্র তিনি একান্ত ক্রোধসন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবহ, বীতহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানাদেশসম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার হস্তে শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হয়।

অনন্তর জামদগ্ন্য ইন্দ্রগোপ-সবর্ণ, বন্ধুজীবসন্নিভ[২] রুধিরপ্রবাহে সরোবর সকল পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ দ্বীপ আপনার বশীভূত করিয়া প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহর্ষি কশ্যপ জামদগ্ন্যের নিকট অষ্টনলপরিমাণে সমুন্নত, বিধানানুসারে সর্ব্বরত্নে পরিপূর্ণ, পতাকাশতপরিশোভিত, সুবর্ণময় বেদী এবং গ্রাম্য পশুগণে পরিপূরিত এই অখণ্ড ভূমণ্ডল প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক এই পৃথিবী দস্যুশূন্য ও শিষ্টজন-সঙ্কুল করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে মহর্ষি কশ্যপকে সুবর্ণালঙ্কার বিভূষিত শত সহস্র মাতঙ্গও প্রদত্ত হইয়াছিল।

হে শ্বিত্যনন্দন! মহাবীর পরশুরাম একবিংশতি-বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া শত শত যাগ-যজ্ঞা[৩]নুষ্ঠানপূর্ব্বক সমুদয় ভূমণ্ডল বিপ্রসাৎ করেন। মহাতপাঃ কশ্যপ রামের নিকট এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, 'হে রাম! তুমি আমার আদেশানুসারে এই পৃথিবী হইতে নির্গত হও।' তখন মহাবীর রাম ব্রাহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শর নিক্ষেপপূর্ব্বক রত্নাকরকে উৎসারিত করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানসম্পন্ন, তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্, ভৃগুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন, মহাযশস্বী রামও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন; অতএব তুমি সেই অধ্যয়নাদিশূন্য অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। হে মহারাজ! এই সমস্ত অসংখ্য গুণসম্পন্ন ভূপালগণ মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন এবং আরও কত শত রাজা কালকবলে নিপতিত হইবেন।'

১। গলায় ফাঁস লাগাইয়া। ২। লাল বান্ধুলী ফুলের মত। ৩। আহুতিবহুল যজ্ঞ, প্রজাবহুল যজ্ঞ।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

সৃঞ্জয়ের মৃতপুত্রপ্রাপ্তি—শোকশান্তি

ব্যাসদেব কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! রাজা সৃঞ্জয় পুণ্যজনক, আয়ুষ্কর এই ষোড়শরাজিক[১] উপাখ্যান শ্রবণপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি যে সমস্ত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ত তৎসমুদয়ের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছ? অথবা ঐ সকল উপাখ্যান শূদ্রাপতির শ্রাদ্ধের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গেল?'

তখন সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে তপোধন! পূর্ব্বতন যাজ্ঞিক রাজর্ষিগণের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিস্ময় বশতঃ আমার সমুদয় শোক দিনকরকরাপসারিত[২] অন্ধকারের ন্যায় অপনীত হইয়াছে, আমি বিগতপাপ ও ব্যথাশূন্য হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?' নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি ভাগ্যবলে বিগত-শোক হইয়াছ; এক্ষণে স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইবে; আমরা মিথ্যাবাদী নহি।' সৃঞ্জয় কহিলেন, 'ভগবন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি কৃতার্থ ও পরমাহ্লাদিত হইয়াছি; আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার কোন বিষয়ই অসুলভ হয় না।' তখন নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! দস্যুগণ তোমার পুত্রকে বৃথা নিহত করিয়াছে; আমি তাহাকে প্রোক্ষিত পশুর ন্যায় ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি।'

অনন্তর প্রসন্নচিত্ত দেবর্ষি নারদের প্রভাবে রাজা সৃঞ্জয়ের সেই কুবেরতনয়-সদৃশ অদ্ভুত পুত্র প্রাদুর্ভূত

১। ষোল জন রাজার। ২। সূর্য্যকিরণে দূরীকৃত।

হইল। স্বঞ্জয় পুত্রলাভে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রভূত দক্ষিণা-দান-সহকারে বহুবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ। সেই সুবর্ণষ্ঠীবী অকৃতকার্য্য, নিতান্ত ভীত, অযাজ্ঞিক ও অপত্যবিহীন ছিলেন এবং যুদ্ধেও বিনষ্ট হয়েন নাই; এই নিমিত্তই পুনরায় তিনি জীবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু সৈন্যগণের অভিমুখীন হইয়া সহস্র সহস্র শত্রুগণকে সন্তপ্ত করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া রণে নিহত হইয়াছেন। লোক ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র, জ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকে, মহাবীর অভিমন্যুরও সেই সমুদয় লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। বিদ্বান্ লোকেরা পুণ্যকার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বর্গপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বর্গবাসীর কদাচ এই পৃথিবীতে অধিবাস করিবার প্রার্থনা করেন না, অতএব সেই স্বর্গস্থ অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যুকে অত্রায় অপকৃষ্ট পার্থিব সুখ উপভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে আনয়ন করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে। যোগীরা সমাধিবলে পবিত্রদর্শন হইয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও কঠোর তপস্বীদিগের যে গতি হইয়া থাকে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেই অক্ষয় গতি লাভ করিয়াছেন। মহাবীর অভিমন্যু দেহান্তে দেহান্তর লাভ করিয়া অমৃতময় স্বীয় রশ্মিপ্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। ঐ মহাবীর এক্ষণে স্বীয় চান্দ্রমসী তনু লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠিরের শোকশান্তি

হে যুধিষ্ঠির। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হও। বরং জীবিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা আমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্ত মহাত্মাদের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি বিধেয় নহে। শোক করিলে তাহার পাপ পরিবর্দ্ধিত হয়; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মঙ্গললাভার্থ যত্নবান্ হইবেন। হর্ষ, অভিমান ও সুখপ্রাপ্তির অভিলাষ করা বিধেয়; বুধগণ এইরূপ অবধান করিয়া কদাচ শোকাকুল হয়েন না। ফলতঃ শোক শোকান্তরের উৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সম্যক্ অবগত হইয়া উত্থিত ও যত্নবান্ হও; আর বৃথা শোকাকুল হইও না। তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপঃ ও সর্ব্বভূত-সমতা এবং সম্পত্তির অস্থৈর্য্য ও সৃঞ্জয়ের মৃত পুত্রের পুনরায় জীবনপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আর শোক করিও না; আমি চলিলাম।' এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

নির্ম্মল নভোমণ্ডলসদৃশ শ্যামকলেবর ভগবান্ ব্যাস এইরূপে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির মহেন্দ্রপ্রতিম, তেজস্বী, ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্ত, পূর্ব্বতন নৃপতিদিগের যজ্ঞসম্পত্তির বিষয় শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে উহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু 'অর্জ্জুনকে কি বলিব', এই মনে করিয়া পুনরায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।"

অভিমন্যুবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

প্রতিজ্ঞাপর্ব্বাধ্যায়—অর্জ্জুনের অন্তর শোকাকুল

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ। প্রাণিগণের ক্ষয়কর সেই ভয়ানক দিবা অবসান হইল দিনকর অস্তগমন করিলেন, সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে এবং সৈন্যগণ স্কন্ধাবারে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কপিকেতন ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্রজালে সংশপ্তকগণকে সংহারপূর্ব্বক সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে সাশ্রুকণ্ঠে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেশব। কেন অদ্য আমার হৃদয় ভীত, বাক্য স্খলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও গাত্র অবসন্ন হইতেছে? ক্লেশজনক অমঙ্গলচিন্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না, আমি চারিদিকে উৎপাত ও বহুবিধ অনিষ্টসূচক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিত্রাসিত হইয়াছি। হে মধুসূদন। এই সমুদয় অমঙ্গলসূচক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অমাত্যসমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশলবিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে।'

কৃষ্ণের অর্জ্জুন-সান্ত্বনা

বাসুদেব কহিলেন, 'ধনঞ্জয়। অমাত্য-সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন; তুমি

দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর, তোমাদের অতি অল্পমাত্র অনিষ্ট হইবে।'

অনন্তর মহাবীর বাসুদেব ও অর্জ্জুন সন্ধ্যোপাসনা করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধ-বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শিবির আনন্দশূন্য, দীপ্তিশূন্য ও নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় আকুল-হৃদয় হইয়া কেশবকে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! আজি মঙ্গলতূর্য্যনিঃস্বন এবং দুন্দুভিনাদসহকৃত শঙ্খ ও পটহের শব্দ হইতেছে না, করতালসমবেত বীণাবাদন রহিত হইয়াছে এবং বন্দিগণ আমার নিকটে স্তুতিযুক্ত মনোহর মঙ্গলগীত-সকল গান ও পাঠ করিতেছে না। যোদ্ধগণ আমাকে দেখিয়াই অধোমুখে পলায়ন করিতেছে; উহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না। হে মাধব! আজ আমার ভ্রাতৃগণ কি কুশলে আছেন? আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে। হে মানদ! পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোদ্ধগণ সকলে কি কুশলে আছেন? আমি সংগ্রাম হইতে আগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমন্যু ভ্রাতৃগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সহাস্য-বদনে কেন আমার প্রত্যুদগমন করিল না?'

অভিমন্যু-অদর্শনে অর্জ্জুনের সশোক আশঙ্কা

কৃষ্ণ ও বাসুদেব এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ নিতান্ত অসুস্থ ও বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন। দুর্ম্মনায়মান ধনঞ্জয় শিবিরমধ্যে সমুদয় ভ্রাতা ও পুত্রগণকে অবলোকন করিলেন, কিন্তু অভিমন্যুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমাদের সকলেরই মুখবর্ণ অপ্রসন্ন হইয়াছে এবং তোমরা কেহই আমাকে অভিনন্দন করিতেছ না, বৎস অভিমন্যু কোথায়? আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক অভিমন্যু বিনা তোমাদের মধ্যে এমন আর কেহই নাই যে, তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমি তাহাকে ব্যূহ হইতে বিনির্গমনবিষয়ে উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা কি সেই বালককে ব্যূহে প্রবেশিত করিয়াছিলে? পরবীরহা মহাধনুর্দ্ধর সুভদ্রানন্দন কি শত্রুগণের বহুসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে? বল, লোহিতাক্ষ, মহাবাহু, পর্ব্বতজাত সিংহসদৃশ, উপেন্দ্রোপম, মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল? কোন্ ব্যক্তি কালপ্রেরিত হইয়া দ্রৌপদী, কেশব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতিভাজন, সুভদ্রার প্রিয়পুত্রকে বিনাশ করিল? বিক্রম, শ্রুতি ও মাহাত্ম্যে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা কেশবের সমকক্ষ মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? সুভদ্রার প্রাণপ্রিয়, আমার নিরন্তর লালিত, শৌর্য্যশালী পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই যমলোকে অবলোকন করিব। মৃদুকুঞ্চিত-কেশান্ত, মৃগশাবকাক্ষ, মত্তবারণ-বিক্রান্ত, শালপোত সদৃশ সমুন্নত, মহাবীর অভিমন্যু সতত স্মিত, প্রিয়ভাষী, শান্ত, গুরুবাক্যের অনুগত, অমৎসর, মহোৎসাহ, ভক্তানুকম্পী, দান্ত, অনীচানুসারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধাভিনন্দী, অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন, আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিতাচরণে নিযুক্ত, পিতৃগণের জয়াভিলাষী, অভূতপূর্ব্ব যোদ্ধা ও সংগ্রামে নির্ভয় ছিল এবং বালক হইয়াও যুবজনের ন্যায় কার্য্য করিত। আমি যদি সেই প্রিয়পুত্রের সন্দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি প্রদ্যুম্ন, কেশব ও আমার নিরন্তর প্রীতিভাজন, রথিগণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক, তরুণবয়স্ক, মহাবাহু পুত্রকে দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয় তনয়ের সেই সুন্দর নাসা, সুন্দর ললাট, চক্ষু, সুন্দর ভ্রূ ও সুন্দর ওষ্ঠ-সমন্বিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ, সেই তন্ত্রী শব্দের ন্যায়, পুংস্কোকিলরবের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ এবং সেই দেবগণদুর্লভ, অপ্রতিম রূপ অবলোকন না করিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? অভিবাদনদক্ষ, পিতৃগণের বাক্যে অনুরক্ত অভিমন্যুকে না দেখিলে আমার হৃদয় কোনমতেই সুস্থির হইবে না।

সুকুমার, মহার্হ-শয়নোচিত, মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য সহায়সম্পন্ন হইয়াও আজি অনাথের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। যে বীর শয়ন করিয়া অমরাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইত, আজি অশিব শিবাগণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বাণবিদ্ধকলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ করিতেছে।

পূর্ব্বে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মধুরস্বরে স্তুতিপাঠ করিয়া যে মহাবীরকে প্রবোধিত করিত, আজি শ্বাপদগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বিকৃত-স্বরে চীৎকার করিতেছে। যে মুখচন্দ্র পূর্ব্বে ছত্রচ্ছায়ায় সমাবৃত থাকিত, আজি ধূলিপটল নিশ্চয়ই তাহা সমাচ্ছন্ন করিবে। হা পুত্র! আমি তোমায় বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও অবিতৃপ্ত থাকিতাম, এক্ষণে কাল এই ভাগ্যহীনের নিকট হইতে তোমাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিল। আজি পুণ্যবানগণের আশ্রয়, স্বীয় প্রভাবপ্রদীপ্ত, মনোহর যমপুরী তোমা দ্বারা অধিকতর শোভমান হইতেছে এবং যম, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের তোমাকে প্রিয় অতিথি লাভ করিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।'

নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্ যেমন বিলাপ করে, ধনঞ্জয় সেইরূপ বিলাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! অভিমন্যু কি শত্রু বিমর্দ্দনপূর্ব্বক মহাবীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? অসহায় অভিমন্যু যত্নাতিশয়সহকারে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাহায্যলাভার্থী হইয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আমার বালক পুত্র অভিমন্যু কর্ণ, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি নৃশংসগণ কর্তৃক নানা চিহ্নে চিহ্নিত, সুধৌতাগ্র, তীক্ষ্ণ সায়কনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া 'হা তাত! এক্ষণে আমাকে পরিত্রাণ কর', এই বলিয়া বারংবার বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপাতিত হইয়াছে অথবা মহাবীর অভিমন্যু আমার ঔরস, সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত ও বাসুদেবের ভাগিনেয়, সে এরূপ আর্ত্তনাদ করিবার পাত্র নয়।

আমার হৃদয় বজ্রসারময় ও নিতান্ত কঠিন সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই সেই দীর্ঘবাহু আরক্তলোচন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। নৃশংসগণ মহাধনুর্দ্ধর হইয়া কি প্রকারে বাসুদেবের ভাগিনেয়, আমার পুত্র সেই বালকের উপর মর্ম্মভেদী শরজাল নিক্ষেপ করিল। অদীনাত্মা অভিমন্যু প্রতিদিন প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক আমাকে অভিনন্দন করিত, আজি আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছি, কিন্তু সে কেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না? নিশ্চয়ই সে রুধিরাক্ত কলেবরে সমরাঙ্গনে শয়ান হইয়া নিপতিত আদিত্যের ন্যায় স্বীয় দেহপ্রভায় ধরাতল শোভমান করিতেছে। সুভদ্রার নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি সন্তাপ জন্মিতেছে, সে সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রকে নিহত শ্রবণপূর্ব্বক শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। হায়! অদ্য সুভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্যুকে না দেখিয়া আমাকে কি বলিবে এবং তাহারা দুঃখার্ত্ত হইলে আমিই বা কি বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিব? যদি বধূকে শোককর্ষিত-চিত্তে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা বজ্রসারময়, সন্দেহ নাই।

আমি গর্ব্বিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়াছি। বাসুদেবও বৈশ্যানন্দন যুযুৎসুকে বীরগণের প্রতি এইরূপ তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছেন যে, 'হে অধার্ম্মিক মহারথগণ! তোমরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক বৃথা আনন্দিত হইতেছ, অচিরাৎ পাণ্ডবগণের বল দেখিতে পাইবে। তোমরা যখন সংগ্রামে কেশব ও অর্জ্জুনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ, তখন তোমাদের শোকসময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তবে কেন বৃথা প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছ? তোমরা অবিলম্বে এই পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। অধর্ম্মের ফল অতি সত্বরেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।' মহামতি যুযুৎসু কোপাবিষ্ট ও দুঃখান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিতে বলিতে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপগত হইয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি যুযুৎসুর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমাকে কি নিমিত্ত জ্ঞাত করাও নাই? আমি ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৃশংস মহারথগণের সকলকেই শরানলে দগ্ধ করিতাম।'

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিমন্যুনিধনবার্ত্তা জ্ঞাপন

মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া সাশ্রুনয়নে চিন্তা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! এইরূপ হইও না; অপলায়ী শূরগণের, বিশেষতঃ যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের সকলেরই এই পথ। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞেরা অপরাঙ্মুখ যুধ্যমান শূরগণের এইরূপ গতিই বিধান করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই

তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিমন্যু পুণ্যকর্ম্মাদিগের লোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সমুদয় বীরগণই সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, মহাবীর অভিমন্যু মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্রগণকে সংহার করিয়া বীরজনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে ; অতএব তুমি শোক করিও না। পূর্ব্বতন ধর্ম্মসংস্থাপকগণ যুদ্ধ-মৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। তুমি শোকসমাবিষ্ট হইয়াছ বলিয়া তোমার এই ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্‌গণ সকলই দীনমনা হইয়াছেন, তুমি শান্ত-বাক্যে ইহাদিগকে আশ্বাসিত কর। বেদিতব্য বিষয়ে তোমার শোক করা নিতান্ত অনুচিত হইতেছে।'

অর্জ্জুনের অভিমন্যু-সমরক্রম শ্রবণেচ্ছা

মহাবীর ধনঞ্জয় অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া শোককর্ষিত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতৃগণ। সেই দীর্ঘবাহু কমলায়তলোচন অভিমন্যু যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল, শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের সমক্ষে স্বীয় পুত্রের বৈরিগণকে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পরিবার-গণের সহিত সংহার করিব। তোমরা সকলে কৃতাস্ত্র ও শস্ত্রপাণি ; তোমাদের সমক্ষে বজ্রপাণি সুররাজও কি অভিমন্যুকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন ? হায়! যদি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আমার পুত্রের রক্ষণে অসমর্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাহাকে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারূঢ় হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতেছিলে, তথাপি শত্রুগণ কি প্রকারে অন্যায় সংগ্রাম করিয়া অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিল ? কি আশ্চর্য্য! এখন জানিলাম, তোমাদের কিছুমাত্র পৌরুষ নাই ; অভিমন্যু তোমাদের সমক্ষেই নিপাতিত হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ ; কেন না, তোমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল, ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি এ স্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তবে তোমাদের বর্ম্ম, শস্ত্র ও আয়ুধ-সকল কি ভূষণের নিমিত্ত এবং বাক্য কি সভামধ্যে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত ?'

পুত্রশোকসন্তপ্ত ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া অশ্রু-পূর্ণমুখে ধনু ও খড়্গহস্তে অবস্থান করত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় মুহুর্ম্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব ব্যতীত আর কোন সুহৃদ্‌ই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ দুইজন সকল অবস্থাতেই অর্জ্জুনের অনুকূল ছিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা তৎকালে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন যুধিষ্ঠির পুত্রশোকাধি-কাতর রাজীবলোচন ক্রোধসন্তপ্তচিত্ত অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অভিমন্যুর নিধনবৃত্তান্ত বর্ণন

'হে মহাবাহো! তুমি সংশপ্তক-সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে সংব্যূহিত[১] করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন আমরা রথ ও সৈন্য প্রতিব্যূহিত[২] করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমুদ্যত হইলাম। বহুসংখ্যক বীরপুরুষ আমাকে রক্ষা করত দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে নিশিত শরনিকরে নিতান্ত উৎপীড়িত করিয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দ্রোণ কর্ত্তৃক এরূপ নিপীড়িত হইলাম যে, তাঁহার সৈন্য ভেদ করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলাম না। তখন অপ্রতিমবীর্য্য-সম্পন্ন সুভদ্রাকুমারকে কহিলাম, বৎস! দ্রোণা-চার্য্যের সৈন্য ভেদ কর। বীর্য্যবান্ অভিমন্যু আমাদের নিয়োগানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় সেই অসহ্য ভার বহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেমন সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই বালক দ্রোণ-সৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা তাহার অনুগমন করিলাম এবং সে যেরূপে সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রথ রুদ্রের

১। সুসজ্জিত। ২। প্রতিরোধার্থ সুসজ্জিত।

বরদানপ্রভাবে আমাদিগের সকলকেই নিবারিত করিল। তখন মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা এই ছয় জন রথী সেই অসহায় বালককে বেষ্টিত করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও তাঁহাদের শরে বিরথ হইল। তখন দুঃশাসনের পুত্র অবিলম্বে তাহার সমীপে গমনপূর্ব্বক স্বয়ং সংশয়াপন্ন হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। মহাবীর অভিমন্যু প্রথমতঃ সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ, নয় শত হস্তী দুই সহস্র রাজপুত্র এবং অলক্ষিত বহুবীর ও রাজা বৃহদ্বলকে সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং স্বর্গে গমন করিল। হে ধনঞ্জয়! আমাদিগের এই শোকজনক ব্যাপার এইরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে।'

জয়দ্রথ-বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা

তখন পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া 'হা পুত্র!' বলিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সকলে বিষণ্ণবদন হইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টনপূর্ব্বক অনিমিষ-নয়নে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ধনঞ্জয় সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং জ্বরগ্রস্তের ন্যায় কম্পিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি করে কর নিপীড়ন ও উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জয়দ্রথকে বিনাশ করিব। যদি জয়দ্রথ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণকে পরিত্যাগ না করে, যদি আমাদিগের পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বা আপনার শরণাপন্ন না হয়, নিশ্চয়ই কল্য আমার শরে সে বিনষ্ট হইবে। সেই পাপাত্মা আমার সৌহৃদ্য বিস্মৃত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য করিতেছে এবং সেই পাপাত্মাই অভিমন্যুবধের হেতু হইয়াছে। অতএব কালি তাহাকে সংহার করিব। দ্রোণই হউন, আর কৃপই হউন, যে কেহ তাহার রক্ষার্থে আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার শরনিকরে আচ্ছাদিত হইতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! আমি যাহা কহিলাম, যদি সংগ্রামে সেই প্রকার কার্য্য না করি, তাহা হইলে যেন আমার পুণ্যলব্ধ লোক-সকল লাভ না হয়। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী, গুরুদাররত, খল, সাধুগণের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাঁহাদিগের পরিবাদদাতা[১], গচ্ছিত ধনের অপহারক, বিশ্বাসঘাতী, ভুক্তপূর্ব্বা স্ত্রীর নিন্দক, অযশস্বী, ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, বৃথা-পায়সভোজী[২], বৃথা-যবান্ন-ভোজী, বৃথা-শাকভোজী বৃথা-তিলান্নভোজী, বৃথা-পিষ্টকভোজী, বৃথা-মাংসভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রশংসিত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও গুরুর অবমন্তা যে লোকে গমন করে, আমিও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শ করে এবং যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্মা, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগ করে, আমি যেন তাহাদের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নগ্ন হইয়া স্নান করে, যাহার নিকট অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করে এবং যে নীচাশয় ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্রিতগণকে প্রদান না করিয়া তাহাদের সমক্ষে স্বয়ং মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, আমি যেন তাহাদিগের ভয়ানক গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত, সাধু ও বাক্যানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা উপকারকের নিন্দা করে, যে পূজনীয় প্রতিবেশীকে[৩] শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, যে মর্য্যাদা ভেদ করে, বৃষলী[৪]-গমন করে, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং ভ্রাতৃনিন্দক, আমি অবিলম্বে যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই। যদি কল্য জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে এ স্থলে যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তিত হইল না, আমি যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই।

আমি পুনরায় অন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদি কল্য পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তগত হয়েন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব। অসুর, সুর, মনুষ্য, পক্ষী, সর্প, পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি,

১। নিন্দাকারী। ২। দেবোদ্দেশে অনিবেদিত। ৩। প্রতিবেশীকে। ৪। শূদ্রাণী।

দেবর্ষি এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক অন্যান্য প্রাণিগণ কেহই আমার শত্রুকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। অভিমন্যুর শত্রু যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর বা রসাতলে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি শরশত দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব।'

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব-শরাশন নিক্ষেপ করিলেন। শরাসনের শব্দ ধনঞ্জয়ের শব্দ অতিক্রম করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন; অর্জ্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য-শঙ্খ কেশবের মুখ-বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে তাহার ছিদ্র হইতে নির্ঘোষ নিঃসৃত হইয়া জগতীতল, পাতাল, আকাশ ও দিক্‌পালগণকে বিকম্পিত করিল। তখন পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র বাদ্যধ্বনি ও সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

জয়দ্রথের ভাতি—দ্রোণাচার্য্যের অভয়দান

চরগণ জয়লোলুপ পাণ্ডবগণের সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ উত্থানপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত, বিমুগ্ধচিত্ত ও শোক-সাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া অনেক বিবেচনা করিয়া ভূপালগণের সভায় গমন করিলেন এবং অর্জ্জুনের ভয়ে নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে ভূপালগণ! পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামপরবশ ইন্দ্রের ঔরসে সমুৎপন্ন দুর্ব্বুদ্ধি ধনঞ্জয় আমাকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছে; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করি অথবা আপনারা সকল বীর অস্ত্রবলে আমাকে রক্ষা করুন। পার্থ আমাকে নিধন করিতে বাসনা করিয়াছে, আপনারা আমাকে অভয় প্রদান করুন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাহ্লীক ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ যম-নিপীড়িত ব্যক্তিকেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, অতএব অর্জ্জুন একাকী আমাকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না যথার্থ বটে; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনারা সমস্ত ভূপাল একত্র হইয়াও আমাকে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছি; মুমূর্ষুর ন্যায় আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে। নিশ্চয়ই গাণ্ডীবধন্বা আমাকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; সেই নিমিত্ত পাণ্ডব-গণ শোককালেও হৃষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে। ভূপালগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব হে ভূপতিগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমি পলায়নপূর্ব্বক লুক্কায়িত হইয়া থাকি, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ আমার দর্শন প্রাপ্ত হইবে না।'

জয়দ্রথ ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মকার্য্যসাধনতৎপর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে কহিলেন, 'সিন্ধুরাজ! ভীত হইও না; তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিলে কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, দুর্দ্ধর্ষ বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্ম্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গ, অবন্তি-দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপাল, আমরা সকলে সসৈন্যে তোমার চতুর্দ্দিকে গমন করিব। তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। তুমি স্বয়ংও রথিশ্রেষ্ঠ এবং শৌর্য্য-শালী; তবে পাণ্ডবগণকে ভয় করিতেছ কেন? আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্নসহকারে যুদ্ধ করিবে। অতএব তুমি ভীত হইও না; তোমার ভয় দূরীভূত হউক।'

হে রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্তৃক এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া সেই রাত্রিতে তাঁহার সহিত দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচার্য্য! দূরস্থ লক্ষ্যে শরনিপাতন, লঘুত্ব ও দৃঢ়বেধনে অর্জ্জুনের সহিত আমার প্রভেদ কি, বলুন। আমি আপনার নিকট অর্জ্জুন ও আমার যুদ্ধবিদ্যার তারতম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের ও আমার যথার্থ বিদ্যা ব্যাখ্যা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! তোমার ও অর্জ্জুনের গুরূপদেশ সমান; কিন্তু অর্জ্জুন যোগ ও দুঃখাবস্থান-নিবন্ধন তোমা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না; আমি তোমাকে ভয় হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। মদ্ভুজরক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অমরগণও প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন ব্যূহ ব্যূহিত করিব যে, পার্থ তাহা কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত হইও না; স্বধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক পিতৃপৈতামহ-পথে অনুগমন কর। তুমি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন, হোম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব মৃত্যু তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়। যদি তুমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে নিহত হও, তাহা হইলে মূঢ় মনুষ্যগণের দুর্লভ মহাভাগ্য লাভ করিয়া স্বীয় ভুজ বীর্য্যার্জ্জিত যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট দিব্য লোক-সকল লাভ করিবে। কৌরব, পাণ্ডব ও বৃষ্ণি এবং আমি, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মনুষ্যগণ সকলেই অচির-স্থায়ী। আমারা সকলেই বলবান্ কাল কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে নিহত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম লইয়া পরলোকে গমন করিব। হে সিন্ধুরাজ! তপস্বিগণ তপস্যা করিয়া যে সকল লোক প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয়-বীরগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সেই সমস্ত লোক লাভ করেন।'

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক এই-রূপ আশ্বাসিত হইয়া অর্জ্জুনের ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন সমুদয় কৌরবসৈন্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিল।"

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞাশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া ভ্রাতৃগণের সম্মতিক্রমে 'জয়দ্রথকে বধ করিব' বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহা অত্যন্ত সাহসের কর্ম্ম হই-য়াছে। এই যে বিষম ভার উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কি প্রকারে আমরা সকল লোকের উপহাস হইতে পরিত্রাণ পাইব? আমি দুর্য্যোধনের শিবিরে চরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এই তাহারা ত্বরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই বার্ত্তা নিবেদন করিতেছে যে, তুমি জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে অস্মৎপক্ষীয় বাদিত্রনাদসহকৃত সুমহান্ সিংহনাদ কৌরবগণের শ্রবণগোচর হইয়াছিল। সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সেই শব্দে নিতান্ত ভীত হইলেন এবং এই সিংহনাদ অকারণ নয়, মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যুবধ-শ্রবণে কাতর হইয়া রোষবশতঃ রাত্রিতেই যুদ্ধ করিতে বহির্গত হই-বেন সন্দেহ নাই, এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৌরবগণের হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথ-সমূহের ভীষণধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। হে রাজীবলোচন! সত্যব্রত কৌরবগণ এইরূপে যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতেছে, এমন সময় তোমার জয়দ্রথবধের সত্যপ্রতিজ্ঞা তাহাদের শ্রবণগোচর হইল। দুর্য্যো-ধনের অমাত্যগণ তোমার দারুণ প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে সকলেই ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভীত ও দুর্ম্মনায়মান হইতে লাগিল।

তখন সিন্ধু-সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অমাত্যগণের সহিত আপনার শিবিরে আগমনপূর্ব্বক সমুদয় কল্যাণকর কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া রাজ-সমাজে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে কুরু-নন্দন! ধনঞ্জয় আমাকে তাহার পুত্রহন্তা বলিয়া কালি আক্রমণ করিবে, সে সেনাগণের মধ্যে আমার প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, সর্প বা রাক্ষসগণ সব্যসাচীর সেই প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনারা সংগ্রামে আমাকে রক্ষা করুন; ধনঞ্জয় যেন আপনাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে। যদি আপনারা সংগ্রামে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অনুজ্ঞা করুন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।'

কুরুরাজ দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাক্শিরাঃ[১] ও বিমনায়-মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা জয়দ্রথ দুর্য্যোধনকে কাতর দেখিয়া মৃদুস্বরে আপনার হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্! মহাযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র-সকল প্রতিহত করিতে পারে,

১। নতমস্তক।

আমাদের মধ্যে এমন ধনুর্দ্ধর বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে গাণ্ডীব-ধনু কম্পন করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দরও তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না। শুনিয়াছি, ধনঞ্জয় পূর্ব্বে হিমালয়-পর্ব্বতে পাদচারে মহাবীর প্রভু মহেশ্বরের সহিত সংগ্রাম এবং দেবরাজের নিদেশানুসারে একরথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবের প্রাণ সংহার করিয়াছে। আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় ধীমান্ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইলে অমরগণের সহিত ভুবনত্রয়কে বিনষ্ট করিতে পারে। এই জন্য আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, হয় আপনারা আমাকে পলায়নে অনুজ্ঞা করুন, না হয়, বীর্য্যশালী মহাত্মা দ্রোণপুত্রের সহিত আমাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন।'

হে অর্জ্জুন! রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্যানুসারে তাঁহার রক্ষার্থে আচার্য্যের নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। সদুপায়-সকল বিহিত এবং অশ্ব ও রথ সকল সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, দুর্জ্জয় বৃষসেন, কৃপ ও শল্য এই ছয় জন সমরে অগ্রসর হইবেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিবেন, উহার পূর্ব্বার্দ্ধ শকট ও পশ্চাদর্দ্ধ পদ্মের ন্যায় হইবে। পদ্মের মধ্যস্থলে সূচীনামে গূঢ়-ব্যূহ নির্ম্মিত হইবে এবং জয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণে রক্ষিত হইয়া সেই সূচী-ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। হে পার্থ! উল্লিখিত ছয় রথী ধনুঃ, অস্ত্র, বল, বীর্য্য ও ঔরস-প্রভাবে নিতান্ত অসহনীয়[1]। এই ছয় জনকে পরাজিত না করিলে জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। হে ধনঞ্জয়! ঐ ছয় জনের প্রত্যেকের বীরত্বের বিষয় চিন্তা কর, তাঁহারা মিলিত হইলে শীঘ্র তাঁহাদিগকে পরাজিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আত্মহিত ও কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রণাভিজ্ঞ সচিব ও সুহৃদ্‌গণের সহিত পুনরায় নীতি-মন্ত্রণা করা আমাদের কর্ত্তব্য।'

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

জয়দ্রথবধ প্রতিজ্ঞাবিষয়ে অর্জ্জুনের দৃঢ়তা

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মধুসূদন! তুমি দুর্য্যোধনের ছয় জন রথীকে অধিকতর বলবান্ বলিয়া বোধ করিতেছ, আমার বোধ হয়, তাহাদিগের বীরত্ব আমার বীরত্বের অর্দ্ধভাগেরও সমান নহে। তুমি দেখিবে, আমি জয়দ্রথবধার্থে সংগ্রামে গমন করিয়া অস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত বীরগণের অস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন ও সিন্ধুরাজের মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিব; দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে স্বগণসমভিব্যাহারে বিলাপ করিবেন। যদি সুররাজ ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গরুড়, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমুদয় সাধ্য, রুদ্র, বসু, দেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সাগর, পর্ব্বত, দিক্, দিক্‌পতি, গ্রাম্য ও আরণ্য প্রাণী ও অন্যান্য স্থাবর-জঙ্গমগণ সিন্ধুরাজের পরিত্রাতা হয়েন, তথাপি কালি তুমি তাহাকে আমার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিবে। আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি জয়দ্রথের রক্ষক, অতএব অগ্রে তাঁহাকেই আক্রমণ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের উপরেই এই সংগ্রামের জয়-পরাজয় নির্ভর করিয়াছে; অতএব আমি দ্রোণেরই সেনাগ্রভাগ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজের নিকট গমন করিব। কালি তুমি দেখিবে যে, মহাধনুর্দ্ধরগণ বজ্র-বিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গ সমূহের ন্যায় আমার সুতীক্ষ্ণ নারাচনিচয়ে বিদীর্য্যমাণ হইতেছে এবং মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ-সমুদয় নিশিত[1] শরসম্পাতে বিদীর্ণ-কলেবর ও নিপতিত হইয়া শোণিতধারা মোক্ষণ করিতেছে। গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত মনোমারুতগামী[2] শরনিকর সহস্র সহস্র নর, বারণ ও অশ্বের প্রাণ সংহার করিবে। আমি যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছি, নরপতিগণ এই যুদ্ধে তৎসমুদয় নয়নগোচর করিবেন। কালি তুমি দেখিবে যে, যাঁহারা সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র-সমুদয় আমার ব্রহ্ম-অস্ত্রে বিনাশিত এবং শরবেগচ্ছেদিত নরপতিগণের মস্তক-সমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছাদিত হইতেছে। আমি রাক্ষসগণকে পরিতৃপ্ত, শত্রুগণকে দ্রাবিত, সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত ও সিন্ধুরাজকে নিহত করিব। অশেষাপরাধী, অনাত্মীয়, পাপদেশ-সমুৎপন্ন সিন্ধুরাজ আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া আত্মীয়গণকে শোকাকুল করিবে। কালি পাপাচার-পরায়ণ জয়দ্রথকে সমুদয় রাজার সহিত শরনিকরে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে। কালি প্রভাতে

১। অপরাভবনীয়—যাহাকে সহজে পরাজিত করা যায় না।

১। তীক্ষ্ণ। ২। মন এবং বায়ু, তার শীঘ্রগামী।

আমি এরূপ কার্য্য করিব যে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই ভূমণ্ডলে আমার সদৃশ ধমুর্দ্ধর আর কেহই নাই বলিয়া নিশ্চয় করিবে। গাণ্ডীব ধনুঃ, আমি যোদ্ধা ও তুমি সারথি; তবে আমার অজেয় আর কি আছে? হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে যুদ্ধে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই; তুমি আমার পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য জানিয়াও কেন আমাকে তিরস্কার করিতেছ? চন্দ্রের শোভা ও সমুদ্রের জল যেমন স্থির, আমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ অচল জানিবে। হে মধুসূদন! আমার এবং আমার অস্ত্র, দৃঢ় ধনু ও বাহুবলের অবমাননা করিও না। আমি এরূপে সংগ্রামে গমন করিব যে, আমার অবশ্যই জয়লাভ হইবে; আমি কখনই পরাজিত হইব না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তুমি মনে স্থির কর যে, জয়দ্রথ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে নম্রতা, যজ্ঞে শ্রী ও নারায়ণে জয় প্রতিনিয়তই বিরাজমান থাকে।'

ইন্দ্রনন্দন ধনঞ্জয় মহাত্মা হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আদেশ করিলেন যে, 'হে কেশব! যাহাতে রজনী প্রভাত হইবামাত্র আমার রথ সুসজ্জিত হয়, সাতিশয় উদ্যম সহকারে তাহার চেষ্টা করিও'।"

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুভদ্রাকে সান্ত্বনাপ্রদান

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! শোকদুঃখাকুল বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সেই রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাতক্রোধ জানিয়া, না জানি কি দুর্ঘটনা ঘটিবে, এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নিদারুণ, রুক্ষ, অমঙ্গলসূচক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; দিবাকরে কবন্ধ ও অর্গল দৃষ্ট হইল; বিনামেঘে বজ্রাঘাত, নির্ঘাত ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল; পৃথিবী শৈল ও কাননের সহিত বিকম্পিত এবং সাগর-সকল ক্ষুব্ধ হইল; নদী-সকল প্রতিকূলস্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাক্ষসগণের প্রমোদ ও যমরাজ্য-সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত রথী, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল এবং বাহন-সকল মল-মূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ এই সমস্ত লোমহর্ষণ নিদারুণ উৎপাত দর্শন ও মহাবল সব্যসাচীর কঠোর প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় বাসুদেবকে কহিলেন, 'কেশব! তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রাকে এবং আমার পুত্রবধূ ও তাঁহার বয়স্যাগণকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদের শোকাপনোদন কর।'

তখন নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমনপূর্ব্বক পুত্রশোকাকুলা ভগিনীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, 'সুভদ্রে! কুমারের নিমিত্ত স্নুষার[১] সহিত আর শোক করিও না; কাল সকল প্রাণীকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। সৎকুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপ প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব আর শোক করিবার আবশ্যক নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যাজনিত, সর্ব্বকামপ্রদ, অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যা, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিই লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে; তোমার পুত্র পরম গতি লাভ করিয়াছে। হে বরারোহে! পাপাত্মা শিশুঘাতক সিন্ধুরাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত এই পর্ব্বের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ঐ পাপকারী রজনী প্রভাত হইলে অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেও ধনঞ্জয়ের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। কালি অবশ্যই তোমার শ্রবণগোচর হইবে যে, সিন্ধুরাজের মস্তক সমন্তপঞ্চকের বহিঃপ্রদেশে সমানীত হইয়াছে; অতএব শোক পরিত্যাগ কর, রোদন করিও না। শস্ত্রজীবিগণ যেরূপ গতি লাভ করিয়া থাকেন, শৌর্য্যশালী অভিমন্যু ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

১। পুত্রবধূ।

বিশালবক্ষাঃ, মহাবাহু, সমরে অপরাঙ্মুখ রথিগণের নিহন্তা, পিতৃ-মাতৃপক্ষের অনুগত, বীর্য্যবান্, শৌর্য্য-শালী, মহারথ অভিমন্যু সহস্র শত্রুকে সংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে, অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। হে ভদ্রে! পার্থ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সফল হইবে, কদাচ অন্যথা হইবে না। তোমার স্বামীর চিকীর্ষিত[১] বিষয় কখনই নিষ্ফল হয় নাই। যদি সমুদয় মনুষ্য, সর্প, পিশাচ, রাক্ষস, পতঙ্গ, সুর ও অসুরগণ রণক্ষেত্রগত সিন্ধুরাজের সহিত মিলিত হয়েন, তথাপি সিন্ধুরাজ তাঁহাদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে'।"

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

সুভদ্রার বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন "মহারাজ! পুত্রশোকাধিকাতরা সুভদ্রা মহাত্মা কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'হা বৎস! হতভাগিনীর পুত্র! তুমি পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে কি প্রকারে নিধনপ্রাপ্ত হইলে? আমি কি করিয়া তোমার ইন্দীবরশ্যাম, সুদর্শন, চারুলোচন মুখমণ্ডল রণরেণু[২]-সমাচ্ছন্ন অবলোকন করিব? হে সমরাপরাঙ্মুখ মহাবীর! আজি তুমি সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে মনুষ্যগণ তোমাকে ভূতলে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হায়! পূর্ব্বে যাহার শয্যা মনোহর আস্তরণে সমাচ্ছন্ন থাকিত, আজি সেই সুখলালিত অভিমন্যু বাণবিদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছে? যে মহাভুজ বীর পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণের সহবাসে কালযাপন করিত, আজি সে যুদ্ধে নিপতিত হইয়া কি প্রকারে শিবাগণের সহবাসী হইয়া আছে? সূত, মাগধ ও বন্দিগণ হৃষ্ট হইয়া যাহাকে স্তব করিত, আজি রাক্ষসগণ তাহার নিকট ভীষণরবে চীৎকার করিতেছে। হা বৎস! পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকিতে কে তোমাকে অনাথের ন্যায় সংহার করিল? হে পুত্র! তোমাকে দর্শন করিয়া এই মন্দভাগিনীর নয়ন-যুগল পরিতৃপ্ত হয় নাই; অতএব আজি আমি তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অবশ্যই শমনভবনে গমন করিব। বিশাললোচনশালী, মনোহর কেশকলাপ-সম্পন্ন, চারু-বাক্যযুক্ত, সুগন্ধ ও ব্রণশূন্য তোমার সেই মুখমণ্ডল আবার কবে আমার নয়নগোচর হইবে? ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের বলে ধিক্! বৃষ্ণিবীরগণের বীরত্বে ধিক্! পাঞ্চাল-গণের সামর্থ্যে ধিক্! এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে ধিক্! তুমি সংগ্রামে গমন করিলে ইহারা তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। আমার শোকব্যাকুল লোচন অভিমন্যুর অদর্শনে সমুদয় পৃথিবী শূন্যের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হে বীর! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়, গাণ্ডীবধন্বার পুত্র ও স্বয়ং অতিরথ, তুমি আজি সমরে নিপতিত হইয়াছ, ইহা আমি কি প্রকারে অবলোকন করিব? হে বীর! তুমি স্বপ্নগত ধনের ন্যায় দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলে। হায়! এখন জানিলাম, মনুষ্যগণের সমুদয় দ্রব্যই জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অনিত্য। হা বৎস! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা মনোবেদনায় নিতান্ত কাতরা হইয়াছে, আমি কি প্রকারে ইহাকে সান্ত্বনা করিব? বৎস! আমি তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎসুক, কিন্তু তুমি আমাকে ফলকালে[১] পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে। যখন তুমি কেশবসনাথ হইয়াও সংগ্রামে অনাথের ন্যায় নিহত হইয়াছ, তখন কৃতান্তের গতি প্রাজ্ঞগণেরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নাই। হে বৎস। যাগশীল, দানশীল, ব্রাহ্মণ, কৃতাত্মা, ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদান্য গুরুশুশ্রূষানিরত ও সহস্র দক্ষিণাপ্রদ ব্যক্তির যে গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক! অপরাঙ্মুখ বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অরাতিগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিহত হইলে যে গতি প্রাপ্ত হয়েন, তুমি সেই গতি লাভ কর। যাঁহারা সহস্র গোদান, যজ্ঞার্থ দান, উপকরণ সম্পন্ন অভিমত গৃহ দান, শরণ্য[২]-ব্রাহ্মণগণকে রত্ন দান এবং দণ্ডার্হকে দণ্ড প্রদান করেন, তাঁহাদিগের যে পবিত্র গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। সংশিতব্রত[৩] মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নীপরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত

১। করিতে ইচ্ছুক—অভিলষিত। ২। যুদ্ধক্ষেত্রস্থ ধূলি-সমূহব্যাপ্ত।

১। ফলপ্রদান কালে অর্থাৎ পৌত্রমুখ প্রদর্শন কালে অথবা আমার পরিচর্য্যার সময়। ২। শরণাগত। ৩। ধৃতব্রত—নিয়মপরায়ণ।

হয়েন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার, চারি বর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সতত সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা[১] হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত ব্রতানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদের নিকট বিমুখ হয়েন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা মাতাপিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যে মনীষিগণ পরদারপরাঙ্মুখ হইয়া ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যা গমন করেন, যাঁহারা গতমৎসর হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হয়েন, যাঁহারা অন্যের মর্ম্মপীড়া প্রদানে বিরত থাকেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল হয়েন এবং যাঁহারা মধু, মাংস, মদ্য, দম্ভ, মিথ্যা ও পরপীড়ন পরিত্যাগ করেন, তুমি তাঁহাদিগের গতি লাভ কর। হ্রীমান্, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমার সেই গতি হউক।'

সুভদ্রা দীনা ও শোকাকুলা হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে দ্রুপদনন্দিনী উত্তরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে সাতিশয় রোদন ও বিলাপ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অচেতনপ্রায়া, রোদনশীলা, মর্ম্মবিদ্ধা, কম্পিতকলেবরা ভগিনীর গাত্রে জলসেচন ও তাঁহাকে সমুচিত হিতবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, 'সুভদ্রে! পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না। পাঞ্চালি! উত্তরাকে আশ্বাস প্রদান কর; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ক্ষত্রিয়গণের উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছে। হে বরাননে! আমার এই মানস যে, যশস্বী অভিমন্যু যে গতি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগের কুলজাত পুরুষগণ সকলেই সেই গতি প্রাপ্ত হউন। তোমার মহারথ পুত্র একাকী যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, আমরা ও আমাদের সুহৃদগণ সকলে একত্র হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি।'

১। খলতা।

মহাবাহু বাসুদেব, ভগিনী, দ্রৌপদী ও উত্তরাকে এইরূপ আশ্বাসিত করিয়া পার্থের নিকট গমনপূর্ব্বক ভূপালগণ, বন্ধুগণ ও অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন; তাঁহারাও স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।"

একোনাশীতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের উপায়বিধান

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তখন বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অপ্রতিম ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া উদকস্পর্শপূর্ব্বক সুলক্ষণসম্পন্ন স্থণ্ডিলে[১] বৈদূর্য্যসন্নিভ কুশ-সমূহে প্রস্তুত মঙ্গল-শয্যা বিস্তৃত করিয়া সমুচিত বিধানানুসারে মঙ্গলমাল্য, লাজ ও গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উত্তম উত্তম আয়ুধে পরিবৃত করিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ বিনীতভাবে রাত্রিকর্ত্তব্য ও ত্রৈয়ম্বক[২]-বলি সম্পাদন করিল। তখন ধনঞ্জয় উদকস্পর্শ করিয়া প্রীতচিত্তে গন্ধ-মাল্য দ্বারা বাসুদেবকে অলঙ্কৃত করিয়া রাত্রির সমুচিত উপহার প্রদান করিলেন। বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'অর্জ্জুন! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি শয়ন কর, আমি চলিলাম।'

অর্জ্জুনের প্রিয়ঙ্কর ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দ্বারদেশে গৃহীতাস্ত্র রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া দারুকসমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূরি ভূরি কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া পার্থের হিতের নিমিত্ত যোগাবলম্বনপূর্ব্বক তেজোদ্যুতিবিবর্দ্ধন শোকদুঃখাপহ উপায়বিধান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের শিবিরে কেহই নিদ্রিত হয়েন নাই, সকলেই জাগরিত থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাত্মা গাণ্ডীবধন্বা পুত্রশোকে সন্তাপিত হইয়া সহসা সিন্ধুরাজকে বধ করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কি প্রকারে সফল করিবেন? তিনি অতি দুষ্কর বিষয়ে অধ্যবসায় করিয়াছেন। রাজা জয়দ্রথ সামান্য বীর নহেন। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন তাঁহাকে অসংখ্য সৈন্য ও মহাবলপরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুন

১। পরিষ্কৃত ভূমিতে। ২। মহাদেবের পূজা।

পুত্রশোকাধিকাতর হইয়া যে দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সিন্ধুরাজ ও অন্যান্য অরাতিগণকে সংহারপূর্ব্বক তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরাগমন করুন। তিনি যদি কালি জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবেন; কদাচ আপনার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে পারিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়ের নিমিত্ত অর্জ্জুনের উপর নির্ভর করিয়া আছেন; যদি ধনঞ্জয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে? যদি আমরা কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকলের ফলে সব্যসাচী অরাতিগণকে জয় করুন।' পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এইরূপ জয়বিষয়ক কথোপকথনে অতি কষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন।

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব সেই রজনীমধ্যেই জাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক দারুককে কহিলেন, 'দারুক! অর্জ্জুন পুত্র-বিয়োগে কাতর হইয়া 'কালি জয়দ্রথকে সংহার করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দুর্য্যোধন পার্থের প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে যাহাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, মন্ত্রিগণের সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে। দুর্য্যোধনের সেই অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা সপুত্র দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথের রক্ষায় নিযুক্ত হইবেন। দ্রোণাচার্য্য যাহাকে রক্ষা করেন, দৈত্য ও দানবগণের দর্পহারী অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্রও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু ধনঞ্জয় যাহাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারেন, আমি অবশ্যই কালি তাহার উপায় করিব। কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি বান্ধবগণ, অর্জ্জুন অপেক্ষা কেহই আমার প্রিয়তর নয়। আমি মুহূর্ত্তমাত্রও অর্জ্জুন-শূন্য পৃথিবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইব না, ফলতঃ ধনঞ্জয় অবশ্যই কালি সংগ্রামে জয়লাভ করিবেন। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের হিতার্থে অসংখ্য নাগাশ্ব-সমবেত বীরগণকে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত পরাজয় ও সংহার করিব। ত্রিলোকের লোক কালি মহাযুদ্ধে আমার বলবিক্রম নিরীক্ষণ করুক। কালি সহস্র সহস্র ভূপাল, শত শত রাজপুত্র এবং অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিবে। আমি তোমার সমক্ষে পাণ্ডবগণের হিতার্থে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত কৌরবসৈন্য চক্র দ্বারা প্রমথিত ও নিপাতিত করিব। কালি, দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ প্রভৃতি সকলেই অবগত হইবেন যে, আমি সব্যসাচীর কিরূপ সুহৃৎ। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ্টা এবং যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের বশীভূত হয়, সে আমারও বশীভূত। ফলতঃ তুমি অর্জ্জুনকে আমার শরীরার্দ্ধ বলিয়া স্থির করিয়া রাখ।

হে দারুক! এই রাত্রি প্রভাত হইলে তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আমার উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত করিয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে হইবে। তুমি রথমধ্যে ছত্র, দিব্য কৌমোদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধনুঃ, শর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপকরণ সংস্থাপিত এবং রথোপস্থে রথশোভী, বীর্য্যশালী গরুড়ের ধ্বজ-স্থান পরিকল্পিত করিয়া সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, বিশ্বকর্ম্মবিরচিত, দিব্য কাঞ্চনজালে বিভূষিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারি অশ্ব রথে সং-যোজনপূর্ব্বক স্বয়ং কবচধারী[১] হইয়া অবস্থান করিও। ঋষভরাগ-পরিপূরিত পাঞ্চজন্য-শঙ্খের ভৈরব রব শ্রবণমাত্র সত্বর আমার নিকট আগমন করিবে। আমি এত দিনের পিতৃষ্বস্রেয়ের ক্রোধ ও দুঃখ-সমুদয় দূরীকৃত করিব। ধনঞ্জয় যাহাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন, আমি সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব। হে সারথে! আমি কহিতেছি, ধনঞ্জয় যে যে ব্যক্তিকে সংহার করিতে যত্ন করিবেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে।'

দারুক কহিলেন, 'হে পুরুষোত্তম! আপনি যাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই জয়লাভ হইবে, কখনই পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব। আজি অর্জ্জুনের জয়লাভের নিমিত্তই বিভাবরী সুপ্রভাত হইল'।"

অশীতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণের মহাদেবের নিকট গমন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এ দিকে অচিন্ত্য-বিক্রম ধনঞ্জয় আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনের চিন্তা

১। বর্ম্মাবৃত।

ও বাসদত্ত মন্ত্র স্মরণ করিয়া নিদ্রাগত হইলে মহাতেজা বাসুদেব স্বপ্নে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেমবশতঃ কোন কালে কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না; সুতরাং এক্ষণেও প্রত্যুত্থান করিয়া বাসুদেবকে আসন প্রদান করিলেন; কিন্তু স্বয়ং তৎকালে উপবেশনের অভিলাষ করিলেন না।

মহাতেজা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, এক্ষণে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'পার্থ! কাল অতি দুর্জ্জয়, কাল সকল ভূতকেই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে নিয়োজিত করে, অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? হে পণ্ডিতবর! তোমার শোক করা উচিত নয়, শোকে কার্য্যনাশ হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। শোক চেষ্টাহীন ব্যক্তির শত্রু। শোককারী ব্যক্তি শত্রুগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ করে এবং স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য।'

অপরাজিত অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে কেশব! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার পুত্রহন্তা দুরাত্মা জয়দ্রথকে কালি সংহার করিব; কিন্তু মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই সেই প্রতিজ্ঞাবিঘাতার্থ সিন্ধুরাজকে পৃষ্ঠভাগে সংস্থাপিত করিয়া রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি দুর্জ্জয় সৈন্য ও মহারথগণে পরিবৃত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার অতি দুঃসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ এক্ষণে দক্ষিণায়ন, দিবাকর অতি শীঘ্র অস্তে গমন করেন, অতএব বোধ হয়, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে? এক্ষণে আমার দুঃখপ্রতীকারের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তিত হইতেছে।'

বাসুদেব ধনঞ্জয়ের শোক-হেতু শ্রবণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ও জয়দ্রথের বধসাধনার্থ জলস্পর্শ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! দেবাদিদেব মহাদেব যাহা দ্বারা সমুদয় দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যদি সেই সনাতন পাশুপত অস্ত্র তোমার স্মৃতিপথারূঢ় থাকে, তাহা হইলে কালি নিশ্চয় তাহা দ্বারা জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে। আর যদি উহা বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে মনে মনে সাবধানে মহাদেবের স্মরণ ও ধ্যান কর। তুমি তাঁহার ভক্ত, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদে সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে।'

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর জলস্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভূমিতলে উপবেশনপূর্ব্বক মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভলক্ষণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সন্নিহিত হইলে ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, আপনি কেশবের সহিত গগনমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় কেশব তাঁহার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিলে তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে ও মণিমান্ পর্ব্বতে বায়ুবেগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তরদিকে শ্বেতপর্ব্বত, কুবেরের বিহারপ্রদেশস্থিত প্রফুল্ল সরসিজসম্পন্ন সরোবর এবং পুষ্পফলসঙ্কীর্ণ দ্রুমরাজি-বিরাজিত, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ মৃগগণে পরিপূর্ণ, পবিত্র আশ্রমসম্পন্ন, মনোহর বিহগসমূহে উপশোভিত, স্ফটিকসদৃশ অগাধ জলপরিপূর্ণ নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিন্নরগীতধ্বনিত, হেমরৌপ্যময় শৃঙ্গে সুশোভিত, কুসুমিত মন্দারবৃক্ষে সুবাসিত, নানাবিধ ওষধিতে সন্দীপিত, মন্দরপর্ব্বতের প্রদেশ প্রভৃতি অদ্ভুতদর্শন পদার্থ-সকল অবলোকনপূর্ব্বক সুচিক্কণ অঞ্জনরাশিসন্নিভ কাল-পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মতুঙ্গ, বহুসংখ্যক নদী, জনপদ, সুশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, শর্য্যাতিবন, পবিত্র অশ্বশিরস্থান, আথর্ব্বণের স্থান, বৃষদংশ পর্ব্বত, অপ্সরা ও কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর শৈল এবং মনোহর প্রস্রবণ, সুবর্ণ ও নগরসমূহে শোভিত, চন্দ্রকরশ্মির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, পৃথিবী ও বসুরত্নের আকর, অদ্ভুতাকার সমুদ্রসকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এইরূপে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্য্যটনপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পর্ব্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মহাত্মা বৃষভধ্বজ তথায় তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এরূপ তেজ যে, বোধ হয়, সহস্র সূর্য্য একত্র দেদীপ্যমান হইতেছে।

তাঁহার হস্তে শূল, মস্তকে জটা, পরিধান বল্কল ও অজিন এবং শরীর শ্বেতবর্ণ ও সহস্রলোচনে সুশোভিত। তাঁহার সঙ্গে পার্ব্বতী ও ভাস্বর ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গীত, কখন বাদ্য, কখন শব্দ, কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন হস্তপদাদির আস্ফালন, কখন আস্ফোটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার গাত্র পবিত্র গন্ধে সুবাসিত হইয়াছে এবং দিব্য ঋষি ও ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।

ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব সেই শরাসনধারী ভূতনাথ ভবানীপতিকে অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম উচ্চারণপূর্ব্বক পার্থের সহিত ক্ষিতিতলে মস্তকাবনমন করিলেন। যে মহাত্মা সকল-লোকের আদি, অজন্মা[1] ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ুস্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পরপ্রকৃতি, দেব, দানব, যক্ষ ও মানবগণের সাধনীয়, যোগের আধার, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আশ্রয়, চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিহর্ত্তা এবং বীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয়স্থান, সূক্ষ্ম অধ্যাত্মপদলাভার্থী জ্ঞানিগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন এবং সংহারকালে যাঁহার কোপের উদয় হয়, বাসুদেব বাক্য, মন, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিলেন; অর্জ্জুনও তাঁহাকে সকল ভূতের আদি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কারণ জানিয়া ভূয়োভূয়ঃ অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে সেই কারণস্বরূপ, আত্মস্বরূপ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমাগত দেখিয়া প্রসন্নমনে সহাস্যবদনে স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, 'হে নরোত্তম বীরদ্বয়! তোমরা গাত্রোত্থান কর; তোমাদের ক্লেশ দূর হউক। তোমাদের মনের অভিলাষ শীঘ্র ব্যক্ত কর, যে কার্য্যের অনুরোধে আগমন করিয়াছ, আমি তাহা সম্পাদন করিব। তোমরা আপনাদের কল্যাণ প্রার্থনা কর; আমি তাহা প্রদান করিতেছি।'

মহাদেবের স্তব

মহামতি বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহাত্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্থান ও অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দিব্য-বাক্যে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন:—'হে দেব! তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দ্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শাস্ত, ঈশান ও মখঘ্ন[1]; তুমি অন্ধকঘাতী, কার্ত্তিকেয়ের পিতা, নীলগ্রীব ও মেধা; তুমি পিনাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভু, বিলোহিত, ধূম্র, ব্যাধ ও অপরাজিত; তুমি নিত্য, নীল, শিখণ্ডী, শূলধারী, দিব্যচক্ষু, হর্ত্তা, পিতা, ত্রিনেত্র ও বসুরেতাঃ; তুমি অচিন্ত্য অম্বিকানাথ, সর্ব্বদেবস্তুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটিল ও ব্রহ্মচারী; তুমি সলিলমধ্যস্থ তপস্বী, ব্রহ্মণ্য, অজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বব্যাপী, তুমি ভূতগণের সেবনীয়, প্রভু ও বেদমুখ, তুমি শর্ব্ব, শঙ্কর ও শিব; তুমি বাক্যের পতি, প্রজাপতি, বিশ্বপতি ও মহত্তের পতি; তুমি সহস্রশিরাঃ, সহস্রভুজ, সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ ও অসংখ্যেয়কর্ম্মা; তুমি সংহর্ত্তা, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যকবচ ও ভক্তানুকম্পী; তোমাকে নমস্কার। প্রভো! আমাদিগের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।'

হে মহারাজ! বাসুদেব ও অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত এইরূপ স্তব করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।"

একাশীতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্নমনে উৎফুল্লনয়নে সমস্ত তেজোনিধান বৃষধ্বজের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বাসুদেবনিবেদিত স্বকৃত নিশার্হ নিত্য উপহার অবলোকন করিলেন এবং মনে মনে মহাদেব ও বাসুদেবকে পূজা করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন, 'হে দেব! আমি দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে অভিলাষ করি।'

মহাদেব ধনঞ্জয়ের অভিলাষ অবগত হইয়া সস্মিতবদনে তাঁহাকে ও বাসুদেবকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, 'হে পুরুষোত্তমদ্বয়! আমি তোমাদিগের মনের অভিলাষ অবগত হইয়াছি, তোমরা যে কামনায় আগমন করিয়াছ, আমি অবিলম্বে তাহা প্রদান করিতেছি। এই স্থানের অতি সন্নিকটে এক অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে,

১। জন্মরহিত।

১। মখঘ্ন—দক্ষযজ্ঞনাশকর্ত্তা

সেই সরসীতে দিব্য ধনুঃ ও শর নিহিত রহিয়াছে, ঐ শর ও শরাসন দ্বারা আমি সংগ্রামে সুরারিগণকে সংহার করিয়াছিলাম। তোমরা সেই ধনুর্ব্বাণ আনয়ন কর।'

তখন নর ও নারায়ণ 'তথাস্তু' বলিয়া মহাদেবের পারিষদগণ-সমভিব্যাহারে শত শত বিস্ময়কর দিব্য-পদার্থ-সমাকুল, পরম পবিত্র, সর্ব্বার্থ-সাধক, সূর্য্য-মণ্ডল-সন্নিভ সেই বৃষভধ্বজ-নির্দ্দিষ্ট সরোবরে গমন করিলেন। তথায় সলিলের অভ্যন্তরে দুইটি ভুজঙ্গ তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল; একটি নিতান্ত ভীষণ এবং দ্বিতীয়টি সহস্রশীর্ষ ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। উহার সহস্র মুখ হইতে বিপুল অনল-শিখা বিনির্গত হইতেছে। তখন বেদজ্ঞ ধনঞ্জয় ও বাসুদেব জল-স্পর্শপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পরমযত্ন-সহকারে মহাদেবকে স্মরণ ও অসংখ্য প্রণাম এবং শতরুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিয়া সেই নাগদ্বয়কে নমস্কার করিয়া আরাধনা করিতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাভুজঙ্গদ্বয় ভগবান্ রুদ্রের মাহাত্ম্যে নাগরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুনাশন শর ও শরাসনের রূপ ধারণ করিল। মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই প্রভাসম্পন্ন শর ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আনয়ন ও মহাদেবকে প্রদান করিলেন। তখন পিঙ্গলাক্ষ, ধূমলবর্ণ, তপস্যার আধার এক মহাবল-পরাক্রান্ত ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্শ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া সেই ধনুঃ গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ-জঙ্ঘা প্রসারণ ও বামপদ সঙ্কোচপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শর-সমেত সেই শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম ধনঞ্জয় তাঁহার মৌর্ব্বী আকর্ষণ, ধনুর্ধারণ ও পাদসংস্থান অবলোকন এবং ভবমুখ-নিঃসৃত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন বলবান্ প্রভাবশালী ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই সেই শর ও শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। স্মৃতিমান্ অর্জ্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি পূর্ব্বে অরণ্যানীমধ্যে মহেশ্বরের নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বর এবং উঁহার সন্দর্শন সফল হউক।' মহাদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রীতমনে তাঁহাকে ভীষণ পাশুপত-অস্ত্র সমর্পণপূর্ব্বক 'প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার হও' বলিয়া বর প্রদান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় পুনরায় ঈশ্বর হইতে দিব্য পাশুপত-অস্ত্র লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে হৃষ্টচিত্তে মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জম্ভাসুর-বধার্থী ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেমন মহাসুরনিপাতী মহেশ্বরের অনুমতি অনুসারে প্রীত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহার অনুমতি লইয়া পরমানন্দে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।"

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের প্রসাধনক্রিয়া

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর কৃষ্ণ ও দারুকের পরস্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন। পাণিস্বনিক[১], মাগধ, মাধুপর্কিক, বৈতালিক ও সূতগণ স্তবপাঠ, নর্ত্তকগণ নৃত্য, সুস্বর গায়কগণ কুরুবংশের স্তুতিযুক্ত মধুর সঙ্গীত এবং সুনিপুণ, সুশিক্ষিত, হৃষ্টস্বভাব বাদ্যকরগণ মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। মহামূল্য শয্যায় শয়ান মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই মেঘনির্ঘোষসদৃশ গগনস্পর্শী মহাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্নানগৃহে গমন করিলেন। তখন স্নাত, শ্বেতাম্বরধারী, তরুণ-বয়স্ক, অষ্টাধিকশত স্নাপক[২] পরিপূর্ণ কাঞ্চনকুম্ভ-সমুদয় লইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির লঘুবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নৃপাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রপূত চন্দনজলে স্নান করিলেন। সুশিক্ষিত বলবান্ ভৃত্যগণ কষায়দ্রব্যে[৩] তাঁহার গাত্র মার্জ্জিত ও পরিশেষে অধিবাসিত সুগন্ধি জলে ধৌত করিয়া দিল। তিনি জল-শোষণের নিমিত্ত মস্তকে রাজহংসসন্নিভ শুভ্র উষ্ণীষ বেষ্টন করিলেন। তৎপরে অঙ্গে মনোহর চন্দনলেপন, মাল্যধারণ ও বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান-পূর্ব্বক সাধুগণের পদ্ধতি অনুসারে জপ সমাপন করিয়া বিনীতভাবে প্রদীপ্ত অগ্নিগৃহে, প্রবিষ্ট হইলেন

১। হস্ত দ্বারা বাদ্যকারী। ২। স্নানকারক ভৃত্য। ৩। সুগন্ধি লেপন।

এবং পবিত্রসমেত[১] সমিধ ও মন্ত্রপূত আহুতি দ্বারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করিলেন। তথায় বেদজ্ঞ, বেদব্রত, স্নাত, দীক্ষান্তস্নাত, অনুচরসহস্র-সমবেত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও আট সহস্র গৌরীগর্ভজাত তনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া মধু, ঘৃত, ফল, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক এক এক ব্রাহ্মণকে এক এক কাঞ্চন-নিষ্ক, অলঙ্কৃত এক শত অশ্ব, বস্ত্র, অভিলষিত দক্ষিণা ও দুগ্ধবতী সবৎস, হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর কপিলা ধেনু প্রদান এবং প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বস্তিক[২], বর্দ্ধমান[৩] ও কাঞ্চনময় নন্দ্যাবর্ত্ত[৪] গৃহ, মালা, জলকুম্ভ, প্রজ্বলিত হুতাশন, পরিপূর্ণ অক্ষতপাত্র, মাঙ্গল্যদ্রব্য, রোচনা, অলঙ্কৃতা সুলক্ষণা কামিনীগণ, দধি, ঘৃত, মধু, জল ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রভৃতি পূজিত দ্রব্য-সকল দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহ্যকক্ষায় আগমন করিলেন। তথায় তাঁহার পরিচারকগণ সুবর্ণময়, মুক্তা ও বৈদূর্য্য-মণিমণ্ডিত, মনোহর আস্তরণে আস্তীর্ণ, উত্তরচ্ছদ-সমেত, বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত, সর্ব্বতোভদ্র আসন আনয়ন করিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই আসনে উপবেশন করিলে তাঁহার শুভ্রবর্ণ মহামূল্য ভূষণসমুদয় সমানীত হইল। তিনি মুক্তাভরণে সুসজ্জিত হইলে তাঁহার রূপ শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন হইয়া উঠিল। ভৃত্যগণ শশধরের ন্যায় পাণ্ডুর, সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত চামর গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বীজন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি চপলাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে স্তাবকগণ স্তব, বন্দিগণ বন্দনা ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে বন্দিগণের ঘোরতর শব্দ, রথসমূহের নেমি-শব্দ ও অশ্বগণের খুর-শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং গজঘণ্টা-নিনাদ, শঙ্খ-নিস্বন ও মানবগণের পদশব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল।

ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় শব্দ তিরোহিত হইলে কুণ্ডলধারী, বদ্ধখড়্গ, সন্নদ্ধকবচ, তরুণবয়স্ক দ্বারবান্ অভ্যন্তরে আগমনপূর্ব্বক জানু দ্বারা ভূতলে অবস্থান ও মস্তক দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া হৃষীকেশের আগমন-সংবাদ নিবেদন করিল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম-পূজিত মাধবের নিমিত্ত আসন ও অর্ঘ্য আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবেশিত ও বরাসনে উপবেশিত করিয়া স্বাগতপ্রশ্ন ও বিধিবৎ পূজা করিতে লাগিলেন।"

১। কুশসংযুক্ত। ২—৪। স্বস্তিক, বর্দ্ধমান, নন্দ্যাবর্ত্ত, দেবতা ও রাজাদিগের গৃহবিশেষ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে প্রত্যভিনন্দনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মধুসূদন! তুমি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকল ত প্রসন্ন হইয়াছে?' মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহাকে সেইরূপ প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর দৌবারিক যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্ব্বক করপুটে নিবেদন করিল, 'মহারাজ! বীরগণ সমুপস্থিত হইয়াছেন।' ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিপতি, ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়গণ, কুরুকুলসম্ভূত যুযুৎসু, পাঞ্চালনন্দন উত্তমৌজা, সুবাহু, যুধামন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নির্ম্মল আসনে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা, মহাদ্যুতি, মহাবলবীর্য্যশালী কৃষ্ণ ও সাত্যকি একাসনে সমাসীন হইলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই সকল ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে কমললোচন কৃষ্ণকে মধুরবাক্যে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ একমাত্র তোমাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে জয় ও সনাতন সুখ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগের রাজ্যনাশ, শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান ও নানাবিধ ক্লেশ সকলই অবগত আছ। হে সর্ব্বেশ! হে ভক্তবৎসল! হে মধুসূদন! আমাদের সকলেরই সুখ ও যুদ্ধে গমন তোমাতেই নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমার মন যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং তোমার প্রসাদে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা যেন সফল হয়। হে বার্ষ্ণেয়! আজি তুমি তরণীস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুঃখ ও ক্রোধরূপ মহার্ণব হইতে উদ্ধার কর!

সারথি যত্ন করিলে যুদ্ধে যেরূপ কার্য্য করিতে পারে, রিপুবধোদ্যত রথী কদাচ সেরূপ করিতে পারে না। অতএব হে শঙ্খচক্রগদাধর! এই অতলস্পর্শ কুরুসাগরে নিমগ্ন তরণীহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। তুমি আপৎকালে বৃষ্ণিগণকে যেরূপ পরিত্রাণ করিয়া থাক, সেইরূপ আমাদিগকেও এক্ষণে পরিত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! হে সনাতন! হে ক্ষেমঙ্কর! হে বিষ্ণু! হে জিষ্ণু! হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। নারদ তোমাকে পুরাতন ঋষি, বরদ, শার্ঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার বাক্য সার্থক কর।'

ধর্ম্মরাজ সভামধ্যে এই কথা কহিলে বাগ্মী বাসুদেব মেঘগম্ভীর-শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যে প্রকার ধনুর্দ্ধর, বীর্য্যবান্, অস্ত্রসম্পন্ন, রণবিখ্যাত, অমর্ষী ও তেজস্বী, অমরলোকেও কেহ সেরূপ নাই। সেই তরুণবয়স্ক, বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, সিংহগতি, মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার শত্রুগণকে সংহার করিবেন; আমিও অর্জ্জুনের ন্যায় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজি মহাবল অর্জ্জুন সেই পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রস্বভাব সৌভদ্রঘাতী জয়দ্রথকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ধরাতল হইতে অপসারিত করিবেন। গৃধ্র, শ্যেন ও প্রচণ্ড গোমায়ু প্রভৃতি নরমাংসলোলুপ হিংস্রজন্তুগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। অধিক কি বলিব, যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি সঙ্কুলযুদ্ধে তাহাকে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক যমরাজের রাজধানী গমন করিতে হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! আজি ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন; আপনি বিশোক, বিজ্বর ও ঐশ্বর্য্যশালী হউন'।"

— —

চতুরশীতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃদগণকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তাঁহাদের সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক সস্মিত-বদনে কহিলেন, 'অর্জ্জুন! তোমার যেরূপ কান্তি এবং জনার্দ্দন আমাদের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধে তোমারই জয়লাভ হইবে।' তখন ধনঞ্জয় কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক, আমি কেশবের প্রসাদে অতি আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি।' মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সুহৃদ্গণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত স্বপ্নে শিবসমাগমের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মস্তক দ্বারা ধরাসন স্পর্শপূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ সমুদয় সুহৃদ্গণকে সংগ্রামে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে ত্বরমাণ, সুসন্নদ্ধ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, বাসুদেব ও ধনঞ্জয় রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ সাত্যকি ও বাসুদেব একরথে আরোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুননিবেশনে[১] উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেব সারথির ন্যায় ধনঞ্জয়ের বানরধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ তপ্তকাঞ্চনপ্রভাসম্পন্ন সেই উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত হইয়া তরুণ-দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর ধনঞ্জয়ের আহ্নিককার্য্য সমাপ্ত হইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে।' তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কিরীট, হেমবর্ম্ম, শরাসন ও শর ধারণপূর্ব্বক রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তপঃপরায়ণ, বিদ্যাসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্রিয়গণ জয়বাদপূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুমেরুশৃঙ্গে দিবাকরের যেরূপ শোভা হয়, কাঞ্চনমণ্ডিত রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় সেই জৈত্রেয়[২] ও সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া

১। অর্জ্জুনের শিবিরে। ২। জয়শীল।

সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যেমন অশ্বিনী-কুমারযুগল শর্য্যাতির যজ্ঞে আগমনকালে ইন্দ্রের সহিত রথারোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুযুধান ও জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত রথারূঢ় হইলেন। বৃত্রাসুর-বধার্থ গমনকালে মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সারথিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ ধনঞ্জয়ের অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। শশধর যেমন তিমিরনাশের নিমিত্ত বুধ ও শুক্রের সহিত গমন করেন, ইন্দ্র যেমন তারানিমিত্তক যুদ্ধে বরুণ ও সূর্য্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে বধ করিবার নিমিত্ত সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বাদকগণ বাদিত্রশব্দ এবং সূত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য-স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। জয়াশীর্ব্বাদ, পুণ্যাহ-ধ্বনি এবং সূত ও মাগধগণের স্তুতিনিনাদ বাদ্যধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল; ঐ সময় পুণ্যগন্ধবাহী শুভসমীরণ পাণ্ডবগণকে হর্ষিত ও তাঁহাদের অরাতিগণকে শোষিত করিয়া অর্জ্জনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং জয়সূচক বিবিধ শুভ নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল।

ধনঞ্জয় জয়লাভের লক্ষণ-সকল নিরীক্ষণ করিয়া দক্ষিণপার্শ্বস্থিত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে কহিলেন, 'হে যুযুধান! আজি যেরূপ নিমিত্ত-সকল অবলোকন করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার জয়লাভ হইবে। অতএব জয়দ্রথ আমার বীর্য্য-প্রভাবে যমলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। কিন্তু জয়দ্রথকে বধ করা যেমন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্মরাজকে সেইরূপ রক্ষা করাও নিতান্ত আবশ্যক; অতএব আজি রাজার রক্ষার্থে তোমায় নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহাকে যে প্রকার রক্ষা করিয়া থাকি, তুমিও সেই প্রকার রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই। তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে, এমন লোক নয়নগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান; ইন্দ্রও তোমাকে জয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি বা মহারথ প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথকে বধ করিতে পারি। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। যে স্থানে আমি বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করি, সেখানে কখনই বিপদ্ হয় না। অতএব তুমি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া সাধ্যানুসারে রাজাকে রক্ষা করিও।' অরাতি-নিপাতন সাত্যকি অর্জ্জুনের বাক্য স্বীকার করিয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।"

প্রতিজ্ঞাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

জয়দ্রথবধপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ অভি-মন্যুশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পরদিন কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডব-গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কৌরবগণ অরাতি-নিপাতন সব্যসাচীর অসাধারণ কার্য্য-সকল অবগত থাকিয়াও কিরূপে তাদৃশ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন; পুত্রশোকসন্তপ্ত, কালান্তক যমোপম, কপিধ্বজ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসন বিধূনন করিয়া সংগ্রামস্থলে আগমন করিলে অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ কি প্রকারে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়াই বা কি করিলেন? আর সংগ্রামস্থলে দুর্য্যোধনেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে? হে সঞ্জয়! এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

আজি আর আনন্দধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সকল মনোহর শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আজি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে সূত ও মগধগণের স্তুতিবাদ এবং নর্ত্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কৌরবগণের যে বীরনাদে আমার কর্ণকুহর নিরন্তর নিনাদিত হইত, আজি তাহারা দীন-ভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্ব্বে সত্যধৃতি সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুরশব্দ শ্রবণ করিতাম, কিন্তু আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। হে সঞ্জয়! এই সমুদয়ই আমার পরিবেদনের[১] কারণ। হায়, আমি কি পুণ্যহীন! আজি পুত্রগণের নিবেশন নিরুৎসাহ ও আর্ত্তস্বরে নিনাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি।

১। বিলাপের—দুঃখের।

বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাঁহার উপাসনা করেন, যে মহাধনুর্দ্ধর আমার পুত্রগণের প্রধান অবলম্বন; যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ[1] ও বিবিধ মনোহর গীতবাদ্য দ্বারা দিবারাত্র কালযাপন করিতেন এবং কৌরব, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ সতত যাঁহার উপাসনা করিত, আজি সেই অশ্বত্থামার গৃহে পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্ত্তক মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামাকে নিরন্তর উপাসনা করিত, আজি তাহাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবিরে সায়ংসময়ে যে মহাধ্বনি হইত এবং কৈকেয়গণের শিবিরে আনন্দিতস্বভাব সৈন্যগণ নৃত্যকালে যে মহান্ তাল ও গীতধ্বনি করিত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল যাজক যজ্ঞ করিতে করিতে শ্রুতিনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা করিতেন, আজি তাঁহাদিগের শব্দ শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের গৃহে অবিরত মৌর্ব্বীধ্বনি, বেদধ্বনি এবং তোমর, অসি ও রথধ্বনি হইত, আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। নানাদেশীয় গীত ও বাদিত্রধ্বনিও আজি অন্তর্হিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! মহাত্মা জনার্দ্দন যে সময়ে সকল লোকের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শনার্থ সন্ধিস্থাপনের অভিলাষে বিরাটনগর হইতে আগমন করিয়াছিলেন, আমি তখন মূর্খ দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, 'দুর্য্যোধন! এই সময়ে কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। আমার মতে সন্ধি সংস্থান সময়োচিতই হইতেছে, অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না। মহাত্মা বাসুদেব তোমার হিতার্থেই সন্ধিপ্রার্থনা করিতেছেন; যদি তুমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে সংগ্রামে কদাচ তোমার জয়লাভ হইবে না।' হে সঞ্জয়! আমি এইরূপে বারংবার দুর্য্যোধনকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কুলাঙ্গার কাল-পরিপাকবশতঃ আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক কর্ণ ও দুঃশাসনের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কেশবকে প্রত্যাখ্যান করিল। আর দেখ, দ্যূতক্রীড়ায় আমার, মহাত্মা বিদুর, জয়দ্রথ, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ ও দ্রোণ, আমাদের কাহারও সম্মতি ছিল না। আমার পুত্র যদি তৎকালে আমাদের মতের অনুবর্ত্তন করিত, তাহা হইলে চিরজীবী হইয়া জ্ঞাতি ও মিত্রের সহিত নিরাপদে পরমসুখে কালযাপন করিত।

আমি তাহাকে আরও কহিয়াছিলাম যে, 'পাণ্ডবগণ স্নিগ্ধস্বভাব, মধুরভাষী, প্রিয়ংবদ, কুলীন, মান্য ও প্রাজ্ঞ, তাহারা অবশ্যই সুখলাভ করিবে। ধর্ম্মের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি ইহলোকে সকল সময়ে সর্ব্বত্র সুখসম্ভোগ এবং পরকালে কল্যাণ ও প্রসন্নতা লাভ করেন। সামর্থ্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ ভোগ করিবার উপযুক্ত। এই কুরুকুলোপভুক্ত সমুদ্রবেষ্টিত ভূমণ্ডলে তোমাদের ন্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহারা রাজ্যলাভানন্তর ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কদাচ তোমাদিগকে অভিভব করিবে না; ধর্ম্মের অনুগত হইয়াই অবস্থান করিবে। আমার জ্ঞাতিগণ, শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লীক, কৃপ ও অন্যান্য মহাত্মা ভরতবংশীয়গণ তোমার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে সকল হিতকর কথা কহিবেন, তাঁহারা অবশ্যই তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে আচরণ করিবেন। কেহই পাণ্ডবগণকে তোমার বিপক্ষতাচরণে অনুরোধ করিবে না, যদিও করে, তাহাও কোন কার্য্যকারক হইবে না; কারণ, কৃষ্ণ কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। পাণ্ডবগণ তাঁহার অনুগত, আর আমি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিলে তাহারা তাহা অন্যথা করিতে পারিবে না।'

হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ সহকারে অনেকবার দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূঢ় কালপ্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমাদের আর নিস্তার নাই। দেখ, যে সংগ্রামে মহাবীর বৃকোদর, অর্জ্জুন, বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালাধিপতি উত্তমৌজা, দুর্জ্জয় যুধামন্যু, দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, সোমকতনয় ক্ষত্রধর্ম্মা, কেকয়দেশীয় ভূপতিগণ, চৈদ্য, চেকিতান, কাশ্যের পুত্র বিভু, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ এবং পুরুষপ্রধান নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং মহামতি মধুসূদন মন্ত্রী, কোন্ জীবিতার্থী ব্যক্তি সে সমরে সম্মুখীন হইতে সাহস করিতে পারে? ফলতঃ

১। পরস্পর কথোপকথন।

দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন আমাদের পক্ষীয় আর কোন বীরই সংগ্রামে অরাতিগণ-নিক্ষিপ্ত নিশিত শরনিকর সহ্য করিতে সমর্থ নহে। হে সঞ্জয়! ভগবান্ মধুসূদন যাহাদের অশ্বরশ্মি ধারণ করেন, বর্ম্মধারী অর্জ্জুন যাহাদের যোদ্ধা, কখনই তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার মুখে ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বোধ করিতেছি যে, এক্ষণে আমার পুত্রগণ দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুরের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সফল হইতেছে দেখিয়া এবং নির্ব্বোধ দুর্য্যোধন আমার সেই বিলাপ স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতেছে। শৈনেয় ও অর্জ্জুনের শরে সৈন্যগণকে অভিভূত ও রথ-সকল বীরশূন্য সন্দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আমার পুত্রেরা বিষাদার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। হিমাত্যয়ে সমীরণসহায় হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণসকল দগ্ধ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে।

হে সঞ্জয়! অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু রণে নিহত হইলে তোমাদিগের অন্তঃকরণ কিরূপ হইয়াছিল? মহাবীর গাণ্ডীবধন্বার অপকার করিয়া তাঁহার ক্রোধবেগ সহ্য করে, আমাদের পক্ষে এমন কেহ নাই। হায়! লোভপরতন্ত্র, দুর্ব্বুদ্ধি, ক্রোধ-বিকৃতাত্মা, রাজ্যলোলুপ দুর্য্যোধনের দুর্নীতি-নিবন্ধনই আমার সমুদয় পুত্রেরা এই বিপদে নিপতিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে অভিমন্যু-বধানন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, সৌবল ও কর্ণ ইহারা এই বিষম বিপত্তিসময়ে কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিল এবং দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে সুনীতি বা দুর্নীতির অনুবর্ত্তী হইল, তৎসমুদয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।"

ষড়শীতিতম অধ্যায়

সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধসম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আমি তৎসমুদয় বর্ণন করিতেছি, আপনি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করুন। আপনার দুর্নীতি-নিবন্ধনই এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! বিগত-সলিল প্রদেশে সেতুবন্ধন যেমন কোন ফলোপধায়ক হয় না, আপনার অনুতাপও এক্ষণে সেইরূপ নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। কৃতান্তের অদ্ভুত নিয়ম অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি পূর্ব্বে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ও স্বীয় পুত্রগণকে দ্যূত হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ কুরুপাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি পূর্ব্বে কৌরবগণকে অবাধ্য দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সংহারে আদেশ করিতেন অথবা যদি ঐ দুরাত্মাকে সৎপথে সংস্থাপন-পূর্ব্বক পিতার উচিত কার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে কখনই আপনাকে এই দারুণ ব্যসনে নিমগ্ন হইতে হইত না এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, বৃষ্ণি ও অন্যান্য ভূপালগণও আপনার বুদ্ধিব্যভিচার জানিতে পারিতেন না। হে রাজন্! আপনি ইহলোকে বিজ্ঞতম বলিয়া প্রথিত আছেন, তবে কি নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতাবলম্বী হইলেন? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি নিতান্ত বিষয়াসক্ত, এক্ষণে আপনার এই বিলাপ-বাক্য বিষমিশ্রিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন পূর্ব্বে আপনাকে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও সমধিক সম্মান করিতেন, কিন্তু যে অবধি আপনাকে অধার্ম্মিক বলিয়া জানিয়াছেন, সেই অবধি আর তাদৃশ সম্মান করেন না। হে মহারাজ! আপনার কুসন্তানগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যার পর নাই কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও আপনি তৎকালে পুত্রগণের রাজ্য-কামনায় সে সমুদয় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। আপনি তৎকালে পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা করিয়া পিতৃ-পৈতামহোপভুক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত সমুদয় ভূমণ্ডল উপভোগ করুন। পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু কৌরবগণের বিপক্ষাপহৃত রাজ্য ও যশঃ প্রত্যাহৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহা অপেক্ষা সমধিক যশোলাভ করিয়া রাজ্য করেন; কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ্যলোভবশতঃ তাঁহাদিগকে পৈতৃক রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহাদের যশঃ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধকালে

পুত্রদিগকে তিরস্কার ও তাঁহাদের দোষকীর্ত্তন করা আপনার কর্ত্তব্য নয়। কৌরবপক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া অগাধ পাণ্ডব-সৈন্যসাগরে অবগাহনপূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে-ছেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও বৃকোদর যে সকল সৈন্যের রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কৌরবগণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রামে সাহসী হইতে পারে? অর্জ্জুন যাঁহাদিগের যোদ্ধা, জনার্দ্দন যাঁহাদিগের মন্ত্রী এবং সাত্যকি ও বৃকোদর যাঁহাদিগের রক্ষিতা, কৌরবগণ বা তাহাদের বশবর্ত্তী বীরগণ ব্যতীত আর কোন্ ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি সেই পাণ্ডবগণের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়? ফলতঃ ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহা করিতে পারে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রাণপণে তাহাই করিতেছে, কোন অংশে ত্রুটি করিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত কুরুদিগের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

চতুর্দ্দশদিন যুদ্ধ—সূচীব্যূহে জয়দ্রথসংস্থাপন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সৈন্য-সমুদয় লইয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবলপরাক্রান্ত অমর্ষপূর্ণ সৈন্যগণের নানাপ্রকার কোলাহল শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে অনেকে শরাসন বিস্ফারণ এবং কেহ কেহ জ্যা-পরিমার্জ্জন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 'ধনঞ্জয় কোথায়' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ কোষনিষ্কাশিত, সুনির্ম্মিত, উৎকৃষ্ট মুষ্টি-সম্পন্ন, আকাশ-সন্নিভ, নিশিত অসি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র বীর সংগ্রাম করিবার মানসে অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচরণ-পূর্ব্বক শিক্ষানৈপুণ্য-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ চন্দনদিগ্ধ, স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত, ঘণ্টাসংযুক্ত গদা উৎক্ষেপণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলমদে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্র-ধ্বজসদৃশ পরিঘ দ্বারা আকাশমার্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং অনেকে সংগ্রামমানসে বিচিত্র মাল্যে বিভূষিত হইয়া নানা প্রহরণ ধারণপূর্ব্বক 'অর্জ্জুন কোথায়? মানী ভীমসেন কোথায়?' কৃষ্ণ কোথায়? এবং তাঁহাদের সুহৃদ্বর্গই বা কোথায়?' বলিয়া মহা আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শঙ্খনিনাদ ও স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক প্রবলবেগে পরিভ্রমণ করিয়া ব্যূহ-রচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরোৎসাহী দ্রোণ, সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে জয়দ্রথকে কহিলেন, 'হে সিন্ধুরাজ! তুমি, সৌমদত্তি, মহারথ কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ অশ্ব, ষড়যুত রথ, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত হস্তী ও একবিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি লইয়া আমার ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন না, অতএব তুমি আশ্বাসিত হও।' সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রোণের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গান্ধারদেশীয় মহারথ ও বর্ম্মধারী প্রাসপাণি অশ্বারোহী-সমভিব্যাহারে দ্রোণনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্কৃত সুবর্ণ-বিভূষিত ত্রিসহস্র সিন্ধুদেশীয় অশ্ব ও সপ্ত সহস্র অন্যবিধ অশ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সুনিপুণ আরোহি-সমারূঢ়, বর্ম্মধারী, ভীষণাকার সার্দ্ধ-সহস্র মত্তমাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদয় সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রগামী সৈন্যের মধ্যে রহিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহাবল-পরাক্রান্ত অসংখ্য ভূপতি এবং বহুসংখ্যক রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা এক ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের পূর্ব্বার্দ্ধ শকটাকার ও পশ্চার্দ্ধ চক্রাকার। উহার দৈর্ঘ্য চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চার্দ্ধের বিস্তৃতি দশ ক্রোশ। মহাবীর দ্রোণ ঐ ব্যূহের পশ্চার্দ্ধস্থিত পদ্মাকৃতি ব্যূহমধ্যে সূচী নামে দুর্ভেদ্য গূঢ় এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সূচীমুখে সমবস্থিত হইলেন, কৃতবর্ম্মার পশ্চাৎ কাম্বোজ ও জলসন্ধ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন ও কর্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত সহস্র যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষ শকটের অগ্রভাগ-রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ

জয়দ্রথ অসংখ্য সৈন্যের সহিত তাহাদের সকলের পশ্চাৎ সেই সূচীনামক গূঢ় বূহের পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য শ্বেত বর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ ধারণপূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারিত করিয়া ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় শকটের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভোজভূপতি দ্রোণের পশ্চাৎ সমবস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের রক্তাশ্বযুক্ত রথ এবং বেদী ও কৃষ্ণাজিনসম্পন্ন ধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই দ্রোণ নির্ম্মিত ক্ষুব্ধার্ণবসদৃশ অদ্ভুত ব্যূহ অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সমুদয় প্রাণিগণের বোধ হইল যেন, এই ব্যূহ শৈল, সাগর ও অরণ্য-সমাকুল জনপদপূর্ণ পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য রথী, পদাতি অশ্ব ও নাগে সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্কর, অরাতিগণের হৃদয়ভেদকারী, অদ্ভুত শকটব্যূহ অবলোকন করিয়া যার পর নাই অনিন্দিত হইলেন।"

—

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

উভয়পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধোদ্যোগ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্য-সমুদয় যথাস্থানে সংস্থাপিত হইলে সংগ্রামস্থলে ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সেনাগণের গভীর গর্জ্জন, বাদিত্রের নিস্বন ও শঙ্খের ভীষণ শব্দে সমরক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল এবং ভরতবংশীয় বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরস্থল আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীষণ সময়ে সব্যসাচী অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে লক্ষিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমাদের সেনাগণের দক্ষিণপার্শ্বে অশিবদর্শন শিবা ও ঘোরদর্শন অন্যান্য পশুগণ ভয়ঙ্কর-স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়াবহ সময়ে সহস্র সহস্র নির্ঘাতধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইল, সনির্ঘাত রুক্ষ বায়ু মহাবেগে কর্কর-সমুদয় সঞ্চালন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন নকুলপুত্র সুবিজ্ঞ শতানীক ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবসৈন্যের ব্যূহরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সহস্র রথ, শত হস্তী, ত্রিসহস্র অশ্ব ও দশ সহস্র পদাতি দ্বারা সার্দ্ধসহস্র ধনু-পরিমিত ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি গর্ব্বিতবাক্যে কহিলেন, 'হে বীরগণ! বেলা যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, সেইরূপ অদ্য আমি গাণ্ডীবধারী যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রতাপশালী অর্জ্জুনকে নিবারণ করিব। আজি তোমরা সংগ্রামে অমর্ষশীল ধনঞ্জয়কে প্রস্তরে সংলগ্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় অবলোকন করিবে। হে যুদ্ধাভিলাষী রথিগণ! তোমাদের কাহারও যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, আমি একাকী পাণ্ডব-পক্ষীয় সমুদয় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বীয় যশঃ ও মান বর্দ্ধন করিব।' ধনুর্দ্ধারী মহামতি দুর্ম্মর্ষণ এই বলিয়া ধনুর্দ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র কবচ, সুবর্ণময় কিরীট, শুভ্র মাল্য, শুভ্র বসন, উত্তম অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, খড়্গধারী, উত্তমরথারূঢ় নারায়ণ-সহায়, নিবাত-কবচনিহন্তা, মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্ম্মর্ষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীব বিধূনন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে অমর্ষণ[1] অন্তকের ন্যায়, বজ্রধারী বাসবের ন্যায়, কালপ্রেরিত দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, অক্ষোভ্য শূলপাণির ন্যায়, পাশধারী বরুণের ন্যায়, প্রজাসংজিহীর্ষু[2] যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ও সমুদিত দিনকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কৌরব-সৈন্যের সম্মুখে রথ সংস্থাপনপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদনও অশঙ্কিতচিত্তে শঙ্খপ্রধান পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের শঙ্খনিনাদে সেনাগণ রোমাঞ্চিতগাত্র, কম্পিতকলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইল। যেমন অশনিনিস্বনে সমুদয় প্রাণী শঙ্কিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সমস্ত সৈন্য ভীত হইয়া উঠিল। বাহনসকল মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই দারুণ শঙ্খনাদে সমুদয় বাহন ও সৈন্যগণ উদ্বিগ্ন হইল। কেহ কেহ ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইল এবং অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! তখন অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত কপি তত্রত্য অন্যান্য

১। ক্রুদ্ধ। ২। লোকসংহারেচ্ছু।

জন্তুগণের সহিত মুখব্যাদানপূর্ব্বক কৌরব-সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে পুনরায় শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক প্রভৃতি নানা প্রকার হর্ষজনক বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। বাদিত্রনিস্বন, সিংহনাদ, আস্ফোট ও মহারথগণের চীৎকার সংগ্রামস্থল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজন্। ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন সেই ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন তুমুল শব্দ-শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন।

ঊননবতিতম অধ্যায়

কৌরবসৈন্যগণের পরাজয়

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে হৃষীকেশ। যে স্থানে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থলে শীঘ্র রথ লইয়া গমন কর। আমি এই গজ-সৈন্য ভেদ করিয়া অরি-বাহিনীমধ্যে প্রবেশ করিব।' তখন মহাবাহু কেশব অর্জ্জুনের আদেশানুসারে দুর্ম্মর্ষণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরব-গণের অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য রথী, সৈন্য ও মাতঙ্গ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবীর পার্থ অরাতিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় রথিগণও সত্বরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া শর দ্বারা রথিগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। দংশিতাধর, উদভ্রান্তনয়ন, কুণ্ডলালঙ্কৃত, উষ্ণীষ-সুশোভিত নরমস্তকে ধরাতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যোদ্ধৃগণের মস্তক-সমুদয় পুণ্ডরীক-বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণ-নিম্মিত বর্ম্ম-সকল রুধিরাক্ত হইয়া সৌদামিনী-মণ্ডিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিপক্ক তাল-ফল-সকল ধরাতলে নিপতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সৈন্যগণের মস্তকসমুদয় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে সেইরূপ শব্দ সমুত্থিত হইল। কবন্ধগণ কেহ কেহ শরাসন অবলম্বন ও কেহ কেহ খড়গ নিষ্কাশনপূর্ব্বক প্রহারোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; বীরপুরুষেরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্ব স্ব শিরঃপতনবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন না। তুরঙ্গমগণের মস্তক, গজযূথের শুণ্ড এবং বীরগণের বাহু ও মস্তক-সমুদয়ে রণক্ষেত্র সমাচ্ছাদিত হইল।

হে মহারাজ। ঐ সময় আপনার সৈন্যগণ সমুদয় জগৎ অর্জ্জুনময় অবলোকন করিয়া কেহ কেহ 'এই পার্থ' কেহ কেহ 'পার্থ কোথায় গমন করিতেছে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে সেই যোদ্ধৃগণ কালপ্রভাবে সকলকেই অর্জ্জুন জ্ঞান করিয়া আপনারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্বয়ং স্বশরীরে আঘাত করিতে লাগিল। রক্তাক্ত কলেবর, সংজ্ঞা-হীন বীরগণ রণশয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া স্ব স্ব বান্ধবগণের নাম-কীর্ত্তন করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভিন্দিপাল, প্রাশ, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, নির্ব্যূহ, খড়্গ, শরাসন, তোমর, বাণ, বর্ম্ম, আভরণ, গদা ও অঙ্গদযুক্ত ভীষণ ভুজগাকার অর্গলপ্রতিম বাহু-সকল বাণ-নিকৃত্ত[1] হইয়া কখন সমুত্থিত কখন বা মহাবেগে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে যে যে ব্যক্তি পার্থের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিল, পার্থের শরনিকর তাহাদের সকলের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কখন যে রথোপরি বিরাজ করিতেছেন, আর কখনই বা শরাসন গ্রহণ করিতে-ছেন, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিত হইল না। তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক অতি সত্বর শরনিক্ষেপ করিয়া রণভূমিস্থ সমুদয় বীরগণকেই বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। অসংখ্য হস্তী, গজনিয়ন্তা[2], অশ্ব, অশ্বা-রোহী, রথ ও সারথি অর্জ্জুনের নিশিত-শরে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডুতনয় সেই রণস্থলে কি ভ্রমণকারী, কি যুধ্যমান, কি সম্মুখে সমুপস্থিত সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মরীচিমালা, গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া যেমন গাঢ়ান্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন কঙ্কপত্র-বিভূষিত শরনিকর দ্বারা সমস্ত গজসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। পার্থশর-নির্ভিন্ন করি-সমুদয় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, পৃথিবী প্রলয়কালে ভূধরে সমাকীর্ণ হইয়াছে।

১। বাণ দ্বারা ছিন্ন। ২। মাহুত।

হে মহারাজ! ঐ সময় রোষাবিষ্ট মহাবীর ধনঞ্জয় মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শঙ্কিত-চিত্তে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। বেগবান্ বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। রথী ও অশ্বারোহিগণ অর্জ্জুনশরে নিপীড়িত হইয়া প্রতোদ[১], চাপকোটি[২], হুঙ্কার, কশাঘাত, পার্ষ্ণিঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বারা অশ্ব সঞ্চালন করিয়া সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল; গজারোহিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ-প্রহার দ্বারা মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল এবং অনেকে অর্জ্জুনের শরে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ হতোৎসাহ ও বিমনায়মান হইতে লাগিল।"

নবতিতম অধ্যায়

দুঃশাসনের পলায়ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবীর কিরীটী অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, কোন্ কোন্ বীর সেই সময়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল? তৎকালে কোন মহাবীর কি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অথবা সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত ও হতাশ্বাস হইয়া অকুতোভয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয়-গ্রহণের নিমিত্ত শকটব্যূহে প্রবেশ করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকর দ্বারা সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলে অস্মৎপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই হতোৎসাহ ও পলায়নপরায়ণ হইল; কেহই অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন আপনার পুত্র মহাবীর দুঃশাসন সৈন্যগণের তদ্রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সুবর্ণ-কবচ-সমাবৃত, সুবর্ণশিরস্ত্রাণধারী, অমিতপরাক্রম মহাবীর অসংখ্য নাগসৈন্য দ্বারা সব্যসাচীকে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। গজঘণ্টার শব্দ, শঙ্খের ধ্বনি, জ্যাস্ফালন, নিনাদ ও করিবৃংহিত দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! ঐ মুহূর্ত্ত অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। দুঃশাসনের করি-সৈন্য যেন পৃথিবীমণ্ডল গ্রাস করিতে লাগিল।

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অঙ্কুশচালিত, লম্বিতশুণ্ড গজগণকে পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদের উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মকর যেমন উত্তাল-তরঙ্গমালাসঙ্কুল বাতাহত মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই করিসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সমরাঙ্গনস্থ সকলেই তাঁহাকে প্রলয়কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ, রথসমুদয়ের চক্রনির্ঘোষ, জনসমূহের চীৎকার, কার্ম্মুকের জ্যানির্ঘোষ, নানাবিধ বাদিত্রের শব্দ, গাণ্ডীব-নিনাদ এবং পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের নিস্বনে নর ও নাগগণ মন্দবেগ ও অচেতন হইয়া পড়িল। মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য সায়ক দ্বারা তাহাদের কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত শত শত তীক্ষ্ণ বিশিখ-প্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিয়া ছিন্নপক্ষ অদ্রির ন্যায় অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক হস্তী দন্ত ও শুণ্ডের সন্ধি, কুম্ভ এবং গণ্ডদেশে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় বারংবার চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর কিরীটী সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা গজারূঢ় পুরুষগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। গজারোহিগণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক-সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বোধ হইল যেন, মহাত্মা পার্থ পদ্ম-নিচয় দ্বারা দেবার্চ্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ রণস্থলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে মনুষ্যগণ যন্ত্রবদ্ধ, ব্রণার্ত্ত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া করিগণের অঙ্গে লম্বমান হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে অনেকবার অর্জ্জুনের এক এক সুশাণিত শরে দুই তিন জন মনুষ্য বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হস্তিগণ নারাচ দ্বারা গাঢ়-বিদ্ধ হইয়া রুধির বমন করিয়া আরোহীর সহিত ক্রমবান্ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

১। চাবুক। ২। ধনুকের অগ্রভাগ।

মহাবীর অর্জ্জুন সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা রথিগণের মৌর্ব্বী, ধনুঃ, যুগ[1] ও ঈষা[2] ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কখন্ শরগ্রহণ, কখন্ শরসন্ধান, কখন্ শরাকর্ষণ আর কখনই বা শরমোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। এইমাত্র বোধ হইতে লাগিল যে, যেন মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতেছেন। ঐ সময় অনেক মাতঙ্গ অর্জ্জুনের নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রক্তোদ্গার করিয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই রণস্থলে চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। কার্ম্মুক, অঙ্গুলিত্র, খড়্গ, কেয়ূর ও কনকালঙ্কার-ভূষিত ছিন্ন বাহু-সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। দিব্য-ভূষণ-ভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র-বিমথিত অক্ষ, ভগ্ন যুগ, নিপতিত মহাধ্বজ, রাশি রাশি মালা, আভরণ ও বস্ত্র এবং রণনিহত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও চর্ম্ম-চাপধারী ক্ষত্রিয়গণ ইতস্ততঃ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। হে রাজন্! এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্যগণ অর্জ্জুন-শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; দুঃশাসনও পার্থশরে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া শঙ্কিতচিত্তে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে দ্রোণের আশ্রয়গ্রহণার্থে শকটব্যূহে প্রবেশ করিলেন।

—

একনবতিতম অধ্যায়

দ্রোণার্জ্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সব্যসাচী মহারথ অর্জ্জুন এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্য বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ব্যূহসম্মুখে দ্রোণাচার্য্যকে অবস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা ও কল্যাণ করুন। আমি আপনার প্রসাদে এই দুর্ভেদ্য চমূমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সত্য বলিতেছি, আমি আপনাকে পিতার সমান, কৃষ্ণের সমান ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজের সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। হে তাত! আপনি অশ্বত্থামাকে যেরূপ রক্ষা করিয়া থাকেন, আমাকেও সর্ব্বদা সেইরূপ রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুগ্রহে রণস্থলে নরাধম সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।'

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি অগ্রে আমাকে জয় না করিয়া কদাচ জয়দ্রথকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না।' দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা অর্জ্জুন ও তাঁহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে স্বীয় সায়ক দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিবারণপূর্ব্বক ভীষণাকার বাণ-সকল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সায়ক দ্বারা অর্জ্জুনের বাণ ছেদনপূর্ব্বক বিষাগ্নি-সদৃশ শর দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাত্মা ধনঞ্জয় কিরূপে আচার্য্যের শরাসন ছেদন করিবেন, এই চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে বীর্য্যবান্ দ্রোণ সত্বর তাঁহার চাপজ্যা ছেদনপূর্ব্বক শর দ্বারা রথধ্বজ, ঘোটক ও সারথিকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্যবদনে অর্জ্জুনকে সায়কসমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর পার্থ সত্বর কার্ম্মুকে অপর জ্যা আরোপণ করিয়া আচার্য্যকে হস্তলাঘব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত একবারে ছয় শত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে কখন সপ্তশত, কখন সহস্র ও কখন অযুতসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। রথিগণ ধনঞ্জয়ের শরপ্রভাবে অস্ত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্ববিহীন এবং নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

মাতঙ্গ-সকল বজ্রচূর্ণ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, বাতাহত মেঘের ন্যায়, হুতাশনদগ্ধ গৃহের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল! সহস্র সহস্র অশ্ব হিমালয়প্রস্থে বারিবেগাহত হংসকুলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। যুগান্তকালীন সূর্য্য যেমন কিরণজাল

১। রথাগ্রভাগস্থ কাষ্ঠবিশেষ। ২। দণ্ডবিশেষ।

দ্বারা অগাধ জলরাশি ক্ষয় করেন, তদ্রূপ মহাবীর পার্থ শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট করিলেন।

তখন মেঘ যেমন রবিকিরণ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়ের শরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক অরাতিঘাতক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় আচার্য্যের নারাচ-প্রহারে ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় ব্যাকুলিত হইলেন এবং অবিলম্বে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক দ্রোণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ বাণে বাসুদেবকে ও ত্রিসপ্ততি বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তিন শরপ্রহারে তাঁহার রথধ্বজ বিপাটিত করিলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক নিমেষমধ্যে শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় দ্রোণাচার্য্যের সায়ক-সকল অনবরত নিপতিত হইতেছে এবং তাঁহার ভীষণ শরাসন মণ্ডলাকারই রহিয়াছে। হে মহারাজ! দ্রোণ-বিসৃষ্ট কঙ্কপত্রভূষিত শরসকল কেবল বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতিই ধাবমান হইতেছে।

তখন মহামতি বাসুদেব দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই ভয়ানক যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কার্য্যসাধন চিন্তা করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো ধনঞ্জয়! আমাদের আর কালক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নয়। দ্রোণের সহিত অনেকক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে; অতএব উঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করি।' মহাবীর অর্জ্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে 'তোমার যাহা অভিরুচি' এই বলিয়া দ্রোণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিতে করিতে ব্যূহমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অন্যত্র গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে পাণ্ডব! এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি না সমরে শত্রু পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও না?' তখন অর্জ্জুন বলিলেন, 'হে আচার্য্য! আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুত্রসমান শিষ্য। বিশেষতঃ আপনাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে, এমন কেহই নাই।'

জয়দ্রথবধোৎসুক বীভৎসু দ্রোণকে এই কথা বলিয়া সত্বর কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চালদেশীয় মহাত্মা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্ররক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুত্রশোকে সন্তপ্ত মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে কৌরবপক্ষীয় জয়, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, কাম্বোজ ও শ্রুতায়ু তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বীরগণের অনুগামী শতসহস্র রথী এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, মাবেল্লক, ললিত্থ, কৈকেয়, মদ্রক, নারায়ণ, গোপাল ও পূর্ব্বে কর্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত কাম্বোজদেশীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রাণপণে বিচিত্র যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে পরস্পর স্পর্দ্ধাশীল যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ করিয়া ঔষধাদি যেমন ব্যাধি নিবারণ করে, তদ্রূপ জয়দ্রথ-বধোৎসুক ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল।"

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুন ও কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে প্রতিরোধ ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল-পরাক্রান্ত পার্থ ব্যাধিগণ যেমন দেহ সন্তাপিত করে, তদ্রূপ সূর্য্যরশ্মিসন্নিভ নিশিত শরনিকর দ্বারা শত্রু-সৈন্যগণকে নিতান্ত তাপিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী পাণ্ডুতনয়ের বিষম বিশিখ-প্রভাবে কৌরব-পক্ষীয় অশ্ব-সকল গাঢ়বিদ্ধ, রথ-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন, আরোহিসমবেত কুঞ্জরগণ ধরাতলে নিপতিত, ছত্র সকল নিকৃত্ত ও রথ-সকল চক্রবিহীন হইল। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, তাঁহার শরজালপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন তিনি আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে অজিহ্মগামী[১] বাণ দ্বারা সেই কৌরব-বাহিনী কম্পিত করিয়া মহারথ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বশিষ্য অর্জ্জুনের

১। সরলগতিশীল।

উপর মর্ম্মভেদী অজিহ্মগামী পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য ধনঞ্জয় শর নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রোণের শরবেগ নিবারণ করিয়া ধাবমান হইলেন এবং সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা আচার্য্যের ভল্লাস্ত্র ছেদনপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে রণস্থলে দ্রোণাচার্য্যের এই এক আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিলাম যে, যুবা অর্জ্জুন যুদ্ধে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও কোনক্রমে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মহামেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি অনবরত বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ পার্থের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; মহাতেজাঃ অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের সায়কসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পঞ্চবিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের বক্ষঃস্থলে ও ভুজদ্বয়ে সপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মতিমান্ ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া শাণিতসায়কবর্ষী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন কল্পান্তকালীন অগ্নিসদৃশ দ্রোণের শর-প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোজরাজের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে দ্রোণের শরনিকর হইতে মুক্ত হইয়া ভোজসৈন্যের উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়া কৃতবর্ম্মা ও কম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নর-শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা অনাকুলিত-চিত্তে কঙ্কপত্রভূষিত দশ শর দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুনও শর-পীড়িত হইয়া প্রথমে শত ও তৎপরে তিন বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রত্যেকের উপর পঞ্চবিংশতি শর প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগি-লেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বর কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুকচ্ছেদনপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ আশীবিষ-সদৃশ অগ্নিশিখাকার একবিংশতি শর-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল ভেদ ও পুনরায় তাঁহার উপর শাণিত পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন; মহাবীর অর্জ্জুনও কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

মহামতি কেশব অর্জ্জুনকে কৃতবর্ম্মার সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের আর কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। তখন তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে পার্থ! কৃতবর্ম্মার প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই, সম্বন্ধের অনুরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর উহাকে সংহার কর।' মহাবীর অর্জ্জুন কেশববাক্যে অবিলম্বে শর নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে আহত করিয়া মহাবেগে কাম্বোজসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কৃত-বর্ম্মা ধনঞ্জয়কে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সশর শরাসন কম্পিত করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষক পাঞ্চাল-দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি যুধামন্যুর উপর তিন ও উত্ত-মৌজার উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতবর্ম্মাকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন তিন শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার হস্তের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সেই বীরদ্বয়ের ধনুঃ ছেদন করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও অন্য কার্ম্মুকে জ্যারোপণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

শ্রুতায়ুধ বধ

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবর্ম্মার শরে নিবারিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অরিনিসূদন ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্যগণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বর তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কৃতবর্ম্মাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও বিনাশ করিলেন না। মহাবীর রাজা শ্রুতায়ুধ পার্থকে কৌরব-সৈন্যমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসন কম্পিত করিয়া সত্বর তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর তিন ও জনার্দ্দনের উপর সপ্ততি সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অর্জ্জুনের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, যেমন মহামাত্র[১] হস্তীর উপর অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ শ্রুতায়ুধের উপর নতপর্ব্ব নবতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ অর্জ্জুনের পরাক্রমদর্শনে

১। মাহুত।

নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শ্রুতায়ুধের ধনুঃ ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সাত বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ পাণ্ডবের পরাক্রম দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক নয় বাণে অর্জ্জুনের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ ধনঞ্জয় শ্রুতায়ুধের উপর সপ্ততি নারাচ ও সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বলবীর্যসম্পন্ন মহারাজ শ্রুতায়ুধ এইরূপে পার্থের শরে অশ্বহীন ও সারথিবিহীন হইয়া ক্রোধভরে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক গদাহস্তে পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ শ্রুতায়ুধ-মহীপতি বরুণের পুত্র। শীততোয়া মহানদী পর্ণাশা 'এই পুত্র অরাতি-গণের অবধ্য হউক' বলিয়া বরুণের নিকট বর প্রার্থনা করিলে তিনি প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন, 'সরিদ্বরে! আমি এই দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছি। ইহার প্রভাবেই তোমার পুত্র অবধ্যতা লাভ করিবে। হে ভদ্রে! মনুষ্য কদাচ অমর হইতে পারে না। এই ভূমণ্ডলে যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই কালকবলে পতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, তোমার এই পুত্র এই অস্ত্রের প্রভাবে রণস্থলে শত্রুগণের অজেয় হইবে; তুমি মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর।' বরুণদেব এই কথা বলিয়া শ্রুতায়ুধকে মন্ত্রের সহিত গদা প্রদান করিলেন। শ্রুতায়ুধ গদা গ্রহণ করিলে ভগবান্ জলাধিপতি কহিলেন, 'বৎস শ্রুতায়ুধ! যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবে, তাহার উপর এই গদা কদাচ প্রয়োগ করিও না। যদি কর, তাহা হইলে ইহা প্রতীপগামিনী[১] হইয়া তোমাকেই বিনাশ করিবে।'

হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সেই বরুণদত্ত গদাপ্রভাবেই ত্রিলোকমধ্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠেন। তিনি সেই গদা সমুদ্যত করিয়া অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ জলাধি-পতির বাক্য রক্ষা না করিয়া তদ্দারা জনার্দ্দনকে প্রহার করিলেন। মহাবীর বাসুদেব অনায়াসে স্বীয় পীন স্কন্ধদেশে সেই গদাঘাত সহ্য করিলেন। প্রবল বায়ু যেমন বিন্ধ্যগিরিকে কম্পিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ সেই গদা মধুসূদনকে কম্পিত করিতে পারিল না, প্রত্যুত বরুণের বাক্যানুসারে উহা প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অমর্ষণ মহাবীর শ্রুতায়ুধকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও অরাতিনিপাতন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া কৌরব-সৈন্যমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সমরপরাঙ্মুখ কেশবকে গদাপ্রহার করিয়াছিলেন বলিয়াই জলাধিরাজের বাক্যানুসারে স্বীয় গদাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণ-সমক্ষে বায়ুবেগভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণ শত্রুতাপন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুদক্ষিণ বধ

তখন কাম্বোজরাজের পুত্র মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগশালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর পার্থ সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে শরসকল বর্ম্ম ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর সুদক্ষিণ গাণ্ডীব-প্রেরিত তীক্ষ্ণ শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে প্রথমতঃ অর্জ্জুনকে দশ ও বাসুদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সুদক্ষিণের ধনুঃ ও রথধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে দুই সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ অর্জ্জুনের ভল্লাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক অতি ভয়ানক ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণ-নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় মহারথ অর্জ্জুনের উপর নিপতিত হইয়া কলেবর বিদারণপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মহাতেজাঃ অর্জ্জুন শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সৃক্কণী[১] লেহন করত

১। বিপরীতগামিনী—উল্টাইয়া আসিয়া।

১। ওষ্ঠপ্রান্ত।

কঙ্কপত্রালঙ্কৃত চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা সুদক্ষিণকে এবং তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনুঃ ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ভূরি ভূরি অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিষম শর-প্রভাবে কাম্বোজরাজতনয় সুদক্ষিণের বর্ম্ম ছিন্ন, গাত্র শিথিল এবং মুকুট ও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। বসন্তাগমে পর্ব্বতশিখরজাত শাখাবৃত কর্ণিকার যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কাম্বোজরাজতনয় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলেন। সেই মহার্হাভরণভূষিত, তপ্তকাঞ্চন-মালালঙ্কৃত, প্রিয়দর্শন, তাম্রলোচন, মহাবীর অর্জ্জুনের শরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সানুমান্ পর্ব্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ ও কাম্বোজরাজতনয় সুদক্ষিণ নিহত হইলে দুর্য্যোধনের সমুদয় সৈন্যগণ মহাবেগে ধাবমান হইল।"

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধের নিধন দর্শনে কৌরবপক্ষীয় সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা ক্রোধভরে মহাবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিদেশীয় বীরগণ সকলেই ধনঞ্জয়ের উপর সত্বর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে তাহাদিগের যষ্টিশত সেনাকে শরনিপীড়িত করিলেন। যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ব্যাঘ্রভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ কৌরব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনভয়ে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সত্বর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সমরবিজয়ী শত্রুনাশক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অরাতি-সৈন্যগণের বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নর-মস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রণভূমিমধ্যে মস্তকশূন্য স্থান নয়নগোচর হইল না। সহস্র সহস্র কাক ও গৃধ্র উড্ডীয়মান হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের শরে সমুদয় কৌরব-সৈন্য উৎসন্ন হইতে আরম্ভ হইলে শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বিপুলপরাক্রম স্পর্দ্ধাশালী, সৎকুলোদ্ভব বীরদ্বয় আপনার পুত্রের হিতসাধন ও স্বীয় মহীয়সী কীর্ত্তিলাভের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে অতি সত্বর উভয় পার্শ্ব হইতে শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মেঘ যেমন বারিবর্ষণ দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ নতপর্ব্ব সহস্র বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহারথ শ্রুতায়ু ক্রোধভরে ধনঞ্জয়ের উপর নিশিত তোমরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। শত্রুকর্ষণ অর্জ্জুন দারুণ অস্ত্রাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া কেশবকে মোহিতপ্রায় করত স্বয়ং মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ অচ্যুতায়ু অতি তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্ষতে ক্ষার প্রদান করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মহাবীর অর্জ্জুন অচ্যুতায়ুর শূল-প্রহারে সেইরূপ কষ্ট অনুভব করত ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের সেইরূপ অবস্থা সন্দর্শনে তাঁহাকে নিহত বোধ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থকে বিচেতন দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হইয়া মধুরবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য হইয়া মহারথ শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বাণবৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথ, চক্র, যুগন্ধর অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভপূর্ব্বক আপনার রথ ও কেশবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং শত্রুদ্বয়কে অচলের ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব বাণ সমুৎপন্ন হইয়া শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে ঐ বীরদ্বয় অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বায়ুবেগতাড়িত পাদপদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত

হইলেন; তাঁহাদের শর-সকলও পার্থবাণে বিদারিত হইয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ঐ বীরদ্বয়কে ও তাঁহাদের শরসকল সংহার করিয়া মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর নিধন সমুদ্র-শোষণের ন্যায় একান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। মহাত্মা পার্থ ঐ বীরদ্বয়ের পদানুগত পঞ্চশত রথ নিহত করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধৃদিগকে বিনাশ করত কৌরবসেনাগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর পুত্র নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ু স্ব স্ব পিতার নিধন-দর্শনে শোকে নিতান্ত কর্শিত হইয়া রোষকষায়িত-লোচনে বিবিধ শর নিক্ষেপ করত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই সন্নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন এবং মত্তমাতঙ্গ যেমন পদ্মসমেত সরোবর আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই কৌরবসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। কোন ক্ষত্রিয়ই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না। তখন বঙ্গদেশীয় সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ক্রোধনস্বভাব গজারোহীরা এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন ভূপালগণ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে পর্ব্বত-প্রমাণ কুঞ্জর-সমুদয় দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গাণ্ডীব-ধন্বা তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সত্বর তাঁহাদের মস্তক ও ভূষণালঙ্কৃত বাহু-সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরভূমি সেই সমুদয় মস্তক ও বাহু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া ভুজগবেষ্টিত কনক-শিলার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সায়কোন্মথিত মস্তক ও বাহু-সকল বীরগণের দেহ হইতে স্খলিত হইয়া বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতনোন্মুখ পক্ষিসমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শরবিদ্ধ শোণিতস্রাবী কুঞ্জর-সকল বর্ষাকালীন গৈরিকধাতুযুক্ত জলস্রাবী পর্ব্বত-সমুদয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইল। গজপৃষ্ঠগত, বিকৃতদর্শন, বিবিধবেশধারী ম্লেচ্ছগণ বিচিত্র নিশিত শরে নিহত হইয়া রুধিরাক্ত-কলেবরে ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। আরোহী ও পাদরক্ষক-সমবেত, নারাচ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রসম্পন্ন, তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ-সদৃশ সহস্র সহস্র মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে গাঢ়বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কতকগুলি শোণিত বমন, কতকগুলি উপক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি ভ্রমণ করিয়া এবং অধিকাংশ অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগকেই মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন বিকটবেশ, বিকটচক্ষুঃ, আসুরিক মায়াভিজ্ঞ যবন, পারদ, শক, বাহ্লীক ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ-দেশ-সম্ভূত নানা যুদ্ধবিশারদ, কালান্তকযমসদৃশ ম্লেচ্ছগণ এবং দার্ব্বাতিসার, দরদ ও পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশসঞ্জাত অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভশ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়া বিস্তার করিয়া সুশাণিত অস্ত্র দ্বারা মুণ্ডিত, অর্দ্ধমুণ্ডিত, অপবিত্র, জটিলবক্ত্র, একত্র সমবেত সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকে সংহার করিলেন। গিরিগহ্বরনিবাসী গিরিচারিগণ তাঁহার শরে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কাক, কঙ্ক, বৃক প্রভৃতি শোণিত-লোলুপ প্রাণিগণ আনন্দ সহকারে অর্জ্জুনের শাণিত শরে নিপাতিত গজ ও অশ্বারোহী ম্লেচ্ছদিগের রুধির পান করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ শর-প্রভাবে হস্তী, অশ্ব ও রথসমারূঢ় অসংখ্য রাজপুত্র-গণের দেহ হইতে অনবরত শোণিতধারা বিনির্গত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে রক্ততরঙ্গসম্পন্ন, নিহত করিকুল-সমাকীর্ণ, সাক্ষাৎ যুগান্তকালীন কালসদৃশ মহানদী প্রবাহিত হইল। নিহত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি-গণ উহার সংক্রমস্বরূপ[১], শরনিকর প্লবস্বরূপ[২], কেশ-কলাপ শৈবাল ও শাদ্বলস্বরূপ এবং ছিন্ন অঙ্গুলি-সমুদয় ক্ষুদ্র মৎস্যস্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে যেরূপ কি উন্নত, কি অবনত সমুদয় প্রদেশই একাকার হইয়া যায়, সেইরূপ কৌরব-সৈন্যগণের গাত্রনিঃসৃত শোণিত-প্রবাহে রণস্থল একাকার হইল। হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে ষট্‌সহস্র অশ্ব ও দশ শত ক্ষত্রিয়বীরগণকে শমনভবনে প্রেরণ করি-লেন। শরবিক্ষতাঙ্গ সুসজ্জিত হস্তি-সমুদয় বজ্র-তাড়িত শৈলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। যেমন

১। সেতুর ন্যায়। ২। ভেলার ন্যায়।

মত্ত মাতঙ্গ নলবন মর্দ্দন করিয়া ভ্রমণ করে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য গজ, বাজী ও রথ বিনাশ করত রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনল যেমন সমীরণসাহায্যে ভূরি ভূরি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ মহারণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের সাহায্যে নিশিত শর দ্বারা অসংখ্য কৌরবসৈন্য সংহারপূর্ব্বক রথ-সমুদয় শূন্য ও নরদেহে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চাপ-হস্তে রণস্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অম্বষ্ঠরাজ-শ্রুতায়ু বধ

এইরূপে মহারথ ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য শরপ্রভাবে রণস্থল শোণিতময় করিয়া রোষাবিষ্ট-চিত্তে কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠাধিপতি শ্রুতায়ু তাঁহাকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুন অবিলম্বে কঙ্কপত্র-ভূষিত তীক্ষ্ণ শর-সমুদয় দ্বারা অম্বষ্ঠরাজের অশ্ব-সমুদয় সংহার ও কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠরাজ অর্জ্জুনের কার্য্যদর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া গদা-হস্তে মহারথ কেশব ও পার্থের নিকট গমনপূর্ব্বক গদা দ্বারা রথের গতি নিবারণ ও কেশবকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। অরাতিনাশন অর্জ্জুন কেশবকে গদা-তাড়িত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মেঘ যেমন উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সুবর্ণ-পুঙ্খ শর দ্বারা গদাপাণি মহারথ অম্বষ্ঠকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অপর শরনিকরে তাঁহার গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর অম্বষ্ঠ সেই গদা ছিন্ন দেখিয়া অবিলম্বেই অন্য মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক বারংবার অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সমর-বিশারদ অর্জ্জুন দুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার গদাযুক্ত ইন্দ্রধ্বজাকার ভুজদ্বয় ছেদনপূর্ব্বক অন্য এক বাণে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বসুন্ধরা অনুনাদিত করত যন্ত্রমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন অসংখ্য রথ, গজ ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘনঘটাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।"

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের অভিযোগ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথবধার্থ দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য ও ভোজসৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট, কাম্বোজরাজতনয় সুদক্ষিণ ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ুধ বিনষ্ট এবং সৈন্য-সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সত্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! অর্জ্জুন এই সমস্ত সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিতেছে। এক্ষণে ভয়ঙ্কর লোক-ক্ষয়কর কালে অর্জ্জুনবিনাশের নিমিত্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যাবধারণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনিই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়; অতএব অর্জ্জুন যাহাতে জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। হুতাশন যেমন সমীরণের সাহায্যে শুষ্ক তৃণ-সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে আমার সৈন্যসমুদয় বিনষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বে জয়দ্রথের রক্ষক ভূপালগণের স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, ধনঞ্জয় প্রাণসত্ত্বে কদাচ দ্রোণা-চার্য্যকে অতিক্রম করিবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহারা তাহাকে সৈন্য ভেদপূর্ব্বক আপনাকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছে। হে মহাত্মন্! আমি পার্থকে আপনার সমক্ষে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অস্মৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং আপনাকে সৈন্যশূন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি আপনাকে পাণ্ডবগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত জানিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইতেছি। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সহিত সদ্ব্যবহার এবং আপনাকে প্রীত করি, কিন্তু তৎসমুদয় আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা আপনার একান্ত ভক্ত, তথাচ আপনি আমাদিগের হিতাভিলাষ করেন না; প্রত্যুত আমাদের অপকারে প্রবৃত্ত পাণ্ডবদিগকে নিরন্তর প্রীতি করিয়া থাকেন। আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া আমাদিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুরসদৃশ, তাহা আমি এত কাল অবগত ছিলাম না। যদি আপনি পূর্ব্বে অর্জ্জুননিগ্রহে স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমি গৃহগমনোন্মুখ

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে কদাচ নিবারণ করিতাম না। আমি দুর্ব্বুদ্ধিপ্রভাবে আপনার অস্ত্রবলে পরিত্রাণেচ্ছা করিয়া মোহবশতঃ সিন্ধুরাজকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। বরং মনুষ্য কৃতান্তের করাল দংষ্ট্রান্তরে নিপতিত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, কিন্তু জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বশবর্ত্তী হইলে কদাপি পরিত্রাণ পাইবেন না। অতএব হে মহাত্মন্! সিন্ধুরাজ যাহাতে অর্জ্জুন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, এরূপ উপায় করুন। আমার এই আর্ত্তপ্রলাপে রোষপরবশ হইবেন না।'

দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি আমার আত্মজ অশ্বত্থামার তুল্য, আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য কর। কৃষ্ণ সারথিশ্রেষ্ঠ, তাঁহার অশ্ব-সকল অতিশয় বেগগামী এবং মহাবীর অর্জ্জুন অত্যল্পমাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হয়েন। তুমি কি নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, অর্জ্জুনের গমনকালে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরনিকর তাঁহার রথের এক ক্রোশ পশ্চাৎ নিপতিত হইতেছে? হে মহারাজ! আমি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং শীঘ্র-গমনে সমর্থ নহি। বিশেষতঃ পাণ্ডবদিগের সেনাগণ আমাদের সেনা-মুখে সমুপস্থিত হইয়াছে। আরও, আমি সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব বলিয়া ক্ষত্রিয়মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এক্ষণে যুধিষ্ঠিরও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমি এ সময় ব্যূহমুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। তুমি এই জগতের পতি, মহাবল-পরাক্রান্ত ও জয়লাভে সুনিপুণ; অতএব যে স্থানে পার্থ অবস্থান করিতেছে, তুমি স্বয়ং সহায়সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়ে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই তুল্যাভিজন[১], তুল্যকর্ম্মা, একমাত্র পাণ্ডুতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আপনি সমুদয় শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য, ধনঞ্জয় আপনাকেও অতিক্রম করিয়াছে; অতএব আমি কিরূপে তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব? আমি কুলিশধারী পুরন্দরকেও সমরে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে কোনমতেই সমর্থ হইব না। যে মহাবীর অস্ত্রবলে ভোজরাজ, হার্দিক্য ও আপনাকে পরাজয় এবং সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, অম্বষ্ঠপতি ও অসংখ্য ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়াছে, আমি কিরূপে সেই দহনোন্মুখ হুতাশনসদৃশ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, অস্ত্রবিশারদ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব? আজি আপনিই বা কিরূপে অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিলেন? হে আচার্য্য! আমি ভৃত্যের ন্যায় আপনার অধীন, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার যশোরক্ষা করুন।'

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! ধনঞ্জয় যথার্থই দুর্দ্ধর্ষ; কিন্তু তুমি যেরূপে তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, আমি এক্ষণে তাহার উপায়বিধান করিতেছি। আজি ধনুর্দ্ধরগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করুন যে, মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সমক্ষে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইতেছে। হে মহারাজ! আমি তোমার শরীরে এই কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে মানুষাস্ত্র তোমার শরীরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমুদয় সুর, অসুর, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেও তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। কি কৃষ্ণ, কি অর্জ্জুন, কি অন্য কোন শস্ত্রধারী বীর, কেহই তোমার এই কবচে শরক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না; অতএব তুমি এই কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সত্বরে অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হও; সে কদাচ তোমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।'

দুর্য্যোধনের অভেদ্য কবচ লাভ

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া স্বীয় বিদ্যাবলে সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলস্থিত বীরগণের বিস্ময়োৎপাদন ও দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সত্বর উদকস্পর্শ করিয়া যথাবিধি মন্ত্র জপ করত দুর্য্যোধনের গাত্রে এক তেজঃপ্রজ্বলিত অদ্ভুত কবচ আসজ্জিত[১] করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্! যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর সরীসৃপ এবং একচরণ, বহুচরণ ও চরণহীন প্রাণিগণের নিকট তুমি নিরন্তর মঙ্গল লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, স্বাহা, স্বধা, শচী, লক্ষ্মী,

১। একবংশীয়।

১। লগ্ন—বদ্ধন।

অরুন্ধতী, অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, লোকপাল, ধাতা, বিধাতা, দিক্‌সকল, দিক্‌পালগণ, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, ভগবান্ ভাস্কর, দিগ্‌গজ-চতুষ্টয়, ক্ষিতি, গগন, গ্রহগণ এবং যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমার ও ভগীরথ প্রভৃতি সমস্ত রাজর্ষিরা তোমার মঙ্গলবিধান করুন। যিনি রসাতলে অবস্থান-পূর্ব্বক নিরন্তর ধরা ধারণ করিতেছেন, সেই পন্নগশ্রেষ্ঠ অনন্ত তোমার মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

হে গান্ধারীতনয়! পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাসুরের সহিত সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও বলবীর্য্যবিহীন হইয়া ভয়ে ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে কমলযোনিকে কহিয়াছিলেন, 'হে দেবসত্তম! আপনি বৃত্রমর্দ্দিত সুরগণের একমাত্র গতি হইয়া ইঁহাদিগকে এই মহদ্ভয় হইতে রক্ষা করুন।' তখন ভগবান পদ্মযোনি স্বীয় পার্শ্বস্থিত বিষ্ণু ও শক্রাদি সুরগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে দেবগণ! তোমাদিগকে ও ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু এক্ষণে আমি বৃত্রাসুরকে সংহার করিতে সমর্থ নহি। বিশ্বকর্ম্মার অতি দুঃসহ তেজঃপ্রভাবে বৃত্রাসুরের জন্ম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বিশ্বকর্ম্মা দশ লক্ষ বৎসর তপশ্চরণপূর্ব্বক মহেশ্বর-নিকটে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সেই অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দুরাত্মা বৃত্রাসুর দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেবগণ! মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিলে তপশ্চরণনিদান, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, সর্ব্বভূতপতি, ভগনেত্রনিপাতন, ভগবান্ পিনাকপাণির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, অতএব তোমরা অবিলম্বে তথায় গমন কর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বৃত্রাসুরকে পরাজয় করিতে পারিবে।' তখন সুরগণ ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে তাঁহার সহিত মন্দর-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় কোটি-সূর্য্যসঙ্কাশ তেজোরাশি ভগবান্ পিনাকপাণি বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি দেবগণকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, 'হে সুরগণ! আমাকে তোমাদিগের কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? আমার দর্শন অমোঘ অতএব অবশ্যই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' সুরগণ মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দেব! দুরাত্মা বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজঃক্ষয় করিয়াছে। এই দেখুন, আমাদিগের কলেবর তাহার প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।' তখন মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! মহাবল-পরাক্রান্ত প্রাকৃত জনের দুর্নিবার্য্য বৃত্রাসুর যে বিশ্বকর্ম্মার তেজঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তোমাদের অবিদিত নাই, যাহা হউক, দেবগণের সাহায্য করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আমার গাত্রস্থিত এই ভাস্বর কবচ গ্রহণ করিয়া মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ধারণ কর।'

বরদাতা মহাদেব এই বলিয়া ইন্দ্রকে বর্ম্ম ও বর্ম্মধারণমন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ সেই বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বৃত্রসৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। বৃত্রাসুর তাঁহার উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার সন্ধিস্থল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবরাজ অবসর পাইয়া সেই সংগ্রামে বৃত্রকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হে দুর্য্যোধন! সুররাজ পুরন্দর বৃত্রাসুর-নিধনানন্তর সেই হরদত্ত বর্ম্ম ও মন্ত্র অঙ্গিরাকে প্রদান করেন। তৎপরে অঙ্গিরা স্বীয় মন্ত্রবেত্তাপুত্র বৃহস্পতিকে ও বৃহস্পতি ধীমান অগ্নিবেশ্যকে ঐ মন্ত্র-সমবেত বর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন; মহাত্মা অগ্নিবেশ্য উহা আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে নৃপসত্তম! অদ্য তোমার দেহরক্ষার্থ সেই বর্ম্ম মন্ত্রপূত করিয়া তোমার গাত্রে বন্ধন করিতেছি'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আচার্য্যপুঙ্গব দ্রোণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিলেন, 'হে পার্থিব! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সংগ্রাম-সময়ে বিষ্ণুর শরীরে এবং তারকাময়-যুদ্ধে ইন্দ্রের শরীরে যেমন দিব্যকবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজি আমি তোমার গাত্রে ব্রহ্মসূত্র দ্বারা কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি।' মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে সেই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! মহাবাহু দুর্য্যোধন এইরূপে আচার্য্য কর্ত্তৃক বদ্ধকবচ হইয়া ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় সহস্র রথ, বিপুলবলশালী সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, নিযুত অশ্ব ও অন্যান্য মহারথগণ-সমভিব্যাহারে নানাবিধ বাদিত্র বাদনপূর্ব্বক বিরোচনতনয় বলির ন্যায়

মহাড়ম্বরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন অগাধ সমুদ্রের ন্যায় ধাবমান হইলে কৌরব-সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ সমুত্থিত হইল।

—

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ

হে মহারাজ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন সমর-প্রবিষ্ট কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে পাণ্ডবেরা সোমকগণ-সমভিব্যাহারে ঘোরতর গভীর নিনাদ করিয়া প্রবলবেগে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে রাজন্! তৎকালে ভগবান্ মরীচিমালী গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় ব্যূহের অগ্রভাগে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যেরূপ লোমহর্ষণ অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, তদ্রূপ সমর পূর্ব্বে আর কখন আমরা দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অসংখ্য সৈন্যসমবেত পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোণসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন; কৌরবগণও দ্রোণাচার্য্যকে পুরস্কৃত করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়কনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ গ্রীষ্মকালীন বায়ুতাড়িত উদ্ধত মহামেঘদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া বর্ষাকালীন সলিল-পরিপূর্ণ জাহ্নবী ও যমুনার ন্যায় মহা-বেগে ধাবমান হইল। বায়ুবেগ-সঞ্চালিত মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ সেই সংগ্রামে অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথে পরিবৃত মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শরবর্ষণ দ্বারা পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে প্রবল সমীরণ সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন জলরাশি বিক্ষুব্ধ করে, তদ্রূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ যেমন সলিলরাশি প্রবলবেগে মহাসেতু ভেদ করিতে ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্যকে ভেদ করিবার নিমিত্ত পরম যত্নসহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও অচল যেমন জলবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ সংক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়দিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। প্রবল-প্রতাপ নরপতিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে পাঞ্চাল-গণকে আক্রমণ করিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুসৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে পাণ্ডবদিগের সাহায্যে মহাবীর দ্রোণকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর যেরূপ শর নিক্ষেপ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁহার উপর তদ্রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! শক্তি, প্রাস ও ঋষ্টিসম্পন্ন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎকালে সংগ্রামক্ষেত্রে মহামেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার তরবারি পুরোবর্ত্তী বায়ুর ন্যায়, মৌর্ব্বী বিদ্যুতের ন্যায়, শরাসননিস্বন অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ মহাবীর উপলখণ্ডের ন্যায় শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া দশদিক্ সমাচ্ছন্ন, অসংখ্য রথী ও অশ্ব-সমুদয় ছেদন করিয়া সেনাগণকে প্লাবিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বাণবর্ষণ করিয়া পাণ্ডবদিগের যে যে রথমার্গে গমন করিতে লাগিলেন, মহাতেজাঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরপ্রভাবে সেই সেই স্থান হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য রণস্থলে অসাধারণ যত্ন করিলেও তাঁহার সৈন্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইল। কতকগুলি সৈন্য ভোজরাজের নিকট গমন করিল, কতকগুলি জলসন্ধের শরণাপন্ন হইল এবং অবশিষ্ট দ্রোণের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য যতবার সৈন্যগণকে সংযোজিত করিলেন, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ততবারই তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অরণ্যে রক্ষকবিহীন পশুসকল যেমন ক্রুদ্ধ শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে সকলেরই মনে এইরূপ উদয় হইল যে, সেই তুমুল সংগ্রামে সাক্ষাৎ কাল ধৃষ্টদ্যুম্ন-শরবিমোহিত যোদ্ধ-বর্গকে গ্রাস করিতেছে। হে মহারাজ! কুনৃপের রাজ্য যেমন দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও তস্কর দ্বারা উৎসন্ন হয়, সেইরূপ আপনার সেনাগণ পাণ্ডবগণের শরপ্রভাবে ধ্বংস হইতে লাগিল। ঐ সময় অর্ককিরণমিশ্রিত অস্ত্র ও বর্ম্ম সমুদয় এবং সেনাগণের চরণসমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা রণভূমিস্থ ব্যক্তিগণের চক্ষুপীড়া সমুৎপন্ন হইতেছিল।

এইরূপে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরবসৈন্য-গণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চালদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সায়ক দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও নিপাতিত করিয়া সমরক্ষেত্রে দেদীপ্যমান কালাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে এক এক বাণে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে দ্রোণ-শরাসন-বিমুক্ত শরনিকর সহ্য করিতে সমর্থ হয়, পাণ্ডবদিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দৃষ্টিগোচর হইল না। পাণ্ডবসৈন্যগণ দ্রোণসায়ক ও সূর্য্যকিরণে যুগপৎ সন্তাপিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যেমন হুতাশন শুষ্ক বন উৎসন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও কৌরব-সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উভয়পক্ষীয় সেনাগণ এইরূপে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সায়কে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কেহই প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র মহারথ বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ কুন্তীপুত্র ভীমসেনকে অবরোধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বীর্য্যবান্ ক্ষেমমূর্ত্তি এই তিন জন আপনার তিন পুত্রের অনুগমন করিলেন। সৎকুলসম্ভূত মহা-তেজস্বী মহারথ বাহ্লীক-নৃপতি অমাত্য ও সেনাগণ-সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীতনয়দিগকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ শল সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কাশিরাজের মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্রকে আক্রমণ করিলেন। মদ্রদেশাধিপতি শল্য জ্বলন্ত পাবক-সদৃশ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। অমর্ষপরায়ণ কবচাবৃত মহাবীর দুঃশাসন স্বসৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক মহারথ সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং চারি শত মহাধনুর্দ্ধর সৈন্য লইয়া চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি চাপ, শক্তি ও খড়্গধারী সপ্তশত গান্ধারদেশীয় সৈন্য লইয়া মাদ্রীপুত্র নকুলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বান্ধবের বিজয়বাসনায় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রাণপণে বিরাট-রাজের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহ্লীক-নৃপতি সমরে অপরাজিত মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীকে পরাভূত করিতে সমুদ্যত হই-লেন; অবন্তিনগরাধিপতি সৌবীর সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্রোধপরিপূর্ণ প্রভদ্রকগণ-সমবেত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলায়ুধ ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রাণসংহার করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। মহারথ কুন্তিভোজ অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে ভীষণপ্রকৃতি রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৃপ প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণে পরিবৃত হইয়া সমুদয় সেনার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার দক্ষিণভাগে ও সূতপুত্র কর্ণ বামভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। সোমদত্তি প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠ-রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধবিশারদ, নীতিজ্ঞ, মহাধনুর্দ্ধর কৃপ, বৃষসেন, শল ও শল্য প্রভৃতি বীরগণ এইরূপে সিন্ধুরাজের রক্ষার উপায়বিধান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

বীরগণের পরস্পর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের যে আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়া-ছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবাহু পাণ্ডবগণ ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণাচার্য্যও যশোলাভের আশয়ে আপনার ব্যূহ রক্ষা করিয়া স্বীয় সৈন্য-সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-গণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের হিতৈষী অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ক্রোধাম্বিতচিত্তে দশ বাণে বিরাটরাজকে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর বিরাটরাজও সেই অনুচর-বেষ্টিত মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের বাণে আহত হইয়া তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরণ্যমধ্যে মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের সহিত কেশরীর যেরূপ যুদ্ধ হয়, উক্ত বীরদ্বয়ের সহিত দ্রোণের সেইরূপ অতিভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ

হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত শিখণ্ডী মর্ম্মাস্থিভেত্ত[1] তীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্লীক-ভূপতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; বাহ্লীকও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর হেমপুঙ্খ শিলানিশিত নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের সংগ্রাম ভীরুগণের ত্রাসজনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন হইল। তাঁহাদিগের শরজালে এককালে সমুদয় দিক্ ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যেমন মাতঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ শিবিরাজ গোবাসন মহারথ কাশিরাজের পুত্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যেমন জীবের মনঃ পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হয়, সেইরূপ বাহ্লীকরাজ কোপান্বিত হইয়া দ্রৌপদীর মহারথ পাঁচ পুত্রকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ[2] সকল শরীরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ শরবর্ষণপূর্ব্বক বাহ্লীকরাজের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুঃশাসন নতপর্ব্ব নয় তীক্ষ্ণ বাণে বৃষ্ণিবংশাবতংস সত্যবিক্রম সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে তিনি ঈষৎ মূর্চ্ছিত হইলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত দশ বাণে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ঐ বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বাণে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় সংগ্রামস্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রোধপূর্ণ মহাবীর অলম্বুষ-মহাবল-পরাক্রান্ত কুন্তিভোজের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে তাঁহাকে বিবিধ বাণে বিদ্ধ করিয়া কৌরববাহিনীমুখে ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ পূর্ব্বকালীন জম্ভাসুর ও ইন্দ্রের সমরের ন্যায় মহাবীর কুন্তিভোজ ও অলম্বুষের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব কোপান্বিত হইয়া কৃতবৈর বলবান্ শকুনির উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহীপাল! এইরূপে সমরক্ষেত্রে তুমুল জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণের ক্রোধাগ্নি আপনার দুর্নীতিপ্রভাবে সমুৎপন্ন, কর্ণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ও আপনার পুত্রগণকর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া এক্ষণে এই সসাগরা ধরিত্রীকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সমরবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি পাণ্ডুপুত্র নকুল ও সহদেবের শরপ্রহারে রণবিমুখ হইয়া পরাক্রমপ্রকাশে অসমর্থ ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। মহারথ মাদ্রীতনয়দ্বয় শকুনিকে সমরবিমুখ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার উপর বারিধারার ন্যায় অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন সেই মহাবীরদ্বয়ের সন্নতপর্ব্ব বিবিধ শরে বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালনপূর্ব্বক দ্রোণসৈন্যমধ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মহাবেগে অলায়ুধ রাক্ষসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ বিষম সংগ্রাম হইয়াছিল, ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষসদ্বয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে প্রথমতঃ পঞ্চাশত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরের সহিত অমররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মদ্ররাজের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অদ্ভুত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইঁহারা অসংখ্য সৈন্য-পরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।"

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

দ্রোণসহ যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন মহাবাহু জলসন্ধকে ও অসংখ্য সৈন্যসমবেত রাজা যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মাকে এবং সূর্য্যসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর বর্ষণ করিয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। তখন যুদ্ধতৎপর, ধনুর্দ্ধারী, ক্রোধপরায়ণ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য-জনসংক্ষয়কর সমরে সেনাগণ নির্ভীক্‌চিত্তে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে বলবীর্য্যসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য পরাক্রান্ত পাঞ্চালপুত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

১। মর্ম্মাস্থিভেদনক্ষম। ২। কামনা।

মহাবীর দ্রোণ ও মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যগণের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পুণ্ডরীক-বন সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময় সংগ্রামস্থলে চতুর্দ্দিকে বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, অস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম, ও আয়ুধ-সকল বিকীর্ণ হইল। শূরগণের শোণিতাক্ত সুবর্ণনির্ম্মিত তনুত্রাণ-সকল সৌদামিনী-সম্বলিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন অন্যান্য মহারথগণ তাল-প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব, ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য বীরগণের মস্তক, অসি, চর্ম্ম, চাপ ও কবচ-সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরক্ষেত্রে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুত্থিত হইল। মাংসলোলুপ গৃধ্র, কঙ্ক, বক শ্যেন, বায়স ও শৃগালসমুদয় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের মাংসভোজন, শোণিতপান, কেশচ্ছেদন, মজ্জা-ভক্ষণ এবং শরীর ও মস্তক-সমুদয় আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সংগ্রামনিপুণ, কৃতাস্ত্র, রণদীক্ষিত যোধগণ বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা নির্ভয়ে অসিমার্গে[১] বিচরণ এবং ক্রোধভরে ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল তোমর, পট্টিশ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ এবং ভুজ দ্বারা পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। রথি-গণ রথীদিগের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহী-দিগের সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অসংখ্য মত্তমাতঙ্গ উন্মত্তের ন্যায় চাৎকার করিয়া পরস্পরের প্রতি আঘাত ও পরস্পরকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর সংগ্রামসময়ে মহা-বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের অশ্বগণের সহিত আপনার অশ্ব-সমুদয় মিলিত করিলেন। বায়ুবেগশালী পারাবতসবর্ণ ও রক্তবর্ণ অশ্বগণ একত্র মিলিত হইয়া বিদ্যুৎসম্বলিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সমীপস্থ দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার মানসে কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং রথদণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক দ্রোণের রথে গমন করিয়া কখন অশ্বগণের উপরে, কখন অশ্বগণের পশ্চাদ্ভাগে ও কখন যুগমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গহস্তে যখন দ্রোণের রক্তবর্ণ অশ্বের উপর আরোহণ করিলেন, তখন আচার্য্য দ্রোণ তাঁহার কিছুমাত্র রন্ধ্র অবলোকনে সমর্থ হইলেন না। শ্যেনপক্ষী আমিষগ্রহণার্থ অরণ্যে যেরূপ ভ্রমণ করে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে সেইরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য শত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের চর্ম্ম, দশ শরে অসি, চতুঃষষ্টি শরে অশ্ব-সমুদয় এবং দুই ভল্লে তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে ছেদনপূর্ব্বক শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপর অশনিসদৃশ জীবিতান্তক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল সাত্যকি তদ্দর্শনে অবিলম্বে চতুর্দ্দশ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দ্রোণবিমুক্ত শর ছেদন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সিংহমুখে নিপতিত মৃগের ন্যায় দ্রোণ হইতে রক্ষা করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই মহারণে সাত্য-কিকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক অবলোকন করিয়া সত্বর তাঁহার উপর ষড়্‌বিংশতি শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রোণের বক্ষঃস্থলে ষড়্‌বিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিজয়া-ভিলাষী পাঞ্চালদেশীয় রথিগণ সাত্যকিকে দ্রোণা-চার্য্যের অভিমুখীন দেখিয়া সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমর হইতে অপসারিত করিলেন।"

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

দ্রোণ-সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! বৃষ্ণিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি দ্রোণনির্ম্মুক্ত শর ছেদনপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কিরূপ সংগ্রাম করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়া সুবর্ণ-পুঙ্খ শর ও নারাচ-সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া ব্যাদিতাস্য, বিকটিতদন্ত, তাম্রাক্ষ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস

১। অন্নবাদ্য পদসৈন্যবপূর্ব্বক প্রস্তুত পথে।

পরিত্যাগপূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার লোহিতবর্ণ অশ্বগণ এরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল যে, দর্শনমাত্র বোধ হইল, উহারা আকাশমার্গে গমন বা পর্ব্বতোপরি সমুত্থান করিতেছে। তখন শত্রুজেতা মহাশূর সাত্যকি শক্তিখড়্গধারী অমর্ষপরায়ণ দ্রোণাচার্য্যকে বেগশালী রথে আরোহণপূর্ব্বক কার্ম্মুক এবং অসংখ্য শর ও নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক অশনিনির্ঘোষশালী বারিধারাবর্ষী বায়ুবেগচালিত বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত মহামেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! তুমি অবিলম্বে এই স্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, দুর্য্যোধনের আশ্রিত, রাজপুত্রদিগের আচার্য্য, শূরাভিমানী ব্রাহ্মণের অভিমুখে অশ্ব পরিচালনা কর।' সারথি সাত্যকির বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ রজতশুভ্র বায়ুবেগসম শীঘ্রগামী অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমানীত করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য ও শিনিবংশাবতংস সাত্যকি উভয়ে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি বারিধারার ন্যায় বহু সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহারথদ্বয়ের শরজালে আকাশমার্গ ও দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে প্রভাকরের প্রভা বিনাশ ও সমীরণের গতি রোধ হইয়া গেল। এইরূপে উভয়ের বাণবর্ষণে রণস্থল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে অন্যান্য বীরগণ উহা নিতান্ত অনিবার্য্য বোধ করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও সাত্যকি পরস্পরের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধারাভিঘাতজ তাঁহাদের শরসন্নিপাতের গভীর শব্দ দেবরাজপ্রেরিত অশনিনিস্বনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নারাচবিদ্ধ বীরগণের কলেবর আশীবিষবিদষ্ট সর্পের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধোন্মত্ত মহাবীর দ্রোণ ও সাত্যকির নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গ হইতে উত্থিত শব্দের ন্যায় শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। উভয়ের রথ, সারথি ও অশ্ব-সমুদয় স্বর্ণপুঙ্খ শরে বিদ্ধ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। অকুটিল নির্ম্মল নারাচসমূহ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক মদস্রাবী বারণদ্বয়ের ন্যায় শোণিতাক্তকলেবর হইয়া বিজয় বাসনায় পরস্পরের প্রতি জীবিতান্তকর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্রোণ কর্ত্তৃক সাত্যকির সমর প্রশংসা

হে মহারাজ! ঐ সময় সেনাগণের গর্জ্জন ও উপক্রোশ[১] এবং শঙ্খদুন্দুভির নিস্বন এককালে তিরোহিত হইল। সৈন্যসকল তূষ্ণীভূত ও যোদ্ধবর্গ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে দ্রোণ ও সাত্যকির দ্বৈরথযুদ্ধ[২] অবলোকন করিতে লাগিল। যাবতীয় রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ তাঁহাদের উভয়ের চতুর্দ্দিকে ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষনয়নে যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মুক্তাবিদ্রুমশোভিত, মণিকাঞ্চনবিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, হিরণ্ময় কবচ, পতাকা, চিত্র-কম্বল, নির্ম্মল শাণিত শস্ত্র, বাজিগণের চামর এবং গজসমুদয়ের সুবর্ণ ও রজতনির্ম্মিত কুম্ভমালা ও দন্তবেষ্টনের উজ্জ্বল প্রভায় সেনানিচয় বকপংক্তিবিরাজিত খদ্যোতসমুদ্যোতিত সৌদামিনী-সম্বলিত বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সেনাগণ মহাত্মা সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই অপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং সমুদয় সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক সেই বীরদ্বয়ের বিচিত্র গমন, প্রত্যাগমন ও আক্ষেপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় স্ব স্ব লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরস্পরকে তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি সুদৃঢ় সায়কনিকরে দ্রোণাচার্য্যের শরসমুদয় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরাতিনিপাতন দ্রোণ অবিলম্বে অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিলেন; মহাবীর সাত্যকি তাহাও তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে শিনিবংশাবতংস সাত্যকি ষোড়শবার দ্রোণাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিলে আচার্য্য তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রের ন্যায় হস্তলাঘব দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাবীর পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্য ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের যেরূপ অস্ত্রবল, মহাত্মা সাত্যকিরও সেইরূপ অস্ত্রবল দৃষ্ট

১। পরস্পরের নিন্দাবাদ। ২। রথিদ্বয়ের সম্মুখসমর।

হইতেছে। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে মনে মনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ দ্রোণাচার্য্যের হস্তলাঘব অবগত ছিলেন; কিন্তু সাত্যকির লঘুহস্ততা অবগত ছিলেন না, এক্ষণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অস্ত্রসন্ধান করিলেন। সাত্যকিও অবিলম্বে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অস্ত্রচ্ছেদন করিয়া তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। সমরকৌশলাভিজ্ঞ কৌরবপক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির সংগ্রামকৌশল ও অতিমানুষ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সাত্যকিও সেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শত্রুতাপন দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্ভ্রান্ত হইলেন এবং পরিশেষে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকির বিনাশবাসনায় দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণকে রিপুঘ্ন[১] ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বারুণাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে খেচর প্রাণিগণও আকাশে বিচরণ পরিত্যাগ করিল। ঐ মহাবীরদ্বয়ের শরাসনসমাহিত দিব্যাস্ত্রদ্বয় পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর ব্যর্থ হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর অস্তগমনোন্মুখ হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ ও কেকয় নরপতি এবং মৎস্য ও শাল্বদেশীয় বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সহস্র সহস্র রাজপুত্রগণ দুঃশাসনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অরাতিপরিবেষ্টিত দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পার্থিব-রেণু ও বীরগণের শরজালে সমরস্থল পরিব্যাপ্ত হইলে সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সংগ্রামকার্য্য অতি অনিয়মে সম্পাদিত হইতে লাগিল।"

১। শত্রুনাশক।

একোনশততম অধ্যায়

বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় দিনমণি অস্তাচল-শিখরাভিমুখীন হইলে দিবস ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল এবং দিনকরের প্রচণ্ড কিরণ মন্দীভূত হইল। তখন যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, কেহ কেহ যুদ্ধে বিরত, কেহ কেহ পুনর্ব্বার সমাগত হইল এবং কেহ কেহ রণস্থলেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। এইরূপে সেই দিনাবসানসময়ে জয়াভিলাষী সেনাগণ পরস্পর সংগ্রামে সংসক্ত হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা জনার্দ্দন যে যে স্থলে রথ চালন করিতেছিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকরে সৈন্যগণকে অপসারিত করিয়া সেই সেই স্থানে রথগমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের রথ যে যে স্থানে গমন করিল, সেই সেই স্থানে কৌরব-সৈন্যগণ তাঁহার শাণিত শরে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বলবীর্যসম্পন্ন বাসুদেব উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় রথচালনানৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালাগ্নিতুল্য, স্নায়ুনদ্ধ[১], নামাঙ্কিত, বায়ুবেগগামী বৈণব[২] ও আয়স শরসমুদয় পক্ষিগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষদিগের রুধির পান করিতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন এরূপ বেগে রথ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, রথারূঢ় অর্জ্জুনের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতিগণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি এক ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইলেন। বাসুদেবসঞ্চালিত অশ্বগণকে গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে দেখিয়া সমুদয় লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। মহাবীর অর্জ্জুনের মনোমারুতগামী রথ সংগ্রামস্থলে যেরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল,—সূর্য্য, ইন্দ্র, রুদ্র

১। স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ। ২। বাঁশের বাখারির বাণ।

ও কুবেরের রথও সেরূপ বেগে গমন করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে শত্রুনিপাতন কেশব সমরাঙ্গনে রথ সমানীত করিয়া সেনামধ্যে অশ্বগণকে পরিচালিত করিলেন, অশ্বগণ সমরবিশারদ বীরগণের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল, সুতরাং রণভূমিস্থ রথ-সমুদয়ের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে স্যন্দন আকর্ষণ করিয়া বিচিত্রমণ্ডলে বিচরণ এবং নিহত মনুষ্য, নাগ, অশ্ব ও রথসমূহের উপরিভাগ দিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর অর্জ্জুনকে ক্লান্তবাহন দেখিয়া সেনা-গণসমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে চতুঃষষ্টি, বাসুদেবকে সপ্ততি এবং তাঁহাদের অশ্বগণকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কোপান্বিত হইয়া তাঁহাদের উপর মর্ম্মভেদী নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ও কেশবকে শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দুই ভল্ল দ্বারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের বিচিত্র শরাসন-দ্বয় ও কনকোজ্জ্বল ধ্বজযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া পুনরায় দুই শরে তাঁহাদের দুই জনের শরাসন ছেদন করিলেন এবং সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিশিখজালে তাঁহাদিগের সারথি, পদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্ব-সকল সংহার করিয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা বিন্দের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। মহাবীর বিন্দ অর্জ্জুনের শরে গতাসু হইয়া বাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রথিপ্রধান মহাবল-পরাক্রান্ত অনুবিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিন্দের নিধন-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা-হস্তে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিয়া মধুসূদনের ললাটে গদাঘাত করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব অনুবিন্দের গদাঘাতে অণুমাত্র কম্পিত না হইয়া মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সব্যসাচী ধনঞ্জয় ক্রোধ-ভরে ছয় বাণে অনুবিন্দের ভুজদ্বয়, পাদদ্বয়, মস্তক ও গ্রীবা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে মহাবীর বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হইলে তাঁহাদের অনুগামিগণ ক্রোধভরে শরবর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সংহার করিয়া নিদাঘকালীন অরণ্যদহন হুতাশনের ন্যায় এবং মেঘ-নির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগি-লেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু পরি-শেষে তাঁহাকে শ্রান্ত ও জয়দ্রথকে দূরস্থ অবধারিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে পার্থকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরুষর্ষভ অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে মৃদুবচনে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মাধব! আমাদিগের অশ্বসকল শরার্দ্দিত ও ক্লান্ত হইয়াছে, জয়দ্রথও অতি দূরে অবস্থান করিতেছে; অতএব এক্ষণে তোমার মতে কি কর্ত্তব্য? তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞতম ও পাণ্ডবগণের নেত্রস্বরূপ; পাণ্ডবেরা তোমার বুদ্ধি-কৌশলেই সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মতে অশ্বগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বিশল্য করা কর্ত্তব্য।' জনার্দ্দন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'ভ্রাতঃ, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।' তখন অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে সখে! তুমি এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর; আমি সমুদয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি।'

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক জলাশয় নির্ম্মাণ

মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক গাণ্ডীবশরাসন ধারণ করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিজয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণ ধনঞ্জয়কে ধরণীতলস্থ দেখিয়া 'এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়' এইরূপ বিবেচনা করিয়া অসংখ্য রথ-সমভিব্যাহারে শরাসন আকর্ষণ ও বিচিত্র অস্ত্র-সমুদয় নিক্ষেপপূর্ব্বক মত্ত-মাতঙ্গগণ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন ও তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়গণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে

লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে অরাতিনিপাতন পার্থের অদ্ভুত ভুজবল লক্ষিত হইল। তিনি স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে বিপক্ষাস্ত্র নিরাকৃত ও সমুদয় যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বাণের প্রগাঢ় সঙ্ঘর্ষণে আকাশমার্গে প্রজ্বলিত পাবকের আবির্ভাব হইল। অসংখ্য বীরগণ জয়াভিলাষী হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বহুসংখ্যক শোণিতোক্ষিত[১] মদস্রাবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণ-সমভিব্যাহারে একমাত্র অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ-সমুদয় সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইল। শরনিকর উহার তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, হস্তী নক্র, পদাতি মৎস্য, উষ্ণীষ, কমঠ এবং ছত্র ও পতাকা-সমুদয় ফেনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বেলাস্বরূপ[২] হইয়া সেই অক্ষোভ্য রথসাগর নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব অশঙ্কিতচিত্তে পুরুষপ্রধান অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সখে! অশ্বগণ জলপানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে; ইহাদিগের জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক, অবগাহনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সমরক্ষেত্রে একটিও কূপ দেখিতে পাইতেছি না, ইহারা কোথায় জল পান করিবে?'

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে 'এই জলাশয় রহিয়াছে' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বগণের জলপানের নিমিত্ত অস্ত্র দ্বারা অবনী বিদারণপূর্ব্বক হংস-কারণ্ডবচক্রবাক-সুশোভিত মৎস্য-কূর্ম্ম-সমাকীর্ণ, ঋষিগণসেবিত, নির্ম্মলসলিলসম্পন্ন, বিকসিত কমলদলোপশোভিত, সুবিস্তীর্ণ সরোবর প্রস্তুত করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই তৎক্ষণ-বিনির্ম্মিত সরোবর সন্দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা-সদৃশ অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুন তথায় শরবংশ[৩], শরস্তম্ভ[৪] ও শরাচ্ছাদন[৫] সম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের এই আশ্চর্য্য কার্য্য-সন্দর্শনে, চমৎকৃত হইয়া হাস্য করিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।"

১। রক্তমাখা—শত্রুপক্ষীয় নিহত হস্তি-রক্তে রঞ্জিত। ২। সমুদ্র বা নদীর তীরসদৃশ। ৩। বাণের বাঁশ। ৪। বাণের খুঁটি। ৫। বাণের ছাউনি।

শততম অধ্যায়

কৃষ্ণের অশ্বপরিচর্য্যা—জয়দ্রথাভিমুখে রথচালনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রভাবে সমরস্থলে সলিলাশয় সমুৎপন্ন, শরগৃহ নির্ম্মিত ও শত্রু-সৈন্যগণ নিরাকৃত হইলে মহাদ্যুতি বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কঙ্কপত্রযুক্ত বাণে নির্ভিন্ন তুরঙ্গমগণকে মুক্ত করিলেন। যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সমুদয় সৈনিক-পুরুষ মহাবীর অর্জ্জুনের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারথগণ কোন ক্রমেই অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় প্রভৃত গজবাজী ও অসংখ্য রথের আক্রমণেও অশঙ্কিত হইয়া সমুদয় পুরুষকে অতিক্রমপূর্ব্বক আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহীপালগণ অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাত্মা বাসব-নন্দন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। সাগর যেমন নদীগণকে অনায়াসে ধারণ করে, সেইরূপ বীর্য্যবান্ পার্থ বীরগণ-নির্ম্মুক্ত শত শত শর, গদা ও প্রাসসমুদয় অব্যগ্রচিত্তে ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রবেগ নিজ বাহুবলে নরেন্দ্রগণের উত্তম উত্তম বাণ-সকল বিফল হইয়া গেল। একমাত্র লোভ যেমন সমুদয় সদ্গুণ বিনষ্ট করে, সেইরূপ অর্জ্জুন একাকী ভূমিস্থ হইয়াও রথারূঢ় অসংখ্য ভূপতিগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবেরাও পার্থ ও বাসুদেবের অদ্ভুত পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভাব অর্জ্জুন ও বাসুদেব অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে? ঐ বীরদ্বয় সমরস্থলে অসাধারণ তেজঃ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে ভয়বিহ্বল করিয়াছেন।

হে মহারাজ। ঐ সময় অশ্ববিদ্যা-সুনিপুণ মহাত্মা মধুসূদন সৈন্যগণসমক্ষে সেই অর্জ্জুন-নির্ম্মিত শরগৃহে অশ্বগণকে সমানীত করিয়া তাহাদের শ্রম, গ্লানি ও বেপথু নিবারণ করিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে

অশ্বগণের উদকপান, স্নান, ভক্ষণ ও ক্লমবিনোদন সমাধান হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে পুনরায় উত্তম রথে সংযোজন করিলেন এবং অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবেরা মহাবীর অর্জ্জুনের রথে বিগততৃষ্ণ অশ্বগণ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া পুনর্ব্বার বিমনায়মান হইলেন। তাঁহারা ভগ্নদশন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হায়! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গমন করিয়াছে; আমাদিগকে ধিক্!' ঐ সময় একরথারূঢ়, বর্ম্মাচ্ছাদিত-দেহ, অরাতিঘাতন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ক্রীড়া করিয়াই যেন কৌরবসৈন্যগণকে সংহারপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যত্নবান্ ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য সেনাগণ তাঁহাদিগকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'হে কৌরবগণ! ঐ দেখ, কেশব ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে রথ যোজনা করিয়া আমাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে অশ্বচালন করিতেছেন; অতএব তোমরা অবিলম্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে যত্নবান্ হও।'

হে মহারাজ! সেই সময় কোন কোন ভূপতি সমরক্ষেত্রে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হায়! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সমস্ত সৈন্য, ক্ষত্রিয়গণ ও সমুদয় পৃথিবী এককালে উৎসন্ন হইল। উপায়ে অনভিজ্ঞ দুর্য্যোধন ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না।' কেহ কেহ কহিলেন, 'সিন্ধুরাজের আর নিস্তার নাই; তিনি অবশ্যই শমনসদনে গমন করিবেন; এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কুরুরাজ তাহার অনুষ্ঠান করুন।' হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন অক্লান্ত-তুরঙ্গম-যুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ সেই অস্ত্রধরাগ্রগণ্য, কালান্তক যমোপম, মহাবাহু অর্জ্জুনকে কোনক্রমে নিবারণ করিতে পারিলেন না। শত্রুতাপন পাণ্ডব জয়দ্রথের অভিমুখে গমনার্থ মৃগকুলনিহন্তা মৃগরাজের ন্যায় কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবণ ও বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সৈন্যসাগরমধ্যে অবগাহনপূর্ব্বক সত্বর অশ্বচালনা ও পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের অশ্বগণ এরূপ প্রবলবেগে গমন করিতে লাগিল যে, তদ্বিসৃষ্ট[1] শরনিকর তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমুদয় নরপতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ জয়দ্রথবধাভিলাষী ধনঞ্জয়কে পুনরায় চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সৈন্য-সকল অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনেক সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের পবনোদ্ধূত পতাকাযুক্ত, জলদগম্ভীর-নিস্বন ও কপিধ্বজ রথ দর্শন করিয়া বিষণ্ণ হইতে লাগিল। ঐ সময় পার্থিব রজোরাশি সমুত্থিত হইয়া দিনকরকে সমাচ্ছন্ন করিলে বাণার্দ্দিত বীরগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন।"

একাধিকশততম অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দ্রথের দর্শনলাভ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় ভূপতিগণ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া প্রথমতঃ ভয়ে পলায়নোন্মুখ হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা সন্ধুক্ষিত[2] হইয়া ক্রোধভরে স্থিরচিত্তে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, যাঁহারা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, তাঁহারা সাগরে পতিত তরঙ্গিণীর ন্যায় আর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, তদ্দর্শনে অনেক অসাধু ক্ষত্রিয় বেদবিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নরকগমনের ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ কেশব ও অর্জ্জুন দ্রোণের সেনা-সমূহ বিদারণ ও রথিগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া রাহুবদনবিনিঃসৃত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায়, মহাজালবিমুক্ত মকরমুখবিনির্গত মৎস্যদ্বয়ের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং মকর যেমন সমুদ্র সংক্ষোভিত করে, সেইরূপ শস্ত্র দ্বারা কৌরবপক্ষীয় সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! যখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে আপনার পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধসকল মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

১। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত। ২। মানসিক তেজে উদ্দীপিত।

কদাপি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না; অতএব সিন্ধুরাজের আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। জয়দ্রথের জীবিতরক্ষাবিষয়ে কৌরবপক্ষীয়গণের মনে এইরূপ বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলে তাঁহাদের সে আশা একেবারে উন্মূলিত হইল। তাঁহারা প্রজ্বলিত পাবকতুল্য প্রতাপশালী মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দ্রোণসৈন্য ও ভোজসৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া একেবারেই জয়দ্রথের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন অরাতিকুলভয়বর্দ্ধন নির্ভীকচেতাঃ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পরস্পর জয়দ্রথবধবিষয়িণী মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, 'কৌরবপক্ষীয় ছয় জন মহারথ জয়দ্রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক উহাকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু ঐ দুরাত্মা একবার আমাদের নয়নগোচর হইলে কদাচ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি বলিব, যদি দেবরাজ স্বয়ং সমরে উহাকে রক্ষা করেন, তথাপি আজ উহার নিস্তার নাই।' হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জয়দ্রথকে অন্বেষণ করিয়া পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই সকল কথা আপনার পুত্রগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মরুভূমি অতিক্রমণানন্তর বারিপানে পরিতৃপ্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বণিকেরা ব্যাঘ্র, সিংহ ও গজসমাকীর্ণ ভূধর অতিক্রম করিয়া যেরূপ প্রফুল্ল হয়, জরামৃত্যুবিহীন অরিনিসূদন মধুসূদন ও অর্জ্জুনকে সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত বোধ হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রজ্বলিত জ্বলনতুল্য, আশীবিষসদৃশ দ্রোণ, হার্দ্দিক্য এবং অন্যান্য নরপতিগণের শরজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায়, দ্যুতিমান্[১] ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। লোকে সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইলে যেরূপ হৃষ্ট হয়, উক্ত বীরদ্বয় অর্ণবসদৃশ দ্রোণসৈন্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা ভারদ্বাজের[২] শাণিত শরপ্রহারে রুধিরাক্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, পর্ব্বতদ্বয়মধ্যে কর্ণিকারপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই মহাবীরদ্বয় শক্তিরূপ আশীবিষ, নারাচরূপ মকর ও ক্ষত্রিয়রূপ সলিলশালী দ্রোণরূপ হ্রদ এবং জ্যাঘোষরূপ অশনিনিস্বন, গদা ও খড়্গরূপ বিদ্যুৎসম্বলিত দ্রোণাস্ত্ররূপ মেঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকারবিনির্মুক্ত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রোণের অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইলে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যেন, ঐ বীরদ্বয় বাহু দ্বারা বর্ষাকালীন সলিলরাশিসমন্বিত, যাদোগণসমাকুল, সমুদ্রগামী নদীসমুদয় হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন। হে মহারাজ! যেমন ব্যাঘ্রদ্বয় মৃগজিঘাংসায় দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ সেই বীরদ্বয় সমীপস্থ জয়দ্রথের বিনাশেচ্ছায় তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় সমুদয় যোধগণ জয়দ্রথকে বিনষ্ট বলিয়া অবধারিত করিলেন।

তখন লোহিতলোচন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজের সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মুহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অভীষু-হস্ত[১] শৌরি ও ধনুষ্মান্ ধনঞ্জয় সূর্য্য ও পাবকের সমান প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অরাতিনিসূদন মধুসূদন ও ধনঞ্জয় দ্রোণ-সৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া জয়দ্রথকে সমীপে অবলোকন করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং আমিষলোলুপ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ক্রোধভরে সিন্ধুরাজের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণসন্নদ্ধ[২]-দুর্ভেদ্যকবচধারী, অশ্বসংস্কারবিৎ, বিপুলপরাক্রম, রাজা দুর্য্যোধন সেই বীরদ্বয়কে সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ একরথে কৃষ্ণ ও পার্থকে অতিক্রমপূর্ব্বক কৃষ্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত ও শঙ্খধ্বনির সহিত সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনলতুল্য তেজস্বী যে যে বীরগণ সিন্ধুরাজের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলে দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন মহাত্মা কেশব অনুচর-পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে তৎকালোচিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।"

১। প্রখর তেজোযুক্ত। ২। দ্রোণের।

১। রথরজ্জুধারী। ২। দ্রোণ কর্ত্তৃক দৃঢ়রূপে ব্যবস্থাপিত।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

জয়দ্রথরক্ষক দুর্য্যোধনসহ যুদ্ধে কৃষ্ণের ইঙ্গিত

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। দুর্য্যোধন অতি অদ্ভুত পরাক্রমশালী, আমার মতে ইহার তুল্য রথী আর কেহই নাই। ঐ মহাধনুর্দ্ধর অতিশয় অস্ত্রকুশল ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। উহার অস্ত্র-সকল অত্যন্ত দৃঢ়। সকল মহারথেরাই উহার বহুমান করে। ঐ কৃতী রাজপুত্র চিরকাল সুখে লালিত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা তোমাদিগকে দ্বেষ করিয়া থাকে, অতএব হে অনঘ! এক্ষণে উহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই সংগ্রামে জয় ও পরাজয় তোমরই আয়ত্ত। হে অর্জ্জুন! তুমি অবিলম্বে দুর্য্যোধনের উপর সেই চিরসঞ্চিত ক্রোধ-বিষ নিক্ষেপ কর। যে দুরাত্মা পাণ্ডবদিগের অনর্থ-পাতের নিদান, সেই আজ তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইতে চেষ্টা কর। রাজা দুর্য্যোধন রাজ্যার্থী হইয়া কেন তোমার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইল? যাহা হউক, ঐ পাপাত্মা ভাগ্যক্রমেই এক্ষণে তোমার বাণগোচর[১] হইয়াছে; অতএব যাহাতে অচিরাৎ জীবন পরিত্যাগ করে, শীঘ্র তাহার উপায় কর। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুর্য্যোধন দুঃখের লেশমাত্রও ভোগ করে নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার সাংগ্রামিক[২] পরাক্রম কিছুমাত্র অবগত নহে। হে পার্থ! এক দুর্য্যো-ধনের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় সুর, অসুর ও মানব-গণ একত্র হইলেও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভাগ্যক্রমে আজ তোমার রথসমীপে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই-রূপ তুমিও ইহাকে বিনাশ কর। ঐ পাপাত্মা নিরন্তর তোমার অনিষ্টচেষ্টা, শঠতাপূর্ব্বক দ্যূত ক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা এবং সতত তোমাদিগের প্রতি ভূরি ভূরি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া ঐ পাপপরায়ণ নৃশংসকে সংহার কর। হে অর্জ্জুন! শঠতা সহকারে রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ স্মরণ করিয়া সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। আজ দুরাত্মা দুর্য্যোধন সৌভাগ্যক্রমে তোমার কার্য্যব্যাঘাত করিবার চেষ্টায় তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিয়া তোমার বাণপথের পথিক হইয়া বিচরণ করিতেছে। আজ দৈবক্রমে তোমাদিগের মনোরথ-সকল সফল হইল। অতএব হে পার্থ! পূর্ব্বকালে দেবাসুরযুদ্ধে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র জম্ভাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ তুমি কুরুকুলকলঙ্কভূত ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে নিপাতিত করিয়া দুরাত্মাদিগের মূলচ্ছেদন ও শত্রুতার শেষ কর। ঐ দুরাত্মার নিধনে উহার সৈন্য-সকল অনাথ হইলে তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে'।"

১। বাণের আয়ত্ত। ২। যুদ্ধবিষয়ক।

অর্জ্জুনের দুর্য্যোধনাভিমুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব এই কথা বলিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি যাহা কহিলে, ইহা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। অতএব অন্যান্য কার্য্য পরি-ত্যাগপূর্ব্বক যে স্থানে দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছে, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। হে মাধব! যে দুরাত্মা এত দীর্ঘকাল অকণ্টকে আমাদিগের রাজ্য ভোগ করিয়াছে, আজ কি রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেই দুঃখভোগের অযোগ্যা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইব?' হে মহারাজ! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার মানসে পরমানন্দে সংগ্রামস্থলে শ্বেতাশ্বসমুদয় সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই দারুণ ভয়াবহ সময়ে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুন ও হৃষীকেশকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে সকল ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কুন্তীনন্দন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন; দুর্য্যোধনও তাঁহার উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভীষণ-রূপধারী ভূপতিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই পরস্পরের

প্রতি ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হাস্য করিয়া যুদ্ধার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। কেশব ও ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের আহ্বানে একান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ করিয়া শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই বীরদ্বয়কে আহ্লাদিত দেখিয়া এককালে দুর্য্যোধনের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্নিমুখে আহুত স্থির করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ ভয়ে কাতর হইয়া 'রাজা হত হইলেন', 'রাজা হত হইলেন', এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি এখনই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।' কুরুরাজ সৈনিক পুরুষদিগকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে পার্থ! যদি তুমি পাণ্ডুরাজের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাক, তাহা হইলে দিব্য, পার্থিব প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, তৎসমুদয় আমাকে প্রদর্শন কর। কেশবের যতদূর ক্ষমতা আছে, উনি তাহা প্রকাশ করুন। হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার পরোক্ষে যে যে কার্য্য করিয়াছ, আজ আমার প্রত্যক্ষে সেই সমুদয় প্রকাশ কর'।"

—

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের অভেদ্য-কবচপ্রশংসা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া মর্ম্মভেদী তিন শরে তাঁহাকে, চারি শরে তাঁহার চারি তুরঙ্গকে ও দশ বাণে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রতোদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের উপর বিচিত্রপুঙ্খ শিলাশাণিত চতুর্দ্দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরনিকর দুর্য্যোধনের বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় চতুর্দ্দশ শর নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদয়ও দুর্য্যোধনের বর্ম্মসংস্পর্শে ব্যর্থ হইল। তখন শত্রুতাপন কৃষ্ণ পার্থনিক্ষিপ্ত অষ্টাবিংশতি বাণ বিফল হইল দেখিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ যে ভূধরের গতি সদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিতেছি। কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণ সকল ব্যর্থ হইল। আজ কি পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার গাণ্ডীবের মুষ্টির বা ভুজদ্বয়ের বলহানি হইয়াছে? আজ কি তোমার সহিত দুর্য্যোধনের শেষ সন্দর্শন হইবে না? হে অর্জ্জুন! আজ আমি তোমার শরনিকর ব্যর্থ দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তোমার অরাতিকলেবর-বিদারক অশনিসদৃশ শর সকল কোন কার্য্যকারকই হইল না। এ কি বিড়ম্বনা!'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মাধব! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনশরীরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য দারুণ কবচ নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল মহাত্মা আচার্য্য ঐ কবচ অবগত আছেন এবং আমি তাঁহার নিকট উহা অবগত হইয়াছি; এতদ্ভিন্ন ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই এই কবচবৃত্তান্ত জ্ঞাত নহেন। হে গোবিন্দ! মনুষ্যনিক্ষিপ্ত বাণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রের অশনিতেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। হে কেশব! তুমি ত্রিলোকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি এ বিষয়টি যেরূপ অবগত আছ, এমন আর কেহই জানে না; তবে কি নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মুগ্ধ করিতেছ? হে কেশব! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আচার্য্য-দত্ত কবচ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু সে এই কবচ ধারণ করিয়া কি করা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই অবগত নহে; কেবল স্ত্রীলোকের ন্যায় গাত্রে ধারণ করিয়া আছে। অতএব তুমি আজ আমার ধনু ও বাহুদ্বয়ের বল পর্য্যবেক্ষণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন কবচরক্ষিত হইলেও আজ উহাকে পরাজিত করিব। আমার গাত্রে যে কবচ রহিয়াছে, ইহা প্রথমতঃ দেবাদিদেব মহাদেব অঙ্গিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে অঙ্গিরা বৃহস্পতিকে ও বৃহস্পতি পুরন্দরকে সমর্পণ করেন। সুরপতি উপহারের সহিত ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যদি দুর্য্যোধন-কবচ দেবসম্ভূত হয়, অথবা ব্রহ্মা স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তথাপি আজ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন উহা দ্বারা রক্ষিত হইতে পারিবে না।'

অর্জ্জুনবাণে কৌরবগণের নিপীড়ন

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া শর-সমুদয় মন্ত্রপূত করিয়া আকর্ষণ করিলে, অশ্বত্থামা দূর হইতে সর্ব্বাস্ত্রনাশক অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কেশবকে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! আমি পুনর্ব্বার এ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহি! এই অস্ত্র আমা কর্তৃক দুইবার প্রযুক্ত হইলে ইহা আমাকে বা আমার সৈন্যগণকে বিনাশ করিবে।' হে মগরাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের বাণ ছিন্ন হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন আশীবিষসদৃশ নয় বাণে কৃষ্ণকে ও নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয়েরা তদ্দর্শনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিপুলবীর্যশালী মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আপাদমস্তক বর্ম্মরক্ষিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার গাত্রে শরনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে অন্তকসদৃশ শরনিকরে দুর্য্যোধনের শরমুষ্টি, শরাসন, অশ্বসমুদয় পার্ষ্ণি-সারথিকে ছেদনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বাণদ্বয়ে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া অবিলম্বে তাঁহার হস্ততলদ্বয় বিদ্ধ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরেরা পার্থশরপীড়িত দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ সহস্র সহস্র রথ, গজ, বাজী ও রোষাবিষ্ট পদাতিসমূহ সমভিব্যাহারে আগমন ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ও গোবিন্দ সেই মহাবীরগণের অস্ত্রজালে ও জনসমূহে পরিবৃত হইলে কেহই আর তাঁহাদের রথ বা তাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত অস্ত্র দ্বারা সেই সৈন্য-সমুদয় আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। শত শত রথী ও মাতঙ্গ বিকলাঙ্গ হইয়া সমরভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট অর্জ্জুনশরতাড়িত সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করিয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার রথের গতিরোধ করিল। তখন বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি ধনু বিস্ফারিত কর, আমি শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করি।' মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে গাণ্ডীব-ধনু বিস্ফারিত করিয়া শরাঘাতে রিপুগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূসরিত-পক্ষ্মপটল[১] কেশব ঘর্ম্মাক্তবদনে পাঞ্চজন্য বাদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের শঙ্খনাদ ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনিস্বনে কৌরবপক্ষীয় কি বলবান্ কি দুর্ব্বল, সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই সেনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া বায়ু-প্রেরিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ঐ সময় সিন্ধুরাজের রক্ষক মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষেরা সহসা পার্থকে নিরীক্ষণ করিয়া অনুচরগণসমভিব্যাহারে বাণ-শব্দ, শঙ্খনিস্বন ও ভীষণ সিংহনাদ করিয়া বসুন্ধরা কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কৌরবগণের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শঙ্খ-শব্দে ভূধর, অর্ণব ও দ্বীপ-সমবেত সমুদয় ভূতল, পাতালতল এবং দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কুরু-পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন কৌরব-পক্ষীয় সমুদয় মহারথগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমতঃ অতিশয় ভীত হইলেন; কিন্তু তৎপরেই ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বর তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।"

চতুরধিকশততম অধ্যায়

কর্ণপ্রমুখ অষ্ট মহারথসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ চিত্রিত, শব্দায়মান, জ্বলন্ত অনলসদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ দ্বারা দশদিক্ সন্দীপিত এবং রুক্মপৃষ্ঠ দুর্নিরীক্ষ্য ক্রুদ্ধ ভুজগসদৃশ শব্দায়মান কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিধনবাসনায় সত্বর তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। সন্নদ্ধকবচ মহাবীর ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ ও রথিশ্রেষ্ঠ

১। ধূলি দ্বারা আচ্ছাদিত নয়ন-রোমাবলী।

অশ্বত্থামা—এই আট জন মহারথ বায়ুবেগগামী অশ্বসংযোজিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত, ঘনঘটা-গভীর-নিস্বন, হেমবিভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নিশিত শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সৎকুলসম্ভূত[১] দ্রুতগামী বিচিত্র অশ্বগণ সেই মহারথগণকে বহনপূর্ব্বক দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া অসাধারণ শোভা ধারণ করিল। কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ পর্ব্বত, নদী ও অর্ণবসম্ভূত, সদ্বংশজ, বেগগামী অত্যুত্তম তুরঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক আপনার পুত্রের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে সত্বর ধনঞ্জয়ের রথের প্রতি ধাবমান হইয়া শঙ্খনাদে সসাগরা ধরিত্রী ও স্বর্গ পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বদেবপ্রবর মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই শঙ্খ-শব্দে সমুদয় শব্দ অন্তর্হিত এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হে মহারাজ! সেই ভীরুজনের ত্রাসজনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, নিদারুণ শঙ্খনিনাদসময়ে ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর ও আনক প্রভৃতি বাদিত্রসকল বাদিত হইলে দুর্য্যোধন-হিতৈষী, সসৈন্য যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত মহাধনুর্দ্ধর, নানাদিগ্দেশীয় নরপতিরা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খনিনাদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভরে স্ব স্ব শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই নির্ঘাতসদৃশ শঙ্খনিস্বনে সমুদয় দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কৌরবপক্ষীয় সমুদয় রথী ও গজ সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও সেই আট জন মহাবীর জয়দ্রথের রক্ষার্থ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন এবং তাঁহার ধ্বজ ও অশ্ব সমুদয়ের উপর পাঁচ ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবকে শরাহত দেখিয়া রোষকষায়িতলোচনে অশ্বত্থামাকে ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন! মহাবীর শল্য তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভূরিশ্রবা সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত তিন বাণে, কর্ণ দ্বাত্রিংশৎ বাণে, বৃষসেন সাত বাণে, জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততি বাণে, কৃপ দশ বাণে এবং মদ্ররাজ পুনরায় দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামা প্রথমতঃ পার্থের উপর ষষ্টিসংখ্যক শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে পাঁচ ও বাসুদেবকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বীয় হস্তলাঘবতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই সকল বীরগণকে শরনিকরে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কর্ণকে দ্বাদশ, বৃষসেনকে তিন, সৌমদত্তিকে তিন, শল্যকে দশ, গৌতমকে পঞ্চবিংশতি ও সৈন্ধবকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া সত্বর শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামাকে প্রথমতঃ অগ্নিশিখাকার আট বাণ প্রহার করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া হৃষীকেশের করস্থিত অশ্বরশ্মি ছেদনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন।”

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

উভয়পক্ষীয় বীরগণের ধ্বজচিহ্ন বর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মৎপক্ষীয় সেই বিবিধাকার অসামান্য শোভাসম্পন্ন ধ্বজ-সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহারথগণের রথস্থিত নানাপ্রকার ধ্বজসমূহের নাম, আকার ও বর্ণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সংগ্রামস্থলে মহারথদিগের রথোপরি সুবর্ণাভরণভূষিত, সুবর্ণমালা-মণ্ডিত, সুবর্ণময় বিবিধ প্রকার ধ্বজ-সমুদয় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ও অত্যুচ্চ সুমেরু-পর্ব্বতের কাঞ্চনশৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সমুদয় ধ্বজের উপরিস্থিত, নানারাগ-রঞ্জিত, ইন্দ্রায়ুধ-প্রতিম, বিচিত্র পতাকাসকল বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ

১। গন্তি, ভঙ্গী, বল, বর্ণ প্রভৃতি গুণযুক্ত প্রসিদ্ধ জাতি।

হইতে লাগিল যেন, নর্ত্তকীরা রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিতেছে।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত, পতাকা-সমলঙ্কৃত, সিংহলাঙ্গুলধারী, বিকটাস্য, ভীষণাকার কপিবর সংগ্রামস্থলে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামার শক্রধ্বজসদৃশ পবনকম্পিত, বালসূর্য্যপ্রতিম, অত্যুচ্ছ্রিত, কাঞ্চনময় ধ্বজাগ্রভাগ কৌরবগণের হর্ষবর্দ্ধন করিল। মহাবীর কর্ণের মাল্য ও পতাকাযুক্ত স্বর্ণময় হস্তিকক্ষাধ্বজ বায়ুবিকম্পিত হইয়াও বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা আকাশমার্গ ভেদ করিয়া নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডবগণের আচার্য্য তপঃসম্পন্ন গোতমতনয়ের রথে বৃষধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। ত্রিপুরবিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেব বৃষ দ্বারা যেরূপ শোভমান হয়েন, গোতম-পুত্র মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই রথস্থ বৃষভধ্বজ দ্বারা তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। সেইরূপ মহাত্মা বৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্নাদি-মণ্ডিত ময়ূর সেনাগ্রভাগ শোভিত করিয়া বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ ময়ূর হঠাৎ নেত্রপথে পতিত হইলে বোধ হইল যেন, উহা কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছে। মহাত্মা বৃষসেন সেই ময়ূর দ্বারা সমরাঙ্গনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজাগ্রভাগে সর্ব্বজীব-প্রসবিনী শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অগ্নিশিখাকার সুবর্ণময় লাঙ্গল শোভা পাইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ধ্বজোপরি বালার্কসদৃশ হেমাভরণ-ভূষিত বরাহ নয়নগোচর হইল। পূর্ব্বকালে দেবাসুর-যুদ্ধ সময়ে সূর্য্য যেমন শোভমান হইয়াছিলেন, মহাবীর জয়দ্রথ সেই বরাহ দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান্ সৌমদত্তির কনকময় যূপধ্বজ মখশ্রেষ্ঠ রাজসূয়-যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় বিরাজমান হইতে লাগিল। ঐরাবত যেমন দেবরাজের সৈন্যগণকে শোভিত করে, তদ্রূপ মহাবীর শলরাজের ধ্বজস্থিত বিচিত্র স্বর্ণময় ময়ূর-সমুদয়ে পরিশোভিত মাতঙ্গধ্বজ আপনার সৈন্যগণের শোভা সম্পাদন করিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রথস্থ সুবর্ণ-মণ্ডিত শব্দায়মান কিঙ্কিণীশত-সমাযুক্ত মণিময় নাগধ্বজ দ্বারা অতীব শোভামান হইলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় এই নয় মহাধ্বজ যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় আপনার বাহিনীমণ্ডল প্রদীপ্ত করিল। তন্মধ্যে মহাবীর অর্জ্জুনের একমাত্র বানরধ্বজ অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। হুতাশন দ্বারা হিমাচল যেরূপ দেদীপ্যমান হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় ধ্বজস্থিত কপি দ্বারা তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইলেন।

কৌরবাক্রমণে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে কোলাহল

অনন্তর শক্রতাপন মহারথগণ অর্জ্জুনকে পরাভব করিবার নিমিত্ত বিচিত্রাকার বৃহৎ শরাসন-সমুদয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুনও স্বীয় শক্রবিনাশন গাণ্ডীব-ধনু গ্রহণপূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরপ্রভাবে আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা-নিবন্ধন নানা দিগ্দেশ হইতে অভ্যাগত প্রভৃতি হস্তী, অশ্ব ও রথসম্পন্ন বহুতর নরপতিরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ ও মহাবীর অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি গর্জ্জন করিয়া পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! ঐ সময় কৃষ্ণসারথি মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথগণকে পরাজয় ও জয়দ্রথকে সংহার করিবার মানসে একাকী তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব বিধূনন ও শরজাল বিস্তার করিয়া কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধগণকে অদৃশ্য করিলেন; তাঁহারাও চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিয়া শক্রতাপন অর্জ্জুনকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অরাতি-শরনিকরে অদৃশ্য হইলে সৈন্যমধ্যে কোলাহলধ্বনি সমুত্থিত হইল।"

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণবধার্থ পাণ্ডবপক্ষের সমবেত সমর

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথের সমীপে সমুপস্থিত হইলে দ্রোণসমাক্রান্ত পাঞ্চালগণ কৌরবপক্ষীয়দিগের সহিত কি করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সেই অপরাহ্ণকালীন লোমহর্ষণ সংগ্রামসময়ে পাঞ্চালগণ দ্রোণকে সংহার ও কৌরবগণ তাঁহাকে তাঁহাদের হস্ত হইতে মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্যের নিধনকামনায় গর্জ্জন করিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে

দেবাসুরের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে পাঞ্চাল ও কুরুবীরগণের সেইরূপ অত্যদ্ভুত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথসন্নিধানে আপনাদিগের রথ অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে তাঁহাদের উপর অসংখ্য মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আচার্য্যের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৈকয়দেশীয় মহারথ বৃহৎক্ষত্র অশনিসন্নিভ শাণিত শর পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কীর্ত্তিমান্ ক্ষেমধূর্ত্তি অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করিয়া বৃহৎক্ষত্রের সম্মুখে গমন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া শম্বরাসুরের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষেমধূর্ত্তির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বীরধন্বা তাঁহাকে ব্যাদিতাস্য কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর তাঁহার প্রতি গমন করিলেন।

দ্রোণ-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ—যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

তখন মহাবীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য—জিগীষু মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র বলবান্ বিকর্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত যুদ্ধনিপুণ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। শত্রু-কর্ষণ দুর্ম্মুখ অসংখ্য বাণ-বর্ষণ করিয়া সমাগত সহদেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত শাণিত তীক্ষ্ণশরে নরব্যাঘ্র সাত্যকিকে মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত করিতে লাগিলেন। মহাবল সৌমদত্তি সায়কবর্ষী নরব্যাঘ্র দ্রৌপদীতনয়দিগের নিবারণে যত্নবান্ হইলেন। মহারথ ঋষ্যশৃঙ্গতনয় অমর্ষপরায়ণ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে রাম-রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইল।

তখন ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নতপর্ব্ব নবতি বাণে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের সমুদয় মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন; আচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে তাঁহার দেহ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বিংশতি বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক শর দ্বারা দ্রোণ-নির্ম্মুক্ত শরসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর মহাত্মা ধর্ম্মরাজের ধনু ছেদনপূর্ব্বক অসংখ্য শরে তাঁহার সর্ব্বশরীর আবৃত করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ দ্রোণের সায়কে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে রণভূমিস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে নিহত বলিয়া স্থির করিল। কেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির দ্রোণের শরাঘাতে সমরবিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন দ্রোণশরে বিপন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণপ্রেরিত শরসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমকৃত হইল। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন দ্রোণের সমুদয় শর ছেদন করিয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে স্বর্ণদণ্ডালঙ্কৃত, অষ্টঘণ্টা-বিশিষ্ট, গিরিবিদারণে সমর্থ, ভীষণ শক্তি সমুৎক্ষেপণ করিয়া প্রফুল্লমনে গভীর নিনাদ করিলেন। তাঁহার ভয়াবহ শব্দ ও ভীষণ শক্তি-সন্দর্শনে সকল প্রাণীই শঙ্কিত হইয়া 'দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গসদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল ও দিগ্বিদিক্ প্রজ্বালিত করিয়া দ্রোণসমীপে সমুপস্থিত হইল। অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সহসা সেই শক্তি সন্দর্শন করিয়া তাহার নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র যুধিষ্ঠির-নির্ম্মুক্ত শক্তি ভস্মসাৎ করিয়া তাঁহার স্যন্দনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন বিজ্ঞতম যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাকে নতপর্ব্ব নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সহসা ধর্ম্মপুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই দ্রোণ-নির্ম্মুক্ত গদা অবলোকন করিয়া তাহার নিবারণার্থ সত্বর স্বীয় গদা গ্রহণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই উভয়বীরনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদাদ্বয় পরস্পর সঙ্ঘর্ষিত হইয়া অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক মহীতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া চারিটি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার অশ্বসমুদয়, এক ভল্লাস্ত্রে শরাসন ও এক বাণে ইন্দ্রধ্বজোপম কেতু

ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে তিন শরে নিপীড়িত করিলেন। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ[1] পূর্ব্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে রথহীন ও শস্ত্রবিহীন অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার সেনাগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং ভীষণ সিংহ যেমন মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণ কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইলে সমুদয় পাণ্ডব-পক্ষীয়েরা 'রাজা দ্রোণ কর্ত্তৃক হৃত হইলেন' বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ত্বরান্বিত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে অশ্বচালনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় ক্ষেমধূর্ত্তি বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সমরক্ষেত্রে সমাগত কেকয়দেশীয় দৃঢ়-বিক্রম বৃহৎক্ষত্রের বক্ষঃস্থলে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ করিলেন। মহারথ রাজা বৃহৎক্ষত্রও দ্রোণসৈন্য ভেদ করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহাকে নতপর্ব্ব নবতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ক্ষেমধূর্ত্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা বৃহৎক্ষত্রের শরাসন ছেদন করিয়া আনতপর্ব্ব শরনিকরে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সহাস্য-মুখে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তির অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদনপূর্ব্বক শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার জ্বলিত কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তির কুঞ্চিত-কেশবিরাজিত কিরীট-মণ্ডিত ছিন্ন মস্তক সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া অম্বরচ্যুত[2] জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র ক্ষেমধূর্ত্তির প্রাণ সংহার করিয়া প্রসন্নমনে পাণ্ডব-গণের সাহায্যার্থে সহসা কৌরব সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

কৌরবপক্ষীয় বীরধন্বার নিধন

মহাবীর ধৃষ্টকেতু দ্রোণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে মহাবলপরাক্রান্ত বীরধন্বা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বলবীর্য্য-সম্পন্ন বীরদ্বয় বহু সহস্র শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া নিবিড়ারণ্যচারী মদোন্মত্ত যূথপতি মাতঙ্গ-দ্বয়ের ন্যায়, গিরিগহ্বরস্থ ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর জিঘাংসায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণগণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব সংগ্রাম দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বীরধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া অম্লানমুখে ভল্লাস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বীরধন্বার রথ লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। মহাবীর বীরধন্বা সেই বীরঘাতিনী শক্তির আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথ বীরধন্বার মৃত্যু হইলে পাণ্ডব-পক্ষীয়গণ আপনার সৈন্য-সংক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সহদেব কর্ত্তৃক নিরমিত্র বধ

তখন মহাবীর দুর্ম্মুখ সহদেবের প্রতি ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মাদ্রীনন্দন তাঁহার তর্জ্জনে কোপপূর্ণ হইয়া শাণিত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক অবলীলা-ক্রমে দুর্ম্মুখকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে নয় বাণে তাঁহাকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কেতু, চারি বাণে চারি অশ্ব, শাণিত ভল্লে সারথির মস্তক ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্ম্মুখ সেই অশ্ববর্জ্জিত স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া নিরমিত্রের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন শত্রুহন্তা সহদেব নিরমিত্রের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে সংহার করিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজপুত্র নিরমিত্র সহদেবের শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ধরাতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কৌরব-সৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতে

১। অবতরণ। ২। আকাশ হইতে ভ্রষ্ট।

লাগিল। হে মহারাজ! দশরথাত্মজ রাম নিশাচর খরের প্রাণ সংহার করিয়া যেরূপ শোভমান হইয়াছিলেন, সহদেবও ত্রিগর্তরাজপুত্র নিরমিত্রের জীবন নাশ করিয়া তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। ত্রিগর্তেরা রাজপুত্রের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত আর্তনাদ ও হাহাকার করিতে লাগিল।

সাত্যকিসহ যুদ্ধে কৌরবগণের পরাজয়

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল আপনার পুত্র পৃথুলোচন বিকর্ণকে মুহূর্তমধ্যে পরাজিত করিয়া সকল লোককে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত নতপর্ব্ব শর বর্ষণ করিয়া সেনামধ্যগত সাত্যকিকে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক শর দ্বারা ব্যাঘ্রদত্তের শর-সমুদয় নিবারণ এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। এইরূপে মগধরাজপুত্র বিনষ্ট হইলে মগধদেশীয় বীরগণ ক্রোধভরে সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর, তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি সহাস্যমুখে অনায়াসে সেই সকল বীরগণকে পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে সংগ্রামবিমুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আপনার সেনাগণও সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইল। হে মহারাজ! এইরূপে যদুবংশাবতংস সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া শরাসন বিধুননপূর্ব্বক সংগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কোপাবিষ্ট হইয়া নেত্র বিঘূর্ণনপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন।"

—

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

সৌমদত্তি বধ—কৌরব-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! যশস্বী সোমদত্তপুত্র ধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদেয়দিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদেয়গণ সৌমদত্তির শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া সংগ্রামে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। অনন্তর নকুলপুত্র শতানীক নরর্ষভ সোমদত্তপুত্রকে দুই শরে বিদ্ধ করিয়া প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন শতানীকের অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় অকুটিল তিন তিন বাণে সৌমদত্তিকে আহত করিলেন; মহাবীর সৌমদত্তিও তাঁহাদিগের পাঁচ জনের বক্ষঃস্থলে পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই পাঁচ ভ্রাতা সৌমদত্তির বাণে পীড়িত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক সায়কবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোপপূর্ণ অর্জ্জুননন্দন চারিটি শাণিত শরে সোমদত্তনন্দনের অশ্বসমুদয়কে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেনতনয় তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরে আহত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরতনয় তাঁহার ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নকুলপুত্র তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন সহদেবনন্দন সৌমদত্তিকে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিমুখীকৃত অবগত হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বালসূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত সৌমদত্তির মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া রণস্থল আলোকময় করিল। তখন আপনার সেনাগণ সোমদত্তপুত্রের বিনাশদর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল।

রাক্ষস অলম্বুষসহ ভীমের ভীষণ যুদ্ধ

হে মহারাজ! রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত সেইরূপ ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ভীমসেনের সহিত রাক্ষসের ঘোর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন হাস্য করিয়া নয়টি নিশিত শরে রোষপরবশ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন অলম্বুষ বাণবিদ্ধ হইয়া গভীর নিনাদ করিয়া ভীমসেনের ও তাঁহার অনুগামিগণের সম্মুখীন হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ ও তাঁহার ত্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিল; পরে পুনরায় তাঁহার চতুঃশত রথ বিনাশপূর্ব্বক তাঁহাকে তীক্ষ্ণ

শরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসের শরপ্রহারে ব্যথিতহৃদয় হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধকম্পিত-কলেবরে ঘোর শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরে অলম্বুষকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। নীলকজ্জলসদৃশ নিশাচর ভীমের বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে প্রফুল্ল কিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় অলম্বুষের ভ্রাতৃবধ-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন সে ঘোররূপ ধারণপূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিল, 'রে মূঢ়! আজ সংগ্রামে আমার পরাক্রম দেখ। তুই পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা মহাবীর বকরাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিস্, আমি তথায় তৎকালে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম।' মহাবীর অলম্বুষ ভীমকে এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হওয়া অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন নিশাচরকে অদৃশ্য জানিয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস ভীমবাণে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণপূর্ব্বক কখন ভূতলে ও কখন আকাশমণ্ডলে গমন করিতে লাগিল এবং কখন সূক্ষ্ম, কখন বৃহৎ ও কখন স্থূল আকার ধারণপূর্ব্বক অম্বুদের ন্যায় গর্জ্জন ও নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে বিবিধ শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস-বিসৃষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পট্টিশ, তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, শিলা, খড়্গ, গুড়, ঋষ্টি, বজ্র প্রভৃতি শস্ত্রসকল সংগ্রামমধ্যে বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইয়া পাণ্ডবনন্দনের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া গেল। রথিগণ রথ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন।

ভীমসমরে অলম্বুষ পরাজয়

হে মহারাজ! এইরূপে অলম্বুষ পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে রাক্ষসগণ-সমাকুল শোণিতনদী প্রবাহিত করিল। রথ-সকল উহার আবর্ত্ত, হস্তিসকল গ্রাহ, ছত্র সমুদয় হংস ও বাহুসকল পন্নগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ঐ নদীর ভীষণ প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন: সেই ঘোররণে পাণ্ডবগণ রাক্ষসের নিঃশঙ্কচিত্তে পরিভ্রমণ ও অদ্ভুতপরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কৌরবসেনাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা লোমহর্ষণ তুমুল বাদিত্রনিস্বন করিতে লাগিল। করতালিশব্দ ভুজঙ্গের যেমন অসহ্য হয়, কৌরবগণের বাদিত্রনিস্বন ভীমসেনের তদ্রূপ অসহ্য হইল। তখন তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রোষ-কষায়িত-লোচনে ত্বাষ্ট্র অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হওয়াতে অসংখ্য কৌরবসৈন্য সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সেই ভীমসেনপ্রেরিত ত্বাষ্ট্র অস্ত্র সমরে নিশাচরের মহামায়া বিনষ্ট করিয়া তাহাকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস শরার্দ্দিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ দ্রোণাচার্য্যের বাহিনী-মুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে নিশাচর ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবেরা আনন্দিতচিত্তে সিংহনাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূরিত করিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা ভীমসেনকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।"

নবাধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচ-অলম্বুষ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে অলম্বুষ ভীমের নিকট হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক সংগ্রামস্থলে অশঙ্কিতচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; অলম্বুষও কোপাবিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই রাক্ষসদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া বিবিধ মায়া ধারণপূর্ব্বক সুরেন্দ্র ও শম্বরের ন্যায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভীষণ রাক্ষসদ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল যুদ্ধ

উপস্থিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ বিংশতি নারাচ অস্ত্রে অলম্বুষের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ গভীর নিনাদ করিতে লাগিল; অলম্বুষও যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বানন্দনকে পুনঃ পুনঃ বাণবিদ্ধ করিয়া বীরনাদে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই মায়াযুদ্ধবিশারদ মহাবল-পরাক্রান্ত নিশাচরদ্বয় রোষিত হইয়া শত শত মায়া বিস্তার-পূর্ব্বক পরস্পরকে মোহিত করিয়া মায়া-যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করিলেন, অলম্বুষের মায়াপ্রভাবে তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মায়াযুদ্ধকুশল অলম্বুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং অসংখ্য রথ দ্বারা তাহাকে অবরোধ করিয়া তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিশাচর বীরগণের শরে আহত হইয়া উল্কাহত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অচিরাৎ অস্ত্রমায়া-প্রভাবে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-সকল নিবারণ করিয়া দগ্ধ বন হইতে নির্গত দন্তীর ন্যায় চতুর্দ্দিকস্থ রথসমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত হইল এবং দেবরাজের অশনিসদৃশ শব্দায়মান ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি, যুধিষ্ঠিরকে তিন, সহদেবকে সাত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি ও প্রত্যেক দ্রৌপদেয়কে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর গভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন নয়, সহদেব পাঁচ, যুধিষ্ঠির শত, নকুল চতুঃষষ্টি ও দ্রৌপদেয়েরা প্রত্যেকে তিন তিন বাণে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। বলবান্ ঘটোৎকচও ঐ সময় তাহাকে প্রথমতঃ পঞ্চাশৎ শরে আহত করিয়া পুনরায় সপ্ততি শরে নিপীড়িত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর হিড়িম্বাতনয়ের ভীষণ নাদে গিরিকানন ও জলাশয়াদি-সম্বলিত সমুদয় বসুন্ধরা এককালে কম্পিত হইল।

ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক অলম্বুষ বধ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অলম্বুষ রথিগণের শরনিকরে সমাহত হইয়া তাঁহাদের সকলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিল। তখন ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অলম্বুষকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন; অলম্বুষও শরার্দ্দিত হইয়া হিড়িম্বাতনয়ের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক-সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যেমন রোষাবিষ্ট মহাবল পন্নগ-সমূহ পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রবেশ করে, সেইরূপ নতপর্ব্ব শরসমূহ ঘটোৎকচের কলেবরে প্রবিষ্ট হইল। তখন ঘটোৎকচ-সমবেত পাণ্ডবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে অলম্বুষের উপর নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ জয়শীল পাণ্ডবগণের বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় হীনবীর্য্য ও কর্ত্তব্যা-বধারণে অক্ষম হইল। সমরনিপুণ মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ অলম্বুষকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার বিনাশবাসনায় স্বীয় রথ হইতে তাহার ভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভ[১] দগ্ধ গিরিশৃঙ্গসদৃশ রথে গমন করিলেন এবং গরুড় যেমন সর্পকে উত্তোলন করে, তদ্রূপ অলম্বুষকে রথ হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক ভূতলে বারংবার নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তর বিক্ষিপ্ত পূর্ণকুম্ভের ন্যায় তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেনাগণ তাঁহার এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। এইরূপে অতি ভীষণ রাক্ষস অলম্বুষ ঘটোৎকচের প্রহারে বিস্ফুটিতাঙ্গ ও চূর্ণিতাস্থি হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন পাণ্ডবগণ সেই নিশাচরের বিনাশ-দর্শনে পুলকিত হইয়া পতাকা বিধূনন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কুরুপক্ষীয় সেনা ও বীরগণ ভীমরূপ মহাবল অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রাম-দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই সমরাঙ্গনে নিপতিত রাক্ষসকে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে পতিত মঙ্গলগ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ঘটোৎকচ অমিতপরাক্রম অলম্বুষকে পক্ব অলম্বুষ[২] ফলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে বল-নিপাতন বাসবের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পিতা ও পিতৃব্যেরা বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে সেই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে শঙ্খনাদ ও নানাবিধ বাণনিস্বন আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীষণ নিনাদ

১। পুঞ্জীভূত ঘনকজ্জলতুল্য। ২। কদম।

করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষের ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।"

দশাধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণ-সাত্যকি-সমরে যুধিষ্ঠির সাহায্য

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে কিরূপে নিবারণ করিলেন, তুমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর; ইহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের যেরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর দ্রোণ সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহাকে সহসা আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুরপ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণও হেমপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিলেন। সেই সমস্ত অরাতি-বিনাশন শর সাত্যকির সুদৃঢ় বর্ম্ম ভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। তখন সাত্যকি অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনলসঙ্কাশ পঞ্চাশৎ নারাচ অস্ত্রে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার উপর নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় ও অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন আপনার আত্মজ ও সৈন্যগণ সাত্যকিকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ ও সাত্যকিকে একান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বীরগণ! যেরূপ রাহু সূর্য্যকে পীড়ন করে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন; অতএব যে স্থানে তিনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তোমরা সত্বর তথায় ধাবমান হও।' ধর্ম্মনন্দন সৈন্যগণকে এই কথা বলিয়া পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি কেন এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ? অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্য হইতে আমাদের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি তোমার বোধগম্য হয় নাই? যেমন বালক সূত্রসংযত পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সত্বর ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে সাত্যকির রথাভিমুখে ধাবমান হও। আমি সৈন্যগণের সহিত তোমার অনুগমন করিব। হে পাঞ্চাল! আজ তুমি যমদংষ্ট্রান্তর্গত সাত্যকিকে পরিত্রাণ কর।'

দ্রোণ কর্ত্তৃক বহু পাঞ্চাল-কৈকয় বীর বধ

রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বীরগণ-সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এক-মাত্র দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে সমরক্ষেত্রে মহান্ কোলাহল সমুপস্থিত হইল। বীরগণ একত্র সমবেত হইয়া দ্রোণের প্রতি কঙ্কপত্র ও ময়ূরপুচ্ছ-সুশোভিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লোকে অভ্যাগত অতিথিদিগকে সলিল ও আসন-প্রদানপূর্ব্বক যেমন প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য সহাস্যমুখে সেই বীরগণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তৎকালে সেই মধ্যাহ্ন-কালীন দিনকর সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যেরূপ দিবাকর প্রখর করজালে সকলকে সন্তাপিত করেন, তদ্রূপ ধনুর্দ্ধর-প্রধান দ্রোণ শরনিকরে সেই বীরগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ পঙ্ক-নিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারও আশ্রয়লাভে সমর্থ হইলেন না। সূর্য্যের করজাল সদৃশ দ্রোণাচার্য্যের শরজাল পাণ্ডবসৈন্যগণকে সন্তাপিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রিয় পাঞ্চালদেশীয় সুবিখ্যাত পঞ্চবিংশতি মহারথ দ্রোণশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণমধ্যে প্রধান প্রধান বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তিনি একশত কৈকয়কে

বিনষ্ট ও অন্যান্য সকলকে ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও কৈকয়দেশীয় অসংখ্য বীরগণ তাঁহার শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও পরাজিত হইয়া অরণ্যমধ্যে হুতাশন বেষ্টিত বনবাসিগণের ন্যায় আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কহিতে লাগিলেন, 'ঐ দেখ, সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সৈন্যমণ্ডলী-সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছেন।'

অর্জ্জুনসাহায্যার্থ যুধিষ্ঠিরের সাত্যকি আমন্ত্রণ

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে বা তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দ্রোণের সহিত পাণ্ডবগণের এইরূপ বীরক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময় পাঞ্চজন্য-শঙ্খের শব্দ সহসা যুধিষ্ঠিরের শ্রবণগোচর হইল। ঐ শঙ্খ বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ সময় জয়দ্রথরক্ষক বীরসকল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অর্জ্জুনের রথাভিমুখে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার গাণ্ডীব-নির্ঘোষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের শঙ্খনিস্বন ও কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রবণে বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যখন পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং কৌরবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। ধর্ম্মরাজ আকুলচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ শোকে অভিভূত হইয়াও তৎকালকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত বাষ্পগদ্গদবচনে সাত্যকিকে কহিলেন, 'হে শৈনেয়! পূর্ব্বে সাধু ব্যক্তিরা যুদ্ধসময়ে সুহৃদ্গণের কর্ত্তব্যবিষয়ে যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! আমি সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া সমুদয় যোদ্ধাদিগের মধ্যে তোমার তুল্য প্রিয়সুহৃদ্ আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। হে শিনিপুঙ্গব! যে ব্যক্তি নিরন্তর প্রসন্নচিত্ত ও অনুগত থাকে, আমার বিবেচনায় তাহাকেই যুদ্ধে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। তুমি কৃষ্ণের ন্যায় বলবীর্য্য-সম্পন্ন এবং তাঁহারই ন্যায় নিরন্তর আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক। অতএব আমি তোমার প্রতি যে ভারার্পণ করিতেছি, তুমি তাহা বহন কর; আমার অভিলাষ নিষ্ফল করিও না। মহাবীর অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু; অতএব তুমি বিপৎকালে তাঁহার সাহায্য কর। তুমি সত্যব্রত, মহাবল-পরাক্রান্ত ও মিত্রগণের প্রিয়দর্শন ও স্বীয় কার্য্য-প্রভাবে লোকমধ্যে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে শিনিবংশাবতংস! যে ব্যক্তি মিত্রার্থ যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, আর যিনি ব্রাহ্মণগণকে সমুদয় পৃথিবী দান করেন, তাঁহাদের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অনেকানেক মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সমুদয় পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সংগ্রামে সুহৃদের সাহায্য করিয়া পৃথিবীদানতুল্য অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ কর। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। হে সাত্যকে! কেবল মহাবাহু বাসুদেব ও তুমি—তোমরা দুই জনে মিত্রগণের অভয়প্রদ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া থাক। আর দেখ, বীরপুরুষই সংগ্রামে মহাবল-পরাক্রান্ত যশোলাভার্থী বীরপুরুষের সহায় হইয়া থাকেন। প্রাকৃত ব্যক্তি কদাচ তদ্বিষয়ে সমর্থ হয় না। অতএব এই বিপদ্-সময়ে তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও অর্জ্জুনের রক্ষক দেখিতেছি না।

হে বীর! ধনঞ্জয় আমার হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক বারংবার তোমার কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। একদা তিনি দ্বৈতবনে সজ্জনসমাজে তোমার পরোক্ষে তোমার প্রকৃত গুণকীর্ত্তন করিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন, 'মহারাজ! সাত্যকি লঘুহস্ত, অসাধারণ পরাক্রমশালী, চিত্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা ও মহাবীর, তিনি যুদ্ধে কদাচ বিমোহিত হয়েন না। ঐ বিশালবক্ষাঃ, বৃষস্কন্ধ, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহারথ আমার শিষ্য ও সখা। আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং তিনিও আমার নিতান্ত প্রিয়তম। তিনি আমার সহায় হইয়া কৌরবগণকে প্রমথিত করিবেন। যদি মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ ও সাম্ব এবং সমুদয় বৃষ্ণিবংশীয়গণ রণস্থলে আমার

সাহায্য করেন, তথাপি আমি নরশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সাহায্যার্থে নিয়োগ করিব। তাঁহার সমান যোদ্ধা আর কেহই নাই।' হে সাত্যকে! ধনঞ্জয় এইরূপ তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব তুমি সেই অর্জ্জুনের, ভীমের ও আমার এই মনোরথ নিষ্ফল করিও না। আমি তীর্থপর্য্যটন-প্রসঙ্গে দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। বিশেষতঃ এক্ষণে আমাদের এই বিপৎকালে তুমি যেরূপ সখ্য-ভাব প্রদর্শন করিতেছ, আমি অন্য কোন ব্যক্তিতে সেরূপ অবলোকন করি না। তুমি সদ্বংশসম্ভূত, একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও মহাবল-পরাক্রান্ত, অতএব এক্ষণে স্বীয় সখা বিশেষতঃ আচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দুর্য্যোধন দ্রোণপ্রদত্ত কবচ ধারণ করিয়া সহসা অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়াছে এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথ সকল পূর্ব্বেই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের রথাভিমুখে মহান্ কোলাহল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব সত্বর তথায় গমন করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি মহাবীর দ্রোণ তোমাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আমরা ভীমসেন ও সেনাগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে নিবারণ করিব।

হে শৈনেয়! ঐ দেখ, কৌরব-সৈন্যগণ সমর পরিহারপূর্ব্বক মহাকোলাহল করিয়া পলায়ন করিতেছে। উহারা প্রলয়কালীন বায়ুবেগ-বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও রথ ধাবমান হওয়াতে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিতেছে। মহাবীর অর্জ্জুন তোমর ও প্রাসধারী মহাবল-পরাক্রান্ত সিন্ধু-সৌবীরবৃন্দে পরিবৃত হইয়াছেন। উহাদিগকে নিবারণ না করিয়া জয়দ্রথকে পরাজয় করা অসাধ্য হইবে, উহারা জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবে। ঐ দেখ, শর-শক্তিধ্বজসম্পন্ন, অশ্ব-নাগসমাকুল, নিতান্ত দুরভিগম্য কৌরবসৈন্য রণস্থলে অবস্থান করিতেছে। দুন্দুভি-নির্ঘোষ, গভীর শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, রথচক্রের ঘর্ঘর-শব্দ, করি-বৃংহিত ও শত-সহস্র পদাতিগণের পদশব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিপকেরা ধরাতল বিকম্পিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। ঐ দেখ, অগ্রে সৈন্ধব সৈন্য[1], পশ্চাদ্ভাগে দ্রোণ-সৈন্য অবস্থান করিতেছে। উহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, উহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে অসমর্থ নহে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই অসীম সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণ-বিয়োগের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব? হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি জীবিত থাকিতেও আমাকে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইল? প্রিয়দর্শন অর্জ্জুন সূর্য্যোদয়কালে কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে দিবাও প্রায় অতিবাহিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন এখন জীবিত আছেন কি না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৌরববল সাগর-তুল্য, উহা দেবগণেরও দুরধিগম্য[2]। অর্জ্জুন একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া এক্ষণে এই যুদ্ধবিষয়ে কিছুতেই আমার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। ঐ দেখ, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া তোমার সমক্ষে আমার সৈন্যপীড়ন করিতেছেন। হে শৈনেয়! তুমি দুর্ব্বোধ কার্য্য-সমুদয় অবধারণ করিতে বিলক্ষণ সমর্থ; এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু আমার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অর্জ্জুনকে পরিত্রাণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি লোকপালক জগৎপতি বাসুদেবের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তিনি এই দুর্ব্বল ধৃতরাষ্ট্র-বলের কথা দূরে থাকুক, ত্রিজগৎ একত্র সমবেত হইলেও তাহা পরাজয় করিতে পারেন। মহাবীর অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে বহুসংখ্যক যোদ্ধাদিগের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পাছে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে একান্ত অভিভূত হইতেছি। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের অনুসরণ কর। তোমার সদৃশ মহাবীরগণেরই অর্জ্জুনের রক্ষার্থ গমন করা কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন! বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের মধ্যে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন ও তুমি—তোমরা উভয়েই অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অস্ত্রবলে নারায়ণ তুল্য, বাহুবলে বলদেব-সদৃশ ও পরাক্রম প্রকাশে অর্জ্জুনের সমান। সাধু লোকেরা 'সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও প্রভাবসম্পন্ন,' এই

১। জয়দ্রথ-সেনা। ২। দুষ্প্রবেশ্য।

বলিয়া তোমার প্রশংসা করেন। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। জনগণের, অর্জ্জুনের ও আমার অভিলাষ নিষ্ফল করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে প্রিয়তর প্রাণরক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ কর। হে শৈনেয়! যাদবগণ কদাচ সমরে নিজ প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন না। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করা ও সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করা যাদবগণের অভ্যস্ত নহে। ঐ সমুদয় ভীরুস্বভাব অসৎ লোকেরই কার্য্য। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় তোমার গুরু এবং বাসুদেব তোমার ও অর্জ্জুনের গুরু; আমি এই নিমিত্তই তোমাকে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর গুরু; অতএব আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। হে শৈনেয়! আমি তোমাকে যাহা কহিলাম, ইহা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অনুমোদিত; অতএব এ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সংশয় করিও না। এক্ষণে তুমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে মহারথগণের সহিত সমাগত হইয়া যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও'।"

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতিযুক্ত, তৎকালোচিত, ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি মহাবীর অর্জ্জুনের নিমিত্ত যে সকল নীতিগর্ভ যশস্কর বাক্য বলিলেন, তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম। এরূপ সময়ে পার্থের রক্ষার জন্য আমাকে অনুরোধ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ জীবন পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত আছি; বিশেষতঃ, আপনি যখন অনুরোধ করিতেছেন, তখন রণস্থলে যে কোন কার্য্য হউক না কেন, অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুমতিক্রমে দেবতা, অসুর ও মনুষ্যপরিপূর্ণ এই ত্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি। অতএব আজ এই দুর্ব্বল দুর্য্যোধনবলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, তাহা আর বিচিত্র কি? আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে ইহাদিগকে পরাজয় করিব। হে মহারাজ! আমি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিব এবং দুরাত্মা জয়দ্রথ নিহত হইলে পুনরায় আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইব। কিন্তু হে মহারাজ! বাসুদেব ও ধীমান্ অর্জ্জুন যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপনাকে জ্ঞাপিত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদয় সৈন্য ও বাসুদেবসমক্ষে বারংবার আমাকে কহিয়াছেন, 'হে শৈনেয়! আমি যতক্ষণ জয়দ্রথকে বিনাশ না করিতেছি, তদবধি তুমি অপ্রমত্তচিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। আমি তোমার বা মহারথ প্রদ্যুম্নের হস্তে ধর্ম্মরাজকে সমর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে সম্যক্ বিদিত ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রুত হইয়াছ। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিতেছেন এবং তদ্বিষয় সম্পাদনেও অসমর্থ নহেন, অতএব এক্ষণে আমি নরোত্তম ধর্ম্মরাজকে তোমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া জয়দ্রথবধার্থ প্রস্থান করিতেছি; তাহাকে সংহার করিয়া অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইব। দেখিও, দ্রোণাচার্য্য যেন ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হন। ধর্ম্মরাজ গৃহীত হইলে আমি সিন্ধুরাজবধে অকৃতকার্য্য ও অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সমরে গৃহীত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় অরণ্যে প্রস্থান করিতে হইবে, সুতরাং আমাদিগের এই জয়লাভও কোন ফলোপধায়ক হইবে না। অতএব হে শৈনেয়! আজ তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান, জয়লাভ ও যশোলাভার্থ ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর।'

হে ধর্ম্মরাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের আশঙ্কায় আপনাকে আমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ব্যতিরেকে সেই দ্রোণাচার্য্যের প্রতিযোদ্ধা আর কাহাকেও নিরীক্ষণ করি না। কেহ কেহ আমাকেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করিয়া থাকেন। অতএব আমি এই আত্মোৎকর্ষ[১] ও আচার্য্য অর্জ্জুনের আদেশ বিফল করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতেছি না। আর আপনাকেই বা কিরূপে পরিত্যাগ করিব? দুর্ভেদ্য-কবচধারী

১। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব।

মহাবীর দ্রোণ ক্ষিপ্রহস্ততা প্রযুক্ত রণস্থলে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া শিশু যেমন পক্ষীকে লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনার সহিত ক্রীড়া করিবেন। যদি কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন এই স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে আপনাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতাম, তিনি মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় আপনাকে রক্ষা করিতেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলে মহাবীর দ্রোণের অভিমুখীন হইতে পারে, আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ভার গ্রহণ করিয়া কদাচ অবসন্ন হয়েন না; অতএব আজ আপনি তাঁহার নিমিত্ত কোন শঙ্কা করিবেন না। সৌবীরক, সৈন্ধব, পৌরব, উদীচ্য, ও দাক্ষিণাত্য যোদ্ধৃগণ এবং কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ মহাবীর অর্জ্জুনের যোড়শাংশেরও উপযুক্ত নহেন। সুর, অসুর, মানব, রাক্ষস, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমুদয় রণস্থলে পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যথায় মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় কার্য্যের বিঘ্ন-সম্ভাবনা কোথায়? আপনি আচার্য্য অর্জ্জুনের দৈববল, কৃতাস্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ষ, কৃতজ্ঞতা ও দয়ার বিষয় চিন্তা করুন এবং আমি অর্জ্জুন-সন্নিধানে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অস্ত্রবল প্রদর্শন করিবেন, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখুন। মহাবীর দ্রোণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত আপনাকে গ্রহণ করিবার উদ্দেশে সাতিশয় যত্ন করিতেছেন। অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে পারি, আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? আমি সত্যই কহিতেছি, আপনাকে কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া কদাচ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব না। অতএব ইহা বারংবার বিচার করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, তাহা অবধারণপূর্ব্বক আমাকে আজ্ঞা করুন।'

অর্জ্জুন-সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের একান্ত আগ্রহ

ধর্ম্মরাজ সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে শৈনেয়! তুমি যাহা কহিলে, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্জ্জুনের অনিষ্টাশঙ্কা সতত আমার মনে সমুদিত হইতেছে। অতএব আমি স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্ন করিব। তুমি আমার আদেশানুসারে অর্জ্জুন-সমীপে প্রস্থান কর। আমি আত্মরক্ষণ ও অর্জ্জুনের রক্ষার্থে তোমাকে প্রেরণ, এই দুইটি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তোমাকে অর্জ্জুন-সমীপে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছি। অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম, দ্রুপদ, তাঁহার সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, কেকয়দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রৌপদ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য ভূপালগণ সাবধান হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা আমাকে আক্রমণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। বেলাভূমি যেরূপ মহাসাগরকে নিবারণ করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক রোষাবিষ্ট দ্রোণকে নিবারণ করিবেন। যথায় তিনি অবস্থান করিবেন, তথায় দ্রোণাচার্য্য মহাবল বলসমুদয়কে কদাচ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-বিনাশার্থই হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি কবচ, শর, শরাসন ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক বিশ্বস্তমনে গমন কর। আমার নিমিত্ত তোমার কোন চিন্তা নাই। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই রোষপরবশ দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন'।"

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুন-সাহায্যার্থ সাত্যকির গমনেচ্ছা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ শিনি-পুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে অর্জ্জুনের নিকট অপরাধী হইব এবং লোকেও আমাকে ধনঞ্জয়ের নিকটে গমন করিতে দেখিয়া ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে। তিনি মনে মনে বারংবার

এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! যদি আপনি আপনার রক্ষাবিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে আপনার মঙ্গল হউক; আমি আপনার আজ্ঞানুসারে মহাবীর ধনঞ্জয়ের অনুগমন করি। এই ত্রিলোকমধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তম আর কেহই নাই। অতএব আমি সত্য বলিতেছি, আপনার আদেশক্রমে প্রিয়তম পার্থের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অকর্ত্তব্য নাই। গুরুজনের বাক্যরক্ষার ন্যায় আপনার বাক্যরক্ষা করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য; আপনার ভ্রাতা, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আপনার প্রিয়ানুষ্ঠানে যেরূপ নিরত, আমিও তদ্রূপ তাঁহাদের প্রিয়কার্য্যসাধনে তৎপর। অতএব হে প্রভো! আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অর্জ্জুনের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ মৎস্য যেরূপ অগাধ জলধিজল ভেদ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ এই দুর্ভেদ্য দ্রোণ-সৈন্য ভেদ করিয়া যে স্থানে দুরাত্মা জয়দ্রথ ধনঞ্জয় ভয়ে ভীত হইয়া অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈন্যগণে সংরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিব। মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথবধের নিমিত্ত যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ করি, এখান হইতে সে স্থান তিন যোজন অন্তর হইবে। কিন্তু আমি দৃঢ়ান্তঃকরণে বলিতেছি যে, যোজনত্রয় দূরবর্ত্তী হইলেও আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সিন্ধুরাজবধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। হে মহারাজ! গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন্ বীরপুরুষ যুদ্ধে গমন করিয়া থাকেন? আর তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধে বিমুখ হয়?

হে রাজন্! যে স্থানে আমাকে গমন করিতে হইবে, সে স্থান আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আজ আমি হল, শক্তি, গদা, প্রাস, চর্ম্ম, খড়্গ, ঋষ্টি, তোমর ও শর-সমুদয়ে সঙ্কীর্ণ এই অগাধ জলধি-সদৃশ সেনাসমূহ বিক্ষোভিত করিব। এই যে রণশৌণ্ড[1] বহুতর ম্লেচ্ছাধিষ্ঠিত অঞ্জনকুলসম্ভূত বারি-বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় সহস্র সহস্র মাতঙ্গ সাদিগণ কর্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, উহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে না; উহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমরা জয়ী হইতে পারিব না। আর এই যে সুবর্ণ-মণ্ডিত রথারূঢ় মহারথ রাজপুত্রগণকে দেখিতেছেন, ইঁহারা সকলেই ধনুর্ব্বেদপারদর্শী এবং রথযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, নাগযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ। এই সকল কৃতবিদ্য বীরপুরুষেরা কর্ণ ও দুঃশাসনের নিতান্ত অনুগত। ইঁহারা প্রতিনিয়ত সমরস্থলে জয়লাভেচ্ছা করেন। মহাত্মা বাসুদেবও ইঁহাদিগকে মহারথ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ শ্রমক্লমবিহীন বীর-বরেরা সতত কর্ণের হিতাভিলাষ করেন এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে পার্থ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুদৃঢ় বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে আমার নিবারণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। হে কুরুকুলোদ্ভব। আমি আজ আপনার হিতসাধনার্থ এই বীরগণকে রণস্থলে প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের পদবীতে[1] পদবিক্ষেপ করিব। এই যে কিরাতাধিষ্ঠিত দিব্যভূষণভূষিত বর্ম্মসংছন্ন অন্য সপ্তশত হস্তী অব-লোকন করিতেছেন, পূর্ব্বে কিরাতরাজ স্বীয় জীবন-রক্ষার্থ মহাবীর অর্জ্জুনকে ঐ সমুদয় প্রদান করেন। পূর্ব্বে ইহারা আপনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল; কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এক্ষণে ইহারা আপনার বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মহা-মাত্র ম্লেচ্ছকিরাতগণ সকলেই গজযুদ্ধবিশারদ ও সমরদুর্ম্মদ। উহারা পূর্ব্বে সব্যসাচীর নিকট পরাভূত হইয়াছিল. কিন্তু আজ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার বিপক্ষে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতেছে। আজ আমি ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরাতগণকে শরনিকরে নিপাতিত করিয়া সিন্ধুরাজবধার্থী ধনঞ্জয়ের অনুগমন করিব।

হে মহারাজ! এই যে সুবর্ণময় বর্ম্মভূষিত অঞ্জন-কুলোদ্ভব সুশিক্ষিত কর্কশগাত্র ঐরাবতসদৃশ মত্ত-মাতঙ্গ-সকল অবলোকন করিতেছেন, এই সকল গজে অতি কর্কশস্বভাব লৌহবর্ম্মধারী দস্যুগণ আরোহণ-পূর্ব্বক উত্তরপর্ব্বত হইতে সমাগত হইয়াছে। ঐ দস্যুদলে গোযোনি, বানরযোনি, মানুষযোনি প্রভৃতি অনেক যোনিসম্ভূত লোক অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল হিমদুর্গ[2] নিবাসী পাপকর্ম্মা ম্লেচ্ছদল সমবেত থাকিতে সমস্ত সৈন্য ধূম্রবর্ণ বোধ হইতেছে। হে মহারাজ! কালপ্রেরিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই সকল রাজমণ্ডল এবং কৃপ, সৌমদত্তি, রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ,

১। রণপণ্ডিত—সমরনিপুণ।

১। যুদ্ধক্ষেত্রে অবাধ গতিবিষয়ে। ২। হিমালয়স্থ দুর্গম স্থান।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কর্ণকে সহায় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ ও পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিতেছে; কিন্তু ঐ সকল বীর যদি মনের ন্যায় বেগগামী হয়, তথাপি আজ আমার নারাচমুখে নিপতিত হইলে আর পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে না। পরবীর্য্যোপজীবী দুর্য্যোধন সতত তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু আজ তাঁহারা আমার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আর এই যে সুবর্ণধ্বজ মহারথগণকে অবলোকন করিতেছেন, উঁহারা কাম্বোজদেশীয় মহারথ; উঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও ধনুর্ব্বেদপারগ; এক্ষণে উঁহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত সুকঠিন; আপনি উঁহাদের বলবিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। উঁহারা পরস্পরের হিতার্থ সমবেত হইয়াছেন। ঐ সকল মহাবীর এবং কৌরবগণ-রক্ষিত দুর্য্যোধনের অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ক্রুদ্ধ ও অপ্রমত্তচিত্তে আমাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু হুতাশন যেরূপ তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমি উঁহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব রথসজ্জাকারিগণ অবিলম্বে বাণপূর্ণ তূণীর ও অন্যান্য উপকরণ সকল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত করুক। এই সংগ্রামে বহুবিধ অস্ত্র গ্রহণ করাই বিধেয়। আচার্য্য রথসজ্জায় যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চগুণে রথ সুসজ্জিত করা আবশ্যক; কারণ, অত্যুগ্র আশীবিষসদৃশ কাম্বোজগণ, নানাস্ত্রধারী বিষকল্প কিরাতগণ সতত দুর্য্যোধন-প্রতিপালিত ও তাঁহার হিতৈষী। ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী, দীপ্ত পাবকসদৃশ দুর্জ্জয়, কালপ্রতিম, যুদ্ধদুর্ম্মদ অন্যান্য বহুবিধ যোধগণের সহিত আজ উঁহারা সমরস্থলে সম্মিলিত হইবে। এক্ষণে রথপরিচারকগণ সুলক্ষণাক্রান্ত বিখ্যাত অশ্বগণকে বারিপান ও ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় আমার রথে সংযোজিত করুক।'

সাত্যকির সামরিক রথসজ্জা—অভিযান

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি এই কথা বলিলে রাজা যুধিষ্ঠির তূণীর, নানাবিধ অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ-সকল তাঁহার রথের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন। পরিচারকগণ তাঁহার রথযোজিত সদশ্বচতুষ্টয়কে মুক্ত করিয়া মত্তকর মদ্য পান এবং স্নান, ভক্ষণ ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের শল্যোদ্ধার করিল। তখন সাত্যকির প্রিয়সখা সারথি দারুকানুজ সেই সংহৃষ্টমনা, স্বর্ণবর্ণাভ, হেমমাল্যবিভূষিত, দ্রুতগামী তুরগগণকে মণি-মুক্তা-প্রবাল-বিভূষিত, পাণ্ডুবর্ণ পতাকায় সমলঙ্কৃত, উচ্ছ্রিত ছত্র-দণ্ড-সমাযুক্ত, সিংহধ্বজসম্পন্ন হেমভূষণ-ভূষিত রথে যোজিত করিয়া সাত্যকিকে নিবেদন করিল, 'মহাশয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে।' তখন শ্রীমান্ সাত্যকি স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া সহস্র স্নাতককে সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবীর সাত্যকি কিরাতদেশোদ্ভব মদ্যপানে বিহ্বলিত ও লোহিত-লোচন হইয়া দর্পণ স্পর্শপূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত ও প্রজ্বলিত পাবকতুল্য দ্বিগুণতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। লাজ, গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গল্যদ্রব্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর সাত্যকি সন্নদ্ধকবচ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ বায়ুবেগগামী সিন্ধুদেশোদ্ভব ঘোটক-সকল তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সাত্যকির সহিত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! তখন দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয়েরা সেই শত্রুতাপন বীরদ্বয়কে সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই অবহিতচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিররক্ষার ভারার্পণ

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি বর্ম্মধারী ভীমসেনকে আপনার অনুগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, 'হে বৃকোদর! আমার মতে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি স্বয়ং কৌরবসৈন্য ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। তুমি আমার বলবিক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত আছ; তোমার বলবিক্রমও আমার নিকট অবিদিত নাই। অতএব যদি আমার হিতকামনা কর, তাহা হইলে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজার রক্ষায় নিযুক্ত হও, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার প্রধানতম কার্য্য।' মহাবীর

ভীমসেন সাত্যকির বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিলেন, 'হে পুরুষোত্তম! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহাই করিব। তুমি শীঘ্র গমন কর, তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ হউক।' তখন সাত্যকি পুনর্ব্বার বৃকোদরকে কহিলেন, 'হে ভীমসেন! তুমি যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থে শীঘ্র গমন কর। আজ যখন তুমি আমার বশবর্ত্তী হইয়া আমার ইচ্ছার অন্যথাচরণ করিতেছ না এবং সুলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে, তখন অবশ্যই আমার সমরে জয়লাভ হইবে। হে বৃকোদর! আজ দুরাত্মা সিন্ধুরাজ নিহত হইলেই মহাবীর পার্থের সহিত আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিব।' মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া ভীমসেনকে বিদায় করিয়া ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগগণকে অবলোকন করে, সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাত্যকিকে ব্যূহপ্রবেশেচ্ছু দেখিয়া পুনরায় হতজ্ঞান ও কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজের নিদেশানুবর্ত্তী সাত্যকি অর্জ্জুনদর্শন-মানসে অবিলম্বে সেই সৈন্যগণমধ্যে প্রবেশ করিলেন।"

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি কর্ত্তৃক বহু কৌরব-বীর বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সাত্যকি আপনার সৈন্যের প্রতি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেনাপরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে সমরদুর্ম্মদ পাঞ্চাল-রাজতনয় এবং রাজা বসুদান, ইঁহারা দুই জনে 'শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও; সমরদুর্ম্মদ সাত্যকি যেন অক্লেশে কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন', এই বলিয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথগণ, 'আজ সমুদয় বীরেরা সাত্যকির জয়লাভবিষয়ে যত্নবান্ হইবেন', এই বলিতে বলিতে মহাবেগে কৌরবসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব-সৈন্যগণও তদ্দর্শনে জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সাত্যকির রথসমীপে মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। দুর্য্যোধনের সৈন্য-সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহারথ সাত্যকি সেই সৈন্য-দিগকে শতধা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অগ্নিসন্নিভ শর দ্বারা পুরোবর্ত্তী ধনুর্দ্ধারা সাতজন মহাবীর ও নানা জনপদস্থ অন্যান্য ভূপালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি কখন একবাণে শত ব্যক্তিকে, কখন বা একশত বাণে এক ব্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহা-রুদ্র যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, সেইরূপ তিনি গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথীদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব-পক্ষীয় কোন সৈনিক পুরুষই সেই শরনিকরবর্ষী সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ তন্ময়[১] অবলোকন করিয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভগ্ননীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধ্বজ, অনুকর্ষ, পতাকা, কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাণ, করিকরসদৃশ অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, ভুজগাকার উরু ও শশধর-সদৃশ কুণ্ডলালঙ্কৃত বদনমণ্ডল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। পর্ব্বতাকার গজ-সমুদয় ভূতলশায়ী হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমরভূমি ভূধর-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মুক্তাবলিবিভূষিত সুবর্ণযোক্ত্র ও বিচিত্রাকার বর্ম্ম-বিভূষিত অশ্বগণ মহাবাহু সাত্যকির শরে প্রমথিত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল।

ব্যূহপ্রবিষ্ট সপাণ্ডব সাত্যকিসহ দ্রোণযুদ্ধ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবাহু সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত ও বিদ্রাবিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যে পথে ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়া-ছিলেন, সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণদর্শনে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মর্ম্মভেদী শাণিত পাঁচ শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর সাত্যকিও কঙ্কপত্রভূষিত শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য ছয় বাণ দ্বারা তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত

১। সাত্যকিময়—যে দিকে তাকায়, সেই দিকেই সাত্যকি।

করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে দশ, ছয়, আট বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে অশ্ব, এক শরে ধ্বজ ও এক শরে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ একবারে পতঙ্গকুলসদৃশ শরজালে তাঁহাকে এবং তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন; মহাবীর সাত্যকিও তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে শৈনেয়! তোমার আচার্য্য অর্জ্জুন যেরূপ আজ কাপুরুষের মত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে, যদি তুমি সেইরূপ পলায়ন না কর, তাহা হইলে আজ তোমাকে জীবিত থাকিতে হইবে না।' সাত্যকি দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক, আমি আর কাল-বিলম্ব করিতে পারি না। আমাকে ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে হইবে। শিষ্যেরা সর্ব্বদা আচার্য্যের পদবীতেই পদনিক্ষেপ করিয়া থাকে; অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে আমার গুরু অবস্থান করিতেছেন, সত্বর সেই স্থানে গমন করিব।'

কৌরবসৈন্য পলায়নে কৃতবর্ম্মার অভিযান

হে মহারাজ! মহাবীর শৈনেয় এই বলিয়া সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন এবং সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথে! দ্রোণ আমার নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন; অতএব তুমি সাবধানে রণস্থলে গমন কর। এই যে অবন্তি-দেশীয় মহাপ্রভাবশালী সৈন্য অবলোকন করিতেছ, উহার পরেই সূতপুত্রপ্রমুখ বহুতর দাক্ষিণাত্য সৈন্য, তাহার পরেই উদ্যতাস্ত্র বাহ্লীকদিগের মহাবল-পরাক্রান্ত সৈন্য এবং উহার নিকটেই মহাবীর কর্ণের বলসমুদয় অবস্থান করিতেছে। উহারা পরস্পর ভিন্ন; কিন্তু রণস্থলে পরস্পরের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে অনতিদ্রুত-বেগে উহাদিগের মধ্যে অশ্বসঞ্চালন কর।' মহাবীর সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিতে বলিতে সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অসম্ভ্রান্তচিত্তে কর্ণের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে তাঁহার উপর বহুতর বিশিখ প্রহার করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি শাণিত শরনিপাতে কর্ণের সেনা-গণকে আহত করিয়া অসীম ভারতসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ করিবামাত্র কৌরব-পক্ষীয় সৈনিক পুরুষেরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে রোষাকুলিত মনে সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ ভুজগসন্নিভ বায়ুবেগগামী বৎসদন্ত বাণ শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলে উহা সাত্যকির বর্ম্ম ও দেহ ভেদপূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ কৃতবর্ম্মা স্বীয় শরনিকরে সাত্যকির সশর শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া কৃতবর্ম্মার দক্ষিণকরে শক্তি প্রহার করিলেন এবং অবিলম্বে অন্য সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অসংখ্য শরে তাঁহাকে রথের সহিত সমাচ্ছাদিত করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মার অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তখন ভোজরাজ ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক শরাসনহস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভোজসৈন্যেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মুহূর্ত্তকালের মধ্যে শ্রমাপনোদন করিয়া স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক শত্রু-গণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম্বোজ-সৈন্যসমীপে গমন করিলে কৃতবর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ ভীমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সাত্যকি ভোজ-বল হইতে বিনির্গত হইয়া সত্বর কাম্বোজরাজের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথগণ তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। তখন তিনি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণা-চার্য্য সাত্যকির অনুসন্ধান পাইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি

স্বীয় সৈন্তরক্ষণের ভারার্পণপূর্ব্বক যুদ্ধকামনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ সাত্যকির পশ্চাদ্‌গামী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেনপরিরক্ষিত পাঞ্চাল-সৈন্যগণ রথিশ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিবারিত ও হতোৎসাহ হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সমরাভিলাষী বীরদিগকে শরনিকরে তাপিত ও তাঁহাদের বাহকগণকে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন; কিন্তু সেই মহাবীরগণ কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক এইরূপে দৃঢ় সমাহত হইয়াও যশোলাভাভিলাষে সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ভোজ-সৈন্যগণকে পরাজয় করিবার মানসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

—

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুন-সাত্যকি-ভীত ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ-প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার সৈন্যগণ মহাবল-পরাক্রান্ত, লঘু, বৃত্ত ও আয়তকলেবর, ব্যাধিশূন্য, বর্ম্মসমাচ্ছন্ন, বহু শস্ত্র ও পরিচ্ছদসম্পন্ন, শস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ এবং ন্যায়ানুসারে বৃহিত। তাহারা অতিশয় বৃদ্ধ নয়, বালকও নয় এবং কৃশ নয় ও স্থূলও নয়। তাহারা আমাদিগের নিকট সৎকৃত হইয়া আমাদেরই অভিলাষানুসারে সতত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা আরোহণ, অধিরোহণ, প্রসরণ, প্লুতগমন, সম্যক্ প্রহার, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে সুদক্ষ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যায় পরীক্ষিত। তাহারা পরস্পর বিদ্যাশিক্ষাভিলাষ, সৎকার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ-নিবন্ধন আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই; তাহারা অনাহূতও নহে। আমরা যথাবিধি পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সৈন্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাহারা কুলীন, তুষ্ট, পুষ্ট ও অনুদ্ধত এবং সকলেই যশস্বী ও মনস্বী। লোকপালসম পুণ্যকর্ম্মা অনেকানেক প্রধান প্রধান সচিবেরা নিরন্তর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদিগের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র মহাবল-পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক ভূপালগণ স্বেচ্ছানুসারে আমাদের নিতান্ত অনুগত হইয়া তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন। আমার সৈন্যগণ সমন্তাৎ সমাগত নদী-সমূহে পরিপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় পক্ষশূন্য পক্ষিসঙ্কাশ রথ, অশ্ব ও মদস্রাবী মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমুদয় সৈন্য যখন বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। যোদ্ধবর্গ ঐ সৈন্যসাগরের অক্ষয় সলিল; বাহন-সকল তরঙ্গ, অসি ক্ষেপণী[১]; গদা শক্তি, শর ও প্রাস-সমুদয় মৎস্য; ধ্বজ ও ভূষণসকল রত্ন ও উৎপল; দ্রোণ উহার গভীর পাতাল, কৃতবর্ম্মা মহাহ্রদ এবং জলসন্ধ মহাগ্রাহস্বরূপ। উহা কর্ণরূপ চন্দ্রের উদয়ে উচ্ছলিত ও ধাবমান এবং বাহনরূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও যুযুধান আমার সেই সৈন্যসাগর ভেদ করিয়া যখন গমন করিতেছে, তখন বোধ হইতেছে, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, কৌরবগণ ঐ দুই বীরপুরুষকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গাণ্ডীবমুক্ত বাণের সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া সেই ভয়ানক বিপদ্‌কালে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া অবধারিত করিয়াছি। তাঁহাদের বল-বিক্রম আর পূর্ব্ববৎ অবলোকিত হইতেছে না। মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় অক্ষতকলেবরে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। হে সঞ্জয়! আমি বহুসংখ্যক যোদ্ধাদিগের পরীক্ষা করিয়া ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান ও কতকগুলিকে কেবল প্রিয়বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার সৈন্যমধ্যে কেহ অসৎকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ অন্ন ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ অপটু, অল্পবেতনে নিযুক্ত অথবা অবৈতনিক নহে। আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে দান, মান ও আসন প্রদান দ্বারা যথাসাধ্য সৎকার করিয়া থাকি; কিন্তু তাহারা সাত্যকির বাহুবলে বিমর্দ্দিত ও মহাবীর অর্জ্জুনের দর্শনমাত্রেই পরাজিত হইয়াছে; সুতরাং আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সংগ্রামস্থলে রক্ষ্য[২] ও রক্ষক[৩] এই উভয়ের গতি একই প্রকার দেখিতেছি।

১। দাঁড়। ২। সৈন্য। ৩। সেনাপতি।

হে সঞ্জয়! আমার মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়দ্রথের সম্মুখে অবস্থান ও সাত্যকিকে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তৎকালোচিত কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল এবং আমার পক্ষীয় বীরগণই বা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমস্ত অস্ত্রজাল নিবারণপূর্ব্বক সেনামধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন? বোধ হয়, আমাব পুত্রেরা কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ উদ্যত দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইতেছে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুনকে সেনাসকল অতিক্রম ও কৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোকসংবরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহারা অস্মৎপক্ষীয় রথীদিগকে শত্রুজয়ে উৎসাহশূন্য ও পলায়নে সমুদ্যত, সাত্যকি ও ধনঞ্জয়ের শরে রথোপস্থ-সমুদয় সারথিশূন্য যোদ্ধাদিগকে নিহত এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বীরগণকে ব্যগ্রমনে ধাবমান দেখিয়া যার পর নাই শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহারা কতকগুলি মাতঙ্গকে অর্জ্জুনশরে পলায়িত ও কতকগুলিকে ভূতলে নিপতিত এবং সাত্যকি ও পার্থের শরে অশ্ব-সকলকে আরোহিশূন্য ও মনুষ্যগণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপ করিতেছে। পদাতিগণকে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান দেখিয়া বিজয়লাভপ্রত্যাশা তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত এবং একান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে ক্ষণমধ্যে দ্রোণসৈন্যগণকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাহাদের শোক-সাগর উচ্ছলিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সাত্যকি সমভিব্যাহারে আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। যাহা হউক, মহাবীর শৈনেয় ভোজসৈন্য ভেদ করিয়া পৃতনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৌরবগণ কিরূপ কার্য্য করিলেন এবং পাণ্ডবেরা দ্রোণশরে নিতান্ত নিগৃহীত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য, কৃতাস্ত্র ও সমরবিশারদ; পাঞ্চালগণ কিরূপে তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিল? তাহারা অর্জ্জুনেরই জয়লাভার্থী, সুতরাং দ্রোণের সহিত তাহাদের শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; মহারথ দ্রোণও তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছ। এক্ষণে এই সমুদয় বৃত্তান্ত এবং মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজবধার্থ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয়ের সতিরস্কার যুদ্ধবৃত্তান্তবর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনার অপরাধ বশতই এই দারুণ ব্যসন সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে প্রাজ্ঞতম বিদুর প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্‌গণ পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে আপনাকে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী সুহৃদ্‌গণের বাক্য শ্রবণ না করে, তাহাকে অতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া আপনার ন্যায় শোক করিতে হয়। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকতত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নির্গুণত্ব, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্ম্মের দ্বৈধভাব, পাণ্ডবগণের প্রতি মৎসরতা ও কুটিল অভিপ্রায়—এই সমস্ত অসদ্‌ভাব অবগত হইয়া কৌরবগণের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা দুর্য্যোধনকে দোষী করা আপনার উচিত হইতেছে না। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে আপনার কোন সৎকার্য্যই নিরীক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ আপনিই এই পরাজয়ের মূল কারণ। অতএব এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের অনিত্যতা অবগত হইয়া এই দেবাসুরোপম ঘোরতর যুদ্ধবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন।

পাণ্ডবগণ সহ কৃতবর্ম্মার তুমুল যুদ্ধ

সত্যবিক্রম সাত্যকি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র মহারথ কৃতবর্ম্মা ক্রোধপরবশ অনুচরগণসমবেত পাণ্ডবগণকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত অর্ণবকে অবরোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়াও হার্দ্দিক্যকে

অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। অনন্তর ভীমসেন তিন শরে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণকে পুলকিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, নকুল একশত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ত্রিসপ্ততি, ঘটোৎকচ সাত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে কৃতবর্ম্মাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। তৎপরে বিরাট ও দ্রুপদ তিন তিন শরে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিলে শিখণ্ডী তাঁহাকে প্রথমে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্যমুখে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের উপর পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপে ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর সেই ছিন্নকার্ম্মুক ভীমের বক্ষঃস্থলে সপ্ততি নিশিত শর প্রহার করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন হার্দ্দিক্যশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ মহাবীর-সকল ভীমকে তদবস্থ অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতবর্ম্মাকে রথসমূহে অবরুদ্ধ করিয়া শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন সংজ্ঞালাভ করিয়া হেমদণ্ডমণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নির্ম্মোকমুক্ত উরগসদৃশ ভীমভুজ-নির্ম্মুক্ত অতি ভীষণ শক্তি কৃতবর্ম্মার অভিমুখে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। মহাবল হার্দ্দিক্য সেই যুগান্তানলসঙ্কাশ কনকভূষণ শক্তি দুই শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই কৃতবর্ম্ম-বিশিখ-বিচ্ছিন্ন[১] শক্তি নভোমণ্ডলপরিভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন শক্তি নিষ্ফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে অন্য মহাস্বন শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক হার্দ্দিক্যকে নিবারণ করিয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার ভীমশরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া বিকসিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ভীমকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সেই সমস্ত বলবান্ মহারথগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাত সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা রোষপরবশ হইয়া হাস্যমুখে ক্ষুরপ্রান্ত দ্বারা শিখণ্ডীর কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অসি ও সুবর্ণসমলঙ্কৃত ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করিয়া কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে অসি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ অসি কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদনপূর্ব্বক অম্বরতলপরিভ্রষ্ট জ্যোতির ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহারথগণ সায়ক দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শিখণ্ডিপ্রমুখ-পাণ্ডবগণের পরাজয়

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা সেই বিশীর্ণ কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া তিন তিন শরে পাণ্ডবগণকে ও আট বাণে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার শরে বিদ্ধ হইয়া সত্বর অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক কূর্ম্মনখ শর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শার্দ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর নিদান মহাবীর শিখণ্ডীর প্রতি বল প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন সেই দিগ্‌গজসঙ্কাশ প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কখন শরাসন আস্ফালন, কখন সায়কসন্ধান এবং কখন বা সূর্য্যকিরণ-সন্নিভ বহুসংখ্যক শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই যুগান্তকালপ্রতিম বীরদ্বয় পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ শরে সন্তাপিত করিয়া ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা মহারথ শিখণ্ডীকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী হার্দ্দিক্যের বাণে গাঢ়বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে অভিভূত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শিখণ্ডীকে বিষণ্ণ দেখিয়া কৃতবর্ম্মাকে যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক পতাকা-সকল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডীর সারথি তাঁহাকে তদবস্থ

১। কৃতবর্ম্মার বাণে দ্বিখণ্ডিত।

অবলোকন করিয়া সত্বর রণস্থল হইতে অপসারিত করিল।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া অবিলম্বে রথ-সমুদয় দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে অবরোধ করিলেন; কিন্তু মহারথ কৃতবর্ম্মা একাকী হইয়াও অদ্ভুত বল প্রকাশপূর্ব্বক সানুচর পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া পাঞ্চাল, চেদি, সৃঞ্জয় ও কৈকয়দিগকে পরাজয় করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃতবর্ম্মার শরে একান্ত তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন, কোনক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া বিধূম-পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা হার্দ্দিক্যশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

—

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকিসহ সমরে কৃতবর্ম্মার পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা অনন্যমনে শ্রবণ করুন। সেই সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্য কৃতবর্ম্মার শরপ্রহারে বিদ্রাবিত ও লজ্জায় একান্ত অবনত হইলে আপনার পক্ষীয় বীরেরা অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন যিনি অগাধ সৈন্যসাগরমধ্যে আশ্রয়লাভার্থী পাণ্ডবগণের দ্বীপস্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর সাত্যকি কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর সিংহনাদশব্দ শ্রবণ করিয়া সত্বর কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া চারি শরে কৃতবর্ম্মার চারি অশ্ব ও শাণিত ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে রথশূন্য করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহার সেনাগণকে মর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাগণ শৈনেয়ের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল; সত্যবিক্রম সাত্যকিও সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি তৎপরে যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি এইরূপে দ্রোণানীক[১] অতিক্রম ও কৃতবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া হৃষ্টমনে সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দবেগে রথচালন কর।' মহাবীর সাত্যকি সারথিকে প্রথমতঃ এই কথা বলিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণসঙ্কুল কৌরব-সৈন্য অবলোকনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'হে সারথে! ঐ যে দ্রোণ-সৈন্যের বামভাগে সুবর্ণধ্বজ-পরিশোভিত, মহামেঘ-সন্নিভ-মাতঙ্গারোহী বিপুল সৈন্য-সমুদয় অবলোকন করিতেছ, উহাদের অধিনায়ক ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজপুত্রগণ। উঁহারা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত, বিচিত্রযোদ্ধা ও মহারথ; উঁহাদিগকে নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য। ঐ রাজপুত্রগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া রুক্মরথকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় আগমন করিতেছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে তাঁহাদিগের নিকট আমার অশ্বচালন কর। আমি দ্রোণসমক্ষে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

সাত্যকিশরে ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজগণের পরাজয়

অনন্তর সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মন্দবেগে অশ্বচালন করিতে আরম্ভ করিল। কুন্দেন্দুরজতপ্রভ[২], বায়ুবেগ, সারথির বশীভূত, বলগাবান্ তুরঙ্গগণ সাত্যকিকে বহন করিতে লাগিল। তখন বিপক্ষপক্ষীয় লঘুবেধী[৩] মহাবীর-সকল তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ বিবিধ সায়ক বর্ষণপূর্ব্বক করিসৈন্য দ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি, যেমন গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল পর্ব্বতের উপর বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ করি-সৈন্যের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শিনিবীর-সমীরিত[৪] অশনিসমস্পর্শ শরনিকর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত, শীর্ণদন্ত, ভগ্নকুম্ভ ও

১। দ্রোণসৈন্য। ২। কুন্দ ফুল, চাঁদ ও রূপার মত কান্তিযুক্ত। ৩। দ্রুত বিদ্ধ করিতে সমর্থ। ৪। নিক্ষিপ্ত।

রুধিরাক্তকলেবর হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কাহার কর্ণ ভিন্ন[1], কাহার মুখ ও শুণ্ড নিকৃত্ত[2], কাহার নিয়ন্তা নিহত, কাহার পতাকা নিপতিত, কাহার চর্ম্ম ছিন্ন ও ঘণ্টা চূর্ণ, কাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড এবং কাহারও বা আরোহী বিনষ্ট ও কম্বল পরিভ্রষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে সেই সমস্ত জলদোপমনিস্বন মাতঙ্গগণ সাত্যকির নারাচ, বৎসদন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদারিত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার, মলমূত্র পরিত্যাগ ও শোণিতধারা বর্ষণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কতগুলি ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কতগুলি স্খলিত, কতগুলি নিপতিত ও কতগুলি নিতান্ত ম্লান হইয়া গেল।

এইরূপে সেই করিসৈন্য নিহত হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত জলসন্ধ পরম যত্নসহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল সুবর্ণবর্ম্মধারী, কনকাঙ্গদ-সুশোভিত কিরীট ও কুণ্ডলালঙ্কৃত, রক্তচন্দনচর্চ্চিত মহাবীর মস্তকে কাঞ্চন-ময়ী মালা এবং বক্ষঃস্থলে নিষ্ক ও কণ্ঠসূত্র ধারণপূর্ব্বক মাতঙ্গের উপর উপবিষ্ট হইয়া সুবর্ণময় শরাসন বিধুনিত করিয়া বিদ্যুদ্দামসম্বলিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সেই জলসন্ধের মাতঙ্গকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া যেমন বেলাভূমি মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ সেই করিবরকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। মহাবীর জলসন্ধ সাত্যকির শরনিকরে স্বীয় কুঞ্জরকে নিবারিত দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ ও নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছিন্ন করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি জলসন্ধকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও জলসন্ধের বহুসংখ্যক শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি নিতান্ত ব্যস্ত-সমস্ত না হইয়া তৎকালে কোন্ শর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ ও অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক জলসন্ধকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং হাস্যমুখে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ষষ্টি শর নিক্ষেপ ও সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদনপূর্ব্বক তিন শরে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

১। ভগ্ন। ২। কর্ত্তিত।

সাত্যকি কর্ত্তৃক জলসন্ধ বধ

মহাবীর জলসন্ধ সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সাত্যকির প্রতি এক তোমর প্রয়োগ করিলেন। জলসন্ধ-নিক্ষিপ্ত তোমর সাত্যকির বামভুজ ভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত ঘোর উরগের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি জলসন্ধের শরে নির্ভিন্নবাহু হইয়াও তাঁহাকে ত্রিংশৎ শরে সমাহত করিলেন। তখন মহাবীর জলসন্ধ খড়গ ও শতচন্দ্র-সঙ্কুল আর্ষভ-চর্ম্ম[1] গ্রহণপূর্ব্বক খড়গ বিঘূর্ণিত করিয়া সাত্যকির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। খড়গ পরিত্যক্ত হইবামাত্র সাত্যকির শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর শালস্কন্ধসঙ্কাশ, অশনিসমনিস্বন অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্ব্বক শর দ্বারা জলসন্ধকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য-বদনে দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার বিচিত্র ভূষণ-বিভূষিত বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের অর্গলসদৃশ ভুজযুগল ভূধর হইতে পরিভ্রষ্ট পঞ্চশীর্ষ উরগদ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইল। তৎপরে মহাবীর সাত্যকি অন্য ক্ষুর দ্বারা জলসন্ধের মনোহর কুণ্ডলযুগল-মণ্ডিত দশনরাজি-বিরাজিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের সেই ভীমদর্শন কবন্ধ রুধিরধারায় তাঁহার মাতঙ্গকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সত্বর গজস্কন্ধ হইতে মহামাত্রকে নিপতিত করিলেন। তখন সেই রুধিরলিপ্তাঙ্গ মাতঙ্গ সাত্যকির শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলম্বমান আসন, বাহন ও স্বীয় সৈন্যগণকে মর্দ্দনপূর্ব্বক ধাবমান হইল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ তদ্দর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। যোদ্ধৃসকল মহাবীর জলসন্ধকে নিহত দেখিয়া জয়লাভে উৎসাহশূন্য ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। ইত্যবসরে মহাবীর দ্রোণ মহাবেগে অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে গমন করিলেন; কৌরবগণও সাত্যকিকে নিতান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে দ্রোণের সহিত

১। বৃষচর্ম্ম—বৃষচর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল।

ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা দ্রোণ ও কৌরবগণের সহিত সাত্যকির ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।”

—

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়

সমবেত কৌরবসহ সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে যুদ্ধনিপুণ বীরগণ সংগ্রামপ্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সপ্তসপ্ততি, দুর্ম্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ দশ, বিকর্ণ ত্রিংশৎ, দুর্ম্মুখ দশ, দুঃশাসন আট ও চিত্রসেন দুই বাণে তাঁহার বামপার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ও অন্যান্য শূরগণ অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই বীরগণের শরজালে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে তিন, দুঃসহকে নয়, বিকর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেনকে সাত, দুর্ম্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিকে আট, সত্যব্রতকে নয় ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে কলিঙ্গাধিপতি রুক্মাঙ্গদকে কম্পিত করিয়া অবিলম্বে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করিয়া পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন। সাত্যকি দুর্য্যোধনের শরাঘাতে রুধিরাপ্লুত হইয়া রসস্রাবী রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; আপনার পুত্রও সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া সুবর্ণময় শিরোভূষণ-ভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় শোভমান হইলেন।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে কুরুরাজের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন বিপক্ষাস্ত্র-নিপীড়িত ও বিপক্ষের বিজয়লক্ষণ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অন্য হেমপৃষ্ঠ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শতবাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনের শরপ্রহারে ব্যথিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার অন্যান্য পুত্রগণ নৃপতিকে পীড়িত দেখিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরজালে সমাবৃত হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রথমতঃ পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত সাত শরে আহত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সত্বর আট বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান-বদনে তাঁহার ভীষণ শরাসন ও মণিময় নাগধ্বজ ছেদন, চারি শরে চারি অশ্বের প্রাণসংহার ও ক্ষুরপ্রাস্ত্রে সারথিকে নিধনপূর্ব্বক মর্ম্মভেদী শর দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে শৈনেয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারী চিত্রসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন। দুর্য্যোধনকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় সাত্যকির শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া সকল লোকই হাহাকার করিতে লাগিল।

সাত্যকিসহ রণে কৃতবর্ম্মার পরাজয়

তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা ঐরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ধনুঃকম্পন ও অশ্বচালনপূর্ব্বক সারথিকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, ‘হে সূত! সত্বর অগ্রসর হও।’ অনন্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, ‘সারথে! ঐ দেখ, কৃতবর্ম্মা রথারোহণপূর্ব্বক অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে; তুমি শীঘ্র উহার অভিমুখে রথচালন কর।’ সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সুসজ্জিত অশ্বসমুদয়কে সঞ্চালিত করিয়া কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ দুই মহাবীর বলবান্ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একত্র মিলিত হইলেন। সুবর্ণধ্বজশালী মহাবীর কৃতবর্ম্মা, সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন বিধুননপূর্ব্বক শৈনেয়কে ষড়্বিংশতি, তাঁহার সারথিকে পাঁচ এবং অশ্বচতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শিনিপৌত্র সাত্যকি ধনঞ্জয়ের দর্শনকামনায় ত্বরাযুক্ত হইয়া কৃতবর্ম্মার উপর শাণিত অশীতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বলবান্ অরাতির শরপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূমিকম্পকালীন ভূধরের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি ঐ অবসরে ত্রিষষ্টি শরে তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ

করিয়া তাঁহার উপর এক সংক্রুদ্ধ পন্নগসদৃশ সুবর্ণ-পুঙ্খ বিশিখ পরিত্যাগ করিলেন। সেই কালদণ্ডসদৃশ শর কৃতবর্ম্মার জম্বুনদময় বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন ও কলেবর ভেদপূর্ব্বক রুধিরপ্লুত হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হার্দ্দিক্যও সেই বিষম শরে নিপীড়িত ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সত্যবিক্রম সাত্যকি সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ, অক্ষোভ্য সাগরতুল্য কৃতবর্ম্মাকে নিবারণ করিয়া, ইন্দ্র যেরূপ অসুর-সেনা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে সেই খড়্গ-শক্তিশরাসন-বিকীর্ণ. গজাশ্ব-রথ-সঙ্কুল, রুধিরাভিষিক্ত কৌরবসৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে বলবান্ হার্দ্দিক্য সংজ্ঞালাভ করিয়া অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সমরে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি-দ্রোণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব-সৈন্যগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক কম্পিত হইলে দ্রোণাচার্য্য শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে বলিরাজের সহিত বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সর্ব্বসৈন্যের সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকিরও সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির ললাটে সর্পাকৃতি লৌহময় বিচিত্র বাণত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শরত্রয় ললাটবিদ্ধ হওয়াতে সাত্যকি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভারদ্বাজ ঐ অবসরে তাঁহার উপর অশনিসম শব্দায়মান বাণ-সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি তৎপ্রেরিত প্রত্যেক বাণের উপর দুই দুই শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সমুদয় বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির এইরূপ হস্তলাঘব দর্শনে হাস্য করিয়া স্বীয় লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রথমতঃ বিংশতি ও তৎপশ্চাৎ শাণিত পঞ্চাশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। রোষিত সর্পসকল যেরূপ বল্মীক হইতে বিনির্গত হয়, সেইরূপ সেই নিশিত শরসমূহ আচার্য্যের রথ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। সাত্যকি-বিসৃষ্ট রুধিরপায়ী শরনিকরও দ্রোণের রথ সমাচ্ছন্ন করিল। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই সমান যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তলাঘববিষয়ে কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে নতপর্ব্ব নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাঁহার সারথির উপর শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির হস্তলাঘব অবলোকনপূর্ব্বক সপ্ততি শরে তাঁহার সারথিকে ও তিন তিন শরে অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও হেমপুঙ্খ ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বিবিধ শরবৃষ্টি দ্বারা সহসা সমাগত, পট্টবদ্ধ[১], লৌহময় গদা নিবারণ করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শিলানিশিত[২] অসংখ্য শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকির রথাভিমুখে সুবর্ণদণ্ডান্বিত লৌহনির্ম্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালসন্নিভ শক্তি শৈনেয়ের শরীর স্পর্শ না করিয়া রথ ভেদপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর নিস্বন করিয়া অবনীগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সাত্যকি তীক্ষ্ণ শরে দ্রোণের দক্ষিণ ভুজ সমাহত করিলেন; মহাবীর দ্রোণও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ দ্বারা মাধবের শরাসন ছেদন ও রথশক্তি দ্বারা সারথিকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই ভীষণ রথশক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথরশ্মি ধারণ করিয়া সারথ্য-কার্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসন্নমনে তাঁহাকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর দ্রোণও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর-সকল সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। সাত্যকি দ্রোণের শরে নিপীড়িত হইয়া কোপাবিষ্ট-চিত্তে তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্ব্বক এক শরে

১। বস্ত্রবেষ্টিত—বর্ম্মবৎ বস্ত্রাবৃত। ২। প্রস্তরশাণিত—শাণ দেওয়া।

তাঁহার সারথিকে সংহার করিয়া অন্য শরসমূহ দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। এইরূপে অশ্বগণ বাণ-পীড়িত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইলে দ্রোণাচার্য্যের সেই রজতনির্ম্মিত রথ রণক্ষেত্রে দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় সহস্র সহস্র মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন কৌরবপক্ষীয় সমুদয় রাজা ও রাজপুত্রগণ 'শীঘ্র গমন কর, দ্রোণের পলায়মান অশ্বগণকে ধারণ কর' বলিতে বলিতে সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ মহারথগণকে সাত্যকির শরে সমাহত ও পলায়মান অবলোকন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিতচিত্তে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যও সেই সাত্যকি-শরার্দ্দিত বায়ুসম বেগবান্ অশ্ব-সমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক ব্যূহদ্বারে উপনীত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই ব্যূহ ভগ্ন করিয়াছেন দেখিয়া আর সাত্যকির নিবারণে যত্ন না করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণপূর্ব্বক ব্যূহ রক্ষা করিয়া উদ্যত কালসূর্য্যের ন্যায় ও প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি-করে সুদর্শনসংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! শিনিবংশাবতংস পুরুষপ্রধান সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া সহাস্যমুখে সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পূর্ব্বেই আমাদের অরাতিগণকে সংহার করিয়াছেন, আমরা নিমিত্তমাত্র হইয়া এই অর্জ্জুননিহত সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছি।' অরাতিহন্তা সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিয়া বাণ বর্ষণপূর্ব্বক আমিষলোলুপ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই সুরেন্দ্রসমপ্রভাব, প্রভূতপরাক্রম পুরুষপ্রবীর সাত্যকিকে শশিশঙ্খসন্নিভ শ্বেতবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর বিচিত্রযুদ্ধবিশারদ কাঞ্চনবর্ম্মধারী মহাবীর সুদর্শন ক্রোধপূর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। পূর্ব্বকালে দেবগণ বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ-দর্শনে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা সাত্যকি ও সুদর্শনের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির উপর বারংবার সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই সমুদয় বাণ অঙ্গস্পর্শ না করিতে করিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রতুল্যপ্রভাবশালী সাত্যকিও সুদর্শনের প্রতি যে যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, উত্তমরথারূঢ় সুদর্শন উত্তম শরে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির বাণবেগে স্বীয় শর-সমুদয় নিরাকৃত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সুবর্ণময় বিচিত্র বাণ বর্ষণপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি অগ্নি-সদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শন-নিক্ষিপ্ত সায়কত্রয় সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজনন্দন সুদর্শন প্রজ্বলিত বাণচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকির রজতসঙ্কাশ শ্বেতবর্ণ অশ্ব-চতুষ্টয় সংহার করিলেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকি এইরূপে সুদর্শন-শরে তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে শক্রাশনিসন্নিভ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক কালানলসন্নিভ ক্ষুর দ্বারা সুদর্শনের কুণ্ডলমণ্ডিত পূর্ণশশিসন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে বজ্রধর ইন্দ্র যেরূপ অতিবল বলদানবের শিরশ্ছেদন করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, যদুকুলোদ্ভব মহাত্মা সাত্যকি সুদর্শনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই উত্তম অশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা কৌরব সেনাগণকে নিবারণ ও নিধনপূর্ব্বক সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া অর্জ্জুনসমীপে ধাবমান হইলেন। তখন যোধগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।"

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সমরজয়ী সাত্যকির অর্জ্জুনাভিমুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! বৃষ্ণিপুঙ্গব মহামতি সাত্যকি এইরূপে সংগ্রামে সুদর্শনকে নিহত করিয়া পুনরায় সারথিকে কহিলেন, 'সারথে! যখন শরশক্তিরূপ তরঙ্গ, খড়্গরূপ মৎস্য ও গদারূপ গ্রাহযুক্ত, অসংখ্য রথনাগাশ্ব-সঙ্কীর্ণ বিবিধ আয়ুধের নিস্বন ও বাদিত্রের নিনাদসম্পন্ন, যোধগণের অসুখস্পর্শ, জিগীষুদিগের দুর্দ্ধর্ষ, রাক্ষসসদৃশ জলসন্ধ-সৈন্যে সমাবৃত দ্রোণা-নীকরূপ মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই অবশিষ্ট সেনা অল্পসলিলসম্পন্ন ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় বোধ হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র অশ্বচালন কর, আমি অবিলম্বে উহা অতিক্রম করিব। যখন দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যকে পরাজিত করিয়াছি, তখন অর্জ্জুনকে সম্মুখস্থিত বোধ হইতেছে। এই সমুদয় সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার কিছুমাত্র ত্রাস হইতেছে না। উহারা প্রদীপ্ত পাবকদগ্ধ শুষ্ক তৃণের ন্যায় আমার শরে দগ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, পাণ্ডব-প্রধান অর্জ্জুন যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তথায় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। ঐ কৌরবসেনাগণ অর্জ্জুনের শরে নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রথ-সমুদয় মহাবেগে গমন করাতে কৌশেয়ারুণ[1] রজোরাশি উদ্ধূত হইয়াছে এবং মহাতেজঃসম্পন্ন গাণ্ডীবের গভীর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ করি, মহাবীর ধনঞ্জয় অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। হে সারথে! এক্ষণে যেরূপ নিমিত্তসকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, দিনমণি অস্তাচলগত না হইতে হইতেই অর্জ্জুন সিন্ধু-রাজকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে যে স্থানে অরাতি-সৈন্যগণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রূর-বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী যবনগণ এবং বিবিধাস্ত্রধারী শক, কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্র-লিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ আমার সহিত সমরার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই স্থানে অশ্ব চালন কর। তুমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখ যে, আমি ঐ সমুদয় বীরগণকে রথ, নাগ ও অশ্বের সহিত সংহার করিয়া এই বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।'

সারথি সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বার্ষ্ণেয়! যদ্যপি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহারথ দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য বা মদ্রেশ্বর শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার অভিমুখে আগমন করেন, তথাপি আপনার আশ্রয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও শঙ্কা হয় না। অদ্য আপনি সংগ্রামে যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রূরকর্ম্মা বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী প্রহারনিপুণ যবনগণ এবং নানাস্ত্রধারী কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে পরাভূত করিয়াছেন, সুতরাং আমার ভয়সঞ্চারের বিষয় কি? পূর্ব্বে আমি কোন সংগ্রামে কখনই ভীত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আজ এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার ভয়ের উদয় হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনাকে কোন্ পথ দিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে সমানীত করিব? হে আয়ুষ্মন্! আপনি কাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহারা শমনভবনে গমন করিতে বাসনা করিয়াছে? কাহারা আপনাকে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবে? যমরাজ কাহাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, তাহাদের অভিমুখে রথচালন করি।'

সাত্যকি কহিলেন, 'হে সূত! তুমি শীঘ্র রথ-চালন কর। বাসব যেরূপ দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেইরূপ অদ্য আমি মুণ্ডিতমস্তক কাম্বোজ-গণকে বিনাশপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া একান্ত প্রিয় অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্য দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ এই সমুদয় সৈন্যকে নিহত দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম অনুভব করিবেন। অদ্য শরবিক্ষত কৌরব-সেনার করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে অবশ্যই অনুতাপিত হইতে হইবে। অদ্য আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতাশ্ব মহাত্মা অর্জ্জুনকে তদুপদিষ্ট পথ প্রদর্শন করিব। অদ্য রাজা দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র বীরপুরুষকে আমার বাণে বিগতাসু অবলোকন করিয়া অবশ্যই অনুতাপিত হইবেন। অদ্য কৌরবগণ আমার বাণ-বর্ষণে লঘুহস্ততা ও শরাসনের অলাতচক্র সদৃশ আকার দর্শন করিবেন। অদ্য দুর্য্যোধন আমার বাণবিদ্ধ রুধিরস্রাবী সৈনিকগণের বিনাশদর্শনে

১। রক্তবর্ণ কোশকীটের ন্যায় রক্তিম।

বিষণ্ণ হইয়া সমরে আমার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনপূর্ব্বক অবশ্যই মনে করিবেন যে, দ্বিতীয় অর্জ্জুন অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অদ্য আমি কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপের প্রাণ সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে অনুতাপিত এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শিত করিব। অদ্য কৌরবগণ আমার বল-বীর্য্য ও পাণ্ডবগণ কৃতজ্ঞতা সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।'

সাত্যকি-শরে দুর্য্যোধনপক্ষীয় যবনসৈন্য বধ

হে মহারাজ! সাত্যকির সারথি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শশাঙ্কসদৃশ, শ্বেতবর্ণ, সাধুবাহী, শিক্ষিত অশ্বগণকে চালন করিতে লাগিল। অশ্বগণ আকাশ পান করিবার নিমিত্তই যেন বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তখন সাত্যকি অবিলম্বেই যবনগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহারা অনেকে মিলিত হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেনাগ্রবর্ত্তী সাত্যকির উপর অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শৈনেয় নতপর্ব্ব বাণ দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই শত্রুপক্ষীয় শরজাল ছেদনপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগ নিশিত শরনিকরে যবনগণের ভুজ ও মস্তক-সমুদয় ছেদন করিলেন। সাত্যকির শরনিকর তাহাদের লৌহময় ও কাংস্যময় বর্ম্ম এবং দেহ ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে শত শত যবন সাত্যকির শরাঘাতে গতাসু হইয়া বসুধা-তলে পতিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া এক একবারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক, শবর, কিরাত ও বর্ব্বর সাত্যকির শরে জীবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে সমরস্থল তাহাদিগের মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়া গেল। দস্যু-গণের ছিন্নকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রুসম্পন্ন বিবর্হ[১] বিহঙ্গম-সদৃশ মস্তক-সমুদয়ে রণস্থল পরিব্যাপ্ত হইল। রুধিরাভিষিক্তসর্ব্বাঙ্গ অসংখ্য কবন্ধ উত্থিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র শোণ[২] মেঘসমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবীরগণ সাত্যকির অশনি-সমস্পর্শ অপূর্ব্ব অজিহ্মগামী শর-নিকরে নিহত ও নিপতিত হইয়া বসুন্ধরা সমাবৃত করিল। হতাবশিষ্ট বর্ম্মধারী যোধগণ সন্তগ্ন[৩] ও

১। পক্ষহীন। ২। রক্তবর্ণ। ৩। রণবিমুখ।

বিচেতনপ্রায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পার্ষ্ণি[১] ও কশাঘাতপূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে পুরুষব্যাঘ্র সত্যবিক্রম সাত্যকি দুর্জ্জয় কাম্বোজ, শক ও যবনগণকে বিদ্রাবণ-পূর্ব্বক বিজয় লাভ করিয়া সারথিকে রথচালনের অনুমতি করিলেন। তখন সংগ্রামদর্শনার্থী গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ সেই অর্জ্জুনের পৃষ্ঠরক্ষার্থ গমনোদ্যত সাত্যকির অলৌকিক কার্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম অব-লোকন করিয়া ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; কৌরবপক্ষীয়েরাও বারংবার তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্যূহপথে সাত্যকিসহ দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সাত্যকি যুদ্ধে যবন ও কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া কৌরবসৈন্য অতিক্রমপূর্ব্বক অর্জ্জুন-নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব-পক্ষীয় সেনাগণ মৃগঘাতী শার্দ্দূলসদৃশ, বিচিত্র কবচ-ধ্বজ-শোভিত, নরশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিবীরকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সুবর্ণাঙ্গদ, সুবর্ণ-শিরস্ত্রাণ ও সুবর্ণধ্বজে সুশোভিত মহাবীর সাত্যকি রথোপরি সুবর্ণ-শরাসন সঞ্চালিত করিয়া মেরুশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুর্ম্মণ্ডল[২] শরৎকালীন উদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বিরাজমান হইল। মত্তদ্বিরদগামী, বৃষস্কন্ধ, বৃষভাক্ষ, নরর্ষভ সাত্যকি গোগণমধ্যস্থ বৃষভের ন্যায়, যূথমধ্যস্থ প্রভিন্ন মাতঙ্গের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সেনা-গণমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য, ভোজ-ভূপতি, জলসন্ধ ও কাম্বোজগণের দুস্তর সৈন্য এবং মহাবীর হার্দ্দিক্যকে অতিক্রমপূর্ব্বক দুস্তর কৌরব-সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হইলে দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশা-সন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ ও ক্রথ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রোষকষায়িত-লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

১। করতল। ২। বাণযোজনায় আকৃষ্ট হওয়ায় কথঞ্চিৎ গোলাকার।

ধাবমান হইলেন। অনন্তর পর্ব্বকালীন পবনোদ্ধূত অর্ণবের স্থায় কৌরবগণের ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই বীরগণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সারথিকে মন্দবেগে অশ্বচালনের অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, 'হে সূত! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গিণী সেনা রথঘোষে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত এবং সাগরসমবেত সমুদয় ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। বেলা যেমন পূর্ণিমাতেও সংক্ষুব্ধ সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, আমিও তদ্রূপ সেই সৈন্যসাগর নিবারিত করিব। আমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম অবলোকন কর; আমি এক্ষণে নিশিত শরনিকরে শত্রুসৈন্য বিদারণপূর্ব্বক তোমাকে স্বীয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই এই চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে আমার হুতাশনকল্প শরজালে নিহত অবলোকন করিবে।' মহাবীর সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যুযুৎসু সৈনিক পুরুষেরা 'ধাবিত হও, জয় লাভ কর, অবধানপূর্ব্বক অবলোকন কর,' ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে তেজস্বী সাত্যকির সম্মুখে সমাগত হইল। তখন বৃষ্ণিবীর শাণিত শরজালে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ, ত্রিশত অশ্ব ও চারিশত কুঞ্জরকে আহত করিলেন। এইরূপে সাত্যকির সহিত কৌরবগণের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন, দেবাসুর-যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে! মহাবীর সাত্যকি সেই মেঘজালসদৃশ দুর্য্যোধন-সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অনলস্পর্শ শরজালে অনেকের প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ সময় সাত্যকির একটি বাণও ব্যর্থ হইল না; তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

কৌরবপরাজয়—পলায়ন

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি বেলাস্বরূপ হইয়া সেই অসংখ্য রথনাগাশ্বসঙ্কুল, পদাতিরূপ তরঙ্গে সমাকীর্ণ কৌরব-সৈন্যরূপ মহাসাগর নিবারণ করিলেন। সেই চতুরঙ্গিণী কৌরবসেনা সাত্যকির শরনিকরে ব্যথিত ও ভীত হইয়া গোসমূহের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর সাত্যকির শরে বিদ্ধ হয় নাই, এমন কোন পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব বা অশ্বারোহী নয়নগোচর হইল না। নির্ভয়চিত্ত সাত্যকি হস্তলাঘব ও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যেরূপ সৈন্য সংহার করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেইরূপ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রথমতঃ তিন ও তৎপরে আট বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথি ও চারি শরে তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ ও দুঃসহ পঞ্চদশ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিশার্দ্দূল সাত্যকি শরাহত হইয়া গর্ব্বিতচিত্তে তিন তিন সুতীক্ষ্ণ বাণে সমুদয় বিপক্ষকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শকুনির শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ ও দুঃশাসনকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শকুনি অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক একবার আট ও পুনর্ব্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আহত করিলে দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন ও দুর্ম্মুখ দ্বাদশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও ঐ সময় ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে ও নিশিত তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই সমুদয় বীরগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধন-সারথির উপর ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সারথি অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া মহাবেগে সমরস্থল হইতে দুর্য্যোধনকে অপনীত করিল। তখন অন্যান্য বীরগণও তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া 'সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত তীক্ষ্ণ শরনিকরে তাহাদিগকে বিদারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তাঁহাকে লঘুহস্তে শরগ্রহণ, সারথিসংরক্ষণ ও আত্মরক্ষা করিতে অবলোকন করিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সবিলাপ যুদ্ধ-প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি কৌরবসেনা বিদারণ করিয়া অর্জ্জুন-সমীপে গমনে প্রবৃত্ত হইলে আমার সেই নির্লজ্জ পুত্রেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল? সব্যসাচি-সদৃশ সাত্যকি সমরে উপনীত হইলে তাহারা মুমূর্ষু হইয়া কিরূপে সেই দারুণ সমরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল? সেই সমুদয় রণপরাজিত ক্ষত্রিয়গণই বা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন? আমার পুত্রেরা জীবিত থাকিতে সাত্যকি কিরূপে সমরে অগ্রসর হইল? এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে বৎস! সাত্যকি একাকী বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য মহারথের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, তোমার মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, আমার পুত্রদিগের প্রতি দৈব প্রতিকূল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য। আমার সৈন্যগণ সমুদয় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র সাত্যকি অপেক্ষাও কি হীনবল হইল? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সাত্যকি একাকীই যুদ্ধবিশারদ কৃতী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিয়া পশুনাশক সিংহের ন্যায় আমার পুত্রদিগকে সংহার করিবে। যখন কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ কোনক্রমেই সাত্যকিকে বিনাশ করিতে পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, মহাবীর সাত্যকি যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুনও ঈদৃশ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয় নাই।"

সঞ্জয়ের সতিরস্কার উত্তর—কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! কেবল আপনার কুমন্ত্রণা ও দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধিই এই তুমুল জনক্ষয়ের কারণ। এক্ষণে যাহা ঘটিয়াছে, সমুদয় কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সংশপ্তকগণ আপনার পুত্রের শাসনানুসারে যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনরায় সমাগত হইল। তিন সহস্র শক, কাম্বোজ, বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিঙ্গ, তুঙ্গণ, অম্বষ্ঠ, পিশাচ, বর্ব্বর ও পাষাণহস্ত পার্ব্বতীয়গণ এবং পঞ্চশত মহাবীর দুর্য্যোধনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাবকপতনোন্মুখ শলভের ন্যায় সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ সহস্র রথ, শত মহারথ, সহস্র হস্তী ও দ্বিসহস্র অশ্ব-সমভিব্যাহারে বিবিধ শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুঃশাসন কর্ত্তৃক ঐ সকল বীর সাত্যকিকে বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিনিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি একাকী সেই বহুসংখ্যক বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও দস্যুদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকর বিমথিত চক্র, আয়ুধ, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, কুঞ্জর, ধ্বজ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন গ্রহগণ-সমাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অঞ্জন, বামন, সুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও ঐরাবত প্রভৃতি মহাগজের বংশে সম্ভূত পর্ব্বতাকার কুঞ্জরগণ সমরে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি বাণপ্রয়োগানভিজ্ঞ অসংখ্য পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লীকগণ, নানা দেশীয় নানা জাতীয় পদাতিগণ এবং প্রধান প্রধান অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এইরূপে সেই সেনাগণ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তাহাদিগকে ভগ্ন দেখিয়া দস্যুগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধর্ম্মানভিজ্ঞগণ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন? নিবৃত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।' তাহারা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিবৃত্ত হইল না! তখন তিনি পাষাণবর্ষী পার্ব্বতীয়গণকে যুদ্ধার্থ প্রেরণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা পাষাণযুদ্ধে সুনিপুণ, কিন্তু সাত্যকি ঐ যুদ্ধ কিছুমাত্র অবগত নহে; অতএব তোমরা অবিলম্বে উহাকে পাষাণ দ্বারা নিহত কর। কৌরবগণ পাষাণযুদ্ধে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা ঐ যুদ্ধে পারদর্শী হইলে তোমাদের সাহায্য করিতেন। অতএব তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও।' শৈলবাসিগণ দুঃশাসন কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই শৈনেয়-ভীত সৈন্যগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইয়া মাতঙ্গমস্তক-সদৃশ উপলখণ্ড গ্রহণ ও উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অন্যান্য সৈন্যগণ দুঃশাসনের আদেশক্রমে

সাত্যকির বিনাশকামনায় ক্ষেপণীর[১] দ্বারা দিক্‌সকল আচ্ছাদন করিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি তাহাদিগকে শিলাবর্ষণপূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর ও নাগসদৃশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদের নিক্ষিপ্ত পাষাণ সমুদয় চূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রস্তরচূর্ণ-সকল খদ্যোতরাশির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কৌরব-পক্ষীয় প্রভূত সেনার প্রাণ সংহার করিলে রণক্ষেত্রে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সময় প্রথমতঃ পঞ্চশত শিলাবর্ষী বীরপুরুষ সাত্যকির শরে ছিন্নবাহু হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল। তৎপরে একাধিক শত সহস্র বীর সাত্যকিকে আঘাত না করিয়াই তাঁহার শরে ছিন্নবাহু হইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে বহু সহস্র পাষাণযুদ্ধ-বিশারদ বীরের প্রাণ সংহার করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন।

তখন শূলধারী অসংখ্য দরদ, তুঙ্গণ, খশ, লম্পক ও পুলিন্দগণ মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল; মহাবীর সাত্যকিও নারাচাস্ত্রে সেই প্রস্তর-সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। নিশিত শরে নির্ভিদ্যমান[২] পাষাণের শব্দ নভোমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সংগ্রামস্থ রথী, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিমণ্ডলকে ভীত ও বিদ্রাবিত করিল। মনুষ্য, অশ্ব ও গজসমূহ শিলাচূর্ণে সমাচ্ছন্ন ভ্রমর-দংশিতের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাবশিষ্ট, রুধিরাপ্লুত ছিন্নমস্তক কুঞ্জরগণ সাত্যকির রথসমীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর্ব্বসময়ে সাগরের যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, সাত্যকি-শরাদ্দিত কৌরবসেনাগণের সেইরূপ মহা কোলাহল হইতে লাগিল।

পলায়মান দুর্য্যোধনসৈন্যের দ্রোণাশ্রয় গ্রহণ

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! সাত্বতবংশীয় মহারথ সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া কৌরব-সেনাগণকে বহুধা বিদারণপূর্ব্বক সমর-ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। যে স্থানে ঐ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, বোধ হয়, সাত্যকি সেই স্থানে পাষাণবর্ষী যোধগণের সহিত সমাগত হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে তথায় রথ-সঞ্চালন কর। ঐ দেখ, পলায়মান অশ্বগণ অস্ত্রহীন, বর্ম্মবিহীন রথিগণকে সমরক্ষেত্র হইতে অপনীত করিতেছে; সারথিরা কোন ক্রমেই উহাদিগকে সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না।' সারথি শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিল, 'আয়ুষ্মন্! ঐ দেখুন, কৌরবপক্ষীয় সেনা ও যোধগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। এ দিকে বলবান্ পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বিনাশ-কামনায় আগমন করিতেছে, সাত্যকিও অতি দূরদেশে গমন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে তাহার নিকটে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান, এই উভয়ের যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা স্থির করুন।' তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে মহাবীর সাত্যকি সেই রথিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। রথিগণ সমরে সাত্যকির শরে পীড়িত হইয়া তাঁহার রথ-সম্মুখভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রোণসৈন্যমধ্যে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুঃশাসন যে সকল রথিসমভিব্যাহারে সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তাহারাও শঙ্কিতচিত্তে দ্রোণাচার্য্যের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল।"

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

পলায়মান দুঃশাসন-প্রতি দ্রোণ-তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুঃশাসনকে রথসম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ওহে দুঃশাসন! রথিসকল কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছে? মহারাজের মঙ্গল ত? সিন্ধুরাজ ত জীবিত আছেন? তুমি রাজপুত্র, রাজসহোদর ও একজন মহারথ; তবে কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলে যে, 'রে দাসি! আমরা তোকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা দুর্য্যোধনের বস্ত্র বহন কর, তোর পতিগণ ষণ্ডতিল-সদৃশ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; তাহারা আর জীবিত নাই।'

১। পাথরের বড় বড় খণ্ড। ২। বিদীর্ণ হওয়ায়।

হে যুবরাজ! পূর্ব্বে দ্রুপদতনয়াকে এইরূপ বলিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সমর পরিহারপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? তুমিই পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর বৈর উপস্থিত করিবার মূলীভূত; কিন্তু এখন রণস্থলে একমাত্র সাত্যকিকে অবলোকন করিয়া কি জন্য ভীত হইতেছ? পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়াকালে অক্ষ গ্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে, এই অক্ষই পরিণামে ভীষণ ভুজগাকার শরস্বরূপে পরিণত হইবে? তুমিই পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি অসংখ্য অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই দ্রুপদতনয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারথ! এখন তোমার সে মান কোথায়, সে দর্প কোথায় ও সেই বীর্য্যই বা কোথায়? তুমি সর্প-সদৃশ পাণ্ডবগণকে রোষিত করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তুমি দুর্য্যোধনের সাহসী সহোদর হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করায় কুরুরাজের এবং কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত হইল। হে বীর! আজ স্বীয় বাহু-বলে এই ভয়ার্ত্ত কৌরবসৈন্যগণকে রক্ষা করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি তাহা না করিয়া সমর পরি-ত্যাগপূর্ব্বক কেবল শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছ। হে শত্রুনিসূদন! তুমি সেনাপতি হইয়া ভীতচিত্তে রণ পরিত্যাগ করিলে আর কে সমরভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? হে কৌরব! তুমি আজ একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ; কিন্তু গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকোদর এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে? সাত্যকির শরজাল মহাবীর অর্জ্জুনের সূর্য্যাগ্নি সদৃশ শরনিকরের তুল্য নহে; তুমি সেই শরজালের আঘাতেই ভীত হইয়া পলায়ন করিলে? যদি পলায়নে নিতান্তই কৃত-নিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে মহাবীর অর্জ্জুনের নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজগাকার নারাচ তোমার শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট না হইতে, মহাত্মা পাণ্ডবগণ তোমাদের শত ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ না করিতে করিতে, ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ও সমরবিজয়ী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হইতে হইতে এবং মহাবাহু ভীমসেন এই মহতী চমূমধ্যে অবগাহন করিয়া তোমার ভ্রাতৃগণকে শমনভবনে প্রেরণ না করিতে করিতে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান কর। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন যে, রণস্থলে পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। কিন্তু মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা করে নাই। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক যত্নশীল হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সাত্যকি যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, শীঘ্র তথায় গমন কর; নচেৎ সমুদয় সৈন্য পলায়ন করিবে।'

পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃসহ দ্রোণ-দুঃশাসন যুদ্ধ

হে মহারাজ! আপনার পুত্র আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; দ্রোণের বচন-সকল যেন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এইরূপ ভাণ করিয়া অপ্রতি-নিবৃত্ত ম্লেচ্ছগণে পরিবৃত হইয়া, যে পথে সাত্যকি গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। তথায় সাত্যকির সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এদিকে মহারথ দ্রোণাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া বেগে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অসংখ্য যোধগণকে বিদ্রাবিত ও স্বীয় নাম বিশ্রাবিত করিয়া পাণ্ডবসৈন্য, পাঞ্চাল ও মৎস্যসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্যুতিমান্ পাঞ্চালপুত্র বীরকেতু সৈন্যবিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বানপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সাত বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যত্নবান্ হইয়াও বীরকেতুকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম।

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরকেতুপ্রমুখ পাঞ্চাল বধ

অনন্তর ধর্ম্মরাজের জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা সমরভূমিতে দ্রোণকে রুদ্ধ দেখিয়া সকলে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার উপর হুতাশনসদৃশ সুদৃঢ় শত শত তোমর ও বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শরজাল দ্রোণের শরনিকরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে পবনচালিত জলধরের ন্যায় শোভ-মান হইল। তখন শত্রুহন্তা দ্রোণ সূর্য্য ও অনলসদৃশ

অতি ভীষণ শরসন্ধানপূর্ব্বক বীরকেতুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণনির্ম্মুক্ত শর বীরকেতুর দেহ বিদারণপূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া প্রজ্জ্বলতের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চালনন্দন বীরকেতুও বায়ুভগ্ন চম্পকতরু যেরূপ পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ধনুর্দ্ধারী মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্র বীরকেতু নিহত হইলে পাঞ্চালগণও সত্বর চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুধন্বা, চিত্রকেতু, চিত্রবর্ম্মা ও চিত্ররথ ভ্রাতৃব্যসনে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরবর্ষণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সেই মহারথ রাজপুত্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের নিধনবাসনায় কোপকম্পিতকলেবরে তাঁহাদিগের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। পাঞ্চালরাজকুমারেরা দ্রোণের আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন-বিমুক্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। মহাযশস্বী আচার্য্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাদের অশ্ব, রথ ও সারথিকে সংহার করিয়া ভল্ল ও নিশিত শরনিপাতে তাঁহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কুমারগণ এইরূপে দ্রোণ-শরে বিগতাসু হইয়া দেবাসুরসংগ্রামস্থ দানবগণের ন্যায় রথ হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া দুরাসদ হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন।

দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ—পাণ্ডব-পরাজয়

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দেবকল্প মহারথ পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া অশ্রুমোচনপূর্ব্বক ক্রোধভরে ভারদ্বাজের অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে সমাচ্ছাদিত হইলে সংগ্রামস্থলে সহসা হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। কিন্তু মহাবীর দ্রোণ সেই শরজালে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্যপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব নবতি বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাযশস্বী ভারদ্বাজ সেই শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধারুণ-লোচনে শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তরবারি ধারণ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদবাসনায় সত্বর স্বীয় রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ ঐ সময় সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক জিঘাংসু ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া পুনর্ব্বার ধনু গ্রহণপূর্ব্বক আসন্ন-যুদ্ধোপযোগী বিতস্তিপ্রমাণ শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া সত্বর লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক স্বীয় রথে আরোহণ ও নিপুণ কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন; ভারদ্বাজও তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রৈলোক্যাভিলাষী ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই রণপণ্ডিত মহাবীরদ্বয় বিচিত্র মণ্ডপ ও যমক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সায়কনিকরে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে যোধগণকে মোহিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধরনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় শর-সমুদয় বর্ষণপূর্ব্বক একেবারে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তত্রস্থ সমুদয় ক্ষত্রিয় ও সৈনিক পুরুষেরা সেই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ 'যখন দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন উনি অবশ্যই আজ আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবেন', এই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণ সত্বর বৃক্ষের পরিপক্ক ফলের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অরাতিপাতন প্রবলপ্রতাপ ভারদ্বাজ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।"

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ত্রিগর্ত্ত-রক্ষিত দুঃশাসনসহ সাত্যকির যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে দুঃশাসন বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক শৈনেয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তৎপরে ষোড়শ শরে সমাহত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভরতশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন নানাদেশীয় মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া অসংখ্য সায়ক বর্ষণপূর্ব্বক মেঘনিস্বনসদৃশ গভীর-গর্জ্জনে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া শরসন্নিপাতে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুঃশাসনের অগ্রগামী অন্যান্য বীরগণ সাত্যকির শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীতচিত্তে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিল। তৎকালে একমাত্র দুঃশাসন নির্ভীকমনে রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক সাত্যকিকে শরনিপীড়িত করিয়া তাঁহার অশ্বগণের উপর চারি ও সারথির উপর তিন বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার শত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন সাত্যকি ক্রোধজ্বলিত হইয়া শর-সন্নিপাতে দুঃশাসনের সারথি ও ধ্বজ অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন এবং ঊর্ণনাভ যেমন সমাগত মশককে স্বীয় জালে জড়িত করে, তদ্রূপ তিনি দুঃশাসনকে শরজালে জড়িত করিলেন।

সাত্যকি কর্ত্তৃক পঞ্চশত ত্রিগর্ত্ত-বীর বধ

হে মহারাজ! ঐ সময়ে রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বাণসমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুদ্ধবিশারদ ত্রিসহস্র ক্রূরকর্ম্মা ত্রিগর্ত্তকে সাত্যকির সহিত যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে তথায় গমনপূর্ব্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অপরাঙ্মুখ হইয়া অসংখ্য শরদ্বারা সাত্যকিকে অবরোধ করিতে লাগিল। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই শরবর্ষী ত্রিগর্ত্তগণের প্রধানতম পাঁচ শত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। তাহারা মারুতবেগবিধ্বস্ত বিপুল বনস্পতি-সমুদয়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। শৈনেয়ের শরে নিকৃত্ত, শোণিতলিপ্ত, অসংখ্য হস্তী, ধ্বজ ও কনকাভরণভূষিত অশ্বসকল নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি বিকসিত কিংশুকসমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারও সহায়তালাভে সমর্থ হইল না। ভীষণ ভুজঙ্গগণ যেরূপ গরুড়ের ভয়ে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণ সকলেই ভীত হইয়া দ্রোণের নিকট পলায়ন করিল। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি আশীবিষসদৃশ তীক্ষ্ণ শরনিকরে পাঁচ শত যোদ্ধাকে নিপাতিত করিয়া মন্দবেগে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহার উপর সত্বর সন্নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহাকে রুক্মপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন সাত্যকিকে প্রথমতঃ তিন ও তৎপরে পাঁচ শরে আঘাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর শৈনেয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর পাঁচ শর নিক্ষেপ ও তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে ধনঞ্জয়ের নিকট ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার নিধনবাসনায় লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলে বীরবর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ কঙ্কপত্রভূষিত নিশিত বাণ দ্বারা দুঃশাসনের সেই শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শর দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসন-পরাজয়—পলায়ন

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি তাঁহার সিংহনাদ-শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে অগ্নিশিখাকার শরসমুদয় নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন বিংশতি সায়কে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমাস্ত্রবিৎ মহারথ সাত্যকি দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলে সন্নতপর্ব্ব তিন শর নিক্ষেপ করিয়া শাণিত শরসন্নিপাতে তাঁহার ঘোটক ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন এবং এক ভল্লে তাঁহার ধনু, পাঁচ ভল্লে শরমুষ্টি, দুই ভল্লে ধ্বজ ও

রথশক্তি ছেদন করিয়া অন্যান্য তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষকদ্বয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। ত্রিগর্ত্তসেনাধিপতি দুঃশাসনকে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি অবলোকনপূর্ব্বক সত্বর স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসন-বিনাশার্থ কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পশ্চাৎধাবন করিলেন, কিন্তু মহাবাহু ভীমসেন সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্মরণ করিয়া আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। হে মহারাজ। এইরূপে সত্যপরাক্রম সাত্যকি দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া, যে পথে মহাবীর অর্জ্জুন গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন।"

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্যূহমধ্যে অর্জ্জুনসহ সাত্যকির মিলন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার সেনামধ্যে কি এমন কোন মহারথ ছিল না যে, সেই অর্জ্জুন-সমীপগামী কৌরবসৈন্যসংহর্ত্তা সাত্যকিকে প্রহার বা নিবারণ করে? ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি দানবনিপাতন মহেন্দ্রের ন্যায় একাকী সমরস্থলে কিরূপে সেই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিল? অথবা সাত্যকি বহুল সেনা মর্দ্দনপূর্ব্বক পথ শূন্য করিয়া গমন করিয়াছিল, তাহাকে তথায় আক্রমণ করে, এমন কেহই ছিল না? যাহা হউক, সাত্যকি একাকী কিরূপে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাত্মগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার সৈন্যমধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতি বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের বিক্রম দর্শন ও কোলাহল শ্রবণে বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রতিদিন আপনার সৈন্যগণের যেরূপ ব্যূহ হইত, বোধ হয় সেরূপ ব্যূহ জগতীতলে আর কোথাও হয় নাই। সমরসন্দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ ও চারণগণ সেই সমুদয় ব্যূহদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছেন যে, এতাদৃশ ব্যূহ আর কখনই হইবে না। বিশেষতঃ, জয়দ্রথবধসময়ে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ব্যূহ আর কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ ব্যূহমধ্যে পরস্পর ধাবমান সৈন্য-সমুদয়ের প্রচণ্ড বাতাহত সমুদ্রনিস্বনের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। আপনার ও পাণ্ডবদিগের বলমধ্যে অসংখ্য ভূপালগণ সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রোধাম্বিতচিত্তে মহানাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—ইঁহারা সকলেই সৈন্যগণকে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকি অরি-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র জয়দ্রথের রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা কর। আজ ধনঞ্জয় ও সাত্যকি নিধনপ্রাপ্ত হইলে কৌরবেরা কৃতার্থ হইবে এবং আমরা পরাজিত হইব। অতএব সত্বর মিলিত হইয়া বেগবান্ পবন যেরূপ সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ কৌরবসৈন্যগণকে বিক্ষোভিত কর।' ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি এইরূপ কহিলে মহাতেজাঃ সৈনিকগণ প্রাণপণে কৌরবগণকে শরসমূহ দ্বারা অত্যন্ত আহত করিতে লাগিল। সুহৃদের হিত-সাধনার্থ অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে তাহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারাও যশঃপ্রার্থনা করিয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিল।

হে মহারাজ! সেই ভয়াবহ তুমুল সংগ্রামে মহাবীর সাত্যকি সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র প্রভাসম্পন্ন কবচ-সমুদয়ে দিবাকরকর প্রতিফলিত হওয়াতে সৈনিকগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন বহুযত্নশালী পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

দুর্য্যোধনসহ যুধিষ্ঠিরাদির যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তোরণ পরিত্যাগ করেন নাই? একে অনেকের সহিত যুদ্ধ, তাহাতে আবার তিনি নরপতি, বিশেষতঃ চিরকাল সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন; অতএব বোধ হয়, তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্র একাকী অনেকের সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। মত্তমাতঙ্গ যেরূপ নলিনীকুলকে আলোড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ সেনাগণকে নিহত দেখিয়া সকলেই রণস্থলে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহদেবকে তিন, ধর্ম্মরাজকে সাত, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীকে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি এবং দ্রুপদপুত্রদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য গজারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে প্রজান্তক[১] অন্তকের ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তিনি কখন্ শরসন্ধান আর কখনই বা শরমোক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল এইমাত্র দৃষ্ট হইল যে, তিনি শিক্ষা ও অস্ত্রবলে রিপুগণকে বিনাশ ও মণ্ডলীকৃত-কার্ম্মুক[২] হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দুই ভল্লাস্ত্রে দুর্য্যোধনের সেই বৃহৎ কোদণ্ড ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শর-সমুদয় দুর্য্যোধনের বর্ম্মস্পর্শমাত্র ভগ্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। দেবগণ বৃত্রবধকালে ইন্দ্রকে যেরূপ বেষ্টন করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর প্রবলপ্রতাপ দুর্য্যোধন অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া পাণ্ডবরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সেই সময়ে দ্রোণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ যেরূপ পর্ব্বত প্রচণ্ড বায়ুবেগে সঞ্চালিত মেঘাবলীকে নিবারণ করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবদিগের অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মৃতদেহে সমরভূমি শ্মশানসদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় যে দিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে লোমহর্ষকর মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবাহু অর্জ্জুন ও সাত্যকি কৌরব-পক্ষীয় সৈন্যের সহিত এবং ব্যূহদ্বারস্থিত দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ক্রোধনিবন্ধন ঘোরতর জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল।"

১। লোকসংহারকারী। ২। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধনুকে বাণযোজন ও নিক্ষেপপরায়ণ।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণকর্ত্তৃক বৃহৎক্ষত্র-বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে পুনরায় সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আপনার প্রিয়চিকীর্ষু মহাধনুর্দ্ধর বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণ শোণাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক অনতিবেগে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বিচিত্রপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সমরদুর্ম্মদ মহারথ বৃহৎক্ষত্র মহামেঘ যেমন গন্ধমাদনে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ আচার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ বিশিখ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। আচার্য্য তাঁহার শরাঘাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ আশীবিষসদৃশ শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সেই দ্রোণনির্ম্মুক্ত বাণ-সমুদয়ের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্বিজপুঙ্গব দ্রোণ তাঁহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়া হাস্যপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব আট শর নিক্ষেপ করিলেন। বৃহৎক্ষত্র দ্রোণপরিত্যক্ত শর-সমুদয় সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কৌরব-পক্ষীয় সৈন্যেরা বৃহৎক্ষত্রের সেই দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রকে প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অতি দুর্দ্ধর্ষ দিব্য ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বৃহৎক্ষত্র স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র ছেদনপূর্ব্বক ষষ্টিসংখ্যক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রের উপর নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ বৃহৎক্ষত্রের দেহাবরণ ও গাত্র ভেদ করিয়া, কৃষ্ণসর্প যেরূপ বিলমধ্যে প্রবেশ করে,

তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কৈকয় দ্রোণ সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণনপূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত সপ্ততি শরে আচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার সারথিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরাঘাতে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে এক শরাঘাতে সারথিকে এবং দুই বাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক সুপ্রযুক্ত নারাচ দ্বারা বৃহৎক্ষত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে ধরাতলে পাতিত করিলেন।

দ্রোণকর্ত্তৃক ধৃষ্টকেতু বধ

এইরূপে কেকয়বংশোদ্ভব মহারথ বৃহৎক্ষত্র নিহত হইলে, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্ধ হইয়া সার থিকে কহিলেন, 'হে সারথে! বর্ম্মধারী দ্রোণ সমস্ত কৈকয়গণ ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণ নিপাতিত করিয়া যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে রথসঞ্চালন কর।' সারথি ধৃষ্টকেতুর বচন শ্রবণ করিয়া কাম্বোজ-দেশীয় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালনপূর্ব্বক তাঁহাকে দ্রোণসমীপে সমানীত করিল। বলদর্পিত চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাবকে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ-পরিত্যাগের নিমিত্ত দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার রথ, ধ্বজ ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুপ্ত ব্যাঘ্র প্রতিবোধিত হইলে যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টকেতুর শরাঘাতে তদ্রূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শিশুপালপুত্র সত্বর অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া কঙ্কপত্রভূষিত সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ চারি বাণে ধৃষ্টকেতুর চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া হাস্য মুখে সারথির মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টকেতু সত্বর প্রস্তরদৃঢ় কনকবিভূষিত ভীষণ গদা গ্রহণ ও লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্রোণের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গীর ন্যায় ও কালরাত্রির ন্যায় সেই গদা সমাগত অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরসন্নিপাতে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গদা দ্রোণশরে ছিন্ন ও নিপাতিত হওয়াতে ধরাতল প্রতিধ্বনিত হইল। তখন অমর্ষপরায়ণ মহাবীর ধৃষ্টকেতু গদা ছিন্ন হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর তোমর ও কনক-ভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও তোমর তার্ক্ষ্য-নিকৃত্ত ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় দ্রোণের পাঁচ বাণে ছিন্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর প্রবলপ্রতাপ মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতুর বিনাশ-জন্য এক সুতীক্ষ্ণ বিশিখ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ-নির্ম্মুক্ত বাণ অতিপরাক্রম শিশুপাল-পুত্রের বর্ম্ম-সংবৃত দেহ বিদীর্ণ করিয়া পদ্মসরোবরে বিচরণকারী হংসের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল। এইরূপে মহাবীর দ্রোণ ক্ষুধার্ত্ত চাষ যেরূপ পতঙ্গ বিনষ্ট করে, তদ্রূপ ধৃষ্টকেতুকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু নিহত হইলে তাঁহার আত্মা পিতৃলোকে প্রবেশ করিল। পিতৃবধে ক্রুদ্ধ তদীয় পুত্র দ্রোণের অভিমুখীন হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মৃগশাবকঘাতী বলবান ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাকেও হাসিতে হাসিতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

দ্রোণকর্ত্তৃক চেদিবীরগণ বধ

হে কুরুরাজ! এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর জরাসন্ধপুত্র স্বয়ং দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলদাবলি যেরূপ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়-মর্দ্দন মহাবীর দ্রোণ রথস্থিত মহারথ জরাসন্ধপুত্রের হস্তলাঘব দর্শন করিয়া অতি সত্বর বাণবৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর-সমক্ষে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তৎকালে সমরভূমিতে যে যে বীর সেই কালান্তক-যমোপম দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমাগত হইলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় নামাঙ্কিত অসংখ্য শরে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধা-গণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই নামাঙ্কিত দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত শাণিত শর সমুদয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে আহত করিল। আচার্য্য-শর পীড়িত

পাঞ্চালেরা ইন্দ্রনিপীড়িত অসুরগণের ন্যায় ও শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

হে ভরতকুলতিলক! এইরূপে সৈন্য সকল দ্রোণশরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদশব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ সময়ে পাঞ্চালবংশোদ্ভব মহারথেরা আতপতাপে উত্তপ্ত ও ভারদ্বাজের শরজালে নিপীড়িত হইয়া একান্ত ভীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেকে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তখন চেদি, সৃঞ্জয়, কাশি ও কোশলদেশীয় বীরগণ শক্তি দ্বারা মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্যকে যমভবনে প্রেরণ করিবার বাসনায় সকলে হৃষ্টচিত্তে 'আজ দ্রোণ বিনষ্ট হইয়াছেন', এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর আচার্য্য সেই যত্নশীল বীরগণকে, বিশেষতঃ চেদিশ্রেষ্ঠগণকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে চেদিদেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা ক্ষীণবল ও দ্রোণশরে নিপীড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম ও অবয়ব[১] পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বানপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া কহিল, 'এই ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; তাহার প্রভাবেই সংগ্রামে ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণকে দগ্ধ করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের তপশ্চরণই প্রধান ধর্ম্ম। কৃতবিদ্য তপস্বী দর্শনমাত্রেই লোককে দগ্ধ করিতে পারেন। বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা আচার্য্যের ঘোরতর অস্ত্রানল প্রভাবে দগ্ধ হইতেছেন। মহামতি দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বল ও উৎসাহের অনুরূপ কার্য্য করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে মুগ্ধ করিয়া আমাদিগের বলক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।'

ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় ক্ষত্রবর্ম্মার নিধন

হে মহারাজ! তখন ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর ক্ষত্রবর্ম্মা তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ ও তাহাতে শত্রুনিপাতন, ভাস্বর, বেগবান্ বাণ সন্ধান করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক শর পরিত্যাগ করিলেন। দ্রোণনির্ম্মুক্ত বাণ ক্ষত্রবর্ম্মার হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র নিহত হইলে সমুদয় সৈন্য ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত চেকিতান দ্রোণকে আক্রমণপূর্ব্বক দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও চারি বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ষোড়শ শরে চেকিতানের দক্ষিণভুজ বিদ্ধ করিয়া ষোড়শ শরে তাঁহার ধ্বজ ও সাত শরে সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে অশ্বগণ চেকিতানের রথ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ চেকিতানের রথ সারথিবিহীন অবলোকন করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ঐ সময়ে পঞ্চাশীতিবর্ষবয়স্ক আকর্ণ-পলিত[১] বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দিকে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিয়া ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে বজ্রহস্ত বাসবের ন্যায় বোধ করিলেন। পরে মহাবাহু মতিমান্ দ্রুপদরাজ বলিতে লাগিলেন, 'ব্যাঘ্র যেরূপ লোভপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র মৃগসমুদয় বিনাশ করে, তদ্রূপ এই লুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছেন। পরকালে অবশ্যই উহাকে নরকগামী হইতে হইবে। ঐ দুরাত্মার লোভেই শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়েরা সমরে নিহত ও রুধিরলিপ্ত-গাত্রে নিকৃত্ত বৃষভের ন্যায় শৃগাল ও কুক্কুরকুলের ভক্ষ্য হইয়া রণভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন।' হে মহারাজ! অক্ষৌহিণীপতি দ্রুপদরাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন।"

—

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুনাদির অনুসন্ধানে যুধিষ্ঠিরের ভীমপ্রেরণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণের ব্যূহ আলোড়িত হইলে তাঁহারা পাঞ্চাল ও সোমকদিগের সহিত অতিদূরে গমন

১। ক্রোধে উদ্দীপ্ত দেহ।

১। বার্দ্ধক্যের জরায় কর্ণ পর্য্যন্ত লোলিত—কাণ ভাঙ্গিয়া পড়া।

করিলেন। সেই যুগান্তকালতুল্য ভয়ঙ্কর লোক-ক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণ বারংবার সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে এবং পাঞ্চালগণ হীনবীর্য্য ও পাণ্ডবেরা নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহারও আশ্রয়-লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি কিরূপে সমস্ত রক্ষা হইবে, নিরন্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আকুলচিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বা বাসুদেবকে কোন ক্রমেই দেখিতে পাইলেন না; কেবল অর্জ্জুনের বানরলাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন ও গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু তৎকালে নরোত্তম বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি লোকনিন্দাভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সাত্যকির রথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর সাত্যকিকে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে আমার মন কেবল অর্জ্জুনের নিমিত্তই ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এক্ষণে অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই উভয়ের জন্যই ব্যাকুলিত হইতেছে। আমি সাত্যকিকে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া এক্ষণে তাঁহার পদানুসরণে কাহাকে প্রেরণ করিব? যদি আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন-সহকারে ভ্রাতা অর্জ্জুনের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব এক্ষণে আমি এই লোকাপবাদপরিহারের নিমিত্ত মহাবীর বৃকোদরকে সাত্যকির নিকট প্রেরণ করি। অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকির প্রতিও তদ্রূপ। আমি তাঁহাকে অতি গুরুতর ভার-বহনে নিয়োগ করিয়াছি। তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক বা গৌরবলাভের অভিলাষেই হউক, সাগরমধ্যগামী মকরের ন্যায় কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ঐ সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত অপরাঙ্মুখ বীরগণের তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব এক্ষণে অবসরোচিত কার্য্য অবধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট ভীমসেনকে প্রেরণ করাই আমার কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে ভীমের অসাধ্য কিছুই নাই। সে একাকী স্বীয় বাহুবলে পৃথিবীর সমুদয় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। আমরা তাহার ভুজবীর্য্যপ্রভাবে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সমরে অপরাজিত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট গমন করিলে তাহারা অবশ্যই সহায়সম্পন্ন হইবে। সাত্যকি ও অর্জ্জুন সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; বিশেষতঃ বাসুদেব স্বয়ং তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের নিমিত্ত চিন্তা করা একান্ত অনুচিত; কিন্তু আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় উৎকণ্ঠা দূর করাও আমার অবশ্যকর্ত্তব্য; অতএব আমি ভীমসেনকে সাত্যকির পদানুসরণে প্রেরণ করি; তাহা হইলে সাত্যকির প্রতীকারবিধান করা যাইবে।'

ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথে! তুমি আমাকে ভীমের রথাভিমুখে লইয়া চল।, অশ্ববিদ্যা-কোবিদ সারথি ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমের সমীপে তাঁহার সুবর্ণখচিত রথ সমানীত করিল। যুধিষ্ঠির ভীমের সন্নিকৃষ্ট হইয়া, প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভীম! যে বীর একমাত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক দেব, গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অনুজ অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছি না।' ধর্ম্মরাজ ভীমকে এই কথা বলিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। মহাবীর ভীম ধর্ম্মরাজকে একান্ত মোহাবিষ্ট অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার এরূপ মোহ কদাচ দর্শন ও শ্রবণ করি নাই। পূর্ব্বে আমরা দুঃখে অতিশয় কাতর হইলে আপনিই আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হউন এবং আজ্ঞা করুন, আমি কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব? এই ভূমণ্ডলে আমার অসাধ্য কিছুই নাই।' অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে ম্লানবদনে কহিতে লাগিলেন, 'হে ভীম! যখন রোষাবিষ্ট

বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত পাঞ্চজন্য-শঙ্খের নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন আজ নিশ্চয়ই তোমার অনুজ অর্জ্জুন নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে এবং বাসুদেব অর্জ্জুনকে বিনষ্ট দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে বৃকোদর! পাণ্ডবগণ যে মহাবীরের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, যে মহাবীর বিপদ্‌কালে আমাদের প্রধান অবলম্বন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, প্রিয়দর্শন অর্জ্জুন জয়দ্রথবধার্থ অনেকক্ষণ কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখনও প্রত্যাগত হইতেছে না; এই আমার শোকের মূল কারণ। মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোক ঘৃতপরিবর্দ্ধিত হুতাশনের ন্যায় বারংবার উদ্দীপিত হইতেছে। আমি অর্জ্জুনের বানরলাঞ্ছিত ধ্বজ দর্শন করিতেছি না বলিয়া মোহে অভিভূত হইতেছি। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সমরবিশারদ বাসুদেব অর্জ্জুনকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। মহারথ সাত্যকি অর্জ্জুনের অনুগমন করিয়াছেন; আমি তাঁহার অদর্শনেও বিমোহিত হইতেছি। হে কৌন্তেয়! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; যদি আমার বাক্য প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যে স্থানে ধনঞ্জয় ও সাত্যকি রহিয়াছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর। তুমি সাত্যকিকে অর্জ্জুন অপেক্ষাও স্নেহাস্পদ বিবেচনা করিবে। সেই মহাবীর আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত নিতান্ত দুর্গম, সামান্য লোকের অগম্য, একান্ত ভয়ঙ্কর স্থানে সব্যসাচীর নিকট গমন করিয়াছে। হে বীর! এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন কর; কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে নিরাপদ দেখিলে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে সঙ্কেত করিও'।"

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ভীমের অর্জ্জুন-অনুসরণযাত্রা

সঞ্জয় কহিলেন, "ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বর যে রথে আরোহণ করিতেন, মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের আর কিছুই ভয় নাই। যাহা হউক, আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিতেছি। আপনি আর শোক করিবেন না। আমি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াই আপনাকে সংবাদ প্রদান করিব।'

হে কুরুরাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম এই কথা বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদ্‌গণের হস্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সমর্পণ করিয়া প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে মহাবাহো! মহারথ দ্রোণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেরূপ উপায় করিতেছেন, তাহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করা আমার যেরূপ আবশ্যক, অর্জ্জুন-সমীপে গমন তদ্রূপ নহে; কিন্তু ধর্ম্মনন্দন যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি তাহার প্রত্যুত্তর-প্রদানে সমর্থ নহি, নিঃশঙ্কমনে তাঁহার বাক্য রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য; এক্ষণে যে স্থানে আসন্নমৃত্যু সৈন্ধব অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকির অনুসরণক্রমে তথায় প্রস্থান করিব। তুমি সাবধানে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর; তাঁহাকে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য।' মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া প্রস্থান কর। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট না করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না।' কুণ্ডলযুগলালঙ্কৃত, অঙ্গদ-পরিশোভিত, তরবারিধারী মহাবীর ভীম এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ ও ধর্ম্মরাজের পাদবন্দনপূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন অর্চ্চিত, সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও অষ্টবিধ মাঙ্গল্য-দ্রব্য স্পর্শপূর্ব্বক কৈরাতক[১] মদ্য পান করিলেন। তখন তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনিল অনুকূল-গামী হইয়া তাঁহার বিজয়লাভ সূচিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি মনে মনে জয়লাভজনিত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণখচিত মহামূল্য লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলদপটলের

১। কিরাতাদি বন্যজাতির পেয়—উগ্র।

ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং কণ্ঠত্রাণ ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধবিভূষিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পুনরায় পাঞ্চজন্য-শঙ্খ ধ্বনিত হইল। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সেই ত্রৈলোক্যত্রাসন[১] ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া পুনর্ব্বার ভীমকে কহিলেন, 'হে ভীম! ঐ দেখ, শঙ্খোত্তম পাঞ্চজন্য বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণের মুখমারুতে পরিপূরিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অনুনাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই বোধ হয়, ধনঞ্জয় ঘোরতর বিপদে নিপতিত হওয়াতে চক্র-গদাধর বাসুদেব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজ নিশ্চয়ই আর্য্যা কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে অশুভ নিমিত্ত সন্দর্শন করিতেছেন। অতএব হে ভীম! তুমি অবিলম্বে অর্জ্জুনের নিকট গমন কর। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে অবলোকন না করিয়া আমি দশদিক্ শূন্যময় দেখিতেছি।'

ব্যূহপথে ভীমসহ কৌরবগণের যুদ্ধ

হে মহারাজ! প্রবলপ্রতাপশালী ভ্রাতৃ-হিত-নিরত মহাবীর ভীম এইরূপে বারংবার জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিনাদ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে ভয়প্রদর্শন করিয়া শরাসন আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে বীরগণের অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। বিশোক সারথি কর্ত্তৃক সংযোজিত, মনোমারুতগামী অশ্বসকল তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর ধনুর্জ্জ্যা আকর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় সেনাদিগকে অনুকর্ষণ[২] ও শস্ত্র দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ যেমন ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিল, তদ্রূপ পাঞ্চালেরা সোমকদিগের সহিত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃশল, চিত্রসেন, কুণ্ডভেদী, বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, শল, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও দুর্ব্বিমোচন, আপনার এই সমুদয় পুত্রেরা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতিগণ-সমভিব্যাহারে পরম যত্নসহকারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত বীরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি ধাবমান সিংহের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মহাবেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন করি-সৈন্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অবিলম্বে মাতঙ্গগণকে শরজালে ক্ষত বিক্ষত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। মৃগকুল যেমন অরণ্যমধ্যে শরভগর্জ্জনে একান্ত বিত্রাসিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিরদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভৈরব রব পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। এইরূপে মহাবীর ভীম সেই করি-সৈন্য অতিক্রম করিয়া মহাবেগে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর আচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহার ললাটদেশে নারাচ প্রহার করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের নারাচে বিদ্ধললাট হইয়া ঊর্দ্ধরশ্মি ভাস্করের ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্রোণ-ভীমের সমরসম্ভাষণ

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের ন্যায় এই ভীমসেনও আমার সম্মান করিবেন, এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভীম! আমি তোমার বিপক্ষ; আজ আমাকে পরাজয় না করিয়া তুমি কোনক্রমেই শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদিও তোমার অনুজ অর্জ্জুন আমার আদেশানুসারে সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তথাচ তুমি তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না।' তখন নির্ভীক ভীমসেন গুরু দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধমনে আরক্তলোচনে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, 'হে ব্রহ্মবন্ধো! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর অর্জ্জুন বলনিসূদন ইন্দ্রের বল[১]মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন; তিনি যে তোমার আদেশানুসারে

১। ত্রিলোকের ত্রাসজনক। ২। আলোড়িত।

১। সৈন্য।

সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু আমি কৃপাপরবশ অর্জ্জুন নহি; আমি তোমার পরম শত্রু ভীমসেন। হে আচার্য্য! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার পুত্র। আমারা এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তোমার নিকট প্রণতভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, কিন্তু আজ তুমি আমাদিগের প্রতি বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। এক্ষণে যদি তুমি আপনাকে আমাদের বিপক্ষ বোধ করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বেই তোমার শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই বলিয়া অন্তক যেমন কালদণ্ড বিঘূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদা বিঘূর্ণনপূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সমরবিশারদ দ্রোণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন ভীম তাঁহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজ বিপ্রোথিত[১] করিয়া ফেলিলেন এবং সমীরণ যেমন প্রবলবেগে মহীরুহ-সমুদয় বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ তাঁহার সৈন্যগণকে মন্থন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ পুনরায় ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ব্যূহমুখে সমুপস্থিত রহিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখীন রথ[২]-সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও জয়লাভাভিলাষে তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধন-ভ্রাতা অভয়াদি বধ

অনন্তর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া ভীমসেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুঃশাসন-প্রেরিত শক্তি সমাগত দেখিয়া দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চকৎকৃত হইল। অনন্তর ভীমসেন কুণ্ডভেদী, সুষেণ ও দীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপর কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করিয়া যুদ্ধে উদ্যত মহাবল-পরাক্রান্ত আপনার পুত্র অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা ও দুর্বিমোচন—এই তিন জনকে তিন শরে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার অন্যান্য আত্মজগণ ভীম-শরে প্রহৃত হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেমন ধরণীধরের উপরিভাগে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ভীমের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে প্রস্তরবর্ষণ করিলে যেমন পর্ব্বতের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না, তদ্রূপ সেই বীরগণের বাণবর্ষণে ভীমের কিছুমাত্র ব্যথা জন্মিল না। তিনি আপনার আত্মজ বিন্দ, অনুবিন্দ ও সুবর্ম্মার প্রতি শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। আপনার পুত্র সুদর্শনও ঐ সময় ভীমশরে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাবীর ভীম ক্ষণকালমধ্যে সেই সমস্ত রথসৈন্যকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীমভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথনির্ঘোষ সহকারে সহসা মৃগযূথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইলেন। ভীম তাঁহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনপূর্ব্বক কৌরবগণকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজগণ ভীম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া বাহ্বাস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলশব্দ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে রথসৈন্যগণকে ভীত ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগকে নিহত করিয়া রথীদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্যূহমধ্যে দ্রোণ-ভীম যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে রথসৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিবার মানসে তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিয়া মায়াবলে বলসমুদয়কে বিমোহিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহীপালগণ আপনার আত্মজগণের আদেশানুসারে মহাবেগে গমন করিয়া

১। ভূতলে নিপাতিত—নিমগ্ন। ২। রথারোহী।

ভীমকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাদের উপর মহাবেগে দেবরাজ-নির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় এক শত্রুপক্ষবিনাশিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজঃপ্রজ্বলিত মহাগদা স্বীয় ভীষণ রবে ধরণীমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সৈন্যগণকে মথিত ও আপনার আত্মজদিগকে নিতান্ত ভীত করিতে লাগিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সেই তেজঃপুঞ্জবিরাজিত গদা মহাবেগে নিপাতিত হইতে দেখিয়া ভৈরবরব পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। রথিসকল সেই গদার দুঃসহ শব্দ-শ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য বীরগণ ভীমের গদাঘাতে আহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া, ব্যাঘ্র-দর্শনে ভীত মৃগযূথের ন্যায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীমসেন দুর্জ্জয় শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পতগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে সেই সেনা অতিক্রমপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ভীমসেনকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি গমন ও শরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেনের সহিত দ্রোণের দেবাসুর-সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্যকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া মহাবেগে পাদচারে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন এবং বৃষভ যেমন অবলীলাক্রমে বারিবর্ষণ সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে দ্রোণের শরবৃষ্টি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্যের রথের ঈষামুখ গ্রহণ করিয়া রথের সহিত তাঁহাকে অতিদূরে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে ভীম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক ব্যূহদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভীমের সারথি মহাবেগে অশ্বচালন করিতে আরম্ভ করিল ; তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম মহাবেগে কৌরবসৈন্য অতিক্রম করিলেন এবং যেমন উদ্ধত বায়ু পাদপদল বিমর্দ্দিত করে তদ্রূপ তিনি ক্ষত্রিয়গণকে মর্দ্দন ও নদীবেগ যেরূপ বৃক্ষসকল নিবারিত করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে নিবারিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হার্দ্দিক্যরক্ষিত ভোজসৈন্য প্রমথিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া শার্দ্দূল যেমন বৃষভদিগকে পরাভব করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে পরাজয় করিলেন।

ব্যূহসমীপে ভীমাগমনে অর্জ্জুনের হর্ষ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধবিশারদ বহুসংখ্য ম্লেচ্ছগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক মহাবীর সাত্যকিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম যত্নসহকারে অর্জ্জুনদর্শনাভিলাষে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথবধার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। বর্ষাকালে জলদপটল যেমন অতি গভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব তেজস্বী ভীমের সেই ঘোরতর সিংহনাদশ্রবণে তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুন-যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমপ্রবেশে যুধিষ্ঠিরের হর্ষ

এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত প্রীত, প্রসন্ন ও শোকশূন্য হইয়া বারংবার অর্জ্জুনের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মদমত্ত ভীমকে সিংহনাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাস্যমুখে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'হে ভীম! তুমি গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন ও অর্জ্জুনের কুশলসংবাদ প্রদান করিলে। তুমি যাহাদের উপর বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাক, তাহাদিগের কদাচ জয়লাভ হয় না। এক্ষণে বুঝিলাম, মহাবীর অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন এবং সত্যবিক্রম সাত্যকিরও মঙ্গল। আমি ভাগ্যক্রমে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন এবং আমরা যাঁহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, সেই অরাতিবিজয়ী অর্জ্জুন ভাগ্যবলে

জীবিত আছেন। যিনি একমাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া সুরগণকে ও দুর্দ্ধর্ষ নিবাতকবচগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটনগরে গোগ্রহণার্থ সমাগত কৌরবগণকে পরাজয় করেন, সেই অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি নিজ ভুজবলে চতুর্দ্দশ সহস্র কালকেয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে অস্ত্রবলে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই কিরীটসমলঙ্কৃত শ্বেতবাহন কৃষ্ণসারথি প্রিয় ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া জয়দ্রথের বধরূপ অতি দুষ্কর কার্য্যসাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হইবে? আজ কি দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী না হইতে হইতে বাসুদেব-সুরক্ষিত অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিবেন? দুর্য্যোধন হিতানুষ্ঠাননিরত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কি অর্জ্জুনের শরে নিপতিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে? মূঢ় রাজা দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজকে নিহত ও ভীমসেন-শরে ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট দেখিয়া কি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া কি অনুতপ্ত হইবেন? একমাত্র ভীষ্মের নিপাতে আমাদিগের কি বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে? রাজা দুর্য্যোধন কি অবশিষ্ট বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত সন্ধি করিবেন?' হে মহারাজ! এইরূপে কৃপাপরতন্ত্র রাজা যুধিষ্ঠির যখন নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে কুরু-পাণ্ডবের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল।"

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ কর্ত্তৃক ভীমের পথরোধ—কর্ণ-পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে অবরোধ করিল? ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। সে যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় গদা উদ্যত করে, তখন রণস্থলে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ হয় না। ভীম রথ দ্বারা রথ ও কুঞ্জর দ্বারা কুঞ্জর বিনাশ করিয়া থাকে, তাহার সম্মুখে কে অবস্থান করিবে? তাহার সম্মুখীন হইতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও সাহস হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কালান্তক যমোপম মহাবীর ভীমসেন ক্রুদ্ধচিত্তে তৃণদহনপ্রবৃত্ত দাবদহনের ন্যায় আমার পুত্রগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন-হিতনিরত কোন্ কোন্ বীর-পুরুষ তাহার সমক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীমসেনের নিমিত্ত আমার যাদৃশ শঙ্কা হয়, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত তাদৃশ শঙ্কা নাই। অতএব হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্র-বিনাশে প্রবৃত্ত রোষপ্রদীপ্ত ভীমসেনের সন্নিহিত হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ভীম-সেনকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহল করিয়া তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বলপ্রদর্শন করিবার বাসনায় মহীরুহ যেমন বায়ুর পথরোধ করে তদ্রূপ তাঁহার পথরোধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহার উপর শিলানিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মহাবীর কর্ণও শরপ্রয়োগপূর্ব্বক তৎ-প্রযুক্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎকালে রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি যে সকল যোধগণ ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিলেন, সেই বীরদ্বয়ের তলধ্বনি-শ্রবণে তাঁহাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ভূতল ও নভোমণ্ডল অবরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অতি ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সিংহনাদ-প্রভাবে সমুদয় যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন ভূতলে নিপতিত হইল। বাহনসকল সাতিশয় ভীত ও বিমনায়মান হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় বহুতর ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। অন্তরীক্ষ গৃধ্র, কঙ্ক ও বায়সে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে

নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া সত্বর পাঁচ শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে সত্বর কর্ণের প্রতি চতুঃষষ্টি সায়ক প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ভীমের প্রতি চারি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সায়কনিকরে ঐ সকল শর উপস্থিত না হইতে হইতেই দূর হইতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণ-শরে বারংবার আচ্ছাদিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক ভীমকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আনতপর্ব্ব তিন শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ শরত্রয় দ্বারা উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গত্রয়সম্পন্ন মহীধরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে ধাতুধারাস্রাবী ভূধর হইতে যেমন গৈরিকধাতু নির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমের শরপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত ও ঈষৎ বিচলিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের শরজালে সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়া গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহার ধনুর্জ্জ্যা ছেদন ও সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া চারি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া বৃষসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে প্রবলপ্রতাপশালী মহাবীর ভীম কর্ণকে পরাজয় করিয়া মেঘনির্ঘোষসদৃশ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন্। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদ-শ্রবণে কর্ণকে পরাজিত বোধ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ চারিদিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষ-সৈন্যগণের সেই তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান ও বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভীমের ভীষণ সিংহনাদ সেই সমস্ত শব্দ সমাচ্ছাদিত করিয়া সমুদয় সৈন্যদিগের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ মৃদুভাবে ও ভীম দৃঢ়রূপে অজিহ্মগামী শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।"

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণসমীপে দুর্য্যোধনের জয়োপায় প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সেনা নিপাতিত এবং অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ভীমসেন সিন্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তব্য-বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণনিকটে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ মন ও পবনের ন্যায় মহাবেগে দ্রোণসমীপে উত্তীর্ণ হইল। তখন কুরুরাজ রোষে লোহিতলোচন হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে গুরো! মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকি এবং পাণ্ডবপক্ষীয় অনেক মহারথ সংগ্রামে অপরাজিত হইয়া জয়দ্রথের সমীপে গমন করিয়াছে এবং তথায় আমাদিগের প্রভূত সেনা পরাভূত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। হে মহাত্মন্! আপনি কিরূপে সাত্যকি ও ভীমসেনের নিকট পরাভূত হইলেন? ইহলোকে আপনার ঈদৃশ পরাজয় সমুদ্রশোষণের ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। লোকে সাত্যকি, অর্জ্জুন ও ভীমের হস্তে আপনার পরাজয় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আপনাকে যথোচিত নিন্দা করিতেছে। ধনুর্ব্বেদপরায়ণ দ্রোণাচার্য্য কিরূপে সমরে পরাজিত হইলেন বলিয়া আপনার উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি অতিশয় মন্দভাগ্য। যখন তিন জন মহারথ আপনাকে অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়াছে, তখন এই সমরে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যাহা হউক, যাহা হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ সময়োচিত উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করুন।'

দুর্য্যোধনের প্রতি সতিরস্কার উপায় কথন

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি,

তাহা শ্রবণ কর। পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিমিত্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রদেশে যেরূপ ভয় হইবার সম্ভাবনা, অন্যান্য যোধগণের নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী প্রদেশেও তদ্রূপ ভয়ের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রহিয়াছেন, তথায় অধিক ভয়ের আশঙ্কা হইতেছে। যাহা হউক, অর্জ্জুনের হস্ত হইতে সিন্ধুরাজের রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সাত্যকি এবং বৃকোদর সিন্ধুরাজের প্রতি গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! তুমি পূর্ব্বে শকুনির বুদ্ধি শুনিয়া যে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। তৎকালে সেই সভায় জয় অথবা পরাজয় হয় নাই; এক্ষণে আমরা এই যুদ্ধরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার ত জয় অথবা পরাজয় লাভ হইবে? শকুনি কুরুসভায় অসংখ্য কৌরবগণের সমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমস্ত অক্ষ এক্ষণে তোমাদিগের তনুচ্ছিদ[১] দুরাসদ শররূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে সেনাগণকে দুরোদর, শর-সমুদয়কে অক্ষ এবং জয়দ্রথকে পণস্বরূপ জ্ঞান কর। অদ্য সিন্ধুরাজকে পণ রাখিয়া শত্রুগণের সহিত আমাদের দ্যূতক্রীড়া হইতেছে; অতএব প্রাণপণে সর্ব্বতোভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে যত্ন করা তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক। সিন্ধুরাজের জীবনরক্ষা ও প্রাণনাশ আমাদের জয় ও পরাজয়ের কারণ। অতএব যেখানে ধনুর্দ্ধারী বীরগণ জয়দ্রথের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই রক্ষকগণকে রক্ষা কর। আমি এই স্থানে থাকিয়া অপরাপর সৈন্যগণকে প্রেরণ এবং পাণ্ডব-সৃঞ্জয়-সমবেত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব।'

ব্যূহপথে দুর্য্যোধনসহ যুধামন্যু প্রভৃতির যুদ্ধ

অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যের বাক্যানুসারে উগ্র-কর্ম্ম-সম্পাদনে সমুদ্যত হইয়া পদানুগ[২]-সমভিব্যাহারে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় চক্ররক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ঐ চক্ররক্ষকদ্বয় তাঁহার অনুগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তৎকালে মহাবীর কৃতবর্ম্মা উহাদিগকে নিবারিত করেন। এক্ষণে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ঐ দুই জনকে সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমনোদ্যত অবলোকন করিয়া সত্বর তাঁহার সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়-প্রধান প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীরদ্বয়ও তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুধামন্যু কঙ্কপত্রালঙ্কৃত ত্রিংশৎ শরে দুর্য্যোধনকে, বিংশতি শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন যুধামন্যুর শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও এক বাণে ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ভল্ল দ্বারা সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া নিশিত শরচতুষ্টয়ে অশ্বচতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু সরোষনয়নে দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সত্বর ত্রিংশৎ শর পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; উত্তমৌজাও রোষিত হইয়া হেমবিভূষিত শরনিকরে কুরুরাজের সারথিকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন উত্তমৌজার পার্ষ্ণিসারথি ও অশ্ব-চতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মহাবীর উত্তমৌজা এইরূপে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া অবিলম্বে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণপূর্ব্বক শরজালে দুর্য্যোধনের অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ উত্তমৌজার শরে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঐ সময় যুধামন্যু উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগপূর্ব্বক কুরুরাজের তূণীর ও শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অশ্ব-সারথি-বিবর্জ্জিত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চালদেশীয় বীরদ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা অরাতিজেতা ক্রুদ্ধ কুরুরাজকে আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দুর্য্যোধন গদা-প্রহারে তাঁহাদিগের সেই হেমমণ্ডিত রথ, অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত প্রোথিত করিয়া অবিলম্বে মদ্ররাজ-রথে আরোহণ করিলেন। পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র-দ্বয়ও অন্য দুই রথে আরূঢ় হইয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।"

১। দেহকর্ত্তনকারী। ২। একান্ত অনুগত সহচর।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীম-কর্ণ সমর—কর্ণ-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে সমুদয় বীরগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে, অরণ্যে মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্তদ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থী ভীমসেনসমীপে সমুপস্থিত হইলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অর্জ্জুন-রথের পার্শ্বে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ও কর্ণের কিরূপ সংগ্রাম হইল? রাধানন্দন ভীমসেন-কর্তৃক পূর্ব্বে পরাজিত হইয়াও কি কারণে পুনরায় তাহার নিকট যুদ্ধার্থ আগমন করিল? আর ভীমসেনই বা কি করিয়া সেই প্রসিদ্ধ মহারথ সূতপুত্রের অভিমুখ-গমনে প্রবৃত্ত হইল? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া অবধি ধনুর্দ্ধর কর্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ভয় করে না। কর্ণের ভয়ে তাহার শয়ন পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৃকোদর কিরূপে সেই রথিশ্রেষ্ঠ সূতপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিল? অর্জ্জুনের রথাভিমুখে কর্ণ ও ভীমের কিরূপ সংগ্রাম হইল? পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণ কুন্তীর নিকট ভীমসেনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়াছে এবং অর্জ্জুন ভিন্ন আর কোন পাণ্ডবকে বিনষ্ট করিব না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমের সহিত সংগ্রাম করিল? ভীমই বা কর্ণের পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া কিরূপে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মূঢ় দুর্য্যোধন নিরন্তর আশা করিয়া থাকে যে, কর্ণ সমস্ত পাণ্ডবকে পরাজিত করিবে। ফলতঃ দুর্য্যোধন কেবল কর্ণের উপর নির্ভর করিয়াই জয়াশা করিয়া থাকে, সেই কর্ণ কিরূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? আমার পুত্রগণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, যে বীর একরথে সসাগরা পৃথিবী পরাজিত করিয়াছে, যে ধনুর্দ্ধর সহজকবচ ও কুণ্ডল ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভীমসেন সেই মহাবীর কর্ণ কর্তৃক পূর্ব্বকৃত অসংখ্য অপকার স্মরণ করিয়াও কিরূপে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল? যাহা হউক, এক্ষণে বীরদ্বয়ের কিরূপ যুদ্ধ ও কাহারই বা জয়লাভ হইল, তৎসমুদয় আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নররাজ! ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক জলধর যেমন বৃষ্টি দ্বারা ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কঙ্কপত্রবিশিষ্ট শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে পাণ্ডুতনয়! তুমি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পার, ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনদর্শনমানসে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কি কুন্তীপুত্রের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেছ? পলায়ন করিও না; এই স্থানে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার প্রতি শরবর্ষণ কর।' মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই প্রকার আহ্বানশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধমণ্ডলাকারে পরিভ্রমণপূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বর্ম্মধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথ-যুদ্ধে সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ ভীমসেনের সরল শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। বৃকোদর প্রথমতঃ কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিয়া বিবাদ শেষ করিবার মানসে কর্ণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ স্বীয় অস্ত্র-মায়া-প্রভাবে মত্ত-দ্বিরদগামী ভীমসেনের শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সমরে আচার্য্যের ন্যায় পর্য্যটন ও হাস্যপূর্ব্বক ক্রোধপূর্ণ বৃকোদরকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাস্য সহ্য করিতে না পারিয়া, যুধ্যমান বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের উপরে যেমন অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে বৎসদন্ত-সমুদয় নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় সুপুঙ্খ সুশাণিত একবিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের কনকজালজড়িত পবন-সদৃশ বেগবান্ অশ্বগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া বাণজাল বর্ষণপূর্ব্বক নিমেষার্দ্ধমধ্যে বৃকোদরকে সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে চতুঃষষ্টি শরে ভীমের সুদৃঢ় কবচ

ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী নারাচাস্ত্রে তাঁহাকে আহত করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর সেই কর্ণ-কার্ম্মুক-নিঃসৃত শর-সমুদয় লক্ষ্য না করিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহার সহিত প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কর্ণের আশীবিষোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত হয়েন নাই। পরিশেষে তিনি নিশিত সুতীক্ষ্ণ দ্বাত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; কর্ণও অবলীলাক্রমে শরবর্ষণ করিয়া জয়দ্রথবধাভিলাষী মহাবাহু ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক কর্ণের সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ভীম-প্রেরিত সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল শব্দায়মান বিহঙ্গ-কুলের ন্যায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। রথিপ্রধান রাধেয় এইরূপ শলভকুল-সমাচ্ছন্নের ন্যায় ভীমসেনের শরনিকরে সমাবৃত হইয়া তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর বহুবিধ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সেই শরজাল অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ পুনরায় শরবর্ষণ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরজালে সমাবৃত হইয়া শলভ-সমাচ্ছন্ন শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দিবাকর যেমন আপনার রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কর্ণ-নিক্ষিপ্ত শরনিকর অক্লেশে ধারণ করিলেন। কর্ণচাপচ্যুত হেমপুঙ্খ শিলাধৌত শরজালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত হওয়াতে তিনি বসন্তকালীন বহু-কুসুম-শোভিত অশোক-বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি কর্ণের সমরবিচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে নয়নদ্বয় উদ্বর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র ভীমের শরে বিদ্ধ হইয়া তীব্রবিষ আশীবিষ-সমাবৃত শ্বেত-ভূধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন চতুর্দ্দশ বাণে কর্ণের মর্ম্ম ভেদ-পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে তাঁহার চাপচ্ছেদন, অশ্ব-চতুষ্টয় বিনাশ ও সারথিকে সংহার করিয়া অর্করশ্মি-সমপ্রভ নারাচ-সমুদয়ে বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূর্য্যের কিরণজাল যেমন জলধরপটল ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভীমনির্ম্মুক্ত নারাচনিকর কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে পতিত হইল। হে মহারাজ! পুরুষাভিমানী কর্ণ এইরূপে ভীমসেনের শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া সত্বর অন্য রথে পলায়ন করিলেন।"

—

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

পুনর্ব্বার ভীম-কর্ণের ভীষণ যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যে কর্ণের উপর আমার পুত্রগণের মহতী জয়াশা ছিল, দুর্য্যোধন সেই কর্ণকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া কি বলিল? মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ করিল এবং মহাবীর কর্ণই বা সমরাঙ্গনে ভীমসেনকে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবলোকন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বাতোদ্ধূত মহার্ণবের ন্যায় ভীমসেনের অভি-মুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্রেরা কর্ণকে রোষপরবশ অবলোকন করিয়া ভীমকে হুতাশনমুখে আহুত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রাধেয় অতি ভীষণ জ্যানিস্বন ও করতলশব্দ করিয়া ভীমের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তখন পুনরায় সূতপুত্রের সহিত ভীমের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরস্পর-বধার্থী ঐ বীরদ্বয় ক্রোধারুণলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া কোপান্বিত ব্যাঘ্র-দ্বয়ের ন্যায়, শীঘ্রগামী শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় এবং সংক্রুদ্ধ শরভদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া, বনবাস, বিরাট-নগরে অবস্থান ও বহুরত্নপূর্ণ রাজ্য অপহরণ জন্য পাণ্ডবগণের যে দুঃখ হইয়াছিল, আপনি পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সপুত্রা তপস্বিনী কুন্তীকে যে দগ্ধ করিতে সঙ্কল্প ও নিরন্তর পাণ্ডবগণকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার দুরাত্মা তনয়েরা সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ-প্রদানে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন, দুঃশাসন দ্রুপদতনয়ার যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণের প্রতি যে নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কৌরবেরা 'কৃষ্ণে! তোমার যণ্ডতিলসদৃশ স্বামীরা নিহত হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর' বলিয়া যে আপনার সমক্ষেই দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা কৃষ্ণাকে যে দাসীভাবে উপভোগ করিতে বাসনা ও পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণাজিনধারী হইয়া যে বনে গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্রোধভরে শূন্যহৃদয় বিপন্ন পাণ্ডবগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, ঐ সময় সেই সমুদয় বৃত্তান্ত ভীমসেনের মনে উদিত হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকাল অবধি যে যে দুঃখ পাইয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ বৃহদ্ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক প্রাণপণে কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং রাধেয়ের রথাভিমুখে ভাস্বর, শাণিত শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক দিবাকরের করজাল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া অতি সত্বর স্বীয় শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরজাল ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় রাধেয় শরে নিবারিত হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমর-সমুৎসুক মত্তমাতঙ্গবিক্রম পাণ্ডুনন্দনকে বেগে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদগমন করিলেন এবং শতভেরীসমনিস্বন শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের সৈন্য-সমুদয় বিক্ষোভিত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমবেত স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরনিকরে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় হংসসন্নিভ শ্বেতাশ্বগণের সহিত তাঁহার ঋক্ষসবর্ণ[১] কৃষ্ণাশ্বগণকে সম্মিলিত করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব-সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই বীরদ্বয়ের বায়ুবেগগামী কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ একত্রিত হইয়া গগনমণ্ডলস্থ সিতাসিত[২] মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

১। ভল্লুকের তুল্য বর্ণ। ২। শুক্ল ও কৃষ্ণ।

হে রাজন্! ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় মহারথেরা কর্ণ ও বৃকোদরকে ক্রোধে অতিমাত্র আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সমরাঙ্গন যমরাজের রাজধানীর ন্যায় অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। মহারথগণ সেই জনতামধ্যে ঐ বীরদ্বয়ের কাহারও জয়পরাজয় স্থির করিতে পারিলেন না; কেবল ঐ বীরদ্বয় পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্রযুদ্ধ করিতেছেন, এইমাত্র অবলোকন করিলেন। তখন সেই অরাতিনিপাতন মহারথদ্বয় পরস্পরের বধার্থী হইয়া পরস্পরের প্রতি বাণবর্ষণপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল শরসমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঙ্কপত্রবিভূষিত সুবর্ণময় শরনিকর দ্বারা গগনমণ্ডল উল্কা-বিভাসিতের[১] ন্যায় ও শরৎকালীন সরসমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ভীমসেনকে কর্ণের সহিত সমরে সম্মিলিত দেখিয়া তাঁহাকে অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পরস্পরের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া দৃঢ়তর শর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য অশ্ব, নর ও হস্তিসমুদয় বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহাদিগের নিপাতনে অসংখ্য কৌরব-সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিসকল নিহত হইলে তাহাদিগের মৃতদেহে ক্ষণকালের মধ্যে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।"

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীম-কর্ণ যুদ্ধ—কর্ণ-পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ভীম লঘুবিক্রম[২] কর্ণের সহিত যখন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে। যে কর্ণ সর্ব্বশস্ত্রধারী, সমরে উদ্যত যক্ষ, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত অমরগণকে নিবারণ করিতে পারে, সে ভীমকে কেন পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না? যাহা হউক, ঐ বীরদ্বয়ের প্রাণসংশয়কর যুদ্ধ কিরূপ হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।"

১। প্রদীপিতের। ২। দ্রুত বিক্রম প্রকাশকারী।

আমার বোধ হয়, জয় বা পরাজয় তাহাদের উভয়েরই আয়ত্ত। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্য লাভ করিয়া সমরে সাত্যকি ও বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু আমি কর্ণকে ভীমশরে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া মোহে নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। এক্ষণে আমার পুত্রের দুর্নীতি-প্রভাবেই কৌরবগণ কালকবলে নিপতিত হইতেছেন। কর্ণ পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যতবার যুদ্ধ করিয়াছেন, ততবারই পরাজিত হইয়াছেন। অমরগণ-সমবেত সুররাজ ইন্দ্রও যে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন, মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে না। মধুলাভার্থী যেমন বৃক্ষে আরোহণকালে আপনার অধঃপতন অনুধাবন করে না, তদ্রূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধনেশ্বর তুল্য ধর্ম্মরাজের ধন গ্রহণ করিয়া আত্মবিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ কৈতবপরতন্ত্র দুরাত্মা শঠতাপূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবগণের রাজ্যাপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত বোধ করিয়া সতত তাহাদের অবমাননা করিয়া থাকে; আমিও পুত্রবাৎসল্যে একান্ত অভিভূত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছি। দূরদর্শী যুধিষ্ঠির অনেকবার সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু আমার আত্মজগণ তাহাকে যুদ্ধে অশক্ত বোধ করিয়া তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি কহিলে, মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বের সেই সমস্ত দুঃখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও ভীম পরস্পরের বধসাধনে সমুদ্যত হইয়া যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অরণ্যমধ্যে কুঞ্জরযুগলের ন্যায় পরস্পরবধার্থী মহাবীর ভীম ও কর্ণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক রোষপরবশ ভীমসেনকে মহাবেগসম্পন্ন, প্রসন্নমুখ, ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিন শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথির প্রাণ সংহারপূর্ব্বক রথ হইতে তাঁহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কর্ণ তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত কনকবৈদূর্য্যসমলঙ্কৃত দণ্ডসম্পন্ন, কালশক্তির ন্যায় প্রাণান্তকর এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধানপূর্ব্বক বজ্রের ন্যায় ভীমের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অনল ও সূর্য্যপ্রভ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজগসদৃশ সেই কর্ণভুজনির্ম্মুক্ত সুদারুণ শক্তি সাত শরে নভোমণ্ডলেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণের জীবনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন ক্রোধভরে তাঁহার উপর স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত যমদণ্ডোপম শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণও অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন নতপর্ব্ব নয় বাণে সেই কর্ণবিমুক্ত শরসমুদয় ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা কখন গাভীলাভার্থী মত্ত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় চীৎকার, কখন আমিষলোলুপ শার্দ্দূলযুগের ন্যায় তর্জ্জন-গর্জ্জন, কখন পরস্পরের প্রতি প্রহারে উদ্যত, কখন পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ এবং কখন বা গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভদ্বয়ের ন্যায় সক্রোধ-নয়নে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেমন সমাগত হইয়া পরস্পরের উপর দশন-প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা রোমকষায়িতলোচনে পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন হাস্য, কখন ভর্ৎসন ও কখন বা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীম কর্ণের কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ধবলকায় অশ্ব-সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সারথিকে রথোপস্থ হইতে ভূতলে নিপতিত করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমশরে হতাশ্ব, হতসারথি ও বিমোহিতপ্রায় হইয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে একান্ত বিপদাপন্ন অবলোকন করিয়া কম্পিতকলেবরে ক্রোধভরে দুর্জ্জয়কে কহিলেন, 'হে দুর্জ্জয়! ঐ দেখ, অগ্রে ভীম কর্ণকে শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে; অতএব তুমি কর্ণের সাহায্যার্থ অবিলম্বে

গমনপূর্ব্বক শ্মশ্রুশূন্য ভীমকে বিনাশ কর।' তখন আপনার আত্মজ দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভীমকে নয়, ভীমের অশ্বগণকে আট ও সারথিকে ছয় বাণে নিপীড়িত করিয়া তিন শরে তাঁহার কেতু বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন ভীম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শরনিকর দ্বারা দুর্জ্জয়ের মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশ্বগণ ও সারথির সহিত যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ দুঃখিতমনে অবিরল বাষ্পাকুল-লোচনে সেই দিব্যাভরণভূষিত, ক্ষিতিতলে নিপতিত, ভুজঙ্গের ন্যায় বিলুণ্ঠমান দুর্জ্জয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সেই প্রবল বৈরী কর্ণকে রথশূন্য করিয়া হাস্যমুখে শতঘ্নীতে যেমন শঙ্কু বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কর্ণের গাত্রে শরনিকর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহারথ কর্ণ ভীমের সায়কসমূহে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়াও তৎকালে রোষপরবশ বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিলেন না।"

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীম-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ ভীমসেনের ভীষণ শরপ্রভাবে পুনরায় রথশূন্য ও পরাজিত হইয়া সত্বর অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেমন মিলিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় আকর্ণাকৃষ্ট শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া পুনরায় শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাঁহাকে প্রথমতঃ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক এক শাণিত সায়কে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম যেমন অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে ও কশা দ্বারা অশ্বকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ত্রিষষ্টি সায়কে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।

এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেন-শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত-লোচনে সৃক্কণী লেহনপূর্ব্বক ভীমের সংহারার্থ ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সর্ব্বদেহবিদারণক্ষম এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিচিত্রপুঙ্খ শিলীমুখ কর্ণের কার্ম্মুক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ভীমের দেহ ভেদপূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অবিচারিতমনে এক চতুর্হস্তপরিমিত, ষট্‌কোণ সম্পন্ন, সুবর্ণমণ্ডিত, অশনি-সদৃশ, গুরুতর গদা গ্রহণপূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই গদাঘাতে কর্ণের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন; তৎপরে শরনিকরে তাঁহার সারথিকে সংহারপূর্ব্বক ক্ষুর দ্বারা ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্বহীন সারথিবিহীন ও ধ্বজশূন্য রথ পরিত্যাগ করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে রথশূন্য হইয়াও শত্রুনিবারণে উদ্যত দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম।

কর্ণসাহায্যকারী দুর্ম্মুখ বধ—কর্ণ-পলায়ন

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ম্মুখকে কহিলেন, 'হে দুর্ম্মুখ! ভীমসেন কর্ণকে রথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব তুমি অবিলম্বে উহাকে রথে আরোপিত কর। দুর্ম্মুখ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সত্বর কর্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক ভীমকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; তখন মহাবীর ভীম দুর্ম্মুখকে কর্ণের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে সৃক্কণী লেহন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শরপ্রয়োগপূর্ব্বক কর্ণকে নিবারণ করিয়া, অবিলম্বে দুর্ম্মুখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব্ব সুমুখ নয় বাণে তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মুখ বিনষ্ট হইলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং দুর্ম্মুখকে শোণিতলিপ্তকলেবর, ভিন্নমর্ম্ম ও ধরাসনে শয়ান অবলোকনপূর্ব্বক

মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীম-নিক্ষিপ্ত রুধিরপায়ী হেমচিত্রিত সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ-সমুদয় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার কবচ ভেদ ও শোণিত পানপূর্ব্বক ভূতলে প্রবেশপূর্ব্বক বিলমধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত উরগসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর কর্ণ অবিচারিতচিত্তে সুবর্ণখচিত ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত নারাচ ভীমের দক্ষিণভুজ ভেদ করিয়া, পক্ষিগণ যেমন কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। দিনকর অস্তগত হইলে তাঁহার ভাস্বর অংশুজাল যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ণ-নিক্ষিপ্ত নারাচনিকর ধরাতলে প্রবেশ করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ঐ সকল মর্ম্মভেদী নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া জলধারাস্রাবী অচলের ন্যায় অনবরত রুধিরক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পতগরাজ গরুড়ের তুল্য বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এবং সাত শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশাঃ কর্ণ ভীমের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া সমর পরিহারপূর্ব্বক বেগগামী তুরঙ্গ-সমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম সুবর্ণখচিত শরাসন বিস্ফারিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিলেন।"

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীমহস্তে কর্ণপরাজয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ত্রাস

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অকিঞ্চিৎকর পুরুষকারে ধিক্! আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি। মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণকে রণস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সে ভীমের শরে নিপীড়িত হইয়া তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না। কর্ণের সমান যোদ্ধা পৃথিবীমধ্যে আর কেহই নাই, আমি এই কথা দুর্য্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। মন্দবুদ্ধিপরায়ণ দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছিল, 'কর্ণ মহাবলপরাক্রান্ত, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লমশূন্য; তিনি আমার সহায় হইলে হতবীর্য্য বিচেতনপ্রায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরগণও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না।' কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি করিতেছে? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা দুর্য্যোধন মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে একান্ত অপটু একমাত্র দুর্ম্মুখকে হুতাশনমুখে পতঙ্গের ন্যায় সমরে প্রেরণ করিয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ ও কৃপ—ইঁহারা কর্ণের সহিত সমবেত হইয়া ভীমের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন না। ইঁহারা সেই কালান্তক যমসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের অযুত নাগতুল্য বল ও ক্রূর ব্যবসায় অবগত হইয়া কি নিমিত্ত তাঁহার রোষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন? কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক ভীমকে অনাদর করিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অসুরবিজয়ী সুররাজের ন্যায় ভীমসেন তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে। অতএব ভীমকে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ভীম ধনঞ্জয়কে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, বজ্রপ্রহারে উদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন অসুরের ন্যায় কে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার সমক্ষে গমন বা অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? মনুষ্য কৃতান্ত-নিকেতনে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু ভীমের হস্তে নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধপরায়ণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই সমস্ত অল্প-তেজঃসম্পন্ন মনুষ্যেরা বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া কৌরবগণসমক্ষে সভামধ্যে আমার পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দুঃশাসন দুর্য্যোধনের সহিত তাহা স্মরণ ও কর্ণকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া ভয়প্রযুক্ত ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন সভামধ্যে বারংবার কহিয়াছিল, 'আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত

হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব।' কিন্তু সে এক্ষণে ভীমের বাহুবলে কর্ণকে পরাজিত ও রথশূন্য নিরীক্ষণ এবং কৃষ্ণের সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখানবিষয় স্মরণ করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। সে স্বদোষে ভ্রাতৃগণকে ভীমসেনশরে নিহত দেখিয়া অতিশয় আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ জীবিতলাভার্থী ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকূলে গমন করিবে? বোধ হয়, মনুষ্য বাড়বানলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু ভীমের সম্মুখে গমন করিলে তাহার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ রোষপরবশ হইলে প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণসংশয় হইয়া উঠিয়াছে।

ভীমহস্তে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্ম্মর্ষণাদি বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি এক্ষণে এই লোকক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্বালিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য যেমন হিতকর ঔষধপানে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়, তদ্রূপ আপনিও সুহৃদগণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। হে নরোত্তম! আপনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্জ্জয় কালকূট পান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোদ্ধগণ সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অনন্তর আপনার আত্মজ দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর ও জয়—এই পাঁচ সহোদর কর্ণের পরাজয়-দর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শলভশ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেবরূপী রাজকুমারগণকে সহসা সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতি আপনার আত্মজগণকে ভীমের সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত সুতীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বর কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক ভীমের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই দুর্ম্মর্ষণপ্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতাকে অশ্ব ও সারথির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুসুম-সুশোভিত পাদপদল যেমন সমীরণপ্রভাবে ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারা সারথিদিগের সহিত গতাসু হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার আত্মজগণকে বিনাশ করিলেন দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র কর্ণ ভীমের নিশিত শরে নিবারিত হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; ভীমও রোষারুণলোচনে শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীম-কর্ণের পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ—কর্ণপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ আপনার আত্মজগণকে ভীমশরে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট ও আত্মরক্ষায় হতাশ হইলেন এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষে আপনার পুত্রগণ নিহত হইতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎকালে আপনাকে অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক রোষপরবশ হইয়া সসম্ভ্রমে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ প্রথমতঃ তাঁহাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্যমুখে স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন সেই কর্ণনির্ম্মুক্ত শরনিকর লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহার উপর আনতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় সুতীক্ষ্ণ পাঁচ বাণে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শরজালে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর

বৃকোদর ক্রোধভরে কর্ণের সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার হাস্যমুখে তাঁহার স্বর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ কর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে গদা গ্রহণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই কর্ণ-নির্ম্মুক্ত গদা আগমন করিতে দেখিয়া সর্ব্ব-সৈন্যসমক্ষে শরনিকরে নিবারণপূর্ব্বক কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অজস্র সহস্র সহস্র শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমের শরনিকর নিরাস করিয়া অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

কর্ণসাহায্যকারী চিত্রাদি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র বধ

তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর্ণের প্রতি নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ শর কর্ণের কবচ ও দক্ষিণভুজ ভেদ করিয়া পন্নগগণ যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীম-শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা যত্নবান্ হইয়া সত্বর কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হও।' হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ ও চিত্রবর্ম্মা—ইঁহারা জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শর-বর্ষণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহারা উপস্থিত না হইতে হইতেই তাঁহা-দিগকে এক এক শরে বিনাশ করিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বাতভগ্ন মহীরুহের ন্যায় সমরভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার মহারথ পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বিদুরের সেই সমস্ত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীরদ্বয় স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরজালে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া দিনকর-করজাল-সংবলিত জলধরযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রোষপরবশ হইয়া প্রভা-ভাস্বর নিশিত ষট্ত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণের কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, সূতপুত্র কর্ণও আনতপর্ব্ব পঞ্চাশৎ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রক্তচন্দনচর্চ্চিত বীরদ্বয় শরব্রণাঙ্কিত[১] ও শোণিতসিক্তকলেবর হইয়া উদিত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের বর্ম্ম ছিন্ন-ভিন্ন ও দেহ রুধিরোক্ষিত হওয়াতে তাঁহারা নির্ম্মোকমুক্ত উরগদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় দশনপ্রহারে সমুদ্যত ব্যাঘ্র-দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শস্ত্রপ্রহার ও জলধারাবর্ষী জলধরযুগলের ন্যায় পরস্পরের উপর অনবরত শর-ধারা বিসর্জ্জিত করিতে লাগিলেন এবং মাতঙ্গদ্বয় যেমন বিশাল দশন দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা সায়ক বর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কখন সিংহনাদ, কখন শরবর্ষণ, কখন ক্রীড়া, কখন রোষকষায়িত-লোচনে পরস্পরকে অবলোকন ও কখন বা রথ দ্বারা মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সিংহসদৃশ মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় গাভীলাভার্থ সমুৎসুক বৃষভ-দ্বয়ের ন্যায় গভীর নিনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্র ও বৈরোচনের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিদ্যুদ্দাম-সম্বলিত অম্বুদের ন্যায় সমরাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বারিধারা-সদৃশ সুপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা পর্ব্বত-সদৃশ কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কার্ম্মুকনিস্বন অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ভীমের সেই অদ্ভুত বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও চক্ররক্ষকদ্বয়কে আনন্দিত করিয়া কর্ণের সহিত অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বালিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমের অসাধারণ পরাক্রম, ভুজবীর্য্য ও ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন।"

১। বাণাঘাতজনিত ক্ষতযুক্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ-ভীম যুদ্ধ—শত্রুঞ্জয়াদি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মত্তমাতঙ্গ যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ মহারথ রাধেয় ভীমসেনের জ্যানিনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষণকাল ভীমসেনের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া বৃকোদর-শরে নিপাতিত আপনার পুত্রগণকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিমনায়মান ও দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় ভীমাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জনপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া ক্ষিপ্তরশ্মি ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দিবাকরের করজালের ন্যায় কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ময়ূরপুচ্ছবিভূষিত, রাধেয়-বিসৃষ্ট শর সকল ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিল। তখন কর্ণ-চাপচ্যুত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংস সমুদয়ের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, বাণ-সকল চাপ, ধ্বজ, ছত্র, ঈষামুখ ও রথের ন্যায় উপকরণ হইতে বহির্গত হইতেছে। এইরূপে মহাবীর রাধেয় বেগবান্ সুবর্ণময় শরসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন; কিন্তু মহাবল বৃকোদর তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া নয় বাণে সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত অন্তকসদৃশ শরজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া শাণিত বিংশতি শরে রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। প্রথমে কর্ণ শরজালে ভীমসেনকে যেরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভীমসেন তাঁহাকে সেইরূপ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পক্ষীয় বীরসকল ও চারণগণ ভীম-সেনের বিক্রম-দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ, জয়দ্রথ ও উত্তমৌজা এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যুধামন্যু, সাত্যকি, কেশব ও অর্জ্জুন—এই দশ জন মহারথ ভীমকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্নিবন্ধন সমরস্থলে অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে কুরুরাজ! তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন অতি সত্বর মহাধনুর্দ্ধর সহোদরগণকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা শীঘ্র কর্ণের রক্ষণে যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বৃকোদরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। নচেৎ ভীমনির্ম্মুক্ত শরনিকর রাধানন্দনকে সংহার করিবে।' তখন আপনার সাত পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে ক্রোধভরে ভীমাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মান্তে জলধর যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে আবৃত করে, তদ্রূপ তাঁহারা বৃকোদরকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রলয়কালে সপ্তগ্রহ যেমন সুধাংশুকে পীড়িত করে, তদ্রূপ সেই সপ্ত মহারথ ভীমকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্ব-বৈর স্মরণ করিয়া দৃঢ়তর মুষ্টি-সুশোভিত শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীরগণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের দেহ হইতে প্রাণ নিষ্কাশিত করিয়াই যেন সূর্য্যরশ্মি-সদৃশ সাত শর সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত কনক-মণ্ডিত শাণিত শর-সকল তাহাদিগের হৃদয় বিদারণ ও শোণিত পান-পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত ও আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া ব্যোমচারী বহুসংখ্য গরুড়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আপনার পুত্রেরাও ভিন্নহৃদয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পতনসময়ে বোধ হইল যেন, গিরিসানু-সমুৎপন্ন বনস্পতি গজভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! এইরূপে শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্র, চিত্রা-য়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ—আপনার এই সাত পুত্র নিপাতিত হইলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডবপ্রিয় বিকর্ণের নিমিত্ত বৃকোদর শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বিকর্ণ! আমি তোমাদিগের শত ভ্রাতাকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন নিবন্ধনই আজি তুমি নিহত হইলে। তুমি আমাদিগের, বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনে একান্ত তৎপর। হে ভ্রাতঃ! তুমি যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, এই মনে

করিয়া ন্যায়ানুসারে রণস্থলে আগমন করিয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা ন্যায়ানুগত নহে।'

হে কুরুরাজ! ভীমসেন এইরূপে রাধেয়-সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহা-ধনুর্দ্ধর ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনাকে জয়শালী বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সুমহান্ বাদিত্র শব্দ করিয়া ভ্রাতার সিংহনাদ সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির মহাবীর বৃকোদরের সঙ্কেত-শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া শস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন একত্রিংশৎ সহোদরকে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সার্থক হইতেছে। মহারাজ দুর্য্যোধন এই প্রকার চিন্তা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও দুরাত্মা কর্ণ দ্যূতক্রীড়াকালে সভামধ্যে পাঞ্চালীকে সমানীত করিয়া সমস্ত পাণ্ডুপুত্রের, কৌরবগণের ও আপনার সমক্ষে কৃষ্ণাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, 'কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট ও চির নরকগামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর।' এক্ষণে সেই পরুষবাক্যের ফলোদয়কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনার পুত্রেরা মহাত্মা পাণ্ডবগণকে ষণ্ডতিল প্রভৃতি কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাদের মনে যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, মহাবীর ভীমসেন ত্রয়োদশ বৎসরের পর সেই ক্রোধাগ্নি উদ্গিরণ-পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতেছেন। মহাত্মা বিদুর অনেক বিলাপ করিয়াও আপনাকে শান্তিপক্ষ অবলম্বন করাইতে সমর্থ হয়েন নাই; এক্ষণে আপনি পুত্রের সহিত সেই ক্ষত্তার বাক্য-লঙ্ঘনের ফলভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধীর ও তত্ত্বার্থদর্শী হইয়াও দৈববিড়ম্বনা বশতঃ সুহৃদের হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন না। এক্ষণে শোক সংবরণ করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনিই স্বীয় দুর্নীতি নিবন্ধন আপনার পুত্রগণের বিনাশ-হেতু হইয়াছেন। হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার যে যে মহারথ পুত্রেরা ভীমের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, সকলেই শমন-সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার নিমিত্তই আমাকে মহাবীর ভীমসেন ও কর্ণের শরে সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে নিপাতিত অবলোকন করিতে হইল।"

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

পুনঃ পুনঃ ভীম-কর্ণসমর—কৌরবপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! বোধ করি, এক্ষণে আমারই সেই মহতী দুর্নীতির পরিণাম সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত চিন্তা করা নিতান্ত অনাবশ্যক, এই মনে করিয়া বিগত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি; তুমি আমার দুর্নীতি নিবন্ধন যে মহান্ বীরক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ ও ভীম উভয়ে বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীমনামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শর-সমুদয় কর্ণের জীবন ভেদ করিয়াই যেন তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ-নির্ম্মুক্ত ময়ূরপুচ্ছলাঞ্ছিত অসংখ্য শরও বৃকোদরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐ মহাবীরদ্বয়ের শর সমুদয় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে কৌরব-পক্ষায় সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় শরাসন-নির্ম্মুক্ত আশীবিষসদৃশ ভীষণ শরনিকরে কৌরবসৈন্য-সমুদয়কে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বায়ুভগ্ন বনস্পতি সমুদয়ের ন্যায় তীক্ষ্ণশর-নিপাতিত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র কৌরব-সৈন্য ভীমের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া, 'এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!' এই বলিতে বলিতে সকলে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণও ঐ সময় বিমোহিতপ্রায় হইয়া স্বপক্ষ অসংখ্য কৌরবসৈন্য সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট সিন্ধু, সৌবীর ও কৌরবসৈন্যসমুদয় মহাবীর কর্ণ ও ভীম-সেনের শরে উৎসারিত ও অশ্ব-গজবিহীন হইয়া

তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল এবং কহিতে লাগিল, 'নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দেবতারা পাণ্ডবের নিমিত্ত আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন, নতুবা কর্ণ ও ভীমসেনের শরে আমাদিগেরই বলক্ষয় হইবে কেন?' হে মহারাজ! আপনার সেই ভয়ার্ত্ত সেনা-সমুদয় এই বলিতে বলিতে সেই বীরদ্বয়ের শরনিপাতের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে গমন করিয়া সমরদর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিল

ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের রুধিরে সমরাঙ্গনে শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, ভীরুগণের ত্রাসজনক এক ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইল। নিহত অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও তাহাদিগের অলঙ্কার এবং রাশি রাশি অনুকর্ষ, পতাকা, রথভূষণ, চক্র, অক্ষ ও কূবরবিহীন রথ, গভীরনিস্বন স্বুবর্ণচিত্রিত শরাসন, স্বুবর্ণপুঙ্খ বাণ, নির্ম্মোকমুক্ত পন্নগসদৃশ প্রাস, তোমর, খড়্গ ও পরশু, স্বুবর্ণময় গদা, মুষল ও পট্টিশ এবং বিবিধাকার হীরক[১], শক্তি, পরিঘ ও বিচিত্র শতঘ্নীতে সমরাঙ্গন পরিব্যাপ্ত হইল। শরনিকরসংছিন্ন রাশি রাশি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুলিবেষ্টন, চূড়ামণি ও উষ্ণীষ, স্বর্ণালঙ্কার, তনুত্রাণ,[২], তলত্র[৩], গ্রৈবেয়, বস্ত্র, ছত্র, ব্যজন এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও নরগণের কলেবর ইতস্ততঃ নিপতিত থাকাতে সমরভূমি গ্রহসমুদয়সমাকীর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সংগ্রামদর্শনার্থ সমাগত সিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহাবীরদ্বয়ের অচিন্তনীয় ও অমানুষিক কার্য্যদর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হুতাশন যেমন বায়ুসহায় হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণপূর্ব্বক উহা অনায়াসে দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন কর্ণসমভিব্যাহারে সৈন্যমধ্যে বিচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। গজদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন নলবন বিমর্দ্দন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধ্বজ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে মর্দ্দিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীম ও কর্ণ অসংখ্য সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।"

১। মুখে হীরকলগ্ন অস্ত্র। ২। বর্ম্ম। ৩। দস্তানা।

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীম কর্ণের পুনঃ সমর—কর্ণনিপীড়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভিদ্যমান অচলের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না, তিনি তৈলধৌত নিশিত কর্ণি দ্বারা কর্ণের কর্ণদেশ ভেদপূর্ব্বক অম্বরস্খলিত[১] সূর্য্যজ্যোতির ন্যায় তাঁহার সুচারু কুণ্ডল ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অম্লানমুখে অন্য ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ললাটদেশে আশীবিষোপম দশ নারাচ প্রয়োগ করিলেন। সর্পগণ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীমনিক্ষিপ্ত নারাচনিকর সূতপুত্রের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্ব্বে মস্তকে নীলোৎপলময়ী মালা ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পাইতেন, এক্ষণে ললাটবিদ্ধ নারাচ দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে ভীমের শরে গাঢ়-বিদ্ধ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ রথকূবর অবলম্বনপূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিলেন এবং অল্পকালমধ্যে পুনরায় চৈতন্যলাভপূর্ব্বক ক্রোধভরে মহাবেগে ভীমসেনের রথাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহার উপর গৃধ্রপক্ষবিশিষ্ট শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বলবীর্য্যের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে অনাদরপূর্ব্বক তাঁহার উপর উগ্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কর্ণও রোষপরবশ হইয়া নয় শরে ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

এইরূপে সেই শার্দ্দূলসদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীরদ্বয় প্রতিচিকীর্ষাপরতন্ত্র[২] হইয়া বারিধারাবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় বিবিধ শরজাল বর্ষণ ও তলশব্দ প্রয়োগ করিয়া পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎকালে কৌরব, সৌবীর ও সৈন্ধব সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্ম্ম, ধ্বজ ও শস্ত্র দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দ্দিকে গজারোহী,

১। আকাশ হইতে ভ্রষ্ট। ২। প্রতিকারনিরত—বিপক্ষনিক্ষিপ্ত অস্ত্রে বাধা প্রদানেচ্ছু।

অশ্বারোহী ও রথারোহিগণকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সেই শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক সরোষনয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত ময়ূখমালী[১] দিনকরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ কলেবর ভীমের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কিরণাবৃত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি যে কোন্ সময় শরসমূহ গ্রহণ, কখন্ সন্ধান, কখন্ আকর্ষণ ও কখন্ই বা বিসর্জ্জন করিতেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হইত না। তিনি দুই হস্তে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার ভীষণ শরনিকর হুতাশন-চক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার কার্ম্মুক-নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত অসংখ্য শরজাল আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া সমুদয় দিক্, বিদিক্ ও সূর্য্যপ্রভা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অধিরথনন্দন কর্ণ পুনরায় সুবর্ণভূষিত, শিলাধৌত, গৃধ্রপক্ষযুক্ত, বেগবান্ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুবর্ণনির্ম্মিত শরজাল নিরন্তর ভীমসেনের রথে পতিত হইল। ঐ সমুদয় শর আকাশপথে গমনসময়ে শলভসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি এরূপ লঘুহস্তে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, ঐ শর-সকল এক দীর্ঘ শরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সায়কবর্ষণে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে বৃকোদরের বলবীর্য্য, পরাক্রম ও কার্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর উদ্ধূত সাগরসদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য না করিয়া ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ মণ্ডলীকৃত ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ শরাসন হইতে সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল বিনির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল যেন নভোমণ্ডলে মালা লম্বমান রহিয়াছে।

তখন মহাবীর কর্ণের আকাশে উত্থিত শরজাল ভীমসেনের শরে আহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ভীমসেন ও কর্ণের কনকপুঙ্খ, সরলগামী, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ শরজালে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। তখন প্রভাকরের প্রভানাশ ও সমীরণের গতিরোধ হইয়া গেল এবং কোন পদার্থই নয়নগোচর হইল না। ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ মহাত্মা বৃকোদরের বলবীর্য্য অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন; ভীমসেনও তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বীরদ্বয়বিসৃষ্ট শরনিকর সমীরণের ন্যায় পরস্পর সঙ্ঘট্টিত হইতে লাগিল। সেই শরনিকরের সঙ্ঘর্ষণে নভোমণ্ডলে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম সমধিক পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শর দ্বারা অন্তরীক্ষে কর্ণনিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া তাহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার দহনোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় রোষপ্রদীপ্ত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের গোধানির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রের আঘাতে চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইল। ভয়ঙ্কর তলশব্দ, সিংহনাদ, রথঘর্ঘর রব ও জ্যাশব্দে সমরভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্যান্য যোদ্ধারা পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শনমানসে সংগ্রামে বিরত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক কর্ণের অস্ত্রসমুদয় নিবারণ করিয়া তাহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও ভীমের শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি আশীবিষসদৃশ নয় নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন নয় বাণে নভোমণ্ডলে সেই নয় নারাচ ছেদনপূর্ব্বক কর্ণকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ক্রোধভরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ডসদৃশ এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ কর্ণ সেই ভীমবিসৃষ্ট শর উপস্থিত না হইতে

১। কিরণশালী।

হইতেই হাস্যমুখে তিন শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশপূর্ব্বক নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় ঐ সমস্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে ভীমের তূণীর, ধনুর্জ্যা এবং অশ্বগণের রশ্মি ও যোক্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া সারথিকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি কর্ণশরে সমাহত হইয়া সত্বর তথা হইতে মহাবীর যুধামন্যুর রথে গমন করিল।

তখন কালানলসন্নিভ মহাবীর কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ভীমের ধ্বজ ও পতাকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া এক কনকসমলঙ্কৃত শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মিত্রার্থে সংগ্রামপ্রবৃত্ত সূতনন্দন সেই মহোল্কা সদৃশ মহাশক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মৃত্যু ও জয়ের অন্যতর লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া এক সুবর্ণখচিত চর্ম্ম ও খড়গ গ্রহণ করিলেন। কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক শরে সেই চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে সত্বর কর্ণের রথাভিমুখে ভয়ঙ্কর অসি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত অসি কর্ণের জ্যাসমবেত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অম্বরতল-পরিভ্রষ্ট রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কর্ণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় হাস্য করিয়া এক সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন শত্রুবিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ রুক্মপুঙ্খ সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ভীমের বিশৃঙ্খল যুদ্ধে কর্ণের কটূক্তি

মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণ-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যথিত করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাষী ভীমের অসাধারণ কার্য্য অবলোকনপূর্ব্বক রথে লীন হইয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন। ভীম তাঁহাকে রথমধ্যে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ধ্বজ গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব ও চারণগণ ভীমকে পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গ সংহার করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে কর্ণকে বিনাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ভীম আপনার রথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কর্ণসন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; মহাবীর কর্ণও রোষভরে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত ভীমের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় সমবেত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্রবলে ভীমসেনকে শস্ত্র-বিহীন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ভীত হইয়া অর্জ্জুননিপাতিত পর্ব্বতোপম করিসৈন্য অবলোকনপূর্ব্বক, 'কর্ণ রথ লইয়া কদাচ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না', এই ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রথদুর্গে[১] প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ণকে আর প্রহার করিলেন না এবং আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় হনূমান যেমন মহৌষধিসম্পন্ন গন্ধমাদন উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয়-শরাহত এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ বিশিখজালে সেই হস্তী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি চক্র, অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু রণস্থলে নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তৎসমুদয়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ নিশিত শরনিকরে ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীম কর্ণকে সংহার করিবার বাসনায় বজ্রসার সুদারুণ মুষ্টি উদ্যত করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও অর্জ্জুনের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎকালে সূতপুত্রকে সংহার করিলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার

১। চারিদিকে রথসজ্জায় কল্পিত দুর্গাকার স্থানে।

মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনের প্রাণ সংহার করিলেন না। অনন্তর তিনি ধাবমান হইয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা ভীমের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ কর্ণের কার্ম্মুক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, 'হে তূবরক! তুমি মূঢ়, উদরপরায়ণ, সংগ্রামকাতর ও বালক। তুমি অস্ত্রবিদ্যা কিছুমাত্র অবগত নহ; রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। যে স্থানে বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় আছে, তুমি সেই স্থানেরই যোগ্য। তুমি অরণ্যমধ্যে পুষ্প ও ফলমূল আহার করিয়া ব্রত ও নিয়ম-প্রতিপালনে অভ্যস্ত; যুদ্ধ করা তোমার কার্য্য নহে। মুনিব্রত ও যুদ্ধ পরস্পর অনেক ভিন্ন। হে বৃকোদর! তুমি বনবাসনিরত অতএব রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করা তোমার বিধেয়। তুমি আহারের নিমিত্ত স্বীয় গৃহে সূদ, ভৃত্য ও দাসগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাড়না করিতে পার; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য নহে! তুমি মুনিজনের ন্যায় বনে গমনপূর্ব্বক ফল আহরণ কর। ফলমূলাহার ও অতিথি-সৎকারই তোমার উপযুক্ত কার্য্য; শস্ত্র গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে।'

হে মহারাজ! সূতপুত্র ভীমসেনকে এইরূপে উপহাস করিয়া, তিনি বাল্যাবস্থায় যে সকল অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সেই রণক্লান্ত বৃকোদরকে ধনুষ্কোটি দ্বারা স্পর্শ করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'ওহে ভীম! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা তোমার বিধেয় নহে। আমার সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এইরূপ এবং অন্যরূপ অবস্থাও ঘটিয়া থাকে। অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিদ্যমান আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি বালক, তোমার যুদ্ধে প্রয়োজন কি? অবিলম্বে গৃহে গমন কর।'

মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মূঢ় কর্ণ! আমি তোমাকে অনেকবার পরাজিত করিয়াছি। তবে কেন তুমি বৃথা আত্ম-শ্লাঘা করিতেছ? পূর্ব্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয়-পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন। হে দুষ্কুলোদ্ভব! তুমি একবার আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে আজই আমি সমস্ত রাজ-গণ-সমক্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত বৃহৎকায় কীচকের ন্যায় তোমাকে সংহার করিব।' তখন মতিমান্ কর্ণ ভীমের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর-সমক্ষে মল্ল-যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইলেন।

ভীমনিন্দায় ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের কর্ণ-আক্রমণ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে রথবিহীন করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা আরম্ভ করিলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন কেশবের বাক্যানু-সারে কর্ণের উপর শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থবিসৃষ্ট, কনক-সমলঙ্কৃত, গাণ্ডীব-বিনির্গত, ভুজঙ্গাকার শরসমুদয় ক্রৌঞ্চপর্ব্বতগামী হংসের ন্যায় কর্ণের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভীম ইতিপূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অর্জ্জুন-শরে দৃঢ়তর আহত হইয়া রথারোহণে সত্বর ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন; মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকির রথে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গনে ভ্রাতা সব্যসাচীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধারুণ-লোচনে অতি সত্বরে কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত নারাচ ভুজগ-লোলুপ গরুড়ের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে কর্ণের উপর পতনোন্মুখ হইল। ঐ সময় মহারথ অশ্বত্থামা ধনঞ্জয়-হস্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার বাসনায় শর দ্বারা আকাশমার্গেই সেই নারাচ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে দ্রোণতনয়! পলায়ন না করিয়া ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর।' শর-নিপীড়িত অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ না করিয়া সত্বর মত্তমাতঙ্গ-সমাকীর্ণ রথসঙ্কুল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত কৌন্তেয় গাণ্ডীব-নির্ঘোষে অন্যান্য সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুকের নিস্বন

তিরোহিত করিয়া পশ্চাদ্ভাগে অনতিদূরে প্রস্থিত অশ্বত্থামাকে শরনিকরে ত্রাসিত করিয়া কঙ্কপত্রালঙ্কৃত নারাচসমূহে নর, বারণ ও অশ্বগণের দেহ বিদারণপূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন।"

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি কর্ত্তৃক অলম্বুষ নৃপতি বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! প্রতিদিনই আমার প্রদীপ্ত যশঃ ক্ষীণ এবং বহুসংখ্যক যোদ্ধা বিপক্ষশরে নিহত হইতেছে। অতএব বোধ হয়, দৈব আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা ও কর্ণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সুরগণেরও অপ্রবেশ্য কৌরব-সৈন্যমধ্যে রোষভরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভূতবলশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনিপ্রবীর সাত্যকির সহিত মিলিত হওয়াতে তাহার পরাক্রম পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি অগ্নি যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শোকানল আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমি জয়দ্রথ প্রভৃতি মহীপালগণকে যেন কালগ্রাসে নিপতিত বোধ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এক্ষণে তাঁহার নেত্রগোচর হইয়া কিরূপে প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইবেন? আমার বোধ হইতেছে যেন, সিন্ধুরাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সাহায্যার্থ নলিনীদলপ্রমাথী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বারংবার কৌরব-সৈন্যসকল সংক্ষোভিত করিয়া ক্রোধভরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি কিরূপে সংগ্রাম করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর মহারথ সাত্যকি কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত পুরুষপ্রবীর বৃকোদরকে গমন করিতে দেখিয়া রথারোহণে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক ক্রোধে শরৎকালীন দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কৌরবপক্ষীয় সেনাগণকে বিকম্পিত করিয়া শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন রজতের ন্যায় ধবলবর্ণ অশ্বসমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অমর্ষপূর্ণ, সমরে অপরাঙ্মুখ, শরাসন ও সুবর্ণবর্ম্মধারী মহারাজ অলম্বুষ সেই মাধবকুলতিলক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের অভূতপূর্ব্ব ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধারা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ সাত্যকিকে লক্ষ্য করিয়া দশ শর পরিত্যাগ করিলে তিনি তৎসমুদয় উপস্থিত না হইতে হইতেই শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ অলম্বুষ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া পুনরায় অগ্নিকল্প সুতীক্ষ্ণ সুপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। ঐ শরত্রয় সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে অলম্বুষ অগ্নি ও অনিলসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন অতিভাস্বর শরত্রয়ে সাত্যকির দেহ ভেদ করিয়া চারি বাণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধবলকায় চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর চক্রধরসদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি মহাবেগসম্পন্ন চারি শরে অলম্বুষের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন; পরে কালানলসন্নিভ ভল্ল দ্বারা অলম্বুষের সারথির কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশিপ্রকাশ বদনমণ্ডল কলেবর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে যদুকুলতিলক সাত্যকি মহারাজ অলম্বুষকে বিনাশ করিয়া কৌরবসৈন্যগণকে নিবারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনসন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোদুগ্ধ, কুন্দ, ইন্দু ও হিমসবর্ণ, সুবর্ণজালজড়িত, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ তাঁহার অভিলাষানুসারে তাঁহাকে ইতস্ততঃ বহন করিতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজগণ ও যোধসকল যোদ্ধপ্রধান দুঃশাসনকে সম্মুখীন করিয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সৈন্যগণের সহিত সাত্যকিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন; মহাবীর সাত্যকিও অগ্নিকল্প শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সত্বর দুঃশাসনের অশ্বগণকে বিনষ্ট করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।"

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

যুদ্ধজয়ী সাত্যকির অর্জ্জুন অভিমুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন সুবর্ণ-ধ্বজসম্পন্ন ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ সেই শিনি-বংশাবতংস সাত্যকিকে ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে দুঃশাসনের রথাভিমুখে সমুদ্যত ও অসীম কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে রথ-সমুদয় দ্বারা তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া নিবারণপূর্ব্বক শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি একাকী অসি, শক্তি ও গদাসঙ্কুল, তলনিস্বনপূর্ণ, অপার জলধিসদৃশ সেই মহাসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে ত্রিগর্ত্তদেশীয় পঞ্চাশৎ রাজপুত্রকে পরাজিত করিলেন। মহাবীর সাত্যকির এমনি অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতি দেখিলাম যে, তাঁহাকে পশ্চিমদিকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পুনরায় তিনি নয়নপথে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সেই মহাবীর সাত্যকি একাকী শত রথীর ন্যায় মুহূর্ত্তকালমধ্যে নৃত্য করিয়াই যেন সমস্ত দিগ্বিদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্ত সেনারা সিংহবিক্রান্ত সাত্যকির দ্রুতগতি দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বজন-সমীপে প্রস্থান করিল। তখন শূরসেন-দেশীয় প্রধানতম বীরগণ অঙ্কুশ দ্বারা যেমন মত্তমাতঙ্গকে নিবারণ করে, তদ্রূপ সাত্যকিকে শর-নিপীড়িত করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম সাত্যকি মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুরতিক্রমণীয় কলিঙ্গদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহাবাহু ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন। সন্তরণক্লান্ত ব্যক্তি স্থলভাগ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, সাত্যকি পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন।

মহাত্মা কেশব সাত্যকিকে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'পার্থ! ঐ তোমার পদানুসারী শৈনেয় আগমন করিতেছে। ঐ মহাবীর তোমার শিষ্য এবং প্রাণাধিক প্রিয়সখা! উনি পুরুষর্ষভ সমস্ত যোদ্ধৃগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া পরাজিত করিয়াছেন। উনি কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণের প্রতি ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছেন, উঁহার শরপ্রভাবে দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পরাজিত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজের হিত-সাধনে নিরত। উনি সৈন্যমধ্যে বহুতর যোধগণকে নিপাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং একাকী বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক সৈন্য-সমুদয় ভেদ করিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বহুতর মহারথদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কৌরবদলে উঁহার সদৃশ যোদ্ধা কেহই নাই। সিংহ যেমন গোযূথ হইতে অনায়াসে বহির্গত হয়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর অসংখ্য কুরুসৈন্য বিনাশ করিয়া তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন। উঁহার প্রভাবেই অসংখ্য নরপতিদিগের পঙ্কজসদৃশ বদনমণ্ডলে বসুধা সমাকীর্ণ হইয়াছে। উনি জলসন্ধকে বিনষ্ট, দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃ-গণকে পরাজিত এবং কৌরবগণকে সংহারপূর্ব্বক শোণিতনদী প্রবাহিত করিয়া এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।'

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বিমনায়মান হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! সাত্যকির আগমনে আমার কিছুমাত্র প্রীতি হইতেছে না। ধর্ম্মরাজ সাত্যকিবিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না, সন্দেহ। সাত্যকির উপর ধর্ম্মরাজের রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল; তবে উনি কিরূপে আমার নিকট আগমন করিতেছেন? অতএব বোধ হয়, ধর্ম্মরাজ দ্রোণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন এবং জয়দ্রথ-বধেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। হে কেশব! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা যুদ্ধার্থে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইলাম। এখন ধর্ম্মরাজের তত্ত্বাবধারণ ও সাত্যকিকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ দিকে দিবাকর প্রায় অস্তাচলশিখরে গমন করিতেছেন, জয়দ্রথকেও শীঘ্র বিনাশ করিতে হইবে। হে মাধব! সম্প্রতি মহাবাহু সাত্যকির শর-সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে তিনি স্বয়ং অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে; কিন্তু সহায়সম্পন্ন ভূরিশ্রবা এখনও শ্রান্ত হয় নাই। সাত্যকি কি উঁহার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবেন? মহাতেজস্বী সত্যবিক্রম সাত্যকি কি সমুদ্রপার হইয়া গোষ্পদে অবসন্ন হইবেন? হে কেশব! ধর্ম্মরাজের

*এ কি বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখিতেছি। তিনি দ্রোণা-*চার্য্যের ভয়ে শঙ্কিত না হইয়া সাত্যকিকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য আমিষ-গ্রহণার্থী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সতত ধর্ম্মরাজের গ্রহণে অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার কুশল-বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিতেছে।

——

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভূরিশ্রবার সাত্যকি-আক্রমণ—ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভূরিশ্রবা যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে শৈনেয়! আজ ভাগ্যক্রমে তুমি আমার নেত্রগোচর হইয়াছ। আমি এক্ষণে রণস্থলে চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করিব, সন্দেহ নাই। যদি তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হও, তাহা হইলে প্রাণসত্ত্বে কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি সতত শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক; আজ আমি তোমার প্রাণসংহার করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আনন্দিত করিব। আজ মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমবেত হইয়া তোমাকে আমার শরানলে দগ্ধ ও ভূতলে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিবেন। তুমি যাঁহার আদেশানুসারে সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজ তোমাকে আমার শরজালে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইবেন। আজ তুমি নিহত ও রুধিরোক্ষিতকলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন আমার বিক্রমের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবেন। হে শৈনেয়! তোমার সহিত সংগ্রামে সমাগম আমার চির-প্রার্থনীয়। পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে দানবরাজ বলির সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ আজ তোমার সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, তুমি আমার বল, বীর্য ও পৌরুষ সম্যক্ অবগত হইবে। আজ তুমি রামানুজ লক্ষ্মণের শরে নিহত রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিতের ন্যায় শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া যমরাজের রাজধানীতে গমন করিবে। আজ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির তোমার বিলাপদর্শনে উৎসাহশূন্য হইয়া *নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। আজি আমি* তোমাকে নিশিত সায়কে সংহার করিয়া তোমার শর-নিহত বীরবর্গের রমণীগণকে আনন্দিত করিব। হে মাধব! তুমি সিংহের নয়নপথে নিপতিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় আমার নেত্রগোচর হইয়াছ; আর তোমার নিস্তার নাই।

হে! মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, 'হে কৌরবেয়! আমি যুদ্ধে ভীত নহি। কেবল বাক্য দ্বারা আমাকে ভয়-প্রদর্শন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে কৌরব! যে আমাকে অস্ত্রশূন্য করিবে, সেই আমাকে সংহার করিতে পারিবে এবং যে আমাকে বিনাশ করিবে, সেই চিরকাল অপ্রতিহতগতি হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে বৃথা বাগ্জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন কি? তুমি যাহা কহিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত কর। তোমার এই আস্ফালন শরৎকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত নিস্ফল; উহা শ্রবণ করিয়া আমি হাস্যসংবরণে অসমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগের চিরপ্রার্থিত যুদ্ধ উপস্থিত হউক। তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যগ্র হইতেছে। রে নরাধম! আজি আমি তোমাকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহাতেজস্বী স্পর্দ্ধা-শীল বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক করিণী-গ্রহণার্থ রোষাবিষ্ট মদোৎকট মাতঙ্গযুগলের ন্যায় ক্রুদ্ধমনে পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অনবরত শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরবর্ষণপূর্ব্বক সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ সায়ক উপস্থিত না হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন শার্দ্দূলদ্বয় নখ দ্বারা ও কুঞ্জরদ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও রথ, শক্তি ও বিশিখজাল দ্বারা

পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন ও গাত্র হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন।

সাত্যকি-রক্ষার্থ পার্থের প্রতি কৃষ্ণের ইঙ্গিত

অনন্তর সেই ব্রহ্মলোকপুরস্কৃত[১] বীরযুগল মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করিবার বাসনায় যূথপতি মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণসমক্ষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমরদর্শী মনুষ্যেরা করিণীগ্রহণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত যূথপতি কুঞ্জরযুগলের ন্যায় তাঁহাদের সেই ঘোরতর যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের অশ্ব বিনষ্ট ও কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসিযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একত্র সমবেত হইলেন এবং অতি বৃহৎ বিচিত্র ঋষভচর্ম্মনির্ম্মিত চর্ম্ম গ্রহণ ও কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই বিচিত্র বর্ম্ম ও কনকাঙ্গদধারী বীরদ্বয় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া ক্রোধভরে পরস্পরকে অসি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া আশ্চর্য্য বল্‌গন[২] এবং শিক্ষালাঘব ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় সেনাগণ-সমক্ষে পরস্পরকে কিয়ৎক্ষণ প্রহার করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই বিস্তীর্ণবক্ষা, দীর্ঘ ভুজযুগলসম্পন্ন, বাহুযুদ্ধকুশল বীরদ্বয় পরস্পরের অসি ও শতচন্দ্রক[৩]-সমলঙ্কৃত চর্ম্ম ছেদনপূর্ব্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং লৌহময় অর্গলতুল্য বাহুযুগল দ্বারা পরস্পরের বাহুবেষ্টন করিয়া ভুজবন্ধন ও ভুজমোক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহাদের শিক্ষাবল-সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন সেই বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে যেমন মাতঙ্গদ্বয় বিষাণাগ্র দ্বারা এবং ঋষভদ্বয় শৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহারা কখন ভুজবন্ধন, কখন মস্তকাঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অঙ্কুশ ও চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদবেষ্টন, কখন ভূতলে উদ্‌ভ্রমণ, কখন গত-প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন এবং কখন বা পাতন, উত্থান ও লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎ-ক্রিয়াবিশেষসম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুনশরে ভূরিশ্রবার বাহু কর্ত্তন

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকির আয়ুধ-সমুদয় অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি রথশূন্য হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন। সাত্যকি তোমার পশ্চাদ্‌ভাগে কৌরব-সৈন্যগণকে ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা উঁহাকে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ উঁহার সম্মুখীন হইয়াছেন; ইহা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।' ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রোধাবিষ্ট ভূরিশ্রবা রথস্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সাত্যকিকে আঘাত করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি অতি দুরূহ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছেন। উনি তোমার শিষ্য; উঁহাকে রক্ষা করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তোমার নিমিত্তই এই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব উনি যাহাতে ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী না হয়েন, শীঘ্র তাহার চেষ্টা কর।' তখন ধনঞ্জয় হৃষ্টচিত্তে বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বনমধ্যে মত্তমাতঙ্গের সহিত যূথপতি পশুরাজের যেরূপ ক্রীড়া হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৃষ্ণিবীর সাত্যকির সহিত কুরুপুঙ্গব ভূরিশ্রবার ক্রীড়া হইতেছে।'

হে ভরতকুলতিলক! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভূরিশ্রবা আঘাত দ্বারা সাত্যকিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন

১। দেববন্দিত। ২। বক্রগতি। ৩। ময়ূরপুচ্ছস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন।

সিংহ যেমন কুঞ্জরকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কাশনপূর্ব্বক সাত্যকির কেশাকর্ষণ ও বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি দণ্ডদ্বারা চালিত কুলালচক্রের ন্যায় কেশধারী ভূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! ঐ দেখ, অন্ধকশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্বিদ্যায় তোমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন; কিন্তু আজ ভূরিশ্রবা উঁহাকে পরাভব করাতে উঁহার সত্যবিক্রম নাম ব্যর্থ হইতেছে।' মহাবাহু অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভূরিশ্রবাকে ভূয়সী প্রশংসা পূর্ব্বক কহিলেন, 'কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিপ্রবার সাত্যকিকে বিনাশ না করিয়া, মৃগেন্দ্র যেমন অরণ্যমধ্যে মহাগজকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম।' মহাবীর অর্জ্জুন মনে মনে ভূরিশ্রবার এইরূপ প্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে মাধব! আমি নিয়ত সিন্ধুরাজকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্নিমিত্ত ভূরিশ্রবা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়েন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি সাত্যকির রক্ষার্থ এই দুরূহ কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম।' মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া গাণ্ডীব-শরাসনে নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই অর্জ্জুনবিসৃষ্ট দারুণ ক্ষুরপ্র আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় ভূরিশ্রবার অঙ্গদ-সুশোভিত খড়্গ-সমবেত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল।"

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার অর্জ্জুন তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদমণ্ডিত সখড়্গ ভুজদণ্ড অদৃশ্য অর্জ্জুনের শরে নিকৃত্ত হইয়া জীবলোকের দুঃসহ দুঃখ উৎপাদনপূর্ব্বক পঞ্চাস্য উরগের ন্যায় মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভূরিশ্রবা আপনাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'হে কৌন্তেয়! আমি অনন্যমনে কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলাম, সেই অবস্থায় তুমি আমার বাহুচ্ছেদন করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার বধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি তাঁহাকে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবাকে সাত্যকিবধরূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সংহার করিয়াছি? হে ধনঞ্জয়! তুমি যে প্রকারে আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, ঐরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান্ রুদ্র কিংবা মহাবীর দ্রোণ অথবা মহাত্মা কৃপাচার্য্য তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন? তুমি অন্যান্য বীর অপেক্ষা অস্ত্রধর্ম্ম সমধিক অবগত আছ, তবে কি বুঝিয়া তোমার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রহার করিলে? সাধুলোকেরা প্রমত্ত, ভীত, রথশূন্য, প্রার্থনাপরতন্ত্র ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করেন না, কিন্তু তুমি এই নীচাচরিত নিতান্ত দুষ্কর পাপকর্ম্মে কিরূপে প্রবৃত্ত হইলে? আর্য্য ব্যক্তি অনায়াসেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন; কিন্তু অসৎকার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। হে মহাত্মন্! মনুষ্য যেরূপ মনুষ্যের সহবাসে কালযাপন করে, অবিলম্বে তাহারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমাতেই সম্যক্ লক্ষিত হইতেছে। দেখ, তুমি রাজবংশে, বিশেষতঃ কুরুকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; তুমি অতি সুশীল ও ব্রতপরায়ণ; কিন্তু এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে, কৃষ্ণেরই অভিপ্রেত; এরূপ অভিপ্রায় তোমাতে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হে পার্থ! বাসুদেবের সহিত যাঁহার সখ্যভাব নাই, এমন কোন ব্যক্তিই অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে অর্জ্জুন! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়[১] এবং স্বভাবতঃই নিন্দনীয়; তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে। তুমি কিরূপে তাহাদিগের মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও?'

১। ক্ষত্রিয়-সংস্কারবর্জ্জিত—ক্ষত্রিয়ধর্ম্মভ্রষ্ট।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মনুষ্য জরা-জীর্ণ হইলে তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে আমাকে যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদয়ই নিরর্থক। তুমি কৃষ্ণকে ও আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি সংগ্রামধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রানুশাসন লঙ্ঘনে পরাঙ্মুখ হইয়া কি নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করিব? তুমি ইহা অবগত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদেরই বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। হে মহারাজ! রণস্থলে আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদিগকে কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অগ্রে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। সেই সকল ব্যক্তি রক্ষিত হইলে রাজা সুরক্ষিত হইয়া থাকেন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগেরই নিমিত্ত নিতান্ত দুষ্কর প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধী ও দক্ষিণবাহুস্বরূপ। যদি তাঁহাকে নিহন্যমান দেখিয়া উপেক্ষা করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। আমি এই কারণে সাত্যকিকে রক্ষা করিয়াছি; অত-এব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা রোষাবিষ্ট হইতেছ? হে রাজন্! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, সেই অবস্থায় আমি তোমার করচ্ছেদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কদাচ নিন্দনীয় নহি। আমি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমাকুল, সিংহনাদবহুল, অতি গভীর সৈন্যসাগরমধ্যে কখন কবচকম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্জ্যা আকর্ষণ ও কখন বা শত্রুগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই ভীষণ সমরসাগরে একমাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই মনে করিয়া তৎকালে আমি বিস্ময়বিচলিত হইয়াছিলাম। হে মহাবীর! সমর-পারদর্শী সাত্যকি একাকী অসংখ্য মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক শ্রান্ত, শ্রান্তবাহন, শস্ত্রনিপীড়িত ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তুমি কিরূপে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া আপনার শৌর্য্যাধিক্য প্রকাশ করিতে বাসনা করিলে? তুমি খড়্গ দ্বারা সাত্যকির শিরশ্ছেদন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে; সুতরাং আমায় তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ ব্যক্তি আত্মীয়কে তদ্রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে সমুদ্যত হইয়াছিলে; অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্ত্তব্য।'

বাহুচ্ছেদে নির্ব্বিণ্ন ভূরিশ্রবার যোগাবলম্বন

হে মহারাজ! মহাযশস্বী যূপকেতু[১] ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাবীর সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ব্রহ্মলোকগমনাভিলাষে সব্যহস্তে[২] শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে ইন্দ্রিয়গ্রাম সমর্পণ, সূর্য্যে দৃষ্টিসন্নিবেশ ও চন্দ্রে মনঃ-সমাধানপূর্ব্বক মহোপনিষদ্[৩] ধ্যান করিয়া যোগারূঢ় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তখন সমুদয় সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিন্দা এবং পুরুষর্ষভ ভূরিশ্রবাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিন্দাবাদশ্রবণে কিছুমাত্র কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন না; ভূরিশ্রবাও প্রশংসিত হইয়া অণুমাত্রও আহ্লাদিত হইলেন না। হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের ও ভূরিশ্রবার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অক্রুদ্ধ-মনে পবিত্র-বচনে ভূরিশ্রবাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে যূপকেতো! আমাদের পক্ষীয় যে কেহ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিব। আমার এই মহাব্রতের বিষয় সমুদয় ক্ষত্রিয়গণই অবগত আছেন। অতএব ইহা বিচার করিয়া আমাকে নিন্দা করা কর্ত্তব্য। যথার্থ ধর্ম্ম না জানিয়া অন্যকে নিন্দা করা কদাপি বিধেয় নহে; আমি যে তোমাকে প্রভূত অস্ত্র-শস্ত্রসহকারে অস্ত্রহীন সাত্যকির প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, তাহা অধর্ম্মসঙ্গত নহে; কিন্তু বল দেখি, রথ, বর্ম্ম ও শস্ত্রবিহীন বালক অভিমন্যুকে

১। যূপ দ্বারা চিহ্নিত রথ। ২। বামকরে। ৩। ব্রহ্ম।

নিহত করা কি ধাম্মিকজনের প্রশংসনীয় কার্য্য হইয়াছে?' হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক ধনঞ্জয় ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বাহুচ্ছেদন করিয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সব্য-হস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণভুজ গ্রহণ ও তাঁহাকে প্রদান করিয়া অধোমুখে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণাদেশে ভূরিশ্রবার সদ্গতি

তখন অর্জ্জুন ভূরিশ্রবাকে কহিলেন, 'হে শল্যাগ্রজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন, নকুল ও সহদেবে আমার যেরূপ প্রীতি, তোমাতেও সেইরূপ প্রীতি আছে। অতএব আমি মহাত্মা কেশবের আদেশানুসারে কহিতেছি যে, উশীনর-তনয় শিবিরাজ যে পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই স্থানে গমন কর।' তখন বাসুদেব কহিলেন, 'হে ভূরিশ্রবা! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্রযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরগণ আমার যে সকল স্থান প্রার্থনা করেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্ব্বক আমার সমান হইয়া গরুড় কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত হও'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার কবল হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া অর্জ্জুনশরে ছিন্নহস্ত, ছিন্নশুণ্ড গজের ন্যায় উপবিষ্ট, নিরপরাধ মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তকচ্ছেদন করিবার বাসনায় খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য উচ্চস্বরে তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীমসেন, উত্তমৌজাঃ, যুধামন্যু, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বৃষসেন ও সিন্ধুরাজ বারংবার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু মহাবীর সাত্যকি কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া খড়্গাঘাতে সেই প্রায়োপবিষ্ট সংযমী ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অর্জ্জুনাহত ভূরিশ্রবাকে নিধন করিলেন বলিয়া কেহই তাঁহার প্রশংসা করিল না। তখন দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ দেবরাজসদৃশ ভূরিশ্রবাকে যুদ্ধে প্রায়োপবেশনানন্তর নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা কহিতে লাগিলেন, 'এ বিষয়ে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই; ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে; অতএব আমাদিগের রোষ-পরবশ হওয়া বিধেয় নহে। ক্রোধ মানবগণের দুঃখের প্রধান কারণ। ভগবান্ বিধাতা সাত্যকির হস্তেই ভূরিশ্রবার বিনাশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই বধ্য, এ বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।'

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধভরে কুরুবংশীয়-দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারী[১] অধার্ম্মিক কৌরবগণ! তোমরা ইতিপূর্ব্বে আমাকে ভূরিশ্রবার বিনাশে বারংবার নিষেধ করিয়া ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করিতেছিলে; কিন্তু অতি বালক অস্ত্রহীন সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুকে নিহত করিবার সময় তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল? আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন কারণে আমাকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিবে, সে মুনিব্রতাবলম্বী হইলেও আমি তাহাকে বিনাশ করিব। যাহা হউক, তোমরা আমাকে অচ্ছিন্নবাহু ও প্রতিঘাতে যত্নবান দেখিয়াও মৃতজ্ঞান করিয়া আপনাদের নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরবপ্রধান যোদ্ধৃগণ! ভূরিশ্রবাকে প্রতিঘাত করা উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন আমার প্রতি স্নেহপ্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালনার্থ উহার খড়্গযুক্ত বাহুচ্ছেদন করিয়া কেবল আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাগ্যে যাহা থাকে, দৈবই তাহা সংঘটন করিয়া দেন। এই সমরাঙ্গনে ভূরিশ্রবাকে নিধন করায় আমার কি অধর্ম্মাচরণ হইয়াছে? মহাকবি বাল্মীকি কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোককে বিনাশ করা বিধেয় নহে। সকল কালেই অসামান্য যত্নসহকারে অরাতিগণের ক্লেশকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।'

হে কুরুরাজ! মহাবীর সাত্যকি এইরূপ কহিলে পর সমস্ত পাণ্ডব ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই অধ্বর[২], মহাযশস্বী, অরণ্যগত তপোধনসদৃশ, ভূরিসুবর্ণপ্রদ[৩] ভূরিশ্রবার বধে কেহই আহ্লাদিত

১। কপট ধর্ম্মের আবরণ। ২। যজ্ঞাচরণে পবিত্র। ৩। বহু স্বর্ণদাতা।

হইলেন না। মহাবীর ভূরিশ্রবার সুনীল কেশকলাপ-সমলঙ্কৃত কপোতনেত্রসদৃশ লোহিতনয়নযুক্ত ছিন্ন-মস্তক সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া অশ্বমেধযজ্ঞভূমিস্থিত পবিত্র অশ্বের ছিন্নমস্তকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা এইরূপে সমরাঙ্গনে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি-ভূরিশ্রবার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনায়াসে সৈন্যসাগর সমুত্তীর্ণ হইল এবং মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মা যাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরিশ্রবা কিরূপে তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি এবং ভূরিশ্রবার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা হইলে অনায়াসে আপনার সন্দেহভঞ্জন হইবে। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরন্দরসদৃশ পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ ও নহুষের পুত্র দেবতুল্য রাজর্ষি যযাতি। দেবযানীর গর্ভে যযাতিরাজের যদু নামে পুত্র সমুৎপন্ন হয়েন। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার বংশে দেবমীঢ় নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ শূর। শূরের পুত্র মহাযশস্বী বসুদেব। মহাবলপরাক্রান্ত শূর ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী ও যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য ছিলেন। তাঁহারই বংশে শিনি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ংবরসময়ে মহাবীর শিনি সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া দেবক-নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর বসুদেবের সহিত দেবকীর পরিণয়-সম্পাদনমানসে তাঁহাকে আপনার রথে আরোপিত করিয়া গৃহগমনে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী সোমদত্ত শিনির এই কার্য্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সেই বীরদ্বয়ের অতি অদ্ভুত বাহুযুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর শিনি অসংখ্য ভূপালসমক্ষে বলপূর্ব্বক সোমদত্তকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তরবারি উদ্যত করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপা প্রকাশ-পূর্ব্বক 'তুমি জীবিত থাক', এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সোমদত্ত শিনির নিকট সেইরূপ আঘাতিত হইয়া অমর্ষিতচিত্তে ভগবান্ ভূত-নাথের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদাতা মহাদেব সোমদত্তের ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, 'হে ভগবন্! আমি এরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি, যে অসংখ্য মহীপালসমক্ষে সমরাঙ্গনে শিনির পুত্র বা পৌত্রকে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে।' ভগবান্ ভূতপতি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণা-নন্তর 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সোমদত্ত সেই বরপ্রভাবে ঐ ভূরিশ্রবা নামে পুত্র লাভ করিয়া-ছিলেন। ভূরিশ্রবা মহাদেবের বরপ্রভাবেই সমস্ত নরপতিগণ-সমক্ষে সমরক্ষেত্রে সাত্যকিকে পাতিত ও পদাহত করিলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদয়ই আপনার কর্ণগোচর করিলাম।

বৃষ্ণিবংশের প্রশংসা

হে কুরুকুলতিলক! সাত্যকিকে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। বৃষ্ণিবংশীয়েরা সমরাঙ্গনে লব্ধলক্ষ্য[1] হইয়া নানাপ্রকার যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। উঁহারা দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের বিজেতা এবং কখন বিস্মিত হয়েন না। উঁহারা স্বীয় বাহুবলেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন, অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। উঁহাদিগের তুল্য বলবান ব্যক্তি কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, হইবেও না এবং এক্ষণেও হইতেছে না। উঁহারা জ্ঞাতিদিগকে অবজ্ঞা করেন না এবং নিয়ত বৃদ্ধগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ এবং রাক্ষসেরাও বৃষ্ণিদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। উঁহারা ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিদিগের দ্রব্যে অভিলাষী নহেন। আপদ্

১। লক্ষ্যবস্তু প্রাপ্ত।

উপস্থিত হইলে যে কেহ তাঁহাদিগের রক্ষিয়তা হয়, তাঁহারা কদাপি পরদ্রব্যে অভিলাষ করেন না। ঐ সত্যবাদী, ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠাননিরত[১] মহাত্মারা বিপুল অর্থশালী হইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বিপদ্‌কালে সমর্থ ব্যক্তিদিগকেও দীন-বোধে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবপরায়ণ, দাতা ও নিরহঙ্কার; তন্নিবন্ধন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের চক্র সতত অপ্রতিহত থাকে। হে রাজন্! যদি কেহ ভূধর-বহনে অথবা জলজন্তুপূর্ণ মহার্ণব সন্তরণেও সমর্থ হয়, তথাপি সে বৃষ্ণিবীরগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। হে প্রভো! আপনার যে বিষয়ে সংশয় ছিল, তদ্বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহা হউক, আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই এইরূপ ঘটিতেছে।"

—

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

জয়দ্রথবধে অর্জ্জুনের সত্বরতা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা তদবস্থ হইয়া নিহত হইলে পুনরায় যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্‌বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা পরলোকগমন করিলে পর মহাবাহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে হৃষীকেশ! তুমি অবিলম্বে জয়দ্রথসমীপে রথসঞ্চালন করিয়া আমাকে সফল-প্রতিজ্ঞ[২] কর। হে মহাবাহো! দিবাকর সত্বর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আমাকে অবিলম্বে এই জয়দ্রথবধরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও প্রাণপণে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব যাহাতে আমি দিবাকর অস্তাচলে গমন না করিতে করিতে জয়দ্রথকে বিনাশপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্বসঞ্চালন কর।' তখন অশ্বলক্ষণবিৎ মহাবাহু কেশব অবিলম্বে জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজত-প্রতিম তুরঙ্গমগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং সিন্ধুরাজ অমোঘাস্ত্র মহাবীর ধনঞ্জয়কে শরসদৃশ বেগশীল অশ্ব-সমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত-নেত্রে তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন-প্রতিরোধে দুর্য্যোধনের অধ্যবসায়

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়দ্রথরথের প্রতি গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে কর্ণ! এক্ষণে অর্জ্জুনের সেই যুদ্ধসময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার চেষ্টা কর। দিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; শরনিকরে অরাতির বিঘ্নবিধান করিতে আরম্ভ কর। দিনক্ষয়[১] হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব। সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতে পারিলে অর্জ্জুন বিফল-প্রতিজ্ঞ[২] হইয়া অবশ্যই অনলে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে উহার সহোদরেরা অনুগামিগণ-সমভি-ব্যাহারে এক মুহূর্ত্তও অর্জ্জুনশূন্য পৃথিবীতে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইলে আমরা এই সসাগরা ধরিত্রী নিষ্কণ্টকে উপ-ভোগ করিব। আজ কিরীটী দৈবপ্রভাবে বিপরীত-বুদ্ধি হইয়া, কার্য্যাকার্য্যবিবেচনা না করিয়া আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি জীবিত থাকিতে অর্জ্জুন কিরূপে সূর্য্যের অস্তগমনসময়মধ্যেই সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট করিবে? আমি, মদ্ররাজ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন, আমরা সকলে মহাবীর জয়দ্রথকে রক্ষা করিলে অর্জ্জুন কিরূপে উহার বিনাশে সমর্থ হইবে? একে বহু-সংখ্যক বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আবার দিবাকর প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন; অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় কখনই জয়দ্রথের বধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। হে কর্ণ! এক্ষণে তুমি আমাকে এবং অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ ও অন্যান্য বীরগণকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া অসামান্য যত্নসহকারে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।'

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে রাজন্!

১। সন্ধ্যাবন্দনাদিতে প্রযত। ২। প্রতিজ্ঞাপালক।

১। দিবাবসান। ২। প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন শরজালে বারংবার আমার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই অবস্থান করিতেছি। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহার শরনিকরে একান্ত সন্তপ্ত ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, তোমার নিমিত্তই আমি প্রাণধারণ করিয়া আছি; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে সংহার করিতে না পারে, সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া তাহার চেষ্টা করিব। আমি সমরাঙ্গনে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ধনঞ্জয় কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। হে কুরুরাজ! হিতানুষ্ঠান-পরতন্ত্র ভক্তিপরায়ণ লোকে যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, আমিও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু জয়-পরাজয় দৈবায়ত্ত। আজ আমি তোমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যার পর নাই যত্ন করিব। আজ সৈন্যগণ আমার ও অর্জ্জুনের লোমহর্ষণ অতি দারুণ যুদ্ধ অবলোকন করুক।'

জয়দ্রথবধার্থী অর্জ্জুনের কৌরবাক্রমণ

হে মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর অর্জ্জুন আপনার সৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণের অর্গলতুল্য করিশুণ্ডসদৃশ ভুজদণ্ড ও মস্তক-সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বগ্রীবা, করিশুণ্ড ও রথের অক্ষসকল ছেদন করিয়া রুধিরলিপ্তকলেবর, প্রাসতোমরধারী অশ্বারোহীদিগকে ক্ষুর দ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অশ্ব ও মাতঙ্গ তাঁহার শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর ও মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হুতাশন যেমন প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন শরানলে কৌরব-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া অনতিকালমধ্যে ধরণীতল রুধিরাভিষিক্ত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সত্য-বিক্রম অর্জ্জুন এইরূপে আপনার পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে সংহার করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ভীম ও সাত্যকি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। আপনার পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে তদবস্থায় অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ—ইঁহারা রোষাবিষ্ট হইয়া জয়দ্রথকে সমভিব্যাহারে লইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। সংগ্রামকোবিদ, ব্যাদিতানন অন্তকসদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর, মহাবীর ধনঞ্জয় ধনুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি করিয়া সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ নির্ভীকচিত্তে তাঁহাকে পরিবেষ্টন ও জয়দ্রথকে পশ্চাদ্ভাগে সংস্থাপন করিয়া কৃষ্ণের সহিত উঁহাকে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান ভাস্কর লোহিতবর্ণ ধারণ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্ত-গমন বাসনা করিয়া ভুজঙ্গাভোগসদৃশ ভুজদ্বারা কার্ম্মুক আনত করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি সূর্য্যরশ্মিসদৃশ শত শত সায়ক প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সমরদুর্ম্মদ মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেক শর দ্বিধা, ত্রিধা ও অষ্টধা ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সিংহলাঙ্গুলকেতু অশ্বত্থামা আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার বাসনায় অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দশ শরে পার্থ ও সাত শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথের রক্ষার্থ রথমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণও মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে রথ-সমূহে অর্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সায়কনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে মহাবীর পার্থের বাহুবল, গাণ্ডীব-বল ও শরজালের অক্ষয়ত্ব দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক অশ্বত্থামা ও কৃপের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া সেই সিন্ধুরাজের রক্ষায় সমুদ্যত কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রত্যেককে নয় নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি, বৃষসেন সাত, দুর্য্যোধন বিংশতি, কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন ও শরাসন বিধূননপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বারংবার শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ

অনন্তর সেই মহাবীরগণ অবিলম্বে পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্তাচল-গমনাভিলাষে ধনুঃকম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া, জলধর যেমন পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দিব্য শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। কর্ণ তদ্দর্শনে ভীমসেন ও সাত্যকির সমক্ষেই অর্জ্জুনকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সর্ব্বসৈন্যগণসমক্ষে তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সাত্যকি তিন, ভীম তিন ও অর্জ্জুন সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে বহুবীরের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একমাত্র হইয়াও ক্রোধভরে ঐ তিন মহারথকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শত সায়কে কর্ণের মর্ম্মস্থল আহত করিলে তিনি রুধিরদিগ্ধদেহ হইয়া পঞ্চাশৎ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের হস্তলাঘব-দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক সত্বর নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সংহার করিবার নিমিত্ত সত্বর এক সূর্য্যসঙ্কাশ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অর্জ্জুন-বিসৃষ্ট শর মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সূতপুত্র সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র সায়কে পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সমীরণ যেমন শলভ-শ্রেণী অপসারিত করে, তদ্রূপ প্রবলপ্রতাপ অর্জ্জুন কর্ণ-বিসৃষ্ট সেই সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ নিরাস করিয়া বীরগণ-সমক্ষে পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন ; কর্ণও প্রতীকার-প্রদর্শন করিবার অভিলাষে সহস্র সহস্র সায়কে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় বৃষের ন্যায় নিনাদ করিয়া অজিহ্মগ সায়কনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপ-নারাও তিরোহিত হইলেন। পরে সেই দুই মহাবীর স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্ব্বক পরস্পরকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সংগ্রামস্থলীতে[১] সকলেই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য রূপ অবলোকন এবং বায়ুবেগগামী সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই-রূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পর-বধার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় বীর-গণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বীরগণ! কর্ণ আমাকে কহিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না, অতএব এক্ষণে তোমরা সাবধানে সূতপুত্রকে রক্ষা কর।' হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বীরগণকে এই কথা কহিতে-ছেন, এমন সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন কর্ণের বল-বীর্য্যদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট ও ভল্লাস্ত্রে সারথিকে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগি-লেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন এবং হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া মোহাবেশপ্রভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুন-রায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ঐ সময় মদ্ররাজ ত্রিংশৎ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে কৃপাচার্য্য বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎ-পরে সিন্ধুরাজ চারি ও বৃষসেন সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহা-বীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামাকে চতুঃষষ্টি, মদ্ররাজকে শত ও জয়দ্রথকে দশ এবং বৃষসেনকে তিন ও কৃপাচার্য্যকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আপনার পক্ষীয় বীরগণ পার্থের প্রতিজ্ঞা-প্রতিঘাতের[২] নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

১। রণক্ষেত্রে। ২। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। কৌরবেরাও মহার্হ রথারোহণপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহামোহকর অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কিরীটী কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌরবগণকৃত দ্বাদশ-বর্ষসমুৎপন্ন ক্লেশপরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক রাজ্যলাভার্থী হইয়া গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডলে উল্কা-সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ও বহুসংখ্যক বায়স নরকলেবরে নিপতিত হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ যেমন রোষপরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণজ্যাসম্পন্ন পিনাক দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবশরাসন-নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অশ্ব ও গজসমুদয়ে সমারূঢ় কৌরবগণের শরজাল নিরাস করিয়া তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহীপালগণ গুর্ব্বী গদা, লৌহময় অর্গল, অসি, শক্তি ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সহসা অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে হাস্যমুখে যুগান্তকালীন মেঘগম্ভীর-নিস্বন মহেন্দ্রচাপপ্রতিম গাণ্ডীব-শরাসন আকর্ষণ করিয়া কৌরবগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে রথ, নাগ ও পদাতিগণের সহিত অস্ত্রবিহীন ও নিপাতিত করিয়া যমরাজ্য বর্দ্ধন করিলেন।”

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুনের ভীষণ কৌরবাক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কার্ম্মুক আকর্ষণ করিলে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অন্তকের সুস্পষ্ট উৎক্রোশশব্দ[১] সদৃশ, দেবরাজের অতি গভীর অশনিনির্ঘোষ-তুল্য টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুগান্তবাতাহত-উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল, মীন-মকর-সমাকীর্ণ সমুদ্র-জলের ন্যায় অতিশয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে দশ দিকে বিচিত্র অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে কখন্ শরগ্রহণ, কখন্ শরসন্ধান, কখন্ শরাকর্ষণ আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার হস্তলাঘব-প্রযুক্ত তাহা কিছুতেই লক্ষিত হইল না। অনন্তর তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরব-সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদনপূর্ব্বক দুরাসন[১] ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য অগ্নিমুখ সুপ্রদীপ্ত দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সমুদয় সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ অস্ত্র অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল অসংখ্য মহোল্কা-পরিবৃতের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! কৌরবেরা ইতিপূর্ব্বে বহু সহস্র সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক রণস্থলে যে গাঢ় অন্ধকার সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন, অন্যান্য বীরগণ মনেও উহা নিবারণ করিবার কল্পনা করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে স্বীয় করজাল দ্বারা গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে সেই শরান্ধকার অনায়াসে দূরীভূত করিলেন এবং নিদাঘ-সূর্য্য যেমন করজাল দ্বারা পল্বল সলিল বিনাশ করেন, তদ্রূপ শরসকল দ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সূর্য্য-কিরণ যেমন ধরাতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ অর্জ্জুন-বিসৃষ্ট শরসমুদয় কৌরব-পক্ষীয় বীরগণের উপর নিপতিত হইয়া প্রিয়সুহৃদের ন্যায়[২] তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ফলতঃ তৎকালে যে যে শরাভিমানী যোদ্ধা ধনঞ্জয়-সমীপে গমন করিলেন, তৎসমুদয়কেই তাঁহার শরানলে পতঙ্গবৃত্তি[৩] লাভ করিতে হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিগণের জীবন ও কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও কিরীটমণ্ডিত মস্তক, কাহারও অঙ্গদযুক্ত বিপুল ভুজ এবং কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ ছেদন করিয়া সাদিগণের প্রাসযুক্ত, নিষাদিগণের তোমরযুক্ত, পদাতিগণের চর্ম্মযুক্ত, রথিগণের কার্ম্মুকযুক্ত ও সারথিগণের প্রতোদযুক্ত বাহুসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দীপ্ত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক স্ফুলিঙ্গযুক্ত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ দেবরাজ-প্রতিম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর

১। গ্রাসার্থ উচ্চরবে আহ্বান।

১। অনিবার্য্য। ২। অনিবার্য্যরূপে। ৩। অগ্নিদাহ।

রথারোহণে একেবারে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া কখন মহাস্ত্রনিক্ষেপ, কখন রথমার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্দ, বা তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নরপতিরা যত্নবান্ হইয়াও মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় ঐ প্রতাপশালী বীরকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সশর শরাসন ধারণ করিয়া বারিধারা-বর্ষী ইন্দ্রায়ুধ-সমাযুক্ত বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত দুস্তর ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল বিস্তার করিলে কাহার মস্তক ছিন্ন, কাহার বাহু নিকৃত্ত, কাহার ভুজদণ্ড পাণিশূন্য এবং কাহারও বা পাণিতল অঙ্গুলিবিযুক্ত হইয়া গেল; মদমত্ত মাতঙ্গগণের দন্ত ও শুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল; অশ্ব-সকল ছিন্নগ্রীব ও রথসমূহ চূর্ণ হইতে লাগিল এবং যোদ্ধগণ কেহ ছিন্নান্ত্র, কেহ ছিন্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি[১] হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে সমরভূমি মৃত্যুর আবাসস্থানের ন্যায় ও পশুঘাতে রুদ্রের আক্রীড় ভূমির ন্যায় ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। মাতঙ্গগণের খণ্ডিত শুণ্ড-সমুদয় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত থাকাতে রণস্থল ভুজগকুলে সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তক সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, রণভূমি পদ্মমাল্যে বিভূষিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি বিচিত্র উষ্ণীষ, মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, সুবর্ণবর্ম্ম, হস্তী ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট নিপতিত থাকাতে সমরভূমি নব-বধূর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে ভীষণ বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরুগণের ভয়াবহ এক অগাধ বিচিত্র ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল। মজ্জা ও মেদ উহার কর্দ্দম; কেশনিচয় শাদ্বল ও শৈবাল; মস্তক ও বাহু-সকল তটস্থিত পাষাণখণ্ড; ছত্র এবং চাপসমূহ তরঙ্গ; রথ-সমুদয় ভেলা; অশ্ব সকল তীরভূমি; কাক ও কঙ্ক সমুদয় মহানক্র; গোমায়ু-সকল মকর এবং গৃধ্রকুল উহার গ্রাহসমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ নদীর মধ্যে অসংখ্য নরকলেবর, গজদেহ, গ্রীবা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ, কূবর, ভুজগাকার প্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও বিশিখ সকল বিকীর্ণ থাকাতে উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। উহার উভয় কূলে শিবাগণ অতি ভীষণ রব এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গতাসু যোধগণের স্পন্দহীন শত শত দেহ উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! মূর্ত্তিমান্ অন্তকের ন্যায় অর্জ্জুনের এইরূপ অদ্ভুত বিক্রমদর্শনে কৌরবগণের মনে অভূত-পূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা বীরগণের অস্ত্র-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক অতি রৌদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে রৌদ্র-কর্ম্মা[১] বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি রথিগণকে অতিক্রম করিলে কোন বীরই মধ্যাহ্ন-কালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার গাণ্ডীব-ধনু হইতে শরসমূহ নির্গত হইলে আকাশমণ্ডল বকপংক্তি পরি-শোভিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সিন্ধুরাজবধার্থী কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন নারাচ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক সমস্ত রথীদিগকে মুগ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে শর-বর্ষণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন-বিমুক্ত শরনিকর যেন অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় তিনি যে কখন্ কার্ম্মুক গ্রহণ, কখন্ শরসন্ধান আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না।

অর্জ্জুনের জয়দ্রথ অনুসন্ধান—যুদ্ধ

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও সমস্ত রথীদিগকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধগণ ধনঞ্জয়কে সৈন্ধবাভিমুখে সমুপস্থিত দেখিয়া জয়দ্রথের জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যে সমস্ত মহাবীর অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়া-ছিলেন, অর্জ্জুন-নির্ম্মুক্ত শরনিকর তাঁহাদের উপর নিপতিত হইয়া প্রাণ সংহার করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে অনলসঙ্কাশ শরজাল দ্বারা আপনার সেই চতুরঙ্গ-বল একান্ত ব্যাকুলিত ও সমরাঙ্গন

১। সংযোগস্থল ছিন্ন।

১। ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠাতা।

কবন্ধসমাকুল করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বত্থামাকে পঞ্চাশৎ, কর্ণকে দ্বাত্রিশৎ, কৃপাচার্য্যকে নয়, শল্যকে ষোড়শ ও সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ ধনঞ্জয়-শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে আশীবিষসদৃশ কর্ম্মার পরিমাজ্জিত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত শরনিকর আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাসুদেবকে তিন ও ধনঞ্জয়কে ছয় নারাচে বিদ্ধ করিয়া আট শরে তাঁহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সৈন্ধবপ্রেরিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিরাস করিয়া শরযুগল দ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও সুসজ্জিত অগ্নিশিখাসদৃশ বরাহধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

সূর্য্যাবরণের জন্য কৃষ্ণের যোগমায়া বিস্তার

ঐ সময় বাসুদেব দিবাকরকে অতি সত্বর অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবল-পরাক্রান্ত ছয় জন মহারথ জয়দ্রথকে মধ্যস্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন; জয়দ্রথও প্রাণরক্ষার্থ নিতান্ত ভীত হইয়াছে। তুমি ঐ ছয় রথীকে পরাজয় না করিয়া প্রাণপণে যত্ন করিলেও জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আমি সূর্য্যকে আবরণ করিবার নিমিত্ত যোগমায়া প্রকাশ করিব; তাহার প্রভাবে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ দিবাকরকে অস্তগত নিরীক্ষণপূর্ব্বক আপনার জীবন-লাভ ও তোমার বধসাধন হইল বিবেচনা করিয়া হর্ষভরে কদাচ আত্মগোপন করিবে না। সেই সুযোগে তুমি উহাকে অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন মনে করিয়া তুমি সৈন্ধবসংহারে কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না।' তখন অর্জ্জুন 'তাহাই হইবে' বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ যোগমায়া-প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন। দিবাকর তিরোহিত হইল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুন-বিনাশার্থ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের অদর্শনে সৈনিক-পুরুষগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আনন উন্নমিত করিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, জয়দ্রথ নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, উহাকে সংহার করিবার এই উপযুক্ত অবসর। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর।'

অর্জ্জুনের জয়দ্রথরক্ষক কৃপাদির আক্রমণ

মহাত্মা কেশব এইরূপ কহিলে প্রবলপ্রতাপ অর্জ্জুন সূর্য্য ও অনলসদৃশ শরনিকরে কৌরব সৈন্য-গণকে বিনাশ করিয়া কৃপাচার্য্যকে বিংশতি, কর্ণকে পঞ্চাশৎ, শল্যকে ছয়, দুর্য্যোধনকে ছয়, বৃষসেনকে আট, সিন্ধুরাজকে ষষ্টি এবং অন্যান্য কৌরব-সৈন্য-দিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবীর জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথরক্ষক বীরগণ প্রজ্বলিত পাবক-সদৃশ অর্জ্জুনকে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত সংশয়ারূঢ় হইলেন এবং জয়লাভার্থ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন জয়শীল মহাবাহু অর্জ্জুন অরাতিগণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রোষাবিষ্ট-মনে তাঁহাদের বিনাশ-বাসনায় অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যেরা অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; তৎকালে ভয়ে দুইজনে একত্র গমন করিতে সাহসী হইল না। মহারাজ! তখন আমরা সেই মহাযশস্বী অর্জ্জুনের কি অদ্ভুত পরাক্রম অব-লোকন করিলাম! তিনি যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, সেরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হয় নাই, হইবেও না। রুদ্র যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং সারথিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্যকে অর্জ্জুনশরে অনাহত অবলোকন করিলাম না। ঐ সময় সকলেই রজোরাশি ও অন্ধকারপ্রভাবে দৃষ্টিহীন হইয়া ঘোরতর মোহপ্রাপ্ত হইল। কেহ কাহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কাল-প্রেরিত অসংখ্য সৈন্য অর্জ্জুন-শরে মর্ম্মপীড়িত

হইয়া কেহ ভ্রাম্যমান, কেহ স্খলিতপদ, কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন এবং কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই প্রলয়কালসদৃশ মহা দুস্তর অতি ভীষণ সংগ্রামসময়ে ধরাতল রুধিরসিক্ত এবং বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে পার্থিব রজোরাশি নিরাকৃত হইয়া গেল। রথচক্রসকল নাভিদেশ পর্য্যন্ত রুধিরে নিমগ্ন হইল। আরোহিবিহীন বেগবান্ কুঞ্জর ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধিরনিমগ্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া স্বপক্ষীয় বল মর্দ্দনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। সাদিবিহীন অশ্বগণ এবং পদাতি-সমুদয় অর্জ্জুন শরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। বীরগণ বর্ম্মবিহীন হইয়া ভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তকেশে, রুধিরাক্তগাত্রে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ গাঢ় আঘাতে বিনষ্ট হইয়া সমরভূমিতে নিপতিত রহিল এবং অনেকে নিহত হস্তীসমুদয়মধ্যে বিলীন হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে কৃষ্ণের সতর্কীকরণ

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে কৌরব-সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া সিন্ধুরাজের রক্ষক কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, বৃষসেন এবং দুর্য্যোধনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত যে কখন্ শরগ্রহণ, কখন্ শরসন্ধান আর কখনই বা শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার কার্ম্মুক ও সমন্তাৎ সমাকীর্ণ শরজালই আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক ভল্লাস্ত্র দ্বারা শল্যের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অসংখ্য শরনিপাতে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় মহারথগণকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া অনলসন্নিভ, অশনিসম, দিব্যমন্ত্র-পূত, নিরন্তর গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত, এক ভয়ঙ্কর শর তূণীর হইতে উদ্ধার করিয়া বিধিপূর্ব্বক বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া সত্বর গাণ্ডীব-শরাসনে সন্ধান করিলেন। নভোমণ্ডলস্থ প্রাণিগণ তদ্দর্শনে মহানাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব পুনরায় সত্বর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! দিবাকর অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিতেছেন; অতএব তুমি শীঘ্র দুরাত্মা সিন্ধুরাজের শিরশ্ছেদন কর; কিন্তু আমি সিন্ধুরাজবধবিষয়ে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

জয়দ্রথের প্রতি বৃদ্ধক্ষত্রের বরপ্রয়োগবৃত্তান্ত

জয়দ্রথের পিতা ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র বহুকালের পর জয়দ্রথকে লাভ করেন। জয়দ্রথের জন্মকালে এই দৈববাণী তাঁহার পিতার কর্ণগোচর হইয়াছিল, 'হে রাজন্! তোমার আত্মজ এই জীবলোকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়দিগের ন্যায় কুল, শীল ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত হইবেন এবং সকল বীরপুরুষেরাই প্রতিনিয়ত ইঁহার সৎকার করিবে; কিন্তু কোন এক ক্ষত্রিয়প্রধান সুপ্রসিদ্ধ শত্রু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধকালে ইঁহার শিরশ্ছেদন করিবেন।' বৃদ্ধ সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রস্নেহে অতিমাত্র কাতর হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ঘোরতর সংগ্রামকালে আমার এই একান্ত দুর্ভর-ভারবাহী পুত্রের মস্তক ধরণীতলে নিপাতিত করিবে, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই।' মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই বলিয়া জয়দ্রথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া বনগমনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে অর্জ্জুন! তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে স্যমন্তপঞ্চক-নামক তীর্থে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; অতএব তুমি ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অঙ্কে নিপাতিত কর। যদি তুমি. স্বয়ং ইঁহার মস্তক ভূতলে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমারও মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। হে ধনঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে এরূপ অলক্ষিতভাবে জয়দ্রথের মস্তক উহার পিতার অঙ্কে নিপাতিত করিবে যেন, তিনি কোন মতেই ঐ বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ না হয়েন। হে অর্জ্জুন! এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।'

জয়দ্রথ শিরশ্ছেদ—বৃদ্ধক্ষত্র নিধন

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সৃক্কণী লেহনপূর্ব্বক সেই সৈন্ধববধার্থে কৃতসন্ধান

ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্যেনপক্ষী যেমন বৃক্ষাগ্র হইতে শকুন্তকে হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত অশনিসদৃশ শর জয়দ্রথের মস্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুগণের শোকোদ্দীপন ও মিত্রগণের হর্ষবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ ছিন্ন মস্তক ধরাতলে নিপতিত না হইতে হইতেই শরনিকর দ্বারা পুনর্ব্বার উর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া স্যমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে উপনীত করিলেন। ঐ সময় মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। ধনঞ্জয় জয়দ্রথের সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্নমুণ্ড অলক্ষিতরূপে তাঁহার অঙ্কদেশে নিপাতিত করিলেন। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র জপসমাপনান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র জয়দ্রথের সেই ছিন্ন-মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল; তখন বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথবধান্তে সূর্য্যের পুনঃপ্রকাশে কৌরবক্রন্দন

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনশরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ অন্ধকার প্রতিসংহার করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ সেই বাসুদেবকৃত মায়াজালবিস্তারের বিষয় সম্যক্ অবগত হইলেন। হে রাজন্! আপনার জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই প্রকারে আট অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রগণের নেত্রযুগল হইতে শোকাবেগপ্রভাবে অনর্গল অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবোধিত করিয়াই যেন সিংহনাদ দ্বারা রোদসী প্রতিধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই সিংহনাদ-শ্রবণে অর্জ্জুনশরে সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছেন অনুমান করিয়া বাদ্যধ্বনি দ্বারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে আনন্দিত করিয়া সংগ্রাম করিবার বাসনায় দ্রোণের সহিত সমাগত হইলেন। ঐ সময় দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সোমকেরা ভারদ্বাজকে বিনাশ করিবার বাসনায় পরম প্রযত্নসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজবধজনিত জয়লাভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার পক্ষীয় মহারথগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।"

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

কৃপাচার্য্য-অশ্বত্থামার যুগপৎ অর্জ্জুন আক্রমণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধুরাজ নিহত হইলে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর কৃপাচার্য্য জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ধনঞ্জয়ের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; অশ্বত্থামাও ঐ সময় রথারোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহারথ কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা উভয়ে দুই দিক্ হইতে অতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন তাঁহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। তখন তিনি গুরু কৃপাচার্য্য ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে বিনাশ করিবার বাসনায় আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কৃপ ও অশ্বত্থামার শরবেগ নিবারণ করিলেন; তৎপরে তাঁহাদের নিধনবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্দবেগে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন-নির্ম্মুক্ত শর সমুদয় অনবরত গাত্রে নিপতিত হওয়াতে তাঁহারা দুই জনে অতিশয়, কাতর হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্য্য পার্থ-শরপ্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি তাঁহাকে বিহ্বল দেখিয়া মৃতজ্ঞানে রথ লইয়া পলায়ন করিল; তদ্দর্শনে অশ্বত্থামাও ভীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

কৃপাচার্য্যপীড়নে অর্জ্জুনের সবিলাপ খেদ

ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় শরপীড়িত কৃপাচার্য্যকে রথোপরি মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, 'বিজ্ঞবর বিদুর কুলান্তক পাপাত্মা দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন যে, এই

কুলাঙ্গারকে বিনাশ করুন। ইহা হইতেই কৌরব-গণের মহাভয় উপস্থিত হইবে। এখন সত্যবাদী বিদুরের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্তই আজ গুরুকে শরশয্যায় শয়ান দেখিতে হইল। অতএব ক্ষত্রিয়দিগের আচার ও বলবীর্য্যে ধিক্! আমার সদৃশ কোন্ ব্যক্তি আচার্য্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়? মহাত্মা কৃপ ঋষিপুত্র, আমার আচার্য্য ও দ্রোণের প্রিয়সখা; আমি ইচ্ছা না করিয়াও উঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলাম। উনি আমার বাণে নিপীড়িত ও রথোপরি অবসন্ন হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন। উনি আমায় অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেও আমার উপেক্ষা করা উচিত; কিন্তু আমি বিপরীতাচরণ করিয়াছি। এক্ষণে উনি আমার শরে মূর্চ্ছিত হইয়া আমাকে পুত্রশোক অপেক্ষা অধিকতর দুঃখগ্রস্ত করিলেন। হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, কৃপাচার্য্য দীনভাবে রথোপরি অবসন্ন রহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন, তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, আর যে দুরাত্মারা কৃত-বিদ্য হইয়া শিক্ষকদিগকে বিনাশ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। অতএব আজ আমি শরবর্ষণে আচার্য্যকে রথমধ্যে অবসন্ন করিয়া নরকগমনের কার্য্য করিলাম। কৃপাচার্য্য আমার অস্ত্রশিক্ষাসময়ে কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোদ্ভব! তুমি কখনই গুরুকে প্রহার করিও না। কিন্তু আজ আমি তাঁহাকে শরাঘাত করিয়া তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলাম। এক্ষণে রণে পরাঙ্মুখ পূজ্যতম গৌতম-পুত্রকে প্রণাম করি, আমি উঁহাকে প্রহার করিয়াছি; আমাকে ধিক্!'

কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণসহ যুদ্ধেচ্ছু অর্জ্জুনকে নিবারণ

হে মহারাজ! অর্জ্জুন এইরূপে বিলাপ করিতে ছেন, এমন সময় মহাবীর কর্ণ সিন্ধুরাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকি কর্ণকে অর্জ্জুনের সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে ধনঞ্জয় হাস্যবদনে কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে হৃষীকেশ! ঐ দেখ, মহাবীর সূতপুত্র সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতেছে। ঐ মহাবীর কখনই ভূরিশ্রবার বিনাশ সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব শীঘ্র কর্ণের সমীপে রথসঞ্চালন কর। কর্ণ যেন সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পদবীতে[১] প্রেরণ না করে।"

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে মহাবাহু কেশব তাঁহাকে তৎকালোচিত কথা কহিতে লাগিলেন, 'হে অর্জ্জুন। মহাবাহু সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ; তাহাতে আবার যুধামন্যু ও উত্তমৌজা উঁহার সহায় রহিয়াছে। বিশেষতঃ এখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। উহার নিকট প্রজ্জ্বলিত মহোল্কা সদৃশ বাসবপ্রদত্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মহাবীর তোমার সংহারার্থই যত্নপূর্ব্বক ঐ শক্তি রাখিয়াছে। অতএব কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির নিকট গমন করুক। হে অর্জ্জুন! তুমি যে সময় ঐ দুরাত্মাকে তীক্ষ্ণ শরে ভূতলে নিপাতিত করিবে, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি'।"

কর্ণ-সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ—কৌরব পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে কর্ণের সহিত সাত্য-কির কিরূপ সংগ্রাম হইল? সাত্যকি রথবিহীন হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি কোন্ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিলেন? আর পাণ্ডবপক্ষীয় চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাই বা কিরূপে সংগ্রাম করি-লেন? এই সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট আপনারই দুরাচারজনিত সমরবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। মহাত্মা বাসুদেব অতীত ও অনাগত বিষয় বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যূপকেতু ভূরিশ্রবা যে সাত্যকিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি তন্নিবন্ধন নিজ সারথি দারুককে রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণের মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই নাই। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ

১। ভূরিশ্রবার তুল্য অবস্থায়—মৃত্যুপথে।

ও সিদ্ধগণ ঐ দুই মহাত্মার অতুল প্রভাবের বিষয় সম্যক্ বিদিত আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

মহামতি বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিকে রথশূন্য ও কর্ণকে যুদ্ধে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া ঋষভস্বরে[১] শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দারুক সেই শঙ্খধ্বনি-শ্রবণে কৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে সাত্যকির নিকট গরুড়ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানুসারে কামগামী স্বর্ণালঙ্কারভূষিত শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারি অশ্ব-সংযোজিত সূর্য্যাগ্নি-সঙ্কাশ বিমানপ্রতিম রথে আরোহণ করিয়া সায়ক-বর্ষণপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাও ধনঞ্জয়ের রথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ রোষভরে শর বর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, ঐরূপ যুদ্ধ ভূলোক বা দ্যুলোকে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণমধ্যেও কদাচ উপস্থিত হয় নাই। সেই উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গবল তৎকালে ঐ বীরদ্বয়ের মোহকর কার্য্য অবলোকন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। তাহারা সেই বীর-দ্বয়ের অলৌকিক সংগ্রাম এবং রথস্থ দারুকের গত, প্রত্যাগত, আবৃত্ত, মণ্ডল ও সন্নিবর্ত্তন প্রভৃতি গতি প্রদর্শন সহকারে সারথ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনন্যমনে ঐ উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন মিত্রার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমরসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণ ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকিকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শোকাবেগবশতঃ ভীষণ ভুজগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষারুণনেত্রে সাত্যকিকে দগ্ধ করিয়াই যেন বারংবার মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহাকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে দন্তাঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই পরাক্রমশালী বীরদ্বয় ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি শরজাল দ্বারা বারংবার কর্ণের কলেবর ভেদ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং নিশিত শরনিকরে তাঁহার শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব বিনষ্ট ও শত শরে রথধ্বজদণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহাকে রথহীন করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় মদ্ররাজ শল্য, কর্ণাত্মজ বৃষসেন ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা চতুর্দ্দিক্ হইতে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য আকুল হইয়া উঠিল; কেহ কাহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। সৈন্যগণ কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত বাল্যাবধি সৌহার্দ্দ স্মরণ ও তাঁহার নিকট রাজ্যপ্রাপ্তিহেতু পাণ্ডব-পরাজয় বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়া সাত্যকির শরজালে সমাচ্ছন্ন ও একান্ত বিহ্বল হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এইরূপে কর্ণকে রথশূন্য করিয়া দুঃশাসন প্রভৃতি শূরগণকে বিরথ ও বিহ্বল করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমের পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক কিছুতেই তাঁহাদের প্রাণনাশ করিলেন না। আর মহাবীর অর্জ্জুন পুনর্দ্যূতসময়ে কর্ণকে সংহার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন সাত্যকি তাঁহার বিনাশেও ক্ষান্ত হইলেন। কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ সাত্যকিকে বধ করিবার নিমিত্ত বারংবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ মহাবীর ধর্ম্মরাজের হিতানুষ্ঠানার্থে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া একমাত্র ধনুঃপ্রভাবে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য মহারথগণকে পরাজিত করিলেন। এইরূপে বাসুদেব ও অর্জ্জুনসদৃশ মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি হাস্যমুখে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ,

১। নিসাদ আদি সপ্তস্বরের অন্যতম।

অর্জুন ও সাত্যকি—এই তিন জনই মহাধনুর্দ্ধর, ইহাদের তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কাহাকেও উপলব্ধ হয় না।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! বলবীর্য্যদর্পিত, দারুক-সারথি-সমবেত, বাসুদেব সদৃশ মহাবীর সাত্যকি কৃষ্ণের অজেয় রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে রথশূন্য করিয়া কি আর কোন রথে সমারূঢ় হইয়াছিলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আমার সমক্ষে উহা কীর্ত্তন কর। আমার মতে সাত্যকির পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কিয়ৎক্ষণ পরে দারুকের অনুজ যথাবিধি সুসজ্জিত, লৌহ ও কাঞ্চনময় পট্টে বিভূষিত, বিচিত্র কুবরযুক্ত, তারা-সহস্রখচিত, সিংহধ্বজ ও পতাকাসম্পন্ন, সুবর্ণালঙ্কৃত, বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, মেঘগম্ভীরনিস্বন অন্য এক রথ সাত্যকির নিকট আনয়ন করিল। মহাবীর সাত্যকি উহাতে আরোহণ করিয়া কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক স্বেচ্ছানুসারে কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন কর্ণের এক সারথিও শঙ্খ ও গোক্ষীরের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ, কাঞ্চনবর্ম্মধারী, বেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, সুবর্ণকক্ষা-যুক্ত ধ্বজদণ্ডে সুশোভিত, যন্ত্রবদ্ধ, পতাকায় সমলঙ্কৃত, বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ রথ সমানীত করিল। মহাবীর কর্ণ তাহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদয় কহিলাম। এক্ষণে আপনার দুর্নীতিজনিত বিনাশ-বৃত্তান্তও শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধে বিচিত্রযোদ্ধা ভীমসেন আপনার দুর্ম্মুখপ্রমুখ একত্রিংশৎ পুত্রকে এবং সাত্যকি ও অর্জুন ভীষ্ম ও ভগদত্ত প্রভৃতি শত শত বীরগণকে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণাপ্রভাবেই এইরূপ লোকক্ষয় হইতেছে।"

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুনের কর্ণতিরস্কার—বৃষসেন-বধ-প্রতিজ্ঞা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার এবং পাণ্ডবপক্ষীয় বীরপুরুষগণ রণস্থলে তদবস্থাপন্ন হইলে মহাবীর ভীম কি করিল, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! রথবিহীন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই আমাকে তূবরক, অদ্যার[1], অস্ত্রমূঢ়[2] ও সংগ্রামকাতর বলিয়া বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে দুরাত্মা আমাকে ঐ প্রকার কটূক্তি করিবে, সে আমার বধ্য। হে পার্থ! তুমিও কর্ণবধের নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের সত্য প্রতিপালন হয়, তাহার চেষ্টা কর।'

অমিতপরাক্রম মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি নিতান্ত পাপাশয়, অদূরদর্শী ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ। যাহা হউক, আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর। যুদ্ধে বীরপুরুষগণের জয় ও পরাজয় এই উভয়ই হইয়া থাকে। রণস্থলে ইন্দ্রকেও কখন জয়শালী ও কখন পরাজিত হইতে হয়। তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্ত্তৃক বিরথ, বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায় হইলে তিনি তোমাকে আমার বধ্য স্মরণ করিয়া জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ভীমসেনকে রথশূন্য করিয়া তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত অধর্ম্ম করিতেছ। শত্রুকে পরাজয় করিয়া আত্মশ্লাঘা, পরগ্লানি বা অরাতির প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা বীরপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তুমি সূতপুত্র ও অল্পজ্ঞানসম্পন্ন; এই নিমিত্তই সততই সদ্‌ব্রতপরায়ণ মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের প্রতি কটূক্তি করিয়াছ। মহাবীর ভীমসেন সমুদয় সৈন্যগণের, কেশবের ও আমার সমক্ষে তোমাকে অনেকবার রথবিহীন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি

১। ঔদরিক—উদরসর্ব্বস্ব, পেটুক। ২। অস্ত্রবিদ্যায় অনিপুণ।

কিছুমাত্র পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, তুমি ভীমসেনের প্রতি বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ এবং আমার সমক্ষে অন্যান্য বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়া যে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ, অবিলম্বেই তাহার ফলভোগ করিবে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে তোমার ভৃত্য ও বলবাহনের সহিত বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। হে রাধানন্দন! এক্ষণে তোমার মহা ভয়াবহ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহা কর্ত্তব্য থাকে, তাহা এই সময়েই অনুষ্ঠান কর। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ তোমার সমক্ষে তোমার পুত্র বৃষসেনকে সংহার করিব। আর যে সমুদয় ভূপতি মোহবশতঃ আমার সম্মুখে আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকেও আমার শরে শমনভবনে গমন করিতে হইবে। হে আত্মাভিমানী অজ্ঞান! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই তোমাকে রণে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিবে।'

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উৎসাহবাণী

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে রথিগণ তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ ভয়াবহ সময়ে দিবাকর করনিকর সঙ্কোচ করিয়া অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি ভাগ্যবলে জয়দ্রথবধরূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ; ভাগ্যবলে বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! এই ধার্ত্তরাষ্ট্র-সৈন্যমধ্যে মহাবীর কার্ত্তিকেয় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই জগতীতলে তোমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকেই এই সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা হয় না। তোমার তুল্য বা তোমা হইতে সমধিক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাপ্রভাব মহীপালগণ মহাবাহু দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কৌরব-সৈন্যমধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাকে ক্রোধাবিষ্ট অবলোকন ও তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াও তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তোমার বলবীর্য্য রুদ্র, শক্র ও অন্তকের সদৃশ; অদ্য তুমি যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলে, এইরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে কেহই সমর্থ নহে। হে মহাবীর! এক্ষণে তুমি জয়দ্রথকে সংহার করাতে আমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করিতেছি, দুরাত্মা কর্ণ অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে তোমার শরনিকরে নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমাকে এইরূপ প্রশংসা করিব।'

তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মাধব! আমি তোমার অনুকম্পাতেই অদ্য এই অমরগণেরও দুস্তর প্রতিজ্ঞা-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে মধুসূদন! তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের জয়লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার প্রসাদেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবেন। হে কৃষ্ণ! আমাদের সমস্ত কার্য্যের ভার তোমাতেই সমর্পিত আছে; সুতরাং এক্ষণে এই জয়লাভ তোমারই হইল। আমরা তোমার কিঙ্কর, আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমার কর্ত্তব্যই হইতেছে।'

মহাবীর মধুসূদন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থল প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্দভাবে অশ্বসঞ্চালন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পার্থিবগণ যুদ্ধে জয় ও বিপুল যশোলাভের অভিলাষে তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার শরনিকরে সমাহত ও সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। ঐ তাহাদিগের শস্ত্র ও আভরণ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে; রথ-সকল চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তিগণ বিনষ্ট ও বর্ম্ম-সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভূপালের মধ্যে কাহারও প্রাণবিয়োগ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ সমস্ত অবনীপালগণ গতজীবিত হইয়াও স্ব স্ব প্রভাবে সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। ঐ দেখ, উহাদের অসংখ্য বাহন, সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং বর্ম্ম, মণিহার, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, নিষ্ক ও অন্যান্য নানাবিধ ভূষণ দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রাশি রাশি অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজদণ্ড, অলঙ্কার, আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র, বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত্র, শর, শরাসন, চিত্রকম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শূল, পরশু, প্রাস,

তোমর, কুম্ভ, যষ্টি, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, খড়্গ, মুষল, মুদ্গর, গদা, কুণপ, স্বর্ণমণ্ডিত কশা, করীদিগের ঘণ্টা, বিবিধ অলঙ্কার এবং মহামূল্য নানাবিধ বসন-ভূষণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল শরৎকালীন গ্রহনক্ষত্র-পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অবনীপালগণ পৃথিবীলাভার্থ নিহত হইয়া, নিদ্রিত পুরুষেরা যেমন মনোরমা প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, যেমন পর্ব্বত-সমুদয়ের গুহামুখ হইতে গৈরিক-ধাতুধারা প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ শরনিকর-সমাহত, ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান, ঐরাবতসদৃশ মাতঙ্গগণের শস্ত্রক্ষত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে শোণিত বিনির্গত হইতেছে। স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত অশ্বগণ নিহত এবং রথি-সকল ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কূবর, যুগ ও ঈষাবিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। শরাসনচর্ম্মধারী সহস্র সহস্র পদাতি ধূলি-ধূসরিত কেশ হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে পৃথিবী আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, তোমার শরজালে নিপতিত কুঞ্জর, রথ ও অশ্বকুল-সমাকুল দুর্নিরীক্ষ্য সমরভূমি-মধ্যে অনবরত রুধির, বসা ও মাংস নিপতিত হওয়াতে প্রভূত কর্দ্দম সমুৎপন্ন হইয়াছে। অসংখ্য নিশাচর, কুক্কুর, বৃক, পিশাচ উহাতে নিরন্তর আমোদ-প্রমোদ করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এই সংগ্রামস্থলে যেরূপ যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা কেবল তোমার ও দৈত্যদানবসংহারকারী সুররাজ ইন্দ্রেরই সাধ্যায়ত্ত। ঐ দেখ, অসংখ্য চামর, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, হস্তী, রথ, বিচিত্র কম্বল, বল্গা, কুথ[১] ও মহামূল্য বরূথ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল বিচিত্র বস্ত্র-সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সহস্র সহস্র বীর সুসজ্জিত মাতঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন পর্ব্বতশিখর হইতে নিপতিত সিংহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, সাদিগণ অশ্বের সহিত ও পদাতিগণ কার্ম্মুকের সহিত নিপতিত হইয়া অনবরত রুধিরধারা ক্ষরণ করিতেছে।' হে মহারাজ! এইরূপে বাসুদেব হৃষ্ট অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে সমরস্থল প্রদর্শনপূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।"

১। হস্তিপৃষ্ঠাবরণ চিত্রকম্বল।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

জয়দ্রথবধে পাণ্ডবপ্রীতি—কৃষ্ণাভিনন্দন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে নরোত্তম! আজ আপনার পরম সৌভাগ্য। আজ ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর অর্জ্জুনও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।' অরাতিপাতন ধর্ম্মনন্দন কেশবের বাক্য-শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন; তৎপরে নেত্রজল অপনীত করিয়া বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরদ্বয়! আজ ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা নরাধম সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছে; তোমরা প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; আমি যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং অরাতিগণও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে মধুসূদন! তুমি ত্রিলোকগুরু, তুমি সহায় থাকিলে ত্রিলোকমধ্যে কোন কার্য্যই দুষ্কর হয় না। হে গোবিন্দ! পূর্ব্বকালে পাকশাসন[১] যেরূপ তোমার প্রসাদে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও তোমারই প্রসাদে অরাতিগণকে পরাজিত করিয়াছি। হে বার্ষ্ণেয়! তুমি যাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট থাক, তাহাদের পক্ষে পৃথিবী-পরাজয়ও অতি তুচ্ছ; ত্রিলোকবিজয়ও তাহাদিগের দুষ্কর হয় না। হে জনার্দ্দন! তুমি ত্রিদশেশ্বর, তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের পাপের লেশমাত্রও থাকে না এবং কদাচ সংগ্রামে পরাজয় হয় না। তোমার প্রসাদেই সুররাজ রণক্ষেত্রে দানবদল দলনপূর্ব্বক ত্রিলোকমধ্যে জয়লাভ করিয়া সুরগণের ঈশ্বর হইয়াছেন। তোমার অনুগ্রহেই দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ-ভোগ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই এই সচরাচর পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নিত্য জপহোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবময়[২] হইয়া গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বলোকের স্রষ্টা,

১। ইন্দ্র। ২। জলময়—একমাত্র সমুদ্রে পরিণত।

পরমাত্মা, অব্যয়, পুরাণপুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাৎপর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি নাই, নিধনও নাই। তুমি একবার যাহাদিগের নয়নে নিপতিত হও, তাহারা কখনই মুগ্ধ হয় না। তুমি ভক্তজনগণকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক, যে ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে। হে পরমাত্মন্! তুমি চারি বেদে গীত হইয়া থাক, আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। হে নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যক্‌গণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে মাধব! তুমি জয়লাভে পরিবর্দ্ধিত হও। হে সর্ব্বাত্মন্! হে পৃথুলোচন! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। তুমি ধনঞ্জয়ের সখা ও সর্ব্বদা তাহার হিত-সাধনে রত আছ, ধনঞ্জয়ও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখলাভ করিয়া থাকে।'

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্! আপনার ক্রোধাগ্নিপ্রভাবেই পাপাত্মা সিন্ধুরাজ ও বিপুল কৌরব-সৈন্য দগ্ধ হইয়াছে। আপনার কোপেই কৌরবগণ নিহত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হে বীর! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আপনাকে কোপান্বিত করিয়াই বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিবে। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আজি সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম আপনার কোপপ্রভাবেই শর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনি যাহাদিগের দ্বেষ্টা, তাহাদিগকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়, তাহারা কখনই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। আপনি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েন, তাহাদিগের রাজ্য, প্রাণ, প্রিয়তর পুত্র ও বিবিধ সুখভোগ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজধর্ম্মপরায়ণ ভূপাল! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন নিশ্চয় কৌরবগণ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইবে।'

শত্রুজয়ী ভীম-সাত্যকির অভিনন্দন

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় অরাতিশরে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীমসেন ও মহাবীর সাত্যকি তথায় সমুপস্থিত হইয়া পরম গুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদনপূর্ব্বক পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিকে হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরদ্বয়! আজ তোমরা ভাগ্যক্রমে দ্রোণরূপ গ্রাহ ও হার্দ্দিক্য-মকরযুক্ত কৌরবসৈন্যরূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। আজ ভাগ্যক্রমে পৃথিবীস্থ ভূপতিগণ এবং দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা তোমাদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ভাগ্যবলে তোমরা বিকীর্ণ[1] অস্ত্র দ্বারা কর্ণকে পরাভূত ও শল্যকে পরাঙ্মুখ করিয়াছ। হে যুদ্ধবিশারদ মহারথদ্বয়! আমি ভাগ্যক্রমে তোমাদিগকে সমরাঙ্গন হইতে কুশলে প্রত্যাগত দেখিলাম। তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সম্মান করিয়া থাক এবং কদাচ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হও না; তোমরা আমার প্রাণতুল্য।'

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও সাত্যকিকে এইরূপ কহিয়া আনন্দাশ্রু-পূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট দেখিয়া পরমাহ্লাদিতচিত্তে সংগ্রামে মনোনিবেশ করিল।"

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের সবিলাপ ত্রাস

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজের নিধন-দর্শনে শত্রুজয়ে উৎসাহশূন্য ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বাষ্পাকুললোচনে দীনবদনে ভগ্নদন্ত[2] ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবীর অর্জ্জুন, ভীম ও সাত্যকির শর-নিকরপ্রভাবে আপনার সৈন্যগণের সংহার নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বিবর্ণ, কৃশ ও একান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'এই পৃথিবীতে অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা আর নাই। সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি কর্ণ, কি অশ্বত্থামা, কেহই

১। বহুল ভাবে নিক্ষিপ্ত। ২। বিষদন্ত ভগ্ন।

তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। মহাবীর পার্থ আমার পক্ষীয় সমুদয় মহারথকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিল; কিন্তু কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক্ষণে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমার বিপুল বল বিনষ্ট করিবে; সাক্ষাৎ সুররাজ ইন্দ্রও উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই মহারথ কর্ণকে অর্জ্জুন সমরে পরাজিত করিয়া জয়দ্রথকে নিহত করিল। আমি যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া সন্ধিস্থাপনলালস বাসুদেবকে তৃণজ্ঞান করিয়াছিলাম, সেই মহারাজ কর্ণ আজ সমরে পরাজিত হইয়াছেন।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কলুষিতচিত্ত হইয়া দ্রোণকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বিজয়বাসনাপরবশ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশ ও পাণ্ডবগণের বিজয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, 'হে আচার্য্য! অস্মৎপক্ষীয় মহীপালগণের বিনাশ অবলোকন করুন তাঁহারা যে মহাবীর ভীষ্মকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখণ্ডী তাঁহাকে সংহারপূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ ও বিজয়ান্তর লাভে একান্ত লোলুপ হইয়া পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে সেনামুখে অবস্থান করিতেছে। ধনঞ্জয় আপনার শিষ্য, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিণীর সেনা-সংহর্ত্তা, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছে। হে আচার্য্য! এক্ষণে আমি কিরূপে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী, উপকারনিরত, যমসদনে প্রস্থিত সুহৃদ্গণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব? যে সকল ভূপালগণ আমাকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ। আমি এইরূপে মিত্রগণকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও আমার এই পাপধ্বংস হইবে না। আমি অতি লুব্ধস্বভাব ও পাপপরায়ণ; নৃপতিগণ আমারই নিমিত্ত যুদ্ধে জয়লাভার্থী হইয়া কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। এক্ষণে বসুন্ধরা কেন এই মিত্রদ্রোহী পাপাত্মাকে স্থানপ্রদানার্থ বিদীর্ণ হইতেছেন না? আরক্তলোচন নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম ভূপালগণমধ্যে আমাকে কি বলিবেন? হে মহারথ! সাত্যকি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমার কার্য্যসাধনার্থ সমুদ্যত মহাবল-পরাক্রান্ত জলসন্ধকে বিনাশ করিয়াছে। হায়! অদ্য কাম্বোজরাজ, অলম্বুষ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল। আর আমার প্রাণধারণের আবশ্যক কি? যাহা হউক, এক্ষণে যে সমস্ত বীরেরা আমার বিজয়লাভার্থ সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হইয়া সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ আমি স্বীয় বিক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট ঋণশূন্য হইয়া যমুনায় গমন ও তাঁহাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিব। আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, বলবীর্য্য ও পুত্রের শপথ করিতেছি যে, আমি হয় পাণ্ডবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব, না হয় তাহাদের শরে নিহত হইয়া আমার কার্য্যসাধনার্থ নিহত ভূপতিগণের সলোকতা প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্যদানে প্রবৃদ্ধ বীরপুরুষেরা যথোচিত রক্ষিত না হইয়া এক্ষণে আর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অভিলাষ করেন না। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা পাণ্ডবগণের আশ্রয়গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে আচার্য্য! আপনি সংগ্রামে আমাদিগের মৃত্যুবিধান করিয়া দিয়াছেন। দেখুন, আপনি অর্জ্জুনকে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী বীরগণ বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদিগের জয়ার্থী বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যেমন যথার্থ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জয়াভিলাষ করিয়া স্বয়ং অবসন্ন হয়, আমার সুহৃদ্গণ আমার নিমিত্ত তদ্রূপ হইতেছেন। আমি অতি মূঢ়, পাপাশয়, কুটিলহৃদয় ও ধনলোভী। আমার নিমিত্তই মহাবীর সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিগণ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব আজ আমি সেই সকল মহাত্মাদিগের অনুগমন করিব। যখন তাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমার আর জীবন ধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আমি উক্ত মহাবীরগণের অনুগমনে নিতান্ত উৎসুক

হইয়াছি, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।"

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

হতাশ দ্রোণের দুর্য্যোধন-পাপ-পরিণাম-কথন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবাকে বিনষ্ট করিলে তোমাদের মন কি প্রকার হইল? দুর্য্যোধন কৌরবগণসমক্ষে দ্রোণাচার্য্যকে সেইরূপ কহিলে তিনি তাহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে আপনার সৈন্যমধ্যে মহান্ আর্ত্তনাদ-শব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার পুত্রের মন্ত্রণাতে শত শত প্রধান পুরুষেরা নিহত হইলেন দেখিয়া সকলেই তাঁহার পরামর্শে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অতি দীনভাবে কহিলেন, 'দুর্য্যোধন! কেন বৃথা আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ? আমি ত তোমাকে সততই বলিয়া থাকি যে, অর্জ্জুন অজেয়; শিখণ্ডী অর্জ্জুন-সংরক্ষিত হইয়া, মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করাতেই ধনঞ্জয়ের অসাধারণ বলবীর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে। আমি দানবগণেরও অবধ্য মহাবীর ভীষ্মকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব-সৈন্যগণের সমূলে উন্মূলন স্থির করিয়াছি। আমরা ত্রিলোকমধ্যে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহাবীর বলিয়া বোধ করিতাম, সেই ভীষ্মই সমরশায়ী হইয়াছেন, এক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে? হে বৎস! শকুনি কৌরবসভায় যে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, উহা অক্ষ নহে; শত্রুবিনাশন সুতীক্ষ্ণ শর। ঐ সকল শর এক্ষণে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদিগের যোদ্ধৃগণকে সংহার করিতেছে। হে দুর্য্যোধন! ধীরপ্রকৃতি মহাত্মা বিদুর তোমার হিতসাধনার্থ তোমাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে কর্ণপাতও কর নাই; তন্নিবন্ধনই এক্ষণে এই ঘোরতর বিনাশব্যাপার সমুপস্থিত হইয়াছে। যে মূঢ় হিতকারী সুহৃদের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনার মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে অবিলম্বে শোচনীয় হয়। হে মহারাজ! তুমি যে সৎকুলসম্ভূত, ধর্ম্মপরায়ণ, অসৎকার্য্যের নিতান্ত অনুপযুক্ত দ্রৌপদীকে আমাদিগের সমক্ষে সভামণ্ডপে আনয়ন করাইয়াছিলে, এক্ষণে সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছ এবং পরলোকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ফলভোগ করিবে।

তুমি কপটতাচরণপূর্ব্বক যে পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া রৌরব-চর্ম্ম পরিধান করাইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্রহ্মবাদী মনুষ্য সেই ধর্ম্মপরায়ণ আত্মজতুল্য পাণ্ডবগণের অনিষ্টাচরণ করিবে? তুমি শকুনির সাহায্যে ও মহারাজ ধৃষ্টরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে পাণ্ডবগণের কোপ সংগ্রহ করিয়াছ, দুঃশাসন ও কর্ণ ঐ ক্রোধানল সন্ধুক্ষিত করিয়াছেন এবং তুমি বিদুরের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক বারংবার উহা উত্তেজিত করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে পরাভূত হইয়াও জয়দ্রথের রক্ষার্থ যত্নসহকারে অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলে; তবে সিন্ধুরাজ তোমাদিগের মধ্যে কেন বিনষ্ট হইলেন? মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা ও তুমি—তোমরা সকলে জীবিত থাকিতে জয়দ্রথ কেন কালসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন? ভূপালগণ জয়দ্রথকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত প্রখর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তবে তিনি কেন সংগ্রামে নিপাতিত হইলেন? হে দুর্য্যোধন! সিন্ধুরাজ তোমার, বিশেষতঃ আমার পরাক্রমপ্রভাবে ধনঞ্জয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে গমন করিলে জীবিত থাকিব, কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি যে পর্য্যন্ত না ধনঞ্জয়কে পাঞ্চালগণের সহিত সংহার করিতেছি, তদবধি বোধ হইতেছে যেন, মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে আমার পরিত্রাণ নাই। হে রাজন্! সিন্ধুরাজরক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া আমাকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়াও কি নিমিত্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ? আর সেই সত্যসন্ধ মহাবীর ভীষ্মের সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ড নিরীক্ষণ না করিয়া কিরূপে তোমার মনে জয়লাভের প্রত্যাশা হইতেছে? যে যুদ্ধে সৈন্ধব ও ভূরিশ্রবা মহারথগণের মধ্যবর্ত্তী

হইয়াও নিহত হইয়াছেন, তথায় তুমি আর কি বিবেচনা কর? কৃপাচার্য্য এখনও সিন্ধুরাজের পথে পদার্পণ করেন নাই, এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করি। হে দুর্য্যোধন! দেবগণসমবেত দেবরাজও যাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, সেই দুষ্কর-কর্ম্মকারী মহাবীর ভীষ্মকে যখন তোমার ও দুঃশাসনের সমক্ষে নিপতিত হইতে অবলোকন করিলাম, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বসুন্ধরা তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের পুনরায় যুদ্ধযাত্রা

হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের সৈন্য-সমুদয় আমার সম্মুখে আগমন করিতেছে। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানার্থ সমস্ত সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ না করিয়া কখনই কবচ মোক্ষণ করিব না। হে রাজন্! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে বল যে, তুমি জীবনরক্ষার্থ সোমকদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আর তোমা পিতা যে যে বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদয় প্রতিপালনপূর্ব্বক আনৃশংস্য, দম, সত্য ও সরলতায় মন সমাহিত কর, ধর্ম্মার্থকামে নিরত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের পীড়ন না করিয়া সতত ধর্ম্মপ্রধান কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হও। মন ও নেত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা কর। তাঁহারা অগ্নিশিখাসদৃশ; অতএব কদাচ তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান বিধেয় নহে। হে মহারাজ! তুমি অশ্বত্থামাকে আমার এই সকল উপদেশবাক্য কহিবে। এক্ষণে আমি তোমার বাক্যশল্যে পীড়িত হইয়া সৈন্যমধ্যে সংগ্রাম করিতে চলিলাম। যদি তুমি সমর্থ হও, তবে সৈন্যসমুদয়কে রক্ষা কর। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা রজনীযোগেও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবে না।' হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া, দিবাকর যেমন নক্ষত্রগণের তেজ নাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়তেজ বিনাশ করিতে লাগিলেন।"

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের দ্রোণনিন্দা—পুনঃ যুদ্ধার্থ উদ্বোধন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রোষাবিষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাধেয়! দেখ, একাকী অর্জ্জুন একমাত্র কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তোমার, দ্রোণাচার্য্যের এবং অন্যান্য প্রধানতম যোদ্ধৃগণের সমক্ষেই দেবগণেরও দুর্ভেদ্য সেই আচার্য্যবিরচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজকে নিহত করিল। সিংহ যেমন অন্যান্য মৃগসমুদয় বিনষ্ট করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমার ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই প্রধান প্রধান নরপতিগণকে সংগ্রামে বিনাশ করিয়া আমার সৈন্য নিঃশেষিতপ্রায় করিয়াছে। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যদি যত্নপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদপূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইত না। অর্জ্জুন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় প্রিয়; সেই জন্যই আচার্য্য যুদ্ধ না করিয়া তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার কি দুর্ভাগ্য! শত্রুতাপন আচার্য্য পূর্ব্বে সিন্ধুরাজকে অভয় প্রদান করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুনকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পথ প্রদান করিলেন। যদি তিনি পূর্ব্বেই সিন্ধুরাজকে গৃহগমনে অনুমতি করিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। আমিও নিতান্ত অনার্য্য। সিন্ধুরাজ যখন জীবিতরক্ষার্থ গৃহে গমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমি অভয়প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। হায়! আজ আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি সহোদরেরা ভীমহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিল!"

দ্রোণবাক্যে অপক্ষপাত কর্ণোপদেশ—যুদ্ধারম্ভ

কর্ণ কহিলেন, 'হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বলবীর্য ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন; তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না! শ্বেতবাহন অর্জ্জুন আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও অপরাধ লক্ষিত হইতেছে না। দ্রোণাচার্য্য

স্থবির, শীঘ্রগমনে নিতান্ত অক্ষম ও বাহুব্যায়ামে[1] একান্ত অশক্ত; কিন্তু কৃষ্ণ-সারথি মহাবীর অর্জ্জুন কৃতকার্য্য, যুবা, শিক্ষিতাস্ত্র ও লঘুবিক্রম; সে দুর্ভেদ্য-বর্ম্মসংবৃতকলেবর ও ভুজবলদর্পিত হইয়া দিব্যাস্ত্রযুক্ত বানরলাঞ্ছিত রথে আরোহণ, অজয় গাণ্ডীব-শরাসন ধারণ ও সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক যে দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়াছে, উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সুতরাং আমি তদ্বিষয়ে দ্রোণের কিছুমাত্র দোষ দর্শন করি না। যাহা হউক, যখন ধনঞ্জয় দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে মহারাজ! দৈবনির্দ্দিষ্ট বিষয় কদাচ অন্যথা হয় না। দেখ, আমরা সকলেই শক্তি অনুসারে সংগ্রাম করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন। অতএব এই বিষয়ে দৈবই বলবান্, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা তোমার সহিত মিলিত হইয়া শঠতা ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পরম যত্ন সহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু দৈবই আমাদিগের পুরুষকার নষ্ট করিলেন। দুর্দৈবগ্রস্ত মনুষ্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে বারংবার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। মনুষ্য সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার তাহা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সিদ্ধিলাভ দৈবায়ত্ত। আমরা শঠতা প্রকাশ ও বিষপ্রয়োগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা এবং জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; তাহারা দ্যূতে পরাজিত ও রাজনীতি-অনুসারে অরণ্যে প্রব্রাজিত হইয়াছিল, কিন্তু দৈব আমাদিগের যত্নসম্পাদিত সেই সমস্ত বিষয়ে বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা সুদৃঢ় যত্নশালী হইবে, দৈব তাহাদেরই অনুকূল হইবেন। পাণ্ডবগণের বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য বা তোমার দুর্ব্বুদ্ধিকৃত অসৎকার্য্য কদাচ এ বিষয়ে কারণরূপে লক্ষিত হয় না; তবে যে তাহাদের জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, এই বিষয়ে দৈবই প্রমাণ[2]। মনুষ্যগণ যখন নিদ্রায় অভিভূত হয়, অনন্যকর্ম্মা দৈব তখনও জাগরিত থাকে। হে মহারাজ! প্রথম যুদ্ধ আরম্ভের সময় তোমার পক্ষে বহুসংখ্যক সৈন্য ও যোদ্ধা ছিল; কিন্তু পাণ্ডবগণের তাদৃশ ছিল না, তথাচ তাহারা তোমার পক্ষীয় বহু বীরকে সংহার করিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈবই আমাদিগের পুরুষকার বিনষ্ট করিতেছেন।'

হে মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে এইরূপে বহুবিধ কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদয় নিরীক্ষিত হইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! কেবল আপনার দুর্মন্ত্রণাপ্রভাবেই এই মহান্ জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে।"

জয়দ্রথবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচবধপর্ব্বাধ্যায়—উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার সেই প্রভূত গজসমাকীর্ণ মহাসৈন্য পাণ্ডবসেনা-দিগকে অতিক্রম করিয়া চারিদিকে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ যমরাজ্যগমনে[1] কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বীরগণ বীরগণের সহিত সমাগত হইয়া শর, শক্তি ও তোমর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথিগণের সহিত মিলিত হইয়া শরনিকর দ্বারা পরস্পরের গাত্র হইতে রুধিরধারা স্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মদমত্ত মাতঙ্গগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিষাণ[2] দ্বারা পরস্পরকে বিদারিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহীরা অশ্বারোহিগণের সহিত সমাগত হইয়া যশোলাভাভিলাষে প্রাস, শক্তি ও পরশু দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে আরম্ভ করিল এবং পদাতিগণ শস্ত্রপাণি হইয়া পরম যত্ন-সহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন কেবল নাম, গোত্র ও কুল শ্রবণেই কৌরবগণের সহিত পাঞ্চালদিগের বৈলক্ষণ্য বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে যোদ্ধগণ পরস্পর পরস্পরকে শর, শক্তি ও পরশু দ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দিবাকরের অস্তগমন নিবন্ধন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক

১। দ্রুত ভুজচালনে। ২। কারণ—হেতু।

১। মৃত্যুবরণে। ২। দন্ত।

দশদিকে পরিত্যক্ত শরনিকর পূর্ব্বের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল না।

দুর্য্যোধনের ভীষণ আক্রমণ—পাণ্ডব-পরাজয়

পাণ্ডবেরা এইরূপে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজবধজনিত দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া রথনির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক অরিবাহিনীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল। দিবাকর যেমন মধ্যাহ্নকালে করজাল দ্বারা সমুদয় জগৎ তাপিত করেন, তদ্রূপ আপনার পুত্র শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ ও বিজয়-লাভে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নোন্মুখ হইলেন। পাঞ্চালগণ মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনের সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈনিক পুরুষেরা সুতীক্ষ্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র তৎকালে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা কখনই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দ্বিরদ যেরূপ নলিনীবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ তিনি পাণ্ডব-সৈন্যগণকে প্রমথিত করিয়া ফেলিলেন। পদ্মবন যেমন সূর্য্য ও অনিলপ্রভাবে সলিলবিহীন হইয়া শোভাশূন্য হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধনপ্রভাবে পাণ্ডবসৈন্যসমুদয় শোভাহীন হইল।

ঐ সময় পাঞ্চালগণ পাণ্ডবসেনাগণকে নিহত নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুলকে তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীকে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে সাত, সাত্যকিকে পাঁচ, দ্রৌপদী-তনয়গণকে তিন তিন এবং কেকয় ও চেদিদিগকে অসংখ্য নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন; তৎপরে ঘটোৎকচ ও অন্যান্য অসংখ্য যোদ্ধগণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে হস্তী ও অশ্বগণের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

যুধিষ্ঠিরাক্রান্ত দুর্য্যোধনের দ্রোণসাহায্যলাভ

তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে এইরূপে অরাতিসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক ত্রিধা ছেদন করিয়া তাঁহাকে শাণিত দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠিরনিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণ শরনিকর দুর্য্যোধনের দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা বৃত্রাসুরবিনাশসময়ে দেবতারা যেরূপ পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় শর নিক্ষেপ করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন অতিমাত্র বিদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগি-লেন। তখন পাঞ্চাল-সৈন্যগণ 'রাজা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইয়াছেন' বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। ঐ সময় অতি ভীষণ শরশব্দও শ্রুতিগোচর হইল। দ্রোণাচার্য্য সেই শব্দ-শ্রবণে সত্বর তথায় গমনপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন যে, মহাবীর দুর্য্যোধন পুনরায় হৃষ্টচিত্তে কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চাল-গণ জয়লাভার্থ দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন; মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও কুরুপ্রবীর দুর্য্যোধনের রক্ষণেচ্ছায় তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। হে মহারাজ! তৎপরে যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণের নাশজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

—

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের সমবেত দ্রোণাক্রমণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণ মূঢ় দুর্য্যোধনকে সেই কথা বলিয়া রোষভরে পাণ্ডবমধ্যে প্রবেশ করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপে নিবারণে প্রবৃত্ত হইল? যখন দ্রোণ শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর

তাঁহার দক্ষিণচক্র ও কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার বামচক্র রক্ষা করিল? কোন্ কোন্ রথী তাঁহার পৃষ্ঠবর্ত্তী ও কাহারাই বা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ মহাবীর দ্রোণ রথমার্গে নৃত্য করিয়া পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা শিশিরসময়ে গো-সমুদয় যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ মহাভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই সর্ব্বশস্ত্রবেত্তা মহাবীর দ্রোণ হুতাশন-সদৃশ স্বীয় প্রভাবে পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া কিরূপে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সায়াহ্নে জয়দ্রথ-বিনাশানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সাত্যকি-সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, মহাবীর নকুল, ধীমান্ সহদেব, সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়গণ-সমবেত বিরাট, অসংখ্য সেনা-পরিবৃত মৎস্য ও শাল্বগণ, পাঞ্চালগণ-পরিরক্ষিত মহারাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও সসৈন্য রাক্ষস ঘটোৎকচ, শিখণ্ডি-পুরঃসর ষট্‌সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ এবং একত্র সমবেত অন্যান্য অসংখ্য মহারথ আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীরেরা যুদ্ধার্থ গমন করিলে ভীরুজনভয়বর্দ্ধিনী ঘোররজনী সমুপস্থিত হইল। ঐ রজনীতে বহুতর কুঞ্জর ও যোদ্ধাদিগের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

হে মহারাজ! ঐ ভীষণ বিভাবরীতে শিবাগণ গ্রাসসম্পন্ন জ্বালাকরাল মুখব্যাদানপূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ঙ্কর উলূক-সকল কৌরব-সৈন্যগণকে শঙ্কিত করিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সৈন্যমধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ভেরী ও মৃদঙ্গের বিপুল শব্দ, করিনিকরের বৃংহিতধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও খুরশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণের সহিত সৃঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের চরণ-সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের রুধিরপ্রবাহে ধূলিপটল তিরোহিত হইয়া গেল। নিশাকালে পর্ব্বতোপরি দহ্য বংশবনের ন্যায় প্রক্ষিপ্ত শস্ত্র-সমুদয়ের ঘোরতর চটচটা শব্দ হইতে লাগিল। মৃদঙ্গ, আনক, ঝল্লীর ও পটহ-শব্দ এবং অশ্ব-সকলের চীৎকারে সমুদয় রণস্থল একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন আমরা মোহে অভিভূত হইলাম। কাহারই আত্মপর বিবেচনা রহিল না। সকলে উন্মত্তের ন্যায় হইল। অনন্তর ধূলিপটল শোণিতপ্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে সুবর্ণময় বর্ম্ম ও ভূষণপ্রভায় অন্ধকার নিরাকৃত হইল। তখন সেই শক্তি-ধ্বজসমাকুল মণি ও সুবর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ভারতীসেনা সকল নিশাকালে নক্ষত্রসার্থসঙ্কুল নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ঐ সৈন্যমধ্যে গোমায়ু ও কাকগণ অনবরত কোলাহল, করিসমুদয় বৃংহিত-ধ্বনি এবং সৈন্যগণ সিংহনাদ ও উৎক্রোশধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর সমরাঙ্গনে মহেন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া এককালে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। মহারাজ! সেই অন্ধকারকালে অঙ্গদ, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত অসংখ্য রথ ও হস্তিসম্পন্ন সেই কৌরবসৈন্য বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইল। চতুর্দ্দিকে অসি, শক্তি, গদা, খড়্গ, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার সেই সৈন্যমেঘের পুরোবর্ত্তী বায়ু; রথ ও নাগ উহার বকপংক্তি; বাদিত্রধ্বনি নির্ঘোষ; দ্রোণাচার্য্য ও পাণ্ডব পর্জ্জন্য; খড়্গ, শক্তি ও গদা অশনি; শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র উহার পবনস্বরূপে শোভা পাইতে লাগিল।

যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিস্ময়কর অতি ভয়াবহ ভারতীসেনামধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে সেই প্রদোষসময়ে মহাশব্দসঙ্কুল, ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন, শূরগণের হর্ষজনন, ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমবেত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় যে যে বীর আচার্য্যের সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের মধ্যে অনেককে বিমুখ ও অনেককে নিহত করিলেন। সেই সময়ে তিনি একাকীই সহস্র হস্তী, অযুত রথ, অযুত

পদাতি এবং অর্ব্বুদ অশ্বকে নারাচাস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।”

— —

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক শিবি-বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর দ্রোণ আমার আত্মজ দুর্য্যোধনকে সেই কথা কহিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা কি মনে করিলে? ধনঞ্জয় অপরাজিত মহাবীর আচার্য্যকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কি বিবেচনা করিতে লাগিল এবং মূঢ় দুর্য্যোধনই বা কোন্ কার্য্য তৎকালোচিত বলিয়া অবধারণ করিল? তৎকালে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল আর কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহাকে শত্রু-সংহারে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ও সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ দ্রোণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া শীতার্ত্ত কৃশ গো-সমূহের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই অরাতি-নিপাতন মহাবীর পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! সেই রাত্রিকালে সমস্ত মহারথ ও সৈন্যগণ সমবেত হইয়া বিমর্দ্দিত হইতে থাকিলে তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? তুমি কহিতেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ নিহত, পরাভূত ও রথশূন্য হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা গাঢ়ান্ধকারনিমগ্ন, পাণ্ডবগণের শরে নিপীড়িত ও মোহাবিষ্ট হইয়া কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন? তুমি কহিতেছ, পাণ্ডবগণ জয়লাভে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ অপ্রহৃষ্ট, ভীত ও বিমনস্ক হইতেছে; কিন্তু সেই ঘোর নিশাকালে পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিভিন্নতা কিরূপে তোমার অনুমান হইল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাণ্ডবগণ সোমকদিগের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আচার্য্য দ্রুতগামী শরনিকরে কেকয়গণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে যে যে মহারথ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সকলেই শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ শিবি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপ্রমাথী মহারথ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর আচার্য্য তাঁহাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া লৌহময় দশ শরে বিদ্ধ করিলে তিনি কঙ্কপত্রভূষিত ত্রিংশৎ বাণে আচার্য্যকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা শিবির অশ্ব ও সারথিকে সংহার-পূর্ব্বক তাঁহার উষ্ণীষযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বর দ্রোণের নিকট অন্য এক সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে দ্রোণের অশ্ব-সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা আচার্য্য অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ভীমকর্ত্তৃক ধ্রুবাদি কলিঙ্গরাজপুত্র-সংহার

এ দিকে কলিঙ্গরাজের পুত্র পিতৃবধজনিত দুঃখে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশোদ্ভব সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ভীমের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সারথি বিশোককে তিন শরে নিপীড়িত করিয়া এক বাণে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধভরে স্বীয় রথ হইতে তাঁহার রথে গমনপূর্ব্বক মুষ্টি-প্রহারে তাঁহাকে নিহত করিলেন। ভীমের ভীষণ মুষ্টিপ্রহারে কলিঙ্গরাজতনয়ের অস্থি-সকল চূর্ণ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গরাজতনয়ের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাত প্রভৃতি বীরগণ কলিঙ্গরাজপুত্রের বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া আশীবিষসদৃশ নারাচ দ্বারা ভীমকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম অবিলম্বে ধ্রুবের রথে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে দেখিয়া মুষ্টি প্রহার করিলেন। ধ্রুব সেই মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনের মুষ্ট্যাঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীম এইরূপে ধ্রুবকে সংহার করিয়া জয়রাতের রথে সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন

এবং কর্ণের সমক্ষে তাঁহাকে বামহস্তে আকর্ষণপূর্ব্বক তলপ্রহারে বিনষ্ট করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি কাঞ্চনময়ী শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সুবলনন্দন শকুনি সেই শক্তি কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর সুতীক্ষ্ণ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্ম্মদ-দুষ্কর্ণ সংহার

হে মহারাজ! এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই সমুদয় মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বরথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুত্রগণ ভীমকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় জিঘাংসাপরবশ হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে হাস্যমুখে শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক দুর্ম্মদের সারথি ও অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মদ সত্বর দুষ্কর্ণের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সেই ভ্রাতৃদ্বয় বরুণ ও সূর্য্য যেমন তারকাসুরের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমের অভিমুখীন হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সমক্ষে পাদপ্রহারে ঐ বীরদ্বয়ের রথ ধরাতলে প্রোথিত করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণমধ্যে হাহাকার-শব্দ সমুত্থিত হইল। মহীপালগণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, ইনি ভীমরূপে এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' হে মহারাজ! ভূপতিগণ এই বলিয়া মোহাবিষ্ট-চিত্তে অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে লোহিতলোচন ভীমপরাক্রম ভীম সেই নিশাকালে ধার্ত্তরাষ্ট্রসৈন্যগণকে সংহারপূর্ব্বক ভূপতিগণের প্রশংসাভাজন হইয়া যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ ও কেকয়গণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবান্ শঙ্কর অন্ধকাসুরকে সংহার করিয়া আগমন করিলে সুরগণ যেমন তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারাও ভীমের সৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর বরুণাত্মজসদৃশ আপনার আত্মজগণ দ্রোণসমবেত হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন সেই জলদজাল সদৃশ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃক, কাক ও গৃধ্রগণের আমোদজনক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

সোমদত্তের সাত্যকি-সংহার প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে মহারথ সোমদত্ত মহাবীর সাত্যকির হস্তে প্রায়োপবিষ্ট স্বীয় পুত্র ভূরিশ্রবার নিধন দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শৈনেয়কে কহিতে লাগিলেন, 'হে যুযুধান! তুমি দেবনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তবে তুমি কিরূপে সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রণপরাঙ্মুখ, অস্ত্রশস্ত্রত্যাগী, অতি দীন ভূরিশ্রবাকে প্রহার করিলে? বৃষ্ণিবংশে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও তুমি, তোমরা এই দুই জন মহারথ ও মহাতেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত আছ; কিন্তু তুমি কিরূপে সেই অর্জ্জুনশরে ছিন্নবাহু; প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? যাহা হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমাকে সেই নিষ্ঠুরতাচরণের ফলভোগ করিতে হইবে। আজই শর দ্বারা তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব। হে দুরাত্মন্ বৃষ্ণিকুলাঙ্গার! আমি আমার পুত্রদ্বয়, যজ্ঞ ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যদি অর্জ্জুন তোমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই রাত্রিমধ্যেই তোমাকে এবং তোমার পুত্র ও অনুজগণকে বিনাশ করিব। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিফল হয়, তাহা হইলে যেন আমি ঘোরতর নরকে নিপতিত হই।' মহাবল-পরাক্রান্ত সোমদত্ত এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকির সোমদত্ত বধ-প্রতিজ্ঞা

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত রক্তনেত্র সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে কহিলেন, 'হে কৌরবেয়! তোমার বা অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। তুমি সমস্ত সৈন্য-পরিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও আমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইব না। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী; তুমি সমরকালে অনর্থক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে আইস, উভয়েই নির্দ্দয়ভাবে নিশিত শর-প্রহারে প্রবৃত্ত হই। আমি তোমার মহাবল পুত্র ভূরিশ্রবাকে নিধন এবং শল ও বৃষসেনকে পরাভূত করিয়াছি; তুমিও একজন মহাবলশালী, অতএব ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর; আজ পুত্র ও বান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে তোমাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। তুমি দান, দম, শৌচ, অহিংসা, হ্রী, ধৃতি ও ক্ষমা প্রভৃতি অবিনশ্বর গুণসমূহে ভূষিত মৃদঙ্গকেতু রাজা যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাবে নিহতপ্রায় হইয়াছ। এক্ষণে কর্ণ ও সৌবল-সমভিব্যাহারে তোমাকে অবশ্যই শমনসদনে গমন করিতে হইবে। যদি তুমি রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে মুক্ত হইতে পারিবে; নতুবা আমি কৃষ্ণের চরণ ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আজ তোমাকে পুত্রের সহিত বিনষ্ট করিব।' হে মহারাজ! সেই পুরুষ-প্রধান বীরদ্বয় পরস্পর এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শরসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাণ্ডবসহায় সাত্যকি—কৌরবসহায় সোমদত্ত-যুদ্ধ

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন অযুত হস্তী ও অশ্ব এবং সহস্র রথ লইয়া সোমদত্তকে পারিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার শ্যালক যুবা শকুনি ও ইন্দ্রসমবিক্রম ভ্রাতৃগণ ও পুত্র-পৌত্রগণও এক লক্ষ অশ্বে পরিবৃত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্তের চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সোমদত্ত এইরূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সাত্যকিকে সন্নতপর্ব্ব শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষপরবশ হইয়া অসংখ্য সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে পরস্পর প্রহরণশীল সৈন্যগণমধ্যে বাতাহত সমুদ্রনিস্বনসদৃশ মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির প্রতি নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও বিগতসংজ্ঞ হইয়া রথোপরি মোহ প্রাপ্ত হইলেন। সারথি তাঁহাকে বিহ্বল অবলোকন করিয়া সত্বর রথ লইয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সোমদত্তকে সাত্যকির শরাঘাতে অচৈতন্য অবলোকন করিয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভরদ্বাজকে আগমন করিতে দেখিয়া সাত্যকির রক্ষার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে সুরগণের সহিত ত্রৈলোক্য-বিজয়াভিলাষী বলিরাজের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ সময় পাণ্ডবগণের সহিত আচার্য্যের সেইরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজঃপুঞ্জকলেবর দ্রোণাচার্য্য শরজালে পাণ্ডবসৈন্য সমাচ্ছন্ন ও যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং সাত্যকিকে দশ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডীকে শত, মৎস্যরাজ বিরাটকে আট, দ্রুপদকে দশ, দ্রৌপদীতনয়দিগকে পাঁচ পাঁচ, যুধামন্যুকে তিন, উত্তমৌজাকে ছয় এবং অন্যান্য সেনাপতিগণকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ এইরূপে দ্রোণশরে বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে দ্রোণশরে ছিন্ন-ভিন্ন অবলোকন করিয়া ঈষৎ কোপান্বিতচিত্তে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবসৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের সহিত দ্রোণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হুতাশন যেমন তূলারাশি দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ আপনার পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শরানলে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতুল্য প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ মহাবীর দ্রোণকে কার্ম্মুক

মণ্ডলীকৃত করিয়া প্রদীপ্ত শরনিকরে বিপক্ষসৈন্যগণকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতে দেখিয়া কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় যে যে ব্যক্তি দ্রোণের সম্মুখে নিপতিত হইল, তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিল। এইরূপে সেই পাণ্ডবসেনা দ্রোণের শরে সমাহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ধনঞ্জয়ের সমক্ষেই পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে গোবিন্দ! তুমি এক্ষণে আচার্য্যের রথাভিমুখে অশ্বচালন কর।' বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে রজত, গোক্ষীর, কুন্দ ও চন্দ্রের সদৃশ ধবলকায় অশ্বগণকে দ্রোণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন অর্জ্জুনকে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান দেখিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, 'হে বিশোক! তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোণসৈন্যমধ্যে লইয়া যাও।' বিশোক তাঁহার আদেশ শ্রবণমাত্র অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, কারূষ, কোশল ও কেকয়গণ সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে পরম যত্নসহকারে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন দক্ষিণপার্শ্ব ও ভীমসেন উত্তরপার্শ্ব অবলম্বনপূর্ব্বক রথিগণের সহিত আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি যুদ্ধার্থ আপনার সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুর অভিঘাতে মহাসাগরের যেমন ঘোরতর শব্দ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত সৈন্যগণের ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা সাত্যকিকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভূরিশ্রবার বিনাশে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন, তদ্দর্শনে ভীমসেনতনয় মহাবীর ঘটোৎকচ লৌহনির্ম্মিত, ঋক্ষচর্ম্মসমাচ্ছন্ন, ত্রিংশৎ নল[১] বিস্তীর্ণ, যন্ত্র-সন্নাহযুক্ত[২] অষ্টচক্র-সমন্বিত মেঘগম্ভীরনিস্বন, অস্ত্রমালাসমলঙ্কৃত, শোণিতার্দ্র ধ্বজপটপরিশোভিত, বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণপূর্ব্বক শূল, মুদ্গর, শৈল ও পাদপধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী সেনাগণ-সমভিব্যাহারে দ্রোণপুত্রের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার রথে অশ্ব বা মাতঙ্গগণ সংযোজিত ছিল না; করিনিকরাকার পিশাচগণ উহা আকর্ষণ করিতেছিল এবং বিকট গৃধ্ররাজ পক্ষ ও চরণ বিস্তীর্ণ করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক উহার উপরে সমুচ্ছ্রিত ধ্বজদণ্ডে উপবিষ্ট রহিয়াছিল। মহীপালগণ তাঁহাকে যুগান্তকালীন দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় শরাসন উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই গিরিশৃঙ্গসদৃশ, ভীমরূপ, ভয়াবহ, দংষ্ট্রাকরাল, বিকটমুখ, শঙ্কুকর্ণ[১], ঊর্দ্ধকেশ, লম্বোদর[২], কিরীটালঙ্কৃতমস্তক; মহাগর্ত্তের ন্যায় বিস্তীর্ণ গলদ্বারযুক্ত, প্রদীপ্ত-বক্ত্র, বিপক্ষগণের বিক্ষোভজনক, রাক্ষস ঘটোৎকচকে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় রোষভরে তথায় আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও বায়ুভরে ক্ষুভিত ভাগীরথীর ন্যায় বিচলিত হইল। মাতঙ্গগণ ঘটোৎকচের সিংহনাদ-শব্দে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা রাত্রিকাল-প্রভাবে অধিকতর বলশালী হইয়া সেই রণস্থলে চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভূশুণ্ডী, তোমর, শক্তি, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র-সকল চতুর্দ্দিকে অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সমস্ত নরপতি ও আপনার তনয়গণ এবং মহাবীর কর্ণ সেই ভীষণ সংগ্রামদর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কেবল অস্ত্রবলদীক্ষিত অশ্বত্থামা একাকী অনাকুলিতচিত্তে সংগ্রামস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক সেই ঘটোৎকচ-বিস্তৃত মায়াজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ-সমুদয় যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত শর-সকল অশ্বত্থামার দেহ বিদারণপূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন প্রবলপ্রতাপশালী লঘুহস্ত অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

১। নল দ্বারা পরিমিত—চারি শত হস্তে ১ নল। মতান্তরে শত হস্ত। আধুনিক য়ুরোপ যুদ্ধে হাজার হাজার মাইলব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে যে যান্ত্রিক অস্ত্রে যুদ্ধ হয়, ঐরূপ যুদ্ধ মহাভারতের সময়ও হইত।
২। যান্ত্রিক যুদ্ধোপকরণসমন্বিত।

১। খোঁটার মত লম্বা কাণ। ২। কুম্ভের মত ঝোলা পেট।

দশ শরে ভীমপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার শরে মর্ম্মনিপীড়িত হইয়া তাঁহার বিনাশ-বাসনায় তাঁহার উপর এক বালার্কসদৃশ, মণিহীরক-বিভূষিত, এক লক্ষ অরসমাযুক্ত, ক্ষুরধার চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত চক্র মহাবেগে অশ্বত্থামার সমীপে সমাগত হইবামাত্র তিনি শরনিকর দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই চক্র ভাগ্যহীন জনের বাসনার ন্যায় বিফল হইলে মহাবীর ভীমতনয়, রাহু যেমন ভাস্করকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ দ্রৌণিকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

অশ্বত্থামার শরে অঞ্জনপর্ব্বার সংহার

ঐ সময় ভিন্নাঞ্জনসন্নিভ[1]-কলেবর ঘটোৎকচতনয় অঞ্জনপর্ব্বা অশ্বত্থামাকে আগমন করিতে দেখিয়া সুমেরু যেমন বায়ুর গতি রোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার গতি রোধপূর্ব্বক মেঘ যেমন সুমেরু পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে অঞ্জনপর্ব্বার ধ্বজ, তিন বাণে ত্রিবেণুক[2], এক বাণে ধনু, চারি বাণে চারি অশ্ব এবং দুই বাণে সারথিদ্বয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঞ্জনপর্ব্বা এইরূপে রথবিহীন হইয়া অশ্বত্থামার উপর খড়্গপ্রহারে উদ্যত হইল। দ্রোণপুত্র তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহার হস্ত হইতে সেই স্বর্ণবিন্দুখচিত অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। তখন ঘটোৎকচনন্দন ক্রোধভরে গদা বিঘূর্ণনপূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর দ্রোণাত্মজ তাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অঞ্জনপর্ব্বা সহসা আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া কালমেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বৃক্ষবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তখন দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, দিবাকর যেমন স্বীয় করজালে মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরজালে অঞ্জনপর্ব্বার কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন ঘটোৎকচ-তনয় অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুবর্ণখচিত রথে অবস্থানপূর্ব্বক পৃথিবীস্থিত অত্যুচ্চ অঞ্জন-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধচিত্তে মহেশ্বর যেমন

১। গাঢ় কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ। ২। তিন স্তম্ভের রথদণ্ড।

অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই লৌহবর্ম্মধারী ভীমনপ্তা[1] অঞ্জনপর্ব্বাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

ঘটোৎকচসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ

হে মহারাজ! মহাবীর ঘটোৎকচ স্বীয় পুত্রকে এইরূপে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কোপজ্বলিতচিত্তে দবদহনপ্রবৃত্ত[2] দাবানল সদৃশ পাণ্ডবসৈন্যসংহারকারী মহাবীর অশ্বত্থামার সমীপে আগমনপূর্ব্বক নির্ভীক-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'হে দ্রোণনন্দন! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। তুমি কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ যেমন ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য আমি তোমাকে বিদীর্ণ করিব।' অশ্বত্থামা ঘটোৎকচের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে বৎস! তুমি এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পুত্রের সহিত যুদ্ধ করা পিতার কর্ত্তব্য নহে। হে হিড়িম্বানন্দন! তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই; কিন্তু মনুষ্য রোষপরবশ হইয়া আত্মনাশেও পরাঙ্মুখ হয় না। এই নিমিত্তই তোমাকে এ স্থান হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে কহিতেছি।' তখন পুত্রশোকসন্তপ্ত মহাবীর ঘটোৎকচ রোষকষায়িতলোচনে অশ্বত্থামাকে কহিলেন, 'হে দ্রোণাত্মজ! আমি নীচলোকের ন্যায় সংগ্রামকাতর নহি। তবে কেন নিরর্থক বাক্যব্যয় করিয়া আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছ? আমি এই সুবিস্তীর্ণ কৌরবকুলে মহাবীর ভীমের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি সমরে অপরাঙ্মুখ পাণ্ডবগণের পুত্র, রাক্ষসগণের অধিরাজ ও দশাননের ন্যায় মহাবল-পরাক্রান্ত। হে দ্রোণাত্মজ! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। প্রাণসত্বে তুমি কদাপি অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। আজ আমি তোমার যুদ্ধাভিলাষ অপনীত করিব।' মহাবীর ঘটোৎকচ এই বলিয়া কুঞ্জরাভিমুখীন কেশরীর ন্যায় ক্রোধভরে অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার প্রতি রথাক্ষপরিমিত আয়ত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল অশ্বত্থামা হিড়িম্বাতনয়বিসৃষ্ট সেই শরসমুদয়

১। ভীমপৌত্র। ২। বনদাহে উদ্যত।

উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে শরজালের একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধ হইতেছে। অস্ত্র-সমুদয় সংঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ সকল সমুৎপন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনতল খদ্যোতপুঞ্জে সুশোভিত হইয়াছে।

এইরূপে দ্রোণপুত্র কর্তৃক ঘটোৎকচের অস্ত্রমায়া প্রতিহত হইলে ভীমতনয় প্রচ্ছন্নভাবে পুনর্ব্বার মায়াজাল বিস্তার করিবার বাসনায় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসম্পন্ন, পাদপকুল-সমাচ্ছন্ন, শূল, প্রাস, অসি ও মুষলরূপ প্রস্রবণযুক্ত এক পর্ব্বতের আকার পরিগ্রহ করিলেন। মহাবাহু অশ্বত্থামা সেই অঞ্জনস্তূপসদৃশ মহীধর ও তাহা হইতে অনবরত নিপতিত অস্ত্রজাল নিরীক্ষণ করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি হাস্যমুখে বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই শৈলেন্দ্রকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ঘটোৎকচ ইন্দ্রায়ুধবিভূষিত নীলনীরদরূপ ধারণ করিয়া পাষাণ বর্ষণপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বায়ব্যাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক সেই সমুত্থিত নীলমেঘ অপসারিত করিয়া শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া লক্ষ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ সিংহ-শার্দ্দূল-সদৃশ মত্তদ্বিরদবিক্রম, বিকটাস্য, বিকৃতমস্তক, বিকৃতগ্রীব, নানা শস্ত্রধারী, কবচসমলঙ্কৃত, ভয়ঙ্কর, ক্রোধোদ্বৃত্ত-লোচন, দেবরাজসম মহাবল-পরাক্রান্ত, সমরদুর্ম্মদ, রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ দুর্য্যোধনকে বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও ইন্দ্র-সমবিক্রম পার্থিবগণের সহিত এই স্থানেই অবস্থান কর। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব। তুমি কখনই পরাজিত হইবে না। এক্ষণে যত্নসহকারে স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বাসিত কর।' মহারাজ দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দ্রোণনন্দন! তোমার মনের এইরূপ ঔদার্য্য ও আমাদের প্রতি এইরূপ গাঢ়তর ভক্তি হওয়া নিতান্ত অদ্ভুত নহে।' রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয়া শকুনিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুবলনন্দন! অর্জ্জুন লক্ষ রথী কর্তৃক পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে; তুমি ষষ্টি সহস্র রথী সমভিব্যাহারে তাহার অভিমুখে গমন কর। কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন, নিকুম্ভ, কুণ্ডভেদী, পুরুক্রম, পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমপুঞ্জক, শল্য, আরুণি, ইন্দ্রসেন, সঞ্জয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পরক্রাথী, জয়ধর্ম্মা ও সুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্র-সমুদয়, উদীচ্যগণ ও ছয় অযুত পদাতি তোমার অনুগমন করিবেন। হে মাতুল! দেবরাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। আমি এক্ষণে তোমার উপর জয়লাভ নির্ভর করিয়াছি। অতএব কার্ত্তিকেয় যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অশ্বত্থামার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর।' হে মহারাজ! শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণানন্তর আপনার পুত্রগণের সন্তোষ ও পাণ্ডবদিগের বিনাশসম্পাদনার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ঘটোৎকচ-অশ্বত্থামার ভীষণ যুদ্ধ

ঐ সময় ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া বিষাগ্নিসদৃশ সুদৃঢ় দশ বাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণপুত্রের বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমসুতের শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পবনোদ্ধূত পাদপের ন্যায় রথমধ্যে বিচলিত হইলেন। তখন ভীমতনয় পুনর্ব্বার অবিলম্বে অঞ্জলিক বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বত্থামার করস্থিত সুপ্রভ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া, জলধর যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাক্ষসের প্রতি সুবর্ণ-পুঙ্খ অরাতিনিপাতন শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; বিশালবক্ষাঃ রাক্ষসগণ দ্রোণপুত্রের বাণে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দিত মত্তমাতঙ্গযূথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রলয়কালে ভগবান্ হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসগণকে

শরজালে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব আকাশপথে ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়া যেরূপ দীপ্তি পাইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণতনয় সেই অক্ষৌহিণী রাক্ষসসেনা ধ্বংস করিয়া সেইরূপ বিরাজিত হইতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্রকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। দশনোদ্দীপ্ত-বদন, নানায়ুধধারী, ঘোরতর নিশাচরগণ ঘটোৎকচের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র মুখব্যাদানপূর্ব্বক সিংহনাদে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্রোণপুত্রের সংহারার্থ ধাবমান হইয়া তাঁহার মস্তকে সহস্র সহস্র শাণিত শক্তি, শতঘ্নী, পরিঘ, অশনি, শূল, পট্টিশ, খড়গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুষল, পরশু, প্রাস, অসি, তোমর, কুণপ, কম্পন, শূল, ভূশুণ্ডী, অশ্মগুড়, লৌহময় স্থূণ এবং শত্রুদারণ ঘোর মুদ্গর-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ ভীষণ অস্ত্রসমুদয় অশ্বত্থামার মস্তকোপরি নিপতিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল; কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণতনয় অসম্ভ্রান্তচিত্তে শিলানিশিত বজ্রকল্প শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অনায়াসে সেই ঘোরতর শরজাল নিবারণ করিয়া সত্বর দিব্যমন্ত্রপূত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে বিপুলবক্ষাঃ রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিশাচরগণ অশ্বত্থামার ভীষণ শরে সমাহত হইয়া সিংহ-বিদলিত গজযূথের ন্যায় একান্ত সমাকুল হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশবাসনায় ধাবমান হইল। তখন অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহাবীর অশ্বত্থামা অতি দুষ্কর আশ্চর্য্যজনক বিক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক একাকী ঘটোৎকচের সমক্ষে প্রজ্বলিত শরানলে সেই রাক্ষসী সেনা দগ্ধ করিয়া যুগান্তকালীন সংবর্ত্তক হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য নরপতিমধ্যে মহাবল-পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র ভীমতনয় ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণন, করতালি প্রদান ও ওষ্ঠাধর দংশনপূর্ব্বক স্বীয় সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথে! তুমি সত্বর দ্রোণপুত্রসমীপে রথ সঞ্চালন কর'। সারথি আজ্ঞা-প্রাপ্তিমাত্র অশ্বত্থামার সমীপে রথ সমানীত করিল, ভীমবিক্রম অরাতিঘাতন ঘটোৎকচ পুনরায় সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক জয়পতাকা-সমাযুক্ত বিকট-বেশধারী দ্রোণপুত্রের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অষ্টঘণ্টাযুক্ত দেবনির্ম্মিত অশনি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সেই অশনি গ্রহণ করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাপ্রভাব-সম্পন্ন সেই ঘোররূপ অশনি রাক্ষসেন্দ্রের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে সকলেই দ্রোণপুত্রকে প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অতি ভীষণ কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া পুনরায় অশ্বত্থামার উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও নির্ভীক চিত্তে আচার্য্যপুত্রের বক্ষঃস্থলে আশীবিষ-সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদের দুই জনের উপর অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও হুতাশন-সদৃশ শরনিকরে তাঁহার নারাচ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে যোদ্ধৃগণের ও মহাবীর অশ্বত্থামার প্রীতিজনক অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন সহস্র রথ, তিন শত হস্তী এবং ছয় সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন বিক্রমশালী অশ্বত্থামা ঘটোৎকচ ও অনুজসহায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, পৃথিবীমধ্যে আর কেহই সেরূপ পরাক্রম-প্রদর্শনে সমর্থ নহেন। তিনি নিমেষমাত্রে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বিজয় ও কেশবের সমক্ষে সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথ-সমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা নিপাতিত করিলেন। দ্বিরদগণ অশ্বত্থামার অবক্র নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবিহীন পর্ব্বত-সমুদয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। নিকৃত্ত করিশুণ্ড-সকল সমরভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ ভুজঙ্গগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কাঞ্চনময় দণ্ড ও শ্বেতচ্ছত্র-সকল ছিন্ন ও নিপাতিত

হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল যুগান্তকালে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহমণ্ডলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় দ্রোণাত্মজের শরনিকরপ্রভাবে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে সমরাঙ্গনে এক ভীষণ তরঙ্গযুক্ত ভীরুজনের মোহজনক শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। বৃহদাকার ধ্বজসকল উহার মণ্ডুক[১]; ভেরীসকল বৃহদাকার কচ্ছপ; শ্বেতচ্ছত্র-সমুদয় হংসাবলি; চামর ফেন; কঙ্ক ও গৃধ্র-সকল মহানক্র; অসংখ্য আয়ুধ মৎস্য; বৃহদাকার হস্তিসমুদয় পাষাণ; অশ্বগণ মকর; রথ-সকল তীর-ভূমি; পতাকা-নিচয় তীরস্থ মনোহর বৃক্ষ; প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি-সকল ডুণ্ডুভ[২]; মজ্জা ও মাংস পঙ্ক, কবন্ধগণ ভেলক[৩] এবং কেশকলাপ শৈবালস্বরূপ দৃষ্ট ও যোদ্ধগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দস্বরূপে শ্রুত হইতে লাগিল।

অশ্বত্থামার শরে দ্রুপদপুত্র সুরথাদি-বধ

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া ঘটোৎকচকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদ ও মহারথ পাণ্ডবগণকে শরজালে বিদ্ধ করিয়া দ্রুপদপুত্র সুরথকে সংহার-পূর্ব্বক সুরথের অনুজ শত্রুঞ্জয়, বলানীক ও জয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে পৃষধ্র ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া দশ শরে কুন্তিভোজের দশ পুত্রকে ও সুপুঙ্খ সুশাণিত তিন শরে শ্রুতায়ুধকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র ঘটোৎকচের হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন; তদ্দর্শনে পাণ্ডব-সৈন্যগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরভূমি শরনিকরে ভিন্নকলেবর, নিহত ও নিপতিত গিরিশৃঙ্গসদৃশ রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে নিতান্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ, সুপর্ণ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, অপ্সরা ও দেবতাগণ অশ্বত্থামার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকিকর্ত্তৃক সোমদত্ত-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুযুধান ইঁহারা দ্রুপদতনয়গণ, কুন্তিভোজের পুত্রগণ এবং সহস্র সহস্র রাক্ষসগণকে অশ্বত্থামার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া পরম যত্নসহকারে যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সোমদত্ত সাত্যকিকে পুনরায় অবলোকনপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থ দশ শরে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলে সোমদত্তও তাঁহাকে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুত্র-বিনাশে নিতান্ত সন্তপ্ত, স্থবিরোচিত গুণগ্রামে সমলঙ্কৃত যযাতিরাজসদৃশ বৃদ্ধ সোমদত্তকে প্রথমতঃ বজ্রসঙ্কাশ সুতীক্ষ্ণ দশ শর ও ভীষণ শক্তি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার উপর সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থ সোমদত্তের মস্তকে এক সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন; সাত্যকিও সেই সময় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে অনলসঙ্কাশ শাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ পরিঘ ও শর এককালে সোমদত্তের কলেবরে নিপতিত হইলে তিনি মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ভীমকর্ত্তৃক বাহ্লীক-বধ

মহাবীর বাহ্লীক স্বীয় পুত্রের তদবস্থা দর্শনে বর্ষাকালীন নীরবর্ষী নীরদের ন্যায় অনবরত শরবর্ষণ-পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থ নয় শরে

১। ভেক—ব্যাঙ। ২। ঢোঁড়া সাপ। ৩। ভেলা।

বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর প্রতীপতনয় বাহ্লীক তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরন্দর-*বিনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় ভীমের বক্ষঃস্থলে এক শক্তি প্রহার করিলেন। মহাবাহু* ভীমসেন সেই শক্তি দ্বারা আহত হইয়া একান্ত বিচলিত ও বিমোহিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া বাহ্লীকের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমসেন-প্রেরিত ভীষণ গদা বাহ্লীকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

ভীমকরে নাগদত্তাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয়-বধ

অনন্তর আপনার আত্মজ নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীর-বাহু, অয়োভুজ, দৃঢ়, সুহস্ত, বিজয়, প্রমাথ ও উগ্রযায়ী, দাশরথিসদৃশ এই নয় মহাবীর বাহ্লীককে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যসাধনক্ষম নারাচসকল সন্ধান-পূর্ব্বক প্রত্যেকের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীমের নারাচে বিদ্ধ হইয়া, মহীরুহগণ যেমন প্রচণ্ড বায়ু সহকারে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ভীম নয় নারাচে সেই নয় বীরের প্রাণ সংহার করিয়া কর্ণের প্রিয়পুত্র বৃষ-সেনের প্রতি শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ তাঁহাকে নারাচ-নিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শমন-সদনে প্রেরণপূর্ব্বক আপনার সাত জন শ্যালককে বিনাশ করিয়া নারাচ দ্বারা শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। তখন বীরগবাক্ষ, শরভ ও বিভু শকুনির ভ্রাতা শতচন্দ্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে ভীম-সেনের প্রতি দ্রুতবেগে গমনপূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ নারাচ-নিকর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সেই জলধারা সদৃশ নারাচ-নিকরে তাড়িত হইয়া পাঁচ শরে অলৌকিক-বল-শালী পাঁচ মহীপালকে বিনাশ করিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় বিচলিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির-শরে অজয়াদি বীরগণের বিনাশ

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই আপনার পক্ষীয় অম্বষ্ঠ, মালব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, অভীষাহ, শূরসেন, বাহ্লীক, বসাতি, যৌধেয়, মালব ও মদ্র-গণকে অসংখ্য শরে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মাংস ও শোণিতে পৃথিবী কর্দ্দমাক্ত হইল। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের রথ-সমীপে, 'বধ কর, আহরণ কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর', ইত্যাকার তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তখন দুর্য্যোধন-প্রেরিত মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার উপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন স্বীয় অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে অস্ত্র বিনষ্ট হইলে ভারদ্বাজ রোষপরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের বিনাশার্থ বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র ও সাবিত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবাহু যুধিষ্ঠির অকুতোভয়ে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-সমূহ নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনহিতৈষী দ্রোণাচার্য্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মরাজের বিনাশবাসনায় ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। গজসিংহগামী, বিশাল-বক্ষাঃ, পৃথুলোহিতাক্ষ, অমিততেজাঃ ধর্ম্মরাজও মহেন্দ্র-অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া দ্রোণাস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য যৎপরোনাস্তি কোপাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরের বধকামনায় ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত করিলেন। ঐ সময় রণক্ষেত্র তিমিরাবৃত হওয়াতে আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। যোদ্ধৃগণ সেই ব্রাহ্ম অস্ত্র দর্শনে অতিশয় শঙ্কিত হইল। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির স্বীয় ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা সেই আচার্য্যনিক্ষিপ্ত ব্রাহ্ম অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনিকগণ ধনুর্দ্ধর যুদ্ধবিশারদ দ্রোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করিয়া সরোষ-নয়নে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা দ্রুপদ-সেনাগণকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ-শরে নিপীড়িত হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুন ও ভীম-সেনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন অর্জ্জুন ও ভীমসেন সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা অরিসৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন এবং অর্জ্জুন দক্ষিণপার্শ্বস্থ ও ভীমসেন উত্তর-পার্শ্বস্থ সেনা আক্রমণপূর্ব্বক শরবর্ষণ দ্বারা আচার্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাতেজাঃ মৎস্য, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ সাত্বতাদিগের সহিত অর্জ্জুন ও ভীমসেনের অনুগমন করিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অন্ধকারাবৃত, নিদ্রাক্রান্ত কৌরবসেনাগণ মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।"

—

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

কর্ণের আত্মশ্লাঘা—কৃপাচার্য্যের নিন্দাবাণী

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে অতিশয় উদ্দৃপ্ত অবলোকন ও তাহাদের বিক্রম নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে মিত্রবৎসল! এক্ষণে মিত্রকার্য্যের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অস্মৎপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধগণকে পরিত্রাণ কর। উহারা নিশ্বসন্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ মহারথ পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম, জয়শীল, মহারথ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে।'

কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, 'হে মহারাজ! আজ আমি, পুরন্দর স্বয়ং অর্জ্জুনের রক্ষার্থ সমাগত হইলেও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, তুমি আশ্বস্ত হও; আমি সত্য বলিতেছি যে, আজ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমাগত পাঞ্চাল ও পাণ্ডুতনয়গণকে বিনষ্ট করিয়া, কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রকে যেরূপ বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমাকে জয় প্রদান করিব। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবান্; অতএব তাহার প্রতি আজ সেই বাসবদত্ত অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিব। মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন নিহত হইলেই তাহার ভ্রাতৃগণ হয় তোমার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় বনগমন করিবে। হে কুরুকুলতিলক! আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিষাদ করিবার প্রয়োজনই নাই। আমি আজ পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষ্ণিগণকে সমরে পরাজয়পূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিব।'

হে মহারাজ! মহাবাহু কৃপাচার্য্য কর্ণের বাক্যশ্রবণে পরিবিত্তভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে সূতপুত্র! যদি তোমার বাক্যে কার্য্যসিদ্ধি হইত, তাহা হইলে তুমি থাকাতেই কুরুনাথ সনাথ হইতেন, সন্দেহ নাই। তুমি কুরুরাজ-সমীপে অনেকবার আত্মশ্লাঘা করিয়াছ; কিন্তু কখনই তোমার পরাক্রম বা বীর্য্যের ফল কিছুই লক্ষিত হয় নাই। তুমি কতবার অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; কিন্তু কখনই জয়লাভ করিতে সমর্থ হও নাই। গন্ধর্ব্বগণ যখন রাজা দুর্য্যোধনকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়াছিল। কেবল তুমি একাকী সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাট-নগরে যুদ্ধসময়ে সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে। সূতনন্দন! তুমি একমাত্র মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; তবে কিরূপে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইতেছ? হে সূতপুত্র! আত্মশ্লাঘা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বীরপুরুষের কর্ত্তব্য; অতএব তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিয়া আপনার অকৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছ; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না। তুমি মহাবীর অর্জ্জুনকে দৃষ্টিগোচর না করিতে এবং তাঁহার বাণের সম্মুখবর্ত্তী না হইতেই মহাগর্জ্জন করিয়া থাক; কিন্তু একবার ধনঞ্জয়ের শরে বিদ্ধ হইলে তোমার তর্জ্জন-গর্জ্জন অতি দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। ক্ষত্রিয়েরা বাহুবল, ব্রাহ্মণগণ বাগ্জাল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কার্ম্মুক দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ করেন; কিন্তু তুমি কেবল কল্পিত মনোরথ দ্বারাই শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাক। যে মহাবীর শৌর্য্যে রুদ্রকে প্রীত করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহার সাধ্য?'

হে মহারাজ! বীরপ্রধান মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্যের সেই সমুদয় বাক্যশ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে কৃপাচার্য্য! যথার্থ বীরপুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় নিরন্তর গর্জ্জন এবং ক্ষিতিরোপিত[১] বীজের ন্যায় আশু ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সমরধুরন্ধর[২] বীরগণের সমরাঙ্গনে আত্মশ্লাঘা করা কিছুমাত্র দোষাবহ নহে। যে ব্যক্তি যে ভার-বহনে মনে মনে দৃঢ় যত্ন করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহায্য প্রদান করেন। আমি মনে যাহা কল্পনা করি, তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি যদি বৃষ্ণিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিয়া গর্জ্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? দূরদর্শী বীরগণ শারদ জলধরের ন্যায় কখনই বৃথা গর্জ্জন করেন না। তাঁহারা স্বীয় সামর্থ্যানুসারে গর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে গৌতম! আমি আজ রণে যত্নবান্ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব বলিয়াই গর্জ্জন করিয়াছি। তুমি অবিলম্বেই আমার গর্জ্জনের ফল দর্শন করিবে। আমি আজ রণস্থলে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডুতনয়দিগকে বৃষ্ণিগণের সহিত নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে নিষ্কণ্টকে পৃথিবী প্রদান করিব।'

কৃপাচার্য্য কহিলেন, 'হে কর্ণ! আমি তোমার এই স্বেচ্ছাকৃত প্রলাপবাক্য গ্রাহ্য করিব না। তুমি সতত কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাদ করিয়া থাক; কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, উরগ ও পক্ষিগণেরও অজেয় অর্জ্জুন ও বাসুদেব যাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পাণ্ডবগণের নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, বদান্য, সত্য ধর্ম্মনিরত, শিক্ষিতাস্ত্র, বুদ্ধিমান্, কৃতজ্ঞ এবং পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনায় নিরত। উঁহার ভ্রাতৃগণও মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্বী ও গুরুকার্য্যসাধনপরতন্ত্র। আর দেখ, ইন্দ্রসমবিক্রম, একান্ত অনুরক্ত, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দুর্ম্মুখপুত্র জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীর্ত্তিবর্ম্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, সুতেজন, গজানীক, শ্রুতানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, শ্রুতধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জয়প্রিয়, বিজয়, লব্ধলক্ষ্য, জয়াশ্ব, রথবাহন চন্দ্রোদয়, কামরথ, সপুত্র বিরাট ও তাঁহার ভ্রাতৃসমুদয়, যমজ নকুল ও সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহারাজ দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য অনেক মহারথ সমরকার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। অতএব উঁহার কিছুতেই ক্ষয় হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্রবলে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, ভুজগ ও কুঞ্জরপরিপূর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী নিঃশেষিত করিতেও অসমর্থ নহেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন। হে সূতনন্দন! অমিতপরাক্রম বাসুদেব যাঁহাদের যুদ্ধে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে কিরূপে সমরে পরাজিত করিবে? তুমি যে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছ, ইহা নিতান্ত অন্যায়।'

কৃপাচার্য্যের প্রতি কর্ণের কটূক্তি

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! তুমি পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত কথা কহিলে, সকলই সত্য। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত ও অন্যান্য বহুতর সদ্‌গুণ বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই। আর তাঁহারা যে দেবগণ-সমবেত দেবরাজ ইন্দ্র এবং সমুদয় দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণেরও অজেয়, তদ্বিষয়ে আমি অণুমাত্র সংশয় করি না। কিন্তু দেবরাজ আমাকে এই যে অমোঘ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি ইহার প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে পারি। এক্ষণে আমি উহদ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিব। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কদাচ জয়লাভপূর্ব্বক এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা বিনষ্ট হইলে এই সসাগরা ধরণী অনায়াসে কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তিনী হইবে। হে আচার্য্য! সুনীতি বিস্তার করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমি আস্ফালন করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও সংগ্রামকার্য্যে অনিপুণ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার সাতিশয় পক্ষপাত আছে; এই নিমিত্ত তুমি আমাকে অবমাননা করিতেছ। যাহা হউক

১। ক্ষেত্রে রোপণ করা—মাটিতে বোনা। ২। যুদ্ধনিপুণ।

যদি তুমি পুনরায় আমার প্রতি ঐরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি খড়গ দ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদন করিব। হে নির্ব্বোধ! তুমি কৌরবপক্ষীয় সেনাগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের স্তুতি করিতে বাসনা করিতেছ। অতএব এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, শকুনি, দুর্ম্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্ররাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি ও তুমি, তোমরা যে যুদ্ধে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তথায় বিপক্ষ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হইলেও কি জয়লাভ করিতে পারে? ঐ সমুদয় কৃতাস্ত্র, স্বর্গলিপ্সু, ধর্ম্মপরায়ণ, যুদ্ধপারগ বীরগণ দেবগণকেও সমরে নিপাতিত করিতে পারেন; উঁহারা পাণ্ডবগণের নিধন ও কৌরবগণের বিজয়-কামনায় বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহা হউক, বিক্রমসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জয়লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাবাহু ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন এবং সমধিক বলসম্পন্ন দেবগণেরও দুর্জ্জয়, মহাবীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদক্ষিণ, রথিশ্রেষ্ঠ শল, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য মহাবীর সমরে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈব-প্রতিকূলতাই এই বিনাশের মূল কারণ। হে পুরুষাধম! তুমি যে নিরন্তর দুর্য্যোধনরিপু পাণ্ডবগণকে স্তব করিতেছ, তাহাদিগেরও ত সহস্র সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে। পাণ্ডব ও কৌরব এই উভয়পক্ষীয় সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। হে নরাধম! তুমি পাণ্ডবগণকে সতত বলবান্ বলিয়া জ্ঞান কর; কিন্তু আমি তাহাদের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব; কিন্তু জয়লাভ দৈবায়ত্ত'।"

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

কৃপনিন্দায় অশ্বত্থামার কর্ণবধোদ্যম

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সূতপুত্রকে মাতুল কৃপাচার্য্যের প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সিংহ যেমন মত্তমাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই অসি নিষ্কাশনপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া কহিলেন, 'রে নরাধম! মহাত্মা কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রকৃত গুণ-সকল কীর্ত্তন করিতেছিলেন; কিন্তু তুমি বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রভাবে ইঁহার ভর্ৎসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। রে মূঢ়! তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া কিছুই লক্ষ্য করিতেছ না এবং ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে আপনার বলবীর্য্যের শ্লাঘা করিতেছ। যখন মহাবীর অর্জ্জুন তোমাকে পরাজিত করিয়া তোমার সমক্ষেই জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিলেন, তৎকালে তোমার এই বীর্য্য ও অস্ত্রসমুদয় কোথায় ছিল? হে সূতকুলাঙ্গার! যিনি পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত কেন মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ? সুররাজসনাথ সমুদয় দেব ও অসুরগণ কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তুমি সেই অপরাজিত অদ্বিতীয় বীরকে এই সমস্ত ভূপালগণের সহিত কিরূপে পরাজয় করিতে পারিবে? হে দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার বলবীর্য্য অবলোকন কর, আমি অদ্য তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব।' অশ্বত্থামা এই বলিয়া মহাবেগে তাঁহার শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার সান্ত্বনা

তখন কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে রাজন্! ঐ ব্রাহ্মণাধম নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র ও সমরশ্লাঘী; তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। ঐ দুরাত্মা এক্ষণে আমার ভুজবীর্য্য দর্শন করুক।' অশ্বত্থামা কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন, সূতপুত্রের প্রতি ক্রোধপ্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনাকে এবং কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, মদ্ররাজ ও শকুনিকে অতি গুরুতর কার্য্যভার বহন করিতে হইবে। ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ কর্ণের

সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্পর্দ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের অভিমুখীন হইতেছে।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মনস্বী অশ্বত্থামাকে এইরূপে প্রসন্ন করিলে দ্রোণতনয় ক্রোধবেগ সংবরণ করিলেন। তখন শান্তস্বভাব কৃপাচার্য্য অবিলম্বে মৃদুভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! এক্ষণে আমরা তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই।'

কর্ণ-পাণ্ডবের তুমুল যুদ্ধ

হে মহারাজ! অনন্তর সেই যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়া বারংবার তর্জ্জন করিয়া আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রথিপ্রধান তেজস্বী কর্ণও দেবগণ-পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত কর্ণের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কেহ 'এই কর্ণ,' কেহ কেহ 'কর্ণ কোথায়' এবং কেহ কেহ 'ওরে দুরাত্মন্ সূতনন্দন! রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর' এই বলিয়া উচ্চস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ কর্ণকে অবলোকনপূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে কহিতে লাগিলেন যে, 'যাবতীয় নৃপসত্তমগণ ঐ অল্পবুদ্ধি গর্ব্বিতচিত্ত সূতপুত্রকে সংহার করুন। উহার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অত্যন্ত বিপক্ষ, দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও সকল অনর্থের মূল; অতএব উহার প্রাণ সংহার কর।' পাণ্ডব-প্রেরিত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা কহিতে কহিতে কর্ণবিনাশার্থ ধাবমান হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রামবিজয়ী লঘুহস্ত বলবান্ সূতনন্দন সেই কালান্তকযমোপম অদ্ভুত সৈন্যসাগর ও মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত শরবর্ষণপূর্ব্বক অরাতি সৈন্যগণকে নিবারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ শরবর্ষণ ও শরাসন কম্পনপূর্ব্বক পূর্ব্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক সেই ভূপালগণ-নির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র এরূপ অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষবর্গ সমরে যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

এইরূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শরসমূহ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদের যুগকাষ্ঠ, ঈষা, ছত্র, ধ্বজ ও ঘোটকসমুদয়ের উপর স্বনামাঙ্কিত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ-শর-নিপীড়িত ভূপালগণ ব্যাকুলচিত্তে শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য অশ্বসকল, গজ ও রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ মস্তক-সমুদয়ে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। যোধগণ ইতস্ততঃ নিহত, হন্যমান ও রোরুদ্যমান হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতিভীষণ যমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! ঐ দেখুন, মহাবীর কর্ণ বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় সমস্ত ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণ্ডব-সেনাগণ কর্ণবাণে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখুন, অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে কার্ত্তিকেয়-নির্জ্জিত অসুরসেনার ন্যায় কর্ণশরে নির্জ্জিত দেখিয়া সূতপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইতেছে। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় যোধগণের সমক্ষে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারে, আপনি এরূপ উপায় অবলম্বন করুন।' দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিলে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও হার্দ্দিক্য দৈত্য-সেনাভিমুখীন দেবরাজের ন্যায় অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সূতপুত্রের রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া, পুরন্দর বৃত্রাসুরের প্রতি যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন।'

কর্ণার্জ্জুনযুদ্ধ—কর্ণপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সূর্য্যতনয় মহারথ কর্ণ প্রতিনিয়ত অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা ও তাহাকে

পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই জাতবৈর কালান্তক যম-সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সহসা অবলোকন করিয়া কি করিল ?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! গজ যেমন প্রতি-পক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবেগে সমাগত সূতপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ সরল শর-সমুদয়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর ত্রিংশৎ শাণিত শর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক নারাচে তাঁহার বামহস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ের ভীষণ নারাচের আঘাতে কর্ণের হস্ত হইতে সহসা কার্ম্মুক নিপাতিত হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই কোদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া নিমেষমধ্যে অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক কর্ণ-পরিত্যক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর প্রতীকার-পরায়ণ বীরদ্বয় শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। করিণীর নিমিত্ত বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, তৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুনের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সত্বর তাঁহার করস্থিত কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ভল্লাস্ত্রে চারি অশ্বকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুকবিহীন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহাকে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর[1] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং জীবিত-রক্ষার্থ সত্বর সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সূতপুত্রকে পরাজিত দেখিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ‘হে ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণ! তোমাদের পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই এই আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের বধার্থ সমরাঙ্গণে গমন করিতেছি। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনকে পাঞ্চালগণের সহিত বিনাশ করিব। আজ আমি গাণ্ডীবধন্বার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ যুগান্তকালের ন্যায় আমার বিক্রম দর্শন করিবে। আমার শরনিকর শলভশ্রেণীর ন্যায় তাহাদের দৃষ্টি-গোচর হইবে। আজ আমি শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে আমার সৈনিক পুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধরনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় আমার শরধারা সন্দর্শন করিবে। হে বীরগণ! তোমরা অর্জ্জুন হইতে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান কর। আমি আজই সন্নতপর্ব্ব সায়কনিচয় দ্বারা তাহাকে পরাজিত করিব। মকরাকুল মহার্ণব যেমন তীরভূমি অতিক্রমণে অসমর্থ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজ আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না।’

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া, অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রোষকষায়িতলোচনে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য মহাবাহু দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, ‘হে দ্রোণনন্দন! ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পতঙ্গবৃত্তি অব লম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছেন। উঁহাকে শীঘ্র নিবারণ কর, নচেৎ উনি আমাদের সমক্ষে অর্জ্জুনের শরে বিনষ্ট হইবেন। উনি যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন শরনিকরের পথবর্ত্তী না হইবেন, সেই অবধিই রণস্থলে জীবিত থাকিতে পারিবেন; অতএব উনি নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ অর্জ্জুনশরে ভস্মীভূত না হইতে হইতেই উঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কর। হে মহাত্মন! আমরা উপস্থিত থাকিতে দুর্য্যোধনের অসহায়ের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন শার্দ্দুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হস্তীর ন্যায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উঁহার জীবন-রক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইবে।’

হে মহারাজ! অস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা মাতুলের বাক্যশ্রবণানন্তর সত্বর রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন,

১। সজারু—তাড়া পাইলেই সজারুর গায়ের কাঁটাগুলি খাড়া হইয়া উঠে।

'হে গান্ধারীপুত্র! আমি সতত তোমার হিতানুষ্ঠানে যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমাকে অনাদর করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করা তোমার উচিত হইতেছে না। হে দুর্য্যোধন! অর্জ্জুনের পরাজয় নিমিত্ত তোমাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে হইবে না, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, এক্ষণে আমিই ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতেছি।'

সমরপরাজয়ে ভীত দুর্য্যোধনের ধিক্কার

দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আচার্য্য পাণ্ডবগণকে সুতনির্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনিও প্রতিনিয়ত তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন্। এক্ষণে আমার দুরদৃষ্ট বশতঃই হউক বা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই হউক, রণস্থলে আপনার পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি অতিশয় লুব্ধস্বভাব; আমাকে ধিক্! বান্ধবগণ আমার সুখলাভের নিমিত্তই পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্যতিরেকে মহেশ্বরসম মহাবল-পরাক্রান্ত শস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য অন্য কোন্ বীর সমর্থ হইয়াও বিপক্ষগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে? হে গুরুপুত্র! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হউন। দেবদানবগণও আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব আপনি অনুচরবর্গের সহিত সোমক ও পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পশ্চাৎ আমরা আপনারই ভুজবলে পরিরক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব। ঐ দেখুন, সোমক ও পাঞ্চালগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দাবানলের ন্যায় আমার সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অতএব আপনি উহাদিগকে এবং কেকয়গণকে নিবারণ করুন। নচেৎ উহারা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আপনি অবিলম্বেই উঁহাদিগকে বিনাশ করুন। এই কার্য্য এক্ষণেই হউক বা পরেই হউক, আপনাকেই সাধন করিতে হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনি পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছেন; আপনার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী পাঞ্চাল-শূন্য হইবে। হে ব্রহ্মন্! সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আপনি অনুচরগণসমবেত পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও আপনার অস্ত্রগোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। হে পুরুষপ্রবর! আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক ও পাণ্ডবেরা বলপ্রকাশপূর্ব্বক আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি গমন করুন, আর কালবিলম্ব করিবেন না। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। হে আচার্য্যকুমার! আপনি স্বীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই'।"

ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়

অশ্বত্থামার অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবরাজ দৈত্যবধে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতিনিপাতনে যত্নবান্ হইলেন এবং আপনার পুত্র মহাবীর দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা যে আমার পিতার নিতান্ত প্রিয় এবং আমরা পিতা পুত্রও যে তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সংগ্রামসময়ে সেরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমি কর্ণ, শল্য, কৃপ ও হার্দ্দিক্যের সহিত মিলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিয়া নিমেষমধ্যে পাণ্ডবসেনাগণকে সংহার করিতে পারি। আর যদি আমরা সংগ্রামে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে পাণ্ডবগণও নিমেষমধ্যে কৌরবসেনা নিঃশেষিত করিতে পারে; কিন্তু আমরা উভয় পক্ষেই সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া পরস্পরের তেজঃপ্রভাবে পরস্পরের তেজঃ প্রশমিত হইতেছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে বলপূর্ব্বক বিপক্ষ-সেনা পরাজিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বলবীর্য্যশালী পাণ্ডুপুত্রগণ আপনাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তাহারা কেন না তোমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবে? তুমি নিতান্ত লুব্ধ, নিকৃতিপরতন্ত্র, সর্ব্ব-বিষয়ে শঙ্কিত, অভিমানী ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই

সতত আমাদিগের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাক। যাহা হউক, আমি জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যত্নবান্ হইয়া তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে গমন করিতেছি। অদ্য আমি তোমার হিতসাধনার্থ পাঞ্চাল, সোমক, কেকয় ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক শত্রুর প্রাণ সংহার করিব। অদ্য চেদী, পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে দগ্ধ হইয়া সিংহার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবে। অদ্য আমি সংগ্রামে এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব যে, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও সোমকগণ ইহলোক দ্রোণপুত্রময় অবলোকন করিবে। ধর্ম্মনন্দন পাঞ্চাল ও সোমকগণকে আমার বাণে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইবে। ফলতঃ অদ্য যে যে বীর আমার সহিত সংগ্রামে সমাগত হইবে, তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। তাহারা কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।'

ধৃষ্টদ্যুম্নসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ

হে মহারাজ! মহাবাহু অশ্বত্থামা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার হিতের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে বিদ্রাবণ[১] পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগিলেন এবং কৈকেয় ও পাঞ্চালগণকে কহিলেন, 'হে মহারথগণ! তোমরা স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে প্রহার কর।' বীরগণ দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় সকলেই তাঁহার উপর অবিরল শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডুতনয়দিগের সমক্ষেই তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদের দশ জনকে ভূমিসাৎ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ অশ্বত্থামার শরে তাড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেঘগম্ভীরনিস্বন সুবর্ণালঙ্কারভূষিত সমরে অপরাঙ্মুখ একশত রথারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রোণপুত্রের প্রতি গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে নির্ব্বোধ আচার্য্যপুত্র! সামান্য যোধগণকে বিনাশ করিলে কি হইবে? যদি বীরপুরুষ হও, তবে আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার প্রাণ সংহার করিব; তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর। প্রবল-প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামার প্রতি মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। মধুলোলুপ ভ্রমরগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষে গমন করে, তদ্রূপ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ শরসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করিল। তখন শরপাণি মহাবীর দ্রোণপুত্র এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পদাহত পন্নগের ন্যায় ক্রোধভরে অসম্ভ্রান্তচিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি স্থির হইয়া মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর; আমি অবিলম্বেই নারাচ দ্বারা তোমাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।'

অরাতিনিপাতন অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে একেবারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালতনয় দ্রোণপুত্রের শরনিকরে এইরূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, 'হে বিপ্রতনয়! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় বিশেষ অবগত নহ। আমি অগ্রে দ্রোণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; তন্নিমিত্ত দ্রোণ জীবিত থাকিতে তোমাকে বিনাশ করিলাম না। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী সুপ্রভাত হইলে অগ্রে তোমার পিতাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিব; অতএব এই সময়ে স্থিরচিত্তে পাণ্ডবগণের প্রতি শেষ বিদ্বেষবুদ্ধি ও কৌরবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তুমি জীবিত থাকিতে কখনই আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। হে নরাধম! যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানুষ্ঠান[১] পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হয়, তোমার ন্যায় সে ক্ষত্রিয়েরই বধ্য হইয়া থাকে।'

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে দ্বিজোত্তম অশ্বত্থামা তাঁহাকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া ক্রোধারুণলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনাপরিবৃত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের শরনিপাতে নিপীড়িত হইয়া কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না; প্রত্যুত স্বীয়

১। প্রহার দ্বারা বিতাড়ন।

১। ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান—তপোযোগাদি।

ভুজবল অবলম্বন করিয়া অশ্বত্থামার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রোষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় প্রাণপণে পরস্পর শরসন্নিপাত নিবারণ ও চারিদিকে বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণ প্রভৃতি আকাশগামিগণ অশ্বত্থামা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর-বধার্থী বিকটবেশ বীরদ্বয় শরনিকরে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া অলক্ষিতরূপে অতি সুন্দর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগকে অরণ্যমধ্যস্থ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীরুজনের ভয়জনক তুমুল যুদ্ধকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ, শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে কিয়ৎক্ষণ কাহারই জয়পরাজয় লক্ষিত হইল না।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের কোদণ্ড, ধ্বজদণ্ড, ছত্র, অশ্বচতুষ্টয়, পার্শ্বরক্ষকদ্বয় ও সারথিকে ছেদন করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বিস্তার পূর্ব্বক সহস্র সহস্র পাঞ্চাল সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বত্থামার সেই অদ্ভুতকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইল। তখন অশ্বত্থামা এককালে এক এক শত শরে এক এক শত পাঞ্চালকে ও সুশাণিত তিন তিন শরে তিন তিন মহাবীরকে সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই বহুসংখ্যক পাঞ্চালকে বিনাশ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তাঁহাদিগের রথধ্বজসমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বর্ষাকালীন নীরদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। হুতাশন যেমন যুগান্তকালে ভূত-সমুদয়কে ভস্মসাৎ করিয়া সংহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র বহুসংখ্যক বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন কৌরবগণ সেই অরাতিনিপাতন সুররাজসদৃশ দ্রোণপুত্রকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।”

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণযুদ্ধে পাণ্ডবপরাজয়—ভীমার্জ্জুন অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীম অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সহিত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর ভীম যুদ্ধদুর্ম্মদ অভীষাহ ও শূরসেনদিগকে শরনিকরে ছেদন করিয়া রুধিরধারায় রণক্ষেত্র কর্দ্দমময় করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যৌধেয়, অদ্রিজ, মদ্রক ও মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। দ্বিরদগণ বেগগামী নারাচনিকরে সমাহত হইয়া দ্বিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। করিশুণ্ড-সকল খণ্ড খণ্ড ও ইতস্ততঃ বিলুণ্ঠ্যমান হওয়াতে সমরভূমি জঙ্গম[১]-ভুজঙ্গ-সমুদয়ে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনকচিত্রিত ছত্রসকল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমরভূমি চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ সমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল।

ঐ সময় দ্রোণের রথাভিমুখে নির্ভয়ে ‘সংহার কর, প্রহার কর, বিদ্ধ কর ও ছেদন কর’ ইত্যাকার ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমীরণ যেমন মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণের অস্ত্রপ্রভাবে সমাহত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংখ্য রথারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুন আচার্য্যের

১। অতিক্রুত কুটিলগতিশীল।

দক্ষিণপার্শ্ব ও ভীমসেন বামপার্শ্ব অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও সোমকগণ ভীম ও অর্জ্জুনের অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনপক্ষীয় মহারথগণ সৈন্যগণসহ দ্রোণের সাহায্যার্থ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তৎকালে দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং সৈন্যগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই সুযোগে সেই কৌরব-সৈন্যদিগকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোন কোন মহীপালও স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ, রাজা দুর্য্যোধন ও অন্যান্য যোধগণ কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।"

—

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি-সোমদত্ত সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তকে অবলোকনপূর্ব্বক ক্রোধভরে সারথিকে কহিলেন 'সূত! অবিলম্বে আমাকে সোমদত্ত সমীপে সমানীত কর; আমি নিশ্চয় কহিতেছি, ঐ কৌরবাধমের প্রাণ সংহার না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইব না।' সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মনোমারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, অস্ত্রাঘাত-সহিষ্ণু সিন্ধুদেশীয় অশ্বসমুদয় পরিচালন করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে দৈত্যবধোদ্যত সুররাজের অশ্বগণ তাঁহাকে যেরূপ বহন করিয়াছিল, সাত্যকির অশ্বগণও তাঁহাকে তদ্রূপ বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবল সোমদত্ত সাত্যকিকে মহাবেগে সংগ্রামাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া বারিধারার ন্যায় শরবর্ষণপূর্ব্বক জলধর দিনকরকে যেরূপ আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন, সাত্যকিও অসম্ভ্রান্তচিত্তে কুরুশ্রেষ্ঠ সোমদত্তকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকিকে ষষ্টিশরে বিদ্ধ করিলেন; সাত্যকিও তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শর-নিকরে বিদ্ধ ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়া বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা তৎকালে রোষকষায়িতলোচনে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন রথমার্গে মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্ব্বক বারিবর্ষী অম্বুদের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থিত হইলেন। ঐ বীরদ্বয় শরসম্ভিন্ন-কলেবর হইয়া শল্লকীদ্বয়ের ন্যায়, সুবর্ণপুঙ্খ শরে আচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোতাবৃত বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় এবং শরসন্দীপিত দেহ হইয়া উল্কা-সমবেত কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহারথ সোমদত্ত অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদনপূর্ব্বক প্রথমতঃ তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বর সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সোমদত্তকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সহাস্যবদনে ভল্ল দ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সোমদত্ত স্বীয় ধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক নতপর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ শত বাণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ সোমদত্তও সত্বর অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে শরনিকরে আবৃত করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সোমদত্তও তাঁহাকে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন সাত্যকির রক্ষার্থ সোমদত্তকে দশ বাণে আহত করিলেন; সোমদত্ত তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্তচিত্তে ভীমসেনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সুদৃঢ় ভীষণ পরিঘাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। কুরুকুলোদ্ভব সোমদত্ত তদ্দর্শনে হাস্যমুখে সেই ঘোরদর্শন পরিঘাস্ত্র দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ পরিঘ দ্বিধা ছিন্ন হইয়া বজ্রবিদারিত ভূধরশিখরের ন্যায় পতিত হইল।

সাত্যকি-শরে সোমদত্ত সংহার

অনন্তর মহারথ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এক ভল্লে সোমদত্তের শরাশন ও পাঁচ শরে শরমুষ্টি ছেদন

করিয়া চারি বাণে তুরঙ্গমগণকে যমরাজসদনে প্রেরণপূর্ব্বক আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ অতি ভয়ানক স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিক্ষেপ করিলেন। সেই শৈনেয় বিমুক্ত শর শ্যেনপক্ষীর ন্যায় মহাবেগে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। মহারথ সোমদত্ত সাত্যকির সেই শরপ্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সোমদত্তকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অসংখ্য রথসমভিব্যাহারে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল।

দ্রোণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ—কৃষ্ণের সামরিক উপদেশ

এ দিকে পাণ্ডবগণ সমুদয় প্রভদ্রক ও মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে দ্রোণ-সৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই তাঁহার সৈনিকপুরুষদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে দ্রুতবেগে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ সাত বাণে বিদ্ধ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠির-শরে অতিমাত্র বিদ্ধ দ্রোণ ক্রোধে সৃক্কণীলেহনপূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ ও কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র শরে দ্রোণকে তাঁহার অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। আচার্য্য এইরূপে যুধিষ্ঠির-শরে নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল রথোপরি অবসন্ন হইয়া রহিলেন এবং কিয়ংক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত যুধিষ্ঠির নির্ভীকচিত্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই বায়ব্যাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া আচার্য্যের সুদীর্ঘ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য সত্বর অন্য কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শাণিত ভল্লে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন, উনি সর্ব্বদা আপনাকে ধৃত করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন; অতএব উঁহার সহিত সংগ্রাম করা আপনার কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ যিনি উঁহার বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি উঁহার বধসাধন করিবেন। অতএব আপনি আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করুন। নরপতিরা ভূপাল ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধাভিলাষ করেন না। অতএব যে স্থানে মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন।

অরাতিনিপাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্যশ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দ্রুতবেগে ভীমসেনসমীপে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় কৌরবসৈন্য সংহার করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনসদৃশ রথ-নির্ঘোষে ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অরাতিনিপাতন ভীমসেনের পাঞ্চি গ্রহণ করিলেন; এ দিকে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও সেই প্রদোষসময়ে পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।"

—

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

দীপালোকে অতিমাত্র শোভাসম্পন্ন নৈশ-সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভয়ানক যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত এবং অন্ধকার ও ধূলিপটলপ্রভাবে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছাদিত হইলে ক্ষত্রিয়প্রধান যোধগণ পরস্পরকে আর নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অনুমান দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ এবং ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—ইঁহারা উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা চারিদিকে ধাবমান হইল এবং স্খলিতবুদ্ধি হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধকারে একান্ত বিমোহিত হইয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই ঘোরতর তিমিরপরিপূর্ণ সমরস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সেই অন্ধকারপ্রভাবে তোমাদিগকে এইরূপে আলোড়িত করিলে তোমরা হীনতেজাঃ হইয়া কি মনে করিতে লাগিলে? আর কিরূপেই বা সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অস্মৎপক্ষীয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ দৃষ্টিগোচর হইল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময়ে সেনাপতিগণ দ্রোণের আদেশানুসারে হতাবশিষ্ট সৈন্য-সকল সংগ্রহ করিয়া ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ উহার অগ্রে, শল্য পশ্চাদ্ভাগে এবং অশ্বত্থামা ও শকুনি পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই সৈন্যগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত পদাতিদিগকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে পদাতিগণ! তোমরা অস্ত্র-শস্ত্রপরিত্যাগ করিয়া প্রজ্বলিত প্রদীপসমুদয় গ্রহণ কর।' পদাতিগণ তাঁহার আদেশানুসারে হৃষ্টমনে প্রদীপ গ্রহণ করিল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নরগণও কুতূহল সহকারে নভোমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্‌দেবতারা এবং দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসৌকর্য্যের জন্য সুগন্ধি তৈলসংযুক্ত প্রদীপ-সকল অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্যসকল অগ্নিপ্রভা এবং মহার্হ আভরণ ও প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত মার্জ্জিত দিব্য শস্ত্রপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতি রথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন। তখন সেই দীপমালা আপনার সৈন্যগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সৈন্যগণ প্রদীপহস্ত পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুদ্দাম-মণ্ডিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল।

এইরূপে সেই সৈন্যগণ প্রকাশিত হইলে হুতাশনসদৃশ তেজস্বী দ্রোণ তাহাদের মধ্যে গমন করিয়া মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। প্রদীপপ্রভায় সুবর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, বিশুদ্ধ তূণীর ও শস্ত্রসমুদয় প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং সৈক্য, গদা, শুভ্র পরিঘ ও শক্তিমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রশ্মিজাল দ্বারা সমধিক আলোক বিস্তার করিল। তখন যোদ্ধাদিগের ছত্র, চামর, অসি, প্রদীপ্ত মহোল্কা ও দোদুল্যমান সুবর্ণমালা সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সৈন্য শস্ত্র, দীপ ও আভরণ-প্রভায় সাতিশয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শোণিতসিক্ত শাণিত শস্ত্রসমুদয় বীরগণ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। শত্রু-সংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান কম্পিত-কলেবর মনুষ্যগণের মুখমণ্ডল সমীরণ-সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পাদপদল-সমাচ্ছন্ন অরণ্য অনলপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইলে দিবাকরের প্রভা যেমন সমধিক হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ভয়ঙ্কর কালে কৌরব-সৈন্যগণের প্রভা অপেক্ষা-কৃত অধিক হইয়া উঠিল।

তখন পাণ্ডবগণও কৌরবপক্ষীয় বল-সমুদয় দীপমালায় শোভিত হইয়াছে অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে পদাতিগণকে প্রতিবোধিত করিয়া সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতি গজে সাত সাত, প্রত্যেক রথে দশ দশ, প্রতি অশ্বের পৃষ্ঠে দুই দুই প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন। ধ্বজ এবং সমস্ত সেনার পার্শ্ব, পশ্চাৎ, অগ্র ও মধ্যভাগে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল। হে রাজন্! এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর এবং পদাতিগণের হস্তে অসংখ্য দীপ থাকাতে পাণ্ডবসেনা আলোকময় হইল। হে মহারাজ! সেই সমুদয় সৈন্য প্রদীপ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া দিবাকরাভিগুপ্ত[1] হুতাশনের ন্যায় সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষীয় প্রদীপপ্রভা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্‌সমুদয়ে অভিব্যাপ্ত হইলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদয় সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর ও সিদ্ধগণ নভোমণ্ডলগত আলোক-প্রভাবে উদ্বোধিত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তখন সেই সংগ্রামস্থল দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও সিদ্ধগণ এবং রণনিহত দেবলোক-প্রস্থানোদ্যত যোধগণে একান্ত

১। রৌদ্রতেজে বর্দ্ধিতরাগ।

সমাকুল হইয়া সুরলোকসদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় সেই রথ, অশ্ব ও নাগগণে সমাকুল, দীপ-সমুদয়ে প্রদীপ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বকুলসঙ্কুল, সংরব্ধ যোধগণে সমাকীর্ণ, অসংখ্য নর, নাগ ও অশ্ব-সম্পন্ন বলসমুদয় সুরাসুরব্যূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে শক্তিসকল প্রচণ্ড বায়ু, মেঘ, গজ ও অশ্বগণের গভীর গর্জ্জন মহা নির্ঘোষ ও রুধিরপ্রবাহ অম্বুধারাস্বরূপ[১] প্রতীয়মান হইল। হে মহারাজ! মধ্যাহ্নকালীন শারদ দিবাকর যেমন করজালে সকলকে সন্তপ্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অনলকল্প সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।"

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

বহু রথিরক্ষিত দ্রোণের পাণ্ডবসহ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে সেই ধূলিজাল-সমাচ্ছাদিত রণস্থল প্রদীপশিখায় সুপ্রকাশিত হইলে রথিসকল পরস্পর বিনাশ-মানসে শস্ত্র, প্রাস ও অসি ধারণপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র প্রদীপ, রত্নখচিত স্বর্ণদণ্ড ও দেবগন্ধর্ব্ব-গৃহীত গন্ধতৈল-সুবাসিত সমধিক উজ্জ্বল প্রদীপের প্রভায় রণভূমি গ্রহ-পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। মহোল্কাসকল লোকের অভাবে বসুন্ধরাকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে প্রদোষ-সময়ে পাদপ-সমুদয় খদ্যোত-পরিপূর্ণ হইয়া যেরূপ শোভমান হয়, দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে গজারোহিগণ গজারোহিগণের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত এবং রথিগণ রথিগণের সহিত কুতূহল সহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই চতুরঙ্গ সেনা ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন সত্বর মহীপাল-গণকে বিনাশ করিয়া কৌরবসৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ একান্ত অসহিষ্ণু মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধভরে আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমাদিগের মন কিরূপ হইল এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত কি কর্ত্তব্য অবধারণ করিল? আর কোন্ কোন্ বীর অর্জ্জুনের সম্মুখগমনে প্রবৃত্ত হইলেন? আর কোন্ কোন্ বীরই বা তৎকালে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন? হে সঞ্জয়? মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ-চক্র ও কোন্ কোন্ বীর বাম-চক্র এবং কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন? আর কাহারাই বা তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন? হে সঞ্জয়! যিনি রথমার্গে নৃত্য করিয়াই যেন পাঞ্চালসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ধূমকেতুর ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চাল মহারথদিগকে শরানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর দ্রোণ কিরূপে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! তুমি বিপক্ষদিগকে অব্যগ্র, অপরাজিত ও হৃষ্ট এবং মৎপক্ষীয় রথিগণকে রথশূন্য ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে নিহত, বিবর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ[১] বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থী দ্রোণাচার্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই রজনীতে স্বীয় বশংবদ ভ্রাতা, মহাবল-পরাক্রান্ত বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুপার্শ্ব, দুর্দ্ধর্ষ ও দীর্ঘবাহু এবং তাঁহাদিগের পদানুগগণকে কহিলেন যে, 'তোমরা সযত্নে দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা কর। হার্দ্দিক্য তাঁহার দক্ষিণচক্র, শল্য বামচক্র এবং মৃতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ তাঁহার পুরোভাগরক্ষণে নিযুক্ত হউন। আচার্য্য ক্ষমাশীল, বিশেষতঃ পাঞ্চালগণ সাতিশয় যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতেছে, অতএব তোমরা ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা কর। আচার্য্যও বলবান্, ক্ষিপ্রহস্ত ও পরাক্রমশালী। সোমকগণ সমবেত পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, তিনি একাকী দেবগণকেও পরাজয় করিতে অসমর্থ নহেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষণে যত্নবান্ হও। পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কোন বীরই আচার্য্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ

১। বৃষ্টিধারাসদৃশ।

১। বিশৃঙ্খলভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত—ছড়ান।

নহে। অতএব প্রাণপণে তাঁহাকে রক্ষা করিলে তিনি অনায়াসে সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সবলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইবেন। সেনামুখস্থিত সৃঞ্জয়গণ নিহত হইলে অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিবেন। অর্জ্জুন মহারথ কর্ণের নিকট পরাজিত হইবে এবং আমিও বর্ম্মধারী ভীমসেন প্রভৃতি অবশিষ্ট পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। তাহা হইলে অন্যান্য যোধগণ সহসা হীনবীর্য্য ও আমার অনন্তকালব্যাপী জয়লাভ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা রণস্থলে মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা কর।'

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই নিশাকালে সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিলে পর, বিজয়াভিলাষী উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্যগণকে এবং কৌরবগণ অর্জ্জুনকে নানাবিধ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজকে এবং দ্রোণাচার্য্য সৃঞ্জয়গণকে সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন সেই পরস্পর-প্রহারে প্রবৃত্ত পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ আমাদিগের বা পূর্ব্বতন লোকদিগের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—যুধিষ্ঠির পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে সেই সর্ব্বভূতবিনাশন ভীষণ রাত্রিযুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের বিনাশের নিমিত্ত পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণকে সম্মুখাভিবর্ত্তিত[১] ভারদ্বাজের বিনাশে আদেশ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অস্মৎপক্ষীয় বীরগণও রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে শক্তি, উৎসাহ ও পরাক্রমানুসারে তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। সংগ্রামনিপুণ কুরুকুলোদ্ভব ভূরি সাত্যকিকে মত্ত-দ্বিপের ন্যায় দ্রোণাভিমুখে গমন ও চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ সহদেবকে দ্রোণাচার্য্যের গ্রহণে যত্নবান্ দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ব্যাদিতাস্য শমনের ন্যায় সমাগত প্রতিপক্ষ ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শকুনি সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ যোধগণাগ্রগণ্য নকুলকে, কৃপাচার্য্য মহারথ শিখণ্ডীকে, দুঃশাসন ময়ূরসবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে সমারূঢ় প্রতিবিন্ধ্যকে, পিতৃতুল্য প্রভাবশালী অশ্বত্থামা মায়াবিশারদ সম্মুখাগত ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচকে, বৃষসেন অসংখ্য সৈন্য ও পদানুগগণে পরিবৃত দ্রোণ-গ্রহণার্থী দ্রুপদকে, ক্রুদ্ধচিত্ত মদ্ররাজ দ্রোণনিধনার্থ সমাগত বিরাটকে, নিশাচরপ্রধান অলম্বুষ যোধ-গণাগ্রগণ্য মহারথ অর্জ্জুনকে এবং আপনার পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন নকুলতনয় শতানীককে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অরাতিমর্দ্দন ধনুর্দ্ধর দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় গজারোহী যোধগণ বিপক্ষপক্ষীয় গজারোহিগণের সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। তুরঙ্গগণ পক্ষবান পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অশ্বারোহিগণ প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে অশ্বারোহিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ গদা, মুষল প্রভৃতি নানাস্ত্র দ্বারা সমরে পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তীরভূমি যেমন উদ্ধত অর্ণবকে নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হার্দ্দিক্যকে প্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধর্ম্মরাজের আস্ফালনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য শরাসন

১। সম্মুখাগত।

গ্রহণ করিয়া দশ শরে হার্দিক্যের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হার্দিক্য ধর্ম্মনন্দনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে সাত শরে নিপীড়িত করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার কার্ম্মুক ও শরমুষ্টি ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পাঁচ শাণিত ভল্ল প্রয়োগপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত যুধিষ্ঠির-নিক্ষিপ্ত ভল্ল কৃতবর্ম্মার মহামূল্য হেমপৃষ্ঠ কবচ ভেদ করিয়া বল্মীকমধ্যে প্রবিষ্ট ভীষণ ভুজগের স্যায় ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর হার্দিক্য নিমেষমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তৎপরে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার প্রতি এক ভুজগসদৃশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই পাণ্ডব-প্রেরিত হেমচিত্রিত শক্তি হার্দিক্যের দক্ষিণ ভুজদণ্ড ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে হার্দিক্যকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর হার্দিক্য তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নিমেষার্দ্ধমধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ; হার্দিক্যও এক নিশিত ভল্ল ধারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির এক সুবর্ণদণ্ড তোমর গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর হার্দিক্য যুধিষ্ঠির-পরিত্যক্ত তোমর সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ক্রোধাবিষ্টচিত্তে শরনিকরে ধর্ম্মনন্দনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বর্ম্মের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ম্ম হার্দিক্যশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অম্বর-তলপরিভ্রষ্ট তারকান্তবকের স্যায় ধরাতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃতবর্ম্মার শরে ছিন্নবর্ম্মা, রথশূন্য ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। মহাবীর হার্দিক্য ধর্ম্মপুত্রকে পরাজিত করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য-সমুদয় রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকিসমরে ভূরির নিধন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর ভূরি সমাগত মত্তমাতঙ্গবিক্রম মহারথ সাত্যকিকে নিবারণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত পাঁচ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে তাঁহার দেহে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলোদ্ভব ভূরিও যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই ক্রোধান্ধ অন্তকসদৃশ মহাবীরদ্বয় রোষরক্ত-নয়নে শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত এবং সুদারুণ শরবৃষ্টি দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল তাঁহাদের সমানরূপ যুদ্ধ হইল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি হাসিতে হাসিতে মহাত্মা ভূরির কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয় বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরি শত্রুশরে ছিন্নশরাসন ও অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকিকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি শত্রুশরে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহাবেগে ভূরির বিপুল বক্ষঃস্থলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভূরি সেই সাত্যকি-নিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে চূর্ণকলেবর হইয়া আকাশভ্রষ্ট, দীপ্তরশ্মি[1] মঙ্গল গ্রহের স্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

অশ্বত্থামার শরে ঘটোৎকচ পরাজয়

হে মহারাজ! মহারথ অশ্বত্থামা দ্রুতবেগে যুযুধানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া তর্জ্জন করিয়া জলধর যেরূপ পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে সাত্যকির রথাভিমুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ

১। উজ্জ্বল লোহিত কিরণ।

পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দ্রোণনন্দন! তুমি ঐ স্থানে অবস্থান কর, প্রাণসত্ত্বে আমার নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। কার্ত্তিকেয় যেমন মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ আমি তোমাকে বিনাশ করিব। হে ব্রহ্মন্! আমি অদ্যই তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনীত করিব, সন্দেহ নাই।' রোষতাম্রাক্ষ অরাতিঘাতন ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট কেশরী যেমন করীন্দ্রকে আক্রমণ করিতে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধর যেমন ধরাতলে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর রথাক্ষপরিমিত ইষুজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণপুত্র আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা সেই রাক্ষসনির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া তাঁহার উপর এক শত মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঘটোৎকচ আচার্য্যপুত্রের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমরমধ্যে সলোম শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অশনিসম শব্দায়মান ভীষণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বরাহকর্ণ, নালীক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শরসমূহে অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা অনাকুলিত-চিত্তে দিব্য মন্ত্রপূত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক সমীরণ যেমন জলধরপটল ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসনির্ম্মুক্ত অশনিসন্নিভ সুদুঃসহ শরজাল নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন, আকাশপথে শরসমুদয় পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। সেই বীরদ্বয়-নির্ম্মুক্ত শরসমুদয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল সন্ধ্যাসময়ে খদ্যোতপুঞ্জে বিচিত্রিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে দ্রোণপুত্র শরজাল দ্বারা দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার পুত্রগণের হিতার্থ ঘটোৎকচকে অসংখ্য শরে সমাকীর্ণ করিলেন।

অনন্তর সেই ঘোরতর রজনীযোগে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নিসদৃশ দশ বাণে দ্রোণনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা গাঢ়তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত পাদপের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ দ্রোণতনয়কে নিহত বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামাকে তদবস্থ দেখিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা সংজ্ঞালাভ করিয়া বামকরে কার্ম্মুক গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে এক যমদণ্ডোপম ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুপুঙ্খ শর রাক্ষসের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ দ্রৌণী-নির্ম্মুক্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও মোহাবিষ্ট হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। তখন সারথি তাঁহাকে বিমোহিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে অশ্বত্থামার নিকট হইতে অপবাহিত করিল। মহারথ অশ্বত্থামা এইরূপে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও যোধসমুদয় কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় সমধিক তেজঃসম্পন্ন হইলেন।

ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধে দুর্য্যোধন পরাজয়

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেনকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নয় শরে বিদ্ধ করিলে তিনি তাঁহাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে জলদজালসমাবৃত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন পাঁচ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম নিশিত শরে কুরুরাজের ধ্বজ ও কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে সন্নতপর্ব্ব নবতি শরে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে নিশিত শরনিকরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুর্য্যোধন-বিমুক্ত শর-সমুদয় ছেদন করিয়া তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা ভীমের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে

নিশিত সাত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সত্বর তাঁহার সেই কার্ম্মুকও ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পুত্র জয়শালী দুর্য্যোধন পাঁচবার ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন বারংবার শরাসন ছিন্ন হওয়াতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক সর্ব্বলৌহময় সুদৃঢ় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই যমভগিনীতুল্য হুতাশন-সমপ্রভ ভীষণ শক্তি নভোমণ্ডল সীমন্তিত[১] করিয়াই যেন দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন যোধগণের সমক্ষে উহা অর্দ্ধপথে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে মহাবেগে দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া এক প্রভাবিশিষ্ট গুরুতর গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে কুরুরাজের রথ ও অশ্বগণ সারথির সহিত চূর্ণ হইয়া গেল। তখন দুর্য্যোধন ভীমের পরাক্রম-দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক মহাত্মা নন্দকের রথে সমারূঢ় হইলেন; ভীমসেন সেই রজনীতে মহারথ দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া কৌরবগণকে তর্জ্জনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার সেনাগণও নরপতিকে মৃত বোধ করিয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষীয় যোধগণের আর্ত্তনাদ ও মহাত্মা ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া মহাবেগে বৃকোদর-সমীপে আগমন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য, সৃঞ্জয় ও চেদিগণ দ্রোণের বিনাশবাসনায় সুসজ্জিত হইয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর ঘোর তিমির-নিমগ্ন পরস্পর প্রহার-নিরত যোধগণের সমক্ষে বিপক্ষদলের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।”

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ-সহদেব সমর—সহদেব-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সহদেবকে দ্রোণসন্নিধানে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহাকে প্রথমতঃ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন; মহারথ কর্ণও তাঁহাকে নতপর্ব্ব শত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার জ্যাসম্পন্ন কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীপুত্র সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে শরনিকরে সহদেবের অশ্ব-সকল বিনাশ করিয়া অবিলম্বে ভল্লাস্ত্রে সারথিকে সংহার করিলেন। তখন সহদেব রথশূন্য হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া এক সুবর্ণখচিত অতি গুরুতর ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই সহদেবপ্রেরিত গদা আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল নিক্ষেপপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সহদেব গদা নিষ্ফল হইল দেখিয়া সত্বর কর্ণের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিলে সূতপুত্র শরনিকরে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর মাদ্রীতনয় সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এক রথচক্র পরিত্যাগ করিলেন। সূতনন্দন সেই কালচক্র সদৃশ রথচক্র আগমন করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব তাঁহার প্রতি ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র, বিবিধ যুগ, হস্তীর পদাদি অঙ্গ এবং নিহত অশ্ব ও মনুষ্যসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কর্ণও শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তৎ-সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীতনয় আপনাকে আয়ুধশূন্য ও কর্ণের শরনিকরে নিবারিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ক্ষণকাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হাস্যমুখে অতি নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ‘হে সহদেব! তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত রথিগণের সহিত কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে মাদ্রেয়! তুমি আমার বাক্যে

১। মস্তকের কেশমধ্যে রেখাপাতের ন্যায় দ্বিধাবিচ্ছিন্ন।

কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না।' মহাবীর কর্ণ সহদেবকে এই কথা বলিয়া কার্ম্মুক-কোটি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া পুনরায় কহিলেন,—'হে সহদেব! ঐ দেখ, ধনঞ্জয় পরম যত্নসহকারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে তাহার সন্নিধানে, না হয়, গৃহাভিমুখে গমন কর।'

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ সহদেবকে এইরূপ কহিয়া হাস্যমুখে পাঞ্চাল-সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়াই মৃতকল্প সহদেবকে বিনাশ করিলেন না। তখন সহদেব কর্ণ-শরে নিপীড়িত, বাক্‌শল্যে বিদ্ধ ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং সত্বর পাঞ্চালদেশীয় মহাত্মা জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন।"

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

শল্যকর্ত্তৃক বিরাটভ্রাতা শতানীক-সংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর মদ্ররাজ দ্রোণাচার্য্যের আক্রমণার্থ সসৈন্য সমাগত বিরাট নৃপতিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ দুই মহাধনুর্দ্ধরের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মদ্ররাজ সত্বর নতপর্ব্ব শত শর দ্বারা সেনাপতি বিরাট-নৃপতিকে আঘাত করিলে, বিরাটরাজ প্রথমতঃ শাণিত নয় শরে মদ্ররাজকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনরায় ত্রিসপ্ততি ও তৎপরে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য বিরাট-রাজের চারি অশ্ব বিনাশপূর্ব্বক দুই বাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিরাটনৃপতি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কার্ম্মুক বিস্ফারিত করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর শতানীক স্বীয় সহোদর বিরাটকে অশ্ববিহীন অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোক-সমক্ষে রথারোহণে মদ্ররাজসমীপে ধাবমান্ হইলেন। তখন মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত দেখিয়া ক্ষণকাল শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শতানীক নিহত হইলে, বাহিনীপতি বিরাট তাঁহার রথে আরোহণ করিয়া নয়ন বিস্ফারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শরনিকরে মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য ক্রোধভরে সেনাপতি বিরাটরাজের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিরাটনৃপতি শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রথোপরি অবসন্ন ও মূর্চ্ছাগত হইলেন। সারথি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সত্বর সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিল। তখন সেই বহুল পাণ্ডব-সৈন্য শল্য-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব তদ্দর্শনে সত্বর শল্য-সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ তুরঙ্গবদন ঘোরদর্শন পিশাচগণে সংযুক্ত, রক্তার্দ্র ধ্বজপটপরিশোভিত, মাল্য বিভূষিত, ঋক্ষচর্ম্ম-সংবৃত, বিচিত্রপক্ষ, বিকটাক্ষ, অনবরত শব্দায়মান, গৃধ্ররাজ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, উন্নত ধ্বজদণ্ড-সম্পন্ন, অষ্টচক্র বিশিষ্ট, লৌহময় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দুই জনের প্রতি ধাবমান হইল। শৈলরাজ যেমন সমীরণের গতি রোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিদলিত অঞ্জন-পুঞ্জসদৃশ রাক্ষসরাজ অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন অলম্বুষের সহিত অর্জ্জুনের কাক, গৃধ্র, বক, উলূক, কঙ্ক ও গোমায়ুগণের হর্ষবর্দ্ধন, দর্শকগণের প্রীতিকর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন ছয় শরে রাক্ষস অলম্বুষকে নিপীড়িত ও শাণিত দশ বাণে তাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন শরে তাহার সারথি, তিন শরে ত্রিবেণু, এক শরে কার্ম্মুক ও চারি শরে অশ্ব-চতুষ্টয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন্। তখন রাক্ষস অলম্বুষ পুনরায় জ্যাসম্পন্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া তাহাকে নিশিত চারি শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষ অর্জ্জুন-শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অলম্বুষকে পরাজয় করিয়া কুঞ্জর, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রতি শর-নিকর বর্ষণপূর্ব্বক অবিলম্বে দ্রোণসন্নিধানে ধাবমান হইলেন। দ্রোণ-সৈন্যগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়া সমীরণোন্মূলিত মহীরুহ-সমুদয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত মৃগযূথের ন্যায় সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।"

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—পাণ্ডব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র চিত্রসেন নকুলপুত্র শতানীককে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব-সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুলনন্দন নারাচাস্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়িত করিলে চিত্রসেন তাঁহাকে প্রথমতঃ নিশিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুলকুমার নতপর্ব্ব শরনিকরে চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্ম্মবিহীন হইয়া নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নকুলতনয় সুনিশিত শরজালে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহারথ চিত্রসেন বর্ম্মহীন ও শরাসনবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অরাতিবিদারণ অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শতানীককে নতপর্ব্ব শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত শতানীক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। বলবান্ চিত্রসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক নকুলতনয়কে পঞ্চবিংশতি শরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথি, রথ ও শরাসনবিহীন হইয়া মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণপুত্র বৃষসেন মহারথ দ্রুপদকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন ষষ্টি শরে কর্ণপুত্রের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; বৃষসেনও রোষাবিষ্ট হইয়া রথস্থ দ্রুপদরাজের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া সলোম শল্লকীদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। স্বর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব সরল শরনিকরের আঘাতে তাঁহাদের কলেবর শোণিতাক্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে অদ্ভুত কল্পবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ও বিকসিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন দ্রুপদকে প্রথমতঃ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ততি ও তৎপরে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক একবারে সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিয়া বর্ষমান মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা বৃষসেনের শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে সুবর্ণবর্ণ নিশিত ভল্ল বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সংযোজনপূর্ব্বক সোমকগণকে ভীত করিয়া দ্রুপদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষসেন নিক্ষিপ্ত ভল্ল দ্রুপদরাজের হৃদয় ভেদ করিয়া বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যজ্ঞসেন সেই ভল্লের আঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। সারথি আপনার কর্ত্তব্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহারথ পাঞ্চালরাজ সমর পরিত্যাগ করিলে কৌরব সৈন্যেরা সেই ভীষণ রজনীযোগে বর্ম্মহীন দ্রুপদ-সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে প্রদীপ-সকল ইতস্ততঃ প্রজ্বলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘশূন্য আকাশ-মণ্ডল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গদ-সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি তখন বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত জলদপটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তারকাসুরের সংগ্রামসময়ে দানবগণ যেমন ইন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ সোমকগণ বৃষসেনের শরনিকরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণতনয় তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় সহস্র নরপতিমধ্যে একমাত্র বৃষসেন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণনন্দন সোমক-মহারথদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র মহারথ দুঃশাসন প্রতিবিন্ধ্যকে অরাতিনিধনে নিতান্ত তৎপর দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয় সংগ্রামার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্রাচার্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর দুঃশাসন অতিভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য দুঃশাসনের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং দুঃশাসনকে প্রথমতঃ নয় ও তৎপরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র তীক্ষ্ণ শরনিকরে প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার রথ, পতাকা, তূণীর, রথী ও যোক্ত্রসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা প্রতিবিন্ধ্য রথবিহীন হইয়াও শরাসন হস্তে অবস্থান-পূর্ব্বক অসংখ্য শরনিক্ষেপপূর্ব্বক আপনার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে ক্ষুরপ্র অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া তাঁহাকে দশ শরে তাড়িত করিলেন। অনন্তর প্রতিবিন্ধ্যের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে রথবিহীন অবলোকন করিয়া বিপুল সৈন্য-সমভি-ব্যাহারে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। তখন প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতসোমের ভাস্বর রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয়েরা দুঃশাসনের সাহায্যার্থ মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া বিপক্ষ-গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রজনীযোগে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যমরাজ্যবর্দ্ধন তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল সুবলনন্দন নকুলকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই বদ্ধবৈর মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে সংহার করিবার মানসে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল যেরূপ শর-প্রয়োগ করিলেন, শকুনিও স্বীয় শিক্ষাবল প্রদর্শন-পূর্ব্বক তদ্রূপ শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় শরনিকরে সমাচ্ছন্ন-কলেবর হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকী ও শাল্মলী বৃক্ষ-দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহাদের বর্ম্ম শরনিকরে ছিন্ন-ভিন্ন ও কলেবর রুধিরধারায় সমাকুল হওয়াতে তাঁহাদিগকে বিচিত্র কল্পবৃক্ষ ও বিকসিত কিংশুক-পাদপদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা লোচনযুগল বিস্তারপূর্ব্বক রোষানলে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন কুটিলভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুবলতনয় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে নিশিত কর্ণিদ্বারা নকুলের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুল তন্নিক্ষিপ্ত কর্ণি অস্ত্রে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথমধ্যে বিষণ্ণ ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুনি সেই প্রবল বৈরী নকুলকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাকে যষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া শত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করি-লেন; তৎপরে তাঁহার সশর শরাসনের মুষ্টিদেশ দুই খণ্ডে ছেদনপূর্ব্বক সত্বর ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর পীত নিশিত একমাত্র শরে তাঁহার ঊরুদ্বয় ভেদ করিয়া সপক্ষ শ্যেনের ন্যায় তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রথমধ্যে নিপাতিত করিলেন। তখন সুবলতনয় নকুল-নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া, নায়ক যেমন কামিনীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ ধ্বজযষ্টি আলিঙ্গনপূর্ব্বক রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন ও রথমধ্যে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সেনামুখ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণ-সমবেত পাণ্ডবেরা পরমাহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল এইরূপে শকুনিকে পরাজিত করিয়া সারথিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সূত! তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে সমানীত কর।' সারথি তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রোণাভিমুখে অশ্বচালন করিতে লাগিল। এ দিকে কৃপাচার্য্য মহাবল শিখণ্ডীকে দ্রোণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে মহাবেগে যুদ্ধার্থ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। শিখণ্ডী কৃপকে দ্রোণের সাহায্যার্থ দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের প্রিয়কারী কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে প্রথমতঃ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরাসুর ও সুররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় নভোমণ্ডল শরবৃষ্টি-দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! তখন সেই যুদ্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠিল। যোদ্ধাদিগের সেই ভয়ঙ্কর ঘোররজনী কালরাত্রির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কৃপাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিয়া শাণিত শর বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি রুক্মদণ্ড, অকুণ্ঠিতাগ্র, কর্ম্মার-পরিমার্জ্জিত, এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সেই আচার্য্যনিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিখণ্ডী সেই আচার্য্য-নির্ম্মুক্ত শরজাল-প্রভাবে অবসন্ন হইয়া রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাঁহাকে অবসন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রুপদতনয়কে একান্ত অবসন্ন ও সমরে বিমুখ অবলোকন করিয়া সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আপনার আত্মজগণও বহুল বল-সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরস্পর সম্মুখীন রথিগণের মেঘগর্জ্জন সদৃশ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অশ্বারোহী ও গজারোহিগণ পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সংগ্রামস্থল অতি দারুণ হইয়া উঠিল। ধাবমান পদাতিগণের পদশব্দে মেদিনী ভয়কম্পিত কামিনীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। যেমন বায়সেরা শলভ-সমুদয় আক্রমণ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী রথে সমারূঢ় রথিগণ রথীদিগকে, মত্তমাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, রোষিত অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহী-দিগকে ও পদাতিগণ পদাতিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই রাত্রিযোগে সৈন্যগণের মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমন নিবন্ধন সমরাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। রথ, হস্তী ও অশ্বগণের উপরিস্থিত প্রদীপসকল অম্বরস্খলিত মহোল্কা-সমুদয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধতমসাবৃত রজনী প্রদীপপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া দিবসের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন জগদ্ব্যাপ্ত গাঢ় তিমির বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই প্রজ্বলিত প্রদীপ-সকল সমরভূমির ঘোরান্ধকার নিরাকৃত করিয়া ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিল। সেই আলোক-প্রভাবে বীরগণের শস্ত্র, বর্ম্ম ও মণিসমুদয়ের প্রভাজাল তিরোহিত হইল। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর যুদ্ধে যোধগণ আত্মপরিজ্ঞান-বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। তখন মোহ-বশতঃ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মিত্র মিত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং আত্মীয় আত্মীয়গণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম শৃঙ্খলাশূন্য ও ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।"

—

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক দ্রুমসেন বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদৃঢ় শরাসন ধারণপূর্ব্বক বারংবার জ্যা আকর্ষণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সুবর্ণবিভূষিত রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রেরাও

পরম যত্ন সহকারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রজনীযোগে উভয়পক্ষীয় সেনা সমবেত হইলে তাহাদিগকে বাতাহত, ক্ষুব্ধসত্ত্ব[১], অতি ভীষণ সমুদ্রদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের বক্ষঃস্থলে পাঁচ শর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পঞ্চবিংশতি শরে দ্রুপদতনয়কে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ভাস্বর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণশরবিদ্ধ প্রবলপ্রতাপ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া আচার্য্যের বিনাশবাসনায় অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া দ্রোণের প্রতি এক জীবিতান্তকারী শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-বিক্ষিপ্ত শর উদিত দিবাকরের ন্যায় সৈন্য-সমুদয়কে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই ঘোরতর শর সন্দর্শন করিয়া 'দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক', এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নির্ম্মুক্ত শর আচার্য্য-রথ-সমীপে না আসিতে আসিতেই দ্বাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরচ্ছেদন করিয়া তাঁহাকে শাণিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পাঁচ, দ্রোণ পাঁচ, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্য্যোধন বিংশতি ও শকুনি পাঁচ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে দ্রোণের পরিত্রাণার্থী সাত মহারথীর শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর দ্রুমসেন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ-তনয় দ্রুমরাজের প্রতি অতিতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ প্রাণনাশক তিন শর নিক্ষেপ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিলেন। পরিপক্ক তালফল যেমন বাতাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্রুমসেনের দংশিতাধর[১] মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় বীরগণকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক ভল্লে বিচিত্রযোদ্ধা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গুলচ্ছেদন সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ স্বীয় শরাসনচ্ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িতলোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ ও শরবর্ষণপূর্ব্বক মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় অন্য ছয় মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া পাঞ্চাল-পুত্রের বিনাশবাসনায় তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবপক্ষীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে অবস্থিত হইলে যোধগণ তাঁহাকে কালকবলে নিপতিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যার্থ শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। কর্ণ যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি শূরগণের সমক্ষে কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া 'পলায়ন করিও না, ঐ স্থানে অবস্থান কর' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলি ও বাসবের ন্যায় বলবান্ সাত্যকি ও মহাত্মা কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয়প্রধান সাত্যকি রথনির্ঘোষে ক্ষত্রিয়গণকে ভীত করিয়া রাজীবলোচন রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণও শরাসন-শব্দে বসুধা কম্পিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপাট, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর যুযুধানও কর্ণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সমভাব হইল। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া নিশিত শরনিকরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে ও কর্ণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবীর্য্যশালী বৃষসেন সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। মহারথ কর্ণ

১। হৃদয়ের অভ্যন্তর আলোড়িত।

১। দাঁত দিয়া কামড়ান ঠোঁট।

তদ্দর্শনে বৃষসেনকে নিহত বোধ করিয়া পুত্রশোকাকুলিতচিত্তে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; মহারথ যুযুধানও কর্ণ-শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বাণে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি দশ বাণে কর্ণকে ও পাঁচ বাণে বৃষসেনকে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে উভয়ের শরমুষ্টি ও শরাসনদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ও বৃষসেন সত্বর অতি ভীষণ অন্য শরাসনদ্বয় গ্রহণ ও জ্যারোপণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যকি-বধে কর্ণের কূট-কল্পনা

হে মহারাজ! সেই অসংখ্য বীরনিপাতন ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময়ে গাণ্ডীবের ভীষণ নিস্বন অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ রথ-নির্ঘোষ ও গাণ্ডীবনিস্বন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্যোধনকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান বীর ও কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া গাণ্ডীবধ্বনি করিতেছে; অর্জ্জুনের পর্জ্জন্যনির্ঘোষসদৃশ রথ-নির্ঘোষও শ্রুতিগোচর হইতেছে; অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় স্বকার্য্যসাধনে সমুদ্যত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কৌরবসৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে বিদীর্ণ ও ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ হইতেছে। উহারা কোনক্রমেই একস্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। সমীরণ যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে। এক্ষণে উহারা অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে। মহারাজ! ঐ দেখুন, যোদ্ধৃগণ গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে নিপাতিত এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে। উহাদিগের কোলাহল এবং অর্জ্জুনের রথসন্নিধানে নভোমণ্ডলে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভি-নির্ঘোষ, হাহাকার শব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। ঐ দেখুন, সাত্যকি আমাদিগের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। আর পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সহোদরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে যদি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। অতএব হে মহারাজ! আমরা সকলে সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে যেরূপে সংহার করিয়াছি, ঐ বীরদ্বয়কেও সেইরূপে সংহার করা আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখুন, ধনঞ্জয় সাত্যকিকে বহুসংখ্যক কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত জানিয়া দ্রোণসৈন্যাভিমুখে আগমন করিতেছে। অতএব আপনি সাত্যকি-সন্নিধানে বহুসংখ্যক রথিগণকে প্রেরণ করুন। সাত্যকি অসংখ্য মহারথপরিবৃত হইলে ধনঞ্জয় আর তাহাকে ত্রাত হইতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করুন।'

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শকুনিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মাতুল! তুমি দশ সহস্র হস্তী ও দশ সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া ধনঞ্জয়-সন্নিধানে গমন কর। দুঃশাসন, দুর্ব্বিসহ, সুবাহু ও দুর্ম্মর্ষণ—ইহারা বহুসংখ্য পদাতিসৈন্য-পরিবৃত হইয়া তোমার অনুগমন করিবেন। তুমি এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও বাসুদেবকে সংহার কর। হে মাতুল! দেবগণ যেমন দেবরাজকে আশ্রয় করিয়া জয়াশা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমারই উপর নির্ভর করিয়া জয়াশা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে মহাবীর কার্ত্তিকেয় যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর।' হে মহারাজ! মহাবল সুবলনন্দন রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহারই প্রিয়ানুষ্ঠানার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য ও আপনার পুত্রগণের সমভিব্যাহারে পাণ্ডবসংহারার্থ যাত্রা করিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অসংখ্য সৈন্য-সমভিব্যাহারে অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিয়া সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন; আপনার পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও সমবেত হইয়া সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিয়া তাঁহার ও পাঞ্চালগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

—

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ কৌরবপক্ষীয় নরপতিগণ সুবর্ণ ও রত্নে খচিত অসংখ্য রথ এবং বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথগণ সত্যবিক্রম সাত্যকির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন-পূর্ব্বক সিংহনাদ ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় তীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর অরাতিনিপাতন সাত্যকি সেই বীরগণকে সমাগত অবলোকন করিয়া তাঁহাদের উপর বিবিধ শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব বিশিখনিকর দ্বারা তাহাদিগের মস্তক এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা গজসমুদয়ের শুণ্ড, অশ্বগণের গ্রীবা ও বীরগণের কেয়ূরযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অসংখ্য শ্বেতচ্ছত্র ও চামরনিচয় নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি নক্ষত্রমালামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে প্রেতগণের চীৎকারের ন্যায় তাহাদিগের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দে রণভূমি পরিপূরিত হইলে সেই ঘোররূপা রজনী অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহারথ রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকি-শরে সৈন্যগণকে উন্মূলিত অবলোকন এবং লোমহর্ষণ তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, "হে সূত! যে প্রদেশে ঐ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, সেই স্থানে অবিলম্বে অশ্বসঞ্চালন কর।" সারথিও তাঁহার আদেশানুসারে যুযুধানের অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। বিজিতক্লম বিচিত্রযোদ্ধা রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর সাত্যকি শোণিতলোলুপ শাণিত দ্বাদশ শর আকর্ণ আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন শৈনেয়ের শরে অগ্রে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষিতচিত্তে তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সমস্ত পাঞ্চালগণের সহিত কৌরবগণের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্টচিত্তে আপনার মহারথ পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে অশীতি সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবাহু দুর্য্যোধন সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থানপূর্ব্বক সাত্যকির রথের প্রতি নিশিত পঞ্চাশৎ শর পরিত্যাগ করিলেন। সাত্যকি লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই দুর্য্যোধন-প্রেরিত শরনিকর নিবারণ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ ও কার্ম্মুকবিহীন হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন সমরপরাঙ্মুখ হইলে সাত্যকি শরনিকর দ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শকুনি বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর নানা শস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কালপ্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ অর্জ্জুনের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শকুনিকে সমরে পরাঙ্মুখ করিবার মানসে সেই সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি রোষকষায়িতলোচনে বিংশতি শরে অরাতিঘাতন অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার রথের উপর শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বিংশতি বাণে শকুনিকে ও তিন তিন বাণে অপরাপর ধনুর্দ্ধারিগণকে বিদ্ধ করিয়া অরাতিনিক্ষিপ্ত শরনিকর নিবারণপূর্ব্বক বজ্রসম সায়ক সমুদয়ে আপনাদের যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে বসুধাতল যোধগণের সহস্র সহস্র ছিন্ন ভুজ ও কলেবর দ্বারা কুসুমে সমাবৃত, কিরীট-কুণ্ডলমণ্ডিত, নিষ্কচূড়ামণি-বিভূষিত, উদ্বৃত্তলোচন[১] ও দংশিতাধর[২] মস্তক-সমুদয় দ্বারা চম্পকবিন্যস্ত পর্ব্বতসমূহে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বিপুলবিক্রম অর্জ্জুন সেই দুষ্করকর্ম্ম সম্পাদনানন্তর নতপর্ব্ব পাঁচ বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহার পুত্র উলূকের দেহ বিদারণপূর্ব্বক সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিলেন এবং সত্বর শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয় শমনসদনে প্রেরণ

১। বিবৃতনেত্র—চক্ষু ঘোরান। ২। দাঁত দিয়া কামড়ান ঠোঁট।

করিলেন। সুবলনন্দন এইরূপে বীভৎসু[১]-শরে অশ্ব-বিহীন হইয়া অবিলম্বে স্বীয় রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক উলূকের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সমুত্থিত মেঘদ্বয় যেমন পর্ব্বতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ একরথে সমারূঢ় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূক অর্জ্জুনের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘাবলি যেরূপ সমীরণপ্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনার সেনাগণ অর্জ্জুন-বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া শঙ্কিতচিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই গাঢ়তিমিরাবৃত[২] রজনীতে অনেক যোদ্ধা স্ব স্ব অশ্ব পরিত্যাগ ও অনেকে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক সন্ত্রস্তচিত্তে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আপনার যোদ্ধবর্গকে পরাজিত করিয়া প্রসন্নমনে শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত শর দ্বারা তাঁহার শরাসনমৌর্ব্বী[৩] ছেদন করিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্নচাপ ধরাতলে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সাত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচ বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর দ্বারা দ্রোণকে নিবারণ করিয়া, দেবরাজ যেমন অসুরসেনা সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে অসংখ্য কৌরবসৈন্য নিহত হইলে সমরাঙ্গনে উভয়পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে বৈতরণীসদৃশ ঘোরতর শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল। সহস্র সহস্র নর, অশ্ব ও হস্তী উহার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে সেই কৌরবসৈন্য বিদারণপূর্ব্বক দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর-গণও কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপতির প্রাণসংহার-পূর্ব্বক জয়শালী হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সমক্ষে বারংবার সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।"

—

১। অর্জুন। ২। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। ৩। ধনুকের ছিলা।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণ-কর্ণ-শরে নিপীড়িত পাণ্ডবসৈন্য পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর বাক্যপ্রয়োগসুনিপুণ আপনার আত্মজ রাজা দুর্যোধন স্বীয় সৈন্যগণমধ্যে কতকগুলিকে পাণ্ডব-গণের শরে নিহত ও কতকগুলিকে পলায়মান দেখিয়া অবিলম্বে কর্ণ ও দ্রোণের সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন,—'হে বীরদ্বয়! আপনারা অর্জ্জুনশরে জয়দ্রথকে নিহত নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবসৈন্যগণ কর্ত্তৃক আমার সৈন্য সমুদয় বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া অরাতি-বিনাশে সমর্থ হইয়াও একান্ত অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। যদি আমাকে পরিত্যাগ করাই আপনাদিগের অভিপ্রেত ছিল, তবে তৎকালে কি নিমিত্ত আপনারা পাণ্ডবগণকে সমরে পরাজিত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? আপনারা পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে স্বীকার না করিলে আমি কদাচ তাহাদের সহিত এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতাম না। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আপনারা অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।'

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের বাক্য-শ্রবণে দণ্ডঘট্টিত[১] ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিবার মানসে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় সাত্যকি প্রভৃতি বীর-গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও স্বীয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সেই মহাবীরদ্বয়ের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণ রোষপরবশ হইয়া সত্বর সাত্যকিকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ দশ, রাজা দুর্য্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও শকুনি সাত শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সোমকগণ দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডবসৈন্য-সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজাল বিস্তারপূর্ব্বক অন্ধকার

১। যষ্টি দ্বারা তাড়িত।

বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরজাল প্রয়োগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে নিহন্যমান হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বয়স্য এবং কেহ কেহ বা সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ সত্বর পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইয়া দ্রোণ অভিমুখেই উপস্থিত হইলেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য শমনসদনে গমন করিল। হতাবশিষ্ট সেনাগণ দ্রোণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই পলায়নপর হইল। তৎকালে পাণ্ডবসৈন্যগণ প্রদীপ পরিত্যাগ করিলে দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কেহ কিছু বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কেবল কৌরবগণের দীপালোকপ্রভাবে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের পলায়ন নয়নগোচর হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে পলায়মান দেখিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে পাঞ্চালগণ বিনষ্ট ও পলায়িত হইলে মহাত্মা জনার্দ্দন নিতান্ত দীনমনাঃ হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন! মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালসৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের সৈন্যগণ দ্রোণের শরনিকরে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে; কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা উহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করি।, তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পলায়মান সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি ধাবমান হইতেছি।'

হে মহারাজ! ঐ সময় কেশব বৃকোদরকে আগমন করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়ের হর্ষোৎপাদন করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন,—'হে সখে! ঐ দেখ, সমরশ্লাঘী মহাবীর ভীমসেন সোমক ও পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন। অতএব আজ তুমি পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ ও ভীমের সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষ-পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার কর।' মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সহিত দ্রোণ-কর্ণ-সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরাতিনিপাতনে প্রবৃত্ত দ্রোণ ও কর্ণের নিকট আগমন করিল। অনন্তর সেই চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায় সমুত্তেজিত উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবসৈন্যগণ প্রদীপ-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঐ সময় ধূলিপটল ও অন্ধকার প্রভাবে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোদ্ধারা স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ংবরসভার ন্যায় সেই সমরাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহীপালগণের নাম শ্রবণগোচর হইল। ঐ সময় রণস্থল মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিল। অনন্তর পুনরায় জয়শীল ও পরাজিত ব্যক্তিরা ক্রোধভরে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন যে যে স্থানে প্রদীপ-সকল পরিদৃশ্যমান হইল, বীরগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিভাবরী অতি প্রগাঢ়[১] হইয়া উঠিল।"

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ—পাণ্ডবসৈন্য পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে মর্ম্মভেদী দশ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালপ্রধান

১। গভীর—অধিক রাত্রি।

ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুকবিহীন হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে কর্ণ-সমীপে গমন করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন। তৎপরে তিনি বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোদ্যত হইলে ধর্ম্ম-সুনু[১] যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী কর্ণ সিংহনাদ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ প্রধ্মাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরাজিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া কর্ণের অভিমুখীন হইল। তৎকালে কর্ণের সারথিও তাঁহার রথে শঙ্খবর্ণ, সিন্ধুদেশোদ্ভব বেগগামী অন্য অশ্বসমুদয় সংযোজিত করিল। তখন মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ লব্ধলক্ষ্য মহাবীর রাধেয় পাঞ্চালবংশীয় মহারথদিগের প্রতি আয়ত[২] শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনাগণ কর্ণ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ ধাবমান গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণের মধ্যে ক্ষুরপ্র অস্ত্রে কাহারও বাহু, কাহারও ঊরু, কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে অন্যান্য মহারথগণ স্ব স্ব গাত্র ও বাহন-সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। এইরূপে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিল; তখন তৃণস্পন্দনেও[৩] তাহা-দিগের মনে কর্ণভ্রম উপস্থিত হওয়ায় তাহারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকেও কর্ণ জ্ঞান করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ চারি দিকে শরবর্ষণ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যোধগণ কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্যের শর-প্রহারে বিচেতনপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; কেহই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।

১। ধর্ম্মপুত্র। ২। দীর্ঘ। ৩। একটা কুটা নড়িলেও।

কর্ণপরাক্রমদর্শনে যুধিষ্ঠিরের ত্রাস

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও পলায়নপর অবলোকন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এই ভীষণ রজনীতে প্রখর ভাস্করের ন্যায় অবস্থান এবং তোমার আত্মীয়গণ কর্ণ-শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অনাথের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। সূতপুত্র যে কখন শরসন্ধান এবং কখনই বা শর নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণকে আকুলিত করিতেছে, তাহা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য অবধারণপূর্ব্বক যাহাতে সূতপুত্রের বধসাধন হয়, তাহা সম্পাদন কর।'

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন,—'হে কেশব! আজ ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া-ছেন। দেখ, শত্রুসৈন্যগণ বারংবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে সময়ো-চিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; আমাদিগের সেনা-সকল দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরে প্রধান প্রধান রথীদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নির্ভীক-চিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতেছে। হে বৃষ্ণিশার্দ্দূল! ভুজঙ্গম যেমন কাহারও পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি এই সংগ্রামস্থলে সূতপুত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র কর্ণ-সমীপে রথসঞ্চালন কর। আজ হয় আমি উহার বিনাশ করিব, না হয় ঐ দুরাত্মাই আমার বধসাধন করিবে।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে কৌন্তেয়! আমি অলৌকিক বিক্রমশালী কর্ণকে সুররাজের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে দেখিতেছি। তুমি ও ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। সূতপুত্র তোমার বধসাধনার্থই দেদীপ্যমান মহোল্কা-সদৃশ দেবরাজ-প্রদত্ত ভীষণ শক্তি অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিয়া ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছে। অতএব তোমাদের সতত অনুরক্ত ও হিতৈষী মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণের অভিমুখে গমন

করুক। ঐ দেবতুল্য পরাক্রমশালী রাক্ষস মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং দিব্য, আসুর ও রাক্ষস অস্ত্রে উহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, অতএব ঘটোৎকচ অবশ্যই কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।'

কৃষ্ণকর্ত্তৃক কর্ণযুদ্ধে ঘটোৎকচের নিয়োগ

হে মহারাজ! কমললোচন অর্জ্জুন বাসুদেব-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন। বিচিত্র কবচ-মণ্ডিত ভীমসেনকুমার অর্জ্জুনের আহ্বান শ্রবণমাত্র খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে ও বাসুদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক সগর্ব্ব-বচনে কহিলেন,—'হে মহাত্মন্! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, আজ্ঞা করুন, কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে?' তখন বাসুদেব হাস্যমুখে সেই দীপ্তলোচন, মেঘসঙ্কাশ ভীমতনয়কে কহিলেন, 'হে ঘটোৎকচ! আমি তোমাকে যে কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে এই সংগ্রামে তোমারই বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পরাক্রম-প্রকাশে সমর্থ হইবে না। তোমার নিকট রাক্ষসী মায়া ও বিবিধ অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তুমি যুদ্ধসাগরনিমগ্ন পাণ্ডবগণের প্লবস্বরূপ হও। ঐ দেখ, পাণ্ডব-সেনাগণ গোপাল[১]-তাড়িত গো-সমূহের ন্যায় কর্ণ-শরে বিদ্রাবিত হইতেছে। দৃঢ়বিক্রম ধনুর্দ্ধারী সূতনন্দন পাণ্ডব-সেনামধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছে। দৃঢ়-চাপধারী যোধগণ অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়াও কর্ণ-শরপ্রভাবে সমরে অবস্থান করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথসময়ে পাঞ্চালগণ কর্ণ-শরে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতেছে। হে ভীমবিক্রম ভীম-তনয়! এক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করা আর কাহারও সাধ্য নহে। অতএব তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং আপনার তেজস্বিতা ও অস্ত্রবলের অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িম্বাতনয়! মানবগণ পুত্র দ্বারা বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ইহলোকে দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার মানসেই পুত্র কামনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এক্ষণে পিতৃবান্ধবগণকে দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। হে ঘটোৎকচ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অস্ত্রবল অতি ভীষণ ও মায়া অতি দুস্তর হইয়া উঠে। তোমার সমান যুদ্ধনিপুণ আর কেহই নাই। অতএব তুমি এই রজনীতে কর্ণসায়ক-ভিন্ন[১] পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। হে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ! নিশাচরগণ রাত্রিকালে অমিতবলবিক্রম-শালী, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সংগ্রামে নিপুণ হইয়া উঠে। অতএব তুমি এই নিশীথসময়ে মায়াপ্রভাবে ধনুর্দ্ধারী কর্ণকে বিনাশ কর। পার্থগণ[২] ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণকে বিনাশ করিবেন।'

ঘটোৎকচের অভিযান—কর্ণসহ যুদ্ধ

হে মহারাজ! অনন্তর কেশবের বাক্যাবসান হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় ঘটোৎকচকে কহিলেন, 'বৎস! সমুদয় পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে তুমি, মহাবাহু সাত্যকি ও মহাবীর ভীমসেন, তোমরা এই তিন জনই আমার মতে সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে তুমি এই রজনীযোগে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহারথ সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ যেমন কার্ত্তিকেয়ের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ কর।'

ঘটোৎকচ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, 'হে মহাত্মন্! কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অন্যান্য অস্ত্রবেত্তা ক্ষত্রিয়গণ, আমি সকলকেই পরাজিত করিতে পারি। অদ্য সূতপুত্রের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিব যে, যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে আমার সংগ্রাম-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে। অদ্য কি শূর, কি শঙ্কিত, কি বদ্ধাঞ্জলি, বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিব না; রাক্ষসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিব।'

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাবাহু ঘটোৎকচ এই বলিয়া কৌরবসৈন্যগণকে ভীত করিয়া কর্ণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতনন্দন হাস্যমুখে সেই দীপ্তাস্য[৩] ক্রুদ্ধ নিশাচরের অভিমুখীন হইলেন। তখন ইন্দ্র ও

১। গোরক্ষক—রাখাল।

১। কর্ণ-বাণবিদীর্ণ। ২। পৃথিবীপতি—রাজগণ। ৩। প্রদীপ্তবদন।

প্রহ্লাদের ন্যায় কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচবধার্থ দুঃশাসনসহ অলম্বলনিয়োগ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ঘটোৎকচকে সূতপুত্রের বিনাশ-বাসনায় গমন করিতে দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ কর্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া উঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ যে স্থলে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, তুমি সসৈন্য তথায় গমনপূর্ব্বক যত্ন-সহকারে তাঁহাকে রক্ষা কর। ভীমতনয় যেন কর্ণকে প্রমাদকালে[১] সংহার করিতে সমর্থ না হয়।' হে মহারাজ! দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরাগ্রগণ্য জটাসুরতনয় অলম্বল তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিল, 'হে রাজন্! আমি আপনার বিখ্যাত শত্রু যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবদিগকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুজ্ঞা প্রদান করুন। পূর্ব্বে ক্ষুদ্রাশয় কুন্তীপুত্রেরা আমার পিতা রাক্ষসপ্রধান জটাসুরকে নিপাতিত করিয়াছিল। অতএব আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আজ আমি শত্রুগণের শোণিত ও মাংস দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন জটাসুরতনয়ের বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—'হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের সাহায্যে অনায়াসে পাণ্ডববিনাশে সমর্থ হইব। এক্ষণে তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি যে, তুমি শীঘ্র ঘটোৎকচকে বিনাশ কর। ঐ মানুষসম্ভূত দুরাত্মা রাক্ষস অতি ক্রূরকর্ম্মা এবং নিরন্তর পাণ্ডবগণের হিতসাধনে তৎপর। ঐ দুরাত্মা আকাশমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক আমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকল চূর্ণ করিতেছে; অতএব উহাকে যমরাজপুরে প্রেরণ কর।'

অনন্তর মহাকায় জটাসুরতনয় দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে আহ্বান-পূর্ব্বক তাঁহার উপর নানাপ্রকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বাতনয় একাকী প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অলম্বল, কর্ণ ও বহুসংখ্যক কুরুসৈন্যগণকে মথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অলম্বল ঘটোৎকচের মায়াবল নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নানা লক্ষণসমাযুক্ত শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। পাণ্ডব-সৈন্যগণ সমীরণ-সঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। এ দিকে আপনার সৈন্যগণও ঘটোৎকচের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অন্ধকারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর অলম্বল রোষপরবশ হইয়া, হস্তিপক যেমন অঙ্কুশ দ্বারা মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্বলের রথ, সারথি ও সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া অট্ট অট্ট হাস্যপূর্ব্বক মেঘ যেমন সুমেরুপর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণ, অলম্বল ও কৌরবগণের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার চতুরঙ্গ বল হিড়িম্বাতনয়ের শরনিকরে নিপীড়িত ও সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন রথ ও সারথিবিহীন জটাসুরতনয় ক্রোধভরে ঘটোৎকচকে মুষ্টি প্রহার করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই জটাসুরতনয়ের মুষ্টি-প্রহারে আহত হইয়া ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্ম-সমাযুক্ত অচলের ন্যায় বিচলিত হইলেন এবং অর্গলপ্রতিম বাহু সমুদ্যত করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার উপর মুষ্টি প্রহার করিলেন; পরে ভুজযুগল দ্বারা তাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অলম্বল ঘটোৎকচের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং তাঁহাকে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে

১। রাক্ষসীমায়ায় উদ্ভূত ভ্রান্তিসময়ে।

সেই বৃহদাকার বীরদ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ঘটোৎকচকর্ত্তৃক অলম্বল বধ

অনন্তর তাহারা মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে অতিশয়িত[১] করিয়া ইন্দ্র ও বলীর ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই বীরদ্বয় পরস্পর বধার্থী হইয়া কখন পাবক ও অম্বুনিধি, কখন গরুড় ও তক্ষক, কখন মহামেঘ ও প্রবল বায়ু, কখন বজ্র ও ভূধর, কখন কুঞ্জর ও শার্দ্দূল এবং কখন বা রাহু ও ভাস্করের রূপ ধারণপূর্ব্বক বিবিধ মায়া প্রদর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের উপর পরিঘ, গদা, প্রাস, মুদ্গর, পট্টিশ, মুষল ও পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ এবং কখন রথারোহণে, কখন বা পাদচারে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরস্পরের উপর অশ্ম[২] ও গদা প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অলম্বলের বিনাশবাসনায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তাহার উপর নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাহাকে ভূতলে নিপাতনপূর্ব্বক খড়্গ-প্রহারে তাহার অতি ভীষণ রবসংযুক্ত বিকৃত-দর্শন মস্তক ছেদন করিয়া ময়দানবনিপাতন মধুসূদনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীমতনয় এইরূপে অলম্বলকে বিনাশ করিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহার সেই রক্তাক্ত মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন এবং গর্ব্বিত ভাবে সেই বিকৃত মস্তক তাঁহার রথে নিক্ষেপপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, 'হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়! এই ত তোমার বলবিক্রমশালী বন্ধুকে বিনাশ করিলাম। এইরূপে কর্ণকে এবং তোমাকেও শমনভবনে প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি প্রীতমনে অবস্থান কর।' হে মহারাজ! মহাবীর ভীমনন্দন এই বলিয়াই কর্ণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের বিস্ময়কর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সেই নিশীথকালে মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের কিরূপ যুদ্ধ হইল? আর সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের আকার, রথ, অশ্ব ও আয়ুধসকল কি প্রকার? অশ্ব, ধ্বজ ও কার্ম্মুকের প্রমাণ কিরূপ এবং উহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণই বা কি প্রমাণ? হে সঞ্জয়! তুমি সমস্তই অবগত আছ, এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

১। চমৎকৃত। ২। প্রস্তর।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ-ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন,—"মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ লোহিতনেত্র, মহাকায়, মহাবাহু, মহাশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, নির্নতোদর[১] নীলকলেবর ও বিকৃতাকার। উহার মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, শ্মশ্রুজাল হরিদ্বর্ণ, হনুদ্বয় সুপ্রশস্ত, রোমরাজি ঊর্দ্ধমুখ, আস্যদেশ আকর্ণ-বিদারিত[২], দশনপংক্তি সুতীক্ষ্ণ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও সুদীর্ঘ, ভ্রূযুগল আয়ত, নাসিকা স্থূল, গ্রীবাদেশ লোহিতবর্ণ, কলেবর পর্ব্বতপ্রমাণ, কেশকলাপ বিকটাকারে উদ্বদ্ধ, কটিদেশ স্থূল, নাভি গূঢ় এবং ললাটপ্রান্ত শিখাকলাপে মণ্ডিত। সেই মহামায়াসম্পন্ন রাক্ষস ভুজদণ্ডে কটক ও অঙ্গদ, অচলসদৃশ বক্ষঃস্থলে হুতাশন তুল্য নিষ্ক, মস্তকে সুবর্ণময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র শুভ্র কিরীট, কর্ণে নবোদিত দিবাকরপ্রতিম কুণ্ডলযুগল, গলদেশে সুবর্ণময়ী মালা ও গাত্রে বিপুল কাংস্যময় কবচ ধারণপূর্ব্বক কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষযুক্ত, রক্তবর্ণ ধ্বজপটমণ্ডিত, ঋক্ষচর্ম্মপরিবৃত, নল্ব-পরিমিত, বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, অষ্টচক্রবিশিষ্ট, মেঘগম্ভীরনিস্বন মহারথে আরোহণ করিয়া সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। মত্তমাতঙ্গবিক্রম লোহিতলোচন, নানাবর্ণ, জিতশ্রম, বিপুল জটাজাল মণ্ডিত, মহাবল, কামচারী অশ্ব-সকল মুহুর্ম্মুহুঃ হ্রেষারব পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে উঁহাকে বহন করিতে লাগিল। বিকটলোচন, প্রদীপ্তবদন, ভাস্বরকুণ্ডল এক রাক্ষস সূর্য্যরশ্মিসদৃশ অশ্ববল্গা গ্রহণপূর্ব্বক উঁহার অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ সেই সারথির সহিত সমবেত হইয়া অরুণসারথি দিবাকরের ন্যায় সমরস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ড অভ্রখণ্ডে সংযুক্ত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উঁহার রথোপরি সমুচ্ছ্রিত রক্তমস্তক ভীষণাকার গৃধ্রসংযুক্ত গগনস্পর্শী ধ্বজদণ্ড শোভমান হইল।

১। আঁট-সাঁট পেট। ২। মুখের হাঁ কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ।

হে মহারাজ! অনন্তর রাক্ষস ঘটোৎকচ দ্বাদশ অরত্নি বিস্তৃত, চারি শত হস্ত দীর্ঘ, সুদৃঢ়জ্যাসম্পন্ন বজ্রনির্ঘোষ শরাসন আকর্ষণ ও রথাক্ষ পরিমিত শরনিকর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া সেই বীর-বিনাশিনী রজনীযোগে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। উঁহার শরাসনশব্দ অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হওয়াতে আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই বিকটলোচন অতি ভীষণ নিশাচরকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি গমন করে, যূথপতি বৃষ যেমন অন্য বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তিনি শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দুই মহাবীর ভীমনিস্বন শরাসনদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে পরস্পরের কলেবর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকর্ণপূর্ণ শর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর কাংস্যনির্ম্মিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শার্দ্দূলদ্বয় নখ দ্বারা ও মাতঙ্গদ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় রথ, শক্তি ও শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা কখন পরস্পর কলেবর-চ্ছেদন, কখন সায়কসন্ধান ও কখন বা পরস্পরকে শরানলে দহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কেহই তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা শরজালে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া গৈরিকধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পরম যত্নসহকারে শরনিকরে পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়াও কিছুতেই পরস্পরকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই নিশাকালে উক্ত মহাবীরদ্বয় প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। রণস্থলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই ঘটোৎকচের কার্ম্মুক-নির্ঘোষে সাতিশয় ভীত হইল। কর্ণ তাঁহাকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ঘটোৎকচ রাক্ষসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া শূল, শৈল ও মুদ্গর-ধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষস সেনায় পরিবৃত হইলেন। মহীপালগণ সেই দণ্ডধারী ভূতান্তক[১] কৃতান্তের ন্যায় ঘটোৎকচকে শস্ত্র উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। মাতঙ্গগণ উঁহার সিংহনাদে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্যসকল সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল।

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ অর্দ্ধরাত্রিপ্রভাবে সমধিক বীর্য্যশালী হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভুশুণ্ডী, তোমর, শূল, শতঘ্নী, ও পট্টিশ সকল অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজ ও যোদ্ধৃগণ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধদর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। কেবল অস্ত্রবলশ্লাঘী[২] একমাত্র কর্ণ তৎকালে ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে সেই রাক্ষসকৃত মায়া নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মায়া বিফল হইল দেখিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সূতপুত্রের সংহারার্থ শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শর-সমুদয় কর্ণের কলেবর ভেদপূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলবীর্য্যে ঘটোৎকচকে অতিক্রম করিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণ-প্রহিত শরনিকরে মর্ম্মদেশে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত-মনে কর্ণসংহারার্থ এক সহস্র অরসম্পন্ন, নবোদিত দিবাকরসদৃশ, মণিরত্ন-বিভূষিত, ক্ষুরধার, দিব্য চক্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই রাক্ষসনিক্ষিপ্ত চক্র শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করাতে উহা হতভাগ্য পুরুষের মনোরথের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাহু যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রুদ্র, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী মহাবীর কর্ণও অসম্ভ্রান্ত হইয়া সত্বর শরনিকর বিস্তারপূর্ব্বক ঘটোৎকচের রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক হেমাঙ্গদ-বিভূষিত গদা নিক্ষেপ

১। প্রাণিসংহারক। ২। অস্ত্রবলে গৌরবান্বিত।

করিলেন। মহাবীর কর্ণ উহা শরনিকর দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণমেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক বৃক্ষবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর কর্ণ সূর্য্যরশ্মি যেমন জলদজাল বিদ্ধ করে, তদ্রূপ নভঃস্থিত[১] মায়াবী ভীমসেনতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ ও রথ শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচের গাত্রে কর্ণ-শরে অনির্ভিন্ন[২] অঙ্গুলিত্রয় মাত্রও স্থান রহিল না। তাঁহাকে তৎকালে লোমযুক্ত শল্লকীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ মহাবীর কর্ণের শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, উহার কলেবর, অশ্ব, রথ বা ধ্বজ, কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন মায়াবী ঘটোৎকচ স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কর্ণের দিব্যাস্ত্র দূরীকৃত করিয়া তাঁহার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আকাশমণ্ডল হইতে অলক্ষিতরূপে শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস মায়াবলে স্বয়ং বিকৃতাকার হইয়া কৌরব-সৈন্যগণকে মুগ্ধ করিয়া বিচরণপূর্ব্বক প্রথমতঃ বিকটাকার মুখব্যাদানপূর্ব্বক সূতপুত্রের দিব্যাস্ত্রনিকর গ্রাস করিলেন এবং তৎপরেই শতধা সম্ভিন্নদেহ[৩] গতাসুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত কুরুপুঙ্গবেরা তাঁহাকে নিহত বোধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমতনয় অনতিবিলম্বেই আবার দিব্য নূতন দেহ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপূর্ব্বক কখন মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় শতশীর্ষ, শতোদর ও বৃহদাকার ধারণ ও কখন বা অঙ্গুলিপ্রমাণ রূপ ধারণপূর্ব্বক উদ্ধৃত বীচিমালার ন্যায় বক্রভাবে ঊর্দ্ধে অবস্থান, কখন বসুধা বিদারণপূর্ব্বক সলিল-প্রবেশ, কখন অন্যস্থানে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় যথাস্থানে উত্থান করিতে লাগিলেন।

পরে বর্ম্মধারী হিড়িম্বাতনয় পুনরায় সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ এবং পৃথিবী, আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করিয়া কর্ণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! এই স্থানে অবস্থান কর। জীবিতাবস্থায় আমার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে না। আজই তোমার রণকণ্ডূ[৪] নিরাকৃত করিব।' ক্রূরপরাক্রম রাক্ষসেন্দ্র এই বলিয়া রোষকষায়িত-লোচনে আকাশ-মার্গে উত্থিত হইয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কেশরী যেমন গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণকে রথাক্ষসদৃশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ঘটোৎকচ কর্ণের উপর বারিধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর কর্ণ দূর হইতেই সেই শরনিকর ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হিড়িম্বাতনয় সেই মায়া নিহত[১] হইল দেখিয়া পুনরায় মায়াপ্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া অবিলম্বে উত্তুঙ্গশৃঙ্গ ও তরুনিচয়-সমাযুক্ত উন্নতপর্ব্বতরূপ ধারণ করিলেন। অসংখ্য শূল, প্রাস, অসি ও মুষল উহার প্রস্রবণস্বরূপ হইল। মহাবীর কর্ণ সেই উগ্র আয়ুধপ্রপাত[২]যুক্ত মহীধর দর্শনে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, প্রত্যুত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক সেই শৈলেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ-সম্বলিত নীল-মেঘরূপ ধারণ করিয়া সূতপুত্রের উপর প্রস্তরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্রবিদ্-গণের অগ্রগণ্য কর্ণ বায়ব্য অস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপ নিশাচরকে আহত করিয়া শরনিকরে দশদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমুদয় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনকুমার হাস্য করিয়া মহারথ কর্ণের নিকট মহামায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়াপ্রভাবে মহাবীর কর্ণ সিংহশার্দ্দূলসদৃশ, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, বর্ম্মাস্ত্রধারী রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত ঘটোৎকচকে দেবগণপরিবৃত দেবরাজের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পাঁচ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার অঞ্জলিক দ্বারা কর্ণের শরজাল ও করস্থ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রায়ুধসদৃশ অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক আকাশচর নিশাচরদিগের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শত্রুঘাতন শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ্ণ সায়কে সিংহার্দ্দিত গজযূথের ন্যায় নিতান্ত নিপীড়িত হইল। যুগান্ত সময়ে হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া

১। আকাশস্থিত। ২। অচ্ছিন্ন। ৩। ভগ্নগাত্র। ৪। রণলিপ্সা।

১। নিষ্ফল। ২। অস্ত্রধারা।

থাকে, তদ্রূপ মহাবীর সূতনন্দন অশ্ব, সারথি ও গজসমবেত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহেশ্বর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিয়া যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, মহাবীর সূতনন্দন সেই রাক্ষসী সেনা সংহার করিয়া তদ্রূপ শোভমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপগণমধ্যে ভীমপরাক্রম, ক্রুদ্ধ, অন্তকসদৃশ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই কর্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। দুই মহোল্কা[১] হইতে যেমন অগ্নিযুক্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ক্রুদ্ধ ভীমতনয়ের নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি করতলশব্দ ও অধরদংশনপূর্ব্বক গজসদৃশ গর্দ্দভসংযুক্ত, মায়া-নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথে! তুমি শীঘ্র আমাকে কর্ণ-নিকটে লইয়া চল।'

হে মহারাজ! ভীমকুমার এইরূপে ঘোররূপ রথে আরোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি শিব-নির্ম্মিত অষ্টচক্র অশনি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথে শরাসন সন্ধানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ করিয়া তাঁহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ-সমবেত রথ ভস্মীকৃত করিয়া বসুধা ভেদপূর্ব্বক পাতালতলে প্রবেশ করিল। দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবীর কর্ণ দেবসৃষ্ট মহাশনি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সেই দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীমদর্শন সংগ্রামে তিনি যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, অন্য কোন ব্যক্তি তাহা করিতে সমর্থ নহে।

তখন সেই বিপুলকলেবর ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ণনিক্ষিপ্ত নারাচনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া মায়া ও লঘুহস্ততা-প্রভাবে কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমূহ সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে অস্ত্র-সমুদয় বিনষ্ট হইলে কর্ণ অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবান্ ভীমতনয় তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া মহারথিগণকে ভীত করিয়া স্বয়ং অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। তখন নানা দিক্ হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, অগ্নিজিহ্ব ভুজঙ্গম ও অয়োমুখ বিহঙ্গমগণ সমরাঙ্গনে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। হিমালয় সদৃশ নিশাচর কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ঐ সময় অসংখ্য রাক্ষস, পিশাচ, শালাবৃক[১] ও বিকৃতানন বৃকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক উগ্ররবে তাঁহাকে ভীত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ শোণিতোক্ষিত[২] বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া সংহারপূর্ব্বক নতপর্ব্ব শরজালে ঘটোৎকচের অশ্বসমূহ সমাহত করিলেন। অশ্বগণ কর্ণের শরাঘাতে ভগ্ন, বিকৃতাঙ্গ ও ছিন্নপৃষ্ঠ হইয়া ঘটোৎকচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই নিশাচর এইরূপে সেই মায়া বিফল হইল দেখিয়া কর্ণকে 'এই তোমার মৃত্যুবিধান করিতেছি' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন!"

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় রাক্ষস অলায়ুধের অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের এইরূপ মহাযুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক বিকটদর্শন অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনসমীপে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে মহাবীর ভীমসেন উহার জ্ঞাতি বিক্রমশালী ব্রাহ্মণঘাতী বক, মহাতেজাঃ কির্ম্মীর এবং উহার পরমবন্ধু হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের এই বৈরাচরণ মহাবীর অলায়ুধের অন্তঃকরণে এতাবৎকাল জাগরূক ছিল। এক্ষণে সে নিশাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় সমরাভিলাষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় এবং রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় সমাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিতে

১। বড় মশাল।

১। বিড়াল-বানর-শৃগাল-কুক্কুর প্রভৃতি। ২। রক্তমাখা।

লাগিল, 'হে মহারাজ! দুরাত্মা ভীমসেন যে আমার পরমবান্ধব হিড়িম্ব, বক ও কিম্মীরকে নিধন এবং আমাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়া হিড়িম্বার ধর্ম্মলোপ করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন; অতএব আজ আমি কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে এবং সবান্ধব হিড়িম্বাতনয়কে হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সংহারপূর্ব্বক অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে ভক্ষণ করিব বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করুন; আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।'

হে মহারাজ! ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন অলায়ুধের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'হে রাক্ষসেন্দ্র! আমার সৈনিক পুরুষেরা সকলেই বৈরনির্য্যাতনে সমুৎসুক হইয়াছে; ইহারা কখনই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আমরা তোমাকে তোমার সৈন্যগণের সহিত পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।'

হে কুরুরাজ! রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের রথসদৃশ ভাস্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক রাক্ষসগণ-সমভিব্যাহারে সত্বর ভীমতনয়ের প্রতি ধাবমান হইল। উহার রথও ঘটোৎকচের ন্যায় নল্বপ্রমাণ, বহু তোরণে চিত্রিত ও ঋক্ষচর্ম্মে পরিবৃত ছিল! ঐ রথে মাংসশোণিত-ভোজী মহাকায় এক শত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল। উহাদের আকার হস্তীর ন্যায় এবং কণ্ঠস্বর রাসভের ন্যায়। ঐ রথের নির্ঘোষ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর। ঘটোৎকচসদৃশ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু অলায়ুধের বৃহৎ কার্ম্মুকও ঘটোৎকচের শরাসনের ন্যায় সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন, বাণ সকল সুবর্ণপুঙ্খ, সুশাণিত ও অক্ষপ্রমাণ এবং সূর্য্য ও অনলসদৃশ রথকেতুও গোমায়ুকুলে পরিরক্ষিত ছিল। উহার রূপও ঘটোৎকচের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দীপ্ত অঙ্গদ, উষ্ণীষ, মাল্য, কিরীট, খড়্গ, গদা, ভুশুণ্ডী, মুষল, হল, শরাসন এবং বারণচর্ম্ম[১]-সদৃশ বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক সেই অনলভাস্বর[২] রথে সমারূঢ় হইয়া পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবিত করিয়া সমরাঙ্গনে চপলা[৩]যুক্ত জলদের ন্যায় বিরাজিত হইল। ওদিকে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত বর্ম্ম ও চর্ম্মধারী নরপতিগণ হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।"

১। হস্তিচর্ম্ম। ২। অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত। ৩। বিদ্যুৎ।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

অলায়ুধের ঘটোৎকচ-আক্রমণ—ভীমসহ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! যেরূপ প্লবহীন ব্যক্তিগণ প্লব প্রাপ্ত হইয়া সাগর পার হইবার মানসে আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ ও সমস্ত কৌরবপক্ষীয় ব্যক্তি সেই ভীমকর্ম্মা বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ আপনাদিগের পুনর্জ্জন্ম বোধ করিয়াই যেন সেই স্বস্বগণপরিবৃত সমাগত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের অতি ভীষণ অলৌকিক সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পাঞ্চাল ও অন্যান্য কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদের বিক্রম দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ সমরে ঘটোৎকচের অলৌকিক কার্য্য অবলোকনপূর্ব্বক অসম্ভ্রান্তচিত্তে কৌরব-সৈন্য-সমুদয় বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন দুর্য্যোধন কর্ণকে সাতিশয় পীড়িত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাক্ষসেন্দ্র! কর্ণ ভীমতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। ভীমসেন-কুমার তথাপি মহাবীর নৃপতিগণকে গজভগ্ন পাদপের ন্যায় বিবিধ শস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া নিহত করিয়াছে; অতএব আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলাম যে, তুমি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ভীমপুত্রকে নিপাতিত কর। পাপাত্মা ঘটোৎকচ মায়াবল অবলম্বনপূর্ব্বক যেন কর্ণকে সংহার করিতে না পারে।'

মহাবল-পরাক্রান্ত অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর 'যে আজ্ঞা মহাশয়' বলিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমকুমার কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা সমাগত শত্রুকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন অরণ্যে করিণীর নিমিত্ত মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও ঐ অবসরে নিশাচর

হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যসমপ্রভ স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন স্বীয় পুত্রকে সিংহার্দ্দিত বৃষের ন্যায় অলায়ুধশরে নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া অসংখ্য শরনিক্ষেপপূর্ব্বক রাক্ষসের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমকে আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। রাক্ষসান্তকারী বৃকোদর তদ্দর্শনে সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা সেই স্বগণ-পরিবেষ্টিত রাক্ষসকে আকীর্ণ করিলেন। তখন অলায়ুধ বারংবার তাঁহার উপর শিলাধৌত সরল শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী ভীষণাকার রাক্ষসগণও জিগীষু হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক এইরূপে তাড়িত হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে নিশিত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। নিশাচরগণ ভীমশরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল অলায়ুধ নিশাচরগণকে ভীত দেখিয়া বেগে আগমনপূর্ব্বক ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাকে আহত করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমনিক্ষিপ্ত শরনিকরের মধ্যে কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রহণ করিল; তখন ভীমসেন ভীমপরাক্রম রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া এক অশনিসদৃশ গদা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর গদা দ্বারা সেই ভীম-নিক্ষিপ্ত জ্বালাকুল গদা তাড়িত করিলে উহা ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া নিশাচরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; রাক্ষসও নিশিত শরনিকরে সেই শরসমুদয় ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় ভীষণাকার নিশাচরগণ অলায়ুধের আজ্ঞানুসারে কুঞ্জরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ এবং হস্তী ও অশ্ব-সমুদয় রাক্ষসশরে নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব সেই অতি ভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবাহু ভীমসেন নিশাচরের বশীভূত হইয়াছেন; তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রোণ-পুরস্কৃত সৈন্যগণকে সংহার কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীর্যশালী নকুল, সহদেব ও যুযুধান তোমার শাসনে অন্যান্য রাক্ষসগণকে সংহার করুক। এক্ষণে অতি ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছে।' হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ এই কথা কহিলে মহারথগণ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ অলায়ুধ আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত-শরে তাঁহার অশ্ব-সমুদয় ও সারথিকে সংহার করিল। তখন বৃকোদর অশ্বহীন ও সারথিবিহীন হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া অলায়ুধের প্রতি ভয়ঙ্কর গদা পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস গদা প্রহারে সেই ভীম-নিক্ষিপ্ত ভীষণনির্ঘোষ মহাগদা চূর্ণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেন অলায়ুধের সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে অন্য গদা নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গদানিপাত-শব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে তাঁহারা গদা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরের উপর বজ্রসম মুষ্টিপ্রহার এবং যদৃচ্ছালব্ধ ধ্বজ, রথচক্র, যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান[১] ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে উভয়ে রুধিরমোক্ষণপূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-হিতৈষী হৃষীকেশ তদ্দর্শনে ভীমসেনের উদ্ধারার্থ ঘটোৎকচকে প্রেরণ করিলেন।"

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচকর্ত্তৃক অলায়ুধ বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ তোমার এবং সমস্ত সৈন্যগণের সমক্ষে বৃকোদরকে পরাভব করিতেছে; অতএব তুমি সত্বর কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অলায়ুধের নিকট গমনপূর্ব্বক

১। রথমধ্যে বসিবারছোট চৌকী বা চেয়ারের মতন আসন।

অগ্রে তাহাকে বিনাশ কর ; পরে সূতপুত্রের বধসাধন করিবে।'

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ বাসুদেবের বাক্যানুসারে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বকভ্রাতা রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দুই রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিকটদর্শন অলায়ুধের যোধগণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইল। গৃহীতাস্ত্র মহারথ সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয়পুঙ্গবদিগকে শরনিকরে নিরাকৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চালবংশীয় মহারথগণ সূতপুত্র কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইলে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকি রাক্ষসদিগকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ; পাঞ্চালগণও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ অরাতিনিপাতন ঘটোৎকচের মস্তকে এক বৃহদাকার পরিঘ নিক্ষেপ করিল। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমতনয় সেই পরিঘের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে রহিলেন এবং অনতিবিলম্বেই অলায়ুধের রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘণ্টাসমলঙ্কৃত, দীপ্তাগ্নিসদৃশ, কাঞ্চনমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই গদার আঘাতে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও মহাস্বন রথ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ সেই অশ্ব, চক্র ও অক্ষবিহীন, বিশীর্ণধ্বজ, ভগ্নকুবর রথ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নভোমণ্ডল বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত নিবিড় জলধরপটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বজ্রনিপাত-নির্ঘোষ ও ভীষণ চটচটা শব্দ হইতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বাতনয় সেই অলায়ুধবিহিত মায়া অবলোকনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে তাহার মায়া ধ্বংস করিলেন। মায়াবী মহাবীর অলায়ুধ স্বীয় মায়া প্রতিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচের উপর ঘোরতর প্রস্তরবৃষ্টি করিতে লাগিল। ভীম-পরাক্রম ভীমতনয় শরনিকরে সেই ভয়ানক প্রস্তরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন, তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের উপর লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, ভিন্দিপাল, গজসন্নাহ, গোশীর্ষ, উলূখল[১] এবং মহাশাখা-সমাকীর্ণ পুষ্পিত শমী, তাল, করীর[২], চম্পক, ইঙ্গুদী, বদরী, রক্তকাঞ্চন, অরিমেদ[৩], বট, অশ্বত্থ ও পিপ্পল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতুসমাযুক্ত নানাবিধ পর্ব্বতশৃঙ্গসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রের সংঘর্ষণে বজ্রনিষ্পেষণের ন্যায় মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে কপিরাজ বালী ও সুগ্রীবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় করে তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে মহাবেগে ধাবমান হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ করিল। তখন তাহাদের গাত্র হইতে জলধরের ন্যায় স্বেদজল ও রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর হিড়িম্বাতনয় বলপূর্ব্বক অলায়ুধকে উদ্ভ্রামিত করিয়া তাহার কুণ্ডলবিভূষিত মস্তক ছেদনপূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই বকবন্ধু অলায়ুধকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষে সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ বাদিত হইল। হে মহারাজ! দীপমালা-বিভূষিত রজনী পাণ্ডবগণের অতীব বিজয়াবহ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত ভীমতনয় অলায়ুধের মস্তক লইয়া দুর্য্যোধন সমীপে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন রাক্ষসেন্দ্রকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় বিমনায়মান হইলেন। মহাবীর অলায়ুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিয়া ভীমসেনকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ; দুর্য্যোধনও তাহার প্রতিজ্ঞাশ্রবণে ভীমকে অলায়ুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে দীর্ঘজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে

১। উখলি। ২। বাঁশের অঙ্কুর—অগ্রভাগ ছুঁচের মত বাঁশের ছাতা। ৩। খদিরবৃক্ষ—খয়ের গাছ।

অলায়ুধকে ঘটোৎকচের হস্তে নিহত দেখিয়া ভীমসেনের দুঃশাসন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সংহাররূপ প্রতিজ্ঞা সফল হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।”

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ-ঘটোৎকচযুদ্ধে কৌরবত্রাস

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। এইরূপে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অলায়ুধকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টমনে সেনামুখে অবস্থানপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ সেই ভয়ঙ্কর শব্দশ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সেই ভীমতনয়ের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর ঐ সময় মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া আকর্ণপূর্ণ নতপর্ব্ব দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং নারাচনিকর বিস্তারপূর্ব্বক যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকিকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও দক্ষিণ ও বাম হস্তে শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কার্ম্মুকসকল কেবল মণ্ডলাকারে লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় রণস্থল জলদের ন্যায় শোভমান হইল। জ্যা ও চক্রের ধ্বনি উহার গভীর নিস্বন, কার্ম্মুক বিদ্যুদ্দাম ও শরজাল বারিধারাতুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন আপনার পুত্রগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত মহাবীর কর্ণ সমরাঙ্গনে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিত ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সেই অদ্ভুত শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া অশনিসদৃশ তোমর ও শাণিত শরনিকরে শত্রুগণকে সমাহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাঘাতে কাহারও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহারও কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন, কেহ সারথিশূন্য, কেহ বা অশ্বশূন্য হইল। এইরূপে সেই বীরগণ সূতপুত্রের ভীষণ শরে সমাহত ও নিতান্ত অসুস্থ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন ও সমরপরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সুবর্ণ ও রত্নখচিত রথারোহণে কর্ণ-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বজ্রসঙ্কাশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই দুই মহাবীর কর্ণি, নারাচ, নালীক, দণ্ড, অশনি, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাট, শৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই তির্য্যগ্গত[১] সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল গগনমণ্ডলে বিচিত্র কুসুমমালার ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপ্রতিমপ্রভাব বীরদ্বয় অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক সমভাবে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না। তখন রাহু ও ভাস্করের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের শরনিকরসঙ্কুল অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ কর্ণকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে না পারিয়া এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনাশপূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তর্হিত হইলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সেই কূটযোধী[২] নিশাচর অন্তর্হিত হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ তৎকালে কিরূপ বিবেচনা করিলেন, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! কৌরবগণ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে অন্তর্হিত অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, ‘এইবার কূটযোধী ঘটোৎকচ নিঃসন্দেহ কর্ণকে সংহার করিবে।’ কৌরবগণ এই কথা কহিলে কর্ণ লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নভোমণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে পরিবৃত হইলে সকল জীবজন্তুই অদৃশ্য হইল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান ও কখন বা তূণীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে ভয়ঙ্কর রাক্ষসী মায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়াপ্রভাবে নভোমণ্ডলে দেদীপ্যমান অগ্নিশিখাসদৃশ লোহিত মেঘ সমুত্থিত হইল। সেই মেঘ হইতে সহস্র দুন্দুভিনিনাদসদৃশ নির্ঘোষসম্পন্ন অসংখ্য বিদ্যুৎ ও প্রজ্বলিত মহোল্কা-সকল প্রাদুর্ভূত এবং নিশিত শর,

১। বক্রভাবে চালিত। ২। অপরের অবোধ্য যুদ্ধকারী।

শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, লৌহবদ্ধ গদা, শাণিত শূল, শতঘ্নী, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, সহস্র সহস্র অশনি, বজ্র, চক্র ও বহুসংখ্য ক্ষুর চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সেই শস্ত্রবৃষ্টি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরবপক্ষীয় অশ্বসকল শরাহত মাতঙ্গগণ বজ্রাহত ও রথ সমুদয় শস্ত্রাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাদের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সেই নানাবিধ আয়ুধের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং একান্ত বিষণ্ণ ও মৃত্যুদশায় উপনীত হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু মহাবীরগণ আর্য্যস্বভাব[১] বশতঃ তৎকালে সমর পরিত্যাগ করিলেন না।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ সেই রাক্ষসকৃত ঘোরতর শরবৃষ্টি নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যোদ্ধগণ হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্তজিহ্ব শত শত শিবাগণকে ঘোর চীৎকার ও রাক্ষসগণকে ভীষণ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই দীপ্তানন, দীপ্তজিহ্ব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, শৈলসদৃশ-কলেবর, নিতান্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ নভোমণ্ডলে আরোহণ ও শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আপনার সৈন্যগণ সেই রাক্ষসগণের শর, শক্তি, শূল, গদা, পরিঘ, বজ্র, পিনাক, অশনি, চক্র ও শতঘ্নী দ্বারা বিমথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি অনবরত শূল, অংশু[২], শুণ্ড, অশ্ম, গুড়, শতঘ্নী এবং লৌহ ও পট্টসম্বদ্ধ স্থূণাসকল[৩] পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সকলেই মোহে একান্ত আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। বীরগণ বিশীর্ণ-অস্ত্র, চূর্ণমস্তক ও চূর্ণকলেবর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, কুঞ্জরগণ প্রমথিত ও রথসমুদয় শিলাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঘোররূপ নিশাচরগণ এইরূপে অনবরত অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভীত বা প্রাণরক্ষার্থ প্রার্থনাপরতন্ত্র ব্যক্তিগণও নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই কালকৃত কুরুকুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের অভাবকাল সমুপস্থিত হইলে কৌরবগণ ছিন্নভিন্ন ও পলায়ন-পরায়ণ হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, 'হে কৌরবগণ। তোমরা এক্ষণে পলায়ন কর; আর নিস্তার নাই। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের উপকারসাধনার্থ আমা-দিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' হে মহারাজ! কৌরবগণ এইরূপ ঘোরতর বিপদ্সাগরে নিমগ্ন হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং কৌরব-সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে রণস্থলে কে কৌরবপক্ষীয় আর কে-ই বা পাণ্ডবপক্ষীয়, কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কেবল একমাত্র কর্ণ অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের মায়া প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া দুষ্কর ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি তৎকালে কিছুতেই বিমোহিত হইলেন না। তখন সৈন্ধব ও বাহ্লীকগণ ভীতচিত্তে কর্ণকে অবিমোহিত নিরীক্ষণ করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার প্রশংসাপূর্ব্বক রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের বিজয়ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর ঘটোৎকচ একচক্রযুক্ত শতঘ্নী নিক্ষেপ করিয়া এককালে কর্ণের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন, অশ্বগণ গতাসু এবং দশন, অক্ষি ও জিহ্বা-শূন্য হইয়া জানুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৌরবগণকে পলায়মান এবং ঘটোৎ-কচের মায়া প্রভাবে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিষ্প্রভ নিরীক্ষণ করিয়াও অবিচলিতচিত্তে তৎকালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমস্ত কৌরবগণ সেই ভয়ঙ্কর মায়া দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে সূতনন্দন! এই সমস্ত কৌরবসৈন্য বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি সত্বর এই নিশীথসময়ে সেই বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা নিশাচরকে সংহার কর। ভীমসেন ও অর্জ্জুন আমাদের কি করিবে? আজি

১। ক্ষত্রিয়ের অপলায়নধর্ম্ম। ২। প্রদীপ্ত কিরণ—কিরণ যাহার বাণের কার্য্য করে। ৩। কাপড়ে মোড়া খুঁটা।

বীরগণ এই ঘোর সংগ্রামে নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে অনায়াসে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। অতএব তুমি অবিলম্বে শক্তি দ্বারা এই দুরাশয় রাক্ষসের প্রাণসংহার কর। ইন্দ্রতুল্য কৌরবগণ যেন এই রাত্রিযুদ্ধে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে বিনষ্ট না হয়েন।'

কর্ণশরে ঘটোৎকচ বধ

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথ-সময়ে সৈন্যগণকে শঙ্কিত দর্শন ও কৌরবগণের ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচের বিনাশার্থ সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক উঁহাকে ঐ শক্তি প্রদান করেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বহুদিন অতি যত্নসহকারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঘটোৎকচের অমিতপরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় সেই পাশযুক্ত যমের ভগিনীর ন্যায়, অন্তকের জিহ্বার ন্যায়, প্রদীপ্ত ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিলেন। ভীমসেনকুমার সেই কর্ণ-বাহুস্থিত অরাতিনিপাতন প্রজ্বলিত শক্তি সন্দর্শনে ভীত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদপসদৃশ কলেবর ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শন করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্ঘাত অশনি নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সেই শত্রুঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা ঘটোৎকচের মায়া ভস্মীকৃত করিয়া তাঁহার হৃদয় ভেদপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে নক্ষত্রমালার অন্তর্গত হইল।

এইরূপে ভীমসেনকুমার মহাবীর ঘটোৎকচ বিচিত্র বিবিধাস্ত্র দ্বারা মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষস ও মনুষ্যগণের সহিত সংগ্রাম ও অন্যান্য বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অসংখ্য শত্রু সংহারপূর্ব্বক পরিশেষে বাসবদত্ত শক্তির আঘাতে অতি ভীষণ চীৎকারপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। ভীমকর্ম্মা ভীমতনয় সূতপুত্রের ভীষণ শক্তির আঘাতে মর্ম্মাহত হইয়া যে স্থানে নিপতিত হইলেন, তত্রত্য এক অক্ষৌহিণী কৌরবসৈন্য তাঁহার দেহভরে বিপ্রোথিত[১] হইয়া গেল। হে মহারাজ! নিশাচর এইরূপে হতজীবিত হইয়াও স্বীয় প্রকাণ্ড শরীর দ্বারা আপনার বহুসংখ্যক সৈন্য সংহার করিয়া পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিলেন। অনন্তর কৌরবগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে নিহত ও তাঁহার মায়া বিনষ্ট অবলোকন করিয়া পরমাহ্লাদে সিংহনাদ, শঙ্খনিস্বন এবং ভেরী, মুরজ ও আনকের নিনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া সুরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণ ঘটোৎকচের প্রাণসংহার-পূর্ব্বক কৌরবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।"

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচ-বধ-ঘটিত রহস্য

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়কে নিহত ও পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোকে বাষ্পাকুলনেত্র হইলেন; কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন বাসুদেব হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া পাণ্ডব-গণকে নির্ব্যথিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি রথরশ্মি সংযত করিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বাতোদ্ধূত বন-স্পতির ন্যায় রথোপরি নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আস্ফোটনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কেশবকে সাতিশয় হৃষ্ট সন্দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে কহিলেন, 'হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রধানতম সৈন্যগণ ও আমরা সকলেই হিড়িম্বাতনয়কে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি; কিন্তু তুমি সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছ। তোমার এই অনুপযুক্ত সময়ে আহ্লাদ প্রকাশ সমুদ্রশোষের[১] ন্যায় ও মেরুসঞ্চালনের[২] ন্যায় নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যাহা হউক, তোমার এই আহ্লাদের

১। গভীর মৃত্তিকাগর্ভে নিমগ্ন—মাটিতে পোতিয়া যাওয়া।

১। সাগর শুকাইবার। ২। পর্ব্বতের বিচলিত হইবার।

অবশ্যই কোন মহৎ কারণ আছে। যদি উহা গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে যথাবৎ কীর্ত্তন কর, উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! আমি যে জন্য সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজ ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এখন কর্ণকে সমরভূমিতে নিপাতিত বলিয়া বোধ কর। এই পৃথিবীমধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, কার্ত্তিকেয়সদৃশ শক্তিধারী সূতপুত্রের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং অদ্য উহার শক্তিও ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপসৃত হইল। সূতপুত্রের কবচ এবং কুণ্ডল থাকিলে ঐ বীর একাকীই সুরগণের সহিত ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। কি দেবরাজ, কি কুবের, কি বরুণ, কি যম—কেহই কর্ণ-সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শনচক্র উদ্যত করিয়াও উহাকে পরাজিত করিতে পারিতাম না; কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিতসাধনার্থ কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডলবিহীন করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পূর্ব্বে কবচ-কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করায় বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আজ কর্ণকে মন্ত্রবলে শিথিলিত ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায়, স্নিগ্ধজ্বাল অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে। মহারথ কর্ণ যে দিন ইন্দ্রের নিকট কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়ের বিনিময়ে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দিন অবধি ঐ মহাবীর উহা দ্বারা তোমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ বীর শক্তিশূন্য হইয়াছে। উহা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কর্ণবধোপায়-নির্দ্ধারণ

যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কর্ণ এক্ষণে শক্তিশূন্য হইলেও তুমি ভিন্ন অন্য কেহই উহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। কর্ণ নিয়ত ব্রহ্মানুষ্ঠানে তৎপর, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং অরাতিগণেরও প্রতি দয়াবান্ বলিয়া বৃষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহাবাহু রণদক্ষ এবং নিরন্তর শরাসন উদ্যত করিয়া কেশরী যেমন বনমধ্যে মত্ত মাতঙ্গগণকে মদবিহীন করে, তদ্রূপ মহারথগণকে মদহীন করিয়া মধ্যাহ্ন-কালীন শারদ মার্ত্তণ্ডের[১] ন্যায় যোধগণের দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরনিকর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণও শরজাল বিস্তার করিয়া উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। উহার শরপ্রভাবে তাঁহাদিগেরই শরীর হইতে মাংস, শোণিত বিগলিত হইতে থাকে; কিন্তু এক্ষণে সূতপুত্র কবচ, কুণ্ডল ও বাসবদত্ত শক্তিবিহীন হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে কর্ণের বধোপায় অবধারণ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। সূতপুত্রের রথচক্র ভূতলে নিমগ্ন হইলে সেই ছিদ্রে[২] আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া সাবধানে উহাকে বিনাশ করিবে। কর্ণ উদ্যতায়ুধ হইয়া সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিলে বজ্রায়ুধ বাসবও উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমিই তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য এবং হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বক, অলায়ুধ উগ্রকর্ম্মা ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধসাধন করিয়াছি।'

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়

জরাসন্ধাদির বিনাশকৌশল প্রকাশ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপালগণকে নিপাতিত করিলে, তাহা কীর্ত্তন কর।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! মহাবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ পূর্ব্বে নিহত না হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। সেই মহারথগণ জীবিত থাকিলে দুর্য্যোধন অবশ্যই তাহাদিগকে সমরকার্য্যে বরণ করিত। সেই সমুদয় অমরোপম কৃতার্থ যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর আমাদের চিরবিদ্বেষ্টা ছিল; তাহারা অবশ্যই কৌরবপক্ষ

১। শরৎকালীন সূর্য্যের। ২। অবসরে।

অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত। সূতপুত্র, জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ—ইহারা সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলে, এই সমুদয় পৃথিবীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে পার্থ! আমি যেরূপ উপায় করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত সুরগণও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন! তাহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপাল-রক্ষিত সমস্ত দেবসেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে সমর্থ ছিল। জরাসন্ধ বলদেব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে আমাদিগের বিনাশার্থ এক পাবক-তুল্য প্রভাসম্পন্ন, সর্ব্বসংহারক্ষম, অশনিসদৃশ গদা ক্ষেপণ করিয়াছিল। জরাসন্ধ-নির্ম্মুক্ত গদা আকাশ-মণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর বলদেব সেই গদা দর্শন করিয়া তাহার প্রতিঘাতার্থ স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। গদা বলদেবের অস্ত্রে প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, অবনী বিদীর্ণ ও ভূধরসকল কম্পিত হইয়া উঠিল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ দুই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার কলেবরের এক এক অর্দ্ধ প্রসব করিয়াছিল। জরা নামে এক রাক্ষসী উহার সেই অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় যোজিত করে। এই নিমিত্তই ঐ বীর জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই নিশাচরী জরা সেই গদা ও স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্রের আঘাতে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত হতজীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ এইরূপে গদাবিহীন হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর ভীমসেন তোমার সমক্ষেই তাহাকে নিপাতিত করিয়াছেন। যদি সেই প্রবল-প্রতাপশালী জরাসন্ধ গদা-হস্তে অবস্থান করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইতেন।

হে ধনঞ্জয়! মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য তোমার হিতের নিমিত্তই ছদ্মবেশে আচার্য্যত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক নিষাদরাজ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। অভিমানী দৃঢ়বিক্রমশালী নিষাদাধিপতি অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শোভা পাইতেন। একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে সমুদয় উরগ, রাক্ষস, দেব ও দানবগণও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না, মনুষ্যগণও তাঁহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইত; কিন্তু সেই দৃঢ়মুষ্টি-সম্পন্ন, দিবারাত্র বাণ-নিক্ষেপসমর্থ, কৃতী নিষাদরাজ অঙ্গুষ্ঠবিহীন হইলে আমি তোমার হিতসাধনার্থ সমরে তাহাকে নিপাতিত করিয়াছি। হে পার্থ! আমি তোমার সমক্ষেই চেদিরাজকে সংহার করিয়াছি। ঐ বীরও সমরে সমস্ত সুরাসুরের অপরাজিত ছিল। আমি তোমার সাহায্যে চেদিরাজ ও অন্যান্য অসুরের বিনাশসাধন এবং অখিললোকের হিতবর্দ্ধনের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! ভীমসেন দশানন সদৃশ বলশালী, ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিঘাতক, নিশাচর হিড়িম্ব, বক, ও কির্ম্মীরকে বিনাশ করিয়াছে। মহাবীর ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে উপায়-প্রভাবে কর্ণের শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচেরও প্রাণবিয়োগ হইল। যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে নিহত না করিত, তাহা হইলে আমাকেই বৃকোদরের পুত্রকে বধ করিতে হইত। আমি কেবল তোমাদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই পূর্ব্বে উহার জীবন নাশ করি নাই। ঐ নিশাচর ব্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞনাশক, ধর্ম্মলোপ্তা[1] ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই কৌশলক্রমে নিপাতিত হইল। ঐ রাক্ষসের বিনাশে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত শক্তিও নিঃশেষিত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যাহারা ধর্ম্মনাশক, তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা ও ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেই স্থানেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকি। হে পার্থ! তুমি কর্ণ সংহারের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। আমি তোমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব যে, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে অবশ্য তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে। মহাবীর বৃকোদর যেরূপ সমরে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়া দিব। যাহা হউক, এক্ষণে শক্রসৈন্যগণ তুমুল শব্দ করিতেছে; তোমার সেনাগণও দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, লব্ধলক্ষ্য কৌরবগণ ও সংগ্রাম-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য অস্মৎপক্ষীয় সেনা-সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন'।"

১। ধর্ম্মলোপকারী।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়

পার্থপ্রতি শক্তিপ্রয়োগে কর্ণের ঔদাসীন্যকারণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সূতপুত্র কর্ণ কি নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অর্জ্জুনের প্রতি সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিল না? ধনঞ্জয় নিহত হইলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ বিনষ্ট ও জয়শ্রী আমাদেরই হস্তগত হইত। পূর্ব্বে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অতএব তাহাকে সমরে আহ্বান করা কর্ণের অতি কর্ত্তব্য ছিল। মহাবীর কর্ণ কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আহ্বানপূর্ব্বক দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা সংহার করিল না? আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত নির্ব্বোধ ও সহায়শূন্য এবং বিপক্ষেরা তাহাকে একান্ত নিরুপায় করিয়াছে; সুতরাং সেই নরাধম কিরূপে শত্রুসংহার করিবে? সে যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিজয়লাভে অভিলাষ করিত, বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই দিব্য শক্তি রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া উহা একান্ত নিষ্ফল করিয়াছেন; যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুক্কুরের অন্যতরের মৃত্যু হইলে চণ্ডালেরই লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণ ও ঘটোৎকচ এই দুই জনের মধ্যে অন্যতর বীর বিনষ্ট হইলে বাসুদেবেরই পরম লাভ সন্দেহ নাই। যদি ঘটোৎকচ কর্ণকে বিনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের অতিশয় উপকার হয়, অথবা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার একপুরুষ-ঘাতিনী শক্তির বিনাশে পাণ্ডবগণের হিতকর কার্য্য সাধন করা হয়, বাসুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ অবধারণ করিয়া পাণ্ডবগণের হিতসাধনের নিমিত্তই সূতপুত্র দ্বারা ঘটোৎকচের বিনাশসাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। মহাবুদ্ধিসম্পন্ন জনার্দ্দন কর্ণের এই অভিলাষ অবগত হইয়া সেই অমোঘ শক্তি প্রতিহত করিবার নিমিত্ত মহাবল-পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে তাঁহার সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি তৎকালে কর্ণের হস্ত হইতে মহারথ অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতাম। হে কুরুরাজ! সেই যোগিগণের ঈশ্বর বাসুদেব ঐরূপ কৌশল না করিলে ধনঞ্জয় অশ্ব, ধ্বজ ও রথের সহিত কর্ণের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিতেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপায়বলেই রক্ষিত হইয়া সম্মুখীন শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া থাকেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেবই সেই অব্যর্থ শক্তি হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন, নচেৎ উহা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহাকে নিপাতিত করিত।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিরোধী[১], কুমন্ত্রণা পরতন্ত্র ও প্রজ্ঞাভিমানী[২], তাহার নিমিত্তই এই অর্জ্জুনের বধোপায় নিষ্ফল হইয়াছে। যাহা হউক, মহাবীর কর্ণ সকল শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য ও মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, সে কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ করিল না? হে সঞ্জয়! তুমিও কি এই বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলে? তুমি কেন ইহা তৎকালে কর্ণকে স্মরণ করাইয়া দিলে না?"

তখন সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি, আমরা প্রতি রাত্রিতেই সূতপুত্রকে কহিতাম, 'হে কর্ণ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার কর; তাহা হইলে আমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে কিঙ্করের ন্যায় নিদেশানুবর্ত্তী করিতে পারিব। অথবা অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অন্যতমকে সমরে দীক্ষিত করিবেন; অতএব তুমি অর্জ্জুনকে বিনষ্ট না করিয়া কৃষ্ণকেই বিনাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মূলস্বরূপ এবং পাঞ্চালেরা পত্রস্বরূপ। পাণ্ডবদিগের কৃষ্ণই আশ্রয়, কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং কৃষ্ণই পরম গতি। অতএব হে কর্ণ! তুমি পর্ণ, শাখা ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মূলস্বরূপ কৃষ্ণকে বিনাশ কর। যদি বাসুদেব নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করেন, তাহা হইলে শৈল, সাগর ও অরণ্য-পরিশোভিত সমুদয় বসুন্ধরা তোমার বশবর্ত্তী হইবে, সন্দেহ নাই।' হে মহারাজ! আমরা প্রতি রজনীতেই হৃষীকেশকে সংহার করিবার নিমিত্ত এইরূপ অবধারণ করিতাম,

১। বিবাদপ্রিয়। ২। স্বয়ং বুদ্ধিমান্ বলিয়া অহঙ্কারী।

কিন্তু যুদ্ধকালে উহার সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। মহাত্মা বাসুদেব সতত ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন; তিনি সূতপুত্রের সমক্ষে তাঁহাকে অবস্থাপিত করিতেন না। তিনি সেই অমোঘ শক্তি নিষ্ফল করিবার নিমিত্ত অন্যান্য রথীদিগকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতেন। হে মহারাজ! যখন বাসুদেব এইরূপে কর্ণের হস্ত হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, তখন যে তিনি আত্মরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন, কদাচ ইহা সম্ভবপর নহে। ফলতঃ আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, জনার্দ্দনকে পরাজিত করিতে সমর্থ, এমন কেহই এই ত্রিলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

হে কুরুরাজ! ঘটোৎকচ বধের পর সত্যবিক্রম সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হে বাসু-দেব! কর্ণ ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই অমিতপরাক্রম শক্তি প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিল?' বাসুদেব সাত্যকির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে শিনিপ্রবীর! দুঃশাসন, শকুনি, ও জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়া সতত কর্ণকে কহিত, হে সূতপুত্র! তুমি কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি এই শক্তি কদাচ প্রয়োগ করিও না। ধনঞ্জয় দেবগণমধ্যে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডবগণমধ্যে সাতিশয় যশস্বী; তাহাকে সংহার করিতে পারিলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ হুতাশনবিহীন সুরগণের ন্যায় বিনষ্টপ্রায় হইবে সন্দেহ নাই। হে সাত্যকে! দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বারংবার এইরূপ কহিলে কর্ণও তাহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং এই শক্তি দ্বারা ধনঞ্জয়েরই বধসাধন করিতে হইবে, ইহা সততই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত; কিন্তু আমি তাহাকে বিমোহিত করিলাম বলিয়াই সে অর্জ্জুনের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে শৈনেয়! আমি যে পর্য্যন্ত না অর্জ্জুনের এই মৃত্যুর প্রতীকার করিয়াছিলাম, তত দিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ এককালে তিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কৃতান্তের করাল-আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেমন কর্ত্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা করা তদ্রূপ নহে। অধিক কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্তু দুর্ল্লভ থাকে, আমি অর্জ্জুনবিহীন হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান! ধনঞ্জয়কে পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া আমার এইরূপ গুরুতর হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে কর্ণকে নিবারণ করিতে পারে, ঘটোৎকচ ভিন্ন এমন আর কেহই নাই; এই নিমিত্তই আমি ভীমতনয়কে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম।'

হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিকে তৎকালে এইরূপ ক'হয়াছিলেন।"

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়

কৌরবগণকর্ত্তৃক পাণ্ডবসৈন্য-নিপীড়ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কর্ণ, দুর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতি বীরগণের বিশেষতঃ তোমার অতিশয় নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য দেখিতেছি। তোমরা সকলে ত অবগত ছিলে যে, সেই বাসবদত্ত শক্তি একজনকে অবশ্যই সংহার করিতে পারে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও কেহ উহা সহ্য বা নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন; তবে কর্ণ কি নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি দেবকীপুত্র বা অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করেন নাই?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আমরা প্রতিদিন সমরাঙ্গন হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া কর্ণকে কহিতাম, 'হে কর্ণ! কল্য প্রভা-তেই তুমি এই একপুরুষঘাতিনী শক্তি হয় কেশব, না হয় অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিবে'; কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা, পরদিন প্রভাতেই কি কর্ণ কি অন্যান্য যোধগণ সকলেই উহা বিস্মৃত হইত। হে মহারাজ! দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; তাহার প্রভাবে সূতনন্দন হতবুদ্ধি হইয়া দেবকীপুত্রের বা ইন্দ্রপরাক্রম অর্জ্জুনের প্রতি সেই কালরাত্রিস্বরূপিনী বাসবী-শক্তি নিক্ষেপ করেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, দৈব ও কেশবের প্রভাবে বিনষ্ট হইলে। বাসবদত্ত

শক্তি তৃণতুল্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়া ব্যর্থ হইল। মহাবীর কর্ণ, আমার পুত্রগণ ও অন্যান্য ভূপালসমুদয় এই নীতি-বহির্ভূত কার্য্য নিবন্ধনই শমনভবনে গমন করিবেন। যাহা হউক, হিড়িম্বা-তনয় নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল, কীর্ত্তন কর। যে যে পাঞ্চালেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল? মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বিনাশ-নিবন্ধন অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া জৃম্ভমাণ শার্দ্দুলের ন্যায় ও ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় প্রাণপণে অরাতিসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কিরূপে তাঁহার সম্মুখীন হইল? দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যে যে বীরগণ আচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সংগ্রামস্থলে কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যবধার্থী ধনঞ্জয় ও বৃকোদরের উপর কিরূপ বাণবৃষ্টি করিল? কৌরবগণ জয়দ্রথের ও পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের বিনাশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সেই রাত্রিতে পরস্পর কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? এই সমুদয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।"

ঘটোৎকচশোকে কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির-সান্ত্বনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সেই ঘোর রজনীতে মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করিলে কৌরব-পক্ষীয় যোধগণ পরমাহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগে আগমন করিয়া পাণ্ডবসৈন্য সমুদয় বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির অতি দীনভাবে ভীমসেনকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! তুমি শীঘ্র কৌরবসৈন্যগণকে নিবারণ কর। আমি ঘটোৎকচের নিধনে বিমোহিতপ্রায় হইয়াছি।' ধর্ম্মরাজ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়াই অশ্রুপূর্ণমুখে স্বীয় রথে আসীন হইয়া কর্ণের বিক্রম সন্দর্শনপূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মহামোহে অভিভূত হইলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত ব্যথিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! প্রাকৃতজনের ন্যায় শোক প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনি শোক সংবরণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সমরভার বহন করুন। আপনি এরূপ শোকপরবশ হইলে বিজয়লাভে সংশয় উপস্থিত হইবে।'

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর পাণিতল দ্বারা নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া কহিলেন, 'হে মহাবাহো! ধর্ম্মপথ কিছুই আমার অবিদিত নাই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। দেখ, অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে মহাত্মা হিড়িম্বাতনয় বালক হইয়াও আমাদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। ঐ মহাধনুর্দ্ধর কাম্যক-বনে আমার শুশ্রূষা করিত এবং ধনঞ্জয়ের অনুপস্থিত-কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধাভিজ্ঞ মহাবীর গন্ধমাদন-গমনকালে আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও পরিশ্রান্তা পাঞ্চালীকে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। মহাবীর ভীমতনয় আমার নিমিত্ত এইরূপ অনেক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে জনার্দ্দন! সহদেবে আমার যেরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। ভীমতনয় আমার অতিশয় ভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিল; তজ্জন্যই আমি শোকসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! ঐ দেখ, কৌরবেরা আমাদিগের সৈন্য-সমুদয় বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পরম যত্নসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মত্ত-মাতঙ্গদ্বয় যেমন নলবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব-সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিতেছেন। কৌরবেরা ভীমসেনের ভুজবলে ও অর্জ্জুনের বিবিধ অস্ত্রশিক্ষায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ঐ দেখ, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন ঘটোৎকচের নিধন-নিবন্ধন আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে জনার্দ্দন! তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে সূতপুত্র কিরূপে সর্ব্বসমক্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমতনয়ের বিনাশ সাধন করিল? যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা অভিমন্যুকে বিনাশ করে, সে সময়ে মহারথ ধনঞ্জয় রণস্থলে উপস্থিত ছিল না; আমরাও সকলে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক রুদ্ধ ছিলাম। দ্রোণাচার্য্যই পুত্রসমভিব্যাহারে অভিমন্যু-বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন। তিনি তাহার বধোপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন, অশ্বত্থামা তাহার অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। নৃশংস কৃতবর্ম্মা বিপন্ন বালকের অশ্বগণকে পার্ষ্ণি ও সারথির সহিত নিহত করে এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধরেরা তাহার

বিনাশসাধন করেন। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! অভিমন্যুবধে জয়দ্রথের অতি সামান্য অপরাধ ছিল, তন্নিমিত্ত অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বিনাশ করাতে আমি অধিক আহ্লাদিত হই নাই। এক্ষণে যদি শত্রুবিনাশ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ঐ দুই জনই আমাদিগের দুঃখের আদি কারণ; উঁহাদের সাহায্যেই দুর্য্যোধন আশ্বাসযুক্ত হইয়াছে। হে মাধব! যে সংগ্রামে দ্রোণ ও কর্ণকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করা কর্ত্তব্য, অর্জ্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সূতপুত্রকে নিগ্রহ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, অতএব আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত চলিলাম। ঐ দেখ, ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণসৈন্যগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে।'

শোকক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠিরের অভিযান—ব্যাস-সান্ত্বনা

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারিত ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে শিখণ্ডী অসংখ্য রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন সহস্র প্রভদ্রক-সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় গমন করিতেছেন। অতএব উঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।' মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া সত্বর হয়সঞ্চালনপূর্ব্বক দূরগত ধর্ম্মপুত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শোক-বিমূঢ় সন্তপ্তচিত্ত যুধিষ্ঠিরকে সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় সহসা গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাজন্! অর্জ্জুন সৌভাগ্যক্রমে সমরাঙ্গনে সূতপুত্রের হস্তে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের নিধনকামনায় বাসবদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় কর্ণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অর্জ্জুন কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই ঐ বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে সূতপুত্র নিশ্চয়ই তাঁহার উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিতেন। তাহা হইলে তোমার নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইত। ভাগ্যক্রমে সূতপুত্র তাহা না করিয়া সেই শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভরত-বংশাবতংস! দৈবই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে; পুরন্দর প্রদত্ত শক্তি কেবল নিমিত্তমাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে ক্রোধ ও শোক সংবরণ কর। জীবমাত্রেরই সংহার আছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নরপতিগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজ হইতে পঞ্চম দিবসে বসুন্ধরা তোমার হস্তগত হইবে। তুমি নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও; পরম প্রীতমনে অনৃশংসতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়।' হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।"

ঘটোৎকচবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণবধপর্ব্বাধ্যায়—উভয়পক্ষের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে স্বয়ং কর্ণবিনাশে নিবৃত্ত এবং ঘটোৎকচবধজনিত দুঃখ ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি ভীমসেনকে অসংখ্য কৌরব-সেনা বিদারিত করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দ্রুপদতনয়! তুমি দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত শর, কবচ, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। হৃষ্টচিত্তে সমরে ধাবমান হও, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জনমেজয়[১], শিখণ্ডী, যশোধর, দৌর্ম্মুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত দ্রুপদ ও বিরাট, মহাবল সাত্যকি ও অর্জ্জুন এবং প্রভদ্রক, কেকয় ও দ্রৌপদীতনয়গণ—ইঁহারাও সন্তুষ্টচিত্তে দ্রোণবধ-বাসনায় বেগে ধাবমান হউন। রথিগণ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে

১। নৃপবিশেষ।

পরিবৃত হইয়া মহারথ দ্রোণকে নিপাতিত করুন।'

হে মহারাজ! তখন সেই সমস্ত যোধগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে দ্রোণজিগীষু হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য অনায়াসে সেই সময়ে সহসা সমাগত বীরগণের অভিমুখীন হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্টচিত্তে দ্রোণের জীবনরক্ষার্থ সুসজ্জিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন শ্রান্তবাহন পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে মহারথগণ নিদ্রান্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমরে নিশ্চেষ্টপ্রায় হইলেন। সেই প্রাণিগণের প্রাণনাশিনী ত্রিযামা রজনী তাঁহাদিগের পক্ষে সহস্রযামা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই অর্দ্ধরাত্রিসময়ে সৈন্যগণ ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান হইলে উভয়পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ দীনচিত্ত, উৎসাহশূন্য এবং অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়াও লজ্জা ও স্বধর্ম্মপরিপালন-নিবন্ধন স্ব স্ব সৈন্য পরিত্যাগ করিলেন না। সৈন্যগণ নিদ্রান্ধ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কেহ অশ্বে, কেহ গজে ও কেহ বা রথোপরি শয়ন করিতে লাগিল। সেই সুযোগে অন্য যোধগণ তাহাদিগকে অনায়াসে যমালয়ে প্রেরণ করিল। অনেকে স্বপ্নে বিপক্ষদলকে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক আপনাকে, আত্মীয়গণকে ও শত্রুগণকে সমরে সমাহত করিতে লাগিল। আমাদের পক্ষীয় অসংখ্য বীর শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে নিদ্রারক্ত-লোচনে অবস্থান করিতে লাগিল। কতকগুলি নিদ্রান্ধ বীরপুরুষ সেই নিদারুণ অন্ধকারে গমনাগমনপূর্ব্বক পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় এইরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, শত্রু-হস্তে নিহত হইয়াও কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না।

সাময়িক যুদ্ধবিরতি—অর্জ্জুনের অভিনন্দন

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগের এইরূপ চেষ্টা অবগত হইয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন,—'হে সেনাগণ! তোমরা বাহনগণের সহিত অন্ধকার ও ধূলিপটলে সমাবৃত এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ ; অতএব যদি তোমাদিগের মত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ সমরে নিবৃত্ত হইয়া এই রণভূমিতেই নিদ্রা যাও। অনন্তর নিশানাথ সমুদিত হইলে তোমরা বিনিদ্র হইয়া স্বর্গলাভের নিমিত্ত পুনরায় পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইবে।' তখন কৌরব-পক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞ বীরগণ ধার্ম্মিক ধনঞ্জয়ের সেই বাক্য-শ্রবণে তাহাতে সম্মত হইয়া 'হে কর্ণ! হে মহারাজ দুর্য্যোধন! পাণ্ডব-সেনা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়াছে ; অতএব তোমরাও নিবৃত্ত হও', পরস্পর উচ্চস্বরে বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণে সমুদয় দেব ও মুনিগণ সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত সৈনিক পুরুষগণ অর্জ্জুন বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। আপনার সৈন্যগণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ পাইয়া অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, 'হে মহাবাহো! তোমাতে বেদ, অস্ত্রসমূহ, বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও জীবের প্রতি অনুকম্পা বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব আমরা আশ্বাসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হও।' মহারথগণ তাঁহাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন। কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ গজস্কন্ধে, কেহ কেহ ক্ষিতিতলে শয়ন করিলেন। অনেকে বাণ, গদা, খড়্গ, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়াই পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ ভূরেণু[1]-ভূষিত ভুজগভোগসদৃশ[2] শুণ্ড দ্বারা নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীতল শীতল করিয়া নিশ্বসন্ত পন্নগপরিবৃত্ত পর্ব্বতসমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুবর্ণ-যোক্ত্র-পরিশোভিত অশ্বগণ কেশরালম্বিত যুগকাষ্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা সমরভূমি বিষম করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই সংগ্রামস্থলে অশ্ব, হস্তী ও যোধগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও যুদ্ধে বিরত হইয়া নিদ্রিত হইল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সুনিপুণ চিত্রকরগণ ঐ সমস্ত বল চিত্রপটে বিচিত্রিত করিয়াছে। পরস্পরের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কুণ্ডলধারী তরুণবয়স্ক ক্ষত্রিয়গণ গজকুম্ভের উপর শয়ান থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাঁহারা কামিনীগণের কুচকলস আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছেন।

১। ধূলি ২। সর্পদেহতুল্য।

হে মহারাজ! অনন্তর নয়নপ্রীতিবর্দ্ধন কামিনীর গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ভগবান্ কুমুদনায়ক চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী[1] দিক্ অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয়-পর্ব্বতের সিংহের ন্যায় পূর্ব্বদিক্‌রূপ দরী হইতে বিনিঃসৃত হইয়া তিমিররূপ হস্তিযূথ বিনাশ করিয়া সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষ[2]সম-প্রভ, কন্দর্পচাপসদৃশ, নববধূর হাস্যের ন্যায় মনোহর কুমুদবান্ধব প্রথমতঃ আলোকমাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবর্ণবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকিরণ প্রভা দ্বারা তমোরাশি উৎসারিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও আকাশ-মণ্ডলে গমন করিল। তখন মুহূর্ত্তমধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইল। তিমিররাশি অবিলম্বেই বিনষ্ট হইয়া গেল। নিশাচর জন্তুগণ কেহ কেহ বিচরণে প্রবৃত্ত ও কেহ কেহ ক্ষান্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে চন্দ্রমা সমুদিত হইলে সৈন্যগণ সূর্য্যাংশু-সন্নিভ পদ্মবনের ন্যায় প্রবোধিত হইতে লাগিল এবং তাহারা মহাসাগরের ন্যায় চন্দ্রোদয় দর্শনে উদ্ধৃত হইয়া উঠিল। তখন লোকবিনাশের নিমিত্ত পরমগতিলাভার্থী বীরপুরুষগণের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের দুর্য্যোধন-তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার হর্ষ ও তেজ সন্ধুক্ষিত[3] করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে আচার্য্য! দীনমনাঃ শ্রমাপনোদন-প্রবৃত্ত অরাতিগণকে ক্ষমা করা লব্ধলক্ষ্য বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, উহারা সেই অবসরে সমুদয় সমর-পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই বারংবার উহাদিগের অভ্যুদয়লাভ হইতেছে এবং আমরা ক্রমশঃ তেজ ও বলবীর্য্য-পরিশূন্য হইতেছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র সমস্ত সম্যক্ অবগত আছেন। আমি সত্যই কহিতেছি, কি পাণ্ডবগণ, কি কৌরবগণ, কি অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ, কেহই যুদ্ধকালে আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদয় লোক উচ্ছিন্ন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবগণ আপনার পরাক্রম-দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য, এই বলিয়াই হউক বা আমার ভাগ্যদোষেই হউক, আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন।'

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি; আমি অস্ত্রবেত্তা, কিন্তু এই সমস্ত বীর অস্ত্রবিদ্যায় তাদৃশ সুনিপুণ নহে। বিজয়াভিলাষে এই সকলকে সংহার করিতে হইলে আমাকে নিতান্ত ক্ষুদ্রজনের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাহা বিবেচনা করিতেছ, তাহা ভালই হউক বা মন্দ হউক, আমি তোমার বাক্যানুসারে তদনুরূপ কার্য্য করিব, সন্দেহ নাই। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া কবচ পরিত্যাগ করিব। হে রাজন্! তুমি মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিশ্রান্ত বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহার প্রকৃত বলবীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অর্জ্জুন রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণ তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। ঐ মহাবীর খাণ্ডবদাহসময়ে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত এবং বলদৃপ্ত যক্ষ, নাগ ও দানবদলকে দলিত করিয়াছিল, ইহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। ঐ মহাবীর তোমাদের ঘোষযাত্রাকালে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব-গণকে পরাজিত করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছিল। ঐ মহাবীর সুরগণেরও অজেয় নিবাতকবচ ও হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছে। অতএব সামান্য মনুষ্য কিরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিবে? হে রাজন্! তোমার সৈন্য-সকল আমাদের বহুপ্রযত্নে সুরক্ষিত হইলেও ধনঞ্জয় তাহাদিগকে

১। পূর্ব্ব। ২। শ্বেতবর্ণ শিববাহন। ৩। উদ্দীপিত।

যেরূপে বিনাশ করিতেছে, তুমি তৎসমুদয় অবলোকন করিতেছ।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আজ আমি, দুঃশাসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি, আমরা সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব।' মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণানন্তর হাস্যমুখে তাহাতে অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্! কোন্ ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয়প্রধান অক্ষয় ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? ধনাধিপতি কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ ও লোকান্তকর কৃতান্ত এবং অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণও আয়ুধধারী অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। হে বৎস! তুমি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কহিলে, মূর্খেরাই ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রস্থান করা কাহারও সাধ্য নহে। হে রাজন্! তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর ও পাপস্বভাব। যাহারা তোমার শ্রেয়স্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দেহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। যাহা হউক, তুমি সৎকুলসম্ভূত ক্ষত্রিয় এবং সমরপ্রার্থী; অতএব এক্ষণে স্বীয় কার্য্য সংসাধনার্থ অর্জ্জুনের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ কর। তুমি এই শত্রুতার মূল কারণ, অতএব এক্ষণে অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি কি নিমিত্ত বিনা অপরাধে এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিতেছ? হে গান্ধারীনন্দন! তোমার এই মাতুল শকুনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ, প্রতারণা-পরতন্ত্র ও কুটিল-হৃদয়; এক্ষণে ইনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমার বোধ হয়, এই মহাবীরই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন! তুমি কর্ণ-সমভিব্যাহারে মোহাবিষ্ট, শূন্যহৃদয়, শুশ্রূষা-পরবশ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার গর্ব্বপ্রকাশপূর্ব্বক কহিয়াছ যে, হে মহারাজ! আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন আমরা সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিব। আমি প্রতিসভায় তোমার মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রতিজ্ঞানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ণাদির সহিত সত্যবাদী হও। ঐ দেখ, নিতান্ত দুর্বিষহ শত্রু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উঁহার অভিমুখীন হও। অর্জ্জুনের হস্তে মৃত্যুও তোমার শ্লাঘনীয়। হে বৎস! তুমি অভিলষিত ঐশ্বর্য্যলাভ, দান ও ভোজন করিয়াছ এবং কৃতকার্য্য ও ঋণশূন্য হইয়াছ। অতএব এক্ষণে নিঃশঙ্কমনে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।'

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কৌরবসৈন্য-সকল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ দ্রোণকে ও অপর ভাগ দুর্য্যোধনাদিকে আশ্রয়পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।"

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণ কর্ত্তৃক বিরাট ও দ্রুপদ সংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ত্রিযামার[১] একভাগ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যসারথি অরুণ শশধরকে ক্ষীণকান্তি ও নভোমণ্ডল তাম্রবর্ণ করিয়া গগনে সমুদিত হইলেন। সূর্য্যমণ্ডল অরুণকিরণে অরুণিত[২] হইয়া তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত চক্রের ন্যায় পূর্ব্বদিকে বিরাজিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণ সকলে রথ, অশ্ব ও নরযানসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবাকরের অভিমুখীন হইয়া সন্ধ্যোপাসনার জন্য করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কৌরবসৈন্য-সকল দ্বিধাবিভক্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসুদেব তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে সব্যসাচিন্! তুমি কৌরবগণকে বাম ভাগে ও দ্রোণকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও।' মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের নির্দেশানুসারে দ্রোণ ও কর্ণের বামভাগে অবস্থান

১। রাত্রির। ২। রক্তবর্ণে রঞ্জিত।

করিলেন। ঐ সময় অরাতিনিপাতন ভীমসেন হৃষীকেশের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমরাঙ্গন-মধ্যবর্ত্তী অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়-কামিনীরা যে কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে, এক্ষণে সেই কার্য্য-সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তুমি এ সময় আপনার বলবীর্য্যানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে নিশ্চিয়ই তোমার নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য করা হইবে। এক্ষণে তুমি দ্রোণ-সৈন্যগণকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া শত্রু সংহারপূর্ব্বক সত্য, শ্রী, ধর্ম্ম ও যশের আনৃণ্য লাভ কর।'

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন কেশব ও ভীমসেন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দ্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রমপূর্ব্বক চারি দিকে অরাতি-সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ সেই বর্দ্ধমান অনল-সদৃশ ক্ষত্রদাহন মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত অস্ত্রবেত্তা জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমুদয় অস্ত্র নিবারণ-পূর্ব্বক সকলকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় ধূলিপটল সমুদ্ধূত, চতুর্দ্দিক হইতে শরজাল সমাগত, ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত ও ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন কি ভূমণ্ডল, কি দিঙ্মণ্ডল, কি আকাশমণ্ডল কিছুই বোধগম্য হইল না। ধূলিপটলপ্রভাবে সকলেই অন্ধপ্রায় হইল। আমাদের উভয়পক্ষীয় যোদ্ধগণ পরস্পর কেহ কাহাকে অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন ভূপালগণ কেবল স্ব স্ব নাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথবিহীন রথিগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের কেশ, কবচ ও ভুজে সংলগ্ন হইতে লাগিলেন। রথিগণ অশ্ব-সারথিবর্জ্জিত নিশ্চেষ্ট ও ভয়ার্দ্দিত হইয়া কেবল জীবন-রক্ষা করিয়া সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ গতজীবিত হইয়া পর্ব্বতাকারে নিহত গজসমূহ আলিঙ্গন করিয়া রহিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে উত্তর দিকে গমনপূর্ব্বক প্রজ্বলিত বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সেনাগণ তেজঃপ্রজ্বলিত দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে একান্তে গমন করিতে দেখিয়া ভীত, কম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। দানবগণ যেমন বাসবকে পরাজিত করিতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ তাহারা সেই অরাতিনিপাতন মদমত্ত মাতঙ্গ-সদৃশ দ্রোণকে পরাভূত করিব বলিয়া কোনক্রমেই সাহস করিতে পারিল না। তখন কেহ কেহ বা নিরুৎসাহ, কেহ কেহ কোপাবিষ্ট ও কেহ কেহ বা বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণমধ্যে কেহ কেহ কর দ্বারা করাগ্র নিষ্পেষণ, কেহ কেহ ক্রোধভরে ওষ্ঠ দংশন, কেহ কেহ আয়ুধ নিক্ষেপ ও কেহ কেহ বা ভুজমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তখন অনেক অসাধারণ-তেজঃসম্পন্ন বীরপুরুষ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ দ্রোণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত ও বেদনায় একান্ত অভিভূত হইয়া দ্রুপদরাজকে আশ্রয় করিল।

তখন মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাট সেই সমরচারী দুর্জ্জয় দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে দ্রুপদের তিন পৌত্র ও চেদিগণ দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ তিন নিশিত শরে দ্রুপদপৌত্রত্রয়ের প্রাণসংহার করিলে তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎপরে মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে চেদি, কৈকয়, সৃঞ্জয় ও মৎস্যগণকে পরাজয় করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটরাজ তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ অনায়াসে তাঁহাদের বাণবর্ষণ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটভূপতি দ্রোণশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদের কার্ম্মুকদ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বিরাট তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া দ্রোণের বধ-সাধনার্থ দশ তোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রণবিশারদ দ্রুপদও ক্রোধভরে দ্রোণের রথাভিমুখে এক সুবর্ণ-খচিত ভুজগেন্দ্রোপম ভীষণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রয়োগ-পূর্ব্বক সেই বিরাট-নিক্ষিপ্ত দশ তোমর ও নিশিত সায়ক দ্বারা দ্রুপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া

সুশাণিত ভল্লদ্বয় দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

মনস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অস্ত্রবলে বিরাট, দ্রুপদ ও বিরাটের তিন পৌত্র এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও দুঃখভরে মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন যে, 'অদ্য দ্রোণ যদি আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আমাকে পরাভব করেন, তাহা হইলে যেন আমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়তেজ হইতে পরিভ্রষ্ট হই।' হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ শপথ করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন এক দিকে পাঞ্চালগণ ও অন্য দিকে অর্জ্জুন অবস্থানপূর্ব্বক দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এবং দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভীমের উত্তেজনায় সমবেত দ্রোণ আক্রমণ

এইরূপে দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়সত্তম! কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াভিমানী দ্রুপদের কুলে উৎপন্ন হইয়া সম্মুখস্থ শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে? কোন্ পুরুষ পিতৃবধ ও পুত্রবধ সহ্য এবং ভূপালগণ-সমক্ষে শপথ করিয়া শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে? ঐ দেখ, মহাবীর দ্রোণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন। উনি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সমগ্র পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিবেন। অতএব আমি সংগ্রামার্থ দ্রোণসন্নিধানে চলিলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ কর।'

মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া ক্রোধভরে দ্রোণ-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আকর্ণ-পূর্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন; মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! সেই সূর্য্যোদয়-কালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, আমি কদাচ তদ্রূপ যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় সৈন্যসকল অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথসমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রাণিগণ নিহত ও ইতস্ততঃ বিশীর্ণ হইল। কোন কোন ব্যক্তি একস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। যাহারা সমরপরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, অরাতিগণ কেহ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠভাগে, কেহ কেহ বা পার্শ্বদেশে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে অতি নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদিত হইলেন।"

—

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় বহু সৈন্যক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! বর্ম্মধারী বীরগণ সমরাঙ্গনেই নবোদিত দিবাকরের উপাসনা করিলেন। অনন্তর তপ্তকাঞ্চনভাস্বর ভাস্কর সমুদিত হওয়াতে সমুদয় জগৎ প্রকাশিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে যে সৈন্যগণ যাহাদিগের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই পুনরায় সেই সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বারোহিগণ রথীদিগের সহিত, গজারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত, পদাতিগণ গজারোহীদিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণের সহিত, পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। হে মহারাজ! যোদ্ধৃগণ রজনী-যোগে বহু যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আতপতাপে উত্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অচেতনপ্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরীনিস্বন, মৃদঙ্গধ্বনি, বৃংহিত-শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার, নিপতিত অস্ত্র-সমুদয়ের নিস্বন, অশ্বের হ্রেষারব ও রথ-সমুদয়ের ঘর্ঘর-নির্ঘোষে মহাতুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর রণনিপতিত বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের আর্ত্তনাদ

শ্রুতিগোচর হইল। তখন সৈন্যগণ শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম-পক্ষীয়গণকেও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণ-নিক্ষিপ্ত তরবারি-সকল নিজ্যমান[১] বসনরাশির ন্যায়[২] নিরীক্ষিত ও সেই খড়গসমুদয়ের শব্দ নিজ্যমান[৩] বসনশব্দের ন্যায় শ্রুত হইল। অনন্তর বীরগণ খড়গ, তোমর ও পরশু নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত করিলে সমরস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহসম্ভূত শোণিত দ্বারা এক অতি ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল। শস্ত্র-সমুদয় উহার মৎস্য, মাংস কর্দ্দম, পতাকা ও বস্ত্র-সমুদয় ফেন এবং সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ-স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অশ্ব ও গজসমুদয় রজনীতে শর ও শক্তি দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। শুষ্কবদন বীরগণ চারুকুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বারা অসাধারণ শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় ক্রব্যাদগণ এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত সৈন্যসমুদয় দ্বারা রথসঞ্চালনের পথরোধ হইল। বারণসদৃশ বলবান্ সংকুলসম্ভূত বাজিগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং রথচক্র নিমগ্ন হইলে কম্পিতকলেবরে বলপূর্ব্বক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন আর সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ই তৎকালে স্ব স্ব পক্ষের আশ্রয় ও ভয়ত্রাতা হইয়াছিলেন। উহাদের প্রভাবে উভয়পক্ষীয় অনেক বীর শমনসদনে গমন করিলেন। কৌরব-সৈন্যসমুদয় নিতান্ত ভীত হইল। পাঞ্চাল-সৈন্যেরা কোন্ স্থানে রহিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র স্থির হইল না। সেই ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন, শ্মশানভূমি-সদৃশ সমরাঙ্গনে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কালে ধূলিপটল সমুত্থিত হইলে কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি দুঃশাসন, কি অশ্বত্থামা, কি দুর্য্যোধন, কি শকুনি, কি কৃপ, কি মদ্ররাজ, কি কৃতবর্ম্মা, কি অন্যান্য যোদ্ধৃগণ, কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তৎকালে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আত্মদেহ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই ধূলিপটলে সংবৃত হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, পুনরায় নিশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়ে কে কৌরব, কে পাঞ্চাল, কে পাণ্ডব, কিছুই অবধারিত হইল না। ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল এবং সম ও বিষম প্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। বিজয়প্রার্থী নরগণ কি স্বকীয়, কি পরকীয়, যাহাকে প্রাপ্ত হইল, তাহাকেই নিপাতিত করিতে লাগিল। ক্রমে প্রবল বায়ুবেগ ও শোণিত-নিষেক[১] দ্বারা রজোরাশি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী ও পদাতিগণ রুধিরোক্ষিত হইয়া পারিজাত বনাবলির ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন, নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ বৃকোদরের সহিত ও অর্জ্জুন ভারদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদয় যোদ্ধৃগণ তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম অবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের পরাজয়-বাসনায় পরস্পরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা সূর্য্যসঙ্কাশ রথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহা-দিগকে শারদ জীমূতের[২] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন কোপপূর্ণ মহাধনুর্দ্ধর অন্যান্য যোধগণও পরম যত্নসহকারে স্পর্দ্ধা করিয়া মত্ত মাতঙ্গসমুদয়ের ন্যায় পরস্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, কেহ কাহার দেহ ভেদ করিতেছেন না, মহারথগণ স্বয়ং নিহত ও নিপতিত হইতেছেন। ঐ সময় যোধগণের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক, কার্ম্মুক, বিশিখ, প্রাস, খড়গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর, অন্যান্য বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র বর্ম্ম, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধশূন্য ধ্বজবিহীন নগরাকার রথসমুদয়, আরোহিবিহীন শঙ্কিতচিত্ত বায়ুবেগে ধাবমান অশ্বগণ, অলঙ্কৃত নিহত বীরগণ এবং রাশি রাশি ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র, আভরণ, বস্ত্র, সুগন্ধি মাল্য, হার, কিরীট, মুকুট, উষ্ণীষ, কিঙ্কিণীজাল, বক্ষঃ-স্থলাপিত মণি, নিষ্ক ও চূড়ামণি দ্বারা সংগ্রামস্থল নক্ষত্রকুলবিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

১—২। শাণযোগে পরিষ্কৃত হইয়া ক্ষারযোগে পরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্রের ন্যায়। ৩। পরিষ্কৃত—ইস্তিরি করা—ভাল ইস্তির করা কাপড় চড়মড় শব্দ হয়।

১। রক্ত-মিশ্রণ। ২। শরৎকালীন মেঘের।

অনন্তর অমর্ষিত[1] নকুলের সহিত ক্রোধোন্মত্ত দুর্য্যোধনের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মাদ্রীপুত্র দুর্য্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। ঐ সময় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন নকুলের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়াই তাহার প্রতীকার-চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বিচিত্রযুদ্ধমার্গাভিজ্ঞ[2] তেজস্বী নকুল দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রতিচিকীর্ষু দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন; দুর্য্যোধনও তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া শরজালে পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ করিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর নকুল আপনার কুপরামর্শজনিত বহু দুঃখ স্মরণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়

সহদেব-দুঃশাসন ও কর্ণ-ভীম যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন রোষাবিষ্ট হইয়া রথবেগে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণ-সমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এত শীঘ্র উহার শিরশ্ছেদন করিলেন যে, দুঃশাসন ও অন্যান্য সৈনিক পুরুষেরা উহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। তখন দুঃশাসনের অশ্বগণ যন্ত্রি[3]-বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে সারথি নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া নির্ভয়ে স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও লঘু-হস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কি বিপক্ষ, কি স্বপক্ষ, সকলেই তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দুঃশাসনের অশ্বগণের উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বগণ মাদ্রীতনয়ের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন দুঃশাসন একবার অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও শরাসন পরিত্যাগ এবং একবার কার্ম্মুক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সহদেব এই সুযোগে তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ দুঃশাসনের সাহায্যার্থ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে পরম যত্নসহকারে আকর্ণপূর্ণ তিন ভল্লে কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। তখন সূতপুত্র দণ্ডঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে কর্ণ ও ভীমসেনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা নেত্র বিঘূর্ণনপূর্ব্বক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবীর পরস্পর অতিশয় সন্নিকৃষ্ট ছিলেন, সুতরাং শরপ্রয়োগবিষয়ে নিতান্ত অসুবিধা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম গদাঘাতে কর্ণের রথকূবর চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন মহারথ কর্ণ ভীমের রথাভিমুখে গদা নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার গদা চূর্ণ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন পুনরায় কর্ণের প্রতি এক গুর্ব্বী গদা নিক্ষেপ করিলে মহাবীর কর্ণ মহাবেগসম্পন্ন সুপুঙ্খ বহুসংখ্যক সায়ক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা কর্ণের শরপ্রভাবে মন্ত্রাভিহত ভুজঙ্গীর ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভীমসেনের বিপুল ধ্বজে নিপতিত হইয়া সারথিকে বিমোহিত করিল। পরে বিপুলবিক্রম ভীমসেন ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণের প্রতি আট বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অম্লানমুখে তাঁহার শরাসন, তূণীর ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; মহাবীর কর্ণও সত্বর অন্য এক সুবর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ শরাসন ধারণপূর্ব্বক শর-নিকর দ্বারা বৃকোদরের অশ্ব-সমুদয় ও পার্ষ্ণি-সারথি-দ্বয়কে সংহার করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন ভীমসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহ যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, তদ্রূপ নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন।

১। ক্রুদ্ধ। ২। কূটযুদ্ধনিপুণ। ৩। চালক।

অর্জ্জুন-দ্রোণাচার্য্য-যুদ্ধে প্রশংসাবাদ

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য অর্জ্জুন উভয়ে লঘুসন্ধান ও রথের বিচিত্র গতি দ্বারা মানবগণের নয়ন ও মন বিমোহিত করিয়া বিচিত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; অন্যান্য যোধগণ সেই গুরু-শিষ্যের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকনে সমরে নিবৃত্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক পরস্পরকে দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগের অসামান্য পরাক্রমদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। হে মহারাজ! গগনমার্গে আমিষলোলুপ শ্যেনদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কৌশলপ্রভাবে তৎসমুদয় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অস্ত্রকোবিদ আচার্য্য অর্জ্জুনকে কৌশলক্রমে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে ঐন্দ্র, পাশুপত, ত্বাষ্ট্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন; মহাবীর অর্জ্জুনও ঐ সমুদয় অস্ত্র দ্রোণের শরাসনবিমুক্ত হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অস্ত্রদ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রজাল ছেদন করিলে মহাবীর দ্রোণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুনও অনায়াসে তৎসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। ফলতঃ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি যে যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন-শরপ্রভাবে তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়া গেল। এইরূপে পার্থশরে দিব্যাস্ত্র-সমুদয়ও ধ্বংস হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার শিষ্য, এই নিমিত্ত তিনি আপনাকে ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় অস্ত্রবেত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল সহস্র সহস্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, উহা পুনরায় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও দ্রোণের স্তুতিসংযুক্ত দৈববাণী বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত শরজালপ্রভাবে দশ দিক্ আলোকময় হইলে সিদ্ধ ও মুনিগণ সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'ইহা মানুষ, আসুর, রাক্ষস, দৈব বা গান্ধর্ব্ব যুদ্ধ নহে; ইহা ব্রাহ্ম যুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবকে, কখন পাণ্ডবও দ্রোণকে অতিক্রম করিতেছেন; ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে কাহারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এইরূপ বিচিত্র যুদ্ধ আর কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। যদি সাক্ষাৎ রুদ্র আপনার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই এই যুদ্ধের উপমাস্থল হইতে পারে; নচেৎ ইহার উপমা নাই। দ্রোণাচার্য্য জ্ঞান ও শৌর্য্যে অদ্বিতীয়; অর্জ্জুনও উপায় ও বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিপক্ষগণ ইঁহাদিগকে কদাচ সংগ্রামে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে দেবগণের সহিত সমুদয় জগৎকে বিনষ্ট করিতে পারেন।' হে মহারাজ! অন্তর্হিত[১] ও প্রকাশিত[২] প্রাণিগণ এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রম-দর্শনে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহামতি দ্রোণাচার্য্য সমরে মহাবীর অর্জ্জুন ও অন্তর্হিত প্রাণিগণকে সন্তপ্ত করিয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। তখন পর্ব্বতপাদপ সম্বলিত সমুদয় ভূমণ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ এবং উভয়পক্ষীয় সেনা ও অন্যান্য জীবগণ নিতান্ত ভীত হইতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্তচিত্তে ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রাহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সমুদয়কে প্রশান্ত করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় কেহ কাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ না হইলে পরিশেষে সঙ্কুলযুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। তখন আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে পারিলাম না। আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতিরোধ হইল।"

নবত্যধিকশততম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে ঐ সময়ে অসংখ্য নর, অশ্ব ও গজ নিহত হইতে

১। অন্তর্হিত—অদৃশ্য। ২। ব্যক্ত—দৃশ্যমান্।

আরম্ভ হইলে মহাবীর দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সুবর্ণরথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষণকালমধ্যে দুঃশাসনের কি রথ, কি ধ্বজ, কি সারথি, সকলই অদৃশ্য হইল। মহাবীর দুঃশাসন মহাত্মা পাঞ্চালনন্দনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনকে পরাঙ্মুখ করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর তদ্দর্শনে পাঞ্চালতনয়ের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পুরুষপ্রধান নকুল ও সহদেব সেই প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুগমন করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর এই চারিজন বীরের সহিত পাণ্ডবপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাবীরের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ বিশুদ্ধাত্মা, বিশুদ্ধচরিত্র, বিশুদ্ধবংশসম্ভূত, অমর্ষপরায়ণ বীরগণ স্বর্গলাভার্থে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে কর্ণী, নালীক এবং বিষলিপ্ত শৃঙ্গঘটিত বহু শল্য, তপ্ত গজাস্থি বা গবাস্থিযুক্ত জীর্ণ ও কুটিলগতি শরসকল ব্যবহৃত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও কীর্ত্তি বাসনা করিয়া অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তিন জন পাণ্ডবের সহিত কৌরবপক্ষীয় চারি জনের দোষবিহীন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেবকে সেই কৌরবপক্ষীয় চারি বীরকে নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরচতুষ্টয় মাদ্রীতনদ্বয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাদ্রীনন্দনদ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত কৌরবপক্ষীয় দুই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাবীর দ্রুপদতনয় নির্ভয়ে দ্রোণের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালনন্দনকে দ্রোণের সহিত ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে আপনাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্ম্মভেদী শরবর্ষণপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের অভিমুখে আগমন করিলেন। এইরূপে নরশার্দ্দূল মহাবীর দুর্য্যোধন ও সাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া বাল্যবৃত্তান্ত স্মরণ ও ঈক্ষণাবেক্ষণ[১] করিতে করিতে বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন।

সাত্যকিকে দুর্য্যোধনের স্ববশে আনয়ন-কৌশল

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রিয়সখা সাত্যকিকে সম্বোধনপূর্ব্বক আপনার চরিত্রের নিন্দা করিয়া কহিলেন, 'হে সখে! ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক্! আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে; আমিও তোমার তদ্রূপ ছিলাম; এক্ষণে আমাদিগের সে সকল বাল্যবৃত্তান্ত আমার স্মরণ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সে সকলই একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও লোভপ্রভাবে অদ্য আমাকে তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

হে মহারাজ! তখন অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ বিশিখ সমুদ্যত করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে রাজপুত্র! আমরা যে স্থানে সমাগত হইয়া ক্রীড়া করিতাম, এ সে সভা বা আচার্য্যনিকেতন নহে।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে শিনিপুঙ্গব! কালের কি আশ্চার্য্য মহিমা। আমাদিগের সেই বাল্যক্রীড়া অন্তর্হিত হইয়া এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ধনতৃষ্ণা নিবন্ধন সকলে সমাগত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'

সাত্যকির শ্লেষোক্তি—পরস্পর যুদ্ধ

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম যে, ইঁহারা আচার্য্যের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে

১। সসম্ভ্রমে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সম্পাত।

রাজন্! যদি আমি তোমার প্রিয়পাত্র হই, তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছ, শীঘ্র আমাকে বিনাশ কর, তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদূর পরাক্রম থাকে, তাহা প্রদর্শন কর, আর আমি আত্মীয়গণের ব্যসন নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করি না।' মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া নির্ভীকচিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সাত্যকিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দুর্য্যোধন আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকরে যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও সত্বর তাঁহাকে প্রথমতঃ পঞ্চাশৎ, তৎপরে বিংশতি ও দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র হাসিতে হাসিতে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর যাদবপুঙ্গব অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সংহারার্থ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দুর্য্যোধন মহাবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি দুর্যোধনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ যুযুধানের শরনিকরে গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সত্বর অন্য রথে পলায়ন করিলেন এবং সত্বরেই পরিশ্রমাপনোদনপূর্ব্বক সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও কুরুরাজের রথোপরি বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ক-সমুদয় সমন্তাৎ বিনিক্ষিপ্ত হওয়াতে সংগ্রামক্ষেত্রে কক্ষদহনপ্রবৃত্ত হুতাশনের শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ বীরদ্বয়ের শরনিকরে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশমার্গ দুর্গম হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে দুর্য্যোধন অপেক্ষা সমধিক বলশালী অবলোকন করিয়া কুরুরাজের হিতার্থ সেই মহারথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বর কর্ণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অবলীলা-ক্রমে ভীমসেনের শর-সমুদয় নিবারণপূর্ব্বক শরনিকরে তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন এবং সারথিকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক সূতপুত্রের শরাসন, রথের একখান চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই একচক্র রথে অবস্থিত হইয়াও হিমালয়ের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণের অশ্বগণ তাঁহার সেই রুচির একচক্র রথ বহন করিতে লাগিল। তখন তিনি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বিবিধ শর ও শস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীম-সেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃকোদরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সঙ্কুল-যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারথ পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! যাঁহারা আমাদিগের প্রাণ ও মস্তকস্বরূপ, যে যোধগণ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, সেই সকল পুরুষপ্রধান বীরগণ দুর্য্যোধনাদির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছ? যে স্থানে সোমকগণ যুদ্ধ করিতেছেন, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে জয়লাভই হউক বা প্রাণনাশ হউক, উভয়-পক্ষেই সদ্গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, জয়লাভ করিলে ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং নিহত হইলে দেবস্বরূপ হইয়া শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে।' হে মহারাজ! মহারথ বীরপুরুষেরা যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক দ্রুতপদে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ এক দিক্ হইতে শরনিকরে দ্রোণকে আহত করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ অন্য দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব উচ্চস্বরে ধনঞ্জয়কে কহি-লেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি শীঘ্র ধাবমান হইয়া দ্রোণ-রক্ষণে নিযুক্ত কৌরবগণকে নিপাতিত কর। আচার্য্য সহায়বিহীন হইলে পাঞ্চালগণ উহাকে অনায়াসে

বিনষ্ট করিবেন।' মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের বাক্য-শ্রবণে সহসা কৌরবগণের সম্মুখীন হইলেন; দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।"

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়

'অশ্বত্থামা হত' বলাইতে কৃষ্ণের প্রবোচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যেমন সংগ্রামে দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথগণ দ্রোণের অস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া ভীত হইলেন না। মহারথ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন এবং পরিশেষে দ্রোণের শর ও শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে নিপীড়িত ও আচার্য্যের অস্ত্র-সমুদয়ে ভীষণরূপে চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ হইলে পাণ্ডবেরা অশ্ব ও যোধবর্গের নিধন-দর্শনে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া জয়াশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, 'বসন্তসময়ে সমিদ্ধ হুতাশন যেমন বন দগ্ধ করে, তদ্রূপ পরমাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। সংগ্রামে উঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কেহই সমর্থ নহেন। ধর্ম্মপরায়ণ অর্জ্জুন কখনই উঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না।'

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবহিতৈষী ধীমান্ বাসুদেব কুন্তীপুত্রদিগকে দ্রোণশরে নিপীড়িত ও নিতান্ত ভীত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে শরাসন ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও উঁহাকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌশল করিয়া উঁহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর; নচেৎ আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না, অতএব কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বলুন যে,—অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।

পার্থের উপেক্ষা—যুধিষ্ঠিরাদির অঙ্গীকার

হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে তাহাতে কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না; অন্যান্য যোধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে উহা অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন গদাঘাতে আত্মপক্ষীয় অবন্তীদেশীয় ইন্দ্রবর্ম্মার অরাতিঘাতন অশ্বত্থামা নামক মহাগজকে নিপাতিত করিয়া সলজ্জভাবে দ্রোণসমীপে আগমন-পূর্ব্বক 'অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৃকোদর 'অশ্বত্থামা'নামক গজ নিপাতিত করিয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ নিতান্ত বিষণ্ণমনাঃ হইলেন। পরিশেষে স্বীয় পুত্রকে অমিতপরাক্রমশালী ও অরাতিকুলের অসহনীয় মনে করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশবাসনায় তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়া তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র-ভূষিত সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথ সেই রণচারী দ্রোণাচার্য্যের উপর চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহাদের শরনিকরে পরিবৃত হইয়া বর্ষাকালীন জলধর-সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর তিনি অবিলম্বে পাঞ্চালগণের শরজাল নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিনাশার্থ ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া সোমকদিগকে বিনাশ এবং পাঞ্চালগণের মস্তক ও পরিঘাকার কনকভূষিত বাহু-সমুদয় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরপতিগণ ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। নিপতিত হস্তী ও অশ্বগণের মাংস ও শোণিতে গাঢ় কর্দ্দম সমুৎপন্ন হওয়াতে সমরভূমি অগম্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপে পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথের প্রাণনাশ করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় রণস্থলে

*অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে বসুদানের শিরশ্ছেদন-*পূর্ব্বক পঞ্চাশৎ মৎস্য, ষট্‌সহস্র সৃঞ্জয়, অযুত হস্তী ও অশ্বের প্রাণবিনাশ করিলেন।

দ্রোণান্তর্ধানে বিশ্বামিত্রাদির মন্ত্রণাপ্রয়োগ

হে মহারাজ! ঐ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ ক্রূরকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ; অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্তালোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রূর-কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।'

যুধিষ্ঠিরসমীপে দ্রোণের পুত্রনিধন প্রশ্ন

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ইতিপূর্ব্বে ভীমসেনের মুখে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া অধিকতর বিমনায়মান হইলেন। তখন তিনি একান্ত ব্যথিতহৃদয়ে যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে বাল্যকালাবধি সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল যে, যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেও কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না। তন্নিমিত্তই অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর হৃষীকেশ 'দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিলে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিবেন' স্থির করিয়া দুঃখিত-চিত্তে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, 'হে রাজন্! যদি দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া আর অর্দ্ধ দিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যাকথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। প্রাণরক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। কামিনীদিগের নিকট, বিবাহস্থলে এবং গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।'

যুধিষ্ঠিরের সকৌশল মিথ্যা উক্তি

হে কুরুরাজ! ঐ সময়ে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি দ্রোণাচার্য্যের বধোপায় শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অবন্তীনাথ ইন্দ্রবর্ম্মার ঐরাবত সদৃশ 'অশ্বত্থামা'-নামক হস্তী সংহারপূর্ব্বক আচার্য্যকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছে, আর কেন আপনি যুদ্ধ করিতেছেন? হে মহারাজ! ভারদ্বাজ তৎকালে আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাষী গোবিন্দের বাক্যানুসারে আচার্য্যকে অশ্বত্থামার বিনাশবার্ত্তা প্রদান করুন, তাহা হইলে তিনি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি সত্যপরায়ণ বলিয়া ত্রিলোক-মধ্যে বিখ্যাত আছেন। আচার্য্য আপনার বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন।'

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা বশতঃ মিথ্যা বাক্যপ্রয়োগে উদ্যত হইলেন। তিনি জয়াভিলাষ ও মিথ্যাকথনভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া দ্রোণ-সমক্ষে 'অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন' এই কথা স্পষ্টবিধানে বলিয়া অব্যক্তরূপে কুঞ্জরশব্দ[১] উচ্চারণ করিলেন; হে মহারাজ! ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুল ঊর্দ্ধে অবস্থান করিত, কিন্তু তৎকালে তিনি এইরূপ মিথ্যাবাক্য কহিলে তাঁহার বাহনগণ ধরাতল স্পর্শ করিল। তখন মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে

১। 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ।'—যাহাকে বলে 'হতগজ'।

পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঋষিগণের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া আপনাকে মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিকট অপরাধী জ্ঞান ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া আর পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।"

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের আত্মজীবনে হতাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদরাজ দ্রোণ-বিনাশার্থ মহাযজ্ঞে প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রোণজিঘাংসু হইয়া সুদৃঢ় মৌর্ব্বীসম্পন্ন, জলদ-গভীরনিস্বন, জয়শীল, দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় ও আশীবিষের ন্যায় শর সংযোজন করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন-মণ্ডলস্থ শর শরৎকালীন পরিবেষমধ্যস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৈনিকগণ সেই প্রজ্বলিত শরাসন ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় প্রতাপশালী ভারদ্বাজও দ্রুপদপুত্রের শর-সন্ধান সন্দর্শনপূর্ব্বক আপনার আসন্নকাল সমাগত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অস্ত্রজাল আর প্রাদুর্ভূত হইল না। ঐ বীরপুরুষ চারি দিন ও এক রাত্রি ক্রমাগত বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শরক্ষয় হয় নাই। এক্ষণে ঐ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অতীত হইলে তাঁহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল।

তখন তেজঃপুঞ্জশরীর দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোক ও দিব্যাস্ত্র-সমুদয়ের অবসন্নতাবশতঃ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বিপ্রগণের বাক্য-প্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার বাসনায় আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদ-নন্দন তাঁহার শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষতবিক্ষত হইলেন। তখন ভারদ্বাজ পুনরায় নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া দ্রুপদতনয়ের শরাসন, ধ্বজ ও শর-সমুদয় শতধা ছেদনপূর্ব্বক সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে সহাস্য-মুখে পুনরায় অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত শর দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ দ্রুপদতনয়ের শরে বিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া শিতধার ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার গদা ও খড়্গ ব্যতীত অন্য সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র এবং শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন।

দ্রোণ-পরাভবে ধৃষ্টদ্যুম্নের কৌশল

অনন্তর মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্ম অস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া স্বীয় অশ্বগণের সহিত দ্রোণের অশ্বগণকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দ্রোণের বায়ুবেগগামী পারাবতসবর্ণ অশ্বসকল ধৃষ্টদ্যুম্নের শোণবর্ণ অশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত গভীর গর্জ্জন-শীল জলদপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-শরে ছিন্নকার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সেই ঘোরতর বিপদ্‌কালে তাঁহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরনিকরে সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নিক্ষিপ্ত গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় গদা নিষ্ফল দেখিয়া দ্রোণকে বধ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন। এবং বিমল খড়্গ ও অতি ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করিয়া দ্রোণের রথে গমনপূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তৎকালে তিনি কখন যুগমধ্যে, কখন যুগসন্নহনে ও কখন বা শোণবর্ণ অশ্ব সমুদয়ের নিতম্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য কোনক্রমেই তাঁহাকে প্রহার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আমিষলোলুপ গৃধ্রদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথ-শক্তি দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবতসবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ নিহত ও নিপতিত হইলে দ্রোণাচার্য্যের শোণবর্ণ অশ্বসমুদয় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া খড়গ গ্রহণপূর্ব্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ দোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপুর সংহারকালে বিষ্ণু যেরূপ বিগ্রহ[1] পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রোণ-সংহারে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নেরও সেইরূপ আকার হইয়া উঠিল। তখন তিনি খড়গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, সৃত, পরিবৃত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, ভারত, কৌশিক ও সাত্বত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণকে বিনাশ করিবার বাসনায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদয় যোদ্ধা ও সমাগত দেবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই বিচিত্র গতি-সন্দর্শনে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দ্রোণাচার্য্য ঐ সময় সহস্র শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ ও শতচন্দ্রবিভূষিত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণাচার্য্য এক্ষণে যে সকল বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসমুদয় বিতস্তিপ্রমাণ। সমীপবর্ত্তী বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় ঐ সকল শরের বিশেষ আবশ্যক হয়। ঐরূপ বাণ কেবল দ্রোণ, কৃপ, অর্জ্জুন, কর্ণ, প্রদ্যুম্ন ও যুযুধান ভিন্ন আর কাহারও নাই; অর্জ্জুন-তনয় মহাবীর অভিমন্যুরও ঐরূপ শর-সমুদয় ছিল। হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশার্থ এক বেগবান্ বিতস্তি[2] প্রমাণ সুদৃঢ় শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি নিশিত দশ শরে সেই শরাসন ছেদন করিয়া মহাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচার্য্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্যবিক্রম সাত্যকিকে দ্রোণ ও কৃপের সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের দিব্যাস্ত্র সকল ধ্বংস করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কেশব! ঐ দেখ, শত্রুনাশন সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণের সমক্ষে শিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে আনন্দিত করিতেছে। সমুদয় সিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃষ্ণিকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন যুযুধানকে প্রশংসা করিতেছে।' হে মহারাজ! অনন্তর উভয়পক্ষীয় যোধগণ সমরে অপরাজিত সাত্যকির অলোক-সামান্য কার্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।"

১। শরীর। ২। অর্দ্ধহস্ত—এক বিঘত পরিমাণ।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণের প্রতি পাণ্ডবগণের সঙ্কুল আক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ সাত্যকির তাদৃশ কর্ম্ম দর্শনে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণরূপ যত্ন ও পরাক্রম সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণ সমরে সমাগত হইয়া যুযুধানকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব—ইঁহারা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সেই মহারথগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ঘোররূপিণী শরবৃষ্টি নিবারণ-পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের দিব্যাস্ত্রসকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় পশুনিধনে সমুদ্যত পশুপতির ন্যায় কোপাবিষ্ট শত্রুসূদন সাত্যকি সমরে প্রবৃত্ত হইলে রণভূমি অতি দারুণ হইয়া উঠিল। সমরাঙ্গনে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কার্ম্মুক, ছত্র ও চামর ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগ্নচক্র রথ, নিপতিত ভুজদণ্ড, নিহত অশ্বারোহী ও বীরগণ দ্বারা ধরাতল পরিব্যাপ্ত হইল। দেবাসুরযুদ্ধসদৃশ ঘোর সংগ্রামে যোধগণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্নসহকারে

দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।'

দ্রোণের দুর্নিমিত্ত দর্শন—প্রাণত্যাগ ইচ্ছা

হে কুরুরাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ আজ্ঞা করিলে মহারথ সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধবেশ ধারণপূর্ব্বক দ্রোণজিঘাংসায় ধাবমান হইলেন; মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র-সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বামনয়ন ও বামবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনাঃ হইলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি দ্রুপদ-সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে শরানলে দগ্ধ করিয়া সংগ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক প্রথমতঃ বিংশতি সহস্র ও তৎপরে দশ অযুত ক্ষত্রিয়ের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে নিঃশেষিত করিবার মানসে ব্রাহ্ম অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রাম-স্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথহীন ও আয়ুধবিহীন অবলোকনপূর্ব্বক দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন এবং সত্বর তাঁহাকে আপনার রথে সংস্থাপনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সমীপে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে পাঞ্চালনন্দন! তুমি ভিন্ন আর কেহই ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তোমার উপরেই আচার্য্যের নিধনভার সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি ইঁহার বধার্থ সত্বর হও।' মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বভারসহ প্রধান শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সমর-দুর্নিবার[১] দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সমরবিশারদ বীরদ্বয় পরস্পরকে নিবারণ-পূর্ব্বক দিব্য ব্রাহ্ম অস্ত্রসমূহ মন্ত্রপূত করিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদনন্দন মহাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিরাকৃত ও তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার রক্ষক বসাতি, শিবি, বাহ্লীক ও কৌরব-গণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দিনকর কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক যেরূপ শোভা ধারণ করেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য শরনিকরে দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। দ্রুপদনন্দন আচার্য্যশরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।

দ্রোণ-পুত্রনাশের প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন

তখন ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন ভারদ্বাজের রথ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! যদি স্বকার্য্যে[২] অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হয়েন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানাবদ্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা-নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যাঁহার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন এবং যাঁহার অপেক্ষায় জীবিত রহিয়াছেন, অদ্য তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে পশ্চাদ্‌ভাগে সমরশয্যায় শয়ন করিয়া-ছেন। হে ব্রহ্মন্! যাঁহার বাক্যে আপনার কিছুমাত্র

১। অপ্রতিহত যোদ্ধা—অবাধযোদ্ধ,শক্তিসম্পন্ন। ২। স্বধর্ম্মে।

সন্দেহ হয় না, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে ইতিপূর্ব্বে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন।'

দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রবর্জ্জন—যোগে তনুত্যাগ

হে মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে পর দ্রোণাচার্য্য শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে কহিলেন, 'হে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ! হে কৃপাচার্য্য! হে দুর্য্যোধন! আমি বারংবার বলিতেছি, তোমরা সমরে যত্নবান্ হও, তোমাদিগের মঙ্গললাভ হউক; আমি অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম।' মহাত্মা দ্রোণ এই বলিয়া অশ্বত্থামার নামোচ্চারণপূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে রথোপরি সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সকল জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সমরে শরাসন অবস্থাপনপূর্ব্বক করবারি[1] ধারণ করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। এ দিকে জ্যোতির্ম্ময় মহাতপাঃ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ সহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত[2] ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেব-দেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করিয়া সাধুজনেরও দুর্ল্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, জগতে দুই দিবাকর বিদ্যমান আছেন। ঐ সময় আকাশমণ্ডল তেজোরাশিতে পরিপূরিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল মার্ত্তণ্ডময় হইয়াছে। তৎকালে নিমেষমধ্যেই সেই জ্যোতিঃ তিরোহিত হইয়া গেল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে মহান্ কিলকিলা ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তৎকালে মানবযোনির মধ্যে কেবল আমি, ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা, বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—এই পাঁচ জনই সেই অস্ত্রত্যাগী যোগারূঢ় মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে শরবিদ্ধ ও রুধিরাক্তকলেবরে ঋষিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিতে অবলোকন করিলাম। আর কেহই তাঁহার সেই মহিমা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময়ে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহবশতঃ সেই মৌনাবলম্বী গতাসু দ্রোণাচার্য্যকে জীবিত জ্ঞান করিয়া অসিদণ্ড দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং মহা আহ্লাদে করবারি বিঘূর্ণিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই দ্রুপদতনয়কে ধিক্কার প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! কেবল অপনার নিমিত্তই সেই আকর্ণপলিত শ্যামাঙ্গ পঞ্চাশীতিবর্ষবয়স্ক আচার্য্য ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক গতাসু দ্রোণের শিরশ্ছেদ

হে কুরুরাজ! যে সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বধার্থ ধাবমান হয়েন, তৎকালে মহাবাহু ধনঞ্জয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'হে দ্রুপদাত্মজ! আচার্য্যকে বিনাশ না করিয়া জীবিতাবস্থায় এখানে আনয়ন কর। তৎপরে দ্রুপদতনয় দ্রোণ-সংহারে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন, অন্যান্য সেনাপতি ও সমস্ত ভূপালগণ 'আচার্য্যকে বিনাশ করিও না' বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিতান্ত অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রথোপরি ভারদ্বাজকে সংহারপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার কলেবর দ্রোণের শোণিতে লিপ্ত হওয়াতে মার্ত্তণ্ডের ন্যায় লোহিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সৈনিক-পুরুষেরা এইরূপে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত হইতে দেখিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদপুত্র ভারদ্বাজের সেই প্রকাণ্ড মস্তক লইয়া কৌরবগণের সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। কৌরবগণ দ্রোণাচার্য্যের সেই ছিন্ন মস্তক দর্শনে পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া চারি দিকে ধাবমান হইল। হে রাজন্! আমি সত্যবতীতনয় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহে দ্রোণাচার্য্যকে বিধূম প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় স্বর্গপথে নক্ষত্রলোকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

এইরূপে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরব, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিরুৎসাহ হইয়া মহাবেগে

১। করবারি—তরবাল। ২। প্রাণবায়ু নিরোধে স্তম্ভিত।

ধাবমান হইলেন। সৈন্যসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে শাণিত শরনিকরে হত ও অনেকে নিহতপ্রায় হইল। অনন্তর কৌরবগণ তাৎকালিক পরাজয় ও ভাবী ভয়ের সম্ভাবনা বশতঃ আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া অধৈর্য্য হইলেন। নরপতিগণ সেই অসংখ্য কবন্ধসমাকীর্ণ সমরাঙ্গনে আচার্য্যের দেহ বারংবার অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই উহা প্রাপ্ত হইলেন না। এ দিকে পাণ্ডবগণ জয়লাভ ও ভাবী কীর্ত্তিলাভ-সম্ভাবনায় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া বাণশব্দ, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভীমপরাক্রম ভীমসেন সৈন্যমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে দ্রুপদাত্মজ! দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমাকে সমরবিজয়ী বলিয়া আলিঙ্গন করিব।' মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া মহাহ্লাদে বাহ্বাস্ফোটন দ্বারা ধরাতল কম্পিত করিতে লাগিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, পাণ্ডুতনয়েরাও জয়লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুক্ষয়জনিত সুখানুভব করিতে লাগিলেন।"

দ্রোণবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়

নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্ব্বাধ্যায়—কৌরব-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত ও বহুসংখ্যক বীর নিপাতিত হইলে কৌরবগণ শস্ত্রনিপীড়িত ও শোকে একান্ত কাতর হইলেন এবং শত্রুগণের অভ্যুদয়-দর্শনে দীনবদন ও অশ্রুপূর্ণ-লোচন হইয়া বারংবার বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চেতনা ও উৎসাহ বিনষ্ট হইয়া গেল এবং মোহাবেশপ্রভাবে তেজও প্রতিহত হইল। তখন তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ-বিনাশকাতর দৈত্যগণের ন্যায় ধূলিধূসরিত-কলেবর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে আর্ত্তস্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টিত করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্ষুদ্র মৃগসমূহের ন্যায় নিতান্ত ভীত সেই কৌরবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আর তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে সমুদ্যত হইলে আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিবাকরের করজালে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া যেন ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর ও নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। কৌরবগণ সূর্য্যের পতনের ন্যায়, সমুদ্রশোষণের ন্যায়, সুমেরু-পরিবর্ত্তনের ন্যায় ও দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়ের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি ভয়বিহ্বল রথিগণের সহিত এবং সূতপুত্র কর্ণ পলায়মান সেনাগণের সহিত ভীত হইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গকুলসঙ্কুল বহুল সৈন্য-সমভিব্যাহারে ভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য হতভূয়িষ্ঠ[১] হস্তী ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া বারংবার 'কি কষ্ট! কি কষ্ট!' বলিতে বলিতে রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বহুসংখ্যক বেগগামী অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিঙ্গ, অরট্ট, বাহ্লীক ও ভোজ-সৈন্যদিগের সহিত, মহাবীর উলূক পদাতিগণের সহিত এবং মহাবল-পরাক্রান্ত প্রিয়-দর্শন দুঃশাসন গজসৈন্যের সহিত সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ধাবমান হইলেন। বৃষসেন অযুত রথ ও তিন সহস্র হস্তী, মহারাজ দুর্য্যোধন অসংখ্য গজ, অশ্ব ও পদাতি এবং সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে লইয়া অনতিবিলম্বে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সকলেই দ্রোণাচার্য্যকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। কৌরবগণমধ্যে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও মাতুল, কেহ কেহ পুত্র ও বয়স্য, কেহ কেহ সম্বন্ধী এবং কেহ কেহ সৈন্যগণ ও স্বস্ত্রীয়গণকে পলায়নে ত্বরান্বিত করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের কেশকলাপ বিকীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল। উঁহারা কৌরব-সৈন্য নিঃশেষিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া দুই জনে এক দিকে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

১। প্রায় সমস্ত বিনষ্ট।

কতকগুলি বীর কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা পরস্পরকে গমনে নিষেধ করিল ; কিন্তু কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোধগণ সুসজ্জিত রথ সকল পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অশ্বে আরোহণ ও পদ দ্বারা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামার অভিযান

এইরূপে সৈন্যগণ ভীতমনে ধাবমান হইলে একমাত্র দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা স্রোতের প্রতিকূলগামী গ্রাহের ন্যায় শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন প্রভদ্রক, পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয়গণ এবং শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরবর্গের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি পাণ্ডবগণের বহুবিধ সেনা বিনষ্ট করিয়া অতিকষ্টে সেই সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন। তৎপরে তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! এই সমস্ত সৈন্য কি নিমিত্ত ভীতমনে ধাবমান হইতেছে? তুমিই বা কেন ইহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না? আর আমিও তোমাকে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি না। এক্ষণে বল, কি নিমিত্ত তোমার সৈন্যগণ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে? কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ আর যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন না। সৈন্যগণ অন্য কোন সংগ্রামে এইরূপ ধাবমান হয় নাই, এক্ষণে তোমার সৈন্যগণের কি কোন অনিষ্টঘটনা হইয়াছে?'

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতৃবিনাশরূপ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রথারূঢ় অশ্বত্থামাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বাষ্পাকুল লোচনে ভগ্ননৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া লজ্জাবনতমুখে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে শারদ্বত! সৈন্যগণ যে নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে, তুমিই অগ্রে তাহা গুরুপুত্রকে বিজ্ঞাপিত কর।' তখন কৃপাচার্য্য অপ্রিয়সংবাদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার সাতিশয় দুঃখ অনুভবপূর্ব্বক পরিশেষে অশ্বত্থামার সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামার নিকট পিতৃবধবৃত্তান্ত জ্ঞাপন

'হে আচার্য্যতনয়! আমরা অদ্বিতীয় রথী মহাবীর দ্রোণকে অগ্রসর করিয়া কেবল পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঐ সময় কৌরব ও সোমকগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তোমার পিতা কৌরবপক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্যের নিধনদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া ভল্লাস্ত্রে বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণসংহার করিলেন। পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবসৈন্যগণ কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। সেই পঞ্চাশীতিবর্ষবয়স্ক আকর্ণপলিত মহারথ দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে সহস্র মনুষ্য ও দ্বিসহস্র হস্তী বিনাশ করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতেও ষোড়শবর্ষীয়ের ন্যায় রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিপক্ষ-সৈন্যগণ একান্ত ক্লিষ্ট ও ভূপালগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র বিস্তারপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে একান্ত সন্তপ্ত, হতবীর্য ও উৎসাহশূন্য হইয়া বিচেতন হইয়া রহিল।

বিজয়াভিলাষী বাসুদেব তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজয়লাভ কর। দ্রোণাচার্য্য যেন তোমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে সমর্থ না হয়েন। আমার বোধ হইতেছে, ইনি অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছেন, জানিতে পারিলে আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, এই কথা আচার্য্যের কর্ণ-গোচর করুক।' হে দ্রোণনন্দন! মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণান্তর কোন ক্রমেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহাতে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে কৃষ্ণের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর ভীমসেন লজ্জাবনতবদনে দ্রোণসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া

তাঁহাকে তোমার মিথ্যানিধনবৃত্তান্ত কহিল; কিন্তু তোমার পিতা তাহার বাক্য মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উহা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিজয়বাসনা ও মিথ্যাভয়ে যুগপৎ অভিভূত হইলেন। তিনি পরিশেষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার এক অচল-সদৃশ-কলেবর অশ্বত্থামা নামে করিবরকে ভীমশরে নিহত দেখিয়া দ্রোণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আপনি যাঁহার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিতেছেন এবং যাঁহার মুখাবলোকনপূর্ব্বক জীবিত রহিয়াছেন, আপনার সেই প্রিয়তম পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী সিংহশিশুর ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।' হে আচার্য্য-কুমার! ধর্ম্মরাজ মিথ্যাবাক্যের দোষ সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি মুক্তকণ্ঠে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাক্ষরে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন তোমার পিতা তোমাকে সংগ্রামে নিহত অবধারণ করিয়া শোক-সন্তপ্তমনে দিব্যাস্ত্র-সমুদয় উপসংহার করিয়া আর পূর্ব্ববৎ সংগ্রাম করিলেন না। ঐ সময় নিতান্ত ক্রূর-কর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে একান্ত উদ্বিগ্ন ও শোকসন্তাপে অভিভূত দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লোকতত্ত্ববিশারদ মহাবীর দ্রোণ তাঁহাকে আপনার মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন করিয়া দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বামহস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে 'সংহার করিও না, সংহার করিও না' বলিয়া দ্রুপদ-তনয়কে নিবারণ করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুনও সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাহুদ্বয় উদ্যত করিয়া 'হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি আচার্য্যকে বধ করিও না, উঁহাকে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর', বারংবার এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবগণ ও অর্জ্জুনের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তোমার পিতার শিরশ্ছেদন করিল। হে বৎস! এই নিমিত্তই সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হইতেছে এবং আমরাও এককালে উৎসাহশূন্য হইয়াছি।'

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পাদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ও ইন্ধনসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে করনিষ্পেষণ ও দশনে দশনপীড়ন করিয়া আরক্তলোচন হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।"

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়

পিতৃবধে অশ্বত্থামার কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যে মহাবীর অশ্বত্থামার নিকট মানব, বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, নারায়ণ ও ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রভৃতি সমুদয় অস্ত্র নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি সেই মহাবীর দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অধর্ম্মযুদ্ধে বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিতে শ্রবণ করিয়া কি করিলেন? মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পুত্রের সদ্‌গুণাভিলাষে তাঁহাকে দিব্যাস্ত্র-সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই ভূমণ্ডলে মানবগণ পুত্র ভিন্ন আর কাহাকে আপনার অপেক্ষা গুণসম্পন্ন করিতে কামনা করে না। মনস্বী আচার্য্যগণেরও এইরূপ স্বভাব যে, তাঁহারা পুত্র বা অনুগত শিষ্যকেই আপনাদের রহস্য-সকল প্রদান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র দ্রোণের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট বিশেষরূপে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে দ্রোণের দ্বিতীয় এবং তিনি অস্ত্রে পরশুরাম, যুদ্ধে পুরন্দর, বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্য্যে ভূধর, তেজে অগ্নি, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র ও ক্রোধে সর্পবিষসদৃশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই মহাবীর সমরে অপরিশ্রান্ত ধনুর্ব্বেদবিশারদ ও একজন অদ্বিতীয় মহারথ; তিনি ভীষণ সমরাঙ্গনে অব্যথিতচিত্তে বেগগামী অনিল ও ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই ধনুর্দ্ধর শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে বসুন্ধরা ব্যথিত হইয়া উঠেন। তিনি স্বয়ং বেদস্নাত[১], ব্রতস্নাত[২], ধনুর্ব্বেদবিশারদ ও দাশরথির ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি। এক্ষণে সেই সত্য-পরাক্রম মহাবীর অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অধর্ম্মযুদ্ধে পিতাকে বিনাশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া কি করিলেন? হে সঞ্জয়! ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন দ্রোণের মৃত্যু-স্বরূপ, অশ্বত্থামাও সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্তকস্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছেন।"

১—২। বেদাধ্যয়নসহকৃত ব্রহ্মচর্য্যপালনান্তে গুরুগৃহ-প্রত্যাগত।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়

অশ্বত্থামার সমস্ত পাঞ্চালবধে প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! পুরুষপ্রধান অশ্বত্থামা, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ছলপূর্ব্বক পিতাকে নিহত করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুলনেত্রে ও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইলেন। তাঁহার কলেবর জীবক্ষয়-প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন অন্তকের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার অশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে রাজন্! পিতা অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে নীচাশয় পাণ্ডবগণ যেরূপে তাঁহাকে নিহত করিয়াছে এবং ধর্ম্মধ্বজধারী যুধিষ্ঠিরও যেরূপে অতি অনার্য্য ও নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই জয় কিংবা পরাজয় হইয়া থাকে। সংগ্রামে বিনাশই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, ন্যায়যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়া দুঃখাবহ নহে। আমার পিতা ন্যায়যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও সমস্ত সৈন্যসমক্ষে কেশাকর্ষণ-দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি জীবিত থাকিতে যখন আমার পিতা এইরূপ দুরবস্থা-গ্রস্ত হইলেন, তখন অন্য লোকে কি নিমিত্ত পুত্র-কামনা করিবে? লোকে কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দ্বেষ ও বালকত্ব নিবন্ধনই অধর্ম্মাচরণ ও অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে বিশেষ না জানিয়াই এই দারুণ অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা অবশ্যই স্বকার্য্যের ফল অনুভব করিবে। আর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছলপূর্ব্বক আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছেন। আজ বসুন্ধরা অবশ্যই তাঁহার শোণিত পান করিবেন। হে রাজন্! আমি সত্য ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চাল বিনষ্ট না করিয়া কখনই জীবনধারণ করিব না। আজ আমি মৃদু বা দারুণ যে কোনরূপে হউক না কেন, সমরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব। মানবগণ পুত্র দ্বারা ইহকাল ও পরকালে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়াই পুত্র কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু আমি আমার পিতার শৈলপ্রতিম পুত্র, বিশেষতঃ শিষ্য জীবিত থাকিতে তিনি বন্ধুহীনের ন্যায় সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমার বাহুবল, পরাক্রম ও দিব্যাস্ত্রসকলে ধিক্! যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে পরলোকগত পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।

অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র-মাহাত্ম্য প্রকাশ

হে ভরতসত্তম! স্বমুখে স্বীয় গুণকীর্ত্তন করা কদাপি সাধুজনের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু আমি পিতৃ-বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়াই আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি। আজ জনার্দ্দনসহায় পাণ্ডবগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুক্। আমি যুগান্ত-কালের ন্যায় সমস্ত সৈন্য বিমর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিব। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি উরগ, কি রাক্ষস, কেহই আজ আমাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ভূমণ্ডলে আমার ও অর্জ্জুনের সমান অস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। আজ আমি প্রজ্বলিত ময়ূখমালা[১]মধ্যবর্ত্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সৈন্যগণের মধ্যগত হইয়া দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিব। আজ আমার শরজাল তূণীর-বহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিদলিত করিয়া আমার পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আজ কৌরবপক্ষীয়েরা দেখিতে পাইবেন যে, দিক্‌সকল আমার জলধরসদৃশ শরধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহাবায়ু যেমন বৃক্ষ-সমুদয় পাতিত করে, তদ্রূপ আমি শরজালপ্রভাবে শত্রুগণকে নিপাতিত করিব।

হে মহারাজ! আমার নিকট নিক্ষেপ ও উপ-সংহার[২]-মন্ত্রসমবেত যে অস্ত্র আছে, কি অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি রাজা যুধিষ্ঠির, কি দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন, কি শিখণ্ডী, কি সাত্যকি কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে। হে মহারাজ! পূর্ব্বে একদা নারায়ণ ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে যথাবিধি প্রণামপূর্ব্বক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই উপহার স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। তখন আমার পিতা তাঁহার নিকট হইতে নারায়ণাস্ত্র প্রার্থনা করিলে

১। কিরণজাল। ২। নিবৃত্তিকারক—ফিরাইয়া আনা।

তিনি তাহা প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! রণস্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই হইবে না; কিন্তু তুমি সহসা এ অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। ইহা শত্রুর বিনাশসাধন না করিয়া কখনই নিবৃত্ত হয় না। এই অস্ত্র সকলকেই বিনাশ করিতে পারে, ইহা অবধ্যের বধসাধনেও পরাঙ্মুখ হয় না; অতএব ইহা সহসা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরাঙ্গনে রথ ও অস্ত্রপরিত্যাগে অভিলাষী ও শরণাগত শত্রুগণের প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অস্ত্রদ্বারা অবধ্যকে পীড়িত করে সে স্বয়ং ইহা দ্বারা নিপীড়িত হয়।" হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এই বলিয়া সেই মহাস্ত্র প্রদান করিলে পিতা উহা গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাত্মা আমাকে কহিলেন, 'হে অশ্বত্থামা! তুমি এই অস্ত্রপ্রভাবে তেজঃপুঞ্জকলেবর হইয়া নানাবিধ দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।' এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

হে রাজন্! আমি এইরূপে পিতার নিকট সেই নারায়ণাস্ত্র লাভ করিয়াছি; এক্ষণে তদ্দারা দানববিদ্রাবী শচীপতির ন্যায় আমি পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত করিব। আমি যখন যেরূপ বাসনা করিব, আমার শরনিকর তৎক্ষণাৎ সেইরূপ হইয়া শত্রুমণ্ডলে নিপতিত হইবে। আমি রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক অনাকুলিতচিত্তে অয়োমুখ শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিয়া মহারথগণকে বিদ্রাবিত ও অতি ভীষণ নারায়ণাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিয়া অরাতিগণকে বিনষ্ট করিব। আজ মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুদ্রোহকারী পাষণ্ড পাঞ্চালাপসদ ধৃষ্টদ্যুম্ন কখনই আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।'

হে কুরুরাজ! মহাবীর দ্রোণতনয় এই কথা কহিলে কৌরব সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে শঙ্খ, ভেরী ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ভূতল অশ্বখুর ও রথচক্রে পরিপীড়িত হইয়া শব্দায়মান হইল। সেই তুমুল শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ শ্রবণে সকলে সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এদিকে আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামাও ঐ সময়ে সলিলস্পর্শ পূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন।"

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়

অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ—যুধিষ্ঠিরত্রাস

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বৃষ্টিপাত ও মহাবেগে বায়ুসঞ্চার হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ধরাতল কম্পিত, সাগর-সকল সংক্ষুব্ধ, নদী-সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, গিরিশৃঙ্গ-সমুদয় বিদীর্ণ, দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন, দিনকর মলিন, মাংসলোলুপ প্রাণিগণ প্রহৃষ্টচিত্ত, সমাগত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ শঙ্কিত ও কুরঙ্গগণ পাণ্ডবগণের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া ধাবমান হইল। সকলেই সেই তুমুল কাণ্ড দর্শনে পরস্পরকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং ভূপতিগণ অশ্বত্থামার সেই ভীষণাস্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! শোকসন্তপ্ত দ্রোণনন্দন পিতৃবধ অসহ্য বোধ করিয়া সৈনিকগণকে নিবর্ত্তিত করিলে পাণ্ডবগণ কৌরবসৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষার্থ কিরূপ পরামর্শ নির্দ্ধারিত করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! দেবরাজ বজ্রধারণপূর্ব্বক যেরূপ বৃত্রাসুরের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলে কৌরবগণ আত্মপরিত্রাণার্থ জয়াশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় কিয়ৎসংখ্যক ভূপতি বিচেতন হইয়া হতপার্ষ্ণি, হতসারথি, পতাকা, ধ্বজ ও ছত্রবিহীন, ভগ্নকূবর, ভগ্ননীড় রথে আরোহণ, কেহ কেহ ভীত হইয়া স্বয়ং পদাঘাতে রথাশ্ব পরিচালন, কেহ কেহ ভয়াতুর হইয়া ভগ্নাক্ষ, ভগ্নযুগ ও ভগ্নচক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে অর্দ্ধস্খলিত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে অনেক নারাচ দ্বারা গজস্কন্ধের সহিত গ্রথিত হইয়া মাতঙ্গগণ কর্ত্তৃক অপনীত, অনেকে অস্ত্র ও কবচবিহীন হইয়া বাহন হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত ও হস্তী, অশ্ব ও রথচক্র

দ্বারা নিষ্পেষিত এবং অনেকে মোহবশতঃ পরস্পরকে অবগত না হইয়া 'হা ভ্রাতঃ! হা পুত্র!' বলিয়া চীৎকার করিয়া ভয়ে পলায়নপর হইয়াছে, আর অনেকে দৃঢ় বিক্ষত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও মিত্র-দিগকে উত্তোলনপূর্ব্বক বর্ম্মনির্ম্মুক্ত করিয়া তাহাদের গাত্রে জলসেক করিয়াছে। ধনঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরবসৈন্যগণ এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। যদি তুমি তাহাদিগের অভ্যাগমনের[১] কারণ পরিজ্ঞাত থাক, তবে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। একত্র মিলিত তুরঙ্গের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনি ও রথনেমির গভীরনিস্বনে বারংবার তুমুলশব্দ সমুত্থিত হওয়াতে আমার সেনাগণ কম্পিত হইয়াছে; এক্ষণে যেরূপ লোমহর্ষণ তুমুলশব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, বোধ হয়, উহা দেবেন্দ্র-সমবেত ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয় দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়াতে সুররাজ বাসব কৌরবগণের হিতার্থে ভীষণ নিনাদ করিয়া সমরাঙ্গনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মহারথগণ এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিত-গাত্র ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছে। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে কোন্ মহারথ সুররাজের ন্যায় সমরে অবস্থানপূর্ব্বক সেই পলায়মান কৌরবগণকে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন?"

অশ্বত্থামার শৌর্য্যবিষয়ে অর্জ্জুনের সখেদ উক্তি

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মহারাজ! কৌরবগণ যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক উগ্রকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্খবাদন করিতেছেন এবং আপনি, দ্রোণাচার্য্য ন্যস্তশস্ত্র[২] হইয়া দেহত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতেছে, এই মনে করিয়া যাঁহার প্রতি সংশয়ারূঢ় হইয়াছেন, সেই মত্তমাতঙ্গগামী কুরুকুলের অভয়প্রদ মহাত্মার বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! যে বীর জন্মগ্রহণ করিলে দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গোধন দান করিয়াছিলেন, যে বীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব পরিত্যাগ করিলে ত্রিলোক কম্পিত হওয়াতে 'ইহার নাম অশ্বত্থামা হইল' বলিয়া দৈববাণী হইয়াছিল, আজ সেই বীরপুরুষ সমরে সিংহনাদ করিতেছেন। হে রাজন্! অদ্য পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক যাঁহাকে অনাথের ন্যায় নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা দ্রোণের নাথস্বরূপ অশ্বত্থামা সমরে অবস্থান করিতেছেন। দ্রুপদকুমার আমার গুরু দ্রোণাচার্য্যের কেশপাশ ধারণ করিয়াছিল; অতএব গুরুপুত্র কখনই তাহাকে ক্ষমা করিয়া পৌরুষ-প্রকাশে ক্ষান্ত হইবেন না।

হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্য-লোভে গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়া ঘোরতর অধর্ম্মে পতিত হইলেন। বালিবধে শ্রীরামের যেরূপ অকীর্ত্তি হইয়াছিল, দ্রোণাচার্য্যের নিধনে ত্রৈলোক্যমধ্যে আপনারও তদ্রূপ চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি হইল। দ্রোণাচার্য্য আপনাকে শিষ্য ও সত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, আপনি কখনই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবেন না; কিন্তু আপনি অশ্বত্থামা নিহত হইয়া-ছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে ও কুঞ্জরশব্দ অব্যক্ত-রূপে উচ্চারণ করিয়া গুরুর নিকট সত্যাচ্ছাদিত[১] মিথ্যাকথা কহিয়াছেন। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য আপনার বাক্যশ্রবণেই শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মম ও গতচেতন হইয়া আপনার সমক্ষে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে আপনি দ্রোণের শিষ্য হইয়া সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্রশোকসন্তপ্ত করিয়া নিপাতিত করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি তৎকালে অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক গুরুর বধসাধন করিয়া-ছেন, এক্ষণে যদি সমর্থ হন, তবে অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার হস্ত হইতে রক্ষা করুন। অদ্য আমরা সকলেই পিতৃনিধনে রোষিত গুরুপুত্র হইতে দ্রুপদনন্দনকে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম হইব। যিনি অলৌকিক ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সকল লোকের সহিত সৌহার্দ্দ্য করিয়া থাকেন, অদ্য সেই মহাবীর পিতার কেশগ্রহণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব সংগ্রামে আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন। হে মহারাজ! আমি আচার্য্যের জীবনরক্ষার্থ আপনাকে মিথ্যাকথা কহিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিলেন। আমাদিগের বয়ঃক্রম অধিকাংশই অতীত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে এই অধর্ম্মাচরণ

১। অভিমুখে আসার। ২। অস্ত্রত্যাগী।

১। কুটিল সত্যে আবৃত।

হওয়াতে সেই অল্পাবশিষ্ট জীবিতকাল বিকৃত হইল। দ্রোণাচার্য্য সৌহার্দ্দবশতঃ ও ধর্ম্মানুসারে আমাদের পিতার তুল্য ছিলেন। আপনি অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণনাশ করিলেন। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে নিজের পুত্রগণের সহিত এই সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আচার্য্য তাদৃশ বৃত্তিলাভ করিয়া এবং কৌরবগণ কর্ত্তৃক তদ্রূপ সৎকৃত হইয়াও আমাকে সতত পুত্রাপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। হে রাজন্! গুরু কেবল আপনার বাক্যেই ন্যস্তশস্ত্র হইয়া নিহত হইয়াছেন; তিনি যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিতেন না। হায়! আমরা রাজ্যলালসায় লঘুচিত্ত ও অনার্য্য হইয়া সেই নিত্যোপকারী বৃদ্ধ আচার্য্যের প্রাণসংহার করিলাম! তুচ্ছ রাজ্যলোভে গুরুহত্যা করিয়া মহৎপাপে লিপ্ত হইলাম। আচার্য্য নিশ্চয় জানিতেন যে, অর্জ্জুন আমার নিমিত্ত আপনার জীবন, পুত্র, কলত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আমি সেই মহাত্মার নিধনসময়ে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অতএব নিশ্চয়ই আমাকে পরলোকে অবাক্‌শিরাঃ[১] হইয়া নরকভোগ করিতে হইবে। আজি যখন আমরা মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে রাজ্যার্থে নিহত করিয়াছি, তখন আমাদের জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; মরণই শ্রেয়ঃ।'

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুনের করুণায় ভীমের কটূক্তি

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে মহারথগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভালমন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন মহাবাহু ভীম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বিস্মিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে পার্থ! অরণ্যগত মুনি ও জিতেন্দ্রিয় শংসিতব্রত ব্রাহ্মণ যেমন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় অন্যকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, ক্ষতত্রাণই যাঁহার জীবনোপায় এবং যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি ক্ষমাশীল, তিনিই অবিলম্বে রাজ্য, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রী লাভ করিয়া থাকেন। তুমি সমগ্র ক্ষত্রিয়গুণে সমলঙ্কৃত আছ; অতএব এখন মূর্খের ন্যায় বাক্যপ্রয়োগ করা তোমার সমুচিত হইতেছে না। হে কৌন্তেয়! তুমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী। মহাসাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মপথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হও না। তুমি যে এক্ষণে ত্রয়োদশবর্ষসঞ্চিত ক্রোধে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধর্ম্মলাভের অভিলাষ করিতেছ, এই গুণে কে না তোমাকে প্রশংসা করিবে? এক্ষণে ভাগ্যক্রমে তোমার মন সততই ধর্ম্মপথে ধাবমান হইতেছে এবং তোমার বুদ্ধিও নিরন্তর অনৃশংসতার অনুসরণ করিতেছে; কিন্তু তুমি এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও বিপক্ষেরা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক তোমার রাজ্যাপহরণ ও প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নপূর্ব্বক পরাভব করিয়াছিল। আমরা বনবাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও তাহাদের নিকৃতি-প্রভাবে বল্কল ও অজিন ধারণপূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! এই সকল স্থলে ক্রোধ-প্রকাশ করিতে হয়; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তৎসমুদয় সহ্য করিয়াছ। অদ্য আমি তোমার সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষগণকে সেই অধর্ম্মের প্রতিফল-প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী ক্ষুদ্রাশয় বিপক্ষগণকে বন্ধুবান্ধবের সহিত সংহার করিব।

পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছিলে, আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে জয়লাভের চেষ্টা করিব; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতেছ; সুতরাং তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলে, উহা এক্ষণে আমার মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমরা বিপক্ষদিগের গর্জ্জনে অতিশয় ভীত হইয়াছি এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষারপ্রদানের ন্যায় বাক্‌শল্য দ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম বিদ্ধ করিতেছ। আমার হৃদয় তোমার বাক্‌শল্যে পীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে, তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতেছ না। হে অর্জ্জুন! তুমি স্বয়ং প্রশংসার ভাজন এবং আমরা সকলেও প্রশংসনীয়; কিন্তু তুমি আপনাকে ও আমাদিগকে প্রশংসা না করিয়া, যে তোমার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নহে, বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে সেই অশ্বত্থামাকে প্রশংসা

১। অধোমস্তক—উপরের দিকে পা ও নিম্নদিকে মাথা।

করিতেছ। তুমি স্বয়ং আত্মদোষ কীর্ত্তন করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না? আমি ক্রোধভরে এই সুবর্ণমালিনী গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া ভূমণ্ডল বিদীর্ণ, পর্ব্বতসকল বিক্ষিপ্ত ও অচল-সদৃশ বৃক্ষ-সকল ভগ্ন এবং শরনিকরে অসুর রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও বিদ্রাবিত করিতে পারি। হে অমিতবিক্রম ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে এইরূপ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত অশ্বত্থামা হইতে ভীত হইতেছ? অথবা তুমি অবস্থান কর, আমি গদা গ্রহণপূর্ব্বক হরি যেমন ক্রোধাবিষ্ট গর্জ্জনশীল হিরণ্যকশিপুকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যান্য বীরবর্গের সহিত অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিব।'

ধৃষ্টদ্যুম্নের নির্দ্দোষিতা খ্যাপন

অনন্তর পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য, কিন্তু দ্রোণ ইহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতেন না। অতএব আমি তাঁহাকে সংহার করিয়াছি বলিয়া তুমি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ? তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নীচ-কার্য্যপরতন্ত্র হইয়া অমানুষ অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। সেই মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী[১] ও অতিশয় মায়াবী, তিনি মায়াবলেই আমাদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানই অনার্য্য[২] বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে যদি অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তিনি বৃথা গর্জ্জন দ্বারা কৌরবপক্ষীয়গণকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের রক্ষণে অসমর্থ হইয়া সংহারের কারণ হইবেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া আমাকে তোমার গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি দ্রোণ-বিনাশার্থই হুতাশন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আর দেখ, সংগ্রামকালে যাঁহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়েই সমান জ্ঞান ছিল, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করিব? যিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনাশ করেন, তাঁহাকে যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, বধ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য!

হে অর্জ্জুন! ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিককে বিষতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ? আমি ক্রূরকর্ম্মপরায়ণ আচার্য্যকে রথোপরি আক্রমণ-পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি। তাহাতে আমার কোনরূপেই নিন্দার কার্য্য করা হয় নাই, কিন্তু তুমি আমাকে কি নিমিত্ত অভিনন্দন করিতেছ না? আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই কালানল, অর্ক ও বিষসদৃশ ভীষণ মস্তক ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছি; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না? দ্রোণ আমারই বন্ধুবান্ধবগণের বধসাধন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় নাই। আমি যে জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় তাঁহার মস্তক চণ্ডালসমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্তই—আমার অতিশয় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি শুনিয়াছি, শত্রুবিনাশ না করিলে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হয়। হয় শত্রুকে বিনষ্ট করা, না হয় স্বয়ং তাহার হস্তে বিনষ্ট হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আচার্য্য আমার শত্রু ছিলেন; অতএব তুমি যেমন পিতৃসখা মহাবীর ভগদত্তকে সংহার করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমি ধর্ম্মানুসারে দ্রোণকে সংহার করিয়াছি। তুমি যখন স্বীয় পিতামহকে বিনাশ করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ, তখন আমি পাপস্বভাব শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া কেন আমাকে অধার্ম্মিক বিবেচনা করিবে? হে পার্থ! আমি সম্বন্ধ নিবন্ধন স্বগাত্রকৃত[১] সোপাননিষণ্ণ[২] কুঞ্জরের[৩] ন্যায় তোমার নিকট অবনত হইয়া আছি; অতএব আমার প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি কেবল দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এই সমস্ত বাক্যদোষ সহ্য করিয়া তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

১। কপট-ব্রাহ্মণাচারী। ২। শিষ্টজননিন্দিত।

১—৩। হস্তী অত্যুচ্চ জন্তু, তাহার পিঠে উঠিবার সময় সে মাহুতের সঙ্কেতক্রমে নীচু হইয়া স্বগাত্রে তদীয় পৃষ্ঠারোহণের সিঁড়ি করিয়া দেয়—মাহুত হাতীর দেহ বাহিয়া তাহার পিঠে উঠে। ধৃষ্টদ্যুম্ন উচ্চবংশ, অর্জ্জুন তাঁহারই ঘরের জামাতা—নিজের ভগিনীপতি, কাজেই তাঁহাকেও নীচু হইয়া চলিতে হইতেছে—আদেশ-নিদেশমত সমরলিপ্ত হইতে হইয়াছে।

করিলাম। আচার্য্যের সহিত শত্রুতা যে আমাদিগের কুলপরম্পরাগত, ইহা সকলেই অবগত আছেন; তোমাদের কি ইহা বিদিত নহে? হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্ম্মিক নহি। আচার্য্য শিষ্যদ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার জয়লাভ হইবে'।"

একোনদ্বিশততম অধ্যায়

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি সাত্যকি-তিরস্কার

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয়, যাঁহাতে লজ্জা ও দেবসেবাব্রত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রধান পুরুষগণ যাঁহার অনুগ্রহে দেবগণেরও দুষ্কর অদ্ভুত কার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই মহর্ষিনন্দন দ্রোণ অশ্বত্থামার মিথ্যা বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণে রোরুদ্যমান হইলে নীচপ্রকৃতি, ক্ষুদ্রমতি, নৃশংসাচারপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে সংহার করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এই বিষয়ে কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না? অতএব ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ও ক্রোধে ধিক্! হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধর ভূপালগণ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দ্রুপদতনয় অর্জ্জুনকে সেই কথা বলিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রূরস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য বীরগণ লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধভরে কহিলেন, 'পরুষ বাক্য-প্রয়োগে প্রবৃত্ত নরাধম এই পাঞ্চালকুলাঙ্গারকে শীঘ্র বিনষ্ট করিতে পারে, এমন কি কোন ব্যক্তিই নাই? হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণ যেমন চণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ তোমার এই পাপকর্ম্ম দর্শনে তোমার নিন্দা করিতেছেন। তুমি এই সাধুলোকের নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে বাক্যব্যয় করিতে কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না? তুমি আচার্য্যবধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার জিহ্বা ও মস্তক কি নিমিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইল না এবং কি নিমিত্তই বা তুমি অধর্ম্মপ্রভাবে অধঃপতিত হইলে না? তুমি এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে শ্লাঘা প্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। তুমি তাদৃশ অনার্য্য কার্য্য সংসাধন করিয়া পুনরায় আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ. অতএব তুমি আমাদিগের বধ্য; তোমাকে আর মুহূর্ত্তকাল জীবিত রাখায় আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে নরাধম! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা সাধু আচার্য্যের কেশ-গ্রহণপূর্ব্বক বধসাধন করিতে অধ্যবসিত[১] হইয়া থাকে? তুমি পাঞ্চালকুলের কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ পুরুষ যশোভ্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি অর্জ্জুনকে ভীষ্মঘাতী বলিতেছ; কিন্তু ভীষ্মদেব স্বয়ংই আপনার বিনাশসাধন করিয়াছেন। তোমার সহোদর শিখণ্ডীই সেই ভীষ্মের নিধনের মূল। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এই পৃথিবীতে পাঞ্চালপুত্রগণ অপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই। তোমার পিতা ভীষ্মের সংহারার্থ শিখণ্ডীকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অর্জ্জুন ভীষ্মের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিখণ্ডীই প্রকৃত ভীষ্মঘাতী। তুমি ও তোমার ভ্রাতা তোমরা উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়; পাঞ্চালগণ তোমাদের নিমিত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি যদি পুনরায় আমার সন্নিধানে পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাহ্মণহন্তা, মনুষ্যেরা তোমার মুখাবলোকন করিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সূর্য্যদর্শন করিয়া থাকে। রে দুর্ব্বৃত্ত! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমার গুরুর গুরুকে বধ করিয়া পুনরায় তিরস্কার করিয়া লজ্জিত হইতেছ না? এক্ষণে তুমি অবস্থান-পূর্ব্বক আমার এক গদাঘাত সহ্য কর; আমিও তোমার গদাঘাত বারংবার সহ্য করিব।'

১। যত্নবান্।

ধৃষ্টদ্যুম্নের সাত্যকি-প্রত্যুক্তি

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, 'হে যুযুধান! তুমি স্বয়ং অনার্য্য ও নীচপ্রকৃতি হইয়া আমাকে নিরপরাধে তিরস্কার করিতেছ। আমি তোমার এই সকল তিরস্কারবাক্য শুনিয়াও তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ইহলোকে ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয়। পাপ কখন ক্ষমাগুণকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপাত্মারা কেবল ক্ষমাবান্‌কে পরাজিত বোধ করিয়া থাকে। তুমি ক্ষুদ্রতম, নীচস্বভাব, পাপপরায়ণ এবং সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় হইয়াও আমার নিন্দা করিতেছ। হে সাত্যকি! তুমি যে নিবারিত হইয়াও ছিন্নভুজ প্রায়োপবিষ্ট[1] ভূরিশ্রবার প্রাণসংহার করিয়াছ, তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্বে দিব্যাস্ত্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিশেষে শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, ইহাতে আমার কি অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা? যে ব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্নবাহু, মুনির ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ও সমরপরাঙ্মুখ ব্যক্তির প্রাণ-সংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কি বলিয়া অন্যের নিন্দা করে? হে যুযুধান! যখন বলবিক্রমশালী সোমদত্ত-তনয় তোমাকে পদাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি সেই সময় কেন তাহাকে সংহারপূর্ব্বক সৎপুরুষোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে না? প্রতাপশালী সোমদত্তপুত্র পার্থ কর্ত্তৃক অগ্রে পরাজিত হইলে তুমি তাহাকে নিপাতিত করিয়াছ। দেখ, দ্রোণাচার্য্য যে যে স্থানে পাণ্ডবসেনা বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি শরসহস্র বর্ষণপূর্ব্বক সেই সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি অন্যনির্জ্জিত ব্যক্তির সংহাররূপ চণ্ডালসদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বয়ং নিন্দনীয় হইয়া আমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতেছ। হে বৃষ্ণিকুলাধম! তুমি পাপকর্ম্মের আবাস[2], আমি তোমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মকারী নহি; অতএব তুমি পুনরায় আমাকে নিষেধ করিও না, মৌনাবলম্বন কর। যদি তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পুনরায় আমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ কর, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে শরনিকর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। রে মূর্খ! কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ যে যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরবগণের অধর্ম্মপ্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও দ্রৌপদী পরিক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উঁহাদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছে। উহারা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক মদ্ররাজকে আপনাদের পক্ষে আনয়ন করিয়া বালক সৌভদ্রকে নিধন করিয়াছে। এ দিকে পাণ্ডবগণের অধর্ম্মাচরণে কুরুপিতামহ ভীষ্মদেব নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা হইয়াও অধর্ম্মসহকারে ভূরিশ্রবার জীবন নাশ করিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ কৌরব ও পাণ্ডবগণ বিজয়াভিলাষী হইয়া এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। হে শৈনেয়! পরম ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন না করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ কর।'

ধৃষ্টদ্যুম্ন-আক্রমণোদ্যত সাত্যকির সান্ত্বনা

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখে এইরূপ পরুষ ও ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় রোষানলে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রথে শরাসন সংস্থাপনপূর্ব্বক সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইয়া কহিলেন, 'হে দুরাত্মন্! তুমি বধার্হ, অতএব তোমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ না করিয়া তোমাকে নিপাতিত করিব।' তখন বাসুদেব সাত্যকিকে সহসা কালান্তক যমের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ ও বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ সাত্যকিকে নিবারিত করিয়া তিনি ছয় পদ গমন করিবামাত্র তাঁহাকে ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি ভীম কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে মহাত্মা সহদেব অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ যুযুধান! অন্ধক, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর অন্য বন্ধু নাই এবং আমরাও অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের,

১। অন্নপান পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবনত্যাগব্রতধারী।
২। চিরস্থায়ী গৃহ—সর্ব্বদা পাপপূর্ণ।

বিশেষতঃ কৃষ্ণের যেরূপ মিত্র, সেরূপ অপর কেহই নহে ; অতএব তোমরা আমাদের যেরূপ মিত্র, আমরাও তোমাদের সেইরূপ সুহৃৎ। আর পাঞ্চাল-গণ সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও পাণ্ডব ও বৃষ্ণিগণ অপেক্ষা প্রিয়সুহৃৎ কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তোমার ও তোমার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশেষ সৌহার্দ্দ থাকাই সঙ্গত, সন্দেহ নাই ; অতএব হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ! এক্ষণে তুমি ধৃষ্টদ্যুম্নের মিত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কোপ সংহারপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর ; ধৃষ্টদ্যুম্নও তোমাকে ক্ষমা করুন ; আমরাও এক্ষণে ক্ষমাবান্ হইতেছি। শান্তি অপেক্ষা হিতকর আর কিছুই নাই।'

হে মহারাজ! সহদেব সাত্যকিকে এইরূপ সান্ত্বনা করিলে দ্রুপদকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে ভীমসেন! তুমি এই যুদ্ধমদান্বিত সাত্যকিকে সত্বর পরিত্যাগ কর। সমীরণ যেমন ভূধরে মিলিত হয়, তদ্রূপ ঐ দুরাত্মা আমার সহিত মিলিত হউক। আমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে ইহার ক্রোধ, যুদ্ধ-শ্রদ্ধা ও জীবন বিনষ্ট করিব। ঐ দেখ, কৌরবগণ পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইতেছে ; আমি অচিরাৎ এই পাপাত্মাকে সংহার পূর্ব্বক উহাদিগকে পরাজিত করিয়া সুমহৎ কার্য্য সংসাধন করিব। অথবা অর্জ্জুন কৌরবগণকে নিবারণ করুন। আমি সায়ক-নিকরে যুযুধানের মস্তকচ্ছেদন করিব। সাত্যকি আমাকে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার ন্যায় বোধ করিতেছে। অতএব আমি সংগ্রামে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে ইহাকে বিনাশ করিব। অথবা সাত্যকি আমাকে সংহার করুক।' ভীমসেনের ভুজদ্বয়ান্তর্গত সাত্যকি পাঞ্চালপুত্রের সেই বাক্য-শ্রবণে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বৃষদ্বয়-সদৃশ বীরদ্বয়কে বহুযত্নে নিবারিত করিলেন। তৎ-পরে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণও সেই ক্রোধসংরক্ত-নেত্র ধনুর্দ্ধারী বীরদ্বয়কে নিবারিত করিয়া যুদ্ধার্থ অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

দ্বিশততম অধ্যায়

সমবেত কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধারম্ভ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা কল্লান্তকালীন অন্তকের ন্যায় শত্রু বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভল্লাস্ত্রের আঘাতে অসংখ্য অরাতি নিপাতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ধ্বজসকল উহার বৃক্ষ, অস্ত্রসমুদয় শৃঙ্গ, গতাসু গজনিচয় মহাশিলা, অশ্বগণ কিংপুরুষ, শরাসন-সকল লতা, রাক্ষসগণ পক্ষী ও ভূতসমুদয় যক্ষ-গণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা মহা-সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় দুর্য্যোধনকে প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্! আমি সত্য বলিতেছি, যখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মযুদ্ধপ্রবৃত্ত আচার্য্যকে অস্ত্রপরিত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন, তখন আজ তাঁহার সমক্ষেই পাণ্ডব সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিব। আর যদি পাণ্ডব-পক্ষীয়েরা রণে পরাঙ্মুখ না হইয়া আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকলেই আমার হস্তে নিহত হইবে। তুমি আমাদিগের সেনা-সমুদয় প্রতিনিবৃত্ত কর।"

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দ্রোণতনয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৈন্য-গণকে ভয়শূন্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরি-পূর্ণ অর্ণবদ্বয়ের ন্যায় পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যের ভয়ানক সমাগম সমাহিত হইল। কৌরবগণ অশ্ব-ত্থামার উত্তেজনায় স্থিরচিত্ত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আচার্য্যনিধনে নিতান্ত হৃষ্ট ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় বীরগণ জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমরাঙ্গনে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পর্ব্বত পর্ব্বতে এবং সাগর সাগরে যেরূপ পরস্পর প্রতিঘাত হইয়া থাকে, কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যের তদ্রূপ প্রতি-ঘাত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ হৃষ্টচিত্তে সহস্র শঙ্খ ও ভেরী নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিলে সমুদ্রমন্থনসময়ে যেরূপ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, সৈন্যমধ্যে তদ্রূপ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র ত্যাগে যুধিষ্ঠিরের ভয়

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে দীপ্তাস্য পন্নগের ন্যায় অসংখ্য প্রজ্বলিত শরজাল বিনির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যাকুলিত করিয়া মুহূর্তমধ্যেই দিবাকরকিরণের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সেই সেনামণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। লৌহময় বজ্রমুষ্টি-সকল গগনমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃ-পদার্থের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শতঘ্নী, বজ্রমুষ্টি, গদা ও সূর্য্যমণ্ডলাকার ক্ষুরধার চক্র-সকল দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে অস্ত্রনিচয়ে গগনমণ্ডল সমাকীর্ণ হইলে, পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ যে যে স্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, নারায়ণাস্ত্র সেই সেই স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেকে সেই অনল-সদৃশ নারায়ণাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইলেন। শিশিরাপগমে হুতাশন যেরূপ শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই নারায়ণাস্ত্র পাণ্ডবসেনাগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার অস্ত্র-প্রভাবে স্বীয় সৈন্যমধ্যে কতকগুলিকে বিনষ্ট, কতকগুলিকে জ্ঞানশূন্য ও কতকগুলিকে ধাবমান এবং অর্জ্জুনকে সমরে উদাসীন অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে কহিলেন, 'হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি পাঞ্চাল-সেনাসমভিব্যাহারে পলায়ন কর; হে সাত্যকে! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব জনসমূহের উপদেষ্টা। উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইবেন। হে সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। আমি নিশ্চয়ই সোদরগণের সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায়! আমি ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে দ্রোণপুত্রস্বরূপ গোষ্পদে বন্ধুগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম। আমি সচ্চরিত্র আচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া ধনঞ্জয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হউক। রণবিশারদ ক্রূরকর্ম্মা মহারথগণ যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুকে বিনাশ করেন, তখন যে দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই, দীনভাবাপন্ন সভাগত দ্রৌপদী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যিনি পুত্র-সমভিব্যাহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্যান্য সমস্ত সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হইলে যিনি অর্জ্জুন-জিঘাংসু দুর্য্যোধনকে কবচবদ্ধ ও সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা আমার জয়াভিলাষী সত্যজিৎপ্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন এবং কৌরবগণ অধর্ম্মপূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে যিনি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারিত করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পরমসুহৃৎ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন; এক্ষণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত হইব।'

অস্ত্রপরিত্যাগে কৃষ্ণের পরামর্শ—ভীমের অনিচ্ছা

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর মহাত্মা বাসুদেব বাহুসঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য-গণকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতলে অবতীর্ণ হইলে এ অস্ত্র আর আমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার এইমাত্র উপায় আছে। যে যে স্থানে শত্রুনিবারণার্থ বা অস্ত্রবলনিরাকরণার্থ যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কৌরবেরা অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধকার্য্যে আহূত হওয়া দূরে থাক্, যাঁহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, তাঁহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবে।' হে মহারাজ! পাণ্ডব-পক্ষীয়েরা বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই অস্ত্র ও যুদ্ধচিন্তা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল।

তখন মহাবীর ভীমসেন যোধগণকে অস্ত্র-পরিত্যাগে উদ্যত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা কদাচ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকরনিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণ-পুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করিয়া অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন

কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবতসদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুত নাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকমধ্যে আমিও তদ্রূপ। আজ আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র-নিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিযোদ্ধা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। হে অর্জ্জুন! তুমি গাণ্ডীব-ধনু পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে।' অর্জ্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহাবীর! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি গাণ্ডীব ধারণ করি না, ইহা আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম।' শত্রু-নিসূদন ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণানন্তর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন মেঘগম্ভীরনিস্বন স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিয়া নিমেষমধ্যে তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া প্রদীপ্তাগ্র মন্ত্রপূত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই কাঞ্চন-স্ফুলিঙ্গসদৃশ দীপ্তাস্য[১] ভুজঙ্গতুল্য প্রজ্বলিত মর্ম্মভেদী শরসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রজনীযোগে খদ্যোত-পরিবেষ্টিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অশ্বত্থামার সেই ভীষণ অস্ত্র তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়া অনিলোদ্ধূত[২] অগ্নির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সকলে রথ ও অশ্ব হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে ন্যস্তায়ুধ[৩] ও বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই বিপুলবীর্য্য ভীষণ অস্ত্র ভীমসেনের মস্তকে পতিত হইল। তখন প্রাণিগণ ও বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা ভীমসেনকে তেজোদ্বারা পরিবৃত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

১। জ্বলিতবদন। ২। বায়ুযোগে পরিবর্দ্ধিত। ৩। ত্যক্ত অস্ত্র।

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

নারায়ণাস্ত্রদগ্ধ ভীমরক্ষার্থে বিষ্ণুমায়াবিস্তার

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুন ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অস্ত্রের তেজ ধ্বংস করিবার মানসে বৃকোদরকে বারুণাস্ত্রে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের লঘুহস্ততা-প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে নারায়ণাস্ত্র বারুণাস্ত্রে পরিবৃত হইলে উহা কাহারও নেত্রগোচর হইল না। ক্ষণৈক[১] পরে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্রপ্রভাবে অশ্ব, সারথি ও রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া পাবকমধ্যস্থিত জ্বালাব্যাপ্ত দুর্লক্ষ্য অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! নিশাবসানে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অস্তগিরিতে গমন করে, তদ্রূপ অসংখ্য শরজাল ভীমসেন-রথে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বৃকোদর অশ্বত্থামার অস্ত্রে সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রদীপ্ত অনলে পরিবেষ্টিত হইলেন। প্রলয়কালীন হুতাশন যেমন এই চরাচর জগৎ ধ্বংস করিয়া বিশ্বস্রষ্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার ভীষণাস্ত্র ভীমশরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, উহা কি সূর্য্যপ্রবিষ্ট অনলের ন্যায় বা অনলে প্রবিষ্ট সূর্য্যের ন্যায়, কাহারও তাহা বোধগম্য হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী-বিবর্জ্জিত, পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণকে নিক্ষিপ্তাস্ত্র[২] ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণকে সমরবিমুখ অবলোকন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ ও ভীম-সমীপে গমন-পূর্ব্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবলসম্ভূত তেজোরাশিমধ্যে অবগাহন করিলেন। নারায়ণাস্ত্রসম্ভূত হুতাশন সেই বীরদ্বয়ের অস্ত্রপরিত্যাগ, বীর্য্যবত্তা ও বারুণাস্ত্রের প্রভাব নিবন্ধন তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণাস্ত্রের শান্তির নিমিত্ত বলপূর্ব্বক ভীমসেনকে ও তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র-সকল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণ-নন্দনের সুদুর্জ্জয় অস্ত্রও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বাসুদেব ভীমসেনকে কহিলেন, 'হে পাণ্ডুনন্দন!

১। এক-ক্ষণ—অতি অল্পকাল। ২। অস্ত্রত্যাগী।

তুমি নিবারিত হইয়াও কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ না? যদি এক্ষণে যুদ্ধ দ্বারা কৌরবগণকে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম এবং এই মহারথগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতেন না। ঐ দেখ, তোমার পক্ষীয় সমুদয় বীরগণই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ কর।' বাসুদেব ইহা কহিয়া বৃকোদরকে রথ হইতে ভূতলে আনয়ন করিলে, ভীমসেন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোষে লোহিতনেত্র হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ করিলেন; নারায়ণাস্ত্রও প্রশান্ত হইল।

পাণ্ডবাস্ত্রত্যাগে নারায়ণাস্ত্রবিফলতা

হে মহারাজ! এইরূপে বিধিনির্ব্বন্ধের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা-নিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাস্ত্রের সুদুঃসহ তেজ প্রশান্ত হইলে সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ নির্ম্মল হইল; বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ শান্তভাব অবলম্বন করিল; যোধ ও বাহনগণ আনন্দিত হইলেন এবং ভীমসেন প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন হতাবশিষ্ট পাণ্ডবসেনাগণ সেই নারায়ণাস্ত্রের সংহার অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে দ্রোণপুত্রকে কহিলেন, 'হে অশ্বত্থামন্! পাঞ্চালগণ বিজয়বাসনায় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমিও পুনর্ব্বার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর।' দ্রোণনন্দন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! সেই অস্ত্র আর প্রত্যাবর্ত্তিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রযোক্তার প্রাণ সংহার করে। বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত শত্রু-সংহার হইল না। যাহা হউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান। বরং পরাজয় অপেক্ষা প্রাণত্যাগই শ্রেয়স্কর। ঐ দেখ, শত্রুগণ শস্ত্রপ্রভাবে পরাজিত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে আচার্য্যকুমার! যদি এক্ষণে পুনারায় সেই অস্ত্রপ্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্য অস্ত্র দ্বারা গুরুহন্তা পাণ্ডবগণকে নিপাতিত কর। দিব্যাস্ত্র-সকল তোমাতে ও অমিততেজাঃ মহাদেবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার'।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত হইলে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত পাণ্ডবগণকে অবলোকনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কি কার্য্য করিলেন?"

যুদ্ধে অশ্বত্থামার পুনঃ অভ্যুত্থান—পাণ্ডব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সিংহলাঙ্গুলকেতন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবিনাশে ক্রোধান্বিত হইয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবেগে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে, সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত পঞ্চবিংশতি শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া, সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া, তাঁহাকে বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অস্ত্র-বিশারদ মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি গমনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার মস্তকোপরি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ স্মরণে ক্রোধান্বিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শর ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে শর-নিকরে পীড়িত করিয়া তাঁহার সারথি, রথ ও অশ্ব-সমুদয় বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুচরগণও অশ্বত্থামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন পাঞ্চাল-সৈন্যগণ নিশিত শরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত কাতর হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি যোধগণকে পরাঙ্মুখ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ আট ও তৎপরে বিংশতি বাণে অশ্বত্থামা ও তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে দ্রোণপুত্রের সুবর্ণমণ্ডিত ও

অশ্বযুক্ত রথ চূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা এইরূপে শরজালে সংবৃত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারথ দুর্য্যোধন আচার্য্য-পুত্রকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কর্ণ পঞ্চাশৎ, দুঃশাসন এক শত ও বৃষসেন সাত শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে ক্ষণকালমধ্যে তাঁহাদিগকে রথবিহীন ও সমরপরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে অশ্বত্থামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক শত শত শরবর্ষণ করিয়া সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ সাত্যকি অশ্বত্থামাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রথবিহীন ও সমর-পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ সাত্যকির পরাক্রম-দর্শনে প্রীত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম[১] সাত্যকি এইরূপে ভারদ্বাজতনয়কে রথবিহীন করিয়া বৃষসেনের অনুগামী ত্রিসহস্র মহারথ, কৃপাচার্য্যের সার্দ্ধ অযুত হস্তী ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্ব বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক রোষাবিষ্টচিত্তে সাত্যকির বিনাশ-বাসনায় ধাবমান হইলেন। অরাতিপাতন সাত্যকি পুনরায় দ্রোণপুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া উপর্য্যু-পরি নিশিত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন, 'হে সাত্যকে! আচার্য্যঘাতী দুষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যে তোমার পক্ষপাত আছে, তাহা আমার অবিদিত নাই; কিন্তু তুমি কখনই আমার হস্ত হইতে উহাকে পরিত্রাণ করিতে বা স্বয়ং পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। আমি সত্য ও তপস্যা দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ না করিয়া কখনই শান্তিলাভ করিব না। তুমি পাণ্ডব-সৈন্য, বৃষ্ণিসৈন্য ও সোমকদিগকে একত্র করিলেও আমি তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিব।'

১। অব্যাহত বল।

অশ্বত্থামার শরে সুদর্শনাদি সংহার

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপ কহিয়া পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি এক সূর্য্যরশ্মিসদৃশ সুপর্ব্ব উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামার শরাসন-নিক্ষিপ্ত সায়ক সাত্যকির বর্ম্মসংবৃত দেহ ভেদ করিয়া ভুজঙ্গ যেমন নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিল-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি সেই বাণের আঘাতেই অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিমাত্র কাতর ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। তখন সারথি সত্বর তাঁহাকে লইয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিল। তখন ভারদ্বাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে এক আনতপর্ব্ব সুপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাঞ্চালতনয় পূর্ব্বেই অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় শরপীড়িত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরের ন্যায় অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবপক্ষ হইতে মহা-বীর অর্জ্জুন, ভীমসেন, পুরুবংশোদ্ভব বৃহৎক্ষত্র, চেদি-দেশীয় যুবরাজ ও অবন্তীনাথ সুদর্শন—এই পাঁচ মহারথ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে অশ্বত্থামার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই বিংশতি পদ গমনপূর্ব্বক যত্ন-সহকারে ক্রোধাবিষ্ট গুরুপুত্রের উপর যুগপৎ পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্ব-থামা আশীবিষসদৃশ পঞ্চবিংশতি শর দ্বারা একেবারে তাঁহাদিগের পঞ্চবিংশতি বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; পরে বৃহৎক্ষত্রকে সাত, অবন্তীনাথকে তিন, অর্জ্জুনকে এক ও বৃকোদরকে ছয় শরে নিপীড়িত করিলেন। মহারথগণ অশ্বত্থামার শরে বিদ্ধ হইয়া কখন সকলে যুগপৎ, কখন পৃথক্ পৃথক্ সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পরে যুবরাজ বিংশতি, অর্জ্জুন আট ও অন্য তিন জনে তিন তিন শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে ছয়, বাসুদেবকে দশ, ভীমসেনকে পাঁচ, যুবরাজকে চারি এবং মালব ও পৌরবকে দুই দুই বাণে আহত করিয়া ভীমসেনের সারথির উপর ছয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং দুই বাণে তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পার্থের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম উগ্রতেজাঃ দ্রোণতনয়ের অগ্র ও পশ্চাদ্‌ভাগে নিক্ষিপ্ত সুনিশিত শরজালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি সুনিশিত তিন শরে সন্নিহিত রথারূঢ় সুদর্শনের ইন্দ্রকেতুসদৃশ ভুজদ্বয় ও মস্তক যুগপৎ ছেদনপূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা পৌরবকে আহত এবং শরনিকরে তাঁহার হরিচন্দন চর্চ্চিত বাহুদ্বয় ও রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্ল দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় নীলোৎপলসমদ্যুতি চেদিদেশীয় যুবরাজ সারথি এবং অশ্বগণের সহিত অশ্বত্থামার প্রজ্বলিত অনলতুল্য শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভীম-অশ্বত্থামার যুদ্ধ—পাণ্ডব-পরাজয়

তখন মহাবাহু ভীমসেন মালব, পৌরব ও চেদিদেশীয় যুবরাজকে দ্রোণপুত্রের শরে নিহত দেখিয়া সরোষ নয়নে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গসদৃশ সুনিশিত শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাতেজাঃ দ্রোণতনয় সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরজাল নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে শরবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহামনাঃ দ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীমসেনকে শরজালে নিপীড়িত করিলেন। এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ও ভীমসেন জলধারাবর্ষী জলধরদ্বয়ের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ দিনকর মেঘজালে আবৃত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ দ্রোণকুমার ভীমনামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন, ভীমসেনও দ্রোণপুত্র-ত্যক্ত নতপর্ব্ব শরজালে আহত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় বৃকোদর দ্রোণ-পুত্রের অসংখ্য শরে আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় সুবর্ণবিভূষিত যমদণ্ড সদৃশ নিশিত দশ নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। ভুজঙ্গমগণ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই নারাচসকল দ্রোণপুত্রের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বত্থামা এইরূপে মহাত্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া সরোষ-নয়নে ও শোণিতাক্তকলেবরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া আকর্ণ-পূর্ণ আশীবিষসদৃশ শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন; সমরশ্লাঘী ভীমসেনও তাঁহার বলবীর্য্য স্মরণ করিয়া ভীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিশিত শরজালে ভীমসেনের কার্ম্মুক ছেদন ও কলেবর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শাণিত পাঁচ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই রোষতাম্রাক্ষ বীরদ্বয় বর্ষাকালীন বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ তলশব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত দিনকরসদৃশ প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন সুবর্ণভূষিত শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক শরবর্ষী ভীমসেনের প্রতি সরোষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে কখন্ শরনিকর গ্রহণ, কখন্ সন্ধান, কখন্ আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহার চাপমণ্ডল অলাতচক্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং শরাসনচ্যুত সহস্র সহস্র শর আকাশমার্গে শলভশ্রেণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন ভীমসেনের রথ দ্রোণপুত্রের সেই সুবর্ণালঙ্কৃত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা ভীমপরাক্রম ভীমসেনের অদ্ভুত বলবীর্য্য ও কার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্বত্থামার সেই শরবৃষ্টি জলধারার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ ভীষণ শরাসন সমাকৃষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভমান হইল এবং ঐ চাপ হইতে সহস্র সহস্র শর বিনির্গত

হইয়া রণবিশারদ দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় মহাবেগে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমীরণও সেই শরবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। তৎপরে দ্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশ-কামনায় কাঞ্চনমণ্ডিত তৈলধৌত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। বলবান্ ভীমসেন বিশিখ দ্বারা অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদনপূর্ব্বক দ্রোণপুত্রকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাঁহার বিনাশার্থ পুনরায় ভীষণ শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা অস্ত্র দ্বারা সেই ভীমনির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিবারণপূর্ব্বক ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেন। তখন বলবান্ বৃকোদর চাপবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অশ্বত্থামার রথের প্রতি সুদারুণ রথ-শক্তি নিক্ষেপ করিলেন; দ্রোণকুমারও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে মহোল্কা সদৃশ সহসা সমাগত রথশক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বিশিখজালে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় আনতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের সারথির ললাট বিদারণ করিলেন। সারথি অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমোহিত হইল। সারথি মোহিত হইলে অশ্বগণ ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অপরাজিত অশ্বত্থামা ভীমসেনকে পলায়মান ও অশ্বগণ কর্ত্তৃক সমর হইতে অপনীত অবলোকন করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে বিপুল শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভীমসেন পলায়নপরায়ণ হইলে পাঞ্চালগণও ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দ্রোণতনয় সেই পলায়মান পাণ্ডব-সেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া মহাবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে ব্যথিত হইয়া ভীতমনে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।"

—

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

অর্জ্জুন-অশ্বত্থামার যুদ্ধ—কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমস্ত সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া অশ্বত্থামাকে সংহার করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রযত্নে নিবারিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র ধনঞ্জয়, সোমক, যবন, মৎস্য ও অন্যান্য কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলাঙ্গুলধ্বজ অশ্বত্থামার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে গুরুপুত্র! তুমি পুনরায় আমাকে তোমার সেই বল, বীর্য্য, জ্ঞান, পুরুষকার, দিব্য তেজ এবং ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের প্রতি প্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি প্রদর্শন কর। এক্ষণে দ্রোণসংহারকারী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন; অতএব তুমি সেই কালানলতুল্য বিপক্ষগণের অন্তক-সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং আমার ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত, আমি অদ্যই তোমার দর্প চূর্ণ করিব'।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহাবল-পরাক্রান্ত ও সম্মানভাজন। অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সবিশেষ প্রীতি আছে এবং অর্জ্জুনও তাঁহার প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। অর্জ্জুন স্বীয় প্রিয়সখা অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বে কখনই এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে নাই; কিন্তু আজ কি নিমিত্ত তাঁহাকে এইরূপ কহিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সেই সমস্ত বাক্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের মর্ম্মদেশ নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার চেদিদেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহৎক্ষত্র ও মালবদেশীয় সুদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হইলে পূর্ব্বদুঃখ-সমুদয় স্মৃতিপথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় সম্মানভাজন অশ্বত্থামার উপর নিতান্ত অনুপযুক্ত, অশ্লীল ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য-তনয় ক্রোধোপহতচিত্তে ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপে

অভিহিত হইয়া তাঁহার ও বিশেষতঃ বাসুদেবের উপর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমন পুরঃসর যত্নসহকারে দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বিধূম পাবকসদৃশ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুগণের উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে নভোমণ্ডলে জ্বালা-করাল ভীষণ শরবৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিল। ঐ সময় গগনতল হইতে মহোল্কাসকল নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল-মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকার সহসা সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষস ও পিশাচগণ সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অমঙ্গলজনক সমীরণ প্রবাহিত হইল। সূর্য্যদেব আর উত্তাপপ্রদানে সমর্থ হইলেন না। বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর-রবে চীৎকার করিতে লাগিল। জলদজাল রুধিরধারা বর্ষণপূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে গো প্রভৃতি পশু, পক্ষী ও ব্রতপরায়ণ মুনিগণ শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। মহাভূত-সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, সূর্য্যের সহিত সমুদয় বিশ্ব উদ্‌ভ্রান্ত ও জ্বরাবিষ্টের ন্যায় নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অস্ত্রতেজে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। জলাশয়-সকল সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থিত জীবজন্তুগণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোন ক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইল না। ঐ সময় দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল হইতে গরুড় ও সমীরণের তুল্য বেগশালী নানাবিধ শরনিকর প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অরাতিগণ মহাবীর অশ্বত্থামার বজ্রবেগতুল্য সেই সমস্ত শর দ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া অনলদগ্ধ পাদপের ন্যায় নিপতিত হইল। উন্নতকায় মাতঙ্গগণ শরানলে দগ্ধ হইয়া জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি অরণ্যমধ্যে দাবানল-পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন ভীতচিত্তে অনবরত চীৎকার করিয়া ধাবমান হইল। অশ্ব ও রথ-সকল কাননমধ্যে দাবানল-দগ্ধ মহীরুহশিখরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক রথ ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ভগবান্ হুতাশন প্রলয়কালীন সংবর্ত্তক অনলের ন্যায় সেই পাণ্ডব-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অশ্বত্থামার শরপ্রভাবে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে মহাবীর অর্জ্জুন ও সমস্ত সৈন্যগণকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা ঐ সময় ক্রোধভরে যেরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে আর কখনই সেরূপ অস্ত্র দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

এইরূপে অশ্বত্থামার শরজালপ্রভাবে সমুদয় সৈন্য নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় উহা প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন মুহূর্ত্তকালমধ্যে সেই গাঢ়তর অন্ধকার নিরাকৃত ও দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল; সুশীতল অনিল প্রবাহিত হইতে লাগিল; ঐ সময়ে আমরা সেই অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রতেজে দগ্ধ ও অনভিব্যক্তরূপে নিহত নিরীক্ষণ করিলাম। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ঘোর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া অক্ষতশরীরে পতাকা, ধ্বজ, রথ, অশ্ব, অনুকর্ষ ও আয়ুধের সহিত সুশোভিত এবং নভোমণ্ডলে চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় অবলোকিত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে তুমুল কোলাহল এবং শঙ্খ ও ভেরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। উভয়-পক্ষীয় সেনাগণ কেশব ও অর্জ্জুনকে তেজঃ-সমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছিল, এক্ষণে ঐ বীরদ্বয়কে অক্ষত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তখন কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে প্রফুল্লচিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তেজঃপ্রতিমুক্ত অবলোকন করিয়া দুঃখিতমনে মুহূর্ত্তকাল তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে শোকাকুলচিত্তে বিষণ্ণমনে দীর্ঘ উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কার্ম্মুক পরিহারপূর্ব্বক মহাবেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া 'অহো ধিক্! সমুদয়ই মিথ্যা' এই কথা বারংবার উচ্চারণ করিয়া রণস্থল হইতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

অস্ত্রব্যর্থতার কারণজিজ্ঞাসায় ব্যাসের উত্তর

অনন্তর অশ্বত্থামার গমনকালে নীরদশ্যামল বেদবিভক্তা[১] দেবী সরস্বতীর আবাসস্বরূপ ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দ্রোণতনয় মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক দীনভাবে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,—'ভগবন্! আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত নিষ্ফল হইল? কোন্ মায়া-প্রভাবে বা আমার কোন্ ব্যতিক্রম হওয়াতে এই শক্তির অনিয়ম ঘটিয়াছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় যে জীবিত আছেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য। যাহা হউক, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি সর্প, কি পক্ষী, কি মানুষ, কেহই উহা নিষ্ফল করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এক্ষণে সেই মৎপ্রযুক্ত মর্ম্মঘাতী অস্ত্র কেবল সেই অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিয়াই প্রশান্ত হইল। মর্ত্ত্যধর্ম্মপরায়ণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় কি নিমিত্ত উহাতে বিনষ্ট হইলেন না? হে ভগবন্! আপনি ইহার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।'

কৃষ্ণ-অর্জ্জুন-অশ্বত্থামার পূর্ব্ববৃত্তান্ত

মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—'হে ভারদ্বাজ-তনয়! তুমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমাকে যে গুরুতর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পূর্ব্বতন লোকদিগের পূর্ব্বজ বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ দেবকার্য্যসাধনার্থ ধর্ম্মের পুত্র হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সেই সূর্য্য ও অনলপ্রতিম কমললোচন মহাতেজাঃ হিমালয় পর্ব্বতে প্রথমতঃ ষষ্টি লক্ষ ও ষষ্টি সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে পরিশুষ্ক করিয়াছেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণকাল অন্য কঠোর তপশ্চরণ করিয়া তেজঃ-প্রভাবে রোদসী[২] পরিপূরিত করিলেন এবং পরিশেষে সেই তপঃপ্রভাবে নিতান্ত নির্লেপ[৩] হইয়া একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য দেবাদিদেব বিশ্বযোনি জগৎপতি পশুপতির সন্দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। মহাত্মা ত্রিপুরনিসূদন শম্ভু সর্ব্বদেবের প্রভু এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি রুদ্র, ঈশান, হর, জটাজুটধারী, চৈতন্যস্বরূপ এবং স্থাবর ও জঙ্গমের নিদানভূত। তিনি শুভ্র, দুর্নিবার, তিগ্মমন্যু[১] সর্ব্বসংহর্ত্তা, প্রচেতা[২], অনন্তবীর্য্য এবং দিব্য শরাসন, তূণীর, হিরণ্যবর্ম্ম, পিনাক, বজ্র, শূল, পরশু, গদা, সুদীর্ঘ অসি ও মুষলধারী। অহি তাঁহার যজ্ঞোপবীত, পরিধেয় ব্যাঘ্রাজিন, করে দণ্ড ও বাহুতে অঙ্গদ; তিনি সতত জীবসমূহে পরিবেষ্টিত, অদ্বিতীয় পুরুষ ও তপস্যার নিধান। বৃদ্ধেরা ইষ্টবাক্য দ্বারা সতত তাঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, অগ্নি ও এই জগতের পরিণাম। দুরাচারেরা কখনই সেই মোক্ষদাতা ব্রহ্মবেদী, নিহন্তা[৩] আদিপুরুষের দর্শনে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশোক ও নিষ্পাপ হইলে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন।

হে ভারদ্বাজতনয়! ভগবান্ নারায়ণ সেই তেজো-নিধান, অক্ষমালাধারী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়মান, অন্ধকনিপাতক বিরূপাক্ষকে দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপুরঃসর ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন,—হে আদিদেব! হে বরেণ্য, দেবগণেরও পূর্ব্বজ, যে প্রজাপতিগণ এই বসুন্ধরা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার দেহ-সম্ভূত। তুমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, নাগ, নর, সুপর্ণ প্রভৃতি বিবিধ জীবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার নিমিত্ত ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, সোম ও পিতৃলোকেরা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতে-ছেন। রূপ, জ্যোতি, শব্দ, আকাশ, বায়ু, স্পর্শ, আজ্য, সলিল, গন্ধ, উর্ব্বী, কাল, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, বেদ এবং চরাচর বিশ্ব তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; তোমার প্রভাবে সলিলরাশি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত একাকার হয়। কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রাণিগণের এইরূপ উৎপত্তি ও সংহার অবগত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বপ্রকাশ, সত্যস্বরূপ মনোগম্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষী, চতুর্বিধ বাক্যরূপ শাখাসম্পন্ন পিপ্পলবৃক্ষ এবং পঞ্চ মহাভূত, মন ও বুদ্ধি—এই সাত ও শরীরপ্রতিপালক

১। বেদের বিভাগকর্ত্তা। ২। অন্তরীক্ষ। ৩। নির্ম্মল।

১। উগ্রক্রোধী। ২। প্রজাপতি। ৩। সংহারকর্ত্তা।

অন্য দশ ইন্দ্রিয়রূপ রক্ষকের সৃষ্টি করিয়াছ। কিন্তু তুমি ঐ সমুদয় হইতে স্বতন্ত্র। অনন্তত্বপ্রযুক্ত তুমি অনির্দ্দেশ্য; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় তোমারই সৃষ্ট এবং তোমা হইতেই সপ্ত ভুবন ও বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত; এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। তুমি বিপক্ষেরও বিপক্ষ, এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর; বিপক্ষতাচরণ করিও না। তুমি বৃহৎ, প্রকাশস্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় ও আত্মা; লোকে তোমার তত্ত্ব অবগত হইলেই তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে দেবপ্রধান! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বধর্ম্মবেদ্য; আমি তোমাকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বিকৃত না হইয়া আমাকে আমার অভিলষিত নিতান্ত দুর্ল্লভ বর প্রদান কর।

হে দ্রোণপুত্র! নারায়ণ অচিন্ত্যাত্মা পিনাকপাণি নীলকণ্ঠকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া কহিলেন,—হে নারায়ণ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া কহিতেছি যে, মনুষ্য দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য বলশালী হইবে না। দেব, অসুর, উরগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, নর, রাক্ষস বা সুপর্ণগণ বিশ্বমধ্যে কেহই তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরাঙ্গনে আমা হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে; আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শস্ত্র, কি বজ্র, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আর্দ্র বস্তু, কি শুষ্ক পদার্থ, কি স্থাবর, কি জঙ্গম দ্রব্য, কিছুতেই তোমার ক্লেশোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভারদ্বাজতনয়! পূর্ব্বকালে হৃষীকেশ এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বাসুদেবরূপে মায়াপ্রভাবে সমুদয় জগন্মণ্ডল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাত্মা অর্জ্জুন তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। উনি সেই নারায়ণের তপঃপ্রভাব-সঞ্জাত নরনামা মহর্ষি। ঐ দুই মহাত্মা আদ্য দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। উঁহারা লোকযাত্রাবিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহামতে! তুমিও সেই কর্ম্ম এবং তপোবলে তেজঃ ও ক্রোধযুক্ত হইয়া রুদ্রদেবের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বজন্মে একজন দেবতুল্য বিজ্ঞ মুনি ছিলে। তুমি এই জগৎকে মহেশ্বরময় জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রিয়চিকীর্ষায় নিয়ম দ্বারা আত্মাকে পরিক্লিষ্ট এবং পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে অর্চ্চিত করিয়াছ। ভগবান্ রুদ্রদেব তোমার পূজায় প্রীত হইয়া তোমাকেও অভিমত উৎকৃষ্ট বর-সকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জন্ম, কর্ম্ম ও তপস্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্রূপ। তাঁহারা যেরূপ যুগে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবকে সর্ব্বরূপ অবগত হইয়া সতত শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই রুদ্রসম্ভূত ও রুদ্রভক্ত কেশব। উহাতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ নিরন্তর বিদ্যমান আছে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থানলাভার্থ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; ভগবান্ বাসুদেব শিবলিঙ্গকে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-কারণ জানিয়া সতত অর্চ্চনা করেন; মহাত্মা বৃষভধ্বজও কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।'

হে মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় মহারথ দ্রোণপুত্র বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রুদ্রদেবকে নমস্কার ও কেশবকে মহান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার গাত্র পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎপরে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদনপূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া অবহার করিলেন, তখন পাণ্ডবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন মাত্র যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সেনা বিনাশপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সমরাঙ্গনে আচার্য্য নিহত হওয়াতে কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।"

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

অর্জ্জুনের নিজ জয়কারণ জিজ্ঞাসায় ব্যাসোক্তি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অতিরথাগ্রগণ্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক নিহত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য নিপতিত ও কৌরবগণ রণপরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় স্বীয় বিজয়াবহ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ভগবন্! আমি যৎকালে সংগ্রামে সুনিশিত শরনিকরে শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে পাবকসন্নিভ কোন পুরুষকে আমার অগ্রভাগে অবলোকন করিলাম। তিনি শূল উত্তোলনপূর্ব্বক যে যে দিকে ধাবমান হইলেন, সেই সেই দিকের বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সকলে বোধ করিল যে, আমা হইতেই সমুদয় সৈন্য ভগ্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ আমি তৎকালে কেবল সেই হুতাশনসন্নিভ পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে পীড়িত করিয়াছি। হে মহর্ষে! সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শূলপাণি মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূতলে পাদ-স্পর্শ বা শূল পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার তেজঃপ্রভাবে শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল বিনির্গত হইতে লাগিল।'

ব্যাসদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের নিদানস্বরূপ, সর্ব্বশরীরশায়ী[১] ত্রৈলোক্যশরীর[২], সর্ব্বলোকনিয়ন্তা তেজোময়, দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়াছ। যে মহাত্মা ভুবনব্যাপী, জটিল, মঙ্গলদায়ক, ত্রিনেত্র, মহাভুজ, রুদ্র, শিখী, চীরবাসা, স্থাণু, বরদাতা, জগৎপ্রধান, জগদানন্দকর, জগদ্‌যোনি, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ্বর, কর্ম্মের ঈশ্বর, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, ত্রিকালস্রষ্টা, যোগস্বরূপ, যোগেশ্বর, সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, দুর্জ্জেয়, জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানগম্য, লোকত্রয়বিধাতা, লোকত্রয়ের আশ্রয়, জন্মমৃত্যুজরাবিহীন ও ভক্তগণের বাঞ্ছিতপ্রদ, তুমি সেই দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। বামন, জটিল, মুণ্ডী[৩] হ্রস্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, মহোৎসাহ ও মহাকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত বেশধারী বিকৃতানন, বিকৃতপাদ প্রাণিগণ তাঁহার পারিষদ্। তিনি তাঁহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তোমার অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহাধনুর্দ্ধর মহেশ্বর ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণের রক্ষিত সেনাগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করিতে পারে?

ব্যাস কর্ত্তৃক রুদ্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তন

যাহা হউক, মহাত্মা মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত হইলে কোন ব্যক্তিই সংগ্রামে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার সমান আর কেহই নাই। মহাদেব কোপাবিষ্ট হইলে তাঁহার আগমনেই অসংখ্য সৈন্য নিহত, কম্পিত ও পতিত হইয়া থাকে। স্বর্গে সুরগণ নিরন্তর তাঁহাকে নমস্কার করেন। যে সমস্ত স্বর্গলাভোপযুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য মানবগণ সেই উমাপতি মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া পরলোকে সদ্‌গতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সেই রুদ্র, নীলকণ্ঠ, সূক্ষ্ম, দীপ্ততম, কপর্দ্দী, করাল, পিঙ্গলাক্ষ, বরদ, যাম্য, রক্তকেশ, সদাচারনিরত, শঙ্কর, কল্যাণকর, হরিনেত্র, স্থাণু, হরিকেশ, কৃশ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান্ বহুরূপ, প্রিয়, প্রিয়বাসা, উষ্ণীষধর, সুবক্ত্র, বৃষ্টিকর্ত্তা, গিরিশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, সুবর্ণালঙ্কৃতবাহু, উগ্র, দিক্‌পতি, পর্জ্জন্যপতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, গোপতি, বৃক্ষাবৃতদেহ, সেনানী, অন্তর্যামী, স্রুবহস্ত, ধনুর্দ্ধর, ভার্গব, বিশ্বপতি, মুঞ্জবাসা, সহস্রমস্তক, সহস্রনয়ন, সহস্রবাহু ও সহস্রচরণ, ভূতভাবন ভগবানকে নিরন্তর নমস্কার কর। যিনি বরদ, ভুবনেশ্বর, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, প্রজাপতি, অনাকুল, ভূত-পতি, অব্যয়, কপর্দ্দী, ব্রহ্মাদির ভ্রাময়িতা প্রশস্তগর্ভ, বৃষধ্বজ, ত্রৈলোক্যসংহারসমর্থ, ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মপ্রধান, ইন্দ্রাদির শ্রেষ্ঠ, বৃষাঙ্ক, ধার্ম্মিকগণের বহু ফলপ্রদ, সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, যোগধর্ম্মৈকগম্য, শ্রেষ্ঠ প্রহরণধারী, ধর্ম্মাত্মা, মহেশ্বর, মহোদর, মহাকায়, দ্বীপিচর্ম্মবাসা, লোকেশ, বরদ, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ত্রিশূলপাণি, খড়্গচর্ম্মধারী, পিনাকী, লোকপতি ও ঈশ্বর, তুমি সেই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। আমি সেই চীরবাসা শরণ্য ঈশানদেবের শরণাপন্ন হইলাম। সেই বৈশ্রবণসখা, সুরেশ, সুবাসা, সুব্রত, সুধন্বা, প্রিয়ধন্বা, বাণস্বরূপ, মৌর্ব্বীস্বরূপ, ধনুস্বরূপ, ধনুর্ব্বেদগুরু, উগ্রায়ুধ, দেব, সুরাগ্রগণ্য, বহুরূপ, বহুধনুর্দ্ধর, স্থাণু, ত্রিপুরঘ্ন, ভগনেত্রঘ্ন, বনস্পতির

১। সর্ব্বদেহ স্থিত। ২। জগন্ময়। ৩। নরমুণ্ডধারী।

পতি, নরগণের পতি মাতৃগণের পতি, গণপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, জলপতি, দেবপতি, পূষার দন্ত-বিনাশন, ত্র্যম্বক, বরদ, হর, নীলকণ্ঠ ও স্বর্ণকেশ ভগবান্‌কে নমস্কার।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশ-বৃত্তান্ত

হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে আমি আপনার জ্ঞাত ও শ্রবণানুসারে তাঁহার দিব্য কর্ম্মসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কোপাবিষ্ট হইলে সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ পাতালগত হইয়াও পরিত্রাণ পায় না। পূর্ব্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদয় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ, বসুন্ধরা কম্পিত, পর্ব্বত ও দিক্‌সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমুদয়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য্য প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিঃ-পদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। ঋষিগণ ভীত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া আপনাদিগের ও অন্যান্য প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্য্যদেব যজ্ঞীয় পুরোডাশ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শঙ্কর হাস্যমুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ সুনিশিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিশেষরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন কৈলাসনাথ কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই যজ্ঞ পুনঃস্থাপন করিলেন। হে অর্জ্জুন! সুরগণ সেই অবধি তাঁহার নিকট নিতান্ত ভীত হইয়া আছেন, অদ্যাপি তাঁহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই।

ত্রিপুরাসুর-সংহারসংবাদ

পূর্ব্বকালে স্বর্গে মহাবল-পরাক্রান্ত অসুরগণের সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্ম্মিত তিনটি পুর ছিল। কমলাক্ষ সুবর্ণময়, তারকাক্ষ রজতময় ও বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুর অধিকার করিত। দেবরাজ সমুদয় অস্ত্র দ্বারা ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাই। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাত্মা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে প্রভো! এই ত্রিপুর-নিবাসী অসুরত্রয় ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া লোককে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। হে দেবদেবেশ! আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশ-সাধনে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি স্বয়ং ইহাদিগকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্যে পশুগণ আপনার ভাগ ব্যবস্থায় নিয়োজিত হইবে।

শক্তিক্রোড়স্থ শিশুরূপী হরের ইন্দ্রবাহুস্তম্ভন

হে অর্জ্জুন! দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাদিগের হিতার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং সেই ত্রিপুরনিপাতনার্থ গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচলকে বংশধ্বজ, সসাগরা ধরিত্রীকে রথ, নাগেন্দ্র অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে চক্র, এলাপত্র ও পুষ্পদন্তকে অক্ষকীলক, মলয়াচলকে যূপ, তক্ষককে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত্র, চারি বেদকে চারি অশ্ব, উপবেদনিচয়কে কবিকা[১], সাবিত্রীকে প্রগ্রহ, ওঁকারকে প্রতোদ, ব্রহ্মাকে সারথি, মন্দর-পর্ব্বতকে গাণ্ডীব, বাসুকিকে গুণ, বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অগ্নিকে শল্য, অনিলকে শরপক্ষ, বৈবস্বত যমকে পুঙ্খ, চপলাকে শিঞ্জিত ও সুমেরু-পর্ব্বতকে ধ্বজ করিয়া সেই দিব্যরথে আরোহণ-পুরঃসর এক অপ্রতিম ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সেই ব্যূহমধ্যে অচলের ন্যায় সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সেই পুরত্রয় অন্তরীক্ষে একত্রে মিলিত হইলে তিনি ত্রিপর্ব্বযুক্ত শল্যে উহা ভেদ করিলেন। তখন দানবগণ সেই ত্রিপুর বা ত্রিলোচনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় সেই

১। লাগাম।

কালাগ্নি, বিষ্ণু ও সোমসংযুক্ত শল্য দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে পার্ব্বতী বালকরূপধারী মহাদেবকে ক্রোড়ে লইয়া সেই পথ-দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি দেবগণের মনের ভাব অবগত হইবার মানসে কহিলেন,—হে দেবগণ! আমার ক্রোড়ে কে অবস্থান করিতেছে? তখন দেবরাজ ইন্দ্র দুর্দ্দৈবক্রমে সেই বালকের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক বজ্রনিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ ভূতনাথ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিলেন। পুরন্দর এইরূপে সেই বালকরূপী মহাদেবের প্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়া সুরগণ-সমভিব্যাহারে সত্বর ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সুরগণ ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে বালকরূপধারী এক অদ্ভুত জীবকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অভিবাদন করি নাই। বালক আমাদের সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না করিয়াই অবলীলাক্রমে আমাদিগকে পুরন্দরের সহিত পরাজিত করিয়াছেন। আমরা সেই বালকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যোগপ্রভাবে সেই অমিততেজাঃ বালককে ত্রিলোচন জানিতে পারিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ! সেই বালক এই চরাচর জগতের প্রভু ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর, তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর পদার্থ নাই। তোমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছ, তিনি সেই পার্ব্বতীর নিমিত্তই বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন, অতএব চল, আমরা সকলে তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি সর্ব্বজনেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব। তোমরা সকলে সেই বালকসদৃশ ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হও নাই।

হরের কৃপায় ইন্দ্রের পূর্ব্বাবস্থা

লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহেশ্বরের নিকট গমন ও তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া বন্দনা করিয়া কহিলেন,—হে দেব! তুমি এই ভুবনের যজ্ঞ, গতি ও শ্রেষ্ঠতর ব্রত। তুমি ভব, তুমি মহাদেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরম পদ। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে ভগবন্! হে ভূতভবেশ! হে লোকনাথ! হে জগৎপতে! তুমি ক্রোধার্দ্দিত পুরন্দরের প্রতি কৃপাবলোকন কর।

হে অর্জ্জুন! ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণে প্রসন্নতা-প্রদর্শনে উন্মুখ হইয়া অট্টহাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সুরগণ ভগবতী পার্ব্বতী ও রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দক্ষযজ্ঞ-বিনাশন দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্ব্বতী দেবগণের স্তবে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন; দেবরাজ ইন্দ্রের বাহুও পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। সেই রুদ্র-দেবই শিব, অগ্নি ও সর্ব্ববেত্তা। তিনি ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বিদ্যুৎ। তিনি ভব, পর্জ্জন্য ও নিষ্পাপ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, ঈশান ও বরুণ। তিনি কাল, অন্তক, মৃত্যু, যম, রাত্রি ও দিবা। তিনি মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু-সমূহ, সন্ধ্যাদ্বয় ও সংবৎসর। তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বকর্ম্মকারী। তিনি স্বয়ং অশরীরী হইয়াও সকল দেবগণের আকার স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের স্তবনীয়। তিনি একপ্রকার, বহুপ্রকার, শতপ্রকার, সহস্রপ্রকার ও শতসহস্রপ্রকার। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন যে, তাঁহার ঘোরা ও শিবা নামে দুই মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার বহু প্রকার হইয়া থাকে। অগ্নি, বিষ্ণু ও ভাস্করই তাঁহার ঘোরা মূর্ত্তি এবং সলিল, চন্দ্র ও জ্যোতিঃপদার্থ-সমুদয়ই তাঁহার সৌম্যা মূর্ত্তি। বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, পুরাণ ও অধ্যাত্ম-নিশ্চয়[১]মধ্যে যাহা নিতান্ত গূঢ় আছে, তাহাই দেব মহেশ্বর। তিনি বহুল ও জন্মবিবর্জ্জিত।

শিব-মাহাত্ম্য—শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা

হে অর্জ্জুন! সেই ভূতভাবন ভগবান্ শিব এই-রূপ। আমি সহস্র বৎসরেও তাঁহার সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি। সেই শরণাগতানুকম্পী[২] দেবাদিদেব, শরণাগত ব্যক্তি সর্ব্বগ্রহগৃহীত[৩] ও সমগ্র পাপসমন্বিত হইলেও তাহার উপর প্রীত হইয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি মনুষ্যদিগের আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ও সমগ্র অভিলাষ প্রদান এবং পুনরায় প্রত্যাহরণ করিয়া

১। মোক্ষ-শাস্ত্র। ২। শরণাগতের প্রতি সদয়। ৩। নিন্দ্য-অনিন্দ্য সর্ব্বপ্রকার দানগ্রহণকারী।

থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণমধ্যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। তিনি মনুষ্যগণের শুভ ও অশুভ-বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় ঈশ্বরত্ব-প্রভাবে সমুদয় অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে পারেন। তিনি মহত্তের ঈশ্বর ও মহেশ্বর, তিনি বহুতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার আস্যদেশ সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তোয়ময় হবিঃ পানপূর্ব্বক বড়বামুখ নামে কীর্ত্তিত হইতেছে। তিনি প্রতিনিয়ত শ্মশানে বাস করেন। মনুষ্যেরা সেই বীরস্থানে[১] তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। সেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বহুতর রূপ আছে। মনুষ্যেরা ঐ সমস্ত রূপের উপাসনা ও বর্ণনা করিয়া থাকে। লোকে তাঁহার কার্য্যের মহত্ত্ব ও বিভুত্ব-প্রযুক্ত বহুতর সার্থক নাম কীর্ত্তন করে। বেদে তাঁহার শতরুদ্রীয় স্তব, অনন্ত রুদ্রমন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দিব্য ও মানুষ অভিলাষ-সকল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বিভু এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি দেবগণের আদি। তাঁহার আস্যদেশ হইতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি নিরন্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে পশুপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার লিঙ্গ নিত্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং তিনি সতত লোক-সকলকে উৎসবযুক্ত করেন, এই নিমিত্তই লোকে তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঋষি, দেবতা, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই লিঙ্গ উন্নতভাবে অবস্থিত আছে। উহা পূজিত হইলে মহেশ্বর আনন্দিত হইয়া থাকেন। ত্রিলোকমধ্যে মহাত্মা মহেশ্বরের স্থাবরজঙ্গমাত্মক বহুতর রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই তিনি বহুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি একাক্ষি দ্বারা জাজ্বল্যমান বা সর্ব্বতঃ অক্ষিময় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লোকমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে সর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তিনি ধূম্ররূপ, এই নিমিত্ত ধূর্জ্জটি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বকার্য্যে অর্থ সকল পরিবর্দ্ধিত ও মনুষ্যগণের মঙ্গল অভিলাষ করেন, এই নিমিত্ত শিব নামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি সহস্রাক্ষ, অযুতাক্ষ ও সর্ব্বতঃ অক্ষিমৎ[১]। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই ভুবনেশ্বর ত্রিলোক প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ত্র্যম্বক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং সমাধি দ্বারা সাক্ষিরূপ হইয়াও অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে স্থাণু নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকাশাকীর্ণ[২] তেজোরাশি তাঁহার কেশস্বরূপ হওয়াতে তিনি ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কপি শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। মহাত্মা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া বৃষাকপি নামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরকে নিগ্রহ করিয়া সংহার করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে হর নামে কীর্ত্তন করে। তিনি উন্মীলিত নেত্রদ্বয় হইতে বলপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্র্যম্বক নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি পাপাত্মা, কি পুণ্যশীল সমুদয় শরীরীর শরীরে সমভাবে প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার[৩] বায়ুরূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি মহাদেবের বিগ্রহপূজা ও লিঙ্গার্চ্চনা করেন, তাঁহার নিত্য লক্ষ্মীলাভ হয়। তাঁহার কেবল এক পদ অগ্নিময় ও অন্য পদ সোমময়, এমন নহে, সমুদয় শরীরই অর্দ্ধাংশ অগ্নিময় ও অর্দ্ধাংশ সোমময় বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার অগ্নিময় দেহ দেবগণ ও মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান্। মহাত্মা মহাদেবের যে মঙ্গলদায়িনী মূর্ত্তি আছে, তিনি সেই মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এবং তাঁহার যে ঘোরতর মূর্ত্তি আছে, তাহা ধারণপূর্ব্বক সকলকে সংহার করেন। তিনি দহনশীল, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রতাপশালী এবং মাংস, শোণিত ও মজ্জাভোজী বলিয়া রুদ্র নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! তুমি সংগ্রামকালে যে পিনাকধারী দেবদেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও

১। বীরাচারীর তপস্যাক্ষেত্র।

১। সর্ব্বতশ্চক্ষু—সকল দিকে চক্ষু। ২। শূন্যে বিকীর্ণ। ৩। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।

শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ, এই তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি সিন্ধুরাজবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকেই তোমায় স্বপ্নে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ঐ ভগবানই সংগ্রামে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। তুমি যাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমার নিকট সেই দেবদেবের ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, পরম পবিত্র, বেদসম্মিত শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সর্ব্বার্থসাধক, সর্ব্বপাপবিনাশন, ভয়দুঃখনিবারণ, পবিত্র, চতুর্বিধ[১] স্তোত্র শ্রবণ করে, সে সমুদয় শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া শিবলোকে পূজিত হয়। যে মনুষ্য সর্ব্বদা যত্নবান্ হইয়া মহাত্মা দেবদেবের মঙ্গলপ্রদ সাংগ্রামিক দিব্য চরিত ও শতরুদ্রীয় পাঠ বা শ্রবণপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, ত্রিনয়ন প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে গমনপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। জনার্দ্দন যাঁহার পার্শ্বস্থ, মন্ত্রী ও রক্ষয়িতা, তাহার পরাজয়-সম্ভাবনা কখনই নাই।'

হে মহারাজ! পরাশরতনয় ব্যাসদেব সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।"

বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই দ্রোণপর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফললাভ হয়। এই পর্ব্বে নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফললাভ, ক্ষত্রিয়গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয়লাভ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের ধনপুত্রাদি অভিলষিত বিষয়লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। (১) বিষ্ণুকৃত স্তব, (২) অশ্বত্থামাকৃত স্তব, (৩) ব্যাসকৃত স্তব, (৪) ব্রহ্মাকৃত স্তব।

দ্রোণপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত

কর্ণপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

দ্রোণবিনাশে কৌরব-বিমর্ষ

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে, দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহীপালগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া অশ্বত্থামার সন্নিধানে গমন করিলেন। তৎকালে মোহপ্রভাবে তাঁহাদিগের তেজ প্রতিহত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দ্রোণের নিমিত্ত নিতান্ত শোকাকুল হইয়া অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্রবিহিত যুক্তি স্মরণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হইয়া রজনী উপস্থিত হইলে স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা ঘোরতর লোকক্ষয় স্মরণ করিয়া শোক ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখ-লাভে সমর্থ হইলেন না। ঐ রজনীতে মহাবীর সূতপুত্র, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, মহাবল সুবলনন্দন—ইঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের আবাসে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়াকালে দ্রৌপদীকে যে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন ও পাণ্ডবগণকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদয় স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখ ও উৎকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল না। সেই রজনী তাঁহাদের শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কৌরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ অতি কষ্টে সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

কর্ণের সেনাপতিত্ব—যুদ্ধে নিধন

অনন্তর প্রভাতকালে কৌরবগণ বিধিবিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আশ্বস্তচিত্তে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং কর্ণকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তে মাঙ্গল্য-সূত্র বন্ধন এবং দধিপাত্র, ঘৃত, অক্ষত[১], নিষ্ক[২], গো, হিরণ্য[৩] ও মহামূল্য বসন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চন-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মহাবীর কর্ণকে 'জয়লাভ হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এ দিকে পাণ্ডবেরাও প্রভাতোচিত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ[৪] কৌরব ও পাণ্ডবগণের লোম-হর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কর্ণ কৌরবগণের সেনাপতি হইলে দুই দিবস কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি আশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণ ঐ দুই দিনের মধ্যে বহুসংখ্যক শত্রু বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সমক্ষেই অর্জ্জুনশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহামতি সঞ্জয় তদ্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের সমরসংবাদ-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয়ের যুদ্ধবৃত্তান্ত সবিস্তর শ্রবণেচ্ছা

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত

---

১ তণ্ডুল। ২। স্বর্ণালঙ্কার। ৩। সুবর্ণ। ৪। জয়লাভে একান্ত আকৃষ্ট।

দুঃখিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠান-পরায়ণ মহাবীর কর্ণের বিনাশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিলেন ? তিনি যে কর্ণের বল-বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পুত্রগণের বিজয়লাভের আশংসা[১] করিতেন, সেই মহাবীর বিনষ্ট হইলে কিরূপে জীবনধারণে সমর্থ হইলেন ? তিনি এই একান্ত শোকাবহ বিষয়েও জীবন পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি কৃচ্ছ্র দশায়[২] নিপতিত হইলেও কোনমতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে অভিলাষ করে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য অসংখ্য সুহৃৎ ও পুত্রপৌত্রগণের নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন জীবিত রহিলেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, প্রাণ পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বপুরুষগণের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈশম্পায়ন-প্রত্যুত্তর—সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে মহামতি সঞ্জয় রজনীযোগে উদ্বিগ্নমনে বায়ুবেগগামী অশ্বসমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক সত্বর হস্তিনা নগরীতে গমন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই হততেজাঃ কুরুরাজকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পাদবন্দন ও ন্যায়ানুসারে সৎকার করিয়া অতি কষ্ট সহকারে কহিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আমি সঞ্জয়। কেমন, আপনি ত সুখে আছেন? আপনি আপনার দোষে ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া ত বিমোহিত হয়েন নাই? বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কেশব, রাম[৩] এবং নারদ ও কণ্ব প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপনাকে সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। এক্ষণে কি তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না? ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্‌গণ আপনার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু-হস্তে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না?"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রতিদিন দশ সহস্র রথীর প্রাণ-সংহার করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম পাণ্ডবসুরক্ষিত শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। ভৃগুনন্দন রাম[১] বাল্যকালে যাঁহাকে ধনুর্ব্বেদে উপদেশ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য মহীপালগণ মহারথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সত্যসন্ধ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে যাঁহাদের তুল্য চতুর্বিধ[২] অস্ত্রে পারদর্শী আর কেহই নাই, সেই বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে আমার পক্ষীয়েরা কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? মহাবীর ধনঞ্জয়ের বিক্রমে সংশপ্তক সৈন্যগণ বিনষ্ট, দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও অন্যান্য সৈন্যগণ পলায়িত হইলে কৌরবেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল? আমার বোধ হইতেছে, উহারা দ্রোণের নিধনানন্তর অর্ণবমধ্যস্থ নৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! সৈন্যগণ পলায়নপরায়ণ হইলে কর্ণ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমার অবশিষ্ট আত্মজগণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল? তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মৎপক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার অপরাধ-বশতঃ কৌরবগণের যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না।

১। আশা। ২। ক্লেশকর অবস্থায়। ৩। বলরাম।

১। পরশুরাম। ২। বাণ, খড়্গ, গোলা, মুদ্গর।

পণ্ডিত ব্যক্তি দৈবদুর্ঘটনায় অনুতাপ করেন না। মনুষ্যগণের অভিলষিত অর্থলাভ দৈবায়ত্ত। অতএব ইষ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্টপ্রাপ্তি নিবন্ধন শোক করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,"হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অশুভ ঘটনা শ্রবণে সমধিক ব্যথিত হই না। দৈবই আমার অনিষ্টের কারণ; অতএব তুমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।"

তৃতীয় অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণবধবার্ত্তা শ্রবণ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষণ্ণ, ম্লানবদন ও বিচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহারা সকলেই শস্ত্রধারণপূর্ব্বক শোকার্ত্তচিত্তে অবাঙ্মুখে[১] পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া বিষণ্নমনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। দ্রোণ বিনাশ-দর্শনে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে শোণিতাক্ত শস্ত্র-সমুদয় ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ! অস্ত্রসমুদয় সৈন্যগণের হস্তে লম্বমান থাকাতে উহা নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রজালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প দেখিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! আমি তোমাদেরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ভারদ্বাজ[২] নিহত হওয়াতে তোমাদিগকে নিতান্ত বিষণ্ণের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধেই যোধগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। সমরপ্রবৃত্ত বীরপুরুষের জয়লাভ বা মৃত্যু হয়, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ঐ দেখ, মহাবল মহাত্মা কর্ণ শরাসন ও দিব্যাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় যাঁহার ভয়ে মৃগেন্দ্র[৩]ভীত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় সতত প্রতিনিবৃত্ত হয়, যিনি মানুষযুদ্ধেই অযুত নাগতুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেনকে তদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন এবং যিনি অমোঘ শক্তি দ্বারা দিব্যাস্ত্রবেত্তা মায়াবী ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছেন, অদ্য সেই দুর্ব্বারবীর্য্য[১] সত্যসন্ধ[২] মহাবীরের অক্ষয্য[৩] বাহুবল সন্দর্শন কর। পাণ্ডবেরাও বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় অশ্বত্থামা ও কর্ণের পরাক্রম দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীর্য্যবান্ ও কৃতাস্ত্র। তোমাদের মিলিত হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সসৈন্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে নিপাতিত করিতে পার।' হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে এই কথা কহিয়া, ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। রণদুর্ম্মদ মহারথ কর্ণ সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে ভ্রমরপংক্তির ন্যায় শত শত শরধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এইরূপে পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন-হস্তে নিহত হইয়াছেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

ভীমের দুঃশাসন-সংহার—রক্তপান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র অপার শোকসাগরে অবগাহনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিহত বোধ করিয়া বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া বিসংজ্ঞ মাতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাজা ভূতলে পতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের আর্ত্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ভরতকুল-কামিনীগণ ঘোরতর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন গান্ধারী ও অন্যান্য মহিলাগণ রাজার নিকট আগমনপূর্ব্বক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় সেই শোকমূর্চ্ছিত বাষ্পপরিপূর্ণ কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ সঞ্জয়ের বাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া বায়ুচালিত কদলীর ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল।

১। অধোবদনে। ২। দ্রোণ। ৩। সিংহ।

১। অপ্রতিহতবিক্রম। ২। সত্যনিষ্ঠ। ৩। অক্ষয্য—অক্ষুণ্ণ।

মহাত্মা বিদুর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে জলসেচনপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক রমণীগণকে সমাগত জানিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় তূষ্ণীম্ভূত[১] হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের ভূয়সী[২] প্রশংসা করিলেন এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে গবল্গণনন্দন! তুমি যাহা কহিলে, সমুদয় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র রাজ্যকামুক দুর্য্যোধন ত জয়লাভে নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই? তুমি পুনরায় আমার নিকট উহা যথার্থস্বরূপ কীর্ত্তন কর।"

মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! মহারথ কর্ণ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যশস্বী ভীমসেন সমরে দুঃশাসনকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার শোণিত পান করিয়াছেন।"

—

পঞ্চম অধ্যায়

কৌরবগণের আদ্যোপান্ত বধবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্যশ্রবণে সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে বৎস! আমার অদূরদর্শী পুত্রের দুর্নীতি বশতঃই কর্ণ নিহত হইয়াছে। সূতপুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে শোকে আমার মর্ম্মভেদ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের মধ্যে কাহারা জীবিত রহিয়াছে আর কাহারাই বা নিহত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! প্রতাপবান্ দুরাধর্ষ শান্তনুনন্দন দশ দিনে অর্ব্বুদসংখ্যক পাণ্ডবসৈন্য নিহত, মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগের রথিগণকে নিপাতিত, মহাবীর কর্ণ ভীষ্ম-দ্রোণহতাবশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্যের অর্দ্ধাংশ ধ্বংস, মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি দ্বারকাবাসী শত শত যোধগণকে বিনষ্ট এবং অবন্তিদেশীয় রাজপুত্র মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আপনার পুত্র বিকর্ণ হতাশ্ব ও ক্ষীণায়ুধ হইয়াও ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক শত্রুগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইয়াছেন। ভীম-পরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধন দুর্নীতিজনিত বিবিধ ক্লেশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন। সিন্ধুরাষ্ট্র প্রভৃতি দশটি রাজ্য যে বীরের বশবর্ত্তী ছিল, যে বীর সতত আপনার শাসনানুসারে কার্য্য করিতেন, অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। পিতৃমতাবলম্বী যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধনপুত্র সুভদ্রাতনয়ের, মহাবল-পরাক্রান্ত সমরনিপুণ দুঃশাসনতনয় দ্রৌপদীনন্দনের, কৌরববংশীয় শত্রুবিহীন ভূরিবিক্রম ভূরিশ্রবা সাত্যকির, সমরবিশারদ কৃতাস্ত্র অমর্ষ[১]পূরিত দুঃশাসন ভীমসেনের এবং অর্ণবের অনূপ[২]বাসী কিরাতগণের অধিপতি, দেবরাজের প্রিয়সখা, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত ভগদত্ত ও নির্ভীকচিত্ত মহাধনুর্দ্ধর সংগ্রামনিরত অম্বষ্ঠরাজ শ্রুতায়ু ধনঞ্জয়ের হস্তে নিপাতিত হইয়াছেন। যে বীরের বহু সহস্র অদ্ভুত গজ-সৈন্য ছিল, মহাবীর অর্জ্জুন সেই সুদক্ষিণকে সংহার করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহাবল-পরাক্রান্ত বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া অভিমন্যুর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনার পুত্র চিত্রসেন ভীমের সহিত বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসিচর্ম্মধারী শত্রুকুলের ভীষণ মদ্ররাজনন্দন অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ কর্ণের সমক্ষে দৃঢ়বিক্রম, অস্ত্রপ্রয়োগকুশল, কর্ণতুল্য তেজস্বী বৃষসেনকে নিহত করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের বিষম বিপক্ষ রাজা শ্রুতায়ুও উঁহার হস্তে নিহত হইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কেকয়দেশীয় বৃহৎক্ষত্র সমরাঙ্গনে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সহদেব মহাবল-পরাক্রান্ত মাতুলজ ভ্রাতা[৩]

১। নির্ব্বাক্। ২। অতিশয়।

১। ক্রোধ। ২। জলাভূমি। ৩। মামাতো ভাই।

শল্যপুত্র রুক্মরথকে, নকুল শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিয়া পরাক্রান্ত ভগদত্তপুত্রকে, বৃকোদর মহাবল-পরাক্রান্ত স্বগণপরিবেষ্টিত আপনার পিতামহ বাহ্লীককে এবং মহাত্মা অভিমন্যু মগধদেশীয় জরাসন্ধ-কুমার জয়ৎসেনকে নিহত করিয়াছেন। আপনার পুত্র শূরাভিমানী মহারথ দুর্ম্মুখ ও দুঃসহ ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ব্বিষহ, দুর্জ্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক নামে সমর-দুর্ম্মদ ভ্রাতৃদ্বয় সংগ্রামে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক শমন-সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার সচিব বীর্য্যবান্ বৃষবর্ম্মা ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অর্জ্জুন অযুত নাগের তুল্য বলসম্পন্ন রাজা পৌরব এবং আপনার শ্যালক বৃষক ও অচলের প্রাণনাশ করিয়াছেন। দ্বিসহস্র বসাতি, বহুসহস্র সংশপ্তক, শ্রেণীমান্, মহাবল-পরাক্রান্ত শূরসেন, বর্ম্মধারী সমর-দুর্ম্মদ অভীষাহ, বলবীর্য্যসম্পন্ন শিবি, সংগ্রামনিপুণ কলিঙ্গ ও গোকুলসংবৃদ্ধ[১] কোপনস্বভাব অপাবৃত্তক[২] বীরগণও অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। ওববান্ ও বৃহন্ত ইহারা দুই জন মিত্রের হিতসাধনার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভীমসেন মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর শাল্বরাজ ও মহারাজ ক্ষেমধূর্ত্তিকে, সাত্যকি অরাতিনিসূদন মহাবল জলসন্ধকে এবং ঘটোৎকচ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিপাতিত করিয়াছেন। সূতপুত্র কর্ণ, তাঁহার মহারথ ভ্রাতৃগণ এবং কেকয়, মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌধেয় ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের সাবিত্রীপুত্র, প্রাচ্য,[৩] উদীচ্য,[৪] প্রতীচ্য[৫] ও দাক্ষিণাত্য[৬]গণ অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং ধ্বজ, আয়ুধ, বর্ম্ম ও বসন-ভূষণসম্পন্ন সুখপরিবর্দ্ধিত বীরগণ ও পরস্পর বধাভিলাষী অমিতপরাক্রম যোধগণকে আক্রমণপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামে অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যেরূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরকে, শ্রীরাম রাবণকে, কৃষ্ণ নরক ও মুরকে, পরশুরাম জ্ঞাতিবন্ধুবান্ধবসমেত যুদ্ধদুর্ম্মদ কার্ত্তবীর্য্যকে, কার্ত্তিকেয় ত্রৈলোক্যমোহন মহাযুদ্ধে মহিষ[৭]কে এবং রুদ্র অন্ধককে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন অমাত্য-বান্ধবের সহিত কর্ণকে নিহত করিয়াছেন। যাঁহার উপর আপনার পুত্রগণের জয়াশা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে ব্যক্তি এই কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের মূল, পাণ্ডবগণ এক্ষণে সেই সূতপুত্রকে সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্যে কর্ণপাত করেন নাই, সেই নিমিত্তই আপনার রাজ্যকামুক পুত্রগণের বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে হিতৈষী লোকের অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফলভোগের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বধবৃত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যে সমস্ত যোধগণকে সংহার করিয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কৌরবগণ কর্তৃক পাণ্ডবপক্ষের যে সমস্ত বীর নিহত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্মদেব অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণ-পরিবৃত মহাবল-পরাক্রান্ত কুন্তিগণ এবং নারায়ণ, বলভদ্র প্রভৃতি শত শত শূরগণকে নিপাতিত করিয়াছেন। অর্জ্জুনতুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন সত্যজিৎ, পুত্রসমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ এবং যুদ্ধবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ সত্যসন্ধ দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে মহাবীর বালক হইয়াও সমরে অর্জ্জুন, বাসুদেব ও বলভদ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শত্রু সংহারপূর্ব্বক পরিশেষে ছয় জন মহারথ কর্তৃক পরিবৃত ও বিরথীকৃত হইয়া দুঃশাসনতনয়ের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অরাতিমর্দ্দন শ্রীমান্ অম্বষ্ঠতনয় মিত্রহিতার্থ অসংখ্য সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষ-সৈন্য সংহারপূর্ব্বক দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। মহাবীর দুঃশাসন রণবিশারদ কৃতাস্ত্র মহাধনুর্দ্ধর বৃহন্তকে, দ্রোণাচার্য্য রণপণ্ডিত রাজা দণ্ডধার, মণিমান্ ও মহাবল-পরাক্রান্ত সসৈন্য ভোজরাজ অংশুমান্‌কে, সমুদ্রসেন

১। গোগণের বৃদ্ধিকারী। ২। সমরে অপরাঙ্মুখ। ৩—৬। পূর্ব্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণদেশীয়। ৭। মহিষাসুরকে।

সমুদ্রতীরবাসী চিত্রসেন ও তাঁহার পুত্রকে, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ অনূপবাসী নীল ও বীর্য্যবান্ ব্যাঘ্রদত্তকে, বিকর্ণ বিচিত্রযোধী চিত্রায়ুধকে, কেকয়রাজ কেকয়-দেশীয় যোধগণে পরিবেষ্টিত, বৃকোদরসম পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতাকে এবং আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ পর্ব্বত-নিবাসী প্রতাপবান্ গদাযোধী জনমেজয়কে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রদীপ্ত গ্রহ-দ্বয়ের ন্যায় মহাবল-পরাক্রান্ত রোচমান নামক ভ্রাতৃদ্বয় দ্রোণসায়ক-প্রভাবে সমরে নিপতিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক ভূপতি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মাতুল পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ এবং পাঞ্চালদেশীয় মিত্রধর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বসুদানপুত্র কাশিক যোধগণে পরিবৃত কাশিরাজ অভিভূকে নিপাতিত করিয়াছেন। বীর্য্যবান্ অমিতৌজা, যুধামন্যু ও উত্তমৌজা শত শত অরাতি সংহারপূর্ব্বক পরিশেষে কৌরবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ শিখণ্ডি-তনয় ক্ষত্রদেবকে, কৌরবেন্দ্র বাহ্লীক শস্ত্রধারী সেনাবিন্দুতনয়কে এবং মহাবীর দ্রোণ মহারথ সুচিত্র ও তাঁহার পুত্র চিত্রবর্ম্মা এবং শিশুপালপুত্র সুকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, বীর্য্যবান্ মদিরাশ্ব, পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্ত, অরাতিমর্দ্দন বসুদান ও অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে আক্রমণপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। পরমাস্ত্রবিশারদ মহাবল মগধরাজ ভীষ্মের হস্তে নিহত হইয়া সংগ্রামস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। পর্ব্বসময়ের সমুদ্রের ন্যায় উদ্ধত মহাবীর বার্দ্ধক্ষেমি বিগতায়ুধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, কুরুশ্রেষ্ঠ বিপক্ষদলন সেনাবিন্দু, পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্ এবং বিরাটপুত্র মহারথ শঙ্খ ও উত্তর পাণ্ডবহিতার্থে সমরে দুরূহ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বীর দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।"

সপ্তম অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট বীরগণ-বৃত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যখন অস্মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন, তখন আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য আমার কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমার আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? যে মহাবীর লক্ষ কুঞ্জরতুল্য বাহুবলশালী ছিল, সেই সমরশোভী সূতপুত্রও একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। হে সঞ্জয়! আমাদের যে সমস্ত প্রধান প্রধান বীর নিহত হইয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কে কে জীবিত আছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আজ তোমার মুখে অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন বীরগণের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে, যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকেও আমার মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য যাঁহাকে বিশুদ্ধ চতুর্ব্বিধ মহাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিয়াছেন, সেই ক্ষিপ্রহস্ত দৃঢ়ায়ুধ বীর্য্যবান্ মহারথ অশ্বত্থামা এবং দ্বারকাবাসী হৃদিকাত্মজ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা আপনাদের হিতার্থ সমরে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি আপনার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভাগিনেয় পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে 'কর্ণের তেজ নিরাস করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই শক্রসমানবীর্য্য দুরাধর্ষ আর্ত্তায়ননন্দন শল্য আপনাদের হিতসাধনার্থ যুদ্ধার্থী হইয়াছেন। মহাবীর গান্ধাররাজ আপনার হিতার্থ আজানেয়, সৈন্ধব, নদীজ, কাম্বোজ, বনায়ুজ ও পার্ব্বতীয়গণ-সমভি-ব্যাহারে সংগ্রামস্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন। চিত্র-যোধী মহাবাহু কৃপ বিচিত্র শরাসন সমুদ্যত করিয়া এবং মহারথ কেকয়রাজপুত্র সদশ্ব ও পতাকাযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া আপনার হিতকামনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার পুত্র পুরুমিত্র অনল ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন রথে আরোহণপূর্ব্বক মেঘরহিত গগনমণ্ডলে বিরাজমান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পুরুষপ্রধান রাজা দুর্য্যোধন অসংখ্য মাতঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক মৃগেন্দ্রের ন্যায় এবং স্বর্ণবিচিত্র বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক হেমভূষিত

রথে আরোহণ করিয়া অল্পধূম বহ্নির ন্যায় ও মেঘান্তরিত দিবাকরের ন্যায় রাজগণমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। আপনার পুত্র অসিচর্ম্মপাণি[১] সুষেণ ও সত্যসেন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া আহ্লাদিতচিত্তে সমরবাসনায় অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর ক্ষণভোজী, সুদর্শ, জরাসন্ধের প্রথম পুত্র অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, জয়, শ্রুতিবর্ম্মা, শল্য, সত্যব্রত ও দুঃশল—ইঁহারা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। শত্রুঘাতক শূরাভিমানী রাজপুত্র কৈতব্যাধিপতি অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি-সমভিব্যাহারে সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর শ্রুতায়, ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণের পুত্র সত্যসন্ধ ইঁহারা সংগ্রামার্থ সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবীর কর্ণের আর দুই পুত্র অল্পবীর্য্যসম্পন্ন সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের প্রভূত সৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিজয়কামনায় এই সমুদয় ও অন্যান্য অপরিমিত প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ যোধগণে সমবেত হইয়া প্রভূত মাতঙ্গসৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।"

ধৃতরাষ্ট্রের শোকজনিত মহা মোহাবেশ

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় যে যে বীরগণ বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিলে। তুমি ইতিপূর্ব্বে মৃতব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতেই আমি কোন্ কোন্ ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশ ও সৈন্যের অল্পমাত্র অবশেষবার্ত্তা শ্রবণজনিত শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া কহিলেন,—"হে সঞ্জয়! ক্ষণকাল বিলম্ব কর, এই সুদারুণ অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়াছে, আমি কোনক্রমেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না।" কুরুরাজ সঞ্জয়কে এই কথা কহিয়া নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইলেন।

১। ঢাল-তরবালধারী।

অষ্টম অধ্যায়

কর্ণবধে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর কর্ণ ও সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রগণকে নিহত শ্রবণে, আত্মীয়নাশ ও পুত্রবিয়োগজনিত দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, ভূতসংমোহন, সুমেরুসঞ্চারণের ন্যায়, মহামতি শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধিবিভ্রমের ন্যায়, মহাবল-পরাক্রান্ত ইন্দ্রের শত্রুহস্তে পরাজয়ের ন্যায়, মহাতেজস্বী সূর্য্যের ভূতলপতনের ন্যায়, অনন্তের[১] সলিলযুক্ত মহাসাগর শোষণের ন্যায়, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সলিলরাশির অত্যন্তাভাবের ন্যায় এবং পুণ্য ও পাপের বৈকল্যের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত ও অশ্রদ্ধেয় কর্ণবিনাশবৃত্তান্ত একান্তমনে চিন্তা করিয়া, 'সর্ব্বনাশ হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণও বিনষ্ট হইবে' বলিয়া স্থির করিলেন, এবং শোকসন্তপ্ত-চিত্তে শিথিল-কলেবরে দীনভাবে "হা হতোস্মি" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিলেন, "হায়! যাহার বলবিক্রম সিংহ ও মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্কন্ধ ও চক্ষু বৃষভের ন্যায়; যাহার জ্যা-নির্ঘোষ[২], তলধ্বনি[৩] ও শরবর্ষণ-শব্দে রথী, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ রণস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইত; যে বীর বৃষভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃষভের ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইত না এবং জিগীষাপরবশ দুর্য্যোধন যাহার বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত বৈরানল প্রজ্বালিত করিয়াছে, সেই দুঃসহপরাক্রম পুরুষপ্রবর মহাবীর কর্ণ সহসা কিরূপে অর্জ্জুনশরে নিহত হইল? যে স্বীয় ভুজবীর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া বাসুদেব, অর্জ্জুন এবং বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্যান্য ভূপালগণকে লক্ষ্যই করিত না, যে বীর 'আমি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অন্যতরকে রথ হইতে নিপাতিত করিব' বলিয়া রাজ্যলোলুপ লোভবিমোহিত ভয়ার্ত্ত দুর্য্যোধনকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিত,

১। প্রলয়কালীন সঙ্কর্ষণ বহ্নি। ২—৩। ধনুক ও করতলশব্দ।

যে মহাবীর দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নিশিত শরনিকরে কাম্বোজ, অবন্তি, কেকয়, গান্ধার, মদ্রক, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, অঙ্গন, অশক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কোশল, কাশি, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চীন, বৎস, অম্বল, অশ্বক ও ঋষিক-দিগকে পরাজয় করিয়া আমাদের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিল, সেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা সেনাপতি কর্ণ কিরূপে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল ? দেবগণমধ্যে ইন্দ্র ও মনুষ্যগণমধ্যে কর্ণ ই শ্রেষ্ঠ; এই ত্রিলোক-মধ্যে আর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নাই। অশ্বগণমধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ভূপালগণমধ্যে বৈশ্রবণ[১], দেবগণমধ্যে মহেন্দ্র ও শস্ত্রবর্ষীদিগের মধ্যে কর্ণ ই শ্রেষ্ঠ। তিনি দুর্য্যোধনের উন্নতির নিমিত্ত বলবীর্য্যশালী পার্থিবগণের সহিত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ যাঁহাকে মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া যাদব ও কৌরবগণ ব্যতিরেকে আর পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাবীর কর্ণকে দ্বৈরথ[২]-যুদ্ধে অর্জ্জুন-হস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া সাগরমধ্যে বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় ও সমুদ্র-মধ্যস্থ প্লব[৩]হীন মনুষ্যের ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতেছি। হে সঞ্জয়! যখন আমি ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বিনষ্ট হইলাম না, তখন বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ও দুর্ভেদ্য। হায়! আমা ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের এইরূপ পরাভব শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করে? আমি আর এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারি না; এক্ষণে বিষভক্ষণ, অগ্নিপ্রবেশ বা পর্ব্বত-শিখর হইতে পতন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিবার বাসনা করি।"

নবম অধ্যায়

কর্ণনাশে ধৃতরাষ্ট্রের শেষ-আশা ভঙ্গ

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! সাধুগণ আপনাকে কুল, যশ, শ্রী, তপস্যা ও বিদ্যাতে নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় বোধ করিয়া থাকেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞানবিষয়ে মহর্ষি-দিগের ন্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আর শোক করিবেন না, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যখন শালতরু-সন্নিভ সূতনন্দন সমরে নিহত হইয়াছেন, তখন দৈবই বলবান্; পুরুষকারে ধিক্! উহা কোন কার্য্যকারক নহে। মহারথ কর্ণ শরনিকরে অসংখ্য যুধিষ্ঠির-সৈন্য ও পাঞ্চালদেশীয় রথিগণকে নিপাতিত, দিক্-সকল তাপিত এবং বজ্রহস্ত বাসব যেমন অসুর-গণকে মোহিত করেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া কিরূপে বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল ? সূতপুত্রের নিধন নিতান্ত আশ্চর্য্য-জনক। আমি কর্ণের নিধন ও অর্জ্জুনের জয়লাভ শ্রবণ করিয়া শোকসাগরের পারদর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। আমার চিন্তা অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, কোনক্রমেই আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময় ও দুর্ভেদ্য; নতুবা পুরুষ-প্রধান কর্ণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে উহা কি নিমিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে না ? নিশ্চয়ই দেবতারা আমার সুদীর্ঘ পরমায়ু কল্পনা করিয়াছেন; সেই নিমিত্ত সূতপুত্রের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। হে সঞ্জয়! এই বন্ধুহীন হতভাগ্যের জীবনে ধিক্! অদ্য আমার এই গর্হিত দশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত দীন ও সকলের শোচ্য[১] হইলাম। পূর্ব্বে সকল লোকেই আমাকে সৎকার করিত; এক্ষণে আমি শত্রু কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করি ? মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনে আমি যার পর নাই দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। যখন সূতপুত্র নিহত হইয়াছে, তখন আমার সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইল। যে মহাবীর কর্ণ আমার পুত্রগণকে সংগ্রাম-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিত, আজ সে অসংখ্য শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিহত হইয়াছে। সেই মহাবীর ব্যতীত আমার জীবনে প্রয়োজন কি ? হায়! আজ সেই অধিরথনন্দন কর্ণ শরার্দ্দিত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রথ হইতে বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গবিনিপাতিত কুঞ্জরের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া ভূমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে। যে মহাবীর মিত্রগণের অভয়প্রদ, আমার পুত্রগণের বল, পাণ্ডবগণের ভয়স্থান ও ধনুর্দ্ধরদিগের উপমাস্থল ছিল, সেই মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এক্ষণে দেবরাজবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় অর্জ্জুন-শরে নিহত হইয়া রণশয্যায়

১। কুবের। ২। রথিদ্বয়ের সম্মুখ-যুদ্ধ। ৩। নৌকাদি আশ্রয়।

১। শোকাবহ।

শয়ন করিয়াছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের অভিলাষ পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের জলবিন্দুর ন্যায় কোন ফলোপধায়ক[১] হইল না। আমরা যেরূপ কার্য্য করিবার চিন্তা করি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব দৈবই বলবান্ ও কাল নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়।

দারুণ দুঃশাসন-শোকে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মগ্লানি

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাত্মা হীন-পৌরুষের ন্যায় পলায়ন-পরায়ণ হইয়া নিহত হইয়াছে? সে কি ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে? মহামতি যুধিষ্ঠির বারংবার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু মূঢ়াত্মা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই ঔষধ-সদৃশ হিতকর বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করে নাই। মহাত্মা ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া অর্জ্জুনের নিকট পানীয় প্রার্থনা করিলে, পার্থ অবনী বিদারণ-পূর্ব্বক জলধারা উত্তোলিত করিয়াছিল। মহাবাহু শান্তনুনন্দন তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলেন, 'বৎস! আর সংগ্রাম করিও না; আমার নিধনেই তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। তুমি এক্ষণে সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভ্রাতৃভাবে পৃথিবী ভোগ কর।' হে সঞ্জয়! আমার পুত্র তৎকালে শান্তনুতনয়ের সেই বাক্যানুসারে কার্য্য না করিয়া এক্ষণে শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হায়! দীর্ঘদর্শী[২] মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। সর্ব্বনাশকর দুরোদর[৩] প্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে; আমি নিতান্ত কৃচ্ছ্রে[৪] নিপতিত হইয়াছি। বালকগণ বিহঙ্গমের পক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন পক্ষহীন ও গমনে অসমর্থ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতিবন্ধুহীন, অর্থহীন, নিতান্ত ক্ষীণ ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়া যার পর নাই কষ্টভোগ করিতেছি। হায়! এখন কোথায় গমন করিব?"

১। ফলপ্রদ। ২। দূরদর্শী—ভবিষ্যৎবেত্তা। ৩। পাশা-খেলা। ৪। কষ্টে।

দশম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সবিস্তর কর্ণবধবৃত্তান্তশ্রবণেচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকব্যাকুল ও বিষাদমগ্ন হইয়া এইরূপ বহুতর বিলাপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, "বৎস! যে বীর দুর্য্যোধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদয় কাম্বোজ, অম্বষ্ঠ, কৈকেয়, গান্ধার ও বিদেহগণকে জয় করিয়া সমুদয় পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল, বাহুবলশালী পাণ্ডবগণ শরনিকর দ্বারা সেই কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়াছে! সেই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন-শরে নিহত হইলে অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর সমরাঙ্গনে অবস্থান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সূতপুত্র পাণ্ডবশরে নিহত হইলে অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ ত তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে নাই? হে সঞ্জয়! যে বীর যেরূপে নিহত হইয়াছে, তুমি তাহা ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট বর্ণন করিয়াছ। দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রতিপ্রহারপরাঙ্মুখ ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর ন্যস্ত শস্ত্র[১] যোগান্বিত দ্রোণাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খড়গাঘাতে নিহত করিয়াছে। ঐ বীরদ্বয়ের মৃত্যু ছিদ্রান্বেষণতৎপর অরাতিগণের ছলপ্রভাবেই হইয়াছে। ন্যায়যুদ্ধে বজ্রধর ইন্দ্রও উঁহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে দিব্যাস্ত্রবর্ষী ইন্দ্রোপম মহাবীর কর্ণ কিরূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইল, তাহা কীর্ত্তন কর। সুররাজ পুরন্দর যাহাকে কবচ ও কুণ্ডলযুগলের বিনিময়ে কনক-ভূষণ, অরাতিনিপাতন দিব্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার নিকট সুবর্ণভূষণ সর্পমুখ দিব্য শর বিদ্যমান ছিল, যে বীর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণকে অবজ্ঞা করিয়া জামদগ্ন্যের[২] নিকট ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল, যে বীর শরপীড়িত দ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে বিমুখ দেখিয়া শর-নিকরে সৌভদ্রের[৩] শরাসনচ্ছেদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, যে বীর অযুত নাগতুল্য পরাক্রান্ত ও বজ্রের ন্যায় বেগবান্ ভীমসেনকে সহসা বলহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল, যে বীর নতপর্ব্ব শরনিকরে সহদেবকে নির্জ্জিত ও বিরথ করিয়া কেবল ধর্ম্মানুরোধে নিহত করে নাই, যে বীর ইন্দ্রশক্তি দ্বারা

১। অস্ত্রপরিত্যাগী। ২। পরশুরামের। ৩। অভিমন্যুর।

অশেষ-মায়াবলম্বী, জয়লিপ্সু, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছে এবং মহাবীর ধনঞ্জয় ভীত হইয়া যাহার সহিত এতাবৎকাল দ্বৈরথ-যুদ্ধে[1] প্রবৃত্ত হয় নাই, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ কিরূপে সংগ্রামে নিহত হইল? তাহার রথ ভগ্ন, শরাসন বিশীর্ণ বা অস্ত্র বিনষ্ট না হইলে সে কখনই অরাতিশরে নিপাতিত হইত না। মহাবীর কর্ণ সমরে মহাচাপ বিঘূর্ণন-পূর্ব্বক ভীষণ শর ও দিব্যাস্ত্র সমুদয় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে পরাজিত করা কাহার সাধ্য? হে সঞ্জয়! তোমার মুখে কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তাহার শরাসন ছিন্ন বা রথ ভূতলগত অথবা অস্ত্র সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমুদয়ের অন্যতর কারণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা 'আমি অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিব না' বলিয়া দৃঢ়ব্রত করিয়াছিল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার রণনৈপুণ্য স্মরণে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হয় নাই, যে বীরের বলবীর্য্যপ্রভাবে আমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রেয়সী পাঞ্চালীকে বলপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া পাণ্ডবগণ-সমক্ষে দাসভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, যে বীর রোষাবিষ্ট হইয়া সভামধ্যে দ্রৌপদীকে 'হে বরবর্ণিনি! তোমার ষণ্ডতিল[2] সদৃশ পতিগণ আর বর্ত্তমান নাই; অতএব অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর' বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সূতনন্দন কিরূপে শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? ঐ মহাবীর পূর্ব্বে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল, 'হে মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যদি সমর-নিপুণ ভীষ্ম ও যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্য পক্ষপাত প্রযুক্ত কৌন্তেয়গণকে নিপাতিত না করেন, তবে আমি উহাদের সকলকেই নিহত করিব। আমার স্নিগ্ধচন্দনদিগ্ধ[3] শর সমরাঙ্গনে ধাবমান হইলে গাণ্ডীব-শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় কি করিতে পারিবে?' যে মহাধনুর্দ্ধর এইরূপে আস্ফালন করিয়া দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, সেই সূতপুত্র কিরূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? যে মহাবীর গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরের উগ্রতা অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীকে 'হে পাঞ্চালি! তুমি পতিহীনা হইয়াছ' বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, যে বীর বাহুবলপ্রভাবে মুহূর্ত্তকালও জনার্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে ভীত হয় নাই, আমার মতে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে সংগ্রামে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অধিরথনন্দন কর্ণ মৌর্ব্বী[1] স্পর্শ বা বর্ম্ম[2] ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারে? বরং ভূমণ্ডল চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির অংশু[3]বিহীন হইতে পারে, কিন্তু সমরে অপরাঙ্মুখ কর্ণের বিনাশ কখনই সম্ভবপর নহে।

আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যে সূতপুত্র কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনকে সহায় করিয়া বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ করি, সে এক্ষণে তাহাদের উভয়কে নিহত অবলোকন করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন দ্বৈরথ-যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণকে নিহত ও পাণ্ডবগণকে জয়যুক্ত দর্শন করিয়া কি কহিল? বোধ করি, সে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে নিহত, সৈন্য-সমুদয়কে মহারথগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন, ভূপতিগণকে পলায়নপরায়ণ এবং রথিগণকে বিদ্রুত অবলোকন করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে। হে সঞ্জয়! দুর্ব্বিনীত, অভিমানী, দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ সুমহান্ বৈরাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছে। এক্ষণে সৈন্যগণকে ভগ্নোৎসাহ ও প্রধান প্রধান বীরগণের প্রায় সমুদয়কে নিহত দেখিয়া কি কহিল? গান্ধাররাজ শকুনি পূর্ব্বে সন্তুষ্টচিত্তে দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছিল; এক্ষণে সে কর্ণকে নিহত অবলোকন করিয়া কি বলিল? সাত্বতবংশীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই রূপযৌবনসম্পন্ন মহাযশস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি বলিলেন? আর ধনুর্ব্বেদবিশারদ রথিসত্তম কৃপ, কর্ণের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত রণদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য নৃপতিগণই বা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন?

১। রথিদ্বয়ের সম্মুখ সমরে। ২। শাঁসশূন্য তিল—তিলের খোসা। ৩। অর্চ্চিত—শীতল চন্দন মাখা।

১। ধনুকের গুণ। ২। অঙ্গরক্ষক আবরণ। ৩। কিরণ।

হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে কোন্ কোন্ বীর অংশক্রমে সেনামুখে[১] অবস্থান করিয়াছিলেন? মহারথ মদ্ররাজ শল্য কি নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? মহারথ সূতপুত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণচক্র[২], কে বামচক্র এবং কাহারাই বা পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? তৎকালে কোন্ কোন্ মহাবীর কর্ণকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কাহারাই বা ক্ষুদ্রভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপ হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? একত্র সমবেত কৌরব-গণ-সমক্ষে মহারথ কর্ণ কিরূপে নিহত হইল? মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ পাণ্ডবগণ সমরে সমাগত হইয়া কিরূপে জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিল এবং মহাবীর কর্ণের সেই সর্পমুখ দিব্য শর কি নিমিত্ত তৎকালে ব্যর্থ হইয়া গেল? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

হে সঞ্জয়! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, তখন আমি হতোৎসাহ অবশিষ্ট সৈন্যগণকেও নিঃশেষিত বোধ করিতেছি। মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব? যাহার অযুত কুঞ্জরের তুল্য বাহুবল ছিল, এক্ষণে সেই কর্ণও পাণ্ডব কর্ত্তৃক নিহত হইল। আমি বারংবার আর এরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। যাহা হউক, দ্রোণের নিধনানন্তর মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল, তাহা সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

—

একাদশ অধ্যায়

যুদ্ধার্থ অশ্বত্থামাদির মন্ত্রণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে কুরুরাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যের নিধনদিবসে মহারথ দ্রোণপুত্রের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ও কৌরব-সৈন্যগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় সৈন্যসমুদয় রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে রণস্থলে অবস্থান ও স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং স্বীয় ভুজবলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জয়লাভ-প্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে সন্ধ্যাসময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া সমরে বিরত হইলেন। তখন কৌরবগণ সৈন্যগণের অবহার[১] করিয়া স্বীয় শিবিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সকলে সমবেত ও অতি রমণীয় আস্তরণ-সমাবৃত মহার্হ পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া সুখশয্যাধিরূঢ় অমরগণের ন্যায় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা দুর্য্যোধন সুমধুর প্রিয়বচনে সেই সমস্ত মহা-ধনুর্দ্ধরদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধীমান্ নরপালগণ! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে সিংহাসনাধিরূঢ় যুদ্ধার্থী নরপতিগণ বিবিধ চেষ্টা দ্বারা সমরাভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বাক্যজ্ঞ মেধাবী আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা প্রাণত্যাগে উদ্যত নরপালগণের ইঙ্গিত অবগত হইয়াও রাজা দুর্য্যোধনের বালার্কসদৃশ[২] মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা স্বামিভক্তি, দেশকালাদি সম্পত্তি[৩], রণপটুতা ও নীতি—এই কয়েকটিকে যুদ্ধের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে। আমাদিগের যে সমস্ত দেবতুল্য লোকপ্রবীর মহারথ-গণ নীতিজ্ঞ, রণদক্ষ, প্রভুপরায়ণ ও নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন; কিন্তু তন্নিবন্ধন জয়াশা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুনীতি প্রয়োগ করিলে দৈবকেও অনুকূল করা যাইতে পারে; অতএব আজ আমরা সর্ব্ব-গুণান্বিত নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিব। মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্র অস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও অন্তকের ন্যায় অসহ্য। উনি অনায়াসে সমরাঙ্গনে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন।'

১। সৈন্যগণের সম্যক পরিচালনযোগ্য স্থানে। ২। ডান দিক।

১। বিশ্রাম ব্যবস্থা। ২। নবোদিত সূর্য্যতুল্য। ৩। সুগম-দুর্গমাদি দেশ-বিবেচনা—শীত-বর্ষাদি কালবিচাররূপ জ্ঞান-সম্পদ।

কর্ণের সৈনাপত্যে অশ্বত্থামাদির অনুমোদন

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন আচার্য্যতনয়ের মুখে সেই পরম প্রিয় হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিধনের পর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে বলিয়া তাঁহার মনে মহতী আশা সঞ্জাত হইল। তখন তিনি আশ্বাসযুক্ত হইয়া বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থিরচিত্তে সূতপুত্রকে কহিলেন, 'হে কর্ণ! আমি তোমার বলবীর্য্য ও আমার সহিত পরম সৌহার্দ্দের বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছি; তথাপি তোমাকে এই হিত-কথা কহিতেছি, ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর। তুমি বিজ্ঞতম এবং আমারও তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। আমার সেনাপতি মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষা বলবান্, অতএব তুমি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হও। সেই মহাধনুর্দ্ধরদ্বয় বৃদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের পক্ষ ছিলেন। আমি তোমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে বীর বলিয়া গণনা করিতাম। মহাবীর ভীষ্ম পিতামহ বলিয়াই দশ দিবস পাণ্ডুতনয়গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিহত করিয়াছে। পিতামহ শরশয্যায় শয়ান হইলে তোমার বাক্যানুসারে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনিও শিষ্য বলিয়াই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, আজ তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার সদৃশ অমিত[১]পরাক্রম যোদ্ধা আর কাহাকেও নয়নগোচর হয় না। তোমা হইতেই আমাদিগের জয়লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমিই পূর্ব্বাপর আমাদিগের হিতসাধন করিতেছ। অতএব তুমি রণধুরন্ধর[২] হইয়া আপনি আপনাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কর। কার্ত্তিকেয় যেমন সুরগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও কৌরবদিগের সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া দৈত্যনিসূদন মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রুনিপাতনে নিযুক্ত হও। দানবেরা পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া যেমন পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ মহারথ পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ তোমাকে সমরে সমবস্থিত সন্দর্শন করিয়া অমাত্য-সমভিব্যাহারে পলায়ন করিবে। অতএব দিবাকর যেমন অভ্যুদিত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গাঢ়ান্ধকার উচ্ছেদ করেন, তদ্রূপ তুমি মহতী সেনা লইয়া অরাতিগণকে নিপাতিত কর। অর্জ্জুন কখনই তোমার সমক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে পারিবে না।'

১। অতুলনীয়। ২। সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা।

কর্ণের সেনাপতিত্ব-গ্রহণ

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রগণ ও জনার্দ্দনের সহিত পরাজিত করিব। যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি প্রশান্তচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির কর।' হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সুরপতি যেমন দেবগণের সহিত উত্থিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়াভিলাষী অন্যান্য ভূপালগণের সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুবর্ণময় ও মৃন্ময়[১] পূর্ণকুম্ভ, হস্তী[২], গণ্ডার[৩] ও বৃষের বিষাণ[৪], বিবিধ সুগন্ধি ঔষধ এবং সুসস্তৃত[৫] অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ক্ষৌমাচ্ছাদিত[৬] তাম্রময় আসনে আসীন মহাবীর কর্ণকে বিধিপূর্ব্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সেই বরাসন-সমাসীন সূতপুত্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অরাতিঘাতন কর্ণ এইরূপে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া বিপ্রগণকে নিষ্ক, ধন ও গোসমূহ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বন্দিগণ কর্ণকে কহিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য যেমন সমুদিত হইয়া উগ্র কিরণজালে তমোরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি মহারণে অনুচরগণ-সমবেত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার কর। উলুক[৭]গণ যেমন সূর্য্যরশ্মি-সন্দর্শনে অসমর্থ, তদ্রূপ কেশব-সমবেত পাণ্ডবগণ কর্ণনিক্ষিপ্ত শরনিকর

১। মাটির। ২—৪। দন্ত, খড়্গ, শৃঙ্গ। ৫। উত্তমরূপে আয়োজিত। ৬। পট্টবস্ত্রবেষ্টিত। ৭। পেচক—পেঁচা।

অবলোকন করিতে কোন মতেই সমর্থ নহে। দানবগণ যেমন সংগ্রামে গৃহীতশস্ত্র পুরন্দরের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতে অক্ষম হইবে।' হে মহারাজ। মহাবীর কর্ণ এইরূপে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অমিততেজঃপ্রভাবে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র কালপ্রেরিত দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে সমবেত হইতে আজ্ঞাপ্রদানপূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুরসংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

—

দ্বাদশ অধ্যায়

যোড়শদিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহরচনা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন স্বয়ং সোদরের[১] ন্যায় স্নিগ্ধবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সূতপুত্র সৈন্যগণকে সূর্য্যোদয়সময়ে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্রেরা কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যবাদনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন রাত্রিশেষে আপনার সৈন্যমধ্যে 'সকলে সুসজ্জিত হও' 'সকলে সুসজ্জিত হও' সহসা এই শব্দ সমুদ্ভূত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, বরূথ[২]যুক্ত রথ, সন্নদ্ধ[৩] তুরঙ্গ ও পদাতি সুসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর ত্বরাবান্[৪] যোধগণ চীৎকার করাতে গগনস্পর্শী ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শ্বেতপতাকা-পরিশোভিত, নাগ-কক্ষ-কেতু[৫]সম্পন্ন, বলাকাবর্ণ[৬] অশ্বসংযুক্ত, বিমল, আদিত্যসঙ্কাশ[৭] রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্ণ-বিভূষিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত[৮] ও কনকমণ্ডিত কোদণ্ড[১] বিধুনিত[২] করিতে লাগিলেন। ঐ রথ হেমপৃষ্ঠ[৩] ধনু, তূণীর[৪], অঙ্গদ[৫], শতঘ্নী[৬], কিঙ্কিণী[৭], শক্তি, শূল ও তোমরাদি[৮] অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কর্ণকে ধ্বান্ত[৯]নাশক উদয়োন্মুখ ভানুমানের[১০] ন্যায় রথে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বীরগণের বিনাশদুঃখ একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তখন বীরবর সূতপুত্র শঙ্খ-শব্দে যোধগণকে ত্বরান্বিত করিয়া বিপুল কৌরবসৈন্য দ্বারা মকরব্যূহ[১১] নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পরাজয়-বাসনায় তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন[১২] করিলেন। ঐ মকরব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণপরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবায় তাঁহার সোদরগণ, বামপদে নারায়ণী সেনা-পরিবৃত যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণপদে মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেষ্টিত সত্যবিক্রম কৃপাচার্য্য, বামপদের পশ্চাদ্ভাগে বিপুল-সেনাপরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণপদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র রথ ও তিন শত হস্তিসমবেত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবল পরাক্রান্ত সসৈন্য রাজা চিত্র ও চিত্রসেন নামে সহোদরদ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এইরূপে সমরে যাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ বীরগণাভিরক্ষিত কৌরবসৈন্য সমুদয়কে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যমধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান বীরপুরুষ ছিল, তাহারা নিহত হইয়াছে; এক্ষণে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট আছে; সুতরাং নিশ্চয়ই তোমার জয়লাভ হইবে। তুমি যুদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশ-বর্ষ-সংস্থিত শল্য সমুদ্ধৃত হয়; অতএব এক্ষণে তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে ব্যূহ নির্ম্মাণ কর।' হে মহারাজ! শ্বেতবাহন অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর আপনাদিগের সৈন্য লইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি

১। সহোদরের—ভ্রাতার। ২। রথমধ্যস্থ গুপ্ত উপবেশন-স্থান। ৩। সমরোন্মত্ত। ৪। দ্রুতগমনশীল। ৫। হাওদাযুক্ত হস্তিচিহ্ন। ৬। বকবৎ শ্বেতবর্ণ। ৭। সূর্য্যপ্রভ। ৮। ধ্বনিত।

১। ধনু। ২। কম্পিত। ৩। সোণায় মোড়া। ৪। বাণাধার—তূণ। ৫। বলয়। ৬। কামান। ৭। ঘণ্টা। ৮। বাণ প্রভৃতি। ৯। অন্ধকার। ১০। সূর্য্যের। ১১। সৈন্যগণের অগ্র ও পশ্চাৎ বিপুল, মধ্যভাগ সূক্ষ্ম। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলে এই ব্যূহরচনা করিতে হয়। ১২। অভিমুখে গমন।

ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ ব্যূহের বামপার্শ্বে মহা-ধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয় এবং যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনপালিত চক্র[১]রক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা ধনঞ্জয়ের সমীপে সমবস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট বর্ম্মধারী ভূপালগণ স্ব স্ব উৎসাহ ও যত্ন অনুসারে অংশক্রমে সেই ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষের ব্যূহ নির্ম্মাণ হইলে মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইলেন। বন্ধুবান্ধবসমবেত রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকৃত ব্যূহ দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত[২] দেখিয়া কর্ণ-সমবেত দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে নিহত বিবেচনা করিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে শঙ্খ, ভেরী[৩] আনক[৪], দুন্দুভি[৫], ডিণ্ডিম[৬] ও ঝর্ঝর[৭] প্রভৃতি বাদিত্র সকল চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সময় জয়গৃধ্নু[৮] শূরগণের সিংহনাদ, অশ্বগণের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত-ধ্বনি ও রথনেমির ঘোর নিস্বন শ্রবণগোচর হইল। মহাধনুর্দ্ধর বর্ম্মধারী কর্ণকে ব্যূহমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই দ্রোণবধজনিত দুঃখ অনুভব করিল না। তখন সেই প্রহৃষ্ট নরসঙ্কুল[৯] উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর বিনাশার্থ যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হইল। ঐ সময় কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য-সমুদয় নৃত্য করিতেছে। এইরূপে সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে যুদ্ধার্থী বীরগণ পক্ষ[১০] ও প্রপক্ষ[১১]সহ ব্যূহ হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর নিধনে প্রবৃত্ত হস্তী, অশ্ব ও রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

১। মণ্ডল। ২। ব্যূহদ্বারা রক্ষিত। ৩। রণশিঙ্গা। ৪। ঢাক। ৫। নাগরা। ৬। ডমরু। ৭। কাড়া। ৮। জয়লাভার্থ একান্ত তৎপর। ৯। মানুষময়। ১০। সাহায্যকারী। ১১। সাহায্যকারীর সাহায্যকারী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—কৌরবপক্ষীয় ক্ষেমধূর্ত্তিবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তখন সেই প্রহৃষ্ট হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যে সঙ্কুল দেবাসুরসৈন্যসদৃশ কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। উগ্রবিক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণ পরস্পরের প্রাণ ও পাপনাশার্থ পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান প্রধান যোধগণ অর্দ্ধচন্দ্র[১], ভল্ল[২], ক্ষুরপ্র[৩], অসি, পট্টিশ[৪] ও পরশু[৫] দ্বারা পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যের সদৃশ কান্তি এবং পদ্মতুল্য গন্ধযুক্ত নরমস্তক ছেদনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। মহাবাহু বীরগণের রক্তাঙ্গুলিযুক্ত আয়ুধ ও বাহু-সমুদয় বিপক্ষ পক্ষের বীরগণের শরনিকরে ছিন্ন ও নিপাতিত হইয়া গরুড়বিধ্বস্ত পঞ্চাস্য[৬] ভুজঙ্গ[৭] সমুদয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণ যেমন বিমান হইতে পতিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বীরগণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া হস্তী, রথ ও অশ্ব সমুদয় হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেকে গুরুতর গদা, পরিঘ[৮] ও মুষল সমুদয়ের আঘাতে বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কুল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে, মত্তমাতঙ্গগণ মত্তমাতঙ্গদিগকে ও অশ্বারূঢ়গণ অশ্বারূঢ়দিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অনেকবার পদাতিগণ রথীদিগের, রথিগণ পদাতিদিগের এবং পদাতিগণ অশ্বারোহীদিগের শরে নিপতিত হইলেন। কখন বা নাগগণ রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহীদিগকে, অশ্বগণ রথ, পদাতি ও হস্তিগণকে এবং রথিগণ পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণ এইরূপে বিপক্ষ-পক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ ও রথ বিবিধ অস্ত্রে ছিন্ন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই সেনাগণ পরস্পরের শরে নিপীড়িত হইলে মহাবীর বৃকোদর দ্রাবিড় সৈন্যপরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর তনয়গণ

১। বাণ। ২। দীর্ঘ বাণ। ৩। ক্ষুরসদৃশ বাণ। ৪। রাম দাও। ৫। কুড়োল। ৬—৭। পঞ্চমুখ সর্প। ৮। মুদ্গর—গোল মুগুর।

প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান এবং ব্যূহাবৃত পাণ্ড্য, চোল ও কেরলগণ সমভিব্যাহারে আমাদের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বিশালবক্ষাঃ, দীর্ঘভুজ, উন্নত, পৃথু[1]লোচন, আপীড়[2]শোভিত, রক্ত-দন্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, বিচিত্রবসনান্বিত, গন্ধচূর্ণাবৃত[3], বদ্ধখড়্গ, পাশহস্ত, উভয় পক্ষীয় গজারোহী ও যুদ্ধপ্রিয়, চাপ[4]তূণীরধারী, দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি এবং ঘোররূপ পরাক্রান্ত ভীষণ অশ্বারোহিগণ মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, করূষ, কোশল, কাঞ্চি ও মগধদেশীয় বীরগণ মহাবেগে সমরে ধাবমান হইল। তাহাদিগের রথী, নাগ[5] ও প্রধান প্রধান পদাতিসকল বিবিধ বাদ্যোদ্যমে হৃষ্ট হইয়া হাস্যবদনে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহামাত্র[6]গণে পরিবেষ্টিত ও গজারূঢ় হইয়া সৈন্যমধ্য হইতে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। যথাবিধানে বিভূষিত তাঁহার উগ্রতর[7] মাতঙ্গ উদিত-ভাস্কর উদয়াচলের অগ্রভাগের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গজবরের অপূর্ব্বরত্নবিভূষিত লৌহনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরৎকালীন নক্ষত্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তোমরহস্তে সেই মাতঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক মধ্যাহ্ন-কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে রিপুগণকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজারূঢ় ক্ষেমধূর্ত্তি দূর হইতে গজবরকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টমনে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সেই দ্রুমবান্[8] মহাপর্ব্বতদ্বয়ের সদৃশ মহাকায় মাতঙ্গদ্বয়ের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুঞ্জরদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গজারোহী বীরদ্বয়ও তীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মিসদৃশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে আহত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে উভয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাদিগের সিংহনাদ, আস্ফোটন[9] ও শরশব্দে আহ্লাদিত হইল। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত উদ্যতশুণ্ড মাতঙ্গদ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে পরস্পর পরস্পরের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক বর্ষাকালীন বারিবর্ষী জলদ[1]দ্বয়ের ন্যায় শক্তি ও তোমর বর্ষণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে এক তোমরাঘাত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অতিবেগে ছয় তোমরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে ক্রোধ-প্রদীপ্ত ভীমসেন সেই অঙ্গস্থিত সপ্ত তোমর দ্বারা সপ্তাশ্বযুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং যত্নপূর্ব্বক অরাতির প্রতি এক ভাস্করবর্ণ লৌহময় তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলূতাধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি শরাসন আকর্ষণ করিয়া দশ শরে সেই তোমর ছেদনপূর্ব্বক ছয় শরে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মেঘগম্ভীরনিস্বন শরাসন গ্রহণ করিয়া সিংহনাদপূর্ব্বক শরনিকর নিপাতে অরাতি[2]র কুঞ্জর[3]কে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হস্তী ভীমসেনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। যন্তা[4] অশেষ প্রকার যত্ন করিয়াও তাহাকে স্থির করিতে পারিল না। তখন পবনপরিচালিত পয়োধর[5] যেরূপ জলদের অনুগমন করে, তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জরের অনুগমন করিতে লাগিল। প্রবলপ্রতাপ ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে স্বীয় বারণ[6]কে নিবারণপূর্ব্বক অভিমুখাগত ভীম-মাতঙ্গকে[7] বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন আনতপর্ব্ব ক্ষুরদ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া মাতঙ্গের সহিত তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে রোষভরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নারাচ দ্বারা তাঁহার মাতঙ্গের সমুদয় মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। গজরাজ ক্ষেমধূর্ত্তির ভীষণ শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন গজ-নিপতনের পূর্ব্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিও ঐ সময় গদাঘাতে ক্ষেমধূর্ত্তির হস্তীকে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সেই নিহত নাগ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আয়ুধ উদ্যত করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ বৃকোদর তাঁহার উপরেও গদাঘাত করিলেন। খড়্গধারী মহাবীর

১। স্থূলচক্ষু—বড় বড় চক্ষু। ২। উষ্ণীষ—পাগড়ী। ৩। সুগন্ধ দ্রব্যলিপ্ত। ৪। ধনুক। ৫। হস্তী। ৬। শ্রেষ্ঠ নৃপ। ৭। অতিতেজস্বী। ৮। বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত। ৯। আস্ফালন।

১। মেঘ। ২—৩। শত্রুর হস্তীকে। ৪। চালক—মাহুত। ৫। মেঘ। ৬। হস্তীকে। ৭। ভীষণ হস্তীকে।

ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের সেই গদাঘাতেই গতাসু ও গজসমীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন অচলের সমীপস্থ বজ্রহত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যসকল সেই কুলুতকুলতিলক ক্ষেমধূর্ত্তিকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।"

——

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ—কৌরবপক্ষীয় বিন্দ-অনুবিন্দ বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব-সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া কর্ণের সম্মুখে কৌরব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সূতপুত্র সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ কর্ম্মার[১]-পরিমার্জ্জিত নারাচাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডব-সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ কর্ণের নারাচ-প্রহারে ম্লান ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব-সেনাগণ সূতপুত্র কর্তৃক নিপীড়িত হইলে মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন দুষ্কর কার্য্যকারী অশ্বত্থামাকে ও সাত্যকি কেকয়দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজা চিত্রসেন সমাগত শ্রুতকর্ম্মার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্রধ্বজ শরাসনশোভিত চিত্রের প্রতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ও ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ সংশপ্তক-গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের সহিত, অপরাজিত শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার সহিত, মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের সহিত এবং প্রতাপশালী মাদ্রীসুত সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সময় কেকয়দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিকে এবং সাত্যকিও ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। নাগদ্বয় যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের উপর দন্তাঘাত করে, তদ্রূপ কেকয়দেশীয় ভ্রাতৃদ্বয় সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি হাস্যপূর্ব্বক শরবর্ষণে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। বীরদ্বয় সাত্যকির শরে নিবারিত হইয়া ক্রোধভরে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার রথ আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশস্বী শিনিপুঙ্গব তদ্দর্শনে সেই বীরদ্বয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহারা সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সংগ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কঙ্কপত্রান্বিত[১] স্বর্ণমণ্ডিত শরজাল দশদিক্ আলোকময় করিয়া নিপাতিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের শরনিকরে কিয়ৎক্ষণমধ্যে সংগ্রামভূমি তিমিরাচ্ছন্ন[২] হইল। অনন্তর সাত্যকি সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের ও তাঁহারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধান সত্বর অন্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক জ্যা[৩]যুক্ত করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অনুবিন্দের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সমরনিহত শম্বরাসুরের মস্তক যেরূপ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই অনুবিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কেকয়গণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন মহারথ বিন্দ ভ্রাতার নিধন-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক শরনিকরে সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে সুবর্ণপুঙ্খ[৪] শিলানিশিত[৫] ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া "থাক্ থাক্" বলিয়া তর্জ্জন করিয়া পুনরায় তাঁহার বাহু ও উরুদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি বিন্দের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি হাস্যপূর্ব্বক সত্বর পঞ্চবিংশতি বাণে কেকয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উৎকৃষ্ট কোদণ্ড[৬] দ্বিখণ্ড এবং অশ্বগণ ও সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শতচন্দ্রভূষিত চর্ম্ম ও অসি গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিয়া অবিলম্বে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের বিনাশে সাতিশয় যত্ন করিতে

১। অস্ত্র-নির্ম্মাণকারী কর্ম্মকার—কামার।

১। পাখাযুক্ত—কাকের পাখার ন্যায় পাখাওয়ালা। ২। অন্ধকারাবৃত। ৩। গুণ—ছিলা। ৪। সোনার পাখাযুক্ত। ৫। শাণিত—শান দেওয়া। ৬। ধনুক।

লাগিলেন। দেবাসুর-সংগ্রামে খড়্গধারী জম্ভাসুর ও পুরন্দরের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি ও বিন্দ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি খড়্গাঘাতে কেকয়রাজের চর্ম্ম দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কেকয়রাজও যুযুধানের শত শত তারাসঙ্কুল চর্ম্ম ছেদন করিয়া কখন মণ্ডলাকারে বিচরণ এবং কখন বা গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বর বক্রহস্তে সেই রণচারী তরবারিধারী কেকয়রাজকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বর্ম্মধারী মহাধনুর্দ্ধর কৈকয় শস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ সাত্যকি এইরূপে কেকয়রাজ বিন্দকে নিহত করিয়া সত্বর যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন এবং তৎপরে যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরূঢ় হইয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে কেকয়সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যুযুধানের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় চিত্র-চিত্রসেনাদি নিধন

সঞ্জয় কহিলেন, 'হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা কোপাবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশৎ শরে মহীপতি চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন অভিসারাধিপতি চিত্রসেন নতপর্ব্ব নয় বাণে শ্রুতকর্ম্মাকে নিপীড়িত ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত নারাচাস্ত্র দ্বারা সেনাগ্রবর্ত্তী চিত্রসেনের মর্ম্ম ভেদ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন শ্রুতকর্ম্মার হস্তনিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী শ্রুতকীর্ত্তি নবতি শরে শ্রুতকর্ম্মাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর মহারথ চিত্রসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভল্ল দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রুতকর্ম্মা সুবর্ণভূষণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক চিত্রসেনের বিচিত্র রূপ বিনষ্ট করিয়া দিলেন। চিত্রমালাধর যুবা চিত্রসেন ভূপতি শ্রুতকর্ম্মার শরে সমাহত হইয়া গোষ্ঠমধ্যস্থ মহাবৃষভের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি "থাক্ থাক্" বলিয়া নারাচ দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা চিত্রসেন-নিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে গৈরিক বর্ণ রুধিরক্ষরণ করিয়া শোণিতাক্তকলেবর হইয়া গৈরিক-ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায়, কুসুমিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্রিশত নারাচে সমাচ্ছন্ন ও শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক সুশাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণ-সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। চিত্রসেনের মস্তক গগনমণ্ডল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে নিপতিত চন্দ্রমার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সৈনকগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট প্রেতরাজ যেমন প্রলয়কালে ভূতগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ রোষাবিষ্ট হইয়া শর-নিকরনিপাতে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ একান্ত নিপীড়িত হইয়া দাবানলদগ্ধ গজযূথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইল। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তাহাদিগকে শত্রুপরাজয়ে নিরুৎসাহ দেখিয়া তাহাদের উপর অনবরত সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও তিন বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলে মহাবাহু চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের বাহু ও উরুদেশে কঙ্কপত্রবিরাজিত, শাণিতাগ্র, সুবর্ণ-পুঙ্খ নয় ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য শরনিপাতে চিত্রের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত পাঁচ শর প্রয়োগ করিলেন। বীরবর চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণ-ঘণ্টা-সমাযুক্ত অগ্নিশিখা সদৃশ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য সেই মহোল্কাসন্নিভ শক্তি সমাগত সন্দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই চিত্রবিক্ষিপ্ত বিচিত্র শক্তি

প্রতিবিন্ধ্য-শরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়া যুগান্তকালীন সর্ব্ব-ভূতত্রাসজনক অশনির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর চিত্র আপনার শক্তি ব্যর্থ নিরীক্ষণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত এক মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গদা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিবিন্ধ্যের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের উপর এক কনকবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু চিত্র সহসা সেই শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলে শক্তি তাঁহার দক্ষিণবাহু বিদারণপূর্ব্বক অশনির ন্যায় সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত করিয়া নিপতিত হইল। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে এক সুবর্ণভূষিত তোমর গ্রহণপূর্ব্বক চিত্রের বিনাশবাসনায় তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তোমর চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিল[১]-প্রবেশোদ্যত ভীষণ ভুজঙ্গের[২] ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। মহারাজ চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের তোমরে সমাহত হইয়া পরিঘাকার পীন[৩] বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক রণশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ চিত্ররাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কিঙ্কিণীসমাযুক্ত শতঘ্নী ও বিবিধ বাণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মেঘ যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য অসুরসৈন্য-নিসূদন বজ্রধরের ন্যায় সেই সৈন্যগণকে শরনিকরনিপাতে নিপীড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ প্রতিবিন্ধ্য-শরে বিদ্ধ হইয়া বায়ুবেগ-সঞ্চালিত ঘন-ঘটার[৪] ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা একাকী অবিলম্বে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন অভিমুখে গমন করিলেন। তখন দেবাসুরসংগ্রাম-সময় বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।"

১। গর্ত্ত। ২। সর্পের। ৩। স্থূল। ৪। মেঘের।

ষোড়শ অধ্যায়

ভীম-অশ্বত্থামার যুদ্ধ—উভয়ের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্রলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রথমতঃ নিশিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার মর্ম্মস্থলে তীক্ষ্ণ নবতি[১] শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণপুত্রের নিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রশ্মিমান্ সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি সহস্র শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণকুমারও শরনিকরে তাঁহার শরজাল সংহারপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বৃকোদরের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত সেই নারাচ ললাটদেশে ধারণ করিয়া অরণ্যচারী মত্ত গণ্ডকের[২] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন অশ্বত্থামার ললাটে তিন নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্যপুত্র সেই ললাটস্থ নারাচত্রয় দ্বারা বর্ষাভিষিক্ত ত্রিশৃঙ্গপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ভীমসেনের উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সেই মহাবীর পাণ্ডুতনয়কে কোনক্রমে কম্পিত করিতে পারিলেন না। ভীমসেনও শত শত নিশিত শরে অশ্বত্থামাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই রথারূঢ় মহারথদ্বয় শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া পরস্পর কিরণাভি-তাপিত[৩] লোকক্ষয়কর দীপ্তিমান্ সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর প্রতীকারার্থ যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া দংষ্ট্রায়ুধ[৪] ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় সেই মহারণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীরদ্বয় প্রথমতঃ পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে পরস্পরের শরজাল নিরাকৃত করিয়া মেঘজাল-নির্ম্মুক্ত মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায় শোভমান হইলেন।

১। নব্বই। ২। গণ্ডারের। ৩। রৌদ্রকিরণে সন্তপ্ত। ৪। দন্তাস্ত্র—দাঁতই যাহার অস্ত্রস্বরূপ।

এইরূপে সেই সংগ্রাম অতি দারুণ হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা বৃকোদরকে দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিয়া, মেঘ যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন; ভীমসেনও শত্রুর বিজয়লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতেই তাহার প্রতীকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় বিবিধ মণ্ডল ও গতি-প্রত্যাগতি[1] প্রদর্শনপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আকর্ণাকৃষ্ট[2] শরাসন-বিসৃষ্ট[3] শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরস্পরের বিনাশবাসনায় পরস্পকে বিরথ করিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্র-সমুদয় প্রাদুর্ভূত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন অস্ত্র দ্বারা সেই মহাস্ত্রসকল সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজাসংহারের নিমিত্ত যেমন গ্রহযুদ্ধ[4] হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই বীরদ্বয়-বিসৃষ্ট শরসমুদয় দিক্‌সকল দ্যোতিত[5] করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল এককালে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল প্রলয়কালীন উল্কাপাতে সমাবৃত হইয়াছে। সেই বীরদ্বয়ের পরস্পরের বাণঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ[6]ময় দীপ্তশিখ[7] হুতাশন সমুত্থিত হইয়া উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে সিদ্ধগণ সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, 'এই যুদ্ধ সমুদয় যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয় ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। এরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হইবে না। এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—ইহারা উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন, শৌর্য্যসমাযুক্ত ও উগ্রপরাক্রম। মহাবীর ভীমসেন ভীমপরাক্রম এবং অশ্বত্থামা অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইহারা কি বীর্য্যশালী! এই বীরদ্বয় কালান্তক যমদ্বয়ের ন্যায়, রুদ্রদ্বয়ের ন্যায় ও ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছেন।' হে মহারাজ! সিদ্ধগণের বারংবার এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময় সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত অচিন্ত্য কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দেব, সিদ্ধ, মহর্ষিগণ অশ্বত্থামা ও ভীমসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট বীরদ্বয় নয়ন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রোষারুণনেত্রে ও স্ফুরিতাধর হইয়া অধরদংশনপূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শর ও অস্ত্রবর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে পরস্পরকে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি বিনাশবাসনায় ভীষণ বাণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বাণদ্বয় সেনামুখে দ্যোতমান হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য বীরদ্বয়কে আহত করিল। তখন তাঁহারা পরস্পরের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। ঐ সময়ে দ্রোণতনয়ের সারথি তাঁহাকে অচেতন অবলোকন করিয়া সর্ব্ব-সৈন্যসমক্ষে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল; ভীমসারথি বিশোকও শত্রুতাপন বৃকোদরকে বারংবার বিহ্বল হইতে দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইল।"

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন-সংশপ্তক সমর—বহু সংশপ্তক ক্ষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সংশপ্তকগণ ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের এবং অন্যান্য মহীপাল-গণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! শত্রুগণের সহিত কৌরবপক্ষীয় বীরগণের যেরূপ দেহ ও পাপবিনাশন[1] সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। প্রবল বাত্যা[2] উত্থিত হইয়া অর্ণবকে যেরূপ সংক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করিয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা বীরগণের মনোহর নেত্র, ভ্রূ ও দশনযুক্ত পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ,

১। অগ্রসর ও পশ্চাৎ অপসরণ। ২—৩। কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষিত ধনুক-নির্ম্মুক্ত। ৪। প্রলয়কালীন গ্রহগণের সাঙ্ঘাতিক সংঘর্ষ। ৫। প্রদীপ্ত। ৬। অগ্নিকণা ৭। প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত।

১। যুদ্ধমৃত ক্ষত্রিয়ের পাপক্ষয়কারক। ২। ঝড়।

বিনাল নলিনীসদৃশ[1] মস্তক-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে বিকীর্ণ করিলেন। তাঁহার সুশাণিত ক্ষুরসমুদয় দ্বারা বীরগণের অগুরুচন্দনাক্ত আয়ুধ ও তলত্রাণসম্বলিত[2], পঞ্চাস্য ভুজগসদৃশ বিশাল বাহু-সকল নিকৃত্ত[3], ভল্ল দ্বারা এককালে অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারূঢ়, সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শর ও রত্নাভরণ-যুক্ত হস্ত ছিন্ন এবং নিশিত সায়ক-নিকর দ্বারা আরোহি সমবেত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণ একান্ত কোপাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বৃষভগণ যেমন গাভীলাভার্থ গর্জ্জনপূর্ব্বক শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষভকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারা সিংহনাদ করিয়া শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাহত করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্যবিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সহিত তদ্রূপ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বিবিধ অস্ত্র দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া শরনিকরে তাহাদের প্রাণ-সংহার করিতে লাগিলেন এবং সমীরণ যেমন মহামেঘ ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ যোধহীন সারথিবিহীন রথ-সমুদয়ের ত্রিবেণু[4], কক্ষ[5], আয়ুধ, তূণীর, কেতু[6], যোক্ত্র[7], রশ্মি[8], বরূথ[9], কূবর[10], যুগ[11], তল্প[12] ও অক্ষাগ্রমণ্ডল[13]-সকল ছেদনপূর্ব্বক রথ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া একাকী সহস্র মহারথের কার্য্য সম্পাদন করিয়া অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন ও বিস্মিত বীরগণের প্রেক্ষণীয়[14] হইলেন। সিদ্ধ, দেবর্ষি ও চারণগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে এই দৈববাণী হইল যে, 'এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অনিলের বল ও সূর্য্যের দ্যুতি ধারণ করিতেছেন। এই রথে আরূঢ় বীরদ্বয় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের ন্যায় সর্ব্বভূতের অপরাজেয়। ইঁহারা সর্ব্বভূতশ্রেষ্ঠ নর-নারায়ণ।'

অর্জ্জুনসহ যুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয়

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সেই সমুদয় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন এবং হাস্যমুখে শরসম্বলিত হস্ত দ্বারা শরনিকরবর্ষী অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! যদি তুমি আমাকে তোমার যোগ্য অতিথি[1] বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে বিশেষরূপে যুদ্ধরূপ আতিথ্য প্রদান কর।' অর্জ্জুন মহাবীর আচার্য্যপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপে যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া জনার্দ্দনকে কহিলেন, 'হে বাসুদেব! আমায় সংশপ্তকগণকে বধ করিতে হইবে; কিন্তু এক্ষণে অশ্বত্থামা আমাকে আহ্বান করিতে-ছেন, অতএব তুমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়া যদি আচার্য্যপুত্রকে আতিথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, তবে অগ্রে তাহাই কর।' হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, বায়ু যেমন ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে সমানীত করে, তদ্রূপ সমরে সমাহূত ধনঞ্জয়কে দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত করিয়া অশ্বত্থামাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে আচার্য্যপুত্র! তুমি এক্ষণে স্থির হইয়া প্রহার কর। উপজীবিগণের[2] ভর্ত্তৃপিণ্ড-পরিশোধের[3] সময় সমাগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বিবাদ সূক্ষ্ম, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জয় ও পরাজয় স্থূল। তুমি মোহ-প্রযুক্ত অর্জ্জুনের নিকট যে অতিথিসৎকার প্রার্থনা করিতেছ, এক্ষণে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্থিরচিত্তে যুদ্ধ কর।'

মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের এই বাক্য-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া কেশবকে ষষ্টি ও অর্জ্জুনকে তিন নারাচে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে আচার্য্যপুত্রের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুন-শরে ছিন্নচাপ[4] হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া নিমেষমধ্যে তিন শত

১। নালহীন পদ্মের মত। ২। দস্তানা দ্বারা বেষ্টিত। ৩। ছিন্ন। ৪। যে তিনটি স্তম্ভের উপর সারথির বসিবার স্থান। ৫। রথমধ্যস্থ গৃহ—খোপ। ৬। চিহ্ন। ৭। জোতের দড়ি। ৮। দড়ি। ৯। রথমধ্যস্থ গুপ্ত স্থান। ১০। রথমধ্যস্থ বসিবার স্থান। ১১। জোয়াল। ১২। উপবেশন শয্যা—গদি। ১৩। চক্রের বেষ্টনী। ১৪। লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

১। প্রতিযোদ্ধা। ২। প্রতিপাল্যগণের—পোষকদিগের। ৩। পরিপালক প্রভুর প্রতি তদীয় অন্নভোজনের প্রতিদানের। ৪। ভগ্নধনুক।

বাণে বাসুদেবকে ও সহস্র বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি চরণদ্বয় স্তম্ভিত[১] করিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যোগবলে তাঁহার তূণীর, শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষঃস্থল, বদন, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ ও অন্যান্য অঙ্গ এবং রথধ্বজ হইতে শরনিকর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরজালে কেশব ও অর্জ্জুন আচ্ছাদিত হইলে আচার্য্যতনয় যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া মেঘগম্ভীর-গর্জ্জনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, 'হে মাধব! গুরুপুত্রের অত্যাচার অবলোকন কর। আমরা শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদিগকে নিহত বোধ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে আমি শিক্ষাবলে উঁহার অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি।' এই বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় দিবাকর যেমন নীহার[২]রাশি বিধ্বস্ত করেন, তদ্রূপ সেই দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদনপূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত সংশপ্তকগণকে উগ্রতর শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে যে ব্যক্তি যে যেরূপে সমরাঙ্গনে সমবস্থিত ছিল, সকলেই আপনাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন বোধ করিল। সেই গাণ্ডীববিমুক্ত বিবিধ শরনিকর কি ক্রোশস্থিত, কি সম্মুখস্থিত, সমস্ত হস্তী ও নরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। মদবর্ষী মাতঙ্গগণের কর[৩]-সমুদয় ভল্লপ্রহারে ছিন্ন হইয়া পরশু-নিকৃত্ত মহাদ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্ব্বতাকার কুঞ্জর সকল সাদি[৪]গণের সহিত বজ্রমথিত অচলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণাধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গমযুক্ত গন্ধর্ব্বনগরাকার সুসজ্জিত রথ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া অরাতিপক্ষীয় সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রলয়কালীন সূর্য্য যেমন কিরণ-জালে অর্ণব পরিশুষ্ক করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণ শরজালে সংশপ্তকগণকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় পুরন্দর যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নারাচ দ্বারা সত্বর দ্রোণপুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের এবং তাঁহার অশ্ব ও সারথির উপর শর নিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে পাণ্ডুনন্দন সেই শর সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর আচার্য্যতনয় অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দাতা যেমন অপাংক্তেয়[১]দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিপাবন[২] অথিগণের অভিমুখে গমন করেন, তদ্রূপ সংশপ্তকগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করিলেন।"

১। নিশ্চল। ২। কুয়াসা। ৩। শুণ্ড—শুঁড়। ৪। অশ্ব।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুনসহ যুদ্ধে অশ্বত্থামার পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন নভোমণ্ডলস্থ শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় মহাবীর অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই লোকভীষণ বীরদ্বয় বিমার্গস্থ[৩] গ্রহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শরনিকরে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা দ্রোণপুত্রের ভ্রূমধ্য বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা ঊর্দ্ধরশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন; কৃষ্ণসমবেত অর্জ্জুনও অশ্বত্থামার শত শত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রশ্মিজালজড়িত যুগান্তকালীন দিবাকরদ্বয়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অশ্বত্থামার শরে অভিভূত হইলে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে শতধারা সৃষ্টি করিয়া বজ্রাগ্নিসদৃশ প্রাণ-নাশক শরনিকরে দ্রোণপুত্রকে আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তেজস্বী রৌদ্রকর্ম্মা দ্রোণকুমার মৃত্যুরও ব্যথাজনক অতি তীব্রবেগসম্পন্ন সুমুক্ত[৪] শরজালে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণপুত্র যতগুলি শর পরিত্যাগ করিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সায়ক-নিকর নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাকে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত আবৃত করিয়া সংশপ্তক-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট

১। এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজনের অযোগ্য—অশুদ্ধ। ২। পংক্তিভোজনযোগ্য—পবিত্র। ৩। বক্র অতিচারাদি গতিযুক্ত—উপদ্রবকারক। ৪। উত্তমরূপে প্রযুক্ত।

হইলেন। তিনি সুমুক্ত শরজালে অপরাঙ্মুখ শত্রুগণের শর, শরাসন, তূণীর, মৌর্ব্বী, হস্ত, করস্থিত, শস্ত্র, ছত্র, ধ্বজ, মনোহর বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ, চর্ম্ম, বর্ম্ম এবং মস্তক-সমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুসজ্জিত রথ নাগ ও অশ্বসমুদয়ে সমারূঢ় যোধগণ অর্জুন-নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শরে বাহনগণের সহিত বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্য ও কমলের ন্যায় মনোহর কিরীট ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে ভূষিত মস্তক সকল ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন অরাতিঘাতন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও নিষাদ-দেশীয় বীরগণ গজাসুর তুল্য মাতঙ্গ সমুদয় লইয়া দৈত্যদর্পনিসূদন ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই গজযূথের চর্ম্ম, বর্ম্ম, শুণ্ড, ধ্বজ, পতাকা ও নিষাদি[১]সমুদয়কে ছেদন করিয়া বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। এইরূপে সেই গজসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় বায়ু যেমন মহামেঘ দ্বারা দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, সেইরূপ অশ্বত্থামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা স্বীয় শরনিকরে অর্জ্জুনের শর সমুদয় নিবারণপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদজাল যেমন চন্দ্র-সূর্য্যকে তিরোহিত করিয়া গভীর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া পুনর্বায় তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি শরপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহসা দ্রোণ-পুত্রের শরান্ধকার নিরাস[২] করিয়া সুপুঙ্খ সায়ক দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন্ শরসন্ধান, কখন্ শর গ্রহণ আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না; কেবল তাঁহার বিপক্ষে যুধ্যমান[৩] রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণকে শর-বিদ্ধকলেবর ও নিহত হইতে নয়নগোচর হইল। তখন মহাবীর দ্রোণতনয় অতি সত্বর এককালে দশ নারাচ সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে তন্মধ্যে পাঁচটি অর্জ্জুনের ও পাঁচটি কেশবের অঙ্গ বিদ্ধ করিল। কুবের ও ইন্দ্রের তুল্য মনুজপ্রধান কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সেই সমুদয় নারাচে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণপূর্ব্বক নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই তাঁহাদিগকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। তখন দশার্হনাথ কেশব অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! আর কেন উপেক্ষা করিতেছ, অশ্বত্থামাকে অবিলম্বে বিনাশ কর। উঁহাকে উপেক্ষা করিলে উনি প্রতীকারশূন্য ব্যাধির ন্যায় নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবেন।' প্রমাদশূন্য অর্জ্জুন অচ্যুতের বাক্য স্বীকার করিয়া যত্নসহকারে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত মেষকর্ণ-তুল্যাগ্র শরনিকরে দ্রোণ-তনয়ের চন্দনদিগ্ধ বাহু, বক্ষঃস্থল, মস্তক ও অনুপম উরুদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া রথরশ্মি[১] ছেদনপূর্ব্বক অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ অর্জ্জুন-শরনিপীড়িত হইয়া অশ্বত্থামাকে লইয়া অতি দূরে পলায়ন করিল। মতিমান্ দ্রোণতনয় ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত ও হীনাস্ত্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক দূরে সমানীত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয় নিশ্চয় করিয়া আর ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন না। তিনি হতোৎসাহ হইয়া অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সূতপুত্রের রথাশ্ব-নরসঙ্কুল বলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণের প্রবল শত্রু অশ্বত্থামা মন্ত্রৌষধি-নিরাকৃত ব্যাধির ন্যায় রণস্থল হইতে অপসারিত হইলে কেশব ও অর্জ্জুন বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত মেঘগম্ভীরনিস্বন স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া সংশপ্তকগণের অভিমুখে গমন করিলেন।"

—

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুন-যুদ্ধে মগধাধিপ দণ্ডধারবধ

ধনঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দণ্ডধার উত্তরদিকে পাণ্ডবসেনাগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহারা তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব রথ প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গরুড় ও অনিলতুল্য বেগশালী অশ্বগণের গতিরোধ না করিয়াই অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! প্রমাথী দ্বিরদবরে[২] সমারূঢ় মগধরাজ দণ্ডধার মহাবল-পরাক্রান্ত এবং শিক্ষা ও বল-প্রদর্শনে মহারাজ

১। মাহুত। ২। অপসারণ। ৩। যুদ্ধকারী।

১। অশ্বরজ্জু—ঘোড়ার জোত। ২। শ্রেষ্ঠ হস্তীতে।

ভগদত্ত অপেক্ষা অন্যূন। অতএব তুমি অগ্রে ইহাকে সংহার করিয়া পশ্চাৎ পুনরায় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিবে।' মহাত্মা মধুসূদন এই বলিয়া ধনঞ্জয়কে দণ্ডধারসন্নিধানে সমুপস্থিত করিলেন। ঐ সময় হস্তীযুদ্ধে সুনিপুণ রাহুর ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ মগধরাজ দণ্ডধার বিশ্বসংহর্তা ভীষণ ধূমকেতুর ন্যায় শত্রুসৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গজাসুরসন্নিভ, মহামেঘের ন্যায় গভীরগর্জ্জনসম্পন্ন, সুসজ্জিত মাতঙ্গে অবস্থান করিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক রথ-সকল চূর্ণ এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তীও পদ দ্বারা অশ্বসারথিসমবেত রথ-সমুদয় ও মনুষ্যগণকে আক্রমণ ও মর্দ্দনপূর্ব্বক কাল-চক্রের ন্যায় প্রকাণ্ড শুণ্ড দ্বারা অন্যান্য হস্তীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই তেজস্বী গজবরের প্রভাবে অসংখ্য বর্ম্মসংবৃতকলেবর[১] অশ্বারোহী ও পদাতি ধরাতলে বিপ্রোথিত[২] হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা, তল ও নেমিনিস্বন[৩]-সম্পন্ন, মৃদঙ্গ, ভেরী ও অসংখ্য শঙ্খধ্বনি-নিনাদিত, রথাশ্বমাতঙ্গকুলসঙ্কুল রণমধ্যে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন দণ্ডধার দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে, ষোড়শ শরে জনার্দ্দনকে ও তিন তিন শরে তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া পাদরক্ষকগণের সহিত মহামাত্রকে[৪] বিনাশ করিলেন। গিরিব্রজেশ্বর দণ্ডধার তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই অনিলতুল্য তেজস্বী মদোৎকট মাতঙ্গ দ্বারা বাসুদেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর তোমর প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তিন ক্ষুর দ্বারা তাঁহার করি-শুণ্ডোপম ভুজদণ্ডদ্বয় ও পূর্ণশশাঙ্কসন্নিভ মস্তক যুগপৎ ছেদন করিয়া অসংখ্য শরে সেই মাতঙ্গকে বিদ্ধ করিলেন। সুবর্ণবর্ম্মধারী করিবর অর্জ্জুন-শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিশাকালে দাবানলপ্রভাবে প্রজ্বলিত ওষধিপরিপূর্ণ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং শরপ্রহারজনিত বেদনায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক কখন উদ্‌ভ্রান্ত কখন বা স্খলিতপদে ধাবমান হইয়া মহামাত্রের সহিত বজ্রবিদারিত শিখরীর[১] ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

মগধরাজ দণ্ডবধ—কৌরব-পলায়ন

তখন মহাবীর দণ্ড স্বীয় ভ্রাতা দণ্ডধারকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তুষারগৌর[২], সুবর্ণদাম[৩]সমলঙ্কৃত, হিমাচলশিখরসদৃশ, উত্তুঙ্গ[৪] মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের বিনাশবাসনায় তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং সূর্য্যকরপ্রভ তিন তোমরে জনার্দ্দনকে ও পাঁচ তোমরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও খর[৫]ধার ক্ষুর দ্বারা তদ্দণ্ডে তাঁহার ভুজযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডের সেই তোমরধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত চন্দন-চর্চ্চিত ভুজদ্বয় ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া অচলশিখর হইতে পতিত রুচির[৬] উরগদ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা দণ্ডের মস্তকচ্ছেদন করিলে উহা শোণিতসিক্ত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া, অস্তাচল হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার শ্বেতাভ্র[৭]সন্নিভ হস্তীকে দিবাকরের করজালসদৃশ শরজালে নির্ভিন্ন করিলেন। করিবর অর্জ্জুন-শরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুলিশাহত[৮] হিমাচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দণ্ডধার ও দণ্ডের হস্তিদ্বয়ের ন্যায় অন্যান্য হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে শত্রুসৈন্যসমুদয় পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাতপূর্ব্বক স্খলিত হইয়া কোলাহল সহকারে সমরাঙ্গনে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে অর্জ্জুনের সৈনিক পুরুষেরা দেবগণ যেমন পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করে, সেইরূপ অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিল, 'হে বীর! আমরা মৃত্যুর ন্যায় যে দণ্ডধারকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে তাহাকে সংহার করিয়াছ। আমরা মহাবল-পরাক্রান্ত শত্রুগণের ভুজবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত

১। বর্ম্মে আচ্ছাদিত দেহ। ২। মৃত্তিকামধ্যে নিমগ্ন। ৩ রথ-চক্রের শব্দ। ৪। মাহুতকে।

১। পর্ব্বতের। ২। বরফের মত ধবল। ৩। মাল্য। ৪। অত্যুচ্চ। ৫। তীক্ষ্ণ। ৬। বিবর্দীপ্ত। ৭। ধবল মেঘ। ৮। বজ্রাহত।

হইয়াছিলাম, যদি তুমি তৎকালে আমাদিগকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এক্ষণে শত্রুগণের বিনাশে যেরূপ আনন্দিত হইতেছি, তাহারাও তৎকালে আমাদিগকে নিহত দেখিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই।' হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সুহৃদগণের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে সৎকার-পূর্ব্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।"

বিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের যুদ্ধ-প্রশংসা—রণভূমি প্রদর্শন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে জয়শীল অর্জ্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের নিধনানন্তর প্রত্যাগত হইয়া মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বক্রভাবে সঞ্চরণপূর্ব্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় অশ্ব, রথ, কুঞ্জর ও যোধগণ পার্থ-শরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, ঘূর্ণিত, ম্লান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত[১] দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাসন, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু, মস্তক ও সারথি-সমুদয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃষভ-যূথ যেমন গাভীলাভার্থে অন্য বৃষভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! ত্রৈলোক্যবিজয়-কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধ তনয় দন্দশূক[২] সর্পের ন্যায় তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ষাকালীন বায়ুপ্রেরিত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে

১। বাছুরের ছোট ছোট দাঁতের মত অস্ত্র। ২। পুনঃ পুনঃ—অতিশয় দংশনকারী।

সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্রনিকরে বিপক্ষপক্ষের অস্ত্র-সমুদয় নিবারণপূর্ব্বক শরজালে বহুসংখ্যক বীরকে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেণু, আয়ুধ, তূণীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোক্ত্র, অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠদ্বয়, বর্ম্মসমুদয় এবং অসংখ্য অশ্ব, পার্ষ্ণি[১] ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনবিধ্বস্ত রথসমুদয় ধনিগণের অগ্নি, অনিল ও সলিল প্রভাবে বিনষ্ট গৃহ-সমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ অশনিসদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া বজ্রাগ্নিনির্ভিন্ন[২] পর্ব্বতাগ্রস্থিত গৃহ-সমুদয়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। অশ্বগণ অর্জ্জুনের ভীষণ আঘাতে জিহ্বা ও অন্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতার্দ্র-কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য অর্জ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শব্দায়মান, ম্লান, বিঘূর্ণিত, স্খলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেন্দ্রের ন্যায় শিলাধৌত[৩] অশনিসদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম্ম ও ভূষণে মণ্ডিত মহাস্ত্রধারী নানারূপ বীরগণ রথ ও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকর্ম্মা, সৎকুলোদ্ভব, জ্ঞানসম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিলেন; কেবল তাঁহাদের শরীর সমুদয় বসুধাতলে পতিত রহিল। অনন্তর নানা জনপদের অধ্যক্ষ জাতক্রোধ যোধগণ স্বগণ সমভিব্যাহারে মহারথ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজারূঢ়, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া বিবিধ শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বায়ু যেমন মহামেঘ-নির্ম্মুক্ত বারিধারা নিবারণ করে, সেইরূপ নিশিত শরনিকরে সেই যোধগণপরিমুক্ত আয়ুধবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহা-দিগকে অশ্ব, পদাতি, হস্তী ও রথসমুদয়ের সহিত বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি কেন বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ? সত্বর এই সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণবধের চেষ্টা কর।' মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের

১। পার্শ্বরক্ষক। ২। বজ্রের অগ্নিতে ভগ্ন। ৩। শাণ দেওয়া।

বাক্য স্বীকার করিয়া দানবহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্ব্বক শস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন যে কখন্ শরগ্রহণ, কখন্ শরসন্ধান আর কখনই বা শরনিক্ষেপ করিলেন, তাহা অবহিত হইয়াও কেহ জানিতে পারিল না। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের হস্তলাঘব-দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। হংসগণ যেরূপ সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্যগণমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই মহান্ জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইলে মহামতি কেশব সমরভূমি সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের অপরাধে এই অতি ভয়ঙ্কর ভরতকুলক্ষয় ও পার্থিবগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনুর্দ্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক, শরমুষ্টি, তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোক[১]নির্ম্মুক্ত পন্নগ[২]সদৃশ তৈলধৌত[৩] নারাচ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনকপৃষ্ঠ চর্ম্ম, সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাস[৪], কনকভূষিত শক্তি, হেমসূত্রবেষ্টিত বিপুল গদা, সুবর্ণ যষ্টি, সুবর্ণমণ্ডিত পট্টিশ, সুবর্ণদণ্ডযুক্ত পরশু ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল[৫], ভুশুণ্ডী, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মুষল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিপতিত রহিয়াছে, জয়লোলুপ বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধা গদাবিমথিতকলেবর[৬], মুষলচূর্ণিতমস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লগুড় প্রভৃতি অস্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন ও রুধিরপরিপ্লুত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের দেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র[৭] ও অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, অঙ্গুলিত্রাণ[৮]যুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, হস্তিশুণ্ডসদৃশ ঊরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত মস্তক সমুদয় দ্বারা সমরভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হেমকিঙ্কিণীযুক্ত রথ-সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অশ্ব, রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুরবর্ণ প্রকীর্ণক[১], নিস্তব্ধ রণশয়ান পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা, নিহত গজযোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কম্বল, গজচূর্ণিত[২] ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত দণ্ড অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগশেখর[৩], রত্নবিচিত্র বর্ম্ম, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে বদ্ধ সুবর্ণমণ্ডিত চিত্রকম্বল, অশ্বগণের সুবর্ণখচিত মণিমণ্ডিত রাঙ্কব[৪] আস্তরণ, ভূপালগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও চামর-সকল নিপতিত রহিয়াছে। নরপতিদিগের কুণ্ডলালঙ্কৃত চন্দ্রনক্ষত্রপ্রভ, শ্মশ্রুলবদনমণ্ডল[৫] সমস্তাৎ নিপতিত থাকাতে রণভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায় ও শরৎকালীন চন্দ্র-নক্ষত্র-ভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! এই সমুদয় অবলোকনে বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরস্থলে আপনার অনুরূপ কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর কাহারও এরূপ করিবার সাধ্য নাই।'

হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপে সমরভূমি প্রদর্শনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের বলমধ্যে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী পণবের[৬] ধ্বনি এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্রের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া পাণ্ড্যরাজকে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে শরপীড়িত করিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় অস্ত্রবিশারদ মহাবীর পাণ্ড্য অন্তকের ন্যায়, অসুরনিপাতী ইন্দ্রের ন্যায় নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা অরাতিগণের সায়ক[৭]-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহ বিদারণ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেছিলেন।"

একবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ড্যরাজ প্রবীরসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বেই লোকবিশ্রুত পাণ্ড্যরাজ প্রবীরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু তাঁহার সংগ্রামকার্য্য বর্ণন কর

১। খোলস। ২। সর্প। ৩। তৈল দ্বারা পরিদ্রুত। ৪। সুবর্ণ ফলক। ৫। ক্ষেপণীয় শেল। ৬। গদা দ্বারা বিমর্দ্দিত-দেহ। ৭-৮। দস্তানা।

১। চামর। ২। গজগাস-লম্বিত গজভগ্ন। ৩। জোয়াল। ৪। মেষলোমনির্ম্মিত। ৫। দাড়িওয়ালা মুখ সকল। ৬। মর্দ্দলের। ৭। বাণ।

নাই ; অতএব এক্ষণে বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট সেই বীরের বিক্রম, শিক্ষাপ্রভাব, বীর্য্য ও দর্প কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! যে মহাবীর ধনুর্ব্বিদ্যাপারগ, আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে পরাক্রম দ্বারা পরাভূত করিতে পারেন, যিনি কাহাকেও কখন আত্মতুল্য বোধ করেন না, যিনি আপনাকে কর্ণ ও ভীষ্মের সমকক্ষ এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন হইতে ন্যূন বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না, সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য ভূপালশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য প্রকোপিত অন্তকের ন্যায় কর্ণের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিসঙ্কুল সেনাগণ পাণ্ড্যশরে নিপীড়িত হইয়া সমরে কুলালচক্রের[১] ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ অরাতিঘাতন পাণ্ড্য শরনিকরে অশ্ব, রথ, ধ্বজ, আয়ুধ, মাতঙ্গ ও সারথি-সমুদয়কে বিধ্বস্ত করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। আরোহিসমবেত দ্বিরদ[২]গণ পাণ্ড্যের ভীষণ শরে ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধবিহীন হইয়া পাদরক্ষকদিগের সহিত প্রাণত্যাগপূর্ব্বক বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ মহাবীর সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শক্তি, প্রাস ও তূণীরধারী, সংগ্রামনিপুণ, অশ্বারূঢ়, মহাবল-পরাক্রান্ত পুলিন্দ, খশ, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধক, কুণ্ডল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে শস্ত্র ও বর্ম্ম-বিবর্জ্জিত করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা অশঙ্কিত পাণ্ড্যকে শরনিকরে সেই চতুরঙ্গিণী[৩] সেনা নিহত করিতে দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং হাস্যমুখে মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে কমললোচন মহারাজ! তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; তোমার বল ও পৌরুষ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তোমার পরাক্রম ইন্দ্রের সদৃশ। তুমি বিশাল বাহুযুগল দ্বারা বিস্তৃত মৌর্ব্বী-সম্পন্ন শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক মহাজলদের[৪] ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতেছ। এক্ষণে আমি এই সমরে আমা ভিন্ন

১। কুমারের চাকার। ২। হস্তী। ৩। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী এবং পদাতি এই চতুর্ব্বিধ বল-সমন্বিত। ৪। মহামেঘের।

অন্য কাহাকেও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না। অরণ্যে ভীমপরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীকচিত্তে মৃগগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি একাকী অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতেছ এবং ভীষণ রথনিস্বনে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া শস্যঘ্ন[১] শব্দায়মান শরৎকালীন মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছ, অতএব তুমি এক্ষণে তূণীর হইতে সর্পসদৃশ সুনিশিত শরনিকর সমুদ্ধৃত করিয়া, অন্ধক যেরূপ ত্র্যম্বকের[২] সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ কেবল আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।’

মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য এইরূপে অশ্বত্থামার বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া ‘তথাস্তু’ বলিয়া কর্ণি[৩] দ্বারা দ্রোণ-তনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র হাস্য করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ উগ্র মর্ম্মভেদী শরনিকরে পাণ্ড্যকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি দশমী[৪] গতিসংযুক্ত মর্ম্মভেদী নারাচ-সকল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর পাণ্ড্য নিশিত নয় বাণে তৎক্ষণাৎ সেই নারাচনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি চারি বাণে দ্রোণপুত্রের অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শরজালে তাঁহার শরনিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন। অনন্তর অমিত্র[৫]ঘাতন দ্রোণনন্দন স্বীয় শরাসনে অন্য জ্যারোপণপূর্ব্বক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ অচিরাৎ তাঁহার রথে অন্যান্য উৎকৃষ্ট অশ্বসমুদয় সংযোজিত করিয়াছে। তখন তিনি সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পুরুষপ্রধান পাণ্ড্য অশ্বত্থামার শরনিকর নিঃশেষিত হইবার নহে জানিয়াও তৎপ্রযুক্ত সায়ক-সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষকদ্বয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্যের হস্তলাঘব[৬] নিরীক্ষণপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া জলধর-নিক্ষিপ্ত জলধারার ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

১। শস্যনাশক। ২। ত্রিনয়ন—মহাদেবের। ৩। কোরাণীর মত বাণ। ৪। দশ প্রকার—(১) উন্মুখী, (২) অভিমুখী, (৩) তির্য্যক্‌, (৪) মন্দা—ত্বকছেদিনী, (৫) গোমূত্রিকা—কবচ-ভেদিনী, (৬) ধ্রুবা, (৭) স্খলিতা, (৮) যমক্রান্তা—লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক বহির্গামিনী, (৯) ক্রুষ্টতী—লক্ষ্য-নিকটস্থ অপর সৈন্যভেদিনী, (১০) যুগতি—মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক দূরপাতিনী।

৫। শত্রু। ৬। বাণক্ষেপে হস্তের ক্ষিপ্রতা।

তিনি দিবসের অর্দ্ধপ্রহরমধ্যে আট আটটি বৃষভ-সংযোজিত অষ্ট শকট[1]পূর্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। তৎকালে যে যে ব্যক্তি অন্তকেরও অন্তক-সদৃশ রোষপরবশ অশ্বত্থামাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিমোহিত হইল। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা মেঘ যেমন গ্রীষ্মাবসানে পর্ব্বত-পাদপ[2]পরিপূর্ণ পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ শত্রু-সৈন্যের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ড্য হৃষ্টমনে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সেই দ্রোণকুমারনির্ম্মুক্ত শরজাল নিরাকরণ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্য-মহীপতির সিংহনাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চন্দনাগুরুভূষিত মলয়প্রতিম ধ্বজ ও চারি অশ্ব নিপাতিত করিয়া এক শরে সারথিকে সংহারপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে জলদনিস্বন শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণতনয় পাণ্ড্যকে নিহত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সমর করিবার বাসনায় তাঁহাকে সংহার করিলেন না।

অশ্বত্থামার অস্ত্রে পাণ্ড্যরাজ বধ

ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণের নাগবল[3] ও অন্যান্য সৈন্য সমুদয় বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রথিগণকে রথশূন্য করিয়া বহুসংখ্যক শরে অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় এক সুসজ্জিত মহাবল-পরাক্রান্ত মাতঙ্গ আরোহি-বিহীন ও অশ্বত্থামার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক মহাবেগে পাণ্ড্যের অভিমুখে গমন করিল। তখন হস্তিযুদ্ধসুনিপুণ মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য সত্বর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশরী[4] যেমন গিরিশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ সেই মাতঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং অঙ্কুশাঘাত দ্বারা উহার ক্রোধোদ্দীপন[5] করিয়া 'নিহত হইলি, নিহত হইলি' বলিয়া বারংবার অশ্বত্থামাকে তর্জ্জন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক সূর্য্যকর-প্রখর

১। আট গাড়ী। ২। বৃক্ষ। ৩। গজারোহী সৈন্য। ৪। সিংহ। ৫। ক্রোধের উত্তেজনা।

তোমর প্রয়োগপূর্ব্বক আনন্দ সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগপুরঃসর তাঁহার মণি, হীরক, সুবর্ণ, অংশুক[1] ও মুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও পাবকের ন্যায় দ্যুতি-সম্পন্ন কিরীট পাণ্ড্যের শরে ছিন্ন হইয়া বজ্রাভিহত অদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় শব্দ করিয়া ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া যমদণ্ডসন্নিভ চতুর্দ্দশ শর গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ শরে হস্তীর পদ-চতুষ্টয় ও শুণ্ড, তিন শরে পাণ্ড্যের বাহুদ্বয় ও মস্তক এবং ছয় শরে তাঁহার ছয় অনুচরকে সমাহত ও নিপাতিত করিলেন। তখন পাণ্ড্যরাজের চন্দন-চর্চ্চিত, সুবর্ণ মুক্তা মণি ও হীরকে সমলঙ্কৃত, সুদীর্ঘ, সুবৃত্ত[2] ভুজযুগল ধরাতলে নিপতিত হইয়া গরুড়নিহত উরগদ্বয়ের ন্যায় বিলুণ্ঠ্যমান[3] হইতে লাগিল। তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশিসমপ্রভ রোষকষায়িতলোচনযুক্ত আননও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া বিশাখা-নক্ষত্র-দ্বয়ের[4] মধ্যগত চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমরনিপুণ মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে পাণ্ড্যরাজের দেহ তিন শরে চারি অংশে এবং তাঁহার হস্তীর কলেবর পাঁচ শরে ছয় অংশে বিভক্ত করাতে ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা ছিন্ন সেই দেহদ্বয় দশধা বিভক্ত দশ-দৈবত[5] হবির ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পাণ্ড্য বিপক্ষ-পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নি যেমন মৃত কলেবরস্বরূপ স্বধা লাভ করিয়া সলিল দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের শরাঘাতে প্রশান্তভাব অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সুহৃদ্বর্গ সমভি-ব্যাহারে সেই কৃতকার্য্য আচার্য্যপুত্র-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া, দেবরাজ যেমন বলাসুরবিজয়ী বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হৃষ্টমনে তাঁহাকে যথোচিত উপচারে সৎকার করিলেন।"

১। সূক্ষ্ম বস্ত্র। ২। সুগোল। ৩। লুণ্ঠিত। ৪। বিশাখানক্ষত্র দুইটি—"বিশাখয়োর্ম্মধ্যগতঃ শশী যথা" মৃচ্ছ ৪৮। "বিশাখয়োর্ম্মধ্যগতঃ সম্পূর্ণ ইব চন্দ্রমাঃ" (রামায়ণ)। ৫। যজ্ঞে পূর্ব্বাদি দশ দিকে প্রদত্ত—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্তের উদ্দেশে বিহিত দশ প্রকার পায়স কিংবা চরুর বলি।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—বহু সৈন্যক্ষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে অশ্বত্থামা পাণ্ড্যরাজকে নিহত ও মহাবীর কর্ণ একাকী শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিলে অর্জ্জুন কি করিল? ধনঞ্জয় মহাবল-পরাক্রান্ত ও অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ভগবান্ মহাদেব তাহাকে সর্ব্বভূতের অজেয় হইবে বলিয়া বরপ্রদান করিয়াছেন; অতএব সেই অর্জ্জুন হইতেই আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সে তৎকালে সংগ্রামস্থলে কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ড্য নিহত হইলে হৃষীকেশ সত্বর অর্জ্জুনের হিতার্থ তাঁহাকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আর দেখিতে পাইতেছি না; অন্যান্য পাণ্ডবগণও প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে বিপক্ষ-সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেন। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বত্থামার অভিলাষানুসারে সৃঞ্জয়গণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকল চূর্ণিত করিয়াছে।' হে মহারাজ! বাসুদেব এই সমস্ত কথা অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় ভ্রাতার মহাভয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন, 'হে মাধব! শীঘ্র রথ-সঞ্চালন কর।' মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। নির্ভীকচিত্ত ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত পুনর্ব্বার মহাবীর কর্ণের যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় ধনুর্দ্ধর বীরপুরুষেরা পরস্পরের বিনাশবাসনায় বিবিধ বাণ, পরিঘ, অসি, পট্টিশ, তোমর, মুষল, ভূশুণ্ডী, শক্তি, ঋষ্টি[১], পরশু, গদা, প্রাস, কুন্ত[২], ভিন্দিপাল ও অঙ্কুশ[৩] প্রভৃতি অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বাণ, জ্যা, তল ও রথের নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পরস্পর অরাতির অভিমুখে গমন করিলেন। বীরগণ সেই শব্দে পরম আহ্লাদিত হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা শরাসন, তলত্র ও জ্যাশব্দ, কুঞ্জরদিগের বৃংহিত, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার এবং শূরগণের বিবিধ তলশব্দ ও তর্জ্জন-গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত, ম্লান ও নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ সেই শব্দায়মান অস্ত্রবর্ষী বীরগণের মধ্যে অনেককেই সংহারপূর্ব্বক শরনিপাতে পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজযুক্ত বিংশতি রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে শরবর্ষণপূর্ব্বক যূথ[১]পতি হস্তী যেমন সারস[২]কুলসমাকীর্ণ পদ্মবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ শত্রুসৈন্যসমুদয় ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুগণমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন আস্ফালন-পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের চর্ম্ম ও বর্ম্ম-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহাকেও তাঁহার দ্বিতীয় বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর কশার আঘাত করে, তদ্রূপ তিনি অরাতিসৈন্যগণের বর্ম্ম, দেহ ও অস্ত্রসংহারক তলত্রের উপর শর-সমুদয়ের আঘাত করিয়া সিংহ যেমন মৃগগণকে মর্দ্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বলপ্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুযুধান এবং যমজ নকুল ও সহদেব ইঁহারা সমবেত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ ঐ সকল মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণপণে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ, সংগ্রামার্থ আহ্বান ও লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উদ্যত কালদণ্ডসদৃশ গদা, মুষল ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া রুধির ক্ষরণ-পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহার মস্তিষ্ক বহির্গত, কাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত এবং কাহারও আয়ুধ-সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হইল। কতকগুলি সৈন্য শরপূর্ণকলেবর হইয়া

১। দুই দিকে ধারযুক্ত খড়্গ। ২। বর্শা। ৩। ডাঙ্গস।

১। দল। ২। বেলে হাঁস।

রুধিরলিপ্ত দশনপংক্তি-বিরাজিত, দাড়িমসন্নিভ বক্তু দ্বারা জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল; কতকগুলি সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপক্ষগণকে পরশু দ্বারা তক্ষণ[১], পট্টিশ ও অসি দ্বারা ছেদন, শক্তি দ্বারা বিদারণ, ভিন্দিপাল দ্বারা নিক্ষেপ এবং নখর, প্রাস ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সৈন্যগণ পরস্পর নিহত হইয়া রুধিরধারা বর্ষণপূর্ব্বক ছিন্ন রক্তচন্দন-বৃক্ষের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। রথী কর্ত্তৃক রথী, হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, পদাতি কর্ত্তৃক পদাকি ও অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজদণ্ড, করিশুণ্ড এবং মনুষ্যগণের মস্তক, হস্ত, ছত্র-সমুদয় ক্ষুর, ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী ও রথ-সমবেত অশ্বসকল বিমর্দ্দিত হইল। করিনিকর অশ্বারোহী কর্ত্তৃক ছিন্নশুণ্ড ও নিহত হইয়া পতাকা ও ধ্বজের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল। হস্তী ও রথি-সমুদয় পদাতিদিগের বাহুবলে নিহত ও নিপতিত হইল। অসংখ্য অশ্বারোহী পদাতি দ্বারা ও পদাতিগণ অশ্বারোহী দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃত মনুষ্যগণের বদনমণ্ডল ও কলেবর মুদিত পদ্ম ও ম্লান মাল্যদামের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের পরম রমণীয় রূপ পঙ্কাক্লিন্ন[২] বস্ত্রের ন্যায় সাতিশয় মলিন ও একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।”

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

তুমুল সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধনের প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা-পরতন্ত্র[৩] হইয়া করিসৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধবিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দশার্ণ, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণপূর্ব্বক পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল-রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পার্ষ্ণি, অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ দ্বারা সঞ্চালিত পর্ব্বতাকার নাগগণকে নারাচ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন কোনটাকে দশ, কোন কোনটাকে ছয় ও কোন কোনটাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালপক্ষীয় যোধগণ দ্রুপদতনয়কে মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় সেই করিসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিতে দেখিয়া নিশিত অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল এবং নাগগণের উপর শরবর্ষণ পূর্ব্বক জ্যা-নির্ঘোষ ও তলধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং প্রভদ্রকগণ মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই করিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গগণ বীরগণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণ-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্ব, মনুষ্য ও রথিগণকে শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন, পদ দ্বারা মর্দ্দন ও দন্তাঘাতে বিদারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক বীর করিগণের দন্তলগ্ন হইয়া ভীষণ বেগে নিপতিত হইল।

কৌরবপক্ষীয় পুণ্ড্রপ্রমুখ নৃপতি নিধন

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি উগ্রবেগ নারাচ দ্বারা সমীপস্থিত বঙ্গাধিপতির মাতঙ্গের মর্ম্ম ভেদ করিয়া নিপাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ সেই নিহত মাতঙ্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতে-ছিলেন, সাত্যকি তাঁহার বক্ষঃস্থলে নারাচ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাঁহাকেও ধরাসাৎ করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন নারাচে পুণ্ড্রের পর্ব্বতাকার হস্তীর পতাকা, বর্ম্ম, ধ্বজ ও মহামাত্রকে ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিয়া পুনরায় অঙ্গাধিপতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদণ্ডের ন্যায় তিন নারাচ দ্বারা অঙ্গরাজপুত্রকে ও শত নারাচে তাঁহার হস্তীকে নিপীড়িত করিলেন। তখন অঙ্গরাজপুত্র ক্রোধভরে নকুলের প্রতি সূর্য্যকিরণ তুল্য আট শত তোমর নিক্ষেপ করিলে মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার

১। কর্ত্তন। ২। কাদামাখা। ৩। মারণেচ্ছার বাধ্য।

প্রত্যেক অস্ত্র ত্রিধা ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গরাজতনয় এইরূপে নকুলের শরে নিহত হইয়া স্বীয় মাতঙ্গের সহিত ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। হস্তিশিক্ষাবিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে বঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদ[1]সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্তদেশীয় বীরগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ নকুলকে মেঘাবৃত দিবাকরের ন্যায় অস্ত্রাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই হস্তিযূথের সহিত শর-তোমরবর্ষী রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথিগণের নারাচে মাতঙ্গগণের কুম্ভ[2], মর্ম্ম ও দন্তসমুদয় বিদীর্ণ ও ভূষণ-সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেব সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে আটটি মহাগজের প্রাণ-সংহার করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলনন্দন[3] নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতি নারাচ-নিকরে নাগগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও প্রভদ্রকগণ বৃহৎকায় মাতঙ্গগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তিগণ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণের জলধর-নির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় শরধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডব-পক্ষীয় রথী ও গজারোহিগণ কৌরবপক্ষীয় নাগগণকে নিপাতিত করিয়া অন্যান্য বিপক্ষ-সেনাগণকে ভিন্নকূল[4] নদীর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া পুনর্ব্বার কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

১। দেহাবরণ। ২। মস্তিষ্ক স্থানের কোমলাংশ। ৩। উচ্চ-কুলজাত। ৪। ভগ্নতীর।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

সহদেবসহ সমরে দুঃশাসন-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন সহদেবকে রোষাবিষ্টচিত্তে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথগণ ঐ দুই মহাবীরকে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্বজপট[1] বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া তিন শরে সহদেবের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; পাণ্ডুপুত্র সহদেবও সপ্ততি[2] নারাচে দুঃশাসনকে প্রহার করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন সহদেবের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার জ্যা ছেদন করিয়া অম্বরতলপরিভ্রষ্ট[3] ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন সেই যমদণ্ডোপম বিশিখ[4] সমাগত দেখিয়া খরধার খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়্গ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। সহদেব সেই খড়্গ আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নিশিত শরনিকরে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সমস্ত শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শর প্রয়োগ করিলেন। আপনার আত্মজ দুঃশাসনও তিন তিন শরে সহদেব-নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করিয়া বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরজালে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব ক্রোধভরে বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ

১। পতাকা। ২। সত্তর। ৩। আকাশচ্যুত। ৪। বাণ

করিয়া দুঃশাসনের প্রতি কালান্তকযমোপম ভয়ঙ্কর এক শর প্রয়োগ করিলে উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদপূর্ব্বক বল্মীক[১]মধ্যগামী পন্নগের[২] ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই শরাঘাতে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিত শর-নিকরে নিপীড়িত হইয়া সত্বর ভীতমনে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এইরূপে আপনার আত্মজ দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া, মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিকা-পুট[৩] বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য-সমুদয় বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।"

—

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

কর্ণ নকুল যুদ্ধ—নকুল-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর কর্ণ মাদ্রীতনয় নকুলকে কৌরবসৈন্য-বিদ্রাবণে[৪] প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অনুকূল দৈব-প্রভাবে তোমার নেত্রগোচরে নিপতিত হইলাম। হে পাপাত্মন্! তুমিই এই অনর্থপরম্পরা বৈর[৫] ও কলহের মূল। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি আমার প্রভাব নিরীক্ষণ কর। আজ আমি তোমাকে সংহার করিয়া কৃতকার্য্য ও বিগতজ্বর[৬] হইব।' মহাবীর সূতনন্দন নকুলের মুখে রাজপুত্রের, বিশেষতঃ ধনুর্দ্ধারীর সমুচিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বীর! তুমি আমাকে প্রহার কর; অদ্য আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শূর! অগ্রে যুদ্ধে বীরজনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্‌জাল বিস্তার করা তোমার কর্ত্তব্য। বীরগণ বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি আজ তোমার মস্তক চূর্ণ করিব।' মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বর ত্রিসপ্ততি শরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল সূতপুত্র-শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া আশীবিষসদৃশ[১] ভীষণ অশীতি[২] শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে নকুলের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিংশৎ[৩] বাণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলে সেই সমুদয় শর ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার কবচ ভেদপূর্ব্বক শোণিত পান করিল।

অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসনচ্ছেদন পুরঃসর হাস্যমুখে তিন শত সায়কে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অন্যান্য রথী ও সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের শরনিকরে সূতপুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অন্য এক ধনু গ্রহণ করিয়া পাঁচ বাণে নকুলের জত্রুদেশ[৪] বিদ্ধ করিলেন। ভুবনদীপন[৫] ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় রশ্মিজালপ্রভাবে যেমন শোভমান হয়েন, মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই কর্ণ-নিক্ষিপ্ত জত্রুদেশে বিদ্ধ শর-সমুদয় দ্বারা সেইরূপ সুশোভিত হইলেন এবং অবিলম্বে সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুষ্কোটি[৬] ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরজালে নকুলের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। নকুল কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরজাল প্রয়োগপূর্ব্বক অবিলম্বে তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোত[৭]-সঙ্কুলের ন্যায়, শলভ[৮]-সমাকীর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই শ্রেণীভূত শরনিকর অনবরত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত ক্রৌঞ্চপক্ষীর[৯] ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর তিরোহিত হইলে আকাশগামী কোন প্রাণীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইল না।

১। উইর ঢিপী। ২। সর্পের। ৩। পিপড়ার বাসা। ৪। উপদ্রুতকরণে। ৫। পরস্পর বিদ্বেষকারক শত্রুতা। ৬। পরিতাপরহিত

১। তীব্র সর্পবিষতুল্য। ২। আশী। ৩। ত্রিশ। ৪। কণ্ঠের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থি। ৫। অখিললোক উজ্জ্বলকারী। ৬। ধনুকের অগ্রভাগ। ৭। জোনাকী পোকা। ৮। ফড়িং। ৯। বক পাখীর।

হে মহারাজ! এইরূপে চতুর্দ্দিক্ শরনিকরে নিরুদ্ধ হইলে মহাবীর কর্ণ ও নকুল উদিত কাল[১]-সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সোমকগণ কর্ণচাপচ্যুত শরজালে সমাহত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরব-সৈন্যগণও নকুল-শরে সমাহত হইয়া সমীরণ-সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। তখন উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাতপথ[২] অতিক্রমপূর্ব্বক সেই ঘোরতর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে সৈন্য-সকল উৎসারিত[৩] হইলে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুলনির্ম্মুক্ত কঙ্ক-পত্রযুক্ত শর-সকল সূতপুত্রকে এবং সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজাল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজাল-সমাবৃত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ আকার ধারণপূর্ব্বক নকুলকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলে মহাবীর নকুল কর্ণের শরে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তখন সূতপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে সমরাঙ্গন এককালে মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে মহাত্মা সূতপুত্র নকুলের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং শরনিকর দ্বারা তাঁহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, গদা, খড়্গ, শতচক্রযুক্ত চর্ম্ম ও অন্যান্য উপকরণ-সকল এবং চক্ররক্ষকগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিঘ উদ্যত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদনপূর্ব্বক নকুলকে নিরস্ত্র করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। প্রলয়কালীন। ২। বাণের গমন-স্থান। ৩। দূরীকৃত।

অস্ত্রবিশারদ মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে মহাত্মা নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সূতপুত্রকে প্রহার করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা ব্যাকুলিত চিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

কর্ণ কর্ত্তৃক নকুলের উপহাস

তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া মাদ্রীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যারোপিত কার্ম্মুক সমর্পণ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন কর্ণের শরাসনে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মণ্ডলমধ্যগত শশধরের ন্যায় কিংবা চক্রচাপশোভিত নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ মহাত্মা নকুলকে কহিলেন, 'হে মাদ্রীতনয়! তুমি ইতিপূর্ব্বে বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আর মহাবল-পরাক্রান্ত কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। এখন হয় সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, না হয় গৃহে প্রতিগমন বা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমীপে গমন কর।' হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে এইমাত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাদ্রীতনয়কে ঐ সময় অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিরত হইলেন। এইরূপে পাণ্ডুতনয় নকুল কর্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিত মনে কুম্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া লজ্জাবনতমুখে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ করিলেন; মহাবীর সূতপুত্রও নকুলকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে শুভ্রবর্ণ অশ্বসংযুক্ত ও ভূরি-পতাকা-শোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি সূতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

কর্ণ-সমরে পাণ্ডব-পলায়ন

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোন কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও অক্ষবিহীন রথে অবসন্ন পাঞ্চালদেশীয় রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রথকুঞ্জর-সকল দাবানলে

দগ্ধ হইয়া যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য করিগণ বিদীর্ণকুম্ভ, রুধিরাক্ত-কলেবর, বিরহিতশুণ্ড ও নিকৃত্ত-লাঙ্গুল হইয়া বিদলিত অভ্র[১]খণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়বিহ্বল হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে গমন করিল, আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে শোণিত ক্ষরণ করিয়া জলস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল। অশ্বগণ উরুচ্ছদ[২] গ্রথিতকেশর[৩], স্বর্ণ, রৌপ্য, ও কাংস্যময় আভরণ, কবিকা[৪], চামর, চিত্রকম্বল, তূণীর এবং আরোহিবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ, প্রাস ও ঋষ্টি দ্বারা বিদ্ধ, কঞ্চুক[৫] ও উষ্ণীষ[৬]ধারী অশ্বারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ নিহন্যমান[৭] ও কেহ কেহ বা কম্পিত হইতে লাগিল। রথিগণ নিহত হওয়াতে বেগগামী অশ্বসংযুক্ত, সুবর্ণমণ্ডিত রথ সকল অক্ষ, কুবর, চক্র, ধ্বজ, পতাকা ও ঈশা[৮]দণ্ড বিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য রথী নিহত ও অনেকেই ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনেকে অস্ত্রহীন হইয়া এবং অনেকে অস্ত্রহীন না হইয়াই প্রাণত্যাগ করিল। তারকাজাল-সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাযুক্ত, বিচিত্রবর্ণ পতাকা-পরিশোভিত বীরগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অসংখ্য মস্তক, উরুদেশ, বাহু এবং অন্যান্য অবয়ব সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্রের সায়ক-প্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোধগণের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না। সৃঞ্জয়গণ সূতপুত্রের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় পুনরায় তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল-মহারথগণ সেই যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় সেনানিপাতন[৯] মহারথ কর্ণের সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ তাঁহাদিগের অনুসরণ ও শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।"

১। মেঘ। ২। উরুরক্ষক বস্ত্রাবরণ। ৩। বালাঙ্কিতে বেণী বাঁধা। ৪। লাগাম। ৫। কাঁচলী। ৬। পাগড়ী। ৭। প্রহারিত। ৮। অশ্বদ্বয়ের মধ্যস্থ সংযোগকারক কাঠ। ৯। সৈন্যসংহারী।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

উলূকযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় যুযুৎসুর পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু অরাতি-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, মহাবীর উলূক 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুৎসু বজ্রসদৃশ শিতধার শর দ্বারা উলূককে তাড়িত করিতে লাগিলেন; মহাবীর উলূকও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কর্ণি দ্বারা তাড়িত করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ ও বেগশালী অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রোষকষায়িতনয়নে ষষ্টিবাণে উলূককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন উলূক কোপাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণভূষিত বিংশতি শরে যুযুৎসুকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎসুও উলূকের শরে ধ্বজ উন্মথিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলূক তৈলধৌত ভল্ল দ্বারা যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথির ছিন্ন মস্তক অম্বরতলপরিভ্রষ্ট বিচিত্র তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর উলূক যুযুৎসুর চারি অশ্বকে নিহত করিয়া তাঁহাকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু উলূকের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন; উলূকও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধ—সুতসোমের অলৌকিক অসিযুদ্ধ

এ দিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নিশিত শরনিকরে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করিয়া অকুতোভয়ে নিমেষার্দ্ধমধ্যে শতানীকের অশ্বসমুদয় ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শতানীক সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার পুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ঐ গদা শ্রুতকর্ম্মার অশ্ব, সারথি ও রথ সংচূর্ণিত করিয়া অবনী বিদারণ করিয়াই যেন নিপতিত হইল। এইরূপে সেই কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন বীরদ্বয় পরস্পরের

আঘাতে বিরথ হইয়া পরস্পরের প্রতি নেত্রপাত করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা বিবিংশুর রথে ও শতানীক সত্বর প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরোহণ করিলেন।

ঐ সময় সুবলনন্দন শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুতসোমকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বারিবেগ যেমন পর্ব্বতকে চালিত করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। সুতসোম পিতার পরম শত্রু শকুনিকে অবলোকন করিয়া বহুসহস্র শরে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন অস্ত্রপ্রয়োগদক্ষ বিচিত্র যোদ্ধা শকুনি শরজালে সুতসোমের শরনিকর ছেদনপূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে তিলপ্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকল লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিল। ধনুর্দ্ধর সুতসোম এইরূপে হতাশ্ব, বিরথ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া সত্বর শরাসন-হস্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিবিধ বিশিখ দ্বারা শকুনির রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ শকুনি সেই রথসমীপে সমাগত শলভরাজি-সন্নিভ শরজাল সন্দর্শনে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে তৎসমুদয় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় তত্রত্য সমুদয় যোদ্ধা ও আকাশস্থিত সিদ্ধগণ সুতসোমকে পদাতি হইয়া রথস্থ শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। তখন সুবলনন্দন নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথবিহীন সুতসোম এইরূপে ছিন্নচাপ হইয়া বৈদূর্য্য[১] ও উৎপলের[২] ন্যায় প্রভাযুক্ত হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিদেশসম্পন্ন খড়্গ সমুদ্যত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। শকুনি সুতসোমের সেই বিমলাম্বর-সন্নিভ[৩] সঞ্চালিত খড়্গকে কালদণ্ডের[৪] ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন শিক্ষাবলসম্পন্ন সুতসোম সেই অসি ধারণপূর্ব্বক সহসা ভ্রান্ত[৫], উদ্‌ভ্রান্ত[৬] আবৃত[৭] আপ্লুত[৮], বিপ্লুত[৯], সম্পাত[১০] ও সমুদীর্ণ[১১] প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক বারংবার সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বলবীর্য্য-সম্পন্ন সুবলনন্দন সুতসোমের প্রতি শর-নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুতসোমও অসি দ্বারা তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শকুনি তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি আশীবিষসদৃশ শরসমূহ পরিত্যাগ করিলেন। গরুড় তুল্য পরাক্রমশালী সুতসোম স্বীয় বল ও শিক্ষা-প্রভাবে হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎসমুদয়ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শকুনি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার প্রভাসম্পন্ন অসি ছেদন করিলেন। সেই মহাখড়্গ ছিন্ন হইলে উহার অর্দ্ধভাগ ভূতলে নিপতিত হইল ও অর্দ্ধভাগ মাত্র সুতসোমের হস্তে রহিল। তখন মহারথ সুতসোম স্বীয় খড়্গ ছিন্ন অবগত হইয়া ছয় পদ গমনপূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে সেই হস্তস্থিত খড়্গার্দ্ধ নিক্ষেপ করিলেন। সুতসোম-নিক্ষিপ্ত অর্দ্ধছিন্ন খড়্গ মহাত্মা সৌবলের স্বর্ণহীরকবিভূষিত সগুণ শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুতসোম সত্বর শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ করিলেন। শকুনি অন্য দুর্জ্জয় কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়া পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন সমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে ঘোরতর নিনাদ সমুত্থিত হইল। তখন মহাত্মা শকুনি সেই শস্ত্রধারী গর্ব্বিত পাণ্ডবপক্ষীয় সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করিয়া দেবরাজ যেমন দৈত্যসেনাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।"

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

কৃপাচার্য্য-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে শরভ যেমন বনমধ্যে সিংহকে দেখিয়া নিবারণ করে,

---

১। নীলকান্ত মণি। ২। নীলপদ্ম। ৩। নির্ম্মল আকাশ-সমপ্রভ। ৪। যমদণ্ডের। ৫—১১। সম্মুখে ঘুরাণ, ঊর্দ্ধদিকে ঘুরাণ, গোলাকারে ঘুরাণ, এককালে অবিশ্রান্ত উপরে নীচে ঘুরাণ, আশেপাশে ঘুরাণ, একবার ঊর্দ্ধে একবার নীচে ঘুরাণ, আঘাত প্রদান ও আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া ধরা—এই সাত প্রকার মণ্ডল অনুলোম ও বিলোমে চতুর্দ্দশ প্রকার। অনুলোম সোজা গতি—ডান দিক হইতে ঘুরাণ আরম্ভ হইয়া বাম দিকে শেষ; বিলোম উল্টাগতি—বাম দিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডান দিকে শেষ।

সেইরূপ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ কর্তৃক নিবারিত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রাণিগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসন্নিধানে কৃপাচার্য্যের রথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুপদতনয়কে বিনষ্ট বলিয়া অবধারণ করিল। তখন রথী ও সাদিগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, 'বোধ হয়, মহাত্মা কৃপ দ্রোণ-নিধনে জাতক্রোধ হইয়াছেন। ইনি মহাতেজস্বী, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও উদারধীশক্তি-সম্পন্ন। আজ কি ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? এই সমস্ত সৈন্য কি মহাভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ মহাবীর কি আমাদিগকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? ইঁহার রূপ কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত করাল[১]। আজ ইনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমরবিজয়ী মহারথ লঘুহস্ত[২] এবং মহাস্ত্র ও বলবীর্য্যসম্পন্ন। অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন নিঃসন্দেহই উঁহার সহিত সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন।' হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে নানা প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল।

পলায়মান ধৃষ্টদ্যুম্নের পশ্চাদ্ধাবন

অনন্তর মহারথ কৃপ ক্রোধভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মদেশে আঘাত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের শরজালে একান্ত সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহাবীর! আপনার মঙ্গল ত? আমি যুদ্ধকালে আপনার এইরূপ বিপদ্ ত কখন নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে দুর্দ্দৈব বশতই আপনি মর্ম্মভেদী শরনিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ঐ বিপ্রবর আপনার মর্ম্মভেদ লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন; অতএব আমি অবিলম্বে অর্ণবমুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত নদীবেগের ন্যায় এই রথ প্রতিনিবৃত্ত করিব। এক্ষণে যিনি তোমার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ অবধ্য।' মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথির মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন, 'হে সূত! আমার চিত্ত বিমোহিত ও দেহ হইতে স্বেদ[৩]জল নির্গত হইতেছে

১। ভয়ঙ্কর। ২। ক্ষিপ্রহস্ত—দ্রুত অস্ত্রনিক্ষেপে নিপুণ। ৩ ঘর্ম্ম।

এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত ও অনবরত বিকম্পিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুন-সন্নিধানে রথ উপনীত কর। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অর্জ্জুন বা ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইলে অদ্য আমার শ্রেয়োলাভ হইবে।' হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাতপূর্ব্বক যে স্থানে ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ ও মুহুর্ম্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কৃপাচার্য্য দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীত করিলেন।

হার্দ্দিক্য-শিখণ্ডী-সমর—পাণ্ডব-পলায়ন

ঐ সময় মহাবীর হার্দ্দিক্য হাস্যমুখে ভীষ্মের সংহারহেতু একান্ত দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডীকে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সুশাণিত পাঁচ ভল্লে হার্দ্দিক্যের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। তখন হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে ষষ্টিসায়কে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে এক শরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদাত্মজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে কৃতবর্ম্মাকে "থাক্ থাক্" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র স্খলিত হইয়া পড়িল। শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর ব্যর্থ ও ক্ষিতিতলে নিপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কৃতবর্ম্মা ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় প্রভাব-প্রকটনে[১] অসমর্থ হইলে দ্রুপদতনয় রোষভরে অশীতি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হৃদিকাত্মজ শিখণ্ডিনিক্ষিপ্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর ও একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কুম্ভমুখ হইতে বিনির্গত সলিলের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে অনবরত রুধিরধারা

১। নিজ তেজোবীর্য্য প্রকাশে।

নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারারঞ্জিত শৈলের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং তৎপরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশে বহুসংখ্যক শর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাত্মজ স্কন্ধদেশবিদ্ধ শরসমূহ দ্বারা শাখাপ্রশাখা-শোভিত অতি বৃহৎ পাদপের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের শরাঘাতে রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া পরস্পর শৃঙ্গাভিহত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া অসংখ্য মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক রথারোহণে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃতবর্ম্মা সুশাণিত সপ্ততিশরে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক জীবিতান্তকর ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী ভোজরাজ-নিক্ষিপ্ত শরে একান্ত অভিহত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক মোহে অভিভূত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে হার্দ্দিক্য-শরাঘাতে নিতান্ত কাতর ও বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবসৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।"

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনযুদ্ধে শত্রুঞ্জয়-প্রমুখ বহু বীর বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময়ে শ্বেতবাহন অর্জ্জুন বায়ু যেমন ইতস্ততঃ তুলারাশি বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ তিনি আপনার সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, সংশপ্তক ও অন্যান্য নারায়ণী সেনাগণ এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, শত্রুঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্ম্মা, সুশর্ম্মা, বসুধর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও মহাধনুর্দ্ধর অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তাধিপতি অর্জ্জুনের উপর শরধারা বর্ষণ করিয়া জলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তার্ক্ষ্য[১] দর্শনে পন্নগগণ যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই যোধগণ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া জড়ীভূত[২] হইতে লাগিল। তাহারা ধনঞ্জয়ের শরে নিয়ত নিহন্যমান হইয়াও হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চন্দ্রসেন সাত, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি, সৌশ্রুতি সাত, শত্রুঞ্জয় বিংশতি ও সুশর্ম্মা নয় শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিকে সাত, সত্যসেনকে তিন, শত্রুঞ্জয়কে বিংশতি, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে শত, শ্রুতসেনকে তিন, মিত্রবর্ম্মাকে নয় ও সুশর্ম্মাকে আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলানিশিত শরনিকরে শত্রুঞ্জয়, সৌশ্রুতি ও চন্দ্রবর্ম্মাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণপূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন রোষাবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তোমর নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড সুবর্ণময় তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ[৩] ও অশ্বরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষীকেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! তুমি সত্বর সত্যসেনের নিকট রথসঞ্চালন কর; আমি অবিলম্বেই উহাকে সংহার করিব।' মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক সত্যসেনের নিকট রথ-সঞ্চালন করিলেন; মহারথ ধনঞ্জয়ও তীক্ষ্ণ শরনিকরে সত্যসেনকে নিবারণ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি শাণিত বাণ দ্বারা মিত্রবর্ম্মাকে ও বৎসদন্ত দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিয়া পুনরায় শত শত শর দ্বারা অসংখ্য সংশপ্তককে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই সেই রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা মিত্রসেনের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক সুশর্ম্মার জত্রুদেশে মহা আঘাত করিলেন। অনন্তর সংশপ্তক-গণ ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ক্রোধভরে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে

১। গরুড়। ২। জড়বৎ। ৩। চাবুক।

নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম-শালী মহারথ অর্জ্জুন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলে সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। রাশি রাশি ধ্বজ, পতাকা, রথ, কার্ম্মুক, তূণীর, যুগ, অক্ষ, চক্র, যোক্ত্র, রশ্মি, কুবর, বরূথ, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্রযুক্ত শতঘ্নী, ভুজ, ঊরু, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন ও মুকুট-সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সুন্দর নেত্রযুক্ত কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছিন্নমস্তক সকল অম্বর-তলস্থিত তারকাজালের ন্যায় লক্ষিত হইল। নিহত বীরগণের মাল্যাম্বরধারী[১] চন্দনদিগ্ধ[২] দেহ-সকল ধরাতলে নিপতিত রহিল। তৎকালে সংগ্রামস্থল অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়-রাজপুত্রগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব নিপতিত হওয়াতে রণভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ভূভাগের ন্যায় অতিশয় দুর্গম হইল। ঐ সময় শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের রথচক্রের গতিরোধ হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যেন, মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথচক্র তাঁহাকে সেই শোণিতজাত কর্দ্দমসমাকীর্ণ সংগ্রাম-স্থলে বিচরণপূর্ব্বক অসংখ্য শত্রু, হস্তী ও অশ্ব-সমুদয় সংহার করিতে দেখিয়া অবসন্ন হইয়াছে। তখন মনোবেগগামী অশ্বগণ প্রাণপণে সেই কর্দ্দমমগ্ন চক্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন এইরূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে তাহারা প্রায় সকলেই রণবিমুখ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বহুসংখ্যক সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।"

—

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবসৈন্যের উপর অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন, আপনার পুত্রও নিশিত নয় বাণে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথির উপর এক ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের উপর সুবর্ণপুঙ্খ ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব এবং এক এক শরে তাঁহার সারথির মস্তক, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও খড়্গ ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে পাঁচ বাণে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। আপনার পুত্র এইরূপে একান্ত বিষণ্ণ হইয়া সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন; তখন পাণ্ডু-তনয়েরাও যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তূর্য্য বাদিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যে স্থলে কৌরব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়াছিল, সে স্থানে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। নরগণ নরদিগের সহিত, কুঞ্জরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বীরগণ পরস্পর পরস্পরের বিনাশবাসনায় বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বীরজনের সমরব্রত[১] অনুসারে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন; কোনক্রমেই কেহ সমর পরিত্যাগ করিলেন না। এইরূপে ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল অতি মধুরদর্শন হইল; কিন্তু অবিলম্বেই একবারে সকলে উন্মত্ত হওয়াতে উহা নির্ম্মর্য্যাদ[২] হইয়া উঠিল। তখন রথিগণ মাতঙ্গদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন ও অশ্বগণকে বেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে লাগিল। মহামাতঙ্গগণ বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান হইলে অশ্বারোহিগণ কুঞ্জরদিগের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত দ্বিরদগণ

১। মাল্য-বসনভূষিত। ২। চন্দনমাখা।

১। যুদ্ধনীতি। ২। বিশৃঙ্খল—সমরবিষয়ক নিয়মরহিত।

অশ্ব-সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া দশনপ্রহারে বিনষ্ট ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী রোষভরে দশন দ্বারা অশ্বারোহিগণের সহিত অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ পদাতি-সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুযোগক্রমে সমাহত হইয়া ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় পদাতিগণ আভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইলে গজারোহিগণ জয়লক্ষণ অবগত হইয়া সত্বর তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল এবং গজদিগকে পরিবেষ্টন ও আহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর ভেদ ও আভরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবেগ-সম্পন্ন বলমদমত্ত পদাতিগণও গজারোহীদিগকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কতকগুলি গজারোহী করিশুণ্ড দ্বারা আকাশমার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতনকালে মাতঙ্গগণের বিষাণাগ্রে বিদ্ধ হইল। কতকগুলি গজারোহী হস্তীর দন্ত দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল। কতকগুলি সেনামধ্যে মহাগজ দ্বারা বিদীর্ণকলেবর ও পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইল এবং কতকগুলি হস্তীর পুরোবর্ত্তী বীর কুঞ্জরগণ কর্ত্তৃক ব্যজনের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইল। এইরূপে গজারোহীদিগের কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। নাগগণ প্রাস, তোমর ও ঋষ্টি দ্বারা দন্তান্তরাল[1] কুম্ভ ও দন্তবেষ্টনে[2] অতিমাত্র বিদ্ধ হইল।

ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পার্শ্বস্থ সুদারুণ বীরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও রথিগণ অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ তোমর দ্বারা চর্ম্মধারী পদাতিগণকে ভূতলে মর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তিগণ কোন কোন রথীকে আক্রমণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর সমরাঙ্গনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবল-পরাক্রান্ত মাতঙ্গ নারাচ দ্বারা নিহত হইয়া বজ্র-ভিন্ন[3] গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল। তখন যোধগণ পরস্পর সমাগত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টিপ্রহার ও পরস্পরের কেশ ধারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভুজযুগল উন্নত করিয়া প্রতিপক্ষকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পাদ দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল

১। দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ। ২। মাড়িতে। ৩। বজ্রদ্বারা ভগ্ন।

আক্রমণপূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ অসি দ্বারা পতনোন্মুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির দেহে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যোদ্ধাদিগের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশগ্রহ[1] ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতর্কিতসঞ্চারে[2] অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণসংহার করিল। এইরূপে যোধগণ পরস্পর ঘোরতর সঙ্কুল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য কবন্ধ[3] সমুত্থিত হইল। শস্ত্র ও কবচ সকল শোণিতলিপ্ত হইয়া ধাতুরাগ-রঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে গঙ্গাপ্রপাতের[4] ন্যায় সেনাগণের ভীষণ কলকলধ্বনি সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে শস্ত্রপাতসঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া আত্মপর অবধারণে অসমর্থ হইল। জিগীষাপরবশ ভূপালগণ 'যুদ্ধ করিতে হয়' এই বোধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কি আত্মীয়, কি বিপক্ষপক্ষীয় যাহাকে, সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহাকেই বিনাশ করিলেন। ফলতঃ তৎকালে বীরগণের শর-প্রভাবে উভয়পক্ষীয় সেনাগণই আকুল হইয়া উঠিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য নিপতিত হওয়াতে রণভূমি ক্ষণকালমধ্যে অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সমরাঙ্গনে শোণিত-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত, কর্ণ পাঞ্চাল এবং ভীমসেন কৌরব ও করিসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অপরাহ্ন কালে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যেরা বিপুল যশোলাভাভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের মৃত্যু-সংবাদ ও অন্যান্য দুর্ব্বিষহ বিষম দুঃখবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তুমি যেমন যুদ্ধের

১। চুলের মুঠি ধরা। ২। অন্যে টের না পায় এইরূপ গতিতে। ৩। মস্তকহীন দেহ। ৪। বেগে চালিত জলধারার।

কথা কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, কৌরবগণের জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। সূতনন্দন! তুমি বক্তৃতাবিশারদ; অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ দুর্য্যোধনকে বিরথ করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল, দুর্য্যোধনই বা কিরূপে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্নসময়ে অন্যান্য বীরগণের কিরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল, তৎসমুদয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যগণ সংবিভাগক্রমে সংগ্রামে মিলিত ও নিহন্যমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক বিষপূর্ণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজকে লক্ষ্য করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! যে স্থানে বর্ম্মধারী রাজা যুধিষ্ঠির ধ্রিয়মাণ আতপত্র[১] দ্বারা বিরাজিত হইতেছেন, তুমি সত্বর তথায় আমাকে লইয়া চল।' সারথি দুর্য্যোধনের আজ্ঞাশ্রবণে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে রথচালন করিতে লাগিল, তখন যুধিষ্ঠিরও মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় প্রকোপিত হইয়া স্বীয় সারথিকে দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন পরস্পর মিলিত হইয়া সরোষনয়নে পরস্পরের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শিলানিশিত ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মনন্দনের শরাসন ছেদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত-লোচনে অবিলম্বে ছিন্নচাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্য্যোধনও অন্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় রোষিত সিংহদ্বয়ের ন্যায়, নর্দ্দমান[২] বৃষদ্বয়ের ন্যায় জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া শস্ত্রবর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিলেন এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বিচরণপূর্ব্বক আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বারংবার সিংহনাদ, তলধ্বনি, চাপনির্ঘোষ ও শঙ্খনিস্বনপূর্ব্বক পরস্পরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

১। ছত্র। ২। গর্জ্জিত।

দুর্য্যোধন-পরাজয়

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রতুল্য বেগশালী তিন বাণে আপনার পুত্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনও সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচ বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভীষণ শক্তি মহোল্কার ন্যায় সমাগত দেখিয়া নিশিত তিন বাণে ছেদনপূর্ব্বক পাঁচ বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্বর্ণদণ্ডান্বিত হুতাশনসন্নিভ[১] শক্তি গগনভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় ভীষণ শব্দ করিয়া নিপতিত হইল। দুর্য্যোধন শক্তি বিনিহত[২] দেখিয়া নিশিত নয় ভল্লে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। অরাতিঘাতন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সংযোজনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে ঐ শর আপনার পুত্রকে বিমোহিত করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন দুর্য্যোধন কলহের শেষ করিবার মানসে সরোষনয়নে গদা উদ্যত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মবিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বিমোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার বধ্য নহে।' রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সেই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে হেমমণ্ডিত গদা গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে হার্দ্দিক্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ। এইরূপে সেই অপরাহ্ন-সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভ-লোলুপ কৌরবপক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম হইল।"

১। অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল। ২। বিফল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—পাণ্ডব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্ত্তী[১] করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাসুরযুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ করিবৃংহিত[২] নরকোলাহল, রথঘর্ঘর-শব্দ ও শর্খনিস্বন দ্বারা অতিশয় পুলকিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ আয়ুধ প্রয়োগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব রথী বীরপুরুষ-নিক্ষিপ্ত শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ শরে নিহত হইয়া গেল। চন্দ্র-সূর্য্য ও কমল তুল্য, ধবল-দশনরাজি-বিরাজিত, নাসাবংশ[৩]-সুশোভিত, কমনীয়-লোচন, রুচির, কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত নরমস্তকসমূহে রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। অসংখ্য পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভূশুণ্ডী ও গদা দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল! এইরূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষতবিক্ষত ও ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরাঙ্গন লোকক্ষয়কালীন যমরাজ্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ আত্মজ ও সৈনিকগণ বহুল বল-সমভিব্যাহারে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসম্পন্ন কৌরবসৈন্য গমনকালে সমুদ্রের ন্যায় গভীর শব্দ করিয়া সুররাজের সেনার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সুররাজসম বিক্রম-সম্পন্ন মহাবীর কর্ণ দিনকরকিরণের ন্যায় প্রখর শরনিকর দ্বারা উপেন্দ্রতুল্য সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিলেন; সাত্যকিও সত্বর বিবিধ শর দ্বারা সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র পুরুষপ্রবীর কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর আপনার সুহৃদ্ অতিরথগণ সাত্যকি-নিক্ষিপ্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত সত্বর বসুষেণের নিকট গমন করিলেন। তখন মহার্ণব-সন্নিভ কৌরব-সৈন্য সমুদয় সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইলে দ্রুপদতনয় প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ উঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বহুসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়া গেল।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সায়ংকালোচিত কার্য্য সমাধানানন্তর ভগবান্ ভবানীপতির যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কৌরব-সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের অম্বুদের ন্যায় গভীরনিস্বনযুক্ত, পবন-বিকম্পিত-ধ্বজপট[১] সম্পন্ন, শ্বেতাশ্ব-সংযোজিত রথ সম্মুখে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিতপ্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক নৃত্য করিয়াই যেন শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল ও গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত যন্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজদণ্ড সমন্বিত বিমানপ্রতিম রথ-সমুদয় সারথির সহিত শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শর-প্রয়োগপূর্ব্বক বৈজয়ন্তী[২] আয়ুধ ও ধ্বজসম্পন্ন গজ, মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারাজ দুর্য্যোধন একাকীই সেই সংক্রুদ্ধ অন্তক-সদৃশ দুর্নিবার অর্জ্জুনকে শরনিকর দ্বারা সমাহত করিয়া তথায় আগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সাত সায়কে তাঁহার কার্ম্মুক, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদনপূর্ব্বক একশরে তাঁহার ছত্রদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণনাশক শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের ধনু ও অশ্বগণকে ছেদনপূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে হার্দ্দিক্যের শরাসন, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া সূতপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তিন শরে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে বারংবার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ সময়ে রোষপরবশ সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার ও

১। অগ্রবর্ত্তী। ২। গজশব্দ। ৩। দীর্ঘনাসিকা।

১। পবনে পতপত চালিত পতাকা। ২। মাল্য।

অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল না।

অনন্তর সাত্যকি তথায় আগমনপূর্ব্বক কর্ণকে প্রথমতঃ নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, উত্তমৌজা, যমজ নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ এবং প্রভদ্রক, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিদিগের সহিত কর্ণবধে অধ্যবসায়ারূঢ়[১] হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন ও কটূক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ শিত[২] শরনিকরে ঐ শস্ত্র ছেদন করিয়া, বায়ু যেমন মহীরুহ[৩] ভগ্ন করিয়া অপবাহিত[৪] করে, সেইরূপ তথা হইতে তৎসমুদয় অপসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথী, মহামাত্র-সমবেত গজ, সাদীর সহিত অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে বিশস্ত্র[৫], ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান[৬] হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

রাত্রিযুদ্ধে ভীত কৌরবগণের পলায়ন

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণ-পূর্ব্বক সেই কর্ণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-সমুদয় প্রতিহত করিয়া শরনিকর দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরজাল মুষলের ন্যায়, পরিঘের ন্যায়, শতঘ্নীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনের অস্ত্রবলে নিহন্যমান হইয়া নিমীলিত-লোচনে ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভীত হইয়া ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ ভানুমান্ অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন। গাঢ়তর অন্ধকার ও ধূলিপটল[৭]প্রভাবে আর কোন বস্তুই নিরীক্ষিত হইল না। তখন কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ রাত্রিযুদ্ধে

১। যত্নবান্। ২। তীক্ষ্ণধার। ৩। বৃক্ষ। ৪। দূরে নিক্ষেপ। ৫। অস্ত্রহীন। ৬। প্রহারিত। ৭। ধূলিজাল।

নিতান্ত ভীত হইয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে রণস্থল হইতে অপগমন[১] করিলেন; পাণ্ডবেরাও জয়শ্রী লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ করিয়া স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে অবহার[২] করিলে ভূপালগণ পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সেই নিশাকালে শিবিরে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয়া রুদ্রদেবের আক্রীড়সন্নিভ[৩] সেই ভীষণ রণস্থলে সমাগত হইতে লাগিল।"

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

শিবিরে বিশ্রামাবসরে কর্ণের সচাতুরী-আশ্বাস

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দে আমাদের সমুদয় যোধগণকে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিলে যমও উহার নিকট পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। যে বীরবর একাকী দিব্য শরাসন ধারণপূর্ব্বক সুভদ্রাহরণ, অগ্নির তৃপ্তি-সম্পাদন, এই পৃথিবী পরাজয়পূর্ব্বক সমুদয় ভূপালের নিকট কর-গ্রহণ, নিবাতকবচগণের বিনাশ-সাধন, ভরতগণের পরিত্রাণ এবং কিরাতরূপী দেবাদি-দেব মহাদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম ও তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই অর্জ্জুন পরাক্রম দ্বারা নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বর্ম্ম ও আয়ুধ-বিবর্জ্জিত, হত, আহত ও বিধ্বস্ত বাহনগণে পরিবেষ্টিত মহামানী কৌরবগণ এইরূপে অরাতিশরে বর্ম্ম ও অস্ত্র-বিবর্জ্জিত, বাহনবিহীন, হতসৈন্য, একান্ত সমাহত ও নির্জ্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থানপূর্ব্বক ভগ্নদন্ত বিষবিহীন বিষধরের ন্যায় দীনস্বরে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগি-লেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও

১। পলায়ন। ২। বিশ্রাম। ৩। সংহার ক্রীড়াক্ষেত্র তুল্য।

করে করনিপীড়নপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! অর্জ্জুন দৃঢ়, কার্য্যদক্ষ ও ধৈর্য্যশালী, বিশেষতঃ বাসুদেব যথাসময়ে উহাকে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অদ্য সহসা শস্ত্র বর্ষণপূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু কল্য আমি তাহার সমুদয় সঙ্কল্প ধ্বংস করিব।' দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক 'তথাস্তু' বলিয়া ভূপালগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ যত্নপূর্ব্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত দুর্জ্জয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন অরাতিঘাতন দুর্য্যোধন যুদ্ধে পুরন্দরের ন্যায়, বলে মরুদ্গণের ন্যায় ও বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায়, শক্রনিসূদন, বৃষভস্কন্ধ সূতপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমুদয় সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকেই প্রাণসঙ্কটকালীন বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিল।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সেনাগণ কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইলে দুর্য্যোধন কি করিল? সৈন্যগণের অবহারানন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইলে আমার পুত্র কি সূর্য্যদর্শনোৎসুক শীতার্ত্ত পুরুষের ন্যায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! উভয়পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সূতপুত্র কিরূপে যুদ্ধ করিল? পাণ্ডবেরাই বা কিরূপে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? মহাবাহু কর্ণ একাকী সৃঞ্জয় ও পার্থগণকে নিহত করিতে পারে। ঐ মহাবীর সংগ্রামকালে ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য ভুজবল ধারণ করিয়া থাকে। দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে যত্নশীল হইয়াছিল, মহারথ কর্ণও দুর্য্যোধনকে পীড়িত ও পাণ্ডবগণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই বাসুদেব-সমবেত সপুত্র পাণ্ডবগণকে জয় করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে পরাভূত করিতে পারিল না; অতএব দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! এক্ষণে দ্যূতক্রীড়ার চরম ফল উৎপন্ন হইয়াছে। আমি দুর্য্যোধনের দুর্নীতিজনিত শল্যভূত[১] দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সূতনন্দন নীতিমান, পরাক্রান্ত ও দুর্য্যোধনের অনুগত। তথাপি এই মহাযুদ্ধে আমার পুত্রগণকে নির্জ্জিত ও নিহত শ্রবণ করিতে হইল! হায়! পাণ্ডবগণকে নিবারণ করে, এমন আর কেহই নাই। তাহারা আমাদের সৈন্যগণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অনায়াসে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; অতএব দৈবই বলবান্।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ[২] কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। অতীত কার্য্যের অনুশোচন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার সহিত বিনষ্ট হয়[৩]। আপনি পূর্ব্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিষয়ের পরীক্ষা করেন নাই; সুতরাং এক্ষণে আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বারংবার আপনাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি মোহবশতঃ তাঁহাদের হিতবাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষতঃ আপনি তাঁহাদের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে; তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে যেরূপে ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করুন।

অর্জ্জুনবধে কর্ণের সুদৃঢ় সঙ্কল্প

রজনী প্রভাত হইলে মহাবাহু কর্ণ দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আজ আমি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অদ্য হয় আমিই তাহাকে সংহার করিব, না হয় সেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্যবাহুল্য প্রযুক্ত কখনই যুদ্ধে পরস্পরের সমাগম হয় নাই। হে কুরুরাজ! এক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধিবিবেচনানুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান

১। শল্যাঘাতজনিত বেদনায় পরিণত। ২। অধর্ম্ম—ব্যাজোক্তি দ্বারা ঐরূপ অর্থ প্রতিপন্ন। ৩। লয় পায়—অস্তিত্ব থাকে না।

বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং আমিও শক্রদত্ত শক্তি-হীন হইয়াছি; এক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলে ধনঞ্জয় অবশ্যই আমার অভিমুখীন হইবে। তখন তুমি তাহার ও আমার দিব্যাস্ত্র-সমুদয় দেখিতে পাইবে। সব্যসাচী[১] অর্জ্জুন প্রতিযোদ্ধার কার্য্য-বিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত, বল, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, নিমিত্তজ্ঞান[২] ও বিক্রম-বিষয়ে কখনই আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ! আমার এই শরাসন সামান্য নহে, পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয়-চিকীর্ষু[৩] হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে প্রসিদ্ধ শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্দারা দেবরাজ দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়াছেন, যাহার নির্ঘোষে দানবগণ দশদিক্ শূন্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল, সুররাজ সেই শরাসন পরশুরামকে প্রদান করেন; ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য চাপ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ কার্ম্মুক দ্বারা সমাগত দৈত্যগণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপে জয়শীল মহাবাহু অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। এই আমার পরশুরামদত্ত ভীষণ শরাসন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহা দ্বারা ভার্গব একবিংশতিবার পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার দিব্য কার্য্যসমুদয় কীর্ত্তনপূর্ব্বক ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি এই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়শীল অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া তোমাকে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত করিব। অদ্য এই গিরিকানন-সুশোভিতা সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী তোমার ও তোমার পুত্রপৌত্রাদির ভোগার্থে কল্পিত হইবে। ধর্ম্মানুরক্ত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধিলাভ যেমন অশক্য নহে, তদ্রূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। পাদপের অগ্নিসংস্পর্শ যেরূপ অসহ্য হইয়া উঠে, আমিও অর্জ্জুনের তদ্রূপ অসহ্য হইব সন্দেহ নাই।

শল্যকে সারথি করিতে কর্ণের কামনা

হে মহারাজ! আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে অংশে হীন, তৎসমুদয় আমার স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা দিব্য, তূণীরদ্বয় অক্ষয়, সারথি বাসুদেব, কাঞ্চনভূষণ দিব্য রথ অগ্নিদত্ত ও অচ্ছেদ্য, অশ্ব-সকল মনের তুল্য বেগশালী এবং ধ্বজ বিস্ময়কর ও দ্যুতিমান্ বানরে লাঞ্ছিত। আমার এতাদৃশ কিছুই নাই। আমার কেবল একমাত্র বিজয়াখ্য দিব্য কার্ম্মুক ধনঞ্জয়ের অজিত গাণ্ডীব শরাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে কুরুরাজ! পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমুদয় না থাকাতে আমি অর্জ্জুন অপেক্ষা হীন হইয়াও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। কিন্তু দুঃসহবীর্য্য মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের সদৃশ; উনি যদি আমার সারথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। অতএব দুঃসহবীর্য্য শল্যই আমার সারথি হউন। শকট-সমুদয় আমার নারাচনিকর বহন এবং উৎকৃষ্ট অশ্ব-সংযোজিত রথ সকল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুক। হে মহারাজ! এইরূপ হইলে আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা সমধিক হইব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন এবং আমিও অর্জ্জুন অপেক্ষা সমধিক গুণবান্। কৃষ্ণ যেমন অশ্ববিজ্ঞান অবগত আছেন, শল্যও সেইরূপ। বিশেষতঃ শল্য অপেক্ষা ভুজবীর্য্য-সম্পন্ন আর কেহই নাই এবং আমার তুল্য অস্ত্রযুদ্ধ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব শল্য আমার সারথি হইলে আমার রথ অর্জ্জুনের রথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহই ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিব। এক্ষণে অবিলম্বে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। ইহা সম্পাদিত হইলে আমি সংগ্রামে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিব, তাহা দেখিতেই পাইবে। তখন দেবগণও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণকে অবশ্যই পরাজিত করিব। সামান্য মনুষ্য পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবাসুরগণও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে না।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, 'হে রাধেয়! তুমি যেরূপ কহিলে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে তূণীর ও অশ্ব-সংযুক্ত রথ সমুদয় তোমার অনুগমন করিবে। শকট সমুদয় তোমর, নারাচ ও

১। ডান ও বাঁ হাতে সমান বাণক্ষেপ-দক্ষ। ২। যুদ্ধসম্পর্কিত প্রয়োজন—শত্রুর উদ্দেশ্যমূলক কৌশলবোধ। ৩। হিতেচ্ছু।

শর-সকল বহন করুক। আমরাও তোমার অনুগমন করিব'।"

—

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

দুর্য্যোধন কর্তৃক শল্যের কর্ণসারথ্যপ্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। দুর্য্যোধন কর্ণকে এই কথা বলিয়া বিনয়পূর্ব্বক মহারথ মদ্ররাজের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণয়পুরস্কারে[১] কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ। আপনি সত্যব্রত, শত্রুপাতন ও অরাতি-সৈন্যের ভয়ঙ্কর। মহাবীর কর্ণ প্রধান প্রধান ভূপালগণের মধ্যে আপনাকে যেরূপে বরণ[২] করিয়াছেন, তাহা আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এক্ষণে আমি নতশিরাঃ ও বিনীত হইয়া শত্রুনাশার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রণয়ানুরোধে পার্থবিনাশ ও আমার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য-কার্য্য স্বীকার করুন। আপনি সারথির পদে অভিষিক্ত হইলে সূতপুত্র অনায়াসে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন। হে মহাত্মন্! আপনি বাসুদেবের সমান, সুতরাং আপনি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব কমলযোনি যেমন মহেশ্বরকে ও কৃষ্ণ যেমন বিপন্ন অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। হে মদ্ররাজ। পূর্ব্বে বীর্য্যবান্ ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভোজরাজ, শকুনি, অশ্বত্থামা, আপনি ও আমি আমরা অরাতি-সৈন্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত নয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মূলিত হইয়াছে। মহাবীর শান্তনু-তনয় ও আচার্য্য স্ব স্ব হন্তব্য[৩] সৈন্যগণকে নিহত করিয়া অন্যান্য অসংখ্য অরাতির প্রাণসংহার করিয়া পরিশেষে কেবল বিপক্ষদিগের ছলপ্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অস্মৎ[৪]-পক্ষীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধগণও যথাশক্তি আমাদের হিতসাধন করিয়া সমরে অরাতিহস্তে নিপাতিত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক হইয়াও আমাদের অধিকাংশ সেনা নিহত করিয়াছে। এক্ষণে সেই সত্যবিক্রম পাণ্ডুপুত্রগণ যাহাতে আমাদের অধিকাংশ সেনার হতাবশিষ্টগণকে বিনষ্ট করিতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করুন। হে মদ্ররাজ! মহাবাহু কর্ণ ও আপনি আপনারা দুইজনেই সর্ব্ব-লোকাতিগামী[১], মহারথ ও আমাদের হিতানুষ্ঠান-নিরত। অদ্য মহাবীর রাধেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন। তন্নিবন্ধন আমাদের জয়াশাও বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উঁহার অশ্বরশ্মি গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও এমন দেখিতে পাই না। অতএব বাসুদেব সমরে যেরূপ পার্থের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, আপনিও সেইরূপ কর্ণের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সাহায্যে রক্ষিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ধনঞ্জয় অন্যান্য বিপক্ষগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ শত্রুক্ষয় করিতে সমর্থ ছিল না; এক্ষণে কেবল কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াই সমধিক বিক্রম-সহকারে প্রতিদিন কৌরবসেনা বিদ্রাবিত করিতেছে। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে কর্ণের ও আপনার হন্তব্য অরাতিসৈন্যের অল্প অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব দিবাকর যেরূপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যুগপৎ সেই অংশদ্বয় বিনষ্ট করিয়া অর্জ্জুনকে নিহত করুন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ উদিত বালসূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় কর্ণকে ও আপনাকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করুক। যেরূপ সূর্য্য ও অরুণের দর্শনে অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ আপনাদিগকে দেখিয়া বিনষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের অগ্র-গণ্য, আপনিও সারথিশ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ সমরে আপনার তুল্য আর কাহাকেও দৃষ্ট হয় না। অতএব বাসুদেব যেমন সকল অবস্থাতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনিও সেইরূপে সমরে কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, আপনি সারথি হইলে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারেন না।'

১। প্রণয়প্রদর্শনে পুরস্কার করিয়া। ২। সারথ্য কার্য্যে ব্রতী। ৩। বধযোগ্য ৪। আমাদের।

১। সকল লোকের অগ্রগণ্য।

কর্ণের সারথ্যপ্রস্তাবে শল্যের ক্রোধ

হে মহারাজ! কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে মত্ত মদ্ররাজ শল্য দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া ললাটে ত্রিশিখ[১] ভ্রুকুটি বিস্তারপূর্ব্বক বারংবার করযুগল বিকম্পিত ও রোষারুণ[২] নেত্রদ্বয় পরিবর্ত্তিত[৩] করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে কুরুরাজ! তুমি আমাকে নিঃশঙ্কচিত্তে সারথ্যকার্য্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি আমাকে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা হইতে সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহাকে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া গণনাই করি না। এক্ষণে তুমি আমাকে কর্ণ অপেক্ষা অধিক অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দাও। আমি উহা অনায়াসে পরাজিত করিয়া স্বস্থানে গমন করিব অথবা আমি এক্ষণে একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু সংহার করিতেছি; তুমি আমার বাহুবল অবলোকন কর। হে মহারাজ! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ ব্যক্তি কখনই অবমানিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না; আর যুদ্ধে আমার অবমাননা করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, আমার বাহুযুগল নিতান্ত স্থূল ও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। আমার শরাসন বিচিত্র, শরনিকর ভুজগের ন্যায় একান্ত ভয়ঙ্কর; রথ সুসজ্জিত ও বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমে সংযোজিত এবং গদা সুবর্ণপট্টসমলঙ্কৃত। আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমগ্র মহীমণ্ডল বিদীর্ণ, মহীধরসকল বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র-সকল শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। হে মহারাজ! আমি এইরূপ মহাবল-পরাক্রান্ত ও শত্রুনিগ্রহে সুদক্ষ; তুমি তথাপি কি নিমিত্ত আমাকে নীচকুলোৎপন্ন কর্ণের সারথ্যকার্য্যে নিয়োগ করিতেছ? আমাকে অকার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। শ্রেষ্ঠতর পুরুষ নীচব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিতে কদাচ উৎসাহিত হয় না। প্রীতিপূর্ব্বক সমাগত ও বশীভূত মহদ্-ব্যক্তিকে নীচাশয় পুরুষের আয়ত্ত করিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বৈপরীত্যকরণ[৪]জনিত গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করা হয়। বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বাহু হইতে, বৈশ্যেরা উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্র পাদ-যুগল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই বর্ণচতুষ্টয়ের পরস্পর ভিন্নবর্ণ-সংযোগে অনুলোমজ[১] ও প্রতি-লোমজ[২] সঙ্করজাতিসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অর্থ-সংগ্রহ, দান ও প্রজাপালন—এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও ধর্ম্মতঃ দান—এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূতেরাও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক। অতএব সূতের শুশ্রূষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত[৩], রাজর্ষিকুলসম্ভূত[৪], মহারথ এবং বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তুতিভাজন; সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্যস্বীকার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আজ আমি ত্বৎকৃত[৫] অপমান সহ্য করিয়া কখনই যুদ্ধ করিব না; অতএব এক্ষণে বিদায় দাও, স্বগৃহে প্রস্থান করি।' এই বলিয়া মহাবীর শল্য অবিলম্বে ক্রোধভরে ভূপাল-গণমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন-স্তবতুষ্ট শল্যের কর্ণ-সারথ্য স্বীকার

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও বহুমাননিবন্ধন তাঁহার করগ্রহণ করিয়া শান্তভাবে সর্ব্বার্থসাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে আপনাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা কখনই সমধিক বলশালী নহেন এবং আমিও আপনাকে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না। হে মাতুল! আপনি যাহা কহিতে-ছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমার মতে আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা কদাচ অনৃত[৬]বাক্য

১। ত্রিলেখা—ক্রোধে কপাল কোঁচকাইলে তিনটি রেখা পড়ে। তিনটির বেশীও পড়িতে পারে, কিন্তু তাহা প্রশংসনীয় নহে। সামুদ্রিক শাস্ত্রে ত্রিশিখ শুভ লক্ষণযোগ্য গণ্য। ২। ক্রোধে রক্তবর্ণ। ৩। বিঘূর্ণিত। ৪। বিপরীত ব্যবহার—উল্টা করা।

১। ত্রৈবর্ণিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতীয় পুরুষ হইতে অব্যবহিত পরজাতীয় নারীতে জন্ম। ২। অনুলোমের বিপরীত—উচ্চজাতীয়া নারীতে অপেক্ষাকৃত নীচজাতীয় পুরুষ-জাত। ৩। ক্ষত্রিয় রাজা। ৪। ঋষিবৃত্তি অবলম্বনকারী ক্ষত্রিয়কুলজাত। ৫। তোমার কৃত। ৬। মিথ্যা।

প্রয়োগ করিতেন না; এই নিমিত্ত আপনার নাম আর্ত্তায়নি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্ত শল্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাত্মন্! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা সমধিক গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর সূতপুত্র অস্ত্রযুদ্ধে ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ব-বিদ্যাভিজ্ঞ ও সমধিক বলবীর্য্যসম্পন্ন। আমি এই নিমিত্তই এক্ষণে আপনাকে উৎকৃষ্ট অশ্ব-সমুদয়ের যন্তৃপদে[১] বরণ করিতে অভিলাষ করি।'

হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'কুরুরাজ! তুমি আমাকে সৈন্যগণমধ্যে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই, আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূত-পুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি, কিন্তু উঁহার সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উঁহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব।' হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ও কর্ণ ইঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।"

—

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

শল্যসন্তোষার্থ ত্রিপুরাসুর প্রসঙ্গে ত্রিপুর-উৎপত্তি

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর দুর্য্যোধন শল্যকে পুনরায় কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বকালে দেবাসুরযুদ্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনাকে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবিচারিত[২] চিত্তে উহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেবদানবগণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত করেন। তৎকালে দৈত্যগণ তারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ যুদ্ধে

১। পরিচালক—সারথি। ২। তর্করহিত।

দেবগণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী—তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া অতি সুকঠিন নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব দেহ পরিশুষ্ক করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে বরদাতা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, তপ, নিয়ম ও সমাধি দর্শনে পরম-প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বরদান করিতে আগমন করিলেন। তখন তারকাপুত্রেরা সকলে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল,—হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন যে, আমরা যেন সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অবধ্য হই। পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে অসুরগণ! কেহই সর্ব্বভূতের অবধ্য নহে, অতএব তোমরা উহা ভিন্ন অন্য যাহা অভিরুচি হয়, তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অসুরত্রয় একতা অবলম্বনপূর্ব্বক স্থিরনিশ্চয় করিয়া প্রণতি-পুরঃসর পিতামহকে কহিল,—হে দেব! আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিন জনে পুরত্রয়ে অবস্থান-পূর্ব্বক জনসমাজে পূজিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব এবং সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনরায় পরস্পর মিলিত হইব। তখন সেই পুরত্রয়ও একাকার হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি এক বাণে সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার হস্তেই নিহত হইব। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অসুরগণের বাক্য-শ্রবণে তাহাদিগকে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

তারকাসুর-পুত্রেরা এইরূপে বরলাভ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পুরত্রয়নির্ম্মাণের নিমিত্ত দৈত্যদানব-পূজিত, রোগবিহীন, স্থপতি[১] ময়দানবকে নিযুক্ত করিল। ধীমান্ ময়দানবও স্বীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় পুর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ পুরত্রয়ের এক একটি শত যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা[২], প্রাকার[৩], তোরণ[৪] জনতাযুক্ত[৫] রাজপথ ও বিবিধ দ্বারে পরিশোভিত। তারকাসুরের তিন পুত্র ঐ পুরত্রয়ের অধীশ্বর হইল। তারকাক্ষের সুবর্ণময়, কমলাক্ষের রজতময় ও বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুরী নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর সেই অসুরত্রয় অস্ত্রবলে

১। গৃহকার্য্যকুশল শিল্পী। ২। প্রাসাদ—উত্তম পাকা বাড়ী। ৩। প্রাচীর। ৪। সদর দরজা। ৫। বহু লোক-চলাচলের যোগ্য।

ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন তাহারা আর প্রজাপতিকেও তৃণতুল্য বোধ করিল না। পূর্ব্বে যে সকল মাংসাশী সুদৃপ্ত দানবগণ সুরগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা বিপুল ঐশ্বর্য্য-প্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, কোটি কোটি জন একত্র সমবেত হইয়া সেই অসুরত্রয়ের সমীপে আগমনপূর্ব্বক ত্রিপুরদুর্গ আশ্রয় করিল এবং পুনরায় সকলে সম্মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সমুদয় ত্রিপুরনিবাসী দানব যে যাহাতে অভিলাষী হইল, ময়দানব মায়াবলে তাহাকে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময় তারকাক্ষের হরি নামে মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক লোক-পিতামহ প্রজাপতিকে পরম-পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন তারকাক্ষপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—হে দেব! আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটি বাপী[১] প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সমস্ত অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হয়। পিতামহ দানবনন্দনের বাক্যশ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষের পুত্র সেই বিধাতৃদত্ত বরলাভে পরম-পরিতুষ্ট হইয়া আপনাদের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশে নিহত হইত, ঐ বাপীতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়া উঠিত। এইরূপে দৈত্যগণ সেই বাপী-প্রভাবে নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকের ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। দুষ্কর তপঃপ্রভাবে তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন।

ত্রিপুরনাশে ইন্দ্রের অসামর্থ্য—বজ্রের ব্যর্থতা

হে মন্ত্ররাজ! নির্লজ্জ দানবগণ এইরূপে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দর্পিত ও লোভ-মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেবগণকে বিদ্রাবণপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে রমণীয় দেবারণ্য, তপস্বিগণের পবিত্র আশ্রম ও সুরম্য জনপদসমুদয়ে বিচরণ করিয়া সকলের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্ত্তৃক ত্রিভুবন নিপীড়িত দেখিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার বরপ্রভাবে সেই অভেদ্য পুরসকল ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তৎসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈত্যগণের দৌরাত্ম্য-জ্ঞাপনার্থ দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগণ নতশিরাঃ হইয়া ভগবান্ পিতামহকে প্রণতিপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে কমলযোনি কহিলেন,—হে দেবগণ! যে তোমাদের অনিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিকট অপরাধী হয়; অতএব দুরাত্মা অসুরগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীকে সমান জ্ঞান করি; কিন্তু অধার্ম্মিকগণের প্রাণ সংহার করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে দেবগণ! অসুরগণের পুরত্রয় এক বাণেই ভেদ করিতে হইবে, সুতরাং ঐ কার্য্য মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা জয়শীল যোদ্ধা মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থে বরণ কর। তিনিই তাহাদিগকে নিপাতিত করিবেন।

ব্রহ্মার বাক্যে দেবগণের মহাদেব-স্তুতি

হে মন্ত্ররাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া ঋষিগণের সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তপোনিয়ম[১] অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া রক্ষোঘ্ন[২] বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন যিনি সর্ব্বত্র আত্মা ও পরমাত্মরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আত্মতত্ত্ব ও সাংখ্যযোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সতত যাঁহার বশীভূত রহিয়াছে, সেই তেজোরাশি, ভগবান্ উমাপতি সুরগণের নয়নগোচর হইলেন। তাঁহারা সেই অনন্যসদৃশ অকল্মষ[৩] ভগবান্ দেবদেবকে নানারূপে কল্পিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে সেই মহাত্মাকে স্ব স্ব কল্পনানুরূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদয়

১। জলাশয়—দীঘি।

১। তপস্যা-বিষয়ক ব্রতাদি। ২। রাক্ষস-নাশক—পূর্ব্বকালে কোথাও তপস্যা আরব্ধ হইলেই রাক্ষসেরা আসিয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিত। ৩। নিষ্কল—নির্ম্মল।

ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া মঙ্গলসূচক বাক্যে সৎকার করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন,—হে সুরগণ! তোমরা কি কারণে আগমন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। দেবগণ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, —হে ভগবান্! আপনি দেবাদিদেব, পিনাক[১]-ধারী, বনমালাবিভূষিত, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, প্রজাপতি-দিগের পূজ্য, সকলের স্তুত্য[২], স্তূয়মান[৩] ও স্তুত[৪]। আপনি শম্ভু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শূলধারী, অমোঘ, মৃগাক্ষ, প্রবরায়ুধ, যোধী, অর্হ, শুদ্ধ, ক্ষয়, ক্রথন, দুর্ব্বারণ, ক্রাথ, বিপ্র, ব্রহ্মচারী, ঈশান, প্রমেয়, নিয়ন্তা, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসা, তপোনিরত, পিঙ্গ, ব্রতাবলম্বী, গজচর্ম্মবাসা, কার্ত্তিকেয়পিতা, ত্রিনেত্র, শরণাপন্নের ক্লেশসংহর্ত্তা, অসুরঘাতন, বৃক্ষপতি, নারীপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, সসৈন্য ও অমিতৌজা; আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। তখন ভগবান্ দেবাদিদেব দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে স্বাগতপ্রশ্নে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের ভয় দূর হউক; এক্ষণে বল, আমাকে তোমাদের নিমিত্ত কি করিতে হইবে?'

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

মহাদেবের অসুরবধ-স্বীকার

দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি দেবর্ষিগণকে অভয় প্রদান করিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের হিতকর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে প্রাজাপত্যপদে[৫] অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি মহৎ বর প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই মর্য্যাদানাশক দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি যাচমান[৬] দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজিত কর। তোমার অনুগ্রহে সমুদয় জগৎ সুখী হউক। হে লোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য বলিয়া আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি।

ত্রিপুরাসুরের বধকৌশল নিরূপণ

তখন দেবাদিদেব রুদ্রদেব কহিলেন,—হে দেবগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদর্পিত বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধবল গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাজিত কর। একতা মহাবল উৎপাদনের কারণ। দেবগণ কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদিগের বলবীর্য্য আমাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণতর হইবে। মহেশ্বর কহিলেন,—সেই অপরাধী পাপাত্মাদিগকে যেরূপে হউক নিহত করিতে হইবে, অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধতেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। সুরগণ কহিলেন,—হে ভূতভাবন! আমাদিগের তোমার অর্দ্ধতেজ ধারণ করিবার শক্তি নাই; অতএব তুমিই আমাদিগের বলার্দ্ধ লইয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর।

তখন মহাদেব কহিলেন,—হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার বলার্দ্ধ ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। তদবধি তিনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

দেবগণ কর্ত্তৃক মহাদেবের রথনির্ম্মাণ

অনন্তর সেই দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ! আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণপূর্ব্বক তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করিব। তোমরা আমার রথ ও ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই দানব-গণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবেশ্বর! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদয় মূর্ত্তি আহরণ করিয়া, বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তোমার জন্য তদ্রূপ এক দ্যুতিমান্

১। বজ্র। ২—৪। স্তবযোগ্য, স্তুত হইতেছেন ও স্তুত হইয়া থাকেন। ৫। লোকসৃষ্টিকর্ত্তার পদে। ৬। প্রার্থী।

রথ প্রস্তুত করিব। সুরগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণ-পরিবৃত, বিশাল নগরসম্পন্ন বসুন্ধরাকে দেবাদিদেবের রথ করিলেন। মন্দর-পর্ব্বত ও দানবালয় জলনিধি ঐ রথের অক্ষ, মহানদী ভাগীরথী জঙ্ঘা; দিগ্বিদিক্ ভূষণ; নক্ষত্র-সকল ঈষা; সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ; ভুজগরাজ অনন্তদেব কূবর; হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধুর্ভাগ[1]; জল ও নদী সকল বন্ধন-সামগ্রী; দিবা, রাত্রি, কলা[2] কাষ্ঠা[3] ছয় ঋতু ও দীপ্ত গ্রহ সমুদয় অনুকর্ষ[4] তারাগণ বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু; ফল-পুষ্প-পরিশোভিত ওষধি ও লতা-সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব[5] ও অপর পক্ষ[6]; ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ দশ নাগপতি ঈষা; মহোরথগণ যোক্ত্র; সংবর্ত্তক মেঘ যুগ, চর্ম্ম ও কালপৃষ্ঠ[7]; নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশরবন্ধন; সমুদয় দিক্, প্রদিক্[8] এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহনক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ব্ব অমাবস্যা[9] পূর্ব্ব পৌর্ণমাসী[10], উত্তর অমাবস্যা[11] ও উত্তর পৌর্ণমাসী[12] অশ্ব যোক্ত্র, পূর্ব্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক; মন রথোপস্থ; সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ; চক্রচাপ-সম্বলিত বিদ্যুৎ পবনোদ্ধৃত পতাকা; বষট্কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন[13] হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহেশ্বরের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি সেই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণধারস্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যে সংবৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উঁহার শরাসনরূপ মহাস্বন সাবিত্রী ও মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্নভূষিত অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল। মৈনাক ও মেরুপর্ব্বত ধ্বজযষ্টি[1] হইল এবং সৌদামিনী-সম্বলিত মেঘমালা পতাকা হইয়া ঋত্বিক্‌গণমধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপূর্ব্ব রথ ও শরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে দেবগণ সমুদয় তেজ একত্র সমবেত অবলোকনপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট সমুময় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ এইরূপে শত্রুমর্দ্দন শ্রেষ্ঠ রথ নির্ম্মাণ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব উহাতে স্বকীয় প্রধান শস্ত্র সমুদয় সংস্থাপনপূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজযষ্টি করিয়া উহার উপর মহাবৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন; ব্রহ্মদণ্ড[2], কালদণ্ড[3], রুদ্রদণ্ড[4] ও জ্বর রথের পার্শ্বরক্ষক; অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক; ঋগ্বেদ, সামবেদ ও পুরাণ-সকল পুরঃসর[5], ইতিহাস ও যজুর্ব্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক এবং সমুদয় স্তোত্রাদি, দিব্যবাক্য, বিদ্যা ও বষট্কার পার্শ্বচর হইল। ওঁকার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ দেবদেব ছয়ঋতুসম্পন্ন সংবৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎ কালস্বরূপ; সংবৎসর তাঁহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইঁহারা তাঁহার বাণস্বরূপ হইলেন। সমুদয় জগৎ অগ্নিসোম ও বিষ্ণুময়; বিশেষতঃ, বিষ্ণু অমিততেজাঃ ভগবান্ ভূতনাথের আত্মস্বরূপ; সুতরাং সেই শর অমরগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। ভগবান্ ভূতনাথ সেই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরার যজ্ঞসম্ভূত দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন।

মহাদেবের সারথি-নিরূপণ

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় যে নীললোহিত ব্যাঘ্রাজিনধারী[6] ভবানীপতি অযুত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন, ইন্দ্রেরও নিপাতনে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের নিহন্তা, ধাম্মিকগণের পরিত্রাতা ও অধাম্মিকগণের

১। ধুরা। ২—৩। সূক্ষ্ম ক্ষণ। ৪। রথের নিম্নদেশে চক্রের উপরিস্থিত কাঠ। ৫—৬। দুই দিকের দুইখানা পাখা—এ রথ বর্ত্তমান ব্যোমযান (এরোপ্লেন) সদৃশ। এরোপ্লেনেরও উভয় দিকে দুইখানা চাকা বৈদ্যুতিকশক্তিতে পাখার মত ঘোরে। প্রয়োজনানুসারে পাখা দ্বারা আকাশে ও চাকা দ্বারা মাটিতে—এই দ্বিবিধ গতিই দেবনিম্মিত রথের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক মানুষকৃত আকাশ-যানে সে বৈশিষ্ট্য নাই। ৭। কৃষ্ণবর্ণ রং—রথখানা মেঘবর্ণ কাল রঙে রঙ করা। ৮। কোণ। ৯। চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যা, ইহার অপর নাম সিনীবালী। ১০। চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা, ইহার অপর নাম অনুমতি। ১১। প্রতিপদযুক্ত অমাবস্যা, ইহার অপর নাম কুহু। ১২। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা, ইহার অপর নাম রাকা। ১৩। চূড়া।

১। পতাকার দণ্ড। ২—৪। ব্রহ্মার, যমের ও রুদ্রের দণ্ড। ৫। অগ্রগামী। ৬। ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত—বাঘছাল পরা।

সংহর্ত্তা এবং যাঁহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া এই অদ্ভুত-দর্শন স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই মহাত্মা ভীমবল, ভীমরূপ ও প্রমথনশীল[১] আত্মগুণে পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কবচ ও শরাসনধারী ভগবান্ ভবানীপতিকে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুসম্ভূত দিব্য শর গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে উৎসুক দর্শন করিয়া পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণকে তাঁহার অনুকূলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে বিত্রাসিত করিয়া সেই রথারোহণে সমুদ্যত হইলেন। মহর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ব্রহ্মর্ষি ও বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে খড়্গ, বাণ ও শরাসনধারী ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে দেবগণ! এক্ষণে কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য-কার্য্য করিবেন? সুরগণ কহিলেন,—হে দেবেশ! তুমি যাঁহাকে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় কহিলেন,—হে দেবগণ! যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনাপূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহাকেই সারথি কর।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ ভবানীপতির সেই বাক্য-শ্রবণে পিতামহের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি দৈত্য-বিনাসের নিমিত্ত যেরূপ কহিয়াছিলে, আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। বৃষধ্বজ[২] প্রসন্ন হইয়াছেন, বিচিত্র আয়ুধযুক্ত রথও প্রস্তুত করা হইয়াছে, কিন্তু সেই উত্তম রথে কে সারথি হইবে, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই; অতএব তুমি কোন প্রধান ব্যক্তিকে সারথি বিধান করিয়া আমাদিগের বাক্য রক্ষা কর। আর তুমিও পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিব; অতএব এক্ষণে তোমার তদনুরূপ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে কমলাসন! দেবগণের মূর্ত্তির সংযোগে সেই শত্রুবিদারণ রথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সপর্ব্বত ধরিত্রী রথ হইয়াছেন। চারি বেদ উহার চারি অশ্ব ও নক্ষত্রমালা বরূথ হইয়াছে। দৈত্যনিসূদন ভগবান্ পিনাকপাণি[৩] উহার রথী হইয়াছেন, কিন্তু সারথি লক্ষিত হইতেছে না। যিনি সমুদয় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই সারথি করিতে হইবে। আমাদিগের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, কবচ, শস্ত্র ও কার্ম্মুক প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও এই রথের উপযুক্ত সারথি লক্ষিত হইতেছে না। তুমি সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি অবিলম্বে সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে সংযত কর।

ব্রহ্মার মহাদেব সারথ্যগ্রহণ

হে মদ্ররাজ! এইরূপে সুরগণ আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিয়া প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ কহিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ, তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। আমি যুদ্ধকালে মহাদেবের অশ্ব সমুদয় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহকে মহাত্মা মহেশ্বরের সারথির পদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করিলে পবনের ন্যায় বেগবান্ অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তখন ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা[১] ও প্রতোদ গ্রহণপূর্ব্বক মহাদেবকে কহিলেন,—হে ভগবন্! রথারোহণ কর। তখন ভগবান্ শূলপাণি সেই বিষ্ণুসোমাগ্নিসমুৎপন্ন শর গ্রহণপূর্ব্বক শরাসন-নিস্বনে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভবানীপতি শর, শরাসন ও অসি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় তেজে ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ! আমি অসুরগণকে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইব মনে করিয়া তোমরা শোক করিও না। আমার এই বাণে তাহাদিগকে নিহত বোধ কর। তখন দেবগণ 'তোমার বাক্য সত্য, অসুরগণ নিহত হইয়াছে, এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

১। সংহার স্বভাব। ২—৩। মহাদেব।

১। অশ্বরজ্জু—বল্গা।

মহাদেবের সমরযাত্রা

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অনুপম রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত এবং পরস্পর তর্জ্জমান[১], চতুর্দ্দিকে ধাবমান, মাংসভোজী, নৃত্যানুরক্ত, দুরাসদ, স্বীয় পারিষদগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাভাগ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয়প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অভয়দাতা দেবাদিদেব যুদ্ধে নির্গত হইলে অমরগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঋষিগণ তাঁহাকে নানাবিধ স্তব করিয়া বারংবার তাঁহার তেজ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্ব বিবিধ বাদ্যবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অসুরগণের উদ্দেশে রথসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে ভূতনাথ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দেব! তুমি অতন্দ্রিত[২] চিত্তে দৈত্যগণের অভিমুখে অশ্বচালন কর। আজ আমি শত্রুগণকে সংহারপূর্ব্বক তোমাকে বাহুবল প্রদর্শন করিব। ভগবান্ কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে দৈত্যদানব-রক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে পবনতুল্য বেগবান্ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি সেই লোকপূজিত অশ্ব-সংযোজিত স্যন্দনে[৩] সমারূঢ় হইয়া দানবজয়ের নিমিত্ত ধাবমান হইলে তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভীষণ নিদাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভয়াবহ নিনাদ-শ্রবণে অসংখ্য দৈত্য প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইল। তদ্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তখন সমুদয় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য বিকম্পিত ও ঘোর নিমিত্ত[৪] সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। ঐ সময় রথ অবসন্ন ও শত্রুগণ গর্জ্জমান হওয়াতে মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান দেবাদিদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি গো-সমূহের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তনবিহীন হইয়াছে। হে মহারাজ! অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য[১] ও সেই শর পাশুপতাস্ত্রে সংযোজনপূর্ব্বক কার্ম্মুকে নিহিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। তদ্দর্শনে দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বরের স্তব করিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

শিব-শরে ত্রিপুর ধ্বংস

অনন্তর সেই পুরত্রয় অসুর-সংহারে প্রবৃত্ত, অসহ্যপরাক্রম, উগ্রমূর্ত্তি, ভগবান্ শঙ্করের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বর সেই দিব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া সেই ত্রৈলোক্যসারভূত শর পরিত্যাগ করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণ ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম-সাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই পুরত্রয় ও দানবগণ ত্রিলোকের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র ভগবান্ শঙ্করের রোষ-প্রভাবে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তিনি হাহাকার শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধসম্ভূত হুতাশনকে নিবারিত করিয়া কহিলেন,—হে হুতাশন! তুমি এই ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিও না। অনন্তর রুদ্রদেবের প্রযত্নে পূর্ণমনোরথ প্রজাপতিপ্রমুখ দেব, মহর্ষি ও অন্যান্য লোক-সমুদয় প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি উদারবাক্যে তাঁহার স্তব করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

হে মদ্ররাজ! এইরূপে সেই লোকস্রষ্টা দেবাসুরগণের অধ্যক্ষ মহেশ্বর লোকের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও

১। গর্জ্জনপরায়ণ। ২। অনলস। ৩। রথে। ৪। লক্ষণ।

১। গুণযুক্ত।

তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্রের সারথ্য গ্রহণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এই সূতপুত্র সংগ্রামে রুদ্রের সদৃশ এবং আপনিও নীতিপ্রয়োগে ব্রহ্মার তুল্য; অতএব আপনি নিশ্চয়ই অসুরতুল্য এই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে আজ কর্ণ যাহাতে কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুনকে প্রমথিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, আপনি শীঘ্র তাহার উপায়বিধান করুন। হে মদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদিগের রাজ্যলাভ-প্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য, জয়লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত; অতএব আপনি এক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। হে মদ্ররাজ! আর এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুগর্ভ কার্য্যার্থ-যুক্ত অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দিগ্ধমনে তাহার অনুষ্ঠান করুন।

পরশুরামশিষ্য কর্ণ-ইতিহাসে শল্যসন্তোষ

মহাযশাঃ মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাম। ঐ তেজোগুণসম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন অস্ত্রলাভার্থ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ মহাদেব তাঁহার ভক্তিভাব ও শান্তিগুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুধাবনপূর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে রাম! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আপনাকে পবিত্র কর, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন! যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমাকে অস্ত্র সমুদয় প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। জমদগ্নিনন্দন রাম ভগবান্ শূলপাণি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভগবন্! আমি নিয়তই আপনার শুশ্রূষা করিতেছি; আপনি যখন আমাকে অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়েই আমাকে উহা প্রদান করিবেন। এই বলিয়া জমদগ্নিনন্দন তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, নিয়ম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোম দ্বারা বহু বৎসর শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী পার্ব্বতীর সন্নিধানে কহিলেন,—প্রিয়ে! দৃঢ়ব্রতপরায়ণ রাম আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান্ উমাপতি পার্ব্বতীকে এইরূপ বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ-সমক্ষে বারংবার জামদগ্ন্যের গুণগরিমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত অসুরগণ মোহ ও দর্পপ্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরগণ মিলিত ও তাহাদিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অসামান্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহাদিগকে কিছুতেই পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ভগবান রুদ্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তি-প্রভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার করুন। রুদ্রদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সমক্ষে বিপক্ষ-সংহারে অঙ্গীকার করিয়া রামকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে রাম! তুমি লোকের হিত ও আমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত দেবতাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর। রাম কহিলেন,—হে দেবেশ! আমি অশিক্ষিতাস্ত্র, সুতরাং শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবদলকে দলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? রুদ্র কহিলেন,—হে রাম! আমি কহিতেছি, তুমি সুরশত্রু অসুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর। তুমি উহাদিকে পরাজিত করিলে অসামান্য গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে। তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সংগ্রামার্থ বলমদমত্ত দানবগণ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দৈত্যগণ! দেবাদিদেব মহাদেব তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দৈত্যগণ রামের বাক্য শ্রবণমাত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিল; মহাবীর রামও

অশনিসমস্পর্শ অস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অসুরাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর হইয়া রুদ্রদেবের সন্নিধানে গমন করিলে মহাদেব করস্পর্শ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ব্রণশূন্য করিয়া প্রীতমনে বহুবিধ বর-প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে রাম! তুমি অনবরত নিপতিত অসুরাস্ত্র সমুদয় সহ্য করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাস্ত্র-সমুদয় গ্রহণ কর।

অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্র-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; হে মদ্ররাজ! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর পরশুরাম প্রীতমনে কর্ণকে দিব্য ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করেন। যদি কর্ণের কিছুমাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে মহর্ষি রাম তাঁহাকে কদাচ দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিতেন না। এই নিমিত্ত আমি কর্ণকে সূতকুলোৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করি না। আমার মতে উনি ক্ষত্রিয়কুল-প্রসূত দেবকুমার এবং মহদ্‌গোত্রসম্পন্ন। উনি কখনই সূতকুলসম্ভূত নহেন। যেমন মৃগীর গর্ভে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ সামান্য নারীর গর্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত, কবচধারী, দীর্ঘবাহু, আদিত্যসঙ্কাশ, মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। হে মদ্ররাজ! কর্ণের ভুজযুগল করিকরসদৃশ নিতান্ত পীন ও বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, অতএব উনি কদাচ প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবল পরাক্রান্ত রামের শিষ্য ও মহাত্মা।'

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

কর্ণপ্রভাবশ্রবণে শল্যের অবজ্ঞা-অপনয়ন

দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ রথী অপেক্ষা সমধিকবলশালী ব্যক্তিকে সারথি করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি রণস্থলে সূতপুত্রের তুরঙ্গমগণকে সংযত করুন। ব্রহ্মা মহাদেব অপেক্ষা অধিক বীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া দেবগণ যেমন বিধাতাকে শঙ্করের সারথি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনাকে সূত-পুত্রের সারথ্যগ্রহণে নিয়োগ করিতেছি।'

মদ্ররাজ কহিলেন, 'হে মহারাজ! যেরূপে পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সারথ্যকার্য্য করিয়াছিলেন এবং যেরূপে ভগবান্ ভূতভাবন এক বাণে অসুরগণ সংহার করিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দিব্য উপাখ্যান অনেকবার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। ভূতভবিষ্যদ্‌বেত্তা মহাত্মা হৃষীকেশও এ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত আছেন এবং ইহা অবগত হইয়াই বিধাতা যেমন বৃষভধ্বজের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি সূতপুত্র কোনক্রমে অর্জ্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেশব স্বয়ং শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক তোমার সৈন্যগণকে উন্মূলিত করিবেন। বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে কৌরব-সৈন্যমধ্যে অবস্থান করে, কাহার সাধ্য'?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মদ্ররাজ এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র মহাবাহু দুর্য্যোধন অকাতরে তাঁহাকে কহিলেন, "হে মাতুল! আপনি অস্ত্রবিদ্‌-গণের অগ্রগণ্য সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ কর্ণকে অবজ্ঞা করিবেন না। যাঁহার ভীষণ জ্যানির্ঘোষশব্দ পাণ্ডব-সৈন্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করে, মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনারই সমক্ষে রাত্রিকালে যাঁহার মায়া প্রভাবে নিহত হইয়াছে, মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ভীত হইয়া এত দিন যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, যে মহারথ মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদরকে কার্ম্মুককোটি দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বারংবার মূঢ় ও ঔদরিক[1] বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, যিনি মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে পরাজয় করিয়া কোন গূঢ় কারণ বশতঃ বিনাশ করেন নাই, যিনি বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিকে বলপূর্ব্বক পরাজিত ও রথবিহীন করিয়াছিলেন, যিনি হাস্য-মুখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বারংবার পরাজিত করেন এবং যিনি সমরে রোষপরবশ হইয়া বজ্রধর পুরন্দরকেও সংহার করিতে পারেন, পাণ্ডবেরা কিরূপে সেই মহাবীর কর্ণকে

১। পেটুক।

পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? হে মদ্ররাজ! আপনি সকল বিদ্যা ও অস্ত্রে পারদর্শী; এই পৃথিবীমধ্যে আপনার তুল্য ভুজবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই। আপনার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ এবং আপনি শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্তই লোকে আপনাকে শল্য বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। সাত্বতগণ আপনার ভুজবলে পরাজিত হইয়াছিল। আপনার অপেক্ষা বাসুদেব কি বলশালী? হে মহাবীর! মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাসুদেব যেমন পাণ্ডব-সৈন্য রক্ষা করিবে, তদ্রূপ কর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে আপনাকেই কৌরব-সৈন্য রক্ষা করিতে হইবে। বাসুদেব যে আমাদের সৈন্য-সকল নিবারণ করিবে, আর আপনি যে উহাদের সৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। হে মদ্ররাজ! আমি আপনার নিমিত্ত মৃত সহোদর ও মহীপালগণের পদবীতে পদার্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।'

তখন শল্য কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি সৈন্যগণের সমক্ষে আমাকে যে বাসুদেব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমারই অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ সমুদ্যত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব।' অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ-সমক্ষে শল্যের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

শল্যের সবিশেষ সন্তোষজন্য দুর্য্যোধনের স্তব

হে মহারাজ! এইরূপে মদ্ররাজ কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলে রাজা দুর্য্যোধন একান্ত আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্টমনে সূতপুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'হে মহাবীর! পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুর সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডববিনাশে প্রবৃত্ত হও।' তখন মহাবীর কর্ণ পুলকিতমনে দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! মদ্ররাজ অনতিহৃষ্টমনে[১] অশ্বের প্রগ্রহ-গ্রহণে অঙ্গীকার করিতেছেন, অতএব তুমি পুনরায় মধুরবাক্যে উহাকে প্রসন্ন কর।'

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যশ্রবণে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় স্নিগ্ধগম্ভীরবাক্যে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! মহাবীর কর্ণ অদ্য ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অধ্যবসায় করিয়াছেন; অতএব আপনি এক্ষণে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অন্যান্য বীরগণকে বিনাশপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সংহার করিবেন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। এক্ষণে বাসুদেব যেমন অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সারথি হইয়া তাঁহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।'

তখন মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি তোমার যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, প্রাণপণে সেই সমস্ত কার্য্যভার বহন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু আমি হিতবাসনাপরবশ হইয়া কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা কিছু বলিব, তৎসমুদয় কর্ণকে ও তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।' তখন কর্ণ কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের মঙ্গলচিন্তা করিয়াছিলেন এবং বাসুদেব যেমন ধনঞ্জয়ের শুভানুষ্ঠান করেন, তদ্রূপ আপনিও নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করুন।' শল্য কহিলেন, 'হে কর্ণ! আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দা ও পরের স্তুতিবাদ—এই চারিটি সাধুলোকের নিতান্ত অনভ্যস্ত। কিন্তু আমি তোমার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত যাহা কিছু আত্মপ্রশংসা করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমি অবধানতা[১], অশ্বচালন, ভবিষ্যৎ দোষের অবেক্ষণ[২], দোষপরিহারজ্ঞান[৩] ও পরিহারসামর্থ্য[৪] এই কয়েকটি গুণে মাতলির ন্যায় সুররাজ ইন্দ্রেরও সারথ্যকার্য্যে সম্যক্ উপযুক্ত হইতে পারি; অতএব এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তোমার অশ্বসঞ্চালন করিব।'

১। অত্যন্ত আনন্দযুক্ত চিত্তে।

১। সতর্কতা। ২। দর্শন। ৩। দোষ প্রতিকারের উপায়-বোধ। ৪। দোষপ্রতিকার শক্তি।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

শল্য-সারথ্যে কর্ণের যুদ্ধযাত্রা

দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য অর্জ্জুনসারথি কৃষ্ণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট; ইনি তোমার সারথ্যকার্য্য করিবেন। মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বযুক্ত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ অদ্য এই মহাত্মা শল্য তোমার রথ-সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যোদ্ধা ও মদ্ররাজ সারথি হইলে পার্থগণ সমরে পরাভূত হইবে সন্দেহ নাই।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে দুর্য্যোধন পুনরায় মহাবল-পরাক্রান্ত শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামে কর্ণের সুশিক্ষিত অশ্বসকলকে পরিচালিত করুন। আপনি রক্ষক হইলে সুতপুত্র ধনঞ্জয়কে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবেন।' তখন মদ্ররাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন। শল্য সারথি হইলে কর্ণ সুস্থির চিত্তে তাঁহাকে কহিলেম, 'হে সারথে! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত কর।' তখন মদ্ররাজ 'জয় হউক' বলিয়া কর্ণের সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম শ্রেষ্ঠ রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ রথ পূর্ব্বকালে বেদবিৎ পুরোহিত কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। মহারথ কর্ণ সেই রথকে যথাবিধি পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা সমাধানপূর্ব্বক সমীপস্থ মদ্ররাজকে রথারোহণে আদেশ করিলেন। মহাতেজাঃ শল্য কর্ণের আদেশানুসারে সিংহ যেমন পর্ব্বতে আরোহণ করে, তদ্রূপ কর্ণের সেই প্রধান রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যকে রথারূঢ় দেখিয়া সত্বর স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক বিদ্যুৎ-সম্বলিত-নীরদমধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেণ। এইরূপে সেই বীরদ্বয় এক-রথে অধিরূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে আকাশপথে মেঘসম্মিলিত সূর্য্য ও অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে, তদ্রূপ বন্দিগণ সেই বীরদ্বয়ের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তখন শরনিকরধারী পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ সেই মহারথে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করিয়া মণ্ডলান্তর্গত মন্দরভূধরস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

কর্ণের প্রতি দুর্য্যোধনের জয়াশীর্ব্বাদ

অনন্তর দুর্য্যোধন সেই সমরোদ্যত মহাবাহু সূতপুত্রকে কহিলেন, 'হে কর্ণ! মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য সমরে যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি মনে করিয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিপাতিত করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এক্ষণে দ্বিতীয় বজ্রপাণির[১] ন্যায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ অথবা ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর। হে সূতনন্দন! তোমার জয় ও মঙ্গললাভ হউক, তুমি যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবসেনা-গণকে ভস্মীভূত কর।'

হে মহারাজ! অনন্তর মেঘনিস্বনের ন্যায় সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত ভেরীর ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। রথারূঢ় মহারথ কর্ণ দুর্য্যোধনবাক্যে অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! এক্ষণে অশ্বচালনা কর। আমি অচিরাৎ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব। আমি সহস্র সহস্র শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি; ধনঞ্জয় আমার বাহুবল দর্শন করুক। অদ্য আমি পাণ্ডববিনাশ ও দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিব।'

শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! সাক্ষাৎ শতক্রতুও যাঁহাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ[২] মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ কদাপি সমরে প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবে না। যখন শুনিবে, সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনিনির্ঘোষসদৃশ ভীষণ গাণ্ডীবনিস্বন হইতেছে এবং যখন দেখিবে, ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণদন্ত[৩] ও নিহত করিতেছেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেব সমভিব্যাহারে নিশিত শর-নিকরে নভোমণ্ডলকে ঘনঘটা[৪] সমাচ্ছন্নের ন্যায়

১। ইন্দ্রের। ২। সমস্ত অস্ত্রবিৎ। ৩। ভগ্নদন্ত। ৪। মেঘ।

করিয়াছেন ও অন্যান্য লঘুহস্ত দুরাসদ[1] পার্থিবগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ কথা মুখে আসিবে না।' হে মহারাজ! তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে রথচালনা করিতে আদেশ করিলেন।"

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

দুর্নিমিত্ত দর্শন—অশুভসূচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে চারি দিক্ হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি, নানাপ্রকার বাণশব্দ এবং অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির ভীষণ গর্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল। কৌরবসৈন্যগণ জীবিতনিরপেক্ষ[2] হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে যাত্রা করিলে যোধগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া বিকৃত শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে[3] সাত মহাগ্রহ[4]কে নির্গত হইতে লক্ষিত হইল। উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও প্রচণ্ডবেগে বায়ুবহন হইতে লাগিল। দুর্নিমিত্তদ্যোতক[5] অসংখ্য মৃগ ও পক্ষিগণ সৈন্যগণের বামভাগে অবস্থান করিল। কর্ণের অশ্বগণ গমনকালে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ানক অস্থি[6]বর্ষণ আরম্ভ হইল। অস্ত্র-সকল প্রজ্জ্বলিত, ধ্বজনিচয় কম্পিত এবং বাহনগণের অশ্রুধারা অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরব-সৈন্যগণের বিনাশের নিমিত্ত এবংবিধ ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভয়াবহ উৎপাত-সকল উপস্থিত হইল। তৎকালে দৈবদুর্বিবপাক-বশতঃ মুগ্ধ হইয়া কেহই সেই দুর্নিমিত্তসকল লক্ষ্য করিল না। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সূতপুত্রকে 'জয় হউক' বলিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ মনে মনে পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির করিলেন।

১। দুর্দ্ধর্ষ—কূটযোধী। ২। প্রাণে মমতাহীন। ৩—৪। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। মূলের "সূর্য্যাৎ" এই পঞ্চমীর অর্থ সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া। ৫। অশুভসূচক। ৬। হাড়।

শল্যপ্রমুখ কৌরবগণের প্রতি কর্ণের আশ্বাস

হে মহারাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত পাবকতুল্য সূর্য্যসদৃশ শত্রুতাপন কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে বিগতবীর্য্য[1] সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের কার্য্যাতিশয়[2] চিন্তা করিয়া একেবারে অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আমি রথারোহণ ও আয়ুধ ধারণ করিলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হই না। এক্ষণে ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণকে রণশয্যায় শয়ান দেখিয়া আমি কিছুমাত্র অস্থির হইতেছি না। মহেন্দ্র ও বিষ্ণুর সদৃশ অমিতপরাক্রম, অনিন্দিত, রথ, অশ্ব ও করিগণের নিহন্তা, অবধ্যকল্প[3], মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণকে অরাতিশরে নিহত দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। দিব্যাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন, অসংখ্য মহীপাল এবং সারথি, রথী কুঞ্জরদিগকে অরাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে সংহার করিলেন না? হে কৌরবগণ! আমি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে দ্রোণেরও সম্মানভাজন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্য কোন বীরই করাল কৃতান্তের ন্যায় সমাগত ধনঞ্জয়ের ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য ও নীতিসম্পন্ন ছিলেন, যখন সেই মহাত্মা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আজ আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কর্ম্ম-সমুদয় দৈবায়ত্ত; তন্নিবন্ধন আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই পৃথিবীর কোন বস্তুরই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অদ্য সূর্য্যোদয়ে আমি যে জীবিত থাকিব, এ কথা নিঃসন্দেহরূপে কে বলিতে পারে? হে শল্য! অরাতি-হস্তে আচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্য আয়ুধ, বলবীর্য্য ও কার্য্যকলাপ—এই সমস্ত মনুষ্যের সুখোৎপাদনে সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বিক্রমে ত্রিবিক্রম[4] ও ইন্দ্রের তুল্য, নীতিবিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ

১। হতবীর্য্য—বিলুপ্তশক্তি। ২। অলৌকিক কার্য। ৩। প্রায় অবধ্য—অনেকাংশে বধের অযোগ্য। ৪। বিষ্ণু।

এবং তেজে হুতাশন ও আদিত্যের সদৃশ, সেই নিতান্ত দুঃসহবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে আমাদিগের স্ত্রীপুত্রেরা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পৌরুষও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; এ সময় যুদ্ধ করা কেবল আমারই কার্য্য, অতএব তুমি অবিলম্বে বিপক্ষসৈন্যমধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি সত্য-প্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও সৃঞ্জয়গণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? অতএব হে মদ্ররাজ! যে স্থানে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি অবিলম্বে তথায় রথ লইয়া গমন কর। আজ আমি হয় তাহা-দিগকে সংহার, না হয় স্বয়ং দ্রোণ-প্রদর্শিত পদবী অবলম্বনপূর্ব্বক যমলোকে প্রস্থান করিব। হে শল্য! আমাকেও সেই ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু আমি রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোনক্রমেই মিত্রদ্রোহ করিতে সমর্থ হইব না। দেখ, বিদ্বান্ই হউক বা মূর্খই হউক, আয়ুঃক্ষয় হইলে মৃত্যুর হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই; আর অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে গমন করিব। ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহারাজ দুর্য্যোধন নিরন্তর আমার শুভচিন্তা করিয়া থাকেন, যন্নিবন্ধন তাঁহার কার্য্যসংসাধনার্থ প্রীতিকর ভোগ ও দুস্ত্যাজ জীবন বিসর্জ্জন করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। হে শল্য! ভগবান্ রাম আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত, শব্দহীন, চক্রযুক্ত, সুবর্ণময়-আসনসম্পন্ন, রজতময় ত্রিবেণু-সমলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট তুরগ-সংযোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভয়ঙ্কর সায়কনিকর, সমুজ্জ্বল অসি এবং ভীষণনিস্বনসম্পন্ন শুভ্র শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্র-পতাকা-সমলঙ্কৃত, অশনিসমনিস্বন, শ্বেতাশ্বযুক্ত, তূণীরপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বলপ্রকাশ-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্ব্বক্ষয়কর মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাহাকে সংহার, না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের ন্যায় যমলোকে গমন করিব। অধিক কি, যদি অন্য যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণ-সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাপি আমি তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে পরাজিত করিব।'

শল্য কর্ত্তৃক কর্ণসমীপে অর্জ্জুনের শৌর্য্যপ্রশংসা

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামার্থ একান্ত হৃষ্ট সূতপুত্রের এইরূপ আত্মশ্লাঘা[১] শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষেধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি আর আত্মশ্লাঘা করিও না। তুমি যথার্থ মহাবল-পরাক্রান্ত বট; কিন্তু এক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করিতেছ। ধনঞ্জয় পুরুষপ্রধান, আর তুমি পুরুষাধম। তাঁহার সহিত তোমার কোনরূপেই তুলনা হইতে পারে না। দেখ, দেবরাজের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সুররাজরক্ষিত দেবলোকের ন্যায় বাসুদেবপ্রতিপালিত দ্বারকাপুরী আলোড়িত করিয়া কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ এবং ত্রিভুবন-বিভু ভূতভাবন ভগবান্ ভূতনাথকে মৃগবধ-কলহযুদ্ধে[২] আহ্বান করিতে পারে? ঐ মহাবীর অগ্নির প্রতি বহুমান প্রদর্শনপূর্ব্বক সুর, অসুর, উরগ, নর, গরুড়, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত হবিঃ প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ধর্ব্বগণ কৌরবগণ-সমক্ষে কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে হরণ করিলে তুমি সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন যে সূর্য্যের করজালসদৃশ শরজাল দ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরবর্গকে মুক্ত করিয়াছিল, ইহা কি এক্ষণে তোমার স্মৃতিপথে উদিত হয়? ঐ মহাবীর গোগ্রহ[৩]-যুদ্ধে বলবাহনসম্পন্ন দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়াছিল; তৎকালে তুমি কি তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? হে সূতপুত্র! এক্ষণে তোমার বধসাধনের নিমিত্ত এই একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি

১। নিজ গৌরবজ্ঞাপন। ২। এককালে বাণনিক্ষেপে বিদ্ধ মৃগ মহাদেব মারিয়াছেন, কি অর্জ্জুন মারিয়াছেন, ইহা লইয়া শিবার্জ্জুনবিবাদ ও তৎসম্পর্কিত সমরে। ৩। বিরাটের গোহরণ।

অদ্য শত্রুভয়ে পলায়ন না করিয়া সমরে গমন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে।'

মদ্ররাজ শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ-সংকৃত অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে কৌরব-সেনাপতি সূতপুত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'হে শল্য! তুমি কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের শ্লাঘা করিতেছ? অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি সে আমাকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই শ্লাঘা সফল হইবে।' মহাত্মা শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তাহাই হউক' বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অশ্বচালন করিতে কহিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণের সেই শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথ শল্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনাশ করিয়া সমুদিত হয়েন, তদ্রূপ শত্রু সংহার করিয়া ধাবমান হইল।"

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের পুরস্কার ঘোষণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ পরম প্রীত হইয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথে আরোহণ ও পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে গমন করিয়া আপনার সৈন্যগণকে আহ্লাদিত করিয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণকে একাদিক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—'হে বীরগণ! আজ তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমাকে মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিব'[১]। যদি তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব। যদি তিনি তাহাতেও আহ্লাদিত না হয়েন, তাহা হইলে কাংস্যনির্ম্মিত দোহনপাত্রসমবেত এক শত দুগ্ধবতী গাভী, এক শত গ্রাম এবং অশ্বতরী[১]যুক্ত, সুকেশী যুবতীগণ-সমবেত শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয় মাতঙ্গ, সুবর্ণনির্ম্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠ[২], গীতবাদ্যাদিনিপুণ, অজাতপুত্র[৩] এক শত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাও তাঁহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে এক শত কুঞ্জর, এক শত গ্রাম, এক শত সুবর্ণরথ, গুণবুদ্ধ সুশিক্ষিত দশ সহস্র অশ্ব এবং সুবর্ণশৃঙ্গযুক্ত চারি শত সবৎসা ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবর্ণমণ্ডিত, মণিময়-ভূষণধারী, শ্বেতবর্ণ, সুদন্তযুক্ত, অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত অশ্ব এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্বযুক্ত ও সুন্দর ভূষণ-বিভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবর্ণ-ভূষণ-বিভূষিত পশ্চিম-দেশসম্ভূত সুশিক্ষিত ছয় শত হস্তী প্রদান করিব। যদি তাঁহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে মগধদেশসম্ভূত এক শত নবযৌবনসম্পন্ন নিষ্ককণ্ঠী দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভয়শূন্য, নদী ও বনের সমীপবর্ত্তী, রাজভোগ্য চতুর্দ্দশ বৈশ্য-গ্রাম প্রদান করিব। যদি ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র, কলত্র[৪] ও বিহার-সামগ্রী[৫]-সমুদয়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই অর্পণ করিব এবং পরিশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের যে সমস্ত অর্থ থাকিবে, তৎসমুদয়ই তাঁহাকে প্রদান করিব।'

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বারংবার এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাগরসম্ভূত সুস্বর শঙ্খ প্রধ্মাপিত[৬] করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সূতপুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্য-মধ্যে সিংহনাদমিশ্রিত বৃংহিতধ্বনি এবং দুন্দুভি ও মৃদঙ্গের নিস্বন সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আহ্লাদিত

১। কর্ণের এইরূপ পুরস্কার ঘোষণার উদ্দেশ্য কেবল স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি উৎসাহ প্রদান মাত্র। কারণ, অর্জ্জুন জয়দ্রথের মত পলায়ন করেন নাই; সমরে আহ্বান করিলেই তখনই তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন—প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার চিরব্রত।

১। অশ্ব হইতে গর্দ্দভীতে জাত শ্রমপটু অনেকাংশে অশ্বাকৃতি গর্দ্দভ—খচ্চর। ২। স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত কণ্ঠ। ৩। যাহাদের সন্তান হয় নাই—পূর্ণ যুবতী। ৪। স্ত্রী। ৫। উদ্যানাদি উৎকৃষ্ট বিচরণ স্থান ও বিলাসদ্রব্যাদি। ৬। ধ্বনিত।

হইলে, মদ্ররাজ শল্য, রণচারী, আত্মশ্লাঘানিরত, মহারথ সূতপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শল্যের কর্ণ-তিরস্কার

শল্য কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! তোমাকে ছয় হস্তিসংযোজিত সুবর্ণময় রথ প্রভৃতি কিছুই দান করিতে হইবে না। তুমি বালকত্ব-প্রযুক্ত কুবেরের ন্যায় ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অদ্য অনায়াসেই ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি অজ্ঞানের ন্যায় প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু অপাত্রে দান করিলে যে সমস্ত দোষ জন্মে, মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সমস্ত ধন বৃথা ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা বিবিধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব। শৃগাল সংগ্রামে সিংহদ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা কদাপি আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যাহা অভিলাষ করিবার নহে, তুমি তাহাই অভিলাষ করিয়াছ। তোমার কি এমন কোন বন্ধু নাই যে, এ সময়ে তোমাকে হুতাশনে পতনোন্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে? তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কালপূর্ণ হইয়াছে। কোন্ জিজীবিষু[1] ব্যক্তি অসম্বদ্ধ[2] অশ্রোতব্য[3] বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে? তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধনপূর্ব্বক বাহুদ্বয় দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ ও গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ন্যায় নিতান্ত অনর্থকর। এক্ষণে যদি তুমি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ব্যূহিত[4] যোদ্ধা ও সেনাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রতি দ্বেষ করিতেছি না, দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থই এইরূপ কহিতেছি। এক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন কর।'

কর্ণ কহিলেন, 'হে শল্য! আমি স্বীয় বাহুবল-প্রভাবে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। তুমি মিত্রতাপূর্ব্বক শত্রুতাচরণ করিয়া আমাকে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অদ্য ইন্দ্রও আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।'

অনন্তর মহাবীর মদ্রেশ্বর শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রকোপিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! যখন অর্জ্জুনের জ্যানিঃসৃত বেগবান্ নিশিতাগ্র[1] শরজাল তোমার অনুগমন করিবে, যখন সব্যসাচী দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক কৌরবসেনা তাপিত করিয়া নিশিত শরনিকরে তোমাকে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান হইয়া চন্দ্র গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ তুমি মোহবশতঃ অদ্য দেদীপ্যমান[2] রথস্থ অর্জ্জুনকে জয় করিতে প্রার্থনা করিতেছ। হে মূঢ়! অদ্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করাতে তীক্ষ্ণধার ত্রিশূলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষিত করা হইতেছে। ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্র মৃগশাবক যেমন রোষাবিষ্ট বৃহৎ সিংহকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, তদ্রূপ তুমি অদ্য অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছ। অরণ্যে মাংসতৃপ্ত শৃগাল যেমন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে কর্ণ! তুমি শশক হইয়া প্রভিন্নগণ্ড[3] বিশাল-দশনশালী মহাগজস্বরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধকামনা করাতে তোমার কাষ্ঠ দ্বারা বিলস্থ মহাবিষ ক্রুদ্ধ কৃষ্ণসর্পকে বিদ্ধ করা হইতেছে। শৃগাল যেমন কেশরান্বিত ক্রুদ্ধ সিংহকে ও ভুজঙ্গ যেমন আত্মবিনাশার্থ বলবান্ পতগশ্রেষ্ঠ সুপর্ণকে[4] আহ্বান করে, তুমি সেইরূপ ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ এবং প্লব[5]হীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে

১। বাঁচিতে ইচ্ছুক। ২। অর্থ ও যুক্তিবিহীন। ৩। শুনিবার অযোগ্য। ৪। ব্যূহ ব্যবস্থা দ্বারা রক্ষিত।

১। তীক্ষ্ণমুখ। ২। অতিশয় উদ্দীপ্ত। ৩। ভগ্নগ্রীব—মত্ত হস্তীর ক্রোধ হইলে গণ্ডস্থল ভগ্ন হইয়া মদ ক্ষরিত হয়। ৪। গরুড়কে। ৫। আশ্রয়-নৌকাদি।

পরিবর্দ্ধিত অসংখ্য মীনসমাকীর্ণ ভীষণ জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছ। বৎস যেমন সুতীক্ষ্মশৃঙ্গশালী, প্রহারসমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ভেক যেমন বারিপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও আত্মগৃহস্থিত কুকুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে ঘোরতর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ তুমি নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উদ্দেশে গর্জ্জন ও তাহাকে সমরে আহ্বান করিতেছ। হে কর্ণ! অরণ্যমধ্যে শশক-পরিবেষ্টিত শৃগাল যে পর্য্যন্ত সিংহ সন্দর্শন না করে, তাবৎকালে আপনাকে সিংহের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে, তুমিও তদ্রূপ শত্রুসূদন নরসিংহ[১] ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনাকে সিংহ বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন একরথাধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে না দেখিতেছ, তাবৎকাল তোমার আপনাকে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। যে পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামে গাণ্ডীব নির্ঘোষ তোমার কর্ণগোচর না হইবে, তাবৎকাল তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কহিতে পারিবে; কিন্তু অর্জ্জুনের রথ ও শরাসনের গভীর নিস্বনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইলে তোমাকে নর্দ্দমান[২] শার্দ্দূলদর্শী[৩] শৃগালের ন্যায় বিমূঢ় হইতে হইবে। হে মূঢ়! মহাবীর ধনঞ্জয় সিংহের সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন; আর তুমি বীরজনের বিদ্বেষ করিয়া শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। হে সূতপুত্র! মূষিক ও বিড়ালের, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের, শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের, মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরূপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়েরও তদ্রূপ বিভিন্নতা, সন্দেহ নাই'।"

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ক্রুদ্ধ কর্ণ কর্ত্তৃক মদ্রবংশের নিন্দাবাদ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত শল্য সূতপুত্রকে এইরূপ তিরস্কার করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার বাক্‌শল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'হে মদ্ররাজ! গুণগ্রাহী ভিন্ন গুণবান্ ব্যক্তির গুণাবধারণে সমর্থ হয় না। তুমি গুণবিহীন; কিরূপে গুণাগুণ-পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে? মহাবীর অর্জ্জুনের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বল-বিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য আমার যেরূপ জ্ঞানগোচর আছে, তোমার তদ্রূপ নাই। আমি আপনার ও অর্জ্জুনের বীর্য্যের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াই গাণ্ডীবধারীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি। হে শল্য! আমার নিকট একতূণীরশায়ী[১] সুন্দর পুঙ্খযুক্ত শোণিত-লোলুপ স্বর্ণময় শর বর্ত্তমান আছে। আমি বহুকাল উহাকে পূজা করিয়া চন্দনচূর্ণমধ্যে রাখিয়াছি। সেই বিষযুক্ত ভীষণ শর নর, হস্তী ও অশ্বসমূহের বিনাশ সম্পাদন ও একেবারে বর্ম্ম ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়। আমি তদ্দ্বারা সুমেরু পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন অন্যের প্রতি কদাচ সেই বাণ নিক্ষেপ করিব না। হে মদ্ররাজ! আমি এই শরপ্রভাবে ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিক্রমানুরূপ কার্য্য করিব। সমস্ত বৃষ্ণিবীরমধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুতনয়গণমধ্যে অর্জ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজ সেই রথস্থিত মহাপুরুষদ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্য[২] সন্দর্শন কর। আজ আমি সেই পিতৃস্বস্রেয়[৩] ও মাতুলজ ভ্রাতৃদ্বয়কে[৪] বিনাশ করিয়া সূত্রগ্রথিত মণিদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিব। হে মদ্ররাজ! অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীরুজনের ভয়ঙ্কর বটে; কিন্তু আমার হর্ষোৎপাদন করে। তুমি নিতান্ত মূঢ় ও মহাযুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং ভয়প্রযুক্ত বহুবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগের স্তব করিতেছ। আমি আজ সমরে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তোমাকেও বন্ধুবান্ধবের সহিত নিপাতিত করিব। রে দুর্ব্বুদ্ধে! ক্ষুদ্রাশয়! ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! তুই সুহৃৎ হইয়াও শত্রুর ন্যায় কি নিমিত্ত আমাকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হইতে ভীত করিতেছিস্? যাহা হউক, আজ তাহারাই আমাকে বিনাশ করুক আর আমিই বা তাহাদিগকে বিনাশ করি, কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া কখনই তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন সমরে আগমন করিলেও আমি

১। নরশ্রেষ্ঠ। ২। গর্জ্জনরত। ৩। ব্যাঘ্র-প্রত্যক্ষকারী—বাঘের সম্মুখে পড়ে, এরূপ।

১। একটি তূণে রক্ষিত মাত্র একটি। ২। বিদ্যা-গৌরব। ৩—৪। পিসতুত-মামাত ভাই—কৃষ্ণার্জ্জুনকে।

একাকী তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তোর কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই।

রে মূঢ়! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও স্বেচ্ছাগত ব্যক্তিরা দুরাত্মা মদ্রক[1]দিগের যে বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করে এবং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় যাহা কীর্ত্তন করিতেন, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া, হয় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, না হয় উত্তর প্রদান কর। মদ্রকেরা মিত্রদ্রোহী, নিয়ত পরবিদ্বেষী। তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচাশয়, নরাধম, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতস্বভাব, তাহাদের সহিত প্রণয় করা অকর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, মদ্রকেরা জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা[2], অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদাসী সকলে একত্র মিলিত এবং কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদিগের সহিত সুরতে[3] প্রবৃত্ত হইয়া মদ্যপানপূর্ব্বক শক্তু[4], মৎস্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করিয়া কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান ও কখন কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। মদ্রকেরা বিরুদ্ধকর্ম্মা[5] ও অহঙ্কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? মদ্রকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্দ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহই উহাদিগের সহিত মিলিত হয় না। উহারা মলস্বরূপ। গান্ধারক[6]দিগের শৌচ ও মদ্রকদিগের সঙ্গতি নাই।

হে মদ্রেশ্বর! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এইমাত্র বলিয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া থাকেন যে, 'রাজা যেমন যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইলে হবিঃ নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অপমানিত হয়েন এবং ব্রাহ্মণদ্বেষী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, তদ্রূপ লোকে মদ্রকদিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে পতিত হইয়া থাকে; অতএব মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে বৃশ্চিক[7]! তোমার বিষক্ষয়[8] হইল, আমি অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমুদয় শান্তি করিলাম। হে শল্য! আমি এইরূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব তুমি ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

হে মদ্ররাজ! যে কামিনীগণ মদমত্ত হওয়াতে পরিধানবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নৃত্য, যাহারা ব্যভিচার-দোষ দূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সংসর্গ এবং যাহারা উদ্ধতস্বভাব হইয়া উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায় মূত্র পরিত্যাগ করে, তুমি সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ স্ত্রীগণের অন্যতরের তনয় হইয়া কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানে অভিলাষ করিতেছ? মদ্রদেশীয় কামিনীগণের নিকট কাঞ্জিক[1] প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্বদ্বয়ে করাঘাত পূর্ব্বক কহিয়া থাকে যে, কাঞ্জিক আমাদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা কেহ যাচ্ঞা করিও না। আমরা পতি বা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঞ্জিক প্রদান করিতে পারি না। হে মদ্ররাজ! আমরা আরও শুনিয়াছি যে, মদ্রদেশীয় গৌরীরা[2] নির্লজ্জ, কম্বলাবৃত, উদরপরায়ণ ও অশুচি। আমি হই অথবা অন্য ব্যক্তি যে কেহই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম্মশালী মদ্রকদিগের এইরূপ কীর্ত্তন করিতে পারে। মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশসম্ভূত ম্লেচ্ছ ও নিতান্ত অধর্ম্মপরায়ণ। তাহারা কিরূপে ধর্ম্মকীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। হে শল্য! অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ আমি দুর্য্যোধনের প্রিয়সখা, অতএব তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পাপদেশজ ও ম্লেচ্ছ; এক্ষণে তুমি আমাদিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সদৃশ একশত ব্যক্তিও আমাকে সমর-পরাঙ্মুখ বা ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ঘর্ম্মাক্ত মৃগের ন্যায় বিলাপ কর বা শুষ্কহৃদয়

১। মদ্রবংশীয়গণের। ২। পৌত্র। ৩। রতিক্রিয়ায়। ৪। ছাতু। ৫। শাস্ত্র ও ব্যবহারবিরোধী। ৬। গান্ধারদেশীয়গণের। ৭। হে বিষ-কীট—বিচ্ছু। ৮। অথর্ব্ব বেদে সর্পাদির বিষশান্তির উপদেশ আছে। শল্যের কটূক্তি কর্ণের নিকট বৃশ্চিক বিষবৎ বোধ হওয়ায় তিনিও ততোধিক কটূক্তি দ্বারা বিষে বিষক্ষয় করিলেন। কর্ণের কটূক্তি যেন শল্য সম্বন্ধে সেই অথর্ব্ব মন্ত্রের কার্য্য করিল।

১। কাঞ্জী—মাদক দ্রব্য। ২। অষ্টবর্ষীয়া কন্যারা।

হও, আমি অস্ত্র-গুরু পরশুরামের বাক্যানুসারে রণে অপরাঙ্মুখ স্বর্গগত নরপালগণের গতি স্মরণ এবং প্রধানতম পুরূরবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরবগণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশে উদ্যত হইয়াছি; কখনই নিবৃত্ত হইব না। এক্ষণে বোধ হয়, আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করে, এরূপ লোক ত্রিলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই। অতএব তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর; ভীত হইয়া কেন বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ; হে মদ্রকাধম! আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া ক্রব্যাদ[১]গণকে উপহার প্রদান করিব না। মিত্রকার্য্য-সংসাধন, দুর্য্যোধনের অনুরোধ ও তিতিক্ষা—এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার নিকট পরিত্রাণ পাইলে। কিন্তু পুনরায় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। হে কুদেশজ্ঞ শল্য! অদ্য বীরগণ আমাকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে।' হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিয়া নির্ভীকচিত্তে পুনরায় বারংবার মদ্ররাজকে অশ্বসঞ্চালনে আদেশ করিতে লাগিলেন।"

—

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শল্যের প্রত্যুত্তর—হংস-বায়স ইতিহাস

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধাভিলাষী কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! আমি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমরে অপরাঙ্মুখ যাগ-যজ্ঞনিরত মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, অতএব আমি বন্ধুতানিবন্ধন তোমার চিকিৎসা করিব। হে কর্ণ! আমি যে এক্ষণে একটি কাকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে কুলপাংশন[২]! আমার অণুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বিনাপরাধে আমাকে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছ? আমি সারথ্যে নিযুক্ত, বিশেষতঃ

১। শ্মশানচারী শবমাংসভোজী রাক্ষসাদি। ২। কুলাঙ্গার

দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র[১], সুতরাং তোমাকে হিত ও অহিত এই দুইটি বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত করিব। তোমার তৎসমুদয় বুঝিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমি এই রথের সারথি হইয়াছি, সুতরাং সম-বিষম[২] ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথ, অশ্বদিগের শ্রম ও খেদ, মৃগধ্বনি[৩], পক্ষীর বিরুত[৪] ভার[৫], অতি[৬]ভার, শল্যের[৭] প্রতীকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও নিমিত্ত সমুদয়[৮] আমার পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

সমুদ্রপারে কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজ্যে এক প্রভূতধনসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, স্বধর্ম্মনিরত, পবিত্রচিত্ত, সর্ব্বভূতানুকম্পী[৯] বৈশ্য নির্ভয়ে বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেকগুলি পুত্র ছিল। বৈশ্যপুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাককে ভরণ-পোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যপুত্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।

একদা গরুড়ের ন্যায় বেগগামী হৃষ্টচিত্ত কতকগুলি হংস সেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্যকুমারগণ সেই হংস-সমুদয়কে নিরীক্ষণ করিয়া কাককে কহিল,—অহে কাক। তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্টভোজনতৃপ্ত বায়স অল্পবুদ্ধি বৈশ্যকুমারগণের সেই প্রতারণাবাক্যে আহ্লাদিত হইয়া মূর্খতা ও গর্ব্বনিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্য বলিয়াই বিবেচনা করিল। তখন সে সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একটি হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল,—হে হংসবর! আইস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে[১০] উড্ডীন[১১] হই[১২]। তখন সেই সমাগত হংসগণ বহুভাষী কাকের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল,—রে দুর্ম্মতিপরতন্ত্র কাক!

১। হিতসাধনে বাধ্য। ২। উচুনীচু। ৩। জয়পরাজয়-লক্ষণসূচক শৃগালাদির শব্দ। ৪। ক্রন্দন। ৫—৬। সহ্য অসহ্য। ৭। বেদনার। ৮। প্রয়োজনজ্ঞানের কৌশল—কি নিমিত্ত কি ভাবে কখন কিরূপ চলিতে হয়। ৯। সকল প্রাণীতে সদয়। ১০—১২। আকাশে উড়ি।

আমরা মানস-সরোবরবাসী হংস। অনায়াসে এই সমুদয় ভূমণ্ডল সঞ্চরণ করিয়া থাকি। অন্যান্য বিহঙ্গমগণ আমাদিগকে দূরগামিত্ব-নিবন্ধন[১] প্রতি-নিয়ত সৎকার করিয়া থাকে; সুতরাং তুই কাক হইয়া কোন্ সাহসে মহাবল হংসকে উড্ডীন হইতে আহ্বান করিতেছিস্? যাহা হউক, বল্ দেখি, তুই কিরূপে আমাদের সহিত উড্ডীন হইবি?

পক্ষীদিগের বিবিধ বিচিত্র গতি

তখন জাতিসুলভ[২] লাঘবতা[৩] নিবন্ধন আত্ম-শ্লাঘাপরবশ বায়স হংসের বাক্যে বারংবার অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল,—হে হংসগণ! আমি শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব এবং তোমাদিগের সমক্ষে উড্ডীন[৪], অবডীন[৫], প্রডীন[৬], ডীন[৭], নিডীন[৮], সংডীন[৯], তির্য্যগ্‌ডীন[১০], বিডীন[১১], পরিডীন[১২], পরাডীন[১৩], সুডীন[১৪], অতিডীন[১৫], মহাডীন[১৬]; নির্ডীন[১৭], ডীন-ডীন[১৮], সম্পাত[১৯], সমুদীর্ণ[২০] ও অন্যান্য নানা-প্রকার[২১] গতাগতি এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এক্ষণে আমার বল অবলোকন কর। এক্ষণে আমি ঐ সমুদয় গতির মধ্যে কোন্ প্রকার গতি অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইব, তোমরা তাহা আদেশ কর। আমি যে গতি দ্বারা উড্ডীন হইব, তোমাদিগকেও সেই গতি অবলম্বন করিয়া আমার সহিত এই আশ্রয়হীন, নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইতে হইবে; অতএব উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া বল, আমি কোন্ প্রকার গতি অবলম্বনপূর্ব্বক উড্ডীন হইব?

তখন সেই হংসদিগের মধ্যে একটি হংস কাকের বাক্য-শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল,—হে কাক! তুমি শত প্রকার গতাগতি অবগত আছ; কিন্তু আমরা সমুদয় পক্ষিজাতির বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত গমন করিব; এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলাষানুরূপ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক গমন কর।

হংস-কাকের আকাশগতি

হে কর্ণ! ঐ সময় ঐ স্থানে আরও কয়েকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্যশ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল,—এই হংস এক গতি দ্বারা কিরূপে শত প্রকার গতি পরাজয় করিবে?

অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ-পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল এবং স্ব স্ব কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া পরস্পরকে বিস্মিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। বায়সেরা সেই কাকের বিবিধ বিচিত্র উড্ডয়ন নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে মুক্তকণ্ঠে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল; হংসেরাও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কাককে উপহাস পূর্ব্বক কখন বৃক্ষাগ্র, কখন বা ভূতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনবরত কোলাহল করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় হংস একমাত্র মৃদুগতি অবলম্বনপূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইবার উপক্রম করায় মুহূর্ত্তকাল কাক অপেক্ষা হীনগতি লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন বায়সগণ হংসদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া কহিল,—হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ, এক্ষণে তাহাকে হীনগতি লক্ষিত হইতেছে। তখন সেই অন্তরীক্ষ-স্থিত হংস বায়সগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিমদিকে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর কাক একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই অগাধ সমুদ্রমধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষসকল নিরীক্ষণ না করিয়া ভীত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইল এবং কোথায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিবে, বারংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হে কর্ণ!

১। দূরে যাইবার শক্তি আছে বলিয়া। ২—৩। জাতির উচিত নীচতা। ৪। উড়ন—ঊর্দ্ধগতি। ৫। অধোগতি—নীচে নামিয়া আসা। ৬। সকল দিকে সমান গতি। ৭। সাধারণ গতি। ৮। ধীর গতি। ৯। সুদৃশ্য গতি। ১০। বক্রগতি—এঁকে বেঁকে উড়া। ১১। দ্রুতবিলম্বিত গতি—কখনও দ্রুত; কখনও বিলম্বিত। ১২। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে একবার উপরে, একবার নীচে এই ভাবের সর্ব্বদেশ গতি। ১৩। পশ্চাদ্ গতি—পশ্চাদ্ দিকে পিছাইয়া যাওয়া। ১৪। স্বর্গের দিকে অতি ঊর্দ্ধ গতি—অদৃশ্য হওয়া। ১৫। অভিমুখে গতি। ১৬। অত্যন্ত উর্জ্জিত গতি—অতি বেগ গতি অথচ চিত্তাকর্ষক। ১৭। নিশ্চল গতি—উড়িবার সময় পক্ষাদির নড়াচড়া না থাকা। ১৮। শোভনভাবে অত্যূর্দ্ধ গতি। ১৯। শোভনভাবে অধঃপতন। ২০। অনেকের সহিত পরস্পর ব্যতিক্রমহীন একভাবের গতি। ২১। এই সকল পক্ষিগতিসম্বন্ধে কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ ষড়্‌বিংশতি, কেহ ষট্‌সপ্ততি, আবার কেহ কেহ শত প্রকার ভেদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

মহাসাগর জলজন্তুগণের আকর[১] ও দুঃসহ বেগসম্পন্ন; উহা অসংখ্য মহাসত্ত্বে সমুদ্ভাসিত[২] হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গাম্ভীর্য্যে কেহই উহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের ন্যায় সুদূর-বিস্তৃত। সুতরাং সামান্য কাক কিরূপে সেই বহু বিস্তীর্ণ অর্ণব পার হইতে সমর্থ হইবে? অনন্তর হংস বহুদূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া হংস-সন্নিধানে আগমন করিল। হংস কাককে হীনগতি ও নিমজ্জনোন্মুখ[৩] দেখিয়া সৎপুরুষোচিত ব্রত স্মরণ-পূর্ব্বক তাহার উদ্ধার নিমিত্ত কহিল,—হে কাক! তুমি শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এক্ষণে যেরূপ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চঞ্চুপুট[৪] ও দুই পক্ষ দ্বারা বারংবার সলিল স্পর্শ করিতেছ, অতএব বল, এক্ষণে কোন্ গতি আশ্রয় করিয়াছ? হে কাক! আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

হে কর্ণ! তখন সেই দুষ্টস্বভাব বায়স সাগরের পার নিরীক্ষণ না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়ুবেগে প্রমথিত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ত্তস্বরে হংসকে কহিল,—হে হংস! আমরা কাক; কা কা শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করি। এক্ষণে আমি জীবন সমর্পণপূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাকে সমুদ্রপারে লইয়া যাও। বায়স এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া দুই পক্ষ ও চঞ্চুপুট দ্বারা সাগরসলিল স্পর্শ করিয়া নীরমধ্যে নিপতিত হইল। তখন হংস বায়সকে সাগরসলিলে নিপতিত দীনমনাঃ ও ম্রিয়মাণ[৫] দেখিয়া কহিল,—হে কাক! তুমি আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন করিব; এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত প্রকারে উড্ডয়নাভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাসম্পন্ন; তবে এক্ষণে এইরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে?

১। উৎপত্তি স্থান। ২। গৌরবান্বিত। ৩। প্রায় ডুবিবার অবস্থাপন্ন। ৪। অধর-ওষ্ঠ—দু'খানা ঠোঁট। ৫। মৃতপ্রায়।

কাকের দর্পচূর্ণ—হংস হইতে তদীয় উদ্ধার

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে হংসকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিল,—হে হংস! আমি উচ্ছিষ্টভোজনে দর্পিত হইয়া আপনাকে সুপর্ণের ন্যায় জ্ঞান এবং অন্যান্য কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রাণরক্ষার্থ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি জীবিতাবস্থায় স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহাকেও অপমানিত করিব না। তুমি আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান্ হংস মহার্ণবে নিপতিত বিচেতন[১] বায়সের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণার্দ্র[২] হইয়া পদ দ্বারা তাহাকে বেগে উৎক্ষেপণ ও আপনার পৃষ্ঠে সংস্থাপন-পূর্ব্বক পূর্ব্বে যে দ্বীপ হইতে স্পর্দ্ধা সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া স্বীয় অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

যুদ্ধদৌর্ব্বল্য উল্লেখে কর্ণের প্রতি শল্য-কটূক্তি

হে কর্ণ! এইরূপে সেই উচ্ছিষ্টান্ন-পরিপোষিত বায়স হংস কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের ন্যায় নিঃসন্দেহ দুর্য্যোধন-উচ্ছিষ্টান্নে প্রতিপালিত হইয়া কি প্রধান, কি তুল্য, সকলকেই অবজ্ঞা করিতেছ। হে সূতপুত্র! বিরাট-নগরে সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, সিংহ যেমন অনায়াসে শৃগালদিগকে পরাজিত করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। সে সময় তুমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও কি নিমিত্ত তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই? তৎকালে তোমার বল-বিক্রম কোথায় ছিল? সব্যসাচী তোমার ভ্রাতাকে নিহত করিলে তুমি সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিলে তুমিই সমস্ত

১। অচেতন। ২। দয়ায় গলিত।

কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পলায়ন করিয়াছিলে। সেই সময় অর্জ্জুন সংগ্রামে চিত্রসেন-প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয়পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া ভার্য্যা-সমবেত দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজসভায় অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পূর্ব্বপ্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যও সর্ব্বদাই ভূপতিগণ-সমক্ষে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। হে সূতপুত্র! ব্রাহ্মণ যেমন সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় তোমা অপেক্ষা প্রধান। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই একরথারূঢ় বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ ও কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইবে। অতএব সেই বায়স যেমন বুদ্ধিপূর্ব্বক হংসকে আশ্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বীরদ্বয়কে আশ্রয় করিও।

হে কর্ণ! যখন তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে একরথে অবলোকন করিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন পার্থ শত শত বার তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহার ও তোমার যে কি বৈলক্ষণ্য, তাহা অবগত হইবে; তুমি অবজ্ঞা-প্রযুক্তই দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নরোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অশ্রদ্ধা করিতেছ। হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি আপনাকে খদ্যোতস্বরূপ এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সূর্য্য ও চন্দ্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হও। আর তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা বা আত্মশ্লাঘা করিও না'।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

কর্ণের ধৈর্য্যগুণগৌরব—পরশুরাম শাপ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আমি অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সম্যক্ অবগত হইয়াছি। আমি বাসুদেবের রথচালন ও অর্জ্জুনের অস্ত্রবল যেরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ নও; অতএব আমি নির্ভীকচিত্তে সেই অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহাত্মা বীরদ্বয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু দ্বিজোত্তম পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার অতিশয় সন্তাপ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি দিব্যাস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে পরশুরামের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলাম। একদা গুরু আমার উরুদেশে মস্তক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতাভিলাষে আমার বিঘ্নবিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার উরুদেশ বিদীর্ণ করিলেন। উরুদেশ বিদারিত হইলে তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত বিনির্গত হইতে লাগিল, তথাপি আমি আমার গুরুর নিদ্রাভঙ্গভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে মহাত্মা জমদগ্নিতনয় বিনিদ্র[1] হইয়া সেই শোণিত-দর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ; অতএব যথার্থ-রূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান কর। তখন আমি সূতপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহাতপাঃ ভার্গব আমার বাক্যশ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া আমাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে,—রে দুরাত্মন্! তুমি শঠতাচরণপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না; রে মূঢ়! অব্রাহ্মণ কি কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে?

নির্ভীক্ কর্ণের অর্জ্জুনসহ যুদ্ধে দৃঢ়তা

হে মদ্ররাজ! আজ এই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি সেই অস্ত্র বিস্মৃত হইলে ভরতকুলতিলক ভীমপরাক্রম অর্জ্জুন সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে সন্তপ্ত করিবে, এই নিমিত্তই আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আমার সর্পময় শর আছে, তদ্দ্বারা আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া অসহ্যপরাক্রম সত্যপ্রতিজ্ঞ, ক্রুরকর্ম্মা, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব। মহাসমুদ্র অসংখ্য জনগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে তীরভূমি যেমন তাহাকে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাস্ত্রবলসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী অরাতিঘাতন শরনিকরে নরপাল-গণকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হইলে আমি বাণপাতে তাহাকে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং যে সমরাঙ্গনে সুরাসুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ, আজি সেই বীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন কর। প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড[2]-সদৃশ মহাবীর অর্জ্জুন অলৌকিক মহাস্ত্র

১। নিদ্রাত্যাগী। ২। উগ্রতেজোযুক্ত সূর্য্য।

গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে আমি মেঘের ন্যায় শরজালে তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্রে তাহার অস্ত্র-সকল ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিব। জলধর যেমন বারিবর্ষণে সর্ব্বলোকদহনোন্মুখ প্রজ্জলিত হুতাশনকে প্রশমিত করে, তদ্রূপ আজ শরনিকরনিপাতে তাহাকে প্রশমিত করিব। সুতীক্ষ্নদংষ্ট্র[1] আশীবিষসদৃশ ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তীনন্দন আজ আমার নিশিত ভল্ল-প্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমাচল যেমন অনায়াসে অত্যুগ্র বায়ুবেগ সহ্য করে, তদ্রূপ আমি রথমার্গবিশারদ[2] সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহ্য করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদয় পৃথিবী পরাজিত করিয়াছিল, যাহার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই নাই, অদ্য আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে বীরপুরুষ খাণ্ডবদাহকালে দেবগণের সহিত অসংখ্য জীবজন্তু পরাজিত করিয়াছিলেন, আমি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সেই সব্যসাচীর সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হয়? হে শল্য! আজ আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই অভিমানসম্পন্ন, শিক্ষিতাস্ত্র, দিব্যাস্ত্রবেত্তা, ক্ষিপ্রহস্ত, মহাবীর ধনঞ্জয়ের শিরশ্ছেদন করিব। অন্য কোন মনুষ্যই অসহায় হইয়া যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না, আমার মৃত্যুই হউক বা জয়লাভই হউক, অদ্য সেই ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। রে মূর্খ! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট অর্জ্জুনের পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ? আমি স্বয়ংই হৃষ্টমনে ভূপালগণ-সমক্ষে তাহার পুরুষকার কীর্ত্তন করিব।

কর্ণের শল্যভর্ৎসনা

হে শল্য! তুমি অপ্রিয়কারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয় ও একান্ত অসহিষ্ণু; আমি তোমার সদৃশ শত ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু এক্ষণে অসময় বলিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় আমার অবমাননা করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার সহিত সরল ব্যবহার করাই তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন করিতেছ, সুতরাং তুমি অতি মিত্রদ্রোহী ও পাষণ্ড। রে মূঢ়! এক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন, ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্যসংসাধনার্থ যত্ন করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহাদের সহিত কিছুমাত্র মিত্রতা নাই, তাহাদেরই হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ। হে শল্য! যিনি স্নেহপ্রদর্শন, হর্ষবর্দ্ধন, প্রীতিসম্পাদন, রক্ষাবিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র। আমার এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা রাজা দুর্য্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর যে ব্যক্তি বিনাশসাধন, হিংসা, শাসনহীনতা[1] ও অবসাদ-সম্পাদন[2] এবং বলপ্রকাশ করে, সেই শত্রু। তোমাতে এই উক্ত দোষ-সমুদয়ের প্রায় সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি তৎসমুদয় আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে শল্য! অদ্য আমি রাজা দুর্য্যোধনের হিতসাধন, তোমার প্রীতিসম্পাদন এবং আপনার জয়লাভ, যশোলাভ ও ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত পরম যত্নসহকারে অর্জ্জুন ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। তুমি এক্ষণে আমার অদ্ভুত কার্য্য, ব্রাহ্ম অস্ত্র, ঐন্দ্র, বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র ও মানুষ অস্ত্রসমুদয় নিরীক্ষণ কর। যদি অদ্য আমার রথচক্র বিষম প্রদেশে[3] নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আমি মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করে, তদ্রূপ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভার্থ তাহার প্রতি দুর্নিবার ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ঐ অস্ত্র হইতে কেহই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ডধারী যম, পাশহস্ত বরুণ, গদাধারী ধনপতি কুবের ও সবজ্র বাসব প্রভৃতি কোন আততায়ী[4] শত্রু হইতেই ভীত হই না। এই নিমিত্ত জনার্দ্দন ও ধনঞ্জয় হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। অতএব অদ্য আমি অবশ্যই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

বিপ্রশাপ-বিড়ম্বিত কর্ণের দৈন্য

হে মদ্ররাজ! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত প্রমত্তের ন্যায় অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক

১। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দন্ত। ২। রথের গমনপথ বিষয়ে অভিজ্ঞ।

১। শাসনে উপেক্ষা। ২। অবসন্নতা আনয়ন। ৩। অসমান। ৪। গৃহাদিতে অগ্নিপ্রদানকারী, বধার্থ বিষদাতা, হিংসানিরত শস্ত্রধারী, সর্ব্বস্বহারী, পরের ক্ষেত্র ও নারীহরণকারী।

অটবীতে[১] পর্য্যটন করিয়া অজ্ঞানতা-নিবন্ধন কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুসম্ভূত[২] বৎসকে সংহার করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে আমাকে কহিলেন, 'তুমি প্রমত্ত হইয়া আমার এই হোমধেনুর বৎসকে বিনাশ করিয়াছ; অতএব তুমি যুদ্ধ করিতে যে সময় একান্ত ভীত হইবে, তৎকালে তোমার রথচক্র বিল[৩]মধ্যে নিপতিত হইবে সন্দেহ নাই।' হে শল্য! আমি কেবল সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপভয়ে ভীত হইতেছি। তিনি এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে এই সময় সুখদুঃখের ঈশ্বর[৪] সোমবংশীয় ভূপালেরা[৫] তাঁহাকে সহস্র ধেনু ও ছয় শত বলীবর্দ্দ[৬] প্রদান করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমিও সাত শত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাস-দাসী প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎপরে আমি তাঁহাকে শ্বেতবর্ণ বৎসসম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু প্রদান করিলাম, ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমি তাঁহার সৎকার করিয়া সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন গৃহ ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম; কিন্তু তিনি তাহাও প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর তিনি আমাকে প্রযত্ন সহকারে অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন,—'হে সূত! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না। মিথ্যাবাক্য কথিত হইলে প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্দারা আমাকেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না! হে সূত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংসা করিও না, মৎপ্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মদ্দত্ত অভিশাপের ফলভোগ কর।' হে শল্য! আমি তোমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বন্ধুতা-নিবন্ধন তোমাকে এই কথা কহিলাম। এক্ষণে তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আরও যাহা যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর'।"

১। পক্ষিসমাকুল বহু বৃক্ষসমাকীর্ণ বনে। ২। যজ্ঞনির্ব্বাহক গাভী হইতে জাত। ৩। গর্ত্ত। ৪—৫। সংঘটনকারী কৌরববংশীয় রাজারা। ৬। বলদ।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শল্যের প্রতি কটাক্ষসহকৃত কর্ণের আত্মশ্লাঘা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অরাতিঘাতন কর্ণ মদ্ররাজকে এইরূপে নিবারণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'হে শল্য! তুমি নিদর্শন-প্রদর্শনের নিমিত্ত আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহাতে কখনই সমরে ভীত হইব না। বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের কথা দূরে থাকুক, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার মনে ভয় সঞ্চার হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমাকে কদাচ শঙ্কিত করিতে পারিবে না। তুমি আমার প্রতি বারংবার কটূক্তি করিতেছ, কিন্তু নীচেরাই পরুষবাক্য প্রয়োগ-পূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আমার গুণ বর্ণনে অশক্ত হইয়া কেবল বিবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু স্পষ্ট জানিও যে, কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে নাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছে। হে শল্য! এক্ষণে তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্দ্য ও মিত্রের ইষ্টসাধন, এই তিন কারণ বশতঃ জীবিত রহিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর নিহিত করিয়াছেন; আর আমিও পূর্ব্বে তোমার কটূক্তি ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; বিশেষতঃ মিত্রদ্রোহ নিতান্ত পাপজনক; সেই সমস্ত কারণ-বশতঃই তুমি এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছ। হে মদ্ররাজ! আমি সহস্র শল্যসদৃশ; অতএব আমি সহায় না থাকিলেও অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারি।'

—

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

কর্ণকর্ত্তৃক শল্য বংশগ্লানি প্রকাশ

শল্য কহিলেন, 'হে রাধেয়! তুমি অরাতিগণকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলে, উহা প্রলাপমাত্র। তোমার ন্যায় সহস্র কর্ণও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে।'

মদ্ররাজ সূতপুত্রের প্রতি এইরূপ পরুষ[1]বাক্য প্রয়োগ করিলে, কর্ণ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে ব্রাহ্মণমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্র মন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ ও পূর্ব্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্তবর্ণন করিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূরপ্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্ম্মবর্জ্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন, বট ও সুভদ্র নামে চত্বর[2] বাল্যাবধি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্য্যানুরোধ বশতঃ বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি। শাকল নামে নগর, অপগা নামে নদী ও জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার যারপর নাই নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ী[3] সুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপূপ[4] ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দনরহিত হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীরসমীপে নৃত্য এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষ-বিবেক-বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিহারপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে। একদা একজন বাহীক কুরুজাঙ্গলে অবস্থানপূর্ব্বক অপ্রফুল্ল-মনে কহিয়াছিল, আহা! সেই সুক্ষ্মকম্বলবাসিনী[5] গৌরী[6] আমাদের স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে। হায়! আমি কত দিনে রম্য শতদ্রু ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমনপূর্ব্বক সেই কম্বলাজিনসংবীত[7] স্থূল-ললাটাস্থিসম্পন্ন[8] গৌরী-গণের মনঃশিলার[9] ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গদেশ[10], ললাট, কপোল[1] ও চিবুকে[2] অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্দ্দলের নিস্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায়! কত দিনে শমী[3], পীলু[4] ও করীরের[5] অরণ্যে তক্র[6]সমবেত অপূপ ও শক্তুপিণ্ড ভোজন করিয়া সুখী হইব এবং মহাবেগে গমন-পূর্ব্বক পথিমধ্যে পথিকদিগের বস্ত্রাপহরণ করিয়া বারংবার তাহাদিগকে তাড়ন করিব? হে মহারাজ! দুরাত্মা বাহীকদিগের এইরূপ দুশ্চরিত। তাহাদের দেশে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে?

হে শল্য! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্যপাপের ষষ্ঠাংশ[7] ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার যাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। বাহীকদেশে শাকল নামে এক নগর আছে। তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর রজনীতে দুন্দুভি-ধ্বনি করিয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকলনগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ী সুরা পান এবং গো-মাংস ও পলাণ্ডু[8]যুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহেয়িক[9] সঙ্গীত করিব? যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে শল্য! শাকলদেশের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?

হে মদ্ররাজ! আর এক ব্রাহ্মণ কুরু-সভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলুবন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরট্টদেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্ম্মভ্রষ্ট, সংস্কারহীন, অরট্টদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ

১। কর্কশ। ২। সুরাসঞ্চয় প্রাঙ্গণ। ৩। গুড় হইতে উৎপন্ন। ৪। পিষ্টক—পিঠা। ৫। সূক্ষ্ম কম্বলে শয়ানা। ৬। অষ্টবর্ষা কন্যা। ৭। কম্বলাসনে শয়ান। ৮। প্রশস্ত ললাটশোভিতা। ৯। পার্ব্বত্য চক্ষুধাতংপদার্থের—মনছালের। ১০। প্রান্ত।

১। গণ্ড—গাল। ২। মিলিত অধর-ওষ্ঠপ্রান্ত। ৩। শাঁই। ৪। পীলুবৃক্ষ। ৫। বাঁশের অঙ্কুরের। ৬। ঘোল। ৭। পাপি-প্রজাদত্ত পাপ ষষ্ঠাংশ করের সহিত রাজাকে অর্শায়। ৮। পেঁয়াজ। ৯। বৃষবধকালীন কৌতুককর।

করেন না। সেই ঘৃণাশূন্য মূর্খেরা শক্তু ও মদ্যবিলিপ্ত কুক্কুরাবলীঢ়[১] কাষ্ঠময় ও মৃণ্ময়পাত্রে[২] উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই দুরাচারগণ কোন প্রকার অন্নভক্ষণে বা ক্ষীরপানে পরাঙ্মুখ নহে। তাহাদের কাহারই পিতার নির্ণয় নাই। পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না।

হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরও যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি যুগন্ধরে[৩] উষ্ট্রাদির দুগ্ধপান[৪], অচ্যুতস্থলে[৫] বাস ও ভূতিলয়ে[৬] স্নান[৭] করে, তাহার কিরূপে স্বর্গলাভ হইবে? পঞ্চনদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানের নাম অরট্ট; সাধুলোক তথায় কদাচ দুই দিন অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহ ও বাহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহীকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে; সুতরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবে? ধর্ম্মবিবর্জ্জিত কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে মদ্ররাজ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনানুরোধে সেই অরট্টদেশে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলূখলমেখলা[৮] রাক্ষসী তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই অরট্টদেশ বাহীকগণের বাসস্থান, তথায় যে সকল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। অরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীরদেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।'

১। কুকুরের আস্বাদিত—কুকুর চাটা। ২। মাটির ভাণ্ডে। ৩—৪। আজকালকার চায়ের দোকানে একই বাটিতে সর্ব্বজাতির চা পানের মত, একই পাত্রে নানা জাতির দুগ্ধপান। ৫। বেশ্যালয়ে। ৬—৭। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের কূপাদি—একই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল ব্যবহার। ৮। কোমরে ব্যবহার্য্য কাঞ্চী নামক অলঙ্কারের স্থলে উলূখল অর্থাৎ উদূখল বা উখলী বাঁধা।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

মদ্রাদিদেশের দুষ্টাচারের ইতিহাস

কর্ণ কহিলেন, 'হে শল্য! আমি পুনরায় তোমাকে এক উপাখ্যান কহিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। কিছু দিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—আমি বহুকাল একাকী হিমালয়শৃঙ্গে বাস ও নানা ধর্ম্মসঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি সমুদয় প্রজাকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকলেই বেদোক্ত ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি নানা জনপদ ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রস্থ লোক-সকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়; অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়; গান্ধার মদ্রক ও বাহীকেরা, সকলেই কামাচারী, লঘুচেতাঃ ও সংকীর্ণমনাঃ। আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে এইরূপ ধর্ম্মসঙ্করকারক আচারবিপর্য্যয়[১] শ্রবণ করিলাম।

হে মদ্রাধিপ! আমি আর একজনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অরট্টদেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীকে[২] অপহরণপূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে,—হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্তই আরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, বাহীক, মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ[৩] ভিন্ন আর সকল দেশের অসাধু ব্যক্তিদিগেরও ধর্ম্মবিষয় বিদিত আছে।

১। বিপরীত আচার। ২। নারীকে। ৩। বর্ত্তমান পাঞ্জাব।

হে মদ্ররাজ! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। তুমি সেই সকল লোকদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের ষড়্-ভাগহর্ত্তা অথবা প্রজা রক্ষা করিলেই রাজা তাহাদিগের পুণ্যভাগী হয়েন, তোমার ত তাহাদিগের রক্ষার্থ যত্ন নাই, অতএব তুমি তাহাদিগের পুণ্য-ভাগের অধিকারী নহ, কেবল তাহাদিগের দুষ্কৃতিরই অংশ সংগ্রহ করিয়া থাক। পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদয় দেশে সনাতন ধর্ম্ম পূজিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চনদদেশীয় ধর্ম্ম নিতান্ত কুৎসিত দেখিয়া ধিক্কার প্রদান করেন। হে শল্য! ব্রহ্মা যখন বাহীকদিগকে সত্যযুগেও[১] কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাক্যব্যয় করা নিতান্ত অনুচিত।

হে মদ্ররাজ! আমি পুনরায় তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কল্মাষপাদ নিশাচর "ক্ষত্রিয়গণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অব্রত[২] মলস্বরূপ, বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ অন্যান্য স্ত্রীদিগের মলস্বরূপ", এই কথা বলিতে বলিতে সরোবরে নিমগ্ন হইতেছিল। ইত্যবসরে এক ভূপতি তাহাকে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষস-বিদ্রাবক[৩] মন্ত্র জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল,—হে মহারাজ! কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে এই মন্ত্র বলিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হয় যে, ম্লেচ্ছগণ[৪] মনুষ্যদিগের, তৈলিক[৫]গণ ম্লেচ্ছদিগের, ষণ্ড[৬]গণ তৈলিকদিগের ও ঋত্বিক্ ভূপতিগণ ষণ্ড-দিগের মলস্বরূপ[৭]। এক্ষণে তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে ঋত্বিক্‌ভূপতি ও মদ্রকদিগের ন্যায় পাপভাজন হইবে। পাঞ্চালেরা ব্রাহ্ম[১]ধর্ম্ম, কৌরবেরা সাত্য[২]ধর্ম্ম এবং মৎস্য ও শূরদেশবাসীরা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশীয়েরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী, দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম্ম-দ্রোহী, বাহীকেরা তস্কর ও সৌরাষ্ট্রীয়েরা সঙ্কর[৩]। কৃতঘ্নতা[৪], পরবিত্তাপহরণ, মদ্যপান, গুরু-পত্নীগমন, বাক্‌পারুষ্য[৫], গোবধ, পারদারিকতা[৬] ও পরবস্তু উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, সেই আরট্ট-দিগের আর কি অধর্ম্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চনদ দেশকে ধিক্! হে মদ্ররাজ! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্যদেশীয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন; আর উত্তরদিক্‌স্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্টজনের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

দেব অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্বদিক্ আশ্রয় করিয়াছেন; পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা যমরাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন; বরুণ পশ্চিমদিক্ আশ্রয় করিয়া সুরগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ভগবান্ কুবের ও ঈশান ব্রাহ্মণ-গণের সহিত উত্তরদিক্ রক্ষা করিতেছেন; হিমাচল পিশাচ ও রাক্ষসগণকে এবং গন্ধমাদন-পর্ব্বত গুহ্যক-গণকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু বাহীকদিগের প্রতি কোন বিশেষ দেবতার অনুগ্রহ নাই। সর্ব্বভূত-রক্ষক বিষ্ণুই তাহাদিগকে রক্ষা[৭] করিতেছেন। আর দেখ, মাগধগণ ইঙ্গিতজ্ঞ ও কোশলদেশবাসীরা প্রেক্ষিতজ্ঞ[৮]। কৌরব ও পাঞ্চালগণ বাক্য অর্দ্ধ উচ্চারিত না হইলে ও শাল্বেরা সমগ্র বাক্য অভিহিত না হইলে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। পার্ব্বতীয়গণ শিবিদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ। ম্লেচ্ছ ও যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ ও মহাবল-পরাক্রান্ত হইলেও মনঃকল্পিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং অন্যান্য জাতিরা হিতবাক্য উপদিষ্ট হইলে উহা স্বয়ং অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বাহীকগণ তাড়িত হইলে হিতবাক্য বুঝিতে পারে; কিন্তু মদ্রদেশীয়েরা কোনক্রমেই হিতাবধারণে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়, অতএব আর আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিও না। এই

১। পাদ-পাদ ক্ষীণধর্ম্ম ত্রেতাদি যুগের কথা কি—যে যুগে ধর্ম্ম সাধারণতঃ চারি পাদে পূর্ণ, তৎকালেও। ২। সংযম সদাচার ত্যাগ। ৩। রাক্ষস-তাড়নাকারক। ৪—৭। সাধারণ মনুষ্যমধ্যে ম্লেচ্ছ ও ম্লেচ্ছমধ্যে ম্লেচ্ছকলু নিন্দিত। তৈল প্রস্তুতকারী কলু-দিগের ষাঁড় অকর্ম্মণ্য; কারণ মৃদুগতিতে তাহাদের ঘানিটানা ভাল হয়, ষাঁড়ের চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত তাহা হয় না, সুতরাং ষাঁড় অকেজো। ক্ষত্রিয়গণের পৌরোহিত্য নিন্দিত, ক্ষত্রিয়ের যাজনে অধিকার নাই। অতএব তথাকথিত ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছকলু ও কলুর ষাঁড় এবং ক্ষত্রিয় যাজক ষাঁড়ের গোবর—অকেজো।

১। বেদোক্ত উপাসনাদি। ২। সত্যনিষ্ঠাদি। ৩। জন্মদোষে হীনজাতি। ৪। উপকারীর অপকার। ৫। বাক্যের কর্কশতা। ৬। পরস্ত্রী উপভোগ। ৭। সামান্যতঃ নির্ব্বিশেষে পালন। ৮। চক্ষুর সমক্ষে দেখিলে তবে বুঝে।

ভূমণ্ডলে যে সমুদয় দেশ আছে, মদ্রদেশ সেই সকলের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দেখ, মদ্যপান, গুরুতল্প[১]গমন, ভ্রূণহত্যা[২] ও পরবিত্তাপহরণ যাহাদের পরম ধর্ম্ম, তাহাদের ত কোন কার্য্যই অধর্ম্ম[৩] নহে, অতএব আরট্ট ও পাঞ্চনদ[৪]দিগকে ধিক্! হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তুমি ইহা অবগত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। আমার প্রতিকূলাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখিও, যেন পূর্ব্বে তোমাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে না হয়।'

শল্যের কর্ণশাসিত অঙ্গদেশ-নিন্দা

অনন্তর মহাবীর শল্য কর্ণের সেই সমুদয় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্রকলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে; তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি। মহাবীর ভীষ্ম রথাতিরথ-সংখ্যাকালে তোমার যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তৎসমুদয় অবগত হইয়া ক্রোধ সংবরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং পতিপরায়ণা রমণীগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। সর্ব্বস্থলেই পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে পরিহাস করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরাও সর্ব্বত্র অবস্থান করে। হে কর্ণ! সকলেই পরদোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু আত্মদোষে কাহারও দৃষ্টি নাই। লোকে আপনার দোষ জানিতে পারিয়াও বিস্মৃত হয়। স্বধর্ম্মপরায়ণ ভূপালগণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া দুষ্টদল দমন করিতেছেন; ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদেশেই বাস করিয়া থাকেন। এক দেশের সকল লোকেই যে অধর্ম্মাচরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন।'

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজ ও সূতপুত্রকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আর প্রত্যুত্তর করিলেন না এবং শল্যও শত্রুসংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! এক্ষণে তুমি রথসঞ্চালন কর'।"

১। গুরুপত্নী। ২। গর্ভস্থ শিশুনাশ। ৩। ধর্ম্মহীন—তাহারা সব করিতে পারে। ৪। পঞ্চনদবাসী।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সপ্তদশদিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহব্যবস্থা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর সমরনিপুণ শত্রুসূদন মহাতেজাঃ কর্ণ পাণ্ডবগণের ধৃষ্টদ্যুম্নাভিরক্ষিত অরাতি-পরাক্রম-সহনক্ষম[১] অপ্রতিম ব্যূহ নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধকম্পিতকলেবরে আপনার সৈন্যগণকে যথাবিধি ব্যূহিত করিয়া রথনির্ঘোষ, সিংহনাদ ও বাদিত্রের নিস্বনে মেদিনী কম্পিত করিয়া অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহারপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বামভাগে গমন করিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর সূতপুত্র কিরূপে সেই ভীমসেন-সংরক্ষিত, দেবগণেরও অপরাজেয়[২], ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণের বিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের ব্যূহের পক্ষ[৩] ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রপক্ষ[৪] হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ন্যায়ানুগত বিভাগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল? পাণ্ডুপুত্রগণ কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিল? আর কিরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তৎকালে ধনঞ্জয় কোথায় ছিল? মহাবীর অর্জ্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহার সাধ্য? পূর্ব্বে যে অর্জ্জুন খাণ্ডবে একাকী সকল প্রাণীকে পরাজিত করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জীবিতাশা পরিত্যাগ না করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! যেরূপে ব্যূহ রচনা হইল, মহাবীর অর্জ্জুন তৎকালে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্ব স্ব পক্ষীয় ভূপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপে যুদ্ধ করিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। মহাবীর কৃপাচার্য্য,

১। শত্রুর পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ। ২। পরাজয়ের অযোগ্য। ৩। দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী। ৪। বামপার্শ্ববর্ত্তী।

কৃতবর্ম্মা ও বলবান্ মাগধগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলূক বিমল-পাশধারী সাদিগণ শলভসমূহের ন্যায় ও বিকটাকার পিশাচগণের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত গান্ধারসৈন্যগণ ও দুর্জ্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সমবেত হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক কৌরবসৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমরমদমত্ত সংশপ্তক-গণও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রথ-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐ ব্যূহের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। শক, কাম্বোজ ও যবনগণ অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগের সহিত সূতপুত্রের আদেশানু-সারে ধনঞ্জয় ও মহাবল বাসুদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া উহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র বর্ম্মধারী, অঙ্গদভূষিত, মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনামুখের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্য-হুতাশন-সঙ্কাশ[১], পিঙ্গললোচন, প্রিয়দর্শন দুঃশাসন মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন দেবগণ-পরিরক্ষিত দেবরাজের ন্যায় বিচিত্র কবচধারী সহোদর এবং মহাবীর্য্য মদ্রক, কেকয় ও দোণপুত্র প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া দুঃশাসনের অনুগমন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছগণ সমারূঢ় মত্তমাতঙ্গসকল জলবর্ষী জলধরের ন্যায় অনবরত জলধারা বর্ষণপূর্ব্বক রথীদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। উহারা ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধধারী মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক অধিরূঢ় হইয়া মহীরুহ-পরি-শোভিত মহীধরের[২] ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পট্টিশ ও অসিধারী, সমরে অপরাঙ্মুখ, অসংখ্য, বীরগণ ঐ সমস্ত মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। এইরূপে সেই কর্ণের প্রযত্নে মহাব্যূহ অশ্বারোহী ও রথিসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া সুরাসুরব্যূহের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক অরাতিগণের ভয়সঞ্চার করিয়াই যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে লাগিল।

১। সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত। ২। পর্ব্বতের।

যুধিষ্ঠিরের স্বপক্ষীয়গণকে সমরোপদেশ

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেনাভিমুখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া অমিত্রঘ্ন[১] ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ সংগ্রামার্থ পক্ষপ্রপক্ষযুক্ত মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অতএব এক্ষণে শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগকে পরাভূত করিতে না পারে, তুমি এইরূপ উপায় স্থির কর।' মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব সন্দেহ নাই। যাহাতে শত্রুপক্ষের বিনাশ হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলেই সকলের বিনাশ সাধন হইবে।' তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ কর; আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি; আর ভীমসেন দুর্য্যোধনের, নকুল বৃষসেনের, সহদেব শকুনির, শতানীক দুঃশাসনের, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার, পাণ্ড্য অশ্বত্থামার ও দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডী সমভিব্যাহারে অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করুন।'

অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা—শল্যের কর্ণসতর্কতা

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজের বাক্য-শ্রবণে 'যে আজ্ঞা মহাশয়' বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং চমূমুখে[২] অবস্থান করিয়া অরাতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখসম্ভূত বিশ্বনরের[৩] নেতা অগ্নি যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে অনল হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ যাহা ব্রহ্মাকে প্রদান করেন এবং পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে যথাক্রমে বহন করিয়াছিল, এক্ষণে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সেই আদ্য রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

মদ্ররাজ শল্য সেই অদ্ভুতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি যাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলে,

১। শত্রুঘাতী। ২। সৈন্য সম্মুখে। ৩। বিশ্বমানবের।

ঐ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসম্পন্ন, বাসুদেব-পরিচালিত, কর্ম্মবিপাকের[১] ন্যায় নিতান্ত দুর্নিবার্য্য মহারথে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করিয়া আগমন করিতেছেন। হে কর্ণ! যখন মেঘনিস্বনের ন্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, পার্থিব ধূলি-পটল সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মেদিনীমণ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আহত হইয়াই যেন কম্পিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের দুই দিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রব্যাদগণ ঘোরতর চীৎকার ও কুরঙ্গগণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন কেতুগ্রহ সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মৃগযূথ ও বলবান্ শার্দ্দূলগণ দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কঙ্ক[২] ও গৃধ্র[৩]পক্ষী সকল একত্র সমবেত ও পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। তোমার মহারথের রঞ্জিত চামর-সকল প্রজ্বলিত এবং ধ্বজ ও গগনস্থ গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ মহাকায় তুরঙ্গমগণ কম্পিত হইতেছে। হে রাধেয়! যখন এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র ভূপাল নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিবেন। ঐ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শঙ্খ, আনক ও মৃদঙ্গের লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ; মনুষ্য, অশ্ব ও গজ সমুদয়ের ঘোরতর নিনাদ এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের বাণ-শব্দ, জ্যানিস্বন ও তলত্রধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথে সুবর্ণময় চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা-গণে সুশোভিত স্বর্ণরজতখচিত, শিল্পিনির্ম্মিত, কিঙ্কিণী-মুখরিত নানাবর্ণের পতাকা-সকল বায়ুবিকম্পিত হইয়া মেঘমালা-বিন্যস্ত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে; মহাত্মা পাঞ্চালগণের পতাকাশালী রথ-সমুদয়ের ধ্বজ-সকল বায়ুবেগে কণ কণ ধ্বনি করিয়া বিমানস্থ দেবতাগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। ঐ দেখ, অপরাজিত কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বিপক্ষবিনাশের নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। তাঁহার ধ্বজাগ্রে অরাতিভীষণ ভীমদর্শন বানর লক্ষিত হইতেছে। মহাবল-পরাক্রান্ত বাসুদেব অর্জ্জুনের পবনতুল্য বেগবান্ পাণ্ডুর[৪] অশ্বগণকে পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও কৌস্তুভমণি যার

১। কর্ম্মফলের। ২। হাড়গিলা। ৩। শকুন। ৪। শ্বেতবর্ণ।

পর নাই শোভা পাইতেছে। ধনঞ্জয়ের শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আকৃষ্ট হইয়া, ঘোরতর নিস্বন ও নিশিত শরনিকর নিক্ষিপ্ত হইয়া অরাতিগণের প্রাণসংহার করিতেছে। এই বিশাল সমরভূমি অপলায়িত ভূপালগণের তাম্রাক্ষ[১]সম্পন্ন মস্তক দ্বারা সমাকীর্ণ হইতেছে। বীরগণের পবিত্র গন্ধানুলিপ্ত উদ্যতা-য়ুধ পরিঘাকার ভুজ-সমুদয় অনবরত নিপতিত হইতেছে। অশ্বগণ আরোহীদিগের সহিত নিপতিত হইয়া নিস্পন্দনয়নে[২] ধরাশয্যায় শয়ন করিতেছে। পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। সমর-নিহত নৃপগণের গন্ধর্ব্বনগরাকার রথ-সমুদয় ক্ষীণপুণ্য স্বর্গবাসিদিগের[৩] বিমানের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব-সেনাগণকে সিংহনিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় ব্যাকুলিত করিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে ধাবমান হইয়া কৌরবপক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিদিগকে নিপীড়িত ও ভূপতিদিগকে নিহত করিতেছেন। হে কর্ণ! তুমি যাহাকে অন্বেষণ করিতেছ, সেই শত্রুসূদন শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয় মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল তাঁহার ধ্বজাগ্র লক্ষিত ও জ্যাশব্দ শ্রুতি-গোচর হইতেছে। তুমি অচিরাৎ কৃষ্ণের সহিত এক রথে সমাসীন সেই অরাতিনিপাতন মহাবীরকে অবলোকন করিবে। হে সূতপুত্র! বাসুদেব যাঁহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন, তুমি যদি সেই অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। মহাবল ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন।'

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষনয়নে কহিলেন, 'হে শল্য! ঐ দেখ, সংশপ্তকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হওয়াতে অর্জ্জুন মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় আর লক্ষিত হইতেছে না। অতঃপর তাহাকে ঐ যোধ[৪]সাগরে নিমগ্ন হইয়া নিহত হইতে হইবে।' শল্য কহিলেন, 'হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্র

১। তাম্রবর্ণ চক্ষু। ২। পাতা পড়ে না—এইরূপ নেত্রে। ৩। পুণ্যপ্রভাবে যাহাদের স্বর্গবাস ও ভোগদ্বারা সেই পুণ্য ক্ষয়ে মর্ত্ত্যে আসিতে হয়, তাদৃশ ব্যক্তিগণের। ৪। সমর।

পান, জল দ্বারা বরুণকে বিনাশ ও ইন্ধন[1] দ্বারা অগ্নি প্রশমন করা যেরূপ অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে নিপীড়িত করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদি দেব ও অসুরগণও ঐ মহাবীরকে সংগ্রামে জয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি 'অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব' মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনা[2] হও ; কিন্তু বস্তুতঃ কখনই তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। অতএব অর্জ্জুন-পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন মনোরথ করাই তোমার কর্ত্তব্য। যিনি বাহু দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল উদ্ধৃত, ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ ও দেবগণকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে পারেন, তিনিই অর্জ্জুনকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

হে কর্ণ! ঐ দেখ, অক্লিষ্টকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ মহাবাহু ভীমসেন চিরবৈর স্মরণপূর্ব্বক বিজয়লাভ-বাসনায় সমরাঙ্গনে অপর সুমেরুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অরাতিকুলঘাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পুরুষব্যাঘ্র[3] দুর্জ্জয় নকুল ও সহদেব সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। অর্জ্জুন-তুল্য সংগ্রামনিপুণ দ্রৌপদী-তনয়গণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পাঁচ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদতনয়গণ সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়াছে এবং ইন্দ্রতুল্য অসহ্যপরাক্রমশালী সাত্বতশ্রেষ্ঠ[4] সাত্যকি সংগ্রামার্থী হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় কৌরব-সেনার প্রতি গমন করিতেছে।' হে মহারাজ! সেই বীরদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় উভয়পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় পরস্পর মিলিত হইল।"

—

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ—বহু সৈন্যক্ষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকদিগের প্রতি ও সূতপুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিল? তুমি সমরবৃত্তান্তবর্ণনে সুনিপুণ; অতএব এক্ষণে উহা সবিস্তারে কীর্ত্তন কর। আমি বীরগণের পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষসৈন্যগণের ব্যূহ অবলোকন করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিলেন। চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ কান্তি-সম্পন্ন, মহাধনুর্দ্ধর, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ[1]-অশ্বসংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সেই সাদী, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথসমুদয়-সঙ্কুল মহাব্যূহের মুখে অবস্থান-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দিব্য আয়ুধ ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক অনুচরগণ-সমভি-ব্যাহারে তারাগণ যেমন চন্দ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া ক্রোধ-ভরে শরাসন আস্ফালনপূর্ব্বক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হতাশ্বরথভূয়িষ্ঠ[2] সংশপ্তক-গণও বিজয়লাভার্থী ও অর্জ্জুনবধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া প্রাণপণে তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ঐ সময় ধনঞ্জয়ের সহিত নিবাতকবচগণের ন্যায় সেই সংশপ্তকগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষগণের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত উদ্যত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও মস্তক সমুদয় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্ত্তমধ্যে[3] ধনঞ্জয়ের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশুসংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের ন্যায় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্মুখীন বীরগণকে সংহারপূর্ব্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত অরাতিগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি—ইঁহারা সমরমত্ত হইয়া কৌশল্য, কাশী, মাৎস্য, কারূষ, কৈকেয় ও শূরসেন-দিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে

১। কাষ্ঠ। ২। সুস্থিরচিত্ত। ৩। নরশ্রেষ্ঠ। ৪। যদুকুল-প্রসিদ্ধ।

১। পায়রার মত ধবল। ২। বিনষ্ট বহু অশ্বরথ। ৩। ভীষণ ঘূর্ণী।

মহারাজ! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলসম্ভূত বীরগণের বিনাশকর, যশস্কর ও পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্ম্মলাভের হেতুভূত।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রক ও কৌরব-বীরগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহারথ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও নিশিতশরনিকরে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অসংখ্য শত্রুগণের অস্ত্র ছেদন, রথ উন্মূলন ও প্রাণ সংহারপূর্ব্বক তাহাদিগকে যশস্বী[১] ও স্বর্গভাজন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের ক্ষয়কর দেবাসুর-সংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ণ কর্ত্তৃক ভানুদেবাদি বীরগণ বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কিরূপে লোকক্ষয় করিল? পাণ্ডব-মধ্যে কোন্ কোন্ বীর কর্ণকে নিবারণ করিল এবং সূতপুত্র কোন্ কোন্ বীরকে প্রমথিত করিয়া ধর্ম্ম-রাজের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইল? তুমি এক্ষণে আমার সমক্ষে তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া সত্বর পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হংসেরা যেমন মহাসাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর উভয়পক্ষে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি ও ভয়ঙ্কর ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং অনবরত শরনিপাতশব্দ, করিবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত, রথের ঘর্ঘররব ও বীরগণের সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যাবতীয় জীব-জন্তুগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অদ্রি-দ্রুম[২] পরিপূর্ণ অবনীমণ্ডল, সমীরণ-সমীরিত[১] অম্বুদপরিশোভিত আকাশ এবং চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিকম্পিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। অল্পসত্ত্ব[২] প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কলেবর পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বর শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি[৩] প্রভদ্রককে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং সুনিশিত পঞ্চবিংশতি শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া অরাতি-দেহবিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ-নিকরে সহস্র সহস্র চেদিদেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকে সংগ্রামে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অবি-লম্বে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন; মহাবীর কর্ণও সত্বর শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে পাঞ্চালগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চালদেশীয় আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহাদিগকেও অবিলম্বে বিনাশ করিলেন।

ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ—ভীম কর্ত্তৃক ভানুসেন বধ

ঐ সময় কর্ণের পুত্র ও চক্ররক্ষক সুষেণ ও সত্যসেন প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃষ্ঠরক্ষক বৃষসেন যত্নসহকারে তাঁহার পৃষ্ঠ-রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভদ্রক, চেদি, কৈকয়, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ সূত-পুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া, বর্ষাকালে জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের পুত্রগণ ও তাঁহার পক্ষীয় অন্যান্য বীর সকল তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে

১। যুদ্ধে জীবন ত্যাগহেতু যশোভাগী। ২। পর্ব্বত-বৃক্ষ।

১। বায়ুচালিত। ২। অল্পবল—ক্ষুদ্র। ৩। সাতাত্তর।

নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ ভল্লাস্ত্রে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সাত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বর এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক সুষেণের কার্ম্মুক ছেদন কারয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি তৎপরে দশ শরে কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুহৃদ্‌গণ-সমক্ষে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি আয়ুধ ও ধ্বজ সমভিব্যাহারে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভানুসেনের সেই শশধরসদৃশ রমণীয় মস্তক ভীমসেনের ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া মৃণালভ্রষ্ট কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বীরগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিন শরে দুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া উলূক ও তাঁহার ভ্রাতা পতত্রিকে রথবিহীন করিলেন। তৎপরে তিনি সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া 'হা সুষেণ! তুমি এইবারে নিহত হইলে' এই বলিয়া এক সায়ক গ্রহণ করিলে মহাবীর কর্ণ উহা সত্বর ছেদনপূর্ব্বক তিন শরে তাঁহাকে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটি সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিয়া কর্ণপুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে মহাবীর মাদ্রীতনয় বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বর অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নয় শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে অসংখ্য শরে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক সুষেণের সারথিকে আহত ও তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তিন ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ রোষভরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। এই-রূপে তাঁহারা বিনাশমানসে সায়কনিকরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই যুদ্ধ সুরাসুর-সংগ্রামের ন্যায় ঘোরতর হইয়া উঠিল।

সমরপীড়িত পাণ্ডব-পলায়ন

তখন মহাবীর সাত্যকি তিন শরে বৃষসেনের সারথিকে বিনাশ, এক ভল্লে শরাসন ছেদন, সাত শরে অশ্ব সংহার ও এক বাণে ধ্বজদণ্ডছেদন করিয়া নিশিত তিন শরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমতঃ একান্ত অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং সাত্যকিকে সংহার করিবার মানসে খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর দশ বরাহকর্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার খড়্গ ও চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে রথশূন্য ও আয়ুধহীন নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া অবিলম্বে অন্য একখানি রথ আনয়ন করাইলেন। মহারথ বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিকে পাঁচ, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ, শতানীককে সাত, শিখণ্ডীকে দশ, ধর্ম্মরাজকে এক শত ও অন্যান্য বীরগণকে বহুসংখ্যক শরে নিপীড়িত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসনকে নয় শরে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্য সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সূতপুত্রের সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, দ্রৌপদীতনয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, ধর্ম্মরাজ একশত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত করিলেন। মহাবীর কর্ণও ঐ সমস্ত বীরের প্রত্যেককে দশ দশ

শরে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও হস্তলাঘব দর্শনে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি যে ক্রোধভরে কখন্ অস্ত্র গ্রহণ, কখন্ সন্ধান আর কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে সকলে কেবল তাঁহার বিপক্ষগণকে নিহত ও সমরাঙ্গনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় কর্ণের নিশিত শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অম্বরতল রক্তবর্ণ অভ্রখণ্ডে সংবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সূতপুত্র শরাসন-হস্তে নৃত্য করিয়াই যেন শত্রুগণ তাঁহাকে যাবৎ-সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়াছিল, তদপেক্ষা তিনগুণ শরে তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কর্ণের শরে অশ্ব-রথ-সমভিব্যাহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদানপূর্ব্বক অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করি-সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চেদিদেশীয় ত্রিংশৎ রথীকে বিনাশ করিয়া নিশিত শরনিকরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কৌরবগণও দুর্নিবার কর্ণকে পরম-যত্নসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ নির্ভীকচিত্তে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।"

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ—কৌরব পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্য ভেদ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শত্রুনিক্ষিপ্ত বিবিধ শরনিকর ছেদনপূর্ব্বক অবলীলা-ক্রমে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মস্তক, বাহু ও উরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রের ভীষণ শরাঘাতে অরাতিপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতকগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। ঐ সময়ে দ্রাবিড় ও নিষাদদেশীয় পদাতিকগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশবাসনায় ধাবমান হইল; মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্নবাহু, ছিন্ন-উষ্ণীষ ও বিগতাসু করিয়া ছিন্নমূল শালবনের ন্যায় যুগপৎ ভূতলে নিপাতিত করিলেন। বীরগণ এইরূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের যশোঘোষণায় দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় কর্ণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া মন্ত্র ও ঔষধ যেমন ব্যাধিকে অবরুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মন্ত্রৌষধপ্রমাথী[1] উল্বণ[2] ব্যাধির ন্যায় তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরহিতার্থী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবেত্তা[3]ও যেমন মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষারুণিতলোচনে অদূরস্থিত অরাতিনিপাতন সূতপুত্রকে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সতত বলবান্ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং দুর্য্যোধনের মতানুসারে নিয়ত আমাদিগকেও পীড়ন করিতেছ। এক্ষণে তোমার যতদূর বলবীর্য্য ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ কর। আমি আজ তোমার রণবাসনা নিঃশেষিত করিব।' হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রকে এই কথা বলিয়া সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন কর্ণ হাস্য করিয়া দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া

১। মন্ত্র ও ঔষধবিফলকারী। ২। বর্দ্ধিতবেগ। ৩। ব্রহ্মবিদ্‌ও।

তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার কলেবর কল্পান্তকালীন বিশ্বদহনপ্রবৃত্ত, জ্বালাসমাকীর্ণ সংবর্ত্তাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই প্রদীপ্তায়ুধধারী সৈন্যগণ মাল্যাম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল।

কর্ণ-করে চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার বধ

তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় অতি সত্বর সুবর্ণ-ভূষিত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পর্ব্বতবিদারণক্ষম সুশাণিত যমদণ্ড সদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রনিস্বন শর মহাবীর সূতপুত্রের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া স্যন্দনোপরি শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাঁহার মুখচ্ছবি বিবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া, কৌরব-সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষণ-পরাক্রম কর্ণ অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞালাভ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর নিশিত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চালবংশীয় চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার শশধরপার্শ্ববর্ত্তী পুনর্ব্বসুর ন্যায় ধর্ম্মরাজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাবীর সূতপুত্র দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহাদিগকে নিহত করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিশিত শরনিকরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সুষেণের উপর তিন, সত্যসেনের উপর তিন, শল্যের উপর নবতি এবং সূতপুত্রের উপর পুনরায় ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার রক্ষকগণকে তিন তিন বক্রবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে কার্ম্মুক বিকম্পিত করিয়া এক ভল্লে ধর্ম্মরাজের দেহ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অমর্ষিতচিত্তে যুধিষ্ঠিরের পরিরক্ষণার্থ সূতপুত্রের উপর শর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদী-তনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপালপুত্র এবং কারূষ, মৎস্য, কেকয়, কাশি ও কোশল-দেশোদ্ভব বীরগণ সত্বর বসুষেণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চালবংশোদ্ভব জনমেজয় শরনিকরনিপাতে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অসংখ্য রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য-সমভিব্যাহারে বরাহকর্ণ[১], নারাচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র ও চটকামুখ[২] প্রভৃতি নানাপ্রকার শর নিক্ষেপ করিয়া সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল।

কর্ণযুদ্ধে নিপীড়িত যুধিষ্ঠির–পলায়ন

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব করিয়া শরবর্ষণে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন এবং শররূপ অগ্নিশিখা দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যরূপ বন দগ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মহাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া ধর্ম্মরাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে নতপর্ব্ব নবতি বাণ সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার কনকমণ্ডিত কবচ ভেদ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই সুবর্ণচিত্রিত কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ-সংশ্লিষ্ট চপলা-বিরাজিত বাতাহত জলধরের ন্যায় ও নিশাকালীন বিগতাভ্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। ধর্ম্মতনয় এইরূপে বর্ম্মবিহীন ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ক্রোধভরে সূতপুত্রের প্রতি এক লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সাত শরে আকাশপথেই সেই প্রজ্বলিত শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলপূর্ব্বক সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করিয়া পরমাহ্লাদে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন সেই তোমরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির স্মরণ ও রোষাবিষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক এক ভল্লে ধর্ম্মতনয়ের ধ্বজ ছেদন ও তিন ভল্লে তাঁহার দেহ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহার তূণীরদ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন

১। শূকরের কর্ণাকৃতি বাণ। ২। চড়ুইপাখীর মুখের মত।

অসিত[1] পুচ্ছ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন, কোনক্রমেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর রাধেয় বেগে গমনপূর্ব্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কূর্ম্ম ও শঙ্খ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডুরবর্ণ শর দ্বারা পাণ্ডুনন্দনের স্কন্ধদেশ স্পর্শপূর্ব্বক স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। তৎকালে কুন্তীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

কর্ণ কর্ত্তৃক উপহসিত যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধাদেশ

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণে সমুদ্যত দেখিয়া নিষেধপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি এই প্রধানতম নরপতিকে গ্রহণ করিও না। উঁহাকে গ্রহণ করিলেই উনি তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন।' তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত নহ। তুমি নিয়ত বেদপাঠ ও যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সংগ্রামেচ্ছা পরিত্যাগ কর, আর বীরপুরুষদিগের নিকট গমন করিও না এবং তাহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না।' মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্রহস্ত পুরন্দরের ন্যায় পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরনাথ যুধিষ্ঠিরও লজ্জিতভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চেদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত[2] দেখিয়া সকলেই তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৌরব-সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কার্ম্মুকনিস্বন, সিংহনাদ এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণের বিক্রম অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সত্বর বিপক্ষদিগকে বিনাশ কর।' তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আপনার পুত্রগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্রসমূহের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ "গাত্রোত্থান কর, প্রহার কর, অভিমুখীন হও" এইরূপ বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল জলদজালের ন্যায় শরজালে আচ্ছাদিত হইল। শরসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহারপূর্ব্বক বিকলাঙ্গ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধবিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। আরোহিসমবেত মাতঙ্গগণ প্রভূত বলশালী বজ্র-ভিন্ন শৈলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বর্ম্মধারী দিব্যভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীরগণের শরে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ঐ সময় সমরপরায়ণ বীরগণের বিশাল লোহিত-নেত্রযুক্ত পূর্ণেন্দুসদৃশ মুখপদ্মে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অপ্সরোগণ অভিমুখাগত, সমর-নিহত, অসংখ্য বীরগণকে গীতবাদ্যাদিযুক্ত বিমানে আরোপিত করিয়া গমন করাতে ভূমণ্ডলের ন্যায় নভোমণ্ডলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বীরগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া স্বর্গবাস-বাসনায় সত্বর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রথিগণ রথীদিগের, পদাতিগণ পদাতিদিগের, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের এবং অশ্বগণ অশ্বদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

বহু বীরক্ষয়—কৌরব-পলায়ন

হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য গজবাজী ও মনুষ্যের ক্ষয়জনক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সেনাগণের পদাঘাত-সমুত্থিত ধূলিপটলে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন, তাহাকেই

১। কৃষ্ণবর্ণ। ২। পলায়িত।

বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ কেশাকেশি[১], দন্তাদন্তি[২], মুষ্ট্যামুষ্টি[৩], নখানখি[৪] ও বাহু-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের দেহবিনির্গত শোণিতে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভীষণ ঘোরতর নদী সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণমধ্যে কেহ কেহ সেই নদীপারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং সন্তরণপূর্ব্বক সেই শোণিতমধ্যে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন[৫] হওয়াতে বর্ম্ম, অস্ত্র ও বস্ত্রের সহিত রুধিরাক্ত হইয়া সেই শোণিতে স্নান ও সেই শোণিত পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম্ম, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রায় সমুদয়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। রুধিরের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমনশব্দে সৈন্যগণের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর-সকল সেই নিহত-প্রায় সৈন্যগণের প্রতি বারংবার ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া চর্ম্ম, কবচ ও আয়ুধবিহীন হইয়া সিংহার্দ্দিত হস্তিযূথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।"

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ণ-ভীম মহাসমর—কর্ণ-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া প্রযত্নসহকারে চীৎকারপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না। অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল কর্ণও কৌরবগণকে দুর্য্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে আমাকে ভীমের রথ-সন্নিধানে উপনীত কর।' তখন মদ্ররাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসধবল অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অবিলম্বে বৃকোদরের সমক্ষে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে সংহার করিবার অভিলাষে সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে বীরদ্বয়! তোমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দুরাত্মা সূতপুত্র দুর্য্যোধনের প্রীতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে উঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই উনি তৎকালে সেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আজ আমাকে এককালে এই দুঃখের শেষ করিতে হইবে। অদ্য হয় আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয় সেই আমাকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরগণ! আজ আমি ধর্ম্মরাজকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমরা অনলস হইয়া সতত সাবধানে ইঁহাকে রক্ষা করিও।' মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া সিংহনাদ-শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মদ্ররাজ ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! ঐ দেখ, ভীমসেন ক্রোধভরে তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইনি অদ্য নিঃসন্দেহ তোমার উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে ইঁহার রূপ যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। মহাবীর অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও ইঁহার ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ মহাবীর রোষাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।'

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে এইরূপে কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তথায় আগমন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্র সমরলোলুপ ভীমকে সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! তুমি আমার সমক্ষে ভীমসেনের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা কহিলে, সমুদয়ই সত্য। ভীম মহাবল-পরাক্রান্ত, ক্রোধনস্বভাব ও দেহরক্ষায় একান্ত নিরপেক্ষ। ঐ মহাবীর বিরাট-নগরে অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীর

১—৪। পরস্পর স্ব স্ব কেশে-কেশে, দন্তে-দন্তে, মুষ্টিতে-মুষ্টিতে, নখে-নখে। ৫। উত্তোলিতবদন।

হিতাভিলাষপরবশ হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কীচককে স্বগণ-সমভিব্যাহারে সংহার করিয়াছিল। অদ্য সে উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। হে শল্য! হয় অর্জ্জুন আমাকে সংহার করিবে, না হয় আমিই তাহাকে বিনাশ করিব। ইহা আমার চির-প্রার্থনীয়। অদ্য কি ভীমের সহিত সমাগমলাভে আমার সেই মনোরথ সফল হইবে? ভীম নিহত বা বিরথ হইলে যদি ধনঞ্জয় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তাহা হইলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শীঘ্র অবধারণ কর।'

মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি এক্ষণে ভীম-পরাক্রম ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে ভীমকে পরাজিত করিলে পশ্চাৎ অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি চিরকাল যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, অদ্য তাহা পূর্ণ হইবে।' তখন সূতপুত্র পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! অদ্য হয় আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, না হয় অর্জ্জুন আমাকে বিনাশ করিবে। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান[১]পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর।'

হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যে স্থানে ভীমসেন কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন। এইরূপে ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রামস্থলে তূর্য্য[২]নিনাদ ও ভেরী[৩]শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া সুনিশিত নারাচনিকরে নিতান্ত দুরাসদ কৌরব-সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম নিতান্ত ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্ত-মধ্যে সূতপুত্রের সম্মুখীন হইলেন; সূতপুত্রও তাঁহাকে সমাগত নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত সায়কে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সুনিশিত নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতপুত্র শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর বৃকোদরও সত্বর অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত শরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া রোদসী[১] বিকম্পিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল কর্ণ অরণ্যমধ্যে মদোৎকট[২] গর্ব্বিত কুঞ্জরকে যেমন উল্কা দ্বারা আহত করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি নারাচে ভীমসেনকে সমাহত করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের নারাচে ভিন্নকলেবর হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সূতপুত্রের সংহার-বাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি এক পর্ব্বতবিদারণক্ষম ভারসাধন[৩] সায়ক সন্ধানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অশনিনিস্বন ভীষণ বাণ সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহারথ সূতপুত্র সেই ভীম-নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে[৪] নিষণ্ণ[৫] হইলেন[৬]। মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।"

—

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীমকরে বিবিৎসুপ্রমুখ ধৃতরাষ্ট্রতনয় বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বারংবার আমাকে কহিয়াছিল যে, কর্ণ একাকী সংগ্রামে সমুদয় সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে। এক্ষণে সে বৃকোদর কর্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অবলোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দুর্য্যোধন সূতনন্দনকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহোদরদিগকে কহিলেন,

১। চিত্তের একান্ত অভিনিবেশ। ২। ঢাক। ৩। জয়ঢাক।

১। অন্তরীক্ষ। ২। মদমত্ত। ৩। অত্যন্ত ভারী। ৪—৬। রথমধ্যে বসিয়া পড়িলেন।

'হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া অগাধ' ব্যসনার্ণবে* নিমগ্ন রাধেয়কে রক্ষা কর।' আপনার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া, পতঙ্গগণ যেমন পাবকের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ বৃকোদরের বিনাশবাসনায় সরোষনয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত, চাপ-তূণীর-কবচধারী, শ্রুতবান্*, দুর্দ্ধর্ষ ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নন্দ, উপনন্দ, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, ধনুর্গ্রাহ, দুর্ম্মদ, জলসন্ধ, শল্য ও সহ—ইঁহারা অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন আপনার পুত্রগণ কর্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়া সত্বর তাঁহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া ভল্ল দ্বারা বিবিৎসুর কুণ্ডলমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ-সংবলিত পূর্ণচন্দ্র-সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ মহাবীর বিবিৎসুকে নিহত দেখিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অরাতিনিপাতন বৃকোদর অন্য দুই ভল্ল দ্বারা বিকট ও সম নামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। সেই দেবপুত্র সদৃশ বীরদ্বয় বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সত্বর সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ক্রাথকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর পুনরায় নন্দ ও উপনন্দকে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে কালান্তক যমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

পুনঃ কর্ণ-ভীম সমর

হে মহারাজ! ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ আপনার পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথচালন করিতে আদেশ করিলেন। মদ্ররাজ কর্ণের আদেশানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মহাবেগে ধাবমান হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথসমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! আমি তৎকালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সংগ্রামে সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, অদ্য এই বীরদ্বয়ের কিরূপ সংগ্রাম হইবে। অনন্তর সমরনিপুণ ভীমসেন আপনার পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; পরমাস্ত্রজ্ঞ কর্ণও কোপাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব নয় ভল্ল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন! ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শরে তাড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ সাত বাণে তাঁহাকে সমাহত করিলেন, কর্ণও ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শরবর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল বৃকোদর কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ রাধেয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ ভীমের শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসন দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও বৃকোদরের প্রতি শিলা-নিশিত দশ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক নিশিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের নিধনবাসনায় এক হেমপট্ট-বিভূষিত, দ্বিতীয় যমদণ্ড-সদৃশ ঘোরতর পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সূতনন্দনও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিষোপম শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শব্দায়মান সমাগত পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুনিসূদন কর্ণকে বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

ভীমের ভীষণ প্রহারে কৌরব পলায়ন

হে মহারাজ! অনন্তর পরস্পর বধেচ্ছু সিংহদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ বৃকোদর কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম বিশিখ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে, উহা সূতপুত্রের বর্ম্ম

১—২। গভীর বিপদসাগরে। ৩। ধনুর্ব্বেদবিৎ।

ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ ভীমের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একান্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি নারাচে বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও ভল্ল দ্বারা সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অবলীলাক্রমে তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বৃকোদর গদা গ্রহণপূর্ব্বক সেই ভগ্ন স্যন্দন হইতে মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ গদা-প্রহারে কৌরবসেনাগণকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং ঈষাদন্ত[1] সপ্তশত মাতঙ্গগণকে সহসা বিদ্রাবিত করিয়া তাহাদের দন্তবেষ্টন, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ড ও মর্ম্মে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারা ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে ভীত হইয়া প্রথমতঃ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; কিন্তু মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক মেঘমণ্ডল যেমন দিবাকরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা অচল সংচূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদাঘাতে সেই সপ্তশত মাতঙ্গ নিহত করিলেন; তৎপরে পুনর্ব্বার শকুনির মহাবল-পরাক্রান্ত দ্বিপঞ্চাশৎ হস্তী বিপ্রোথিত করিয়া কৌরবপক্ষীয় এক শত রথ ও শত শত পদাতিকে সংহারপূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ এইরূপে মহাত্মা ভীমসেনের প্রভাবে ও সূর্য্যের প্রতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত ও অনলার্পিত[2] চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন অন্যান্য চর্ম্মবর্ম্মধারী পঞ্চশত রথী শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন; মহাবীর বৃকোদর অসুরবিনাশন বিষ্ণুর ন্যায় গদাঘাতে সেই ধ্বজপতাকায়ুধ-সম্বলিত বীরগণকে বিপ্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত ত্রিসহস্র অশ্বারোহী শকুনির আদেশানুসারে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণপূর্ব্বক বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইল; অরাতিনিপাতন ভীমসেনও মহাবেগে তাহাদের অভিমুখীন হইয়া বিবিধমার্গে বিচরণপূর্ব্বক গদাপ্রহারে তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিলেন। তখন প্রস্তরনিপীড়িত গজযূথের ন্যায় তাহাদিগের সুমহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কোপাবিষ্ট পাণ্ডব এইরূপে সুবলপুত্রের ত্রিসহস্র অশ্বারোহী বিনষ্ট করিয়া অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

পলায়মান যুধিষ্ঠিরের ভীমসাহায্য—সঙ্কুলযুদ্ধ

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ অরাতিঘাতন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির কর্ণের রথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন; সূতপুত্রও ধর্ম্মরাজের প্রতি অবক্র শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক শরনিকরে রোদসী সমাবৃত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পবননন্দন ভীমসেন কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে সূতপুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; শত্রুকর্ষণ কর্ণও তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাণিত শরজালে ভীমসেনকে সমাবৃত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ভীমের পার্ষ্ণিগ্রহণ নিমিত্ত তাঁহার রথসমীপস্থ কর্ণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কর্ণ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ভীষণ শরনিকর সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর আকাশমণ্ডল-মধ্যগত হইলেও, তাঁহার প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপকে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত দেখিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবৃষ্টি-সমুদ্ধত সাগরের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিতচিত্তে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মধ্যাহ্নসময় উভয় পক্ষে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর

১। লাঙ্গলতুল্য দীর্ঘদন্ত। ২। অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত।

বা শ্রবণগোচর হয় নাই। বেগবান্ জলরাশি যেমন সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কৌরবসেনাগণ পাণ্ডবসেনাগণের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সেনানদীদ্বয় একত্র সমবেত হইলে তাহাদের পরস্পর-নিক্ষিপ্ত শরজালের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর যশোলোলুপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক অবিশ্রান্ত বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির পিতৃগত, মাতৃগত, কর্ম্মগত বা স্বভাবগত যে কিছু দোষ ছিল, প্রতিপক্ষেরা তাহাকে তৎসমুদয় শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আমি ঐ সময়ে সমরাঙ্গনে বীরগণকে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে হতজীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম এবং সেই অমিততেজাঃ ক্রোধান্বিত বীরগণের শরীর সন্দর্শনপূর্ব্বক ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম—না জানি, আজ কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে। অনন্তর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবগণ নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।'

— —

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—কৌরব পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন সেই পরস্পর-জয়াভিলাষী কৃতবৈর[1] ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পরস্পর-বিক্ষিপ্ত গদা, পরিঘ, কুণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্রসকল পতঙ্গকুলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথিগণ রথীদিগকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিদিগকে, রথিগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং দ্রুতগামী কুঞ্জরগণ হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয়কে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ চীৎকার করিয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সংগ্রামস্থল পশুবিনাশস্থলের[2] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

১। শত্রুভাবাপন্ন। ২। পশুগণের বধ্যভূমি।

তৎকালে চতুর্দ্দিক্ রুধিরাক্ত হইলে বসুন্ধরা কুসুম্ভরাগরঞ্জিত[1] বসনধারিণী যুবতী কামিনীর ন্যায় শোভাধারণ করিল। তখন উহা সুবর্ণময় বা বর্ষাকালীন ইন্দ্রগোপ[2]সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীরগণের মস্তক, বাহু, উরু, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং দেহ-সমুদয় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ পরস্পর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া ধাতুধারাস্রাবী গৈরিক-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ তোমর-সমুদয়ের উপর শুণ্ড নিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমর-সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী নারাচাস্ত্রে ছিন্নবর্ম্ম হইয়া, হিমাগমে মেঘনির্ম্মুক্ত মহীধরের ন্যায় এবং সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে চিত্রিত হইয়া উল্কাপ্রদীপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া পক্ষযুক্ত অচলের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, কোন কোনটা শল্য দ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা দন্ত ও কুম্ভ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে লাগিল। সুবর্ণভূষণবিভূষিত অশ্বগণও শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অবসন্ন, ম্লান ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কতকগুলি অশ্বতর শর ও তোমরের আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নানাপ্রকার রঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল। মানবগণ ভূতলে নিপতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান অরাতিগণকে অবলোকন করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিখ্যাত নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সুবর্ণভূষণালঙ্কৃত ছিন্নবাহু-সমুদয় কখন উদ্ভ্রান্ত, কখন বিচেষ্টিত, কখন পতিত, কখন উত্থিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পঞ্চমুখ পন্নগের ন্যায় বেগে বিলুণ্ঠিত হইল। সেই চন্দনদিগ্ধ ভুজঙ্গাকার ভুজ-সমুদয় রুধিরাক্ত হওয়াতে সুবর্ণধ্বজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে চারি দিকে সেই ঘোরতর সঙ্কুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ পরস্পর পরিজ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমুত্থিত

১। কুসুম ফুলের রঙে ছোপান। ২। একপ্রকার কীট।

ধূলিপটল ও শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে কাহারও আর আত্মপর বিবেচনা রহিল না। সেই ঘোরতর ভীষণ সংগ্রামসময়ে বারংবার সুদীর্ঘ শোণিতনদী-সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তক সকল উহাদের পাষাণ, কেশকলাপ শৈবাল[১] ও শাদ্বল[২], অস্থি মীন, শর শরাসন ও গদা-সকল ভেলা এবং মাংস উহার পঙ্ক[৩]স্বরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীরুজনবিত্রাসক[৪] ও শূরজনহর্ষবর্দ্ধন[৫] ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় ক্রব্যাদগণ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থল যমালয়ের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ[৬] সমুত্থিত হইল। ভূতগণ মাংস, শোণিত ও বসা-পানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক, গৃধ্র ও বকসমুদয় মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংসভক্ষণে মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। শূরগণ সেই ভীষণ সময়েও যোদ্ধার সমুচিত ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দুষ্পরিহার্য্য ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তিসমাকুল ক্রব্যাদগণ-সঙ্কীর্ণ সমরাঙ্গনে স্বীয় স্বীয় পৌরুষপ্রকাশ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য যোধ[৭] চতুর্দ্দিক হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্রনাম ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি, তোমর ও পট্টিশ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৌরবসেনা-সকল সমুদ্রস্থ ভগ্ন তরীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অর্জ্জুনযুদ্ধে কৌরবপক্ষের বহু লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! সেই ক্ষত্রিয়-গণক্ষয়কারক ভীষণ যুদ্ধসময়ে যে স্থানে মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তক, কোশল ও নারায়ণী সেনা-সমুদয়কে বিনাশ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশপ্তকগণ রোষাবিষ্ট ও জয়াভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় অনায়াসে সেই শরধারা নিবারণ-পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপাতিত করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলানিশিত কঙ্কপত্রভূষিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিয়া উত্তম আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। তখন মহারথ সুশর্ম্মা ও সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দ্দনের দক্ষিণ ভুজে তিন বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত বানরবর সুশর্ম্মার শরে আহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাগর্জ্জন করিতে লাগিল। আপনার সৈন্যগণ সেই বানরের ভীষণ রব শ্রবণে ভয়বিহ্বলিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিবিধ পুষ্প-সমাকীর্ণ চৈত্ররথ-বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, জলদাবলী যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিয়া তাঁহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা রোষাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনঞ্জয়ের অশ্ব, রথচক্র, রথেষা ও রথ আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ঐ সময় অনেকে কেশবের ভুজদ্বয় এবং কেহ কেহ মহা আহ্লাদে রথস্থিত অর্জ্জুনকে ধারণ করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ মহাবেগে বাহু বিকম্পিত করিয়া, দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপকদিগকে অধঃপাতিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক আপনাকে পরিবৃত, রথ নিগৃহীত ও কেশবকে উপদ্রুত অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহার রথে সমারূঢ় বহুসংখ্যক পদাতিকে অধঃপাতিত ও সমীপবর্ত্তী যোধগণকে আসন্ন যুদ্ধোপযোগী শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া কৃষ্ণকে

১। শেওলা। ২। ঘাস। ৩। কর্দ্দম। ৪। ভীতজনের ভয়-কারক। ৫। বীরগণের আনন্দবর্দ্ধক। ৬। মস্তকহীনদেহ—দেহ মস্তকহীন হইলেও তাহারা হাত তুলিয়া যুদ্ধ করিত। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের কবন্ধকথা—"কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা" 'কবন্ধগণ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিত।' কবন্ধ সম্বন্ধে রামায়ণে উল্লিখিত আছে—যুদ্ধক্ষেত্রে এক অজুত গজ, দশ অজুত অশ্ব, ১ শত ৫০ খানা রথ এবং দশ কোটি পদাতি সৈন্য বিনষ্ট হইলে একটি কবন্ধ উত্থিত হয়; "নাগা-ন্যমযুতং তুরঙ্গনিযুতং সার্দ্ধং রথানাং শতং পত্তীনাং দশকোটয়ো নিপতিতা একঃ কবন্ধো রণে।" ৭। যোদ্ধা।

কহিলেন, 'হে যদুপুঙ্গব। ঐ দেখ, দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত অসংখ্য সংশপ্তক বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে আমা ভিন্ন এরূপ ঘোরতর রথবন্ধ[1] সহ্য করা আর কাহারও সাধ্য নহে।'

হে মহারাজ। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন; মহাত্মা কেশব রোদসী পরিপূরিত করিয়া পাঞ্চজন্য নিস্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই শঙ্খধ্বনি-শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বারংবার নাগাস্ত্র[2] নিক্ষেপপূর্ব্বক সংশপ্তকগণের গতিরোধ করিলেন; তাহারাও অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন পূর্ব্বে তারকাসুরবিনাশসময়ে পুরন্দর যেমন দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়ের নাগাস্ত্র-প্রভাবে নিশ্চেষ্ট হওয়াতে কিছুই করিতে পারিল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অনায়াসে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি ঐ সময় যাহাদিগের উদ্দেশে নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সর্প-সমুদয়ে পরিবেষ্টিত হইল।

অনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা সেই সৈন্যসমুদয়কে নিগৃহীত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গারুড়াস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে অসংখ্য সুপর্ণ সমুৎপন্ন হইয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হতাবশিষ্ট সর্প সমুদয় গরুড়-দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সৈন্যগণ মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় সেই নাগাস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথোপরি বিবিধ অস্ত্র-নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই মহাস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া যোধগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ এক আনতপর্ব্ব শরে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ 'অর্জ্জুন নিহত হইয়াছে' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও ভেরী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদিত্রের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া সত্বর ঐন্দ্র অস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে সহস্র সহস্র শর সমুৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার সহস্র সহস্র অশ্ব ও অন্যান্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সংশপ্তক ও গোপালগণ নিতান্ত ভীত হইয়া কেহই ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন শূরগণ-সমক্ষেই সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরগণ অস্পন্দ[1] হইয়া তাহাদিগের মৃত্যু অবলোকন করিতে লাগিলেন হে মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডুতনয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র কুঞ্জরকে নিহত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ 'হয় প্রাণত্যাগ, না হয় শাশ্বত[2] জয়লাভ করিব' এই স্থির করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুনের সহিত তাহাদের পুনরায় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।"

—

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ—কৃপকরে সুকেতু সংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলূক, সৌবল ও ভ্রাতৃগণ-পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রমধ্যস্থ ভগ্ন-নৌকার ন্যায় স্বপক্ষীয় সেনাগণকে পাণ্ডব-ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে ভীরুজনের ভয়জনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কৃপনির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভ-সমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোষাবিষ্টচিত্তে সত্বর কৃপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার

১। বহু শর দ্বারা রথবেষ্টন—রথের গতিরোধ। ২। নাগপাশ।

১। নিশ্চল। ২। অস্খলিত।

চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; মহাস্ত্রবিৎ কৃপাচার্য্যও সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া সরোষনয়নে শিখণ্ডীকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী রোষপরবশ হইয়া অজিহ্মগামী[১] সাত বাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃপ শিখণ্ডীর শরে বিদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ শিখণ্ডী সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ[২]পূর্ব্বক খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া সত্বর কৃপাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন, কৃপাচার্য্যও নতপর্ব্ব শরনিকরে সহসা সমাগত শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তত্রত্য জনগণকে চমৎকৃত করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আমরা শিখণ্ডীকে নিশ্চেষ্ট হইয়া সমরে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উহা শিলাপ্লাবনের[৩] ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীকে কৃপের শরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অবিলম্বে গৌতমনন্দনের[৪] প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পুত্র ও সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ত্বরান্বিত মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ করিয়া আক্রমণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেন এবং করূষ, কৈকেয় ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার প্রতি সত্বর শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী বারংবার তলবারণ বিঘূর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অনতিবিলম্বে শরনিকর দ্বারা দ্রুপদ-পুত্রের শতচন্দ্রযুক্ত চর্ম্মচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর শিখণ্ডী এইরূপে চর্ম্মবিহীন হইয়া করে তরবারি ধারণপূর্ব্বক মৃত্যুর বশীভূত আতুরের[৫] ন্যায় কৃপের বশীভূত হইলেন।

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত চিত্রকেতুসুত সুকেতু শিখণ্ডীকে কৃপের শরে পরিবৃত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া সত্বর বিবিধ শরনিকরে কৃপাচার্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার রথাভিমুখে আগমন করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী দ্বিজবর কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর সুকেতু প্রথমতঃ নয়, তৎপরে সপ্ত ও পুনরায় তিন বাণে কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদনপূর্ব্বক এক বাণে সারথির মর্ম্মভেদ করিলেন। কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিংশৎ শরে সুকেতুর সমুদয় মর্ম্ম আহত করিলেন। মহাবীর সুকেতু কৃপাচার্য্যের শরাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিকম্পকালীন পাদপের ন্যায় রথোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য সেই অবসরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও শিরস্ত্রাণসম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া শ্যেনাহৃত আমিষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে সুকেতুর কলেবরও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সুকেতু নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ কৃপকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে মহারথ কৃতবর্ম্মা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে 'থাক থাক' বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমিষের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শ্যেনপক্ষিদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, বৃষ্ণিপ্রবর কৃতবর্ম্মা ও পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া হার্দ্দিক্যকে নিপীড়িত করিয়া নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন; মহাবল কৃতবর্ম্মাও দ্রুপদতনয়ের শরে নিপীড়িত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার শরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদজালে সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে কনকভূষিত বিশিখজালে সেই বাণ-সকল দূরীকৃত করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সমরনিপুণ হার্দ্দিক্যও বহু সহস্র শরে সহসা সমাগত দুরাসদ[১]

১। অকুটিলগতি—সরলগামী। ২। অবতরণ। ৩। জলে পাথর ভাসার মত। ৪। কৃপাচার্য্যের। ৫। কাতর ব্যক্তির।

১। দুর্নিবার।

শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরজাল নিবারিত দেখিয়া কৃতবর্ম্মাকে নিবারণপূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই-রূপে মহাবল-পরাক্রান্ত অরাতিকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কৌরবগণও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।"

—

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে পাণ্ডব পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরনিকর বর্ষণ ও বিবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্য মন্ত্রপূত অস্ত্রজালে পরিবৃত করিয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আর কোন বস্তুই অনুভূত হইল না; সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইল। স্বর্ণজালজড়িত শরনিকর গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরনিকরে পরিবৃত হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। তখন অন্তরীক্ষচারী কোন প্রাণী আর উড্ডীন হইতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। ঐ সময় সমরলালস[১] শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সৈনিকগণ দ্রোণপুত্রের হস্তলাঘবসন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কোনক্রমেই পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না; মহারথ ভূপালগণও সেই প্রখর দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্রোণাত্মজকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীর তনয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে স্বীয় সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সপ্তবিংশতি শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণখচিত সাত নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্ম্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, সুতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র তাঁহাদের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীর্ত্তিকে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতকর্ম্মাকে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্মপুত্রকে পাঁচ ও অন্যান্য বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়নপূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। অনন্তর শ্রুতকীর্ত্তি অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে প্রথমতঃ তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় শরবর্ষণপূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে ধর্ম্মরাজের কার্ম্মুক ছেদন-পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সপ্ততি শরে অশ্বত্থামার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক ঘোর-তর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ সত্বর শক্তি দ্বারা সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বেই অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকির অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন যুধিষ্ঠির-প্রমুখ বীরগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাত্মজের উপর মহাবেগে অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; মহাবীর অশ্বত্থামাও সেই মহাবেগে সমাগত শর-সমুদয় হাস্যমুখে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে হুতাশন যেমন তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনি শরানলে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিমি যেমন নদীমুখ[১] ক্ষুভিত[২] করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডব-সৈন্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য সকলেই

১। যুদ্ধে একান্ত আগ্রহান্বিত।

১—২। বৃহৎ দেহ দ্বারা নদীর মোহানা উদ্ধূলিত।

দ্রোণপুত্রের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিল।

অশ্বত্থামার প্রতি যুধিষ্ঠিরের কৃত্রিম বীরদর্প

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাত্মজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—'হে গুরুপুত্র! আজ তুমি যখন আমাকে সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই। দেখ - তপোনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের কার্য্য, আর ধনুর্দ্ধারণ করা ক্ষত্রিয়েরই কর্ত্তব্য; অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিতেছ, তখন তুমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণাধম! অদ্য আমি তোমার সমক্ষেই কৌরবদিগকে পরাজিত করিব, তুমি এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।'

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজের বাক্য-শ্রবণে হাস্যমুখে প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবনপূর্ব্বক কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া, প্রজাসংহারে প্রবৃত্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ দ্রোণপুত্রনির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সেই বহুল[১] বল[২] পরিত্যাগ[৩]পূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে কৌরব-সৈন্য-সংহারার্থ প্রস্থান করিলেন। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।"

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনসহ নকুল-সহদেব যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ, চেদি ও কেকয়পরিবৃত ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকরে নিবারণ করিলেন। তৎপরে তিনি মহাবীর ভীমের সমক্ষেই চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৃণদহনপ্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া কৌরব-সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন; মহাবীর সূতপুত্রও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সেই অনলসঙ্কাশ তিন মহারথ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে তাঁহার চারিটি অশ্বকে নিপীড়িত করিলেন এবং খরধার ক্ষুর দ্বারা সহদেবের কাঞ্চনধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সাত ও সহদেব পাঁচ শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন; রাজা দুর্য্যোধনও পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া দুই ভল্লে শরাসন ও শর ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার-তুল্য মহাবীর নকুল ও সহদেব অবিলম্বে ইন্দ্রচাপ-সদৃশ অন্য দুই কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক মহামেঘ যেমন পর্ব্বতের উপর বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত ও শরনিকর অনবরত নিপতিত হইতেছে, ইহাই নিরীক্ষিত হইতে লাগি। তিনি দিবাকরের করজালের ন্যায় শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রণস্থল শরময় ও নভস্তল শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলে নকুল ও সহদেবের রূপ কালান্তক যমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া যমজ নকুল ও সহদেবকে যমরাজের সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ—দুর্য্যোধন-পরাজয়

তখন পাণ্ডবসেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রমপূর্ব্বক দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রোধনস্বভাব দুর্য্যোধনও

১—৩। বহু নিজ সৈন্যরক্ষায় উপেক্ষা।

ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমতঃ পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞ্চষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সশর শরাসন ও হস্তাবাপ[১] ছেদনপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রোষ-কষায়িত-লোচন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ববীর্য্যপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভারসহনক্ষম অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের সংহারবাসনায় নিশ্বসন্ত পন্নগের[২] ন্যায় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলানিশিত নারাচনিকর পরিত্যক্ত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের সুবর্ণ-খচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নিক্ষিপ্ত নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্ম ও জর্জ্জরীকৃত-কলেবর হইয়া, বসন্তকালে কুসুমসমূহ-সুশোভিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক সত্বর দশ সায়কে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত[৩] নারাচনিকর দ্রুপদতনয়ের আননে সংলগ্ন হইয়া প্রফুল্ল কমলমধ্যস্থ মধুলোলুপ ভ্রমরপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর অন্য এক ধনু ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং পাঁচ ভল্লে দুর্য্যোধনের অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিয়া এক ভল্লে শরাসন ছেদনপূর্ব্বক দশ ভল্লে তাঁহার সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্থিবগণ দুর্য্যোধনের হেমাঙ্গদ[৪]-সমলঙ্কৃত বিচিত্র মণিময় নাগধ্বজ খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় কুরুরাজের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগি-লেন। ইত্যবসরে রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্ন-সমক্ষে অসম্ভ্রান্ত মনে দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধ—কর্ণকরে জিষ্ণুপ্রমুখ মহারথ বধ

এ দিকে মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধনের হিতার্থে দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন; সাত্যকিও কুঞ্জর যেমন প্রতিপক্ষ কুঞ্জরের জঘনদেশে দশনাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

অনন্তর মহারথ কর্ণ সত্বর পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে উভয় পক্ষের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালগণ বিহঙ্গেরা[১] যেরূপ আবাসবৃক্ষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কর্ণকে পরাজয় করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল; মহাবীর কর্ণও রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্র, রোচমান ও সিংহসেন—এই কয়টি পাঞ্চাল-দেশীয় প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদয় বীরেরা রথ-সমূহ দ্বারা মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। সূতপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সেই আট জন মহাবীরকে সুনিশিত আট শরে আহত করিয়া সমর-বিশারদ অন্যান্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্ম্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, চিত্র, হরি, সিংহকেতু, রোচমান ও শলভ এবং চেদিদেশীয় বহুসংখ্যক মহারথকে বিনাশ করিলেন। ঐ বীর-গণের বধসাধনসময়ে কর্ণের কলেবর রুধিরলিপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় করিনিকর কর্ণশরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া রণস্থল একান্ত আকুলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার পূর্ব্বক বজ্রবিদলিত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অশ্ব, ও মনুষ্যের দেহে সূতপুত্রের গমনপথ সমাকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ তৎকালে যেরূপ কার্য্য করিলেন, আপনার পক্ষীয় ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কোন যোদ্ধাই রণস্থলে সেরূপ অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐ মহাবীর অসংখ্য

১। দস্তানা। ২। ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস-ত্যাগকারী সর্পের। ৩। কর্ম্মকার দ্বারা শাণিত। ৪। স্বর্ণালঙ্কার।

১। পক্ষীরা।

হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করিলেন এবং সিংহ যেমন মৃগযূথমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ তিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে সঞ্চরণ করিয়া তাহাদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহারথ সিংহের মুখকুহরে[১] প্রবিষ্ট মৃগগণের ন্যায় সূতপুত্রের সমক্ষে সমাগত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যগণ যেমন অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয়গণ কর্ণের রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে চেদি, কৈকয় ও পাঞ্চালগণমধ্যে অনেকেই কর্ণের শরে সমাহত হইয়া স্ব-স্ব নামোল্লেখপূর্ব্বক নিহত হইল। তৎকালে মহাবীর কর্ণের পরাক্রমদর্শনে আমার বোধ হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণমধ্যে কোন বীরই জীবিতাবস্থায় কর্ণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

সঙ্কুলযুদ্ধ—কর্ণ কর্ত্তৃক পাণ্ডবসৈন্য নিপীড়ন

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণশরে পাঞ্চালগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রকগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য বীর অগ্রসর হইয়া কর্ণকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র গরুড় যেমন পন্নগগণকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ একাকী সেই সমস্ত চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় তাহাদিগের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দিবাকর যেমন অন্ধকার নিরাস করেন, মহাবীর সূতপুত্র একাকীই অনাকুলিত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরনিকরবর্ষী[২] বীরদিগকে পরাভূত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে যমদণ্ডসদৃশ শরজাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে কৌরব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী বাহ্লীক, কৈকয়, মৎস্য, বাসাত্য, মদ্র ও সৈন্ধবদিগের সহিত ঘোরতর সমরানল প্রজ্বালিত করিয়া অলৌকিক শোভাধারণ করিলেন। করিনিকর তাঁহার নারাচে মর্ম্মদেশে সাতিশয় তাড়িত হইয়া মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া আরোহীর সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহিবিহীন অশ্ব-সমুদয় ও পদাতিগণ ভীমশরে নির্ভিন্নকলেবর হইয়া অনবরত রুধিরবমনপূর্ব্বক সমরশয্যায় শয়ন করিল। অসংখ্য রথী ভীমভয়ে নিতান্ত ভীত ও পতিতায়ুধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রণস্থল অশ্বারোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব, গজ ও ভীমের সায়ক-সমুদয়ে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীমভয়ে ভীত, প্রভাহীন, উৎসাহশূন্য ও দীনভাবাপন্ন হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া শরৎকালীন নিশ্চেষ্ট মহাসাগরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ও ভীমসেন কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর অদ্ভুত সংগ্রামসময়ে মহাবীর অর্জ্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তককে নিহত করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! এক্ষণে এই বলসমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংশপ্তকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সিংহশব্দার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় অনুগামীদিগের সহিত পলায়ন করিতেছে। এ দিকে সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ কর্ণ-শরে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ কর্ণের হস্তিকক্ষা ধ্বজ সৈন্যমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর মহাহ্লাদে যুধিষ্ঠিরের বলমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অন্য কোন মহারথই উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমিও সূতপুত্রের বল ও পরাক্রম অবগত আছ; অতএব আমার মতে অন্যান্য বীরগণকে পরিত্যাগ করিয়া সূতপুত্র যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য। অথবা তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই অনুষ্ঠান কর।'

কৃষ্ণবাক্যে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বহু শত্রুসৈন্য বধ

মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে পাণ্ডব! অবিলম্বে কৌরবগণকে বিনাশ কর।' হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ সুবর্ণভূষণালঙ্কৃত অশ্বগণ কেশব কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ

১। বদনবিবরে। ২। বহু শরবর্ষণকারী।

করিল। তাহাদের প্রবেশকালে আপনার সৈন্যগণ চারিদিকে ধাবমান হইল। ধনঞ্জয়ের সেই কম্পিত-পতাকা-বিরাজিত[1] মেঘ-গম্ভীরগর্জ্জন বানরধ্বজ মহারথও বিমান যেমন স্বর্গে গমন করে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব-সৈন্যমধ্যে গমন করিল। এইরূপে সেই সমরনিপুণ রোষারুণনেত্র মহাবীর কেশব ও অর্জ্জুন তলশব্দে সংক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ক্রোধান্বিত-চিত্তে সেই বিপুল সৈন্য বিদারণপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক সমাহূত যজ্ঞস্থলে সমাগত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন রথ ও অশ্বসমুদয়কে মর্দ্দিত করিয়া পাশধারী অন্তকের ন্যায় বাহিনীমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়কে বিক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিয়া পুনরায় সংশপ্তকগণকে অভিমুখীন হইতে আদেশ করিলেন। বীরগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্ব ও দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধকোবিদ[2] পদাতি-সমভি-ব্যাহারে একেবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় উগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা-দিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার মূর্ত্তি সকলেরই প্রেক্ষণীয়[3] হইয়া উঠিল। তাঁহার সৌদামিনী-সমপ্রভ সুবর্ণভূষিত অনবরত-নিক্ষিপ্ত শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুনন্দন চতুর্দ্দিকে সরলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমুদয় প্রদেশ সর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার তলশব্দে সমুদ্র, পর্ব্বত, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ পাণ্ডুনন্দন দশ সহস্র নরপালকে নিপাতিত করিয়া সত্বর সংশপ্তক-সৈন্যের প্রপক্ষে গমন করিলেন। সংশপ্তকদিগের প্রপক্ষ কাম্বোজগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তথায় সমুপস্থিত হইয়া, পুরন্দর যেমন দানবদিগকে বিদলিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সৈন্য-গণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্ল দ্বারা আততায়ী অরাতিগণের শস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন

১। পতাকা-শোভিত। ২। রণপণ্ডিত। ৩। দ্রষ্টব্য।

করিয়া ফেলিলেন। তাহারা অর্জ্জুনশরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিহীন ও আয়ুধশূন্য হইয়া বহু শাখা-সঙ্কুল বাতাহত বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তীনন্দন দুই অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার পরিঘাকার ভুজদ্বয় ও ক্ষুর দ্বারা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মস্তক ছেদন করিলেন। কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণানুজ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া শোণিতার্দ্র-কলেবরে বজ্রবিদারিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, কাঞ্চন-স্তম্ভের ন্যায়, ভগ্ন সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় বাহন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে যোধ-গণের নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিতে লাগিল। অর্জ্জুনের এক এক বাণে কাম্বোজ, যবন ও শকদেশসমুদ্ভূত অনেকানেক অশ্ব নিহত হইয়া রুধিরাক্তকলেবর হওয়াতে সমুদয়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় অশ্বসারথিবিহীন রথী আরোহিশূন্য অশ্ব, মহামাত্রহীন হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাত্রগণ পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে ঘোরতর জনক্ষয়কর হইয়া উঠিল।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ বিনষ্ট[1] করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা সুবর্ণভূষিত কোদণ্ড বিধূনিত করিয়া সূর্য্যের করজালসদৃশ ঘোরতর শরজাল গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মুখ-ব্যাদান[2]পূর্ব্বক[3] দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সত্বর অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ সেই মহাবীরের অনবরত নিক্ষিপ্ত উগ্রতর শরনিকরে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা হৃষীকেশকে রথোপরি অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রথস্থিত কেশব ও ধনঞ্জয় উভয়েই সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ঐ সময় প্রবলপ্রতাপ দ্রোণতনয় তীক্ষ্ণ শরনিকরে জগতের রক্ষক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ জগতের হিত চিন্তা করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! সেই যুদ্ধে অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া

১। বিধ্বস্ত। ২—৩। মুখ হাঁ করিয়া।

যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কখনই সেরূপ পরাক্রম আমার নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সময় সিংহগর্জ্জনের ন্যায় দ্রোণপুত্রের অরাতি-বিত্রাসক[১] কার্ম্মুকশব্দ বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার শরাসনজ্যা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাদৃশ দৃঢ়হস্ত ও ক্ষিপ্রকারী হইয়াও তৎকালে অশ্বত্থামাকে অবলোকনপূর্ব্বক নিতান্ত মুগ্ধের ন্যায় আপনার পরাক্রম নিহত[২] বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার মুখমণ্ডল ও কলেবর অতি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

অর্জ্জুন-যুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয়

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও আচার্য্যপুত্রের এইরূপ ভীষণ সংগ্রামে অশ্বত্থামা অধিকবল ও ধনঞ্জয় ন্যূনবল হইলে মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রোষকষায়িত-লোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন বারংবার অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রণয়বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! আজ দ্রোণপুত্র তোমাকে অতিক্রম করাতে আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আজ কি তোমার বলবীর্য্য অবসন্ন হইয়াছে? তোমার হস্তে বা রথে কি গাণ্ডীব-শরাসন বিদ্যমান নাই? তোমার মুষ্টি ও বাহুদ্বয়ে কি কোন আঘাত হইয়াছে? আজ কি নিমিত্ত দ্রোণতনয়কে উদ্দৃপ্ত[৩] দেখিতেছি? হে ধনঞ্জয়! গুরু-পুত্র-বোধে উহাকে উপেক্ষা করিও না। ইহা উপেক্ষার সময় নহে।'

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর দ্রোণ-তনয়ের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি, গদা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বর তাঁহার জত্রুদেশে দৃঢ়রূপে বৎদন্ত শরনিকর প্রহার করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ অবলোকন করিয়া পরিত্রাণার্থ রথ লইয়া অপসৃত হইল। ঐ অবসরে শত্রুতাপন ধনঞ্জয় মহাবীর দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে এইরূপ কৌরব-সৈন্যগণের ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ক্ষণকালমধ্যেই মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে, বৃকোদর কৌরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিলেন। এইরূপে বীরজনক্ষয়কারক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সমরাঙ্গনে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির সমর-বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া সমরস্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে গমনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।"

——

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অশ্বত্থামার ধৃষ্টদ্যুম্নবধ-প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূতপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কর্ণ! আত্মসদৃশ বলবিক্রমশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দিগের প্রার্থনীয়; এক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সমর যে ক্ষত্রিয়দিগের সুখজনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উঁহাদিগের স্বর্গদ্বার স্বেচ্ছাক্রমে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে শূরগণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিয়া বিশাল পৃথিবী প্রাপ্ত হউন অথবা অরাতিহস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করুন।'

হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য-শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদিত্র-নিস্বন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৌরবপক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিয়া কহিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়গণ! আমার পিতা সমুদয় সৈন্যগণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি সেই ক্রোধে ও মিত্রের হিতসাধনার্থ তোমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।

১। শত্রুর ভয়োৎপাদক। ২। নিস্তেজ। ৩। তেজীয়ান্।

যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না। অদ্য কি অর্জ্জুন, কি ভীমসেন, যে ব্যক্তি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবে, আমি শরনিকরে তাহাকেই নিহত করিব।'

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সমুদয় কৌরব-সেনা মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ও পাণ্ডবগণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় রথীদিগের মহাপ্রলয়কল্প অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই নরবীরগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ আহ্লাদিত-চিত্তে বিবিধ দিব্যমাল্য, গন্ধ ও রত্ন দ্বারা স্বকর্ম্মনিরত নরবীরগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবহ[১] সেই সুগন্ধ লইয়া সমস্ত যোধগণকে আমোদিত করিতে লাগিল। যোধগণ সুগন্ধি সমীরণ সংস্পর্শে সমাহ্লাদিত হইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমণ্ডল দিব্যমাল্য, সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র নিশিত শরনিকর ও যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া তারকাচ্ছন্ন[২] বিচিত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্তরীক্ষচারি[৩]গণ সাধুবাদ দ্বারা সেই জ্যানির্ঘোষ, নেমিনিস্বন ও সিংহনাদ-সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলকে অধিকতর সমাকুল করিতে লাগিলেন।"

১। বায়ু। ২। নক্ষত্রাবৃত। ৩। গগনবিহারী।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

কৃষ্ণকৌশলে অর্জ্জুনের যুদ্ধক্ষেত্র প্রদর্শন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন, কর্ণ ও ভীমসেন রোষান্বিত হইলে মহীপালগণের এইরূপ মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডবসেনা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে; মহাবীর কর্ণও আমাদের পক্ষীয় মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার ধ্বজদণ্ড আমার নেত্রগোচর হইতেছে না। দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষতঃ, এক্ষণে কৌরব-পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে না। অতএব তুমি এই সময়ে আমার প্রিয়সাধনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে যাত্রা কর। আমি ধর্ম্মরাজকে কুশলী দেখিয়া পুনরায় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।' বাসুদেব ধনঞ্জয়ের বাক্য-শ্রবণে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ-সমীপে রথচালন করিলেন।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহারথ সৃঞ্জয়গণ প্রাণপণে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সেই সংগ্রামভূমিতে অসংখ্য বীরকে নিহত অবলোকন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের দুর্নীতি-নিবন্ধন পৃথিবীস্থ অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন; হতজীবিত[১] বীরগণের সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোক[২]নির্ম্মুক্ত পন্নগসদৃশ তৈলধৌত[৩] নারাচ, হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত হেমখচিত খড়্গ, হেমভূষিত চর্ম্ম, সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষণ শক্তি, স্বর্ণপট্টে[৪] বদ্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ, কনকদণ্ড-যুক্ত পরশু, লৌহময় কুন্ত, ভীষণ মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ এবং চক্র ও তোমর ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ গদা-প্রহারে চূর্ণ-কলেবর, মুষলাঘাতে ভিন্ন-মস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা মথিত হইয়াছেন। রণভূমি বিবিধ শর, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগণের খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব, ও অশ্বগণের শরীর এবং বীরগণের হেমভূষিত কেয়ূরান্বিত সতলত্র[৫] চন্দনচর্চ্চিত ছিন্ন বাহু, অঙ্গুলিত্র-সম্বলিত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিশুণ্ডোপম ঊরু ও চূড়ামণি-বিভূষিত কুণ্ডলান্বিত মস্তকসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শোণিতদিগ্ধ কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হওয়াতে সমরভূমি শান্তজ্বাল[৬]

১। মৃত। ২। খোলস। ৩। তৈলমাজ্জিত। ৪। সোণার পাতে। ৫। দস্তানা সমেত। ৬। নিস্তেজ।

হুতাশনে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, কিঙ্কিণীজাল[1]জড়িত বহুধা-ভগ্ন অসংখ্য রথ, শরাহত বিনির্গতান্ত্র[2] অশ্ব, অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, রথিগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুবর্ণ চামর, পর্ব্বতাকার নিষ্কাশিতজিহ্ব[3] মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা-শোভিত নিহত অশ্ব, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রকম্বল, সুবর্ণমণ্ডিত গজাঙ্কুশ[4], পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাঘাতে বহুধা-ভগ্ন ঘণ্টা, বৈদূর্য্যদণ্ড[5], অঙ্কুশ, অশ্বারোহিগণের ভুজাগ্রবদ্ধ[6] সুবর্ণবিকৃত[7] কশা, বিচিত্র মণিখচিত সুবর্ণ-সমলঙ্কৃত রঙ্কু[8]চর্ম্মনির্ম্মিত অশ্বাস্তরণ[9], নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চনমালা, ছত্র ও ব্যজন-সকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চন্দ্রনক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল চারু কুণ্ডল-মণ্ডিত শ্মশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দৃঢ়তর সমাহত ও নিপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। এবং উহাদের জ্ঞাতিবর্গ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিয়া উহাদের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ক্রোধপরতন্ত্র বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ জীবিতহীন যোধগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অন্যান্য বীরগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছে। সমর-সমাহত শয়ান জ্ঞাতিগণ জলপ্রার্থনা করাতে অনেকে সলিলানয়নার্থে সত্বর গমন করিতেছে। অনেকে বান্ধবদিগের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহা-দিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ জলপান করিয়া ও কেহ কেহ জলপান করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয়বান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য যোধগণ অধরোষ্ঠ দংশন ও ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতেছে।'

হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিতে কহিতে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; ধনঞ্জয়ও ধর্ম্মরাজের দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণকে বারংবার ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে পাণ্ডব! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় পার্থিবগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইতেছেন। রণস্থলে কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ধাবমান হইতেছেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে। পাণ্ডব-সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাবীর কর্ণ পলায়নপরায়ণ কৌরবসৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে এবং সৃঞ্জয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।'

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে অর্জ্জুনকে সমুদয় সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় সৈনিকগণ প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে রাজন্! কেবল আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে উভয় পক্ষের এইরূপ ক্ষয় উপস্থিত হইল।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব ও সূতপুত্রপ্রমুখ কৌরবগণ নির্ভয়ে পুনরায় সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কর্ণের যমরাজ্যবিবর্দ্ধন অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই তুমুল যুদ্ধে শোণিতস্রোত প্রবাহিত ও সংশপ্তকগণ অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ অন্যান্য ভূপালবর্গসমভিব্যাহারে সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই সমস্ত বিজয়াভিলাষী প্রহৃষ্টচিত্ত বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া, পর্ব্বত যেমন জলপ্রবাহকে অবরোধ করে, তদ্রূপ একাকীই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিলেন। তখন জলস্রোত যেমন অচলে সংলগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ

১। ঘণ্টাসমূহ। ২। বহির্গতনাড়ী। ৩। বহির্গতজিহ্ব—জিভ বাহির হইয়া পড়া। ৪। হাতী চালন কালে তাহার মাথায় মারিবার ডাঙস্। ৫। বৈদূর্য্যরত্ননির্ম্মিত ধ্বজদণ্ড। ৬। দস্তানা। ৭। স্বর্ণনির্ম্মিত। ৮। মেষ লোম। ৯। অশ্বগণের গাত্রাবরণ।

প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই মহারথগণ সূতপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা কর্ণকে প্রহার করিয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন; মহারথ কর্ণও বিজয়-নামক উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক কম্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের আশীবিষোপম শর ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক নয় শরে তাঁহাকে তাড়িত করিলেন। সূতপুত্রনির্ম্মুক্ত শরনিকর ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণ-মণ্ডিত বর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারথ দ্রুপদতনয় সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক শরাসন ও শরনিকর গ্রহণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; সূতপুত্রও আশীবিষসদৃশ শরনিকর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদনন্দনের প্রতি এক যমদণ্ড-সদৃশ ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত ঘোররূপ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণপূর্ব্বক সাত নারাচে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর সাত্যকিও হেমমণ্ডিত সুনিশিত শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করিলেও অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে সকলেরই কলেবর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ধৃষ্টদ্যুম্নসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ

এই অবসরে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুদমন ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'রে ব্রহ্মঘাতক! তুই ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর, আজ জীবিতাবস্থায় কদাচ আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবি না।' মহাবীর দ্রোণতনয় এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রযত্ন সহকারে ক্ষিপ্রহস্তে সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শনপূর্ব্বক উহাকে যেমন আপনার মৃত্যুস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামাকে স্বীয় মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যমসদৃশ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনাকে সংগ্রামে শস্ত্রের অবধ্য বিবেচনা করিয়া মহাবেগে অন্তকপ্রতিম[১] অশ্বত্থামার অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন; অশ্বত্থামাও ক্রোধভরে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর অশ্বত্থামা সন্নিহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে পাঞ্চালাপসদ[২]! আজ আমি তোমাকে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি আমার পিতাকে সংহার করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছ, অদ্য সেই পাপ তোমাকে সাতিশয় সন্তপ্ত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি অর্জ্জুন কর্তৃক রক্ষিত না হইয়া রণস্থলে অবস্থান কর, অথবা সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ না হও, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সংহার করিব।' তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দ্রোণাত্মজ! আমার যে অসিদণ্ড তোমার সমরলালস[৩] পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খড়্গই তোমার এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম দ্রোণকে বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক তোমাকে নিহত না করিব?' পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে সুনিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও যোধগণ সেই দ্রোণ-পুত্রনির্ম্মুক্ত শরনিকর-প্রভাবে এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সূতপুত্রের সমক্ষে অশ্বত্থামাকে শরনিকরে তিরোহিত[৪] করিলেন।

১। যম-সদৃশ। ২। পাঞ্চাল-কুলাঙ্গার। ৩। একান্ত যুদ্ধ-কামী। ৪। দূরীকৃত—দূরে চালিত।

মহাবীর কর্ণ একাকীই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র যুধামন্যু ও সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শর দ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অবিলম্বে সেই ছিন্নকার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আশীবিষোপম শরনিকর বর্ষণ করিয়া নিমেষমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের শক্তি, শরাসন, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে ছিন্নকার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া খড়্গচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা, দ্রুপদতনয় সেই ভগ্নরথ হইতে অবতীর্ণ না হইতে হইতেই ভল্ল দ্বারা তাঁহার অসিদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল।

যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন-অশ্বত্থামা—উভয়ের বিমুখতা

হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদনন্দনের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, শরাসন ও খড়্গ ছিন্ন এবং শরাঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইলেও অশ্বত্থামা কোন ক্রমেই সায়ক দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণপুত্র যখন দেখিলেন যে, অস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন তিনি কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভুজগগ্রহণলোলুপ[1] গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে দ্রুপদতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সখে! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মোচন কর। নচেৎ অশ্বত্থামা অবশ্যই উহাকে সংহার করিবেন।' মহাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রসন্নিভ[2] অশ্বগণ গগনতল পান[3] করিয়াই যেন দ্রোণপুত্রের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নবধে দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামাকে ধৃষ্টদ্যুম্ন-আকর্ষণে যত্নবান্ দেখিয়া তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সেই সমুদয় শর বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় অশ্বত্থামার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন প্রবলপ্রতাপশালী দ্রোণাত্মজ সেই অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ, রথে আরোহণ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে সায়কসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব অরাতিতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া দ্রোণপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার আস্যদেশে নিপতিত হইল। মহারথ দ্রোণনন্দন সেই শরাঘাতে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে অপবাহিত করিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয় শরাসন আকর্ষণ ও ধনঞ্জয়কে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোচিত ও দ্রোণাত্মজকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বিবিধ বাদিত্র-সমুদয় বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সখে! এক্ষণে তুমি সংশপ্তকগণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহাদিগকে বিনাশ করাই আমার প্রধান কার্য্য।' তখন বাসুদেব সেই মনোমারুতগামী পতাকা-পরিশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিররক্ষার্থ কৃষ্ণের অর্জ্জুন-সতর্কতা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের রথচালন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে পার্থ! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয়

১। সর্পগ্রহণে লুব্ধ। ২। চন্দ্রতুল্য ধবল। ৩। চুম্বন।

মহাবল-পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিনাশবাসনায় দ্রুতবেগে উঁহার অনুগমন করিতেছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ অপরিমিত-বলশালী পাঞ্চালগণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ ক্রোধভরে উঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কবচধারী রাজা দুর্য্যোধনও রথারোহণপূর্ব্বক আশীবিষসদৃশ যুদ্ধবিশারদ ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণও ধর্ম্মরাজের নিধন কামনায় রত্নগ্রহণে ধাবমান অর্থলোলুপের ন্যায় উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অনল ও পুরন্দর যেমন অমৃতহরণোদ্যত দৈত্যগণকে রোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমনোদ্যত কৌরবসৈন্যগণের গতিরোধ করিতেছেন; কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে উঁহারা শঙ্খবাদন, শরাসন বিঘূর্ণন ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ বীরদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সমুদ্রগমনোদ্যত বর্ষাকালীন জলরাশির ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতেছে। এক্ষণে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হওয়াতে উঁহাকে কালগ্রাসে পতিত ও হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের যেরূপ কৌরব-সৈন্য অবলোকন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্রও উঁহার নিকট হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ নহেন।

হে পার্থ! ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তেজস্বী, শরধারাবর্ষী, ক্ষিপ্রহস্ত, মহাবীর দুর্য্যোধনের শরবেগ সহ্য করা কাহার সাধ্য? মহাবীর দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ—ইঁহাদিগের এক এক জনের বাণবেগে পর্ব্বতও বিশীর্ণ হইয়া যায়। হে ধনঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ শক্রপাতন যুধিষ্ঠির অদ্য একবার কর্ণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলতঃ সূতপুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে পীড়ন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য মহারথেরাও তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে। উপবাসব্রতধারী ভরতসত্তম ধর্ম্মরাজ নিয়ত ক্ষমাগুণে ভূষিত; ক্ষত্রিয়জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন। উনি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে উঁহার জীবন নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! যখন অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন বারংবার কৌরবগণের সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ সহ্য করিতেছেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবশ্যই অমঙ্গল সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ 'যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর' বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ স্থূণাকর্ণ-ইন্দ্রজাল[1], পাশুপতাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রজালে রাজাকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলনিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারবাসনায় ধাবমান বলবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় সত্বর ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি অরাতিশরে নিতান্ত ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়াছেন। উঁহার রথকেতু আর নয়নগোচর হইতেছে না; উহা নিঃসন্দেহ কর্ণের শরে ছিন্ন হইয়াছে।

ঐ দেখ, মাতঙ্গ যেমন নলিনী[2]বনকে বিদলিত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদিগণের সমক্ষেই পাণ্ডব-সেনা বিনাশ করিতেছে। হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ দেখ, তোমাদিগের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতেছে এবং সূতপুত্রের হস্তিকক্ষা কেতু[3] ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ শত শত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পাণ্ডবসেনাগণকে বিনাশ করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। পাঞ্চালগণ কর্ণ-শরে বিদ্রাবিত হইয়া পুরন্দরবিদলিত দৈত্যগণের ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে মহাবীর কর্ণ পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ বীর তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে। মহাবীর সূতনন্দন এক্ষণে কার্ম্মুক বিস্ফারিত করিয়া শক্রজয়ে পরমাহ্লাদিত সুরগণপরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, কৌরবগণ রাধেয়ের বিক্রম-দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিত্রাসিত করিতেছে। মহাবীর কর্ণ আমাদিগের সৈন্যগণের মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া কৌরব-সৈন্যদিগকে কহিতেছে,—হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; যেন সৃঞ্জয়গণ জীবিত সত্ত্বে তোমাদিগের

১। তন্নামক গন্ধর্ব্বরচিত মায়া বিদ্যা। ২। পদ্ম। ৩। ধ্বজে হাতীর হাওদা চিহ্ন।

হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে; আমরাও তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। হে পার্থ! সূতপুত্র এই বলিয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্রোদয়ে উদয়াচল যেরূপ শোভিত হয়, আজ মহাবীর কর্ণ শতশলাকাযুক্ত শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা তদ্রূপ শোভমান হইয়াছে। ঐ বীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে; এক্ষণে নিশ্চয়ই এই দিকে আগমন করিবে।

হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সূতপুত্র তোমার বানরধ্বজ অবলোকনে তোমার সহিত সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ শলভের ন্যায় তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় রথসৈন্য-সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। এক্ষণে তুমি রাজ্য, যশ ও সুখলাভার্থী হইয়া যত্নপূর্ব্বক উহাদিগের সহিত দুরাত্মা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। হে অর্জ্জুন! তুমি ও কর্ণ দেবদানবের ন্যায় অকাতরে সমরে প্রবৃত্ত হইলে ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমাদের দুই জনকে ক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সূতপুত্রের ক্রোধ অনুধাবন করিয়া এখনকার সমুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহারথ কর্ণের প্রতি গমন কর। ঐ দেখ, পাঁচ শত মহাবল-পরাক্রান্ত রথী, পাঁচ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব এবং অযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষাপূর্ব্বক তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে। অতএব তুমি স্বয়ং মহাবেগে মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হও। ঐ দেখ, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। উহার রথকেতু ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে লক্ষিত হইতেছে।

কৃষ্ণের কৌরব-পরাজয় বিষয়ক আশ্বাসবাণী

হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমাকে এক মঙ্গল-সংবাদ প্রদান করিতেছি। ঐ দেখ, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন; মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকি সৃঞ্জয়-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিত শরনিকরে কৌরবগণকে বিনাশ করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীমশরে নিপীড়িত ও রুধিরোক্ষিত[1] হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে। শস্যহীন বসুন্ধরার ন্যায় উহাদের আকার এক্ষণে নিতান্ত বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রে ভূষিত পতাকা ও ছত্র সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সুবর্ণ-রজত-নির্ম্মিত তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্ব-সমুদয় চারিদিকে নিপতিত রহিয়াছে। রথিগণ পাঞ্চালদিগের বিবিধ বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালগণ কৌরবপক্ষীয় আরোহীবিহীন হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইতেছে এবং ভীমসেনের সাহায্যে প্রাণপণে শত্রুবল বিমর্দ্দিত করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পাঞ্চালদিগের ক্ষমতা অবলোকন কর; উহারা নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই অস্ত্র দ্বারাই উহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণের মস্তক ও বাহু-সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালপক্ষীয় গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী বীরগণ সকলেই প্রশংসনীয়। হংসাবলী যেমন মানস-সরোবর হইতে ভাগীরথীতে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ মহাবেগে ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্যমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগের নিবারণার্থে পরাক্রম প্রকাশ করে, তদ্রূপ কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ পাঞ্চালদিগের নিবারণের নিমিত্ত বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ ভীমাস্ত্রে মর্দ্দিত কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র মহারথ নিহত করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণ পাঞ্চালদিগকে অভিভূত করাতে মহাবীর বৃকোদর নির্ভীকচিত্তে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরব-সৈন্যগণের অধিকাংশই অবসন্ন হইয়াছে; রথিগণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, কতকগুলি হস্তী ভীমের নারাচে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় ভূতলে নিপতিত এবং কোন কোনটা সমস্তপর্ব্ব

১। শোণিতসিক্ত।

শরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইতেছে। ঐ মহাবীর ভীমসেন অরাতি-পরাজয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন। ঐ দেখ, একজন গজারোহী গর্জ্জন-পূর্ব্বক দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় তোমর হস্তে করিয়া ভীমের বিনাশ বাসনায় আগমন করিতেছিল; মহাবীর ভীমসেন সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ সুতীক্ষ্ণ দশ নারাচে উহার ভুজদ্বয় ছেদনপূর্ব্বক উহাকে বিনাশ করিয়া শক্তি ও তোমর-সমূহ দ্বারা মহামাত্র-সমধিষ্ঠিত[১] নীলাম্বুদসন্নিভ অন্যান্য হস্তিগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ঐ দেখ, তিনি নিশিত শরনিকরে এক-বারে সাত সাত মাতঙ্গ নিহতপূর্ব্বক ধ্বজ-পতাকা-সকল ছিন্ন করিয়া দশ দশ বাণে এক এক হস্তী নিপাতিত করিতেছেন। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পুরন্দরসদৃশ মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরব-সৈন্যের সিংহনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিনি অক্ষৌহিণী সৈন্য ভীমসেনের সম্মুখে সমাগত হইয়াছিল; বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সকলকেই নিবারণ করিয়াছেন।'

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের সেই সুদুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া নিশিত শরনিকরে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের শরে নিহন্যমান হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া শোকশূন্য হইল; মহাবীর ধনঞ্জয়ও সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে কৌরববল বিনাশ করিতে লাগিলেন।"

—

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—কৌরব-পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বারংবার নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও পলায়নপরায়ণ হইলে কৌরবগণ কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! প্রতাপান্বিত সূতনন্দন মহাবাহু বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িতনয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের শরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া যথোচিত যত্নসহকারে তাহাদিগকে সন্নি-বেশিত করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ স্ব স্ব শরাসন কম্পিত ও বিশিখজাল বর্ষণপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়[১] ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভদ্রকগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয়লাভার্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে কৌরব-পক্ষীয় সেনাগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন; কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও জিঘাংসা-পরতন্ত্র হইয়া সত্বর পাণ্ডব-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই অসংখ্য ধ্বজ-সমাকীর্ণ চতুরঙ্গ-বল অদ্ভুতরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী কর্ণের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্য-পরিবৃত দুঃশাসনের, নকুল বৃষসেনের, যুধিষ্ঠির চিত্র-সেনের, সহদেব উলূকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ দ্রোণপুত্র অর্জ্জুনের, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর, কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার এবং দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন একাকীই অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্মহন্তা মহাবীর শিখণ্ডী সমরচারী নির্ভয়চিত্ত কর্ণকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র শিখণ্ডীর শরে সমাহত ও ক্রোধস্ফুরিতাধর[২] হইয়া তিন বাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ ললাটদেশে ধারণপূর্ব্বক ত্রিশৃঙ্গ রজত-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে নিশিত নবতি শরে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে মহারথ সূতপুত্র তাঁহার অশ্ব বিনাশ ও তিন বাণে সারথিকে সংহারপূর্ব্বক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী সেই হতাশ্ব রথ হইতে আরোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ শরনিকরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া নিশিত নয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত

১। রক্ষকারূঢ়—মাহুতসহ।

১। তন্নামক যোদ্ধা। ২। ক্রোধে কম্পিত অধর।

হইয়া তাঁহার শরপতনপথ[১] পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়-বিহ্বলচিত্তে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ বলবান্ বায়ু যেমন তূলারাশি পাতিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব-সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিন বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে দুঃশাসন সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। দুঃশাসন সেই ভীষণ শর মহাবেগে সমাগত হইতেছে দেখিয়া তিন বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কনকভূষণ সপ্তদশ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন হাস্যমুখে সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন যাবতীয় বীরপুরুষ এবং অপ্সরা ও সিদ্ধগণ আপনার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহসংরুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতিকে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয়ে সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অবরোধ করিলেন। তখন উভয়পক্ষে সর্ব্বজনভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

এ দিকে বৃষসেন পিতৃসমীপে অবস্থানপূর্ব্বক নকুলকে প্রথমতঃ লৌহনির্ম্মিত পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর নকুলও হাস্যমুখে সুতীক্ষ্ণ নারাচে বৃষসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শত্রুনিসূদন বৃষসেন এইরূপে নকুলশরে সমাহত হইয়া তাঁহাকে বিংশতি বাণে পীড়িত করিলে মাদ্রীতনয়ও তাঁহাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অন্যান্য সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন-সৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল কৌরব-গণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ণের চক্ররক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রতাপশালী সহদেব রোষাবিষ্ট উলূককে নিবারণ করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তখন উলূক অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি নিশিত বিংশতি শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত সুবলনন্দনও ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া সাত্যকির কবচ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুধান তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত ও শরনিকরে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক মহাত্মা উলূকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকি-সমীপ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সাত্যকি মহাবেগে কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈনিকগণ যুযুধান-শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়িত ও নির্জ্জীবের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সমরে ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিকে ধ্বংস করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব-সৈন্যগণ পরম পরিতুষ্ট হইল; কুরুরাজও ভীত হইয়া ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনের বিনাশকামনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, ছত্র ও সারথিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহারথ যুধামন্যু তদ্দর্শনে ভীত হইয়া স্বয়ং রথচালনপূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

১। যে দিক্ দিয়া বাণ আগমন করিতেছে, সেই দিক।

ঐ সময় মহাবীর উত্তমৌজা জলধর যেমন জলধারায় ভূধরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম কৃতবর্ম্মাকে সহসা শরনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের অতি ভীষণ অপূর্ব্ব তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর কৃতবর্ম্মা সহসা উত্তমৌজার হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। সারথি তদ্দর্শনে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর সমুদয় কৌরবসৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। দুঃশাসন ও শকুনি গজসৈন্য দ্বারা বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রক অস্ত্র দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন শরনিকরে রোষান্বিত দুর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়া মহাবেগে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে সহসা সমাগত সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্য অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই করিসৈন্য নিপীড়িত করিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল শলভসমাচ্ছন্ন[১] পাবকের ন্যায় ভীমশরে পরিবৃত হইল। অনিল যেরূপ জলদজাল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন একত্র সমবেত সহস্র সহস্র মাতঙ্গযূথ বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সুবর্ণজালজড়িত মণিমণ্ডিত সৌদামিনী সম্বলিত অম্বুদসদৃশ মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোনটা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবীমণ্ডল বিশীর্ণ-পর্ব্বত-সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রত্নখচিত গজারোহিগণ ইতস্ততঃ নিপতিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ক্ষীণপুণ্য গ্রহসমুদয় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এইরূপে নাগগণ ভীমসেনের শরনিকরে গতশুণ্ড[২] ও কুম্ভ-সকল বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; কোন কোনটা শরবিদ্ধ ও ভয়ার্ত্ত হইয়া রুধির বমনপূর্ব্বক পলায়নপর হইয়া ধাতুধারার্দ্র[৩] ধরাধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ভীমসেন ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ অগুরুচন্দনাক্ত ভুজদ্বয় দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং মাতঙ্গগণ তাঁহার অশনিনিস্বনসদৃশ জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন একাকী সেই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতনিহন্তা রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

১। পতঙ্গগণে আচ্ছাদিত। ২। শুণ্ডহীন। ৩। ধাতুরসের ধারায় সিক্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় বহু লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসংযুক্ত নারায়ণসঞ্চালিত[১] রথে অবস্থানপূর্ব্বক সমীরণ যেমন মহাসাগরকে ক্ষুভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অশ্ববহুল কৌরব-সৈন্যগণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় অনবহিত দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্যগণের অর্দ্ধাংশ লইয়া সমাগত ধর্ম্মরাজের সমীপে সহসা গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিয়া ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দুর্য্যোধনের প্রতি ত্রিংশৎ ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষগণের দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার অভিলাষে অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন; মহাবীর ভীমও কৌরবপক্ষীয় মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া শত্রুবর্গ-পরিবৃত ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই সর্ব্বাস্ত্রপারগ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও অনবরত শরজাল বিসর্জ্জন ও তোমর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত সহদেব সত্বর তথায় আগমন করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক বিংশতি শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা

১। কৃষ্ণচালিত।

দুর্য্যোধন সহদেব-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া প্রভিন্নগণ্ড[১] অচল-সন্নিভ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই অসংখ্য সৈন্য সূতপুত্রের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় সূতপুত্রের পূর্ব্ব-নিক্ষিপ্ত শরের পুঙ্খ পশ্চাৎ-নিক্ষিপ্ত[২] শরের ফলক দ্বারা আহত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শরনিকর সঙ্ঘর্ষণে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল এবং দশদিকে সঞ্চালিত শলভসমূহের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবীর সূতপুত্র রক্তচন্দনচর্চ্চিত মণিহেমসমলঙ্কৃত বাহুযুগল বিক্ষেপ করিয়া মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্র সায়ক সমূহে সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন ধর্ম্মরাজও রোষপরবশ হইয়া কর্ণের প্রতি সুশাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর রণস্থল শরান্ধকারে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধর্ম্মরাজনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্রসমলঙ্কৃত সায়ক, ভল্ল এবং বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুষল দ্বারা সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে স্থানে ক্রূরদৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে সৈন্যগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধে প্রস্ফুরিতানন হইয়া নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র, বৎসদন্ত প্রভৃতি সায়ক-সমুদয় বর্ষণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন; যুধিষ্ঠিরও সূতপুত্রের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে নিশিত তিন ভল্লে যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত ভল্লের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথে উপবেশনপূর্ব্বক সারথিকে অবিলম্বে রথ অপসারিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অন্যান্য ভূপালবর্গ-সমভিব্যাহারে 'ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ কর' বলিয়া বারংবার চীৎকার পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সহস্র সাত শত কৈকয় পাঞ্চালগণ সমভি-ব্যাহারে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই লোকক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ও দুর্য্যোধন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।"

১। ছিন্নগণ্ড—গলা কাটা। ২। অতি দ্রুতবেগে প্রযোজিত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ—পাণ্ডব পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণ সমরাগ্রবর্ত্তী মহারথ কৈকয়গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিবারণে যত্নবান্ হইলে তাহাদের পঞ্চদশ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। যোধগণ কর্ণের শরনিকরে পীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ বোধ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ভীমসেনের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র একাকী শরনিকরে সেই বিপুল রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও বিচেতন-প্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষক নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিতেছিলেন, তখন সূতপুত্র দুর্য্যোধনের হিতকামনায় সুতীক্ষ্ণ তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথি ও চারি বাণে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক শত্রুতাপন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া যথোচিত যত্নসহকারে তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী সূত-নন্দনও দুই শিতধার ভল্ল দ্বারা শত্রুঘাতন মহাত্মা নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অম্লানমুখে যুধিষ্ঠিরের মনোমারুতগামী[১] কৃষ্ণপুচ্ছ শ্বেত অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অশ্ব-সমুদয় সংহার-পূর্ব্বক রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

১। বায়ু ও মনের মত দ্রুত গমনশীল।

এইরূপে যুধিষ্ঠির ও নকুল রথাশ্ববিহীন ও শর-নিপীড়িত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

শল্য-কৌশলে কর্ণের যুধিষ্ঠিরসহ যুদ্ধত্যাগ

পাণ্ডবগণের মাতুল শত্রুসূদন মদ্ররাজ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে রাধেয়! অদ্য তোমাকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে কি নিমিত্ত একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ? ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অস্ত্র-শস্ত্র অল্পমাত্রাবশিষ্ট, কবচ ছিন্ন-ভিন্ন এবং সারথি ও বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইলে তুমি শত্রুশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জ্জুন-সমীপে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইবে।'

হে মহারাজ! কর্ণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়াও সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দনদ্বয়কে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে যুধিষ্ঠিরকে সমরবিমুখ করিলেন। তখন শল্য সূতপুত্রকে যুধিষ্ঠিরের সংহারে একান্ত সমুৎসুক অবলোকন করিয়া হাস্যমুখে পুনরায় কহিলেন, 'হে কর্ণ! যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া তোমার কি ফল হইবে? দুর্য্যোধন যাহার বধের নিমিত্ত তোমার সম্মান করিয়া থাকে, তুমি সেই অর্জ্জুনকে অগ্রে বিনাশ কর। ঐ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের শঙ্খনিস্বন এবং বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, অর্জ্জুন শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক মহারথগণকে নিপীড়িত করিয়া আমাদিগের সমস্ত সেনা সংহার করিতেছে। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাহার পৃষ্ঠদেশ, মহাবীর সাত্যকি উত্তরদিকের চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দক্ষিণ-দিকের চক্র রক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। অতএব যাহাতে বৃকোদর আজ আমাদিগের সমক্ষে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায়-বিধান কর। ঐ দেখ, সমরনিপুণ দুর্য্যোধন ভীমসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। অদ্য তুমি তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই চমৎকৃত হইবে। অতএব সত্বর গমন করিয়া সংশয়াপন্ন রাজাকে পরিত্রাণ কর। যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে?'

হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ কর্ণ মদ্ররাজের বাক্য-শ্রবণানন্তর দুর্য্যোধনকে ভীমহস্তে নিপতিত দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুরুরাজের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। তাঁহার অশ্বগণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আকাশ-গামীর ন্যায় গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে শরবিক্ষত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরও সহদেবের বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত শিবিরে প্রতিগমনপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া অবিলম্বেই শয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমরবেদনা অপনীত হইলে তিনি মহারথ মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতৃদ্বয়! মহাবীর বৃকোদর মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাঁহার সৈন্যমধ্যে গমন কর।' মহারথ নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পবনতুল্য বেগশালী অশ্ব-সংযোজিত অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোধগণকে নিপাতিত দর্শন করিয়া সৈনিক-সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনযুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা অতি বৃহৎ অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া সহসা পার্থ-সমীপে ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয় দ্রোণ-পুত্রকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া, তীরভূমি যেমন সমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল-প্রতাপশালী অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে অশ্বত্থামা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকৃত করিলেন। ফলতঃ তৎকালে ধনঞ্জয় আচার্য্যতনয়ের নিধন-বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা তৎসমুদয়ই ছেদন করিয়া

ফেলিলেন। সেই ভীষণ অস্ত্রযুদ্ধসময়ে দ্রোণতনয়কে ব্যাদিতাস্য[1] অন্তকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সরল শরনিকরে দিগ্বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তিন বাণে বাসুদেবের দক্ষিণবাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্যতনয়ের বাহনগণকে নিহত করিয়া সমরাঙ্গনে এক ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণতনয়ের অসংখ্য রথসমবেত রথী অর্জ্জুনের শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। ঐ সময় অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের ন্যায় ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে বীরদ্বয়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোধগণ মর্য্যাদাশূন্য[2] হইয়া যুদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্ব ও সারথিবিহীন রথ, সাদিশূন্য অশ্ব এবং আরোহী ও মহামাত্রবিহীন মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সেনার প্রাণ সংহার করিলেন। রথিগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং অশ্বগণ যোক্ত্রবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে অতি সত্বর তাঁহার অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক সুবর্ণবিভূষিত শরাসন বিধুনিত[3] করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে শাণিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অতি নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার বক্ষঃস্থল নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক সহসা দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার কোদণ্ড[4] দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় বজ্রসদৃশ পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব হাস্য করিয়া সহসা সেই কনকমণ্ডিত পরিঘ ছেদন করিলেন। পরিঘ অর্জ্জুনের শরে সমাহিত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহারথ দ্রোণতনয় রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজালপ্রভাবে ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত ভীষণ অস্ত্রসমুদয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ইন্দ্রজাল দর্শনে সত্বর গাণ্ডীব-শরাসনে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে অশ্বত্থামার রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণতনয় ধনঞ্জয়ের শরে অভিভূত হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক শরনিকর সহ্য করিয়া শত শরে কৃষ্ণকে ও তিন শত ক্ষুদ্রক শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শত শরে গুরুপুত্রের মর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক কৌরব-সৈন্যগণ-সমক্ষেই তাঁহার অশ্ব, সারথি ও শরাসনজ্যার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনঞ্জয়কে শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করাতে আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম-দর্শনে চমৎকৃত হইলাম এবং যোধগণ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর জয়শীল অর্জ্জুন হাস্যমুখে ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বরশ্মি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তুরঙ্গমগণ ধনঞ্জয়ের শরবেগে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন কৌরব-সৈন্যমধ্যে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে নিশিত শরবর্ষণপূর্ব্বক কৌরব-সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব-সৈন্যগণ জয়লাভ-প্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের শরে বারংবার নিপীড়িত হইয়া শকুনি, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তাহাদিগকে বারংবার পলায়নে নিষেধ ও কর্ণ 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ'[1] বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ কৌরবসৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

কর্ণের সর্ব্বসংহারক অস্ত্রপ্রয়োগ

অনন্তর দুর্য্যোধন বিনয়বচনে কর্ণকে কহিলেন, 'হে রাধেয়! ঐ দেখ, তুমি বর্ত্তমান থাকিতে সৈন্যগণ পাঞ্চালগণের শরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধা পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া তোমাকেই আহ্বান করিতেছে।' হে মহারাজ! তখন মহাবীর সূতপুত্র দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে মদ্ররাজকে

১। ব্যাদিতবদন—মুখ হাঁ করা। ২। যুদ্ধশৃঙ্খলায় উপেক্ষাকারী—সমরনীতি লঙ্ঘনকারী। ৩। কম্পিত। ৪। ধনুক।

১। থাক থাক—যেও না যেও না।

কহিলেন, 'হে শল্য! তুমি অশ্বসকল পরিচালনা কর। অদ্য আমি সমুদয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া তোমাকে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব।' প্রতাপান্বিত কর্ণ এই বলিয়া বিজয়নামক পুরাতন শরাসনে জ্যারোপণ ও বারংবার আকর্ষণ করিয়া সত্য শপথ[১] দ্বারা স্বীয় যোধগণকে নিবারণপূর্ব্বক ভার্গবদত্ত[২] অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, কোটি কোটি কঙ্কপত্রান্বিত প্রজ্বলিত নিশিত শর নির্গত হইয়া পাণ্ডবসেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎকালে আর কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। পাঞ্চালগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী বিকম্পিত হইল। সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় যোধগণাগ্রগণ্য[৩] কর্ণ একাকী শরানলে শক্রদাহন করিয়া বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও চেদিগণ কর্ণ-শরাঘাতে বনদহন[৪]দগ্ধ মাতঙ্গযূথের ন্যায় বিমোহিতপ্রায় হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণরণে চীৎকার করিতে লাগিল। মৃতব্যক্তির কুটুম্বগণ মিলিত হইয়া যেরূপ রোদন করিয়া থাকে, সমরাঙ্গনে সংগ্রামভীত চতুর্দ্দিকে ধাবমান বীরগণের তদ্রূপ আর্ত্তনাদ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। তৎকালে তির্য্যগ্‌যোনিগত[৫] জীবগণও পাণ্ডবগণকে কর্ণশরে নিপীড়িত দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সৃঞ্জয়গণ সমরে সূতপুত্র কর্ত্তৃক সমাহত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া, মৃতব্যক্তিরা যেমন যমপুরে প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই কর্ণসায়ক-নিপীড়িত বীরগণের আর্ত্তরব শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাস্ত্র দর্শন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন,—'হে কৃষ্ণ! ঐ ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম অবলোকন কর। উহা নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ঐ দেখ, সূতনন্দন কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে নিদারুণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে উহার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। এক্ষণে কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে জীবিত থাকিলে সমরে জয় বা পরাজয় লাভ করিতে পারে; মৃতব্যক্তির জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।'

হে মহারাজ! বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণ-বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাকে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিবে।' হে মহারাজ! তৎকালে মহামতি বাসুদেব মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কর্ণ অন্যান্য বীরগণের সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জ্জুন অনায়াসে তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা কৃষ্ণ উক্ত প্রকার বিবেচনা করিয়াই অর্জ্জুনকে অগ্রে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয় সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও বাসুদেবের আজ্ঞায় সম্মত হইয়া কর্ণনিপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে সত্বর দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে বারংবার শীঘ্রগমনে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে ইন্দ্রেরও অজেয় গুরুপুত্রকে পরাজয়পূর্ব্বক সৈন্যগণ-মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না।"

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

কৃষ্ণকৌশলে অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরান্বেষণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত দ্রোণনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সেনামুখে অবস্থিত সমরাবিরত বীরগণকে একান্ত পুলকিত করিলেন এবং যে যে বীর পূর্ব্বপ্রহারবেগে বিমর্দ্দিত হইয়াও রথারোহণে সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ না করিয়া মহাবেগে ভীমসেন-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে মহাত্মন্! এক্ষণে ধর্ম্মরাজ

১। সত্যপ্রতিজ্ঞা। ২। পরশুরামপ্রদত্ত। ৩। যোদ্ধাদিগের শ্রেষ্ঠ। ৪। দাবানল। ৫। পক্ষি প্রভৃতি।

কোথায় ?' ভীম কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের শরনিকরে সন্তপ্ত হইয়া এ স্থান হইতে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ।' তখন অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। আমার বোধ হইতেছে, তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিশিত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়াও যে পর্য্যন্ত দ্রোণ নিহত না হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত বিজয়লাভপ্রত্যাশায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিয়াছিলেন। আজ যখন তাঁহাকে সংগ্রামস্থলে অবলোকন করিতেছি না, তখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। আমি বিপক্ষগণকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করি।' তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত গমন করা তোমারই কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করিলে শত্রুপক্ষীয়েরা আমাকে ভীত বলিবে।' তখন অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! সংশপ্তকগণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বিপক্ষসমীপ হইতে প্রতিগমন করা আমার অকর্ত্তব্য।' ভীম কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! আমি একাকী স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত গমন কর।'

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ভীম-পরাক্রম ভীমের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবার বাসনায় অপ্রমেয়[১] নারায়ণকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে এই সৈন্যসাগর অতিক্রম করিয়া গমন কর।' তখন বাসুদেব গরুড়ের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করিয়া ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ভীম! সংশপ্তকগণকে সংহার করা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অতএব তুমি এক্ষণে উহাদিগকে বিনাশ কর, আমরা চলিলাম।'

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমকে এইরূপে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া অবিলম্বে অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া একাকী শয়ান ধর্ম্মনন্দনের পাদবন্দন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ অবলোকন করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্র-সন্নিধানে সমুপস্থিত অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জম্ভাসুর নিহত হইলে সুরগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবরাজ ও বিষ্ণুকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন এবং সূতপুত্র অর্জ্জুন-শরে নিহত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া প্রীতমনে হর্ষগদগদবচনে[১] সেই বিশাল-লোহিতলোচন[২], ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ, রুধিরলিপ্তকলেবর, মহাসত্ত্ব[৩] কেশব ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিয়া সান্ত্ববাদ[৪] প্রয়োগপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

অর্জ্জুন-যুধিষ্ঠিরসাক্ষাৎকার—স্বপ্নদৃষ্টবৎ প্রশ্ন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে দেবকীপুত্র! হে ধনঞ্জয়! তোমাদের মঙ্গল ত? আজ আমি তোমাদের দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলাম। তোমরা অক্ষতশরীরে[৫] নিরুপদ্রবে কর্ণকে নিহত করিয়াছ। প্রধান মহারথ লোকবিখ্যাত মহাবীর সূতপুত্র সমরাঙ্গনে আশীবিষ সদৃশ ও সমস্ত শস্ত্রপারদর্শী কৌরবগণের অগ্রগামী এবং বর্ম্মের[৬] ন্যায় উহাদিগের রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুষেণ তাহাকে রক্ষা করিতেছিল। ঐ মহাবীর পরশুরামের নিকট দুর্জ্জয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সৈন্যমুখে গমন করিয়া কৌরবগণকে রক্ষা ও শত্রুদিগকে মর্দ্দন করিত এবং সতত দুর্য্যোধনের হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া আমাদের নিতান্ত ক্লেশ-কর হইয়াছিল। পুরন্দরের সহিত দেবগণও উহাকে পরাভূত করিতে পারিতেন না। তোমরা

১। পরিমাণহীন—অসীম।

১। অতিশয় আনন্দজনিত জড়তাযুক্ত বাক্যে। ২। সুদীর্ঘ রক্তনেত্র। ৩। মহাবল। ৪। শান্তিকর বাক্য। ৫। জীবিত দেহে। ৬। দেহরক্ষক আবরণের।

ভাগ্যক্রমে আজ সেই অনলের ন্যায় তেজস্বী, অনিলের ন্যায় বেগশালী, পাতালসদৃশ গম্ভীর, সুহৃদগণের আহ্লাদবর্দ্ধন ও আমার মিত্রগণের অন্তকস্বরূপ মহাবীরকে বিনষ্ট করিয়া অসুরনিহন্তা অমরদ্বয়ের ন্যায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্য সেই সর্ব্বলোকজিঘাংসু[1] কৃতান্তসদৃশ মহাবীর সূতপুত্রের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে পরাজয়পূর্ব্বক তাহাদের সমক্ষেই আমার রথধ্বজ ছিন্ন, পার্ষ্ণি[2]-সারথিদ্বয় ও অশ্বগণকে নিহত এবং আমাকে পরাজিত করিয়া সমরাঙ্গনে আমার অনুসরণ করিয়া আমার প্রতি অনেক পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। অধিক কি বলিব, আমি কেবল ভীমসেনের প্রভাবেই অদ্য জীবিত আছি। কর্ণকৃত অপমান আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিবা রাত্রিমধ্যে কখনই নিদ্রিত বা সুখী হই নাই, এক্ষণে তাহার প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আমি বাধ্রীণস[3] বিহঙ্গমের ন্যায় আপনার মরণ-সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া কর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি। কিরূপে কর্ণকে বিনাশ করিব, এই চিন্তাতেই আমার বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমি বিনিদ্র[4]-অবস্থায়ও সতত কর্ণকে স্বপ্ন দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া যে স্থানে গমন করিতাম, সেই স্থানেই তাহাকে অগ্রবর্ত্তী অবলোকন করিতাম। সেই সময়ে অপরাঙ্মুখ মহাবীর আজ আমার অশ্ব ও রথ ধ্বংস করিয়া আমাকে পরাজয়পূর্ব্বক জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ কর্ণ যখন আমাকে পরাভূত করিল, তখন আমার জীবনে বা রাজ্যে প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে ভীষ্ম, কৃপ বা দ্রোণাচার্য্য হইতে আমার যে অবস্থা হয় নাই, আজ মহারথ সূতপুত্র হইতেই তাহা হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমি বিশেষরূপে তাহার মৃত্যু-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

১। সমস্ত লোকের বধাভিলাষী। ২। পার্শ্বরক্ষক। ৩। বাধ্রীণস পক্ষীর গণ্ড কৃষ্ণবর্ণ, মস্তক রক্তবর্ণ, পক্ষ শ্বেতবর্ণ; সুতরাং লোভনীয়। উহাকে ধরিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বাধ্রীণস পক্ষী ধরিবার জন্য ব্যাধেরা যেরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার জন্য কৌরবেরাও তদ্রূপ যত্নশীল। ৪। জাগরিত।

হে কৌন্তেয়! মহারথ সূতপুত্র যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য, পরাক্রমে যমতুল্য ও অস্ত্রপ্রয়োগে পরশুরামতুল্য। ঐ মহাবীর সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ ও ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য; ধৃতরাষ্ট্র তোমার নিধনার্থেই পুত্রগণের সহিত কর্ণের অভিবাদন করিতেন এবং সমস্ত যোধগণমধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যু[1] বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। হে পুরুষপ্রবীর! তুমি কিরূপে সুহৃদ্গণসমক্ষে রুরু[2]মস্তকচ্ছেদী সিংহের ন্যায় সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতনন্দনের মস্তকচ্ছেদন করিলে, তাহা এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে মহাত্মন্! যে দুরাত্মা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে চতুর্দ্দিকে তোমার অনুসন্ধান করিয়া কহিয়াছিল যে,—যে ব্যক্তি আমাকে অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিবে, আমি তাহাকে ছয়টি হস্তিযুক্ত রথ প্রদান করিব, সেই সূতপুত্র কি তোমার কঙ্কপত্রসমলঙ্কৃত সুনিশিত শরনিকরে সমাহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে? দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে নিতান্ত গর্ব্বিত সূতপুত্র তোমার অন্বেষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল, তুমি তাহাকে সংহার করিয়া আমার অতিশয় প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী দুরাত্মা তোমার দর্শনলাভার্থ প্রদর্শক ব্যক্তিকে হস্তী, গো, অশ্ব ও সুবর্ণময় রথ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সততই স্পর্দ্ধা করিত, যে কৌরব-সভায় আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল এবং যে দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল, অদ্য তুমি কি সেই বলমদমত্ত সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ? সে কি তোমার সহিত সমরে সমাগত ও তোমার শরাসনচ্যুত রুধিরপায়ী[3] শরে বিদীর্ণকলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে? দুর্য্যোধনের ভুজযুগল কি ভগ্ন হইয়াছে? যে দুরাত্মা সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে পুলকিত করিয়া "আমি ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব" এই দর্পপূর্ণ বাক্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল, তাহার সেই বাক্য ত সত্য হইল না? যে নির্ব্বোধ "অর্জ্জুন জীবিত থাকিতে আমি কখনই পদপ্রক্ষালন করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজ তুমি কি সেই কর্ণকে সংহার করিয়াছ? যে দুষ্ট সভামধ্যে কৌরবগণ-সমক্ষে কৃষ্ণাকে কহিয়াছিল, "হে কৃষ্ণে! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল পতিত পাণ্ডবগণকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ না?" অর্জ্জুন! তুমি কি

১। যম—প্রাণহরণকর্ত্তা। ২। কৃষ্ণসারমৃগ। ৩। রক্তপানকারী

তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছ? যে হতভাগ্য "আমি বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়কে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না," বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা কি তোমার শরনিকরে বিদীর্ণকলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে? হে ধনঞ্জয়! সৃঞ্জয় ও কৌরবগণের সমাগমকালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, তোমার অবিদিত নই। ঐ যুদ্ধে দুরাত্মা কর্ণ আমাকে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে; তুমি কি গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত প্রজ্বলিত বিশিখ-সমূহ দ্বারা সেই মন্দবুদ্ধির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়াছ? আমি কর্ণের শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি অদ্য নিঃসন্দেহ সূতপুত্রকে সংহার করিবে। আমার সেই চিন্তা ত নিষ্ফল হয় নাই? দুর্য্যোধন যে সূতপুত্রের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, তুমি কি অদ্য পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আশ্রয়স্বরূপ সেই কর্ণকে বিনষ্ট করিয়াছ? যে দুরাত্মা পূর্ব্বে সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে আমাদিগকে ষণ্ডতিল[1] বলিয়াছিল, যে হাস্যমুখে দুঃশাসনকে দ্যূতনির্জ্জিত[2] দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতে কহিয়াছিল এবং যে ক্ষুদ্রাশয় রথাতিরথ-সংখ্যাকালে[3] অর্দ্ধরথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া শস্ত্রধরাগ্রগণ্য[4] পিতামহকে[5] তিরস্কার করিয়াছিল, সেই দুর্ম্মতি-পরতন্ত্র[6] সূতপুত্র কি তোমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে? হে ধনঞ্জয়! আমার হৃদয়ে অপমান-সমীরণসন্ধুক্ষিত[7] রোষানল নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, আজ তুমি "কর্ণ আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে" এই কথা বলিয়া উহা নির্ব্বাণ কর। সূতপুত্রের বিনাশসংবাদ আমার প্রার্থনীয়; অতএব তুমি বল, কিরূপে তাহাকে সংহার করিলে? হে বীর! বৃত্রাসুর নিহত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পুরন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও এতাবৎকাল তোমার আগমনপ্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলাম'।"

/

১। শাঁসশূন্য তিল—তিলের খোসা। ২। পাশা খেলায় পরাজিতা। ৩। কে রথ, কে অতিরথ ইত্যাকার গণনা সময়ে। ৪। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ। ৫। ভীষ্মকে। ৬। দুর্ব্বুদ্ধিনিরত। ৭। বায়ু দ্বারা সমধিক উদ্দীপিত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তবীর্য্য-সম্পন্ন অর্জ্জুন নিতান্ত ক্রুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! অদ্য আমি সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে কৌরব-সৈন্যগণের অগ্রসর[1] মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষসদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিয়া সহসা আমার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আমার মেঘগম্ভীর-নিস্বন রথ নিরীক্ষণ করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল; আমিও সেই সমস্ত সৈন্যমধ্যে পাঁচ শত ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইলাম। তিনি আমাকে অবলোকন করিয়া, গজেন্দ্র যেমন সিংহের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ আমার অভিমুখে আগমন করিলেন এবং নিহন্যমান কৌরবগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া পরম প্রযত্ন-সহকারে বিষাগ্নি-সদৃশ[2] সুনিশিত শরনিকরে আমাকে ও বাসুদেবকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গুরুপুত্রের আট আটটি গো-সংযোজিত আটখানি শকট-পরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর ছিল, তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদয়ই পরিত্যাগ করিলেন, আমিও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তাঁহার শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শরাশন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া শিক্ষা, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন প্রদর্শনপূর্ব্বক বর্ষাকালে কৃষ্ণ মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে আমার কোন্ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন এবং কখন্ শরসন্ধান আর কখন্ই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাশন মণ্ডলাকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণাত্মজ আমাকে ও বাসুদেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন; আমিও নিমেষমধ্যে বজ্রকল্প ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলাম। তখন তিনি ক্ষণকালমধ্যে আমার শরনিকরে একান্ত বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর[3] ন্যায় শোভা

১। অগ্রগামী। ২। বিষ ও অগ্নিতুল্য। ৩। সজারু।

পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্যপুত্র স্বীয় সৈন্যগণকে আমার শরজালে একান্ত অভিভূত ও রুধিরলিপ্তদেহ নিরীক্ষণ করিয়া সূতপুত্রের রথসৈন্য[১] মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হস্তী ও অশ্বগণকে ধাবমান এবং যোদ্ধাদিগকে সাতিশয় শঙ্কিত অবলোকন করিয়া পঞ্চাশৎ মহারথ সমভিব্যাহারে সত্বর আমার অভিমুখে সমুপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথগণের বধসাধনপূর্ব্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। এক্ষণে গো-সমূহ যেমন কেশরীকে অবলোকন করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হইতেছে। প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের সম্মুখীন হইয়া যেন মৃত্যুর ব্যাদিতবদনে পতিত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ প্রভদ্রকদিগের সাত শত রথীকে নিহত করিয়াছে; ফলতঃ ঐ মহাবীর যে পর্য্যন্ত না আমাদিগকে দর্শন করিয়াছিল, তদবধি কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা আপনাকে পূর্ব্বে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে এবং তৎপরে কর্ণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, আপনি কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের এইরূপ অদ্ভুত অস্ত্র-প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। অদ্য তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারে, সৃঞ্জয়গণমধ্যে এমন আর কেহই নাই। অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষক হউন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠরক্ষা করুন। আজ আমি যদি সূতপুত্রকে সংগ্রামস্থলে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বৃত্রাসুরের সহিত সমাগত সুররাজের ন্যায় সেই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীরের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি আসিয়া আমাদের উভয়েরই যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। ঐ দেখুন, প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং রাজপুত্রগণ স্বর্গলাভার্থে নিহত হইতেছেন। আজ যদি আমি বলপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কর্ণকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে অঙ্গীকৃত-প্রতিপালন পরাঙ্মুখ[২] ব্যক্তির যে গতি, আমারও যেন সেই কৃচ্ছ্র[১] গতি-লাভ হয়। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি যুদ্ধে আমার জয় প্রার্থনা করুন। ঐ দেখুন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতেছে; অতএব আমাকে অবিলম্বে সংগ্রামস্থলে গমন করিতে হইবে। আমি সমুদয় সৈন্য ও শত্রুগণ এবং সূতপুত্রকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই'।"

১। রথারূঢ় যোদ্ধা। ২। প্রতিজ্ঞাপালনে পশ্চাৎপদ।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরপ্রযুক্ত ধিক্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্রের শরজালে একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে জীবিত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তোমার সৈন্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও কর্ণকে সংহার করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া ভীতমনে ভীমকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছ। এখন বুঝিলাম, আর্য্যা[২] কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তুমি দ্বৈতবনে আমার নিকট সত্য করিয়াছিলে যে,—আমি একাকীই কর্ণকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজ তুমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কিরূপে আগমন করিলে? তুমি যদি পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আমাকে কহিতে যে,—আমি সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না, তাহা হইলে আমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতাম। হে ধনঞ্জয়! তুমি তৎকালে আমার নিকট সূতপুত্রের বধসাধন-বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে? কি নিমিত্ত আমাদিগকে শত্রুমধ্যে আনয়ন করিয়া কঠিন ভূভাগে নিক্ষেপপূর্ব্বক চূর্ণ করিলে? হে অর্জ্জুন! আমরা সততই তোমাকে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি ফললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহুকুসুম-সুশোভিত নিষ্ফল পাদপের ন্যায় আমাদিগের তৎসমুদয়ই বিফল করিলে। আমি রাজ্যলাভে

১। কষ্টকর। ২। মান্যা মাতা।

একান্ত লোলুপ; কিন্তু এক্ষণে তোমা হইতে আমার আমিষখণ্ড-সমাচ্ছাদিত[1] বড়িশের[2] ন্যায়, ভক্ষ্যদ্রব্য-সমাচ্ছন্ন গরলের[3] ন্যায় রাজ্যব্যপদেশে[4] বিনাশলাভ হইল। হে ধনঞ্জয়! যোগ্য অবসরে প্রত্যুপ্ত[5] বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ আমরা কেবল রাজ্যলাভের আশয়ে এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার উপর নির্ভর করিয়া ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাদিগকে ঘোরতর দুঃখে নিপাতিত করিলে। হে নির্ব্বোধ। তোমার বয়ঃক্রম সাত দিন হইলে আর্য্যা কুন্তীর প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল যে,—এই দেবরাজ-সদৃশ বিক্রমশালী পুত্র রণস্থলে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিবে। ইহার বাহুবলেই খাণ্ডবপ্রস্থে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরাজিত হইবেন। এই বীর মদ্র, কলিঙ্গ, কেকয় ও কৌরবগণকে নিহত করিবে। ইহার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর প্রাদুর্ভূত হইবে না। ইহাকে কেহই কখন পরাজয় করিতে পারিবে না। এই বীর সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুন্তি! সুরজননী অদিতির পুত্র অরিনিসূদন মধুসূদনের ন্যায় এই পুত্র তোমার গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই মহাবীর সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক[6], বেগে বায়ু, ধীরতায় সুমেরু, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে দিবাকর, ঐশ্বর্য্যে কুবের, শৌর্য্যে শক্র[7] ও বলবীর্য্যে বিষ্ণুর অনুরূপ হইবে। ইহা হইতেই কৌরবদিগের বংশরক্ষা হইবে। এই বীর আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

হে ধনঞ্জয়! তৎকালে অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল; শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত মহর্ষিগণও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই দৈববাণী নিষ্ফল হইল। অতএব বোধ হইতেছে, দেবগণও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে বীর। আমি মহর্ষিগণের মুখে নিরন্তর তোমার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের উন্নতিবিষয়ে অণুমাত্র[8] প্রত্যাশা করিতাম না এবং তুমি যে সূতপুত্র হইতে ভীত হইবে, আমার মনেও কখন এরূপ বিশ্বাস হয় নাই। দেখ, তুমি বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক নির্ম্মিত অশব্দ-চক্রসম্পন্ন[1] কপিধ্বজ রথে আরোহণ এবং হেমপট্টসমলঙ্কৃত[2] খড়্গ ও তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ধারণ করিতেছ, বিশেষতঃ বাসুদেব তোমার সারথি হইয়াছেন; তথাচ তুমি সূতপুত্র হইতে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিলে। এক্ষণে তুমি বাসুদেবকে গাণ্ডীবশরাসন প্রদান কর। তুমি যদি কৃষ্ণের সারথি হইতে, তাহা হইলে উনি, পুরন্দর যেমন বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন তদ্রূপ প্রবল পরাক্রম সূতপুত্রকে বিনাশ করিতেন, সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! যদি অদ্য তুমি সমরচারী সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্র-শস্ত্রে সুনিপুণ অন্য এক ভূপালকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর। তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে পাপপুরুষপরিসেবিত অগাধ নরকে নিপতিত, পুত্র কলত্র-বিহীন এবং সুখ ও রাজ্যপরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিবে না। তোমার সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবে বিনষ্ট হওয়া বা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। হে দুরাত্মন্! এক্ষণে তোমার গাণ্ডীবে ধিক্, বাহুবীর্য্যে ও অসংখ্য শরনিকরে ধিক্ এবং বানরধ্বজ ও পাবকপ্রদত্ত রথেও ধিক্'।"

সপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-ধিক্কৃত অর্জ্জুনের তদীয় বধোদ্যম

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশ-বাসনায় সত্বর অসি গ্রহণ করিলেন। অন্তর্য্যামী হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিলে? এক্ষণে ত তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই। ধীমান্ ভীমসেন কৌরবগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি মহারাজের দর্শনার্থ রণভূমি হইতে সমাগত হইয়াছ। এক্ষণে সেই সিংহ-বিক্রান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কুশলী দেখিয়া

১—২। মাংসখণ্ডে জড়িত বর্শী। ৩। বিষের। ৪। রাজ্যলাভচ্ছলে। ৫। বপন করা—বোনা। ৬। চন্দ্র। ৭। ইন্দ্র। ৮। অতি সামান্য পরিমাণ।

১। শব্দহীন চাকাযুক্ত—আজকালকার শব্দশূন্য আকাশযানের যে আবিষ্কার, তাহারও আদর্শভূমি মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের সমরক্ষেত্র। ২। সোনার জরীযুক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত'

এই আহ্লাদ সময়ে কেন বিমোহিতের ন্যায় কার্য্য করিতেছ? এখানে ত তোমার বধার্হ[1] কেহ উপস্থিত নাই; তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উদ্যত হইতেছ? অথবা বোধ হয়, তোমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকিবে; নচেৎ তুমি কি নিমিত্ত সত্বর করে করবারি[২] গ্রহণ করিলে?'

হে মহারাজ! মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কেশবকে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! "তুমি অন্যকে গাণ্ডীব শরাসন সমর্পণ কর," এই কথা যিনি আমাকে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুব্রত[৩]। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে সেই কথা কহিয়াছেন। অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য[৪]লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। আমার খড়্গ গ্রহণ করিবার এই কারণ। তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত আছ, এ সময়ে বিবেচনাপূর্ব্বক যেরূপ কহিবে, আমি তাহাই করিব।'

অর্জ্জুনের প্রতি ধিক্কারপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপদেশ

হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে বারংবার ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমাকে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু; কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না। আজি তোমাকে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ। অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য অবধারণ সময়ে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্যাকার্য্যের[৫] যাথার্থ্য[৬] নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। শাস্ত্র দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহবশতঃ ধর্ম্ম-রক্ষা-মানসে প্রাণিবধরূপ মহাপাপপঙ্কে[1] নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্র-জ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং মিথ্যবাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কিরূপে প্রাকৃত[২] পুরুষের ন্যায় পুরুষপ্রধান, ধর্ম্মকোবিদ[৩] জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে? সজ্জনেরা সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদ্‌গ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্মুখ শত্রুকেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব-প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্খতাবশতঃ অধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতর ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ। হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সাধু ব্যক্তিই সত্যকথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্য-তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্য-স্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতান্ত বালক; আর যে ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যথার্থ নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞ[৪] ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক-ব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়।'

১। বধ্য—বধযোগ্য। ২। তরবাল। ৩। গুপ্ত প্রতিজ্ঞা। ৪। ঋণমুক্তি। ৫—৬। কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের তত্ত্ব।

১। মহাপাপরূপ কর্দ্দমে। ২। বালকবৎ নির্ব্বোধ। ৩। ধর্ম্ম-বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধসম্পন্ন। ৪। জ্ঞানার্জ্জনকারী।

কৃষ্ণ কর্তৃক বলাক-ব্যাধবৃত্তান্ত বর্ণন

অর্জুন কহিলেন, 'হে জনার্দন! আমি বলাক ও কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্তন কর।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জুন! পূর্ব্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অসূয়াশূন্য[১] ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও পুত্র, কলত্র[২] প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত মৃগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্রবিহীন শ্বাপদ[৩] তাহার নয়নগোচর হইল। ঐ শ্বাপদ ঘ্রাণ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহাকে একাগ্রচিত্তে জলপান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরাদিগের অতি মনোহর গীতবাদ্য হইতে লাগিল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জুন! সেই শ্বাপদ তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশহেতু হওয়াতে বিধাতা উহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণনাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।

কৌষিক-বিপ্র-বৃত্তান্ত

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত[৪] তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীসমূহের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল,—হে ভগবান্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণ কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থ তাহাদিগকে কহিলেন,—কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম[১]পরিবেষ্টিত অটবী[২]মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্য-জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

কৃষ্ণের ধর্ম্মবিষয়ক বিবিধ উপদেশ

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ[৩] অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসানিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ[৪] করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য-স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না।

১। পরদোষ-আবিষ্কারবিমুখ। ২। স্ত্রী। ৩। হিংস্র জন্তু। ৪। বেদপারগ।

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ—ঝোপ। ২। বন। ৩। ধর্ম্মনিশ্চয়ে অপটু। ৪। রক্ষা।

প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতিনিধন এবং উপহাস—এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্বদর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধনদান করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে অধর্ম্মাচরণ-নিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধিসাধ্যানুরূপ ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত[১]-নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার বধার্হ কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! তুমি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন; তুমি আমাদের হিতার্থে যাহা কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি আমাদের পিতামাতার সদৃশ এবং তুমিই আমাদের গতি ও আশ্রয়। ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব সত্যধর্ম্ম যে তোমার বিশেষ বিদিত আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ যে আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। হে কৃষ্ণ! যদি কোন মনুষ্য আমাকে কহে যে, —হে পার্থ! তুমি তোমা অপেক্ষা সমধিক অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিব; আমার এই ব্রত তোমার অবিদিত নাই। মহাত্মা ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাঁহাকে তুবরক[২] বলে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার সমক্ষেই আমাকে বারংবার অন্যকে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিলেন। এক্ষণে যদি আমি ইঁহাকে সংহার করি, তাহা হইলে ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব না। হে কেশব! আমি বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মরাজের বধচিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয় এবং আমার ও ধর্ম্মরাজের জীবনরক্ষা হয়, তাহার উপায়বিধান কর।'

কৃষ্ণের অর্জ্জুন-প্রতিজ্ঞাপালন-মধ্যস্থতা

বাসুদেব কহিলেন, 'হে সখে! ধর্ম্মরাজ সূত-পুত্রের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় তাড়িত ও ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইনি রোষভরে তোমার প্রতি এইরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তুমি উঁহার বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ করিবে, এই উঁহার অভিপ্রায়। পাপাত্মা সূতপুত্র একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; আজ কৌরবগণ তাহাকে পণস্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে সেই দুর্দ্ধর্ষ কর্ণের বিনাশ-সাধন করিতে পারিলেই কৌরবেরা অক্লেশে পরাজিত হইবে। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই বিবেচনা করিয়াই কটুবাক্য দ্বারা তোমাকে কোপিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইঁহাকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার অতি কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে ইনি জীবিত সত্ত্বেও যাহ'তে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, এইরূপ এক উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, তত দিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধবর্গ ও অন্যান্য বীরগণ, তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব—তোমরা সকলেই ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক, আজ তুমি তাঁহাকে অণুমাত্র অপমানিত কর। হে অর্জ্জুন! গুরুকে "তুমি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহাকে বধ করা হয়, অতএব তুমি পূজ্যতম ধর্ম্মরাজকে "তুমি" বলিয়া নির্দ্দেশ কর। এক্ষণে আমি যে প্রকার কহিলাম, অথর্ব্ববেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাও এইরূপই কহিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ গুরুলোককে "তুমি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহাকে এক প্রকার বধ করা হয়; অতএব মঙ্গলাভার্থী ব্যক্তি অবিচারিতচিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে ধর্ম্মনন্দনকে "তুমি" বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনাকে

১। মিথ্যা। ২। শৃঙ্গহীন গো।

তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান করিবেন। তৎপরে তুমি ইঁহার চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি এইরূপ করিলে এই ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন না ; অতএব তুমি এক্ষণে এইরূপে স্বীয় সত্যপ্রতিপালন ও ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করিয়া সূতপুত্রকে বিনাশ কর'।"

একসপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-প্রতি পার্থের "তুমি" শব্দ প্রয়োগ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া পরুষবাক্যে ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন,—'হে রাজন্! তুমি রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ ; অতএব আমাকে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। মহাবল-পরাক্রান্ত শত্রুসূদন ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী মহীপালগণকে নিপীড়িত ও নিপাতিত করিয়া মৃগনিহন্তা[1] সিংহের ন্যায় বহু সহস্র কুঞ্জর এবং অযুত কাম্বোজ ও পার্ব্বতীয়কে সংহারপূর্ব্বক তোমার অসাধ্য অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ন্যায় প্রভাবশালী। ঐ মহাবীর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা ও খড়্গের আঘাতে চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিয়া হস্তপদের আঘাতে অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করিতেছেন এবং রথে আরোহণপূর্ব্বক শরাশসননির্ম্মুক্ত শরনিকরে শত্রুগণকে সহসা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর একাকী দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গবল[2] প্রমথিত করিয়া নীলমেঘসদৃশ কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ, মাগধ, ও অন্যান্য শত্রুগণের প্রাণসংহার এবং যথাসময়ে রথে আরোহণপূর্ব্বক জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরবর্ষণ করিতেছেন। অদ্য তাঁহার নিশিত শরে অষ্ট শত গজ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই বীরই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। কিন্তু তুমি সতত সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাক ; সুতরাং আমার নিন্দা করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা দ্বিজগণের বাক্যবল ও ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল প্রকৃষ্ট বলমধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাক্য প্রকাশ করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে বলহীন করিতেছ। সত্যসন্ধ পিতামহ তোমার প্রিয়কামনায় স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করাতে দ্রুপদনন্দন মহাবীর শিখণ্ডী সেই মহাত্মাকে নিপাতিত করিয়াছেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম ; নচেৎ দ্রুপদতনয় কদাপি পিতামহকে সংহার করিতে পারিতেন না। ফলতঃ আমি স্ত্রী, পুত্র, শরীর ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমার হিতার্থে যত্নবান্ রহিয়াছি ; তথাপি তুমি আমাকে বাক্যবাণে নিপীড়িত করিতেছ। আমি তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে নিহত করিতেছি, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর। তোমার নিকট থাকিয়া কোন মতেই সুখী হইতে পারি না। হে রাজন্! তুমি অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধুব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে অরাতিগণকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করিতেছ ; অতএব আমি তোমার রাজ্যলাভে সন্তুষ্ট নহি। সহদেব অক্ষক্রীড়াতে বহুতর দোষ ও অধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিল ; তথাপি তুমি তাহা পরিত্যাগ কর নাই ; সেই নিমিত্তই আমরা এইরূপ পাপগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া স্বয়ং দুঃখোৎপাদনপূর্ব্বক অদ্য আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, অতএব জানিলাম, তোমা হইতেই আমাদিগের কিছুমাত্র সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। তোমার অপরাধেই শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ আমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎকার করিয়া ছিন্নগাত্রে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। তোমা হইতেই কৌরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং উভয়পক্ষীয় যোধগণ সমরে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতেছে। হে রাজন্! তুমি দ্যূতক্রীড়ায়

১। পশুমারক। ২। চতুরঙ্গিণী সেনা।

প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তোমার নিমিত্তই আমাদের রাজ্যনাশ ও যার পর নাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি পুনরায় ক্রূরবাক্য দ্বারা আমাকে ব্যথিত করিও না।'

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মভীরু! স্থিরপ্রজ্ঞ[1] সব্যসাচী ধর্ম্মরাজকে এইরূপ পরুষবাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্পমাত্র পাপের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিলেন। তখন বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত পুনরায় এই আকাশসদৃশ শ্যামল অসি নিষ্কাশিত করিলে? তুমি অবিলম্বে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর; আমি তোমার প্রয়োজনসিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি।' মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে আত্মবিনাশ করিব।' তখন পরমধার্ম্মিক বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি রাজাকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া আপনাকে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করিয়া আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুজনের সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। দেখ, যদি আজ তুমি খড়্গাঘাতে ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় রহিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি করিতে? সূক্ষ্মধর্ম্ম অতিশয় দুরবগাহ[2]; অজ্ঞ ব্যক্তি উহা কখনই সহসা বুঝিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা ঘোরতর নরকে নিপতিত হইবে। অতএব এক্ষণে স্বয়ং আপনার গুণকীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তোমার আত্মবিনাশ করা হইবে?'

অর্জ্জুনের আত্মঘাত-অনুকল্প আত্মপ্রশংসা

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক শরাসন অবনত করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, 'হে রাজন্! পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি তাঁহার অনুগৃহীত ও মহাত্মা। আমি

১। স্থিরবুদ্ধি। ২। দুর্ব্বোধ্য

ক্ষণকালমধ্যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ নষ্ট করিতে পারি। আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছি। আমার পরাক্রমেই আপনার দিব্য সভা নির্ম্মিত ও সমাপ্তদক্ষিণ[1] রাজসূয়-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল, আমার করে নিশিত শরনিকর ও জ্যাযুক্ত সশর শরাসন এবং পদদ্বয়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে; মাদৃশ ব্যক্তিকে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি কৌরবপক্ষীয় উদীচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছি। সংশপ্তকগণের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; বস্তুতঃ আমি কৌরবপক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছি। দেবসেনাসদৃশ[2] বিক্রমসম্পন্ন কৌরব সৈন্যগণ আমার শরে নিহত হইয়া মরণশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আমি অস্ত্রজ্ঞদিগকেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, এই নিমিত্তই সমুদয় লোককে ভস্মসাৎ করিতেছি না। এক্ষণে কৃষ্ণ ও আমি—আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ করিয়া কর্ণবিনাশার্থ গমন করিতেছি। আপনি সুস্থির হউন। আমি অবশ্যই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিব। অদ্য হয় কর্ণের মাতা পুত্রহীন হইবে, না হয় আমার মৃত্যুনিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত বিষণ্ণ হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য কর্ণকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।'

হে কুরুরাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া শরাশন ও শস্ত্র পরিত্যাগ এবং অসি কোষমধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনাকে এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ! সূতপুত্র আমার সহিত সংগ্রামার্থ আগমন করিতেছে। আমি অচিরাৎ তাহাকে সংহার করিব। আমি কেবল আপনার হিতসাধনার্থ জীবনধারণ করিয়াছি। এক্ষণে ভীমসেনকে সমর হইতে মুক্ত ও সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিতে চলিলাম।' মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে জ্যেষ্ঠ

১। দক্ষিণাদান দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত।
২। কার্ত্তিকেয়।

ভ্রাতার পাদবন্দনানন্তর সময়ে গমন করিবার মানসে সমুত্থিত হইলেন।

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনাপমানিত যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা

হে কুরুরাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতার পূর্ব্বোক্ত পরুষবাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি অতি অসৎকার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত[1], মূঢ়, অলস, ভীরু ও পরুষ[2], আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল; অতএব তুমি অচিরাৎ আমার মস্তকচ্ছেদন কর। কি সুখে আর আমার অধীন থাকিবে? অথবা আমি অচিরাৎ বনে গমন করিতেছি; তুমি সুখী হও। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্যলাভের উপযুক্ত। আমি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন কি? আমি আর তোমার পরুষবাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউক। অপমানিত হইয়া আমার জীবনধারণের প্রয়োজন নাই।' ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন।

তখন মহামতি বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে প্রণতি-পুরঃসর কহিলেন, 'হে মহারাজ! সত্যসন্ধ গাণ্ডীবধন্বা গাণ্ডীববিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি উঁহাকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহাকে বিনাশ করিবেন। আপনি ধনঞ্জয়কে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব সমর্পণ করিতে কহিয়াছেন, সেই নিমিত্তই উনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ আমার প্রবর্ত্তনায় আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুলোকের অপমানই মৃত্যুস্বরূপ। হে মহারাজ! এক্ষণে আমরা উভয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য পৃথিবী কর্ণের শোণিত পান করিবে। এক্ষণে আপনি সূতপুত্রকে নিহত বোধ করুন।'

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই বাক্যশ্রবণে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা কহিলে, সকলই যথার্থ। আমি অর্জ্জুনকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে বলিয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি; এক্ষণে তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম। অদ্য তুমি আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ্ হইতে মুক্ত করিলে। আজ অর্জ্জুন ও আমি—আমরা উভয়েই অজ্ঞানপ্রভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার প্রভাবে এই ভীষণ বিপদ্‌সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার বুদ্ধি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত দুঃখ-শোকার্ণব হইতে উদ্ধার করিল'।"

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-নিকটে অর্জ্জুনের অপরাধক্ষমাপণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে ধনঞ্জয়কে অনুরোধ করিলেন এবং মহাত্মা অর্জ্জুনকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ-নিবন্ধন নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! যদি তুমি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইত? তুমি রাজাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া এইরূপ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছ, আর তাঁহাকে বিনাশ করিলে না জানি কি করিতে। যথার্থ ধর্ম্ম স্বভাবতই নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ অজ্ঞানেরা উহা কখনই সহজে বুঝিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মভয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাণসংহার করিলে নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইতে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে পরমধার্ম্মিক ধর্ম্ম-রাজকে প্রসন্ন কর। যুধিষ্ঠির প্রীত হইলে আমরা উভয়ে সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইব। আজ তুমি নিশ্চয়ই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্মরাজের বিপুল প্রীতি সম্পাদন করিবে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রসন্ন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে গমন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব উহা করিলেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।'

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিতভাবে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত

১। পাশাক্রীড়াদি বিষয়ক কার্য্যে লিপ্ত। ২। নিষ্ঠুর।

হইয়া বারংবার কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ আপনাকে যে সমস্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদয় ক্ষমা করুন।' তখন ধর্ম্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান¹ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে উত্থাপনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় বহুক্ষণ রোদন করিয়া পরিশেষে পরম প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতমনে অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! কর্ণ সংগ্রাম-নিপুণ সমুদয় সৈন্যের সমক্ষে শরজাল দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শরাসন, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব জানিয়া ও কার্য্য দেখিয়া বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। আমার জীবনে আর আস্থা নাই। যদি তুমি অদ্য তাহাকে নিপাতিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।'

মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি সত্য, মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, অদ্য হয় সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইব। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম।'

মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই সূতপুত্রকে সংহার করিব।' বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে নিহত করিবে, ইহা আমি সতত অভিলাষ করিয়া থাকি।' অনন্তর মহামতি বাসুদেব পুনরায় ধর্ম্মনন্দনকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া দুরাত্মা কর্ণের বিনাশে অনুজ্ঞা করুন। আমরা অপনাকে কর্ণশরনিপীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। ভাগ্যক্রমে আজ আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এক্ষণে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া বিজয়লাভার্থে আশীর্ব্বাদ করুন।'

১। অত্যন্ত রোদনপরায়ণ।

অর্জ্জুনের কর্ণবিজয়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশ

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে অবশ্যকর্ত্তব্য হিতকর কথা কহিয়াছ, অতএব উহা পরুষ হইলেও আমি ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না।' হে মহারাজ! মহাত্মা ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্যশ্রবণানন্তর প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি আমাকে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম্য লাভ কর।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মহারাজ! অদ্য শরনিকরে বলগর্ব্বিত পাপাত্মা কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র শরাসন আনত করিয়া শরজালে আপনাকে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ঘোর সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনাকে দর্শন ও আপনার সম্মান করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার পদ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, অদ্য সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাচ সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগত হইব না।' তখন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—'হে ধনঞ্জয়! তোমার শোকক্ষয়, অরাতিবিনাশ, আয়ুর্বৃদ্ধি ও জয়-লাভ হউক। দেবগণ তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন এবং তোমার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা করি, তুমি তৎসমুদয় লাভ কর। এক্ষণে পুরন্দর যেমন পূর্ব্বে আপনার শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বৃত্রাসুরের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হও'।"

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা—শুভ লক্ষণ প্রকাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে প্রহৃষ্টমনে ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন করিয়া সূতপুত্রের বধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, 'সখে!

তুমি পুনরায় আমার রথ সুসজ্জিত এবং উহাতে অশ্ব-সকল সংযোজিত ও সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সুশিক্ষিত অশ্বসকল শ্রমাপনোদনের[১] নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারংবার বিলুণ্ঠিত হইতেছে এক্ষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং সূতপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে আমাকে রণস্থলে লইয়া চল।'

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপ কহিলে মহামতি বাসুদেব স্বীয় সারথি দারুককে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্জ্জুনের বাক্য অবিকল বলিয়া অবিলম্বে রথানয়নে আদেশ করিলেন। দারুক বাসুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথে অশ্ব সংযোজনপূর্ব্বক মহাত্মা অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন ও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের রথাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহাকে মহাবেগে ধাবমান দেখিয়া সূতপুত্রকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় সমুদয় দিগ্ বিদিক্ নির্ম্মল হইল, চাস[২], শতপত্র[৩] ও ক্রৌঞ্চ[৪]পক্ষিগণ অর্জ্জুনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল; পুংনামক মঙ্গলজনক বিহঙ্গমগণ[৫] ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে ত্বরা প্রদর্শনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিতান্ত ভীষণদর্শন গৃধ্র শ্যেন ও বায়স[৬]গণ মাংসলোলুপ হইয়া অর্জ্জুনের অগ্রে অগ্রে গমন করত অর্জ্জুনের অরি-সৈন্যবিনাশ ও সূতপুত্রসংহাররূপ শুভ নিমিত্ত সূচিত করিতে লাগিল।

কৃষ্ণের যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামস্থলে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত স্বেদজল নির্গত হইল এবং তিনি কিরূপে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন ধনঞ্জয়কে চিন্তায় আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'সখে! গাণ্ডীবপ্রভাবে তুমি যাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। দেবরাজ-সদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন বহুসংখ্যক বীর তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, কাম্বোজদেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়? তোমার দিব্য অস্ত্র, হস্তলাঘব, বাহুবল, যুদ্ধে অসম্মোহ, বিজ্ঞান, দৃঢ়-ভেদিতা[১], লক্ষ্যে অস্খলন ও প্রহারবিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা আছে। তুমি দেব-গন্ধর্ব্ব-সমবেত সমুদয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক[২] ভূত বিনাশ করিতে পার। এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি, সমরদুর্ম্মদ[৩] ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার তুল্য বীর কখন শ্রবণ বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্ব্বলোকস্রষ্টা পিতামহ গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ; অতএব তোমার অনুরূপ বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা হিতকর, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত, নিতান্ত গর্ব্বিত, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালকোবিদ[৪]; আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ বীর আমার মতে তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব পরম যত্ন-সহকারে তাহাকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তেজে হুতাশনসঙ্কাশ, বেগে বায়ুসদৃশ ও ক্রোধে অন্তকতুল্য; ঐ বিশালবাহুশালী বীরবরের দৈর্ঘ্য আট অরত্নি[৫]পরিমিত; বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত এবং সে নিতান্ত দুর্জ্জয়, অভিমানী, প্রিয়দর্শন, যোধগণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হিতানুষ্ঠাননিরত। আমার বোধ হইতেছে, এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহই ঐ মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, অতএব তুমি অদ্য তাহাকে বিনাশ কর। ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবতা মিলিত হইয়াও যত্ন সহকারে ঐ

১। যুদ্ধশ্রম দূরীকরণের। ২। স্বর্ণচাতক—সোণা-চাংক। ৩। ময়ূর। ৪। বক। ৫। পুরুষপক্ষিসমূহ। ৬। কাক।

১। অমোঘ বিদারণ শক্তি। ২। চর ও অচর যাবতীয়। ৩। সমরে উন্মত্ত। ৪। কিরূপ স্থানে—কি রকম কালে—যুদ্ধে কর্ত্তব্য, তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞ। ৫। তিনপোয়া হাতে এক অরত্নি।

মহারথকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র অতিশয় দুরাত্মা, পাপস্বভাব, ক্রূর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন; সে এক্ষণে অকারণ তোমাদিগের সহিত এইরূপ বিরোধ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হও। ঐ দুরাত্মাকে পরাজয় করে, এমন আর কেহই নাই, অতএব তুমি তাহাকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। দুরাত্মা সূতপুত্র বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া থাকে। পাপ-পরায়ণ দুর্য্যোধনও উহার বীর্য্যপ্রভাবে আপনাকে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজ তুমি সেই শর-শরাসন-খড়্গধারী, গর্ব্বিতস্বভাব, পাপকার্য্যের মূলস্বরূপ সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার প্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বলবীর্য্য সম্যক্ অবগত আছি, এক্ষণে দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্য আশ্রয় করিয়া তোমার বলবীর্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি সেই সূতপুত্রকে কেশরী[১] যেমন মাতঙ্গ[২]কে বিনাশ করে, তদ্রূপ অচিরাৎ সংহার কর'।"

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের সমর উৎসাহদান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর উদারস্বভাব বাসুদেব কর্ণ-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প অর্জ্জুনকে পুনরায় কহিলেন, 'হে সখে! অদ্য সপ্তদশ দিন হইল, অনবরত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডবপক্ষীয় বিপুল সৈন্য কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। কৌরবগণ প্রভূত গজবাজিসম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। যাবতীয় পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সমাগত অন্যান্য ভূপালগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই সমরে অবস্থান করিতেছেন। পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, কারূষ ও চেদিগণ ত্বৎকর্ত্তৃক[৩] রক্ষিত হইয়াই শত্রুক্ষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কৌরব-সৈন্যের কথা দূরে থাকুক, তুমি সুরাসুরনর-সমবেত[১] ত্রিলোক পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি দেবরাজসদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও ভগদত্তকে পরাজয় করিতে পারে? ভূপতিগণ তোমার বাহুবলে রক্ষিত সৈন্যগণকে দর্শন করিতেও সমর্থ নহেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমাকর্ত্তৃক নিয়ত রক্ষিত হইয়াই ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিপাতিত করিয়াছে, নচেৎ সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয়কে পরাজয় করা কাহার সাধ্য? তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি অনেক অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর যুদ্ধদুর্ম্মদ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সৌমদত্তি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে পারে? তোমার শরে নানা জনপদবাসী অসংখ্য ক্ষত্রিয় বিনষ্ট এবং রথ ও হস্তিসমুদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ধ্বজবাজিসম্পন্ন গোবাস, দাসমীয়, বসাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজসৈন্যগণ তোমার ও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই দুর্য্যোধনের কার্য্যে নিযুক্ত কৌরবগণপরিবৃত অতি ভীষণ উগ্রস্বভাব দণ্ডপাণি যুদ্ধবিশারদ তুষার, যবন, খস, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, রামঠ, কৌঙ্কন, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় ও সাগরকূলবর্ত্তী শূরগণকে জয় করিতে পারে নাই। যদি তুমি দুর্য্যোধন-সৈন্যগণকে ব্যূহিত ও উগ্র দেখিয়া স্বপক্ষরক্ষণে তৎপর না হইতে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতি গমনে সমর্থ হইত? কোপাবিষ্ট পাণ্ডবগণ তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই সাগরের ন্যায় সমুদ্ধূত[২] ধূলিপটলসংবৃত[৩] কৌরব-সৈন্যগণকে বিদারণপূর্ব্বক নিহত করিয়াছেন। আজ সাত দিন হইল, মগধাধিপতি মহাবল-পরাক্রান্ত জয়ৎসেন অভিমন্যুর শরে নিপাতিত হইয়াছেন এবং ভীমসেন গদাপ্রহারে তাঁহার অনুগামী দশ সহস্র হস্তীর প্রাণসংহারপূর্ব্বক অন্যান্য শত শত নাগ ও রথ বিনষ্ট করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণ এইরূপে মহাবীর ভীমসেনের ও তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সহিত নিহত হইয়াছেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে কৌরবদিগের সেনামুখ[৪] নিপাতিত করিলে পরমাস্ত্রবিদ্ ভীষ্মদেব শরজাল

১। সিংহ। ২। হস্তীকে। ৩। তোমা দ্বারা।

১। দেব-দানব-মানবযুক্ত। ২—৩। ঊর্দ্ধে উত্থিত ধূলিজালে আচ্ছাদিত। ৪। প্রধান প্রধান সৈনিকসমূহ।

বর্ষণপূর্ব্বক চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্ত ও কৈকয়গণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিহত করিয়াছেন। তাঁহার শরাসনচ্যুত পরদেহবিদারণ[১] সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি এক একবার শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্য ও হস্তী নিহত করিয়াছেন। তাহারা বিনষ্ট হইয়া পতনসময়ে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ সংহার করিয়াছে। মহাবীর ভীষ্মদেব ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশ দিন অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক রথ-সকল রথিশূন্য ও গজবাজিগণকে নিহত করিয়া রুদ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন পুরঃসর চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয়দেশীয় নরপতিদিগকে নিপীড়িত করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি সমর-সাগরে নিমগ্ন মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে সৃঞ্জয়দিগের সহস্র কোটি পদাতি ও অন্যান্য মহীপালগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবণ[২]পূর্ব্বক অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাবে রক্ষিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে পুরুষপ্রধান কুরুপিতামহকে নিপাতিত করিয়াছে। ফলতঃ মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

প্রতাপান্বিত দ্রোণাচার্য্যও পাঁচ দিন শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করিয়াছিলেন। তিনি অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সংহার ও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। ঐ অন্তকসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোধ[৩] দগ্ধ হইয়াছিল। মহাবল-পরাক্রান্ত আচার্য্য এইরূপে অরাতি সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির হইবে যে, তোমার প্রভাবেই দ্রোণের মৃত্যু হইয়াছে। যদি তুমি সমরে কর্ণপ্রমুখ রথিগণকে নিবারিত না করিতে, তাহা হইলে ঐ বীর কখনই নিহত হইতেন না। তুমি দুর্য্যোধনের সমুদয় বল নিবারিত করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি জয়দ্রথ বিনাশ-সময়ে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন্ ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে পারে? তুমি সমুদয় কৌরবসৈন্য বিদারণ ও মহাবীর ভূপতিগণকে সংহার করিয়া অস্ত্রবলে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছ। ভূপালগণ সিন্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন, কিন্তু তুমি ঐরূপ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিলেও আমার উহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। এই সমুদয় ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট করিতে তোমার সম্পূর্ণ একদিন যুদ্ধ করিতে হয় না। যদি তোমার একদিনের যুদ্ধ উহারা সহ্য করিতে পারে, তবে আমি উহাদিগকে বলবান্ বলিয়া স্বীকার করি। তুমি মুহূর্ত্তমধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর কৌরব-সেনা বীরশূন্য হইয়াছে। যোধগণ নিপতিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় বিনষ্ট হওয়াতে অদ্য কৌরব-সৈন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাবিহীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বকালে অসুর-সেনাগণ যেমন ইন্দ্রের পরাক্রমে ধ্বংস হইয়াছিল, এক্ষণে কৌরব-সেনারাও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে বিনষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, মদ্ররাজ ও কৃপাচার্য্য—এই পাঁচ জন মাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য ঐ পাঁচ মহারথকে নিপাতিত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিরিকানন-সমন্বিত পৃথিবী প্রদান কর। পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে দেবতারা যেমন হৃষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য অরাতিগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে পাঞ্চাল-গণ সেইরূপ পরিতুষ্ট হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মান-রক্ষার্থে অশ্বত্থামার প্রতি ও আচার্য্যগৌরব[১] প্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রতি দয়া কর এবং যদি মাতৃবান্ধব[২] বলিয়া কৃত-বর্ম্মাকে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। দুর্য্যোধন রজনীযোগে যে তোমাদিগকে

১। শত্রুশরীরচ্ছেদনকারী। ২। বিতাড়ন। ৩। যোদ্ধা।

১। অস্ত্রগুরুর সম্মান। ২। মাতার সম্পর্কিত।

মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত এবং সভামধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপপরায়ণ সূতপুত্রই তৎসমুদয়ের মূল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রতিনিয়ত কর্ণ হইতেই পরিত্রাণ বাসনা করিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা আমাকে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছে যে, কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার বলবীর্য্য অবগত হইয়াও একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাত্মা সূতপুত্রও "আমি পাণ্ডবগণকে এবং মহারথ বাসুদেবকে পরাজিত করিব" বলিয়া প্রতিনিয়ত দুরাশায় দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে গর্জ্জন করিয়া থাকে। ফলতঃ দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, পাপাত্মা কর্ণ সেই সমুদয়েরই মূলীভূত। অতএব আজ তুমি তাহাকে বিনাশ কর।

হে ধনঞ্জয়! বৃষভস্কন্ধ[১] মহাযশস্বী অভিমন্যু দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত এবং মাতঙ্গগণকে আরোহিশূন্য, মহারথদিগকে রথশূন্য, তুরঙ্গগণকে আরোহিহীন, পদাতিগণকে আয়ুধ ও জীবিতবিহীন এবং সমস্ত সৈন্য ও মহারথগণকে বিদলিত করিয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হইতেছিল, ক্রূরকর্ম্মকারী ছয় মহারথ একত্র হইয়া সেই মহাবীরকে নিহত করিয়াছে। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তদ্দর্শনাবধি[২] ক্রোধানলে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। দুরাত্মা কর্ণ অভিমন্যুর সংগ্রামসময়ে তাহারও দ্রোহে[৩] প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে ঐ দুরাত্মা সুভদ্রাতনয়ের প্রহারে জর্জ্জরীভূত, উৎসাহশূন্য ও জীবনে নিরাশ হইয়া ক্রোধভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ দুরাত্মা দ্রোণাচার্য্যের তৎকালসদৃশ ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে, ছলপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ সেই আয়ুধশূন্য বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করিল। তদ্দর্শনে কর্ণ ও দুর্য্যোধন ব্যতীত আর সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল।

হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ-সমক্ষে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, "হে বিপুলনিতম্বে[১] মৃদুভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত[২] নরকে গমন করিয়াছে ; অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্ব্বপতিগণ বর্ত্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজসদনে প্রবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য।" হে পার্থ! পাপপরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কুবাক্যসকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজ তুমি জীবিত[৩]নাশক শিলাশিত সুবর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া তাহার দুর্ব্বাক্যের এবং সে তোমার প্রতি যে সকল পাপাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের শাস্তিবিধান কর। আজ কর্ণ গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত ঘোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন স্মরণ করুক। আজ তোমার ভুজনিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ-সপ্রভ[৪] সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ-সমুদয় সূতপুত্রের বর্ম্ম ও মর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক শোণিত পান করিয়া উহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করুক। আজ ভূপালগণ তোমার শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া হাহাকারপূর্ব্বক বিষণ্ণ-মনে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত এবং তাহার বান্ধবগণ দীনভাবে তাহাকে শোণিতমগ্ন ও রণশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ দুরাত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লে উন্মথিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হউক। মহাবীর শল্য তোমার শরনিকরে সংচূর্ণিত, যোধশূন্য, কনকমণ্ডিত রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজ দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্যলাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ দুরাত্মা কর্ণের নিশিত শরে নিপীড়িত হইয়াও তোমাদিগের উদ্ধারবাসনায় ধাবমান হইতেছে। সূতপুত্র পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ, নকুলপুত্র শতানীক, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকিকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ

১। বৃষতুল্য উন্নত-স্কন্ধ। ২। সেই অবস্থা দর্শন করা পর্য্যন্ত। ৩। অনিষ্টাচরণে।

১। স্থূলনিতম্বিনি!—পাছা যাহার স্থূল, এরূপ নারী। ২। চিরভোগ্য। ৩ প্রাণ। ৪। বিদ্যুৎকান্তি।

কর্ণ-শর-নিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চালগণের সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম একাকী শরজালে সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়াও সমরপরাঙ্মুখ বা ভীত হয় নাই। উহারা ধনুর্দ্ধরগণের অস্ত্রগুরু, প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিয়ত সমুদ্যত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কখন রণপরাঙ্মুখ হয় নাই। আজ হুতাশন যেমন শলভদিগকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ দুরাত্মা সূতপুত্র মিত্রার্থ[1] প্রাণপরিত্যাগে উদ্যত মহাবেগে সমাগত সেই পাঞ্চালগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন। তুমি আজ প্লব[2]স্বরূপ হইয়া সেই সমরসাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরিত্রাণ কর। সূতপুত্র ঋষিসত্তম পরশুরামের নিকট হইতে যে ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ সেই শত্রুসৈন্যতাপন[3] তেজঃপ্রজ্বলিত অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়াছে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য শর সমুৎপন্ন হইয়া ভ্রমরপংক্তির ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিতেছে। পাঞ্চালগণ কর্ণের অনিবার্য্য অস্ত্র-প্রভাবে ব্যথিত হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন সৃঞ্জয়গণে পরিবৃত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইতেছেন। এক্ষণে তুমি যদি সূতপুত্রকে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে ঐ মহাবীর শরীরস্থিত ব্যাধির ন্যায় প্রবল হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিবে। হে অর্জ্জুন। যুধিষ্ঠির-বল[4]-মধ্যে তোমা ভিন্ন এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, সূতপুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সুস্থশরীরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমা ভিন্ন আর কেহই সমরাঙ্গনে কর্ণের সহিত কৌরবগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব আজি তুমি নিশিত শরজালে মহারথ কর্ণের বিনাশরূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালন, কীর্ত্তিলাভ ও অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক সুখী হও'।"

১। মিত্র দুর্য্যোধনের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ত। ২। নৌকাদি আশ্রয়। ৩। বিপক্ষগণের তাপপ্রদানকারী। ৪। যুধিষ্ঠিরের সৈনিক।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের বীরদর্প সহ কৃষ্ণবাক্যে অনুমোদন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমধ্যে শোকশূন্য ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি কর্ণবিনাশার্থ গাণ্ডীবগ্রহণ ও উহার জ্যাপরিমার্জ্জন[1] করিয়া কেশবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সখে। তুমি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রবর্ত্তয়িতা[2], তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয়লাভ হইবে। হে কৃষ্ণ। আমি তোমার সাহায্যলাভ করিয়া সূতপুত্রের কথা দূরে থাকুক, একত্র মিলিত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই বিনাশসাধন করিতে পারি। হে জনার্দ্দন। আমি এক্ষণে পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে ধাবমান হইতে এবং সূতপুত্রকে আশঙ্কিতচিত্তে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিতেছি। দেবরাজ-নির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সূতপুত্র-পরিত্যক্ত ভার্গবাস্ত্রও চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। আজ এই ঘোরতর সংগ্রামে আমি সূতপুত্রকে সমরে নিহত করিলে, যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন আমার এই কীর্ত্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিবে। আজ আমার বিকর্ণ[3] অস্ত্র-সকল গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত হইয়া কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে ; আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভের অযোগ্য দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন বলিয়া আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিবেন। আজ তিনি রাজ্যহীন, সুখহীন, শ্রীহীন ও পুত্রবিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি কর্ণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই রাজ্য ও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া, তুমি সন্ধিস্থাপনোপলক্ষে যে সকল কথা কহিয়াছিলে, তৎসমুদয় স্মরণ করিবে। আজ গান্ধাররাজ শকুনি আমার শরনিকর গ্লহ[4], গাণ্ডীব দুরোদর[5] ও রথকে শারীস্থাপনমণ্ডল[6] বলিয়া অবগত হইবে। আজ আমি নিশিত শরজালে সূতপুত্রকে সমরশায়ী করিয়া ধর্ম্মরাজের রজনী-জাগরণ দুঃখ[7] অপনীত করিব। আজ তিনি প্রীত ও প্রসন্নমনে শাশ্বত সুখভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। আজি আমি

১। গাণ্ডীবের গুণ মাজিয়া পরিষ্কার। ২। প্রযোজক। ৩। কর্ণবধকারী। ৪। পাশার ঘুঁটী। ৫। পাশাখেলা। ৬। আড়ি দিয়া পাশার ঘুঁটী বসানর স্থান। ৭। দুশ্চিন্তায় নিদ্রা না আসার ক্লেশ।

নিশ্চয়ই এক নিতান্ত দুঃসহ অপ্রতিম শর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ণকে সমরশায়ী করিব। হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা সূতপুত্র পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদক্ষালন করিব না; আজ আমি সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত[1] নিতান্ত নিষ্ফল করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র রণস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য[2] করে না; কিন্তু আজ আমার শরপ্রভাবে অবনী তাহার শোণিত পান করিবে। পূর্ব্বে ঐ হতভাগ্য, দুর্য্যোধনের অভিলাষানুসারে আত্মশ্লাঘা করিয়া দ্রৌপদীকে "হে কৃষ্ণে! তুমি এক্ষণে পতিহীনা হইয়াছ" বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল, আজ আমার রোষোদ্ধত[3] আশীবিষের ন্যায় ভীষণদর্শন সুনিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করিয়া তাহার শোণিত পান করিবে। আজ বিদ্যুতের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল নারাচনিকর মদীয় ভুজদণ্ডসমাকৃষ্ট[4] গাণ্ডীব হইতে বিনির্গত হইয়া সূতনন্দনকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ভর্ৎসনা করিয়া দ্রৌপদীর প্রতি যে সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, আজ তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবে। যে পাণ্ডবেরা কৌরবসভায় ষণ্ডতিল হইয়াছিলেন, আজ দুরাত্মা কর্ণ নিহত হইলে তাঁহারা তিল হইবেন। নির্ব্বোধ রাধানন্দন আপনার গুণগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে পরিত্রাণ করিবে কহিয়াছিল, আজ আমার সুশাণিত শরজাল তাহার সেই বাক্য নিষ্ফল করিবে। যে দুরাত্মা পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত বিনাশ করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়া থাকে, আজ আমি ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে সেই সূতনন্দনের বিনাশসাধন করিব। আজ মহাবীর কর্ণ পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে আমার শরে নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সিংহদর্শনভীত মৃগযূথের ন্যায় ভয়াকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমাকে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণনা করিবে। আজ আমি কর্ণকে নিহত করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ও ভৃত্যবর্গের সহিত নিরাশ্রয় করিব। আজ চক্রাঙ্গ[1] ও বিবিধ ক্রব্যাদগণ আমার শরনিকরে ছিন্ন সূতপুত্রের দেহের উপর সঞ্চরণ করিবে। আজ আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধর-সমক্ষে তীক্ষ্ণ বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দুরাত্মা রাধাপুত্রের শরীর বিদারণ ও মস্তকচ্ছেদন করিব। আজ রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মনস্তাপ ও মহাকষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন। আজ আমি সূতপুত্রকে বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া ধর্ম্মনন্দনকে আনন্দিত করিব। আজ আমার সর্পবিষসদৃশ পাবকসন্নিভ[2] গৃধ্রপত্র[3]যুক্ত সায়কে কর্ণের অনুচরগণ নিহত হইবে। আজ আমি নরপালগণের দেহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন এবং নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিব। আজ আমি হয় এই পৃথিবী ধৃতরাষ্ট্রতনয়শূন্য করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিব, না হয় তুমি অর্জ্জুনবিহীন হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। আজ আমি সমুদয় ধনুর্দ্ধর-সমক্ষে ক্রোধ, শরসমুদয় ও গাণ্ডীব-শরাসনের ঋণ পরিশোধ করিব। হে কৃষ্ণ! পুরন্দর যেমন সম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ আমি কর্ণকে নিহত করিয়া ত্রয়োদশবর্ষ-সঞ্চিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইব। আজ সূতপুত্র বিনষ্ট হইলে মিত্রজয়লাভার্থী সোমবংশীয় মহারথগণ চরিতার্থ হইবেন। আজ আমি সমরে জয়লাভ করিলে সাত্যকির আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। আজ আমি কর্ণকে ও উহার মহারথ তনয়কে নিহত করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিকে পরম প্রীত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। আজ সকলে অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরাঙ্গনে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম ও সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সন্দর্শন করুক।

হে মাধব! আমি পুনরায় তোমার নিকট আত্মগুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে ধনুর্বিদ্যাপরায়ণ, পরাক্রমশালী, ক্রোধপরায়ণ বা ক্ষমাগুণসম্পন্ন আর কোন ব্যক্তি নাই। আমি ধনু ধারণ করিলে একাকী একত্র সমবেত সমুদয় সুর, অসুর ও অন্যান্য প্রাণিগণকে পরাভূত করিতে পারি। অতএব তুমি আমাকে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক

১। পণ। ২। গ্রাহ্য। ৩। ক্রোধে অতীব চঞ্চল। ৪। বাহু দ্বারা সম্যক্ আকৃষ্ট।

১। তন্নামক পক্ষী। ২। অগ্নিতুল্য। ৩। বাজপাখীর মত পাখা।

পুরুষকারসম্পন্ন বলিয়া অবগত হও। আমি গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন[১]-দহনের[২] ন্যায় একাকীই গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লিকগণকে দগ্ধ করিতে পারি। আমার হস্তে শরনিকর ও শরসমাযুক্ত দিব্য শরাসন এবং পদতলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন[৩] বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব মাদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধার্থ গমন করিলে কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না।'

হে মহারাজ! লোহিতলোচন অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুন কেশবকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের পরিত্রাণ ও কর্ণের মস্তকচ্ছেদনবাসনায় সমরে অগ্রসর হইলেন।"

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ—কৌরবপক্ষীয় সুষেণ সংহার

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে গমন করিলে সূতপুত্রের সহিত তাঁহার কিরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের ধ্বজদণ্ডসম্পন্ন সুসজ্জিত সৈন্যগণ রণস্থলে সমাগত হইয়া নিনাদ সহকারে বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রাম অসাময়িক[৪] অনিষ্টজনক বর্ষার ন্যায় নিতান্ত ক্রূর ও প্রজাবিনাশক হইয়া উঠিল। মহাকায় মাতঙ্গসকল মেঘ; বাদ্য, নেমি ও তলধ্বনি গম্ভীর নির্ঘোষ; সুবর্ণময় বিচিত্র আয়ুধ-সমুদয় বিদ্যুৎ, শর, অসি ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্রসকল জলধারার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এই যুদ্ধে অনবরত রুধির-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় কালকবলে নিপতিত হইলেন। তৎকালে বহুসংখ্যক রথী সমবেত হইয়া একমাত্র রথীকে, একমাত্র রথী বহুসংখ্যক রথীকে এবং একজন রথী অন্য একজন রথীকে মৃত্যু-মুখে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীকে অশ্ব ও সারথির সহিত সংহার করিলেন এবং কোন কোন গজারোহী একমাত্র মাতঙ্গ দ্বারা বহুসংখ্যক রথ ও অশ্বসমুদয় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অরাতিপক্ষীয় অসংখ্য পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্ব-সারথি-সমবেত রথ ও সাদি-সমবেত অশ্ব-সমুদয়কে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; তখন কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি যুদ্ধার্থ গমন করিলেন এবং শ্রুতশ্রবা দ্রোণপুত্রের, যুধামন্যু চিত্রসেনের ও উত্তমৌজা কর্ণপুত্র সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেব, ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। নকুলনন্দন শতানীক কর্ণপুত্র বৃষসেনের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃষসেনও শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল কৃতবর্ম্মাকে এবং পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সসৈন্য কর্ণকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ দুঃশাসনও সংশপ্তক-সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ভীম-পরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর উত্তমৌজা শাণিত শর দ্বারা অবিলম্বে কর্ণাত্মজ সুষেণের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কর্ণ-তনয়ের ছিন্নমস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল।

মহাবীর কর্ণ সুষেণের মৃত্যু-দর্শনে একান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে সুনিশিত শরনিকরে উত্তমৌজার অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমৌজার শাণিত শরনিকরে ও ভাস্বর[১] খড়্গ দ্বারা কৃপাচার্য্যের পাষ্ণিগ্রাহ[২]গণকে বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর শরপ্রহার করিতে অভিলাষী হইলেন না। অনন্তর মহাবীর দ্রোণপুত্র কৃপাচার্য্যকে পঙ্কে নিপতিত বৃষভের ন্যায় বিপন্ন দেখিয়া সত্বর তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। ঐ সময় হিরণ্যবর্ম্মধারী[৩] ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত দিবাকরের ন্যায় প্রখর তেজ প্রকাশপূর্ব্বক সুনিশিত শরনিকরে আপনার পুত্রগণের সৈন্যসমুদয়কে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।"

১—২। গৃহদাহকারী অগ্নির। ৩। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত সামুদ্রিক লক্ষণ। ৪। আকালিক—যে কালের যাহা উচিত নহে, এইরূপ।

১। উজ্জ্বল। ২। পার্শ্বরক্ষক। ৩। স্বর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম পরিহিত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীমের সারথি-সতর্কীকরণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অসংখ্য অরাতিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথে! তুমি বেগে ধৃতরাষ্ট্র[১]-সৈন্যমধ্যে রথ সঞ্চালন কর; আমি অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।' মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে তাঁহার সারথি বিশোক দ্রুতবেগে রথসঞ্চালনপূর্ব্বক বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাঁহাকে সেই স্থলে উপনীত করিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতি-সমভিব্যাহারে বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার বেগগামী রথের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা ভীমসেনও সুবর্ণময় শরনিকরে সেই সমাগত শর-সমুদয় দুই তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি-সমুদয় ভীমশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ভূপালগণ ভীমসেনের ভীষণ শরে নির্ভিন্নকলেবর হইয়া, নবজাতপক্ষ[২] বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বীরাগ্রগণ্য বৃকোদর কল্পান্তকালীন ভূতসংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্ব্বক মহাবেগে তাহাদের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ ও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভীতচিত্তে অনিলাহত[৩]মেঘ-মণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

তখন প্রবলপ্রতাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে বিশোক! আমি এক্ষণে যুদ্ধে একান্ত আসক্ত হইয়াছি। সমাগত রথসমূহ স্বকীয় বা পরকীয় বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উহা বিশেষ-রূপে অবগত হও। আমি যেন সমরোদ্যত হইয়া শরনিকরে স্বীয় সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন না করি। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাগ্র-সকল দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্য অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং অর্জ্জুনও এ কাল পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সমুদয় কারণ বশতঃ আমার অধিকতর কষ্ট হইতেছে। হে বিশোক! আজ ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে শত্রুমণ্ডলীমধ্যে গমন করিয়াছেন; ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয়কেও অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে উঁহারা দুই জন জীবিত আছেন কি না; জানিতে না পারিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, আজ আমি এই সমরাঙ্গনে সমবেত শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব। এক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত তূণীরে কোন্ কোন্ বাণ কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাকে জ্ঞাপিত কর।'

বিশোক কহিলেন, 'হে বৃকোদর! এক্ষণে আপনার তূণীরে অযুতসংখ্যক শর, অযুতসংখ্যক ক্ষুর, অযুতসংখক ভল্ল, দুই সহস্র নারাচ, তিন সহস্র প্রদর[১] এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদগর, শক্তি ও তোমর বিদ্যমান আছে। যে সকল অস্ত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমুদয় শকটে নিহিত করিলে ছয় বলীবর্দ্দও উহা বহন করিতে পারে না। অতএব আপনি স্বীয় বাহুবল প্রকাশপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। অস্ত্র নিঃশেষিত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবেন না।'

ভীমসেন কহিলেন, 'হে বিশোক! আজ দেখ, আমার নৃপদেহবিদারণ[২] বেগবান্ বাণপ্রভাবে সূর্য্য তিরোহিত হইলে সমরভূমি মৃত্যুলোকসদৃশ[৩] দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিবে। আজ ভূপালগণ হয় ভীমসেনকে সমরে নিহত, না হয় একমাত্র তাহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজ আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিপাতিত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সঞ্চিত গুণ কীর্ত্তন করিবে। আজ হয় আমি কৌরবগণকে নিহত করিব, নচেৎ তাহারাই আমাকে নিপাতিত করিবে। এক্ষণে মঙ্গলাভিলাষী দেবগণ আমার বিঘ্ন বিনাশ করুন। শত্রুঘাতন ধনঞ্জয় যজ্ঞস্থলে আহূত[৪] পুরন্দরের ন্যায় অবিলম্বে এই সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হউক।

১। কৌরব। ২। যে সকল পক্ষীর নূতন পক্ষ উদ্গত হইয়াছে, তদ্রূপ। ৩। বায়ুর আঘাতে বিচ্ছিন্ন।

১। দৃঢ়রূপে বিদারণক্ষম অস্ত্র। ২। ক্ষত্রিয় বীরগণের দেহ-বিদারণক্ষম। ৩। যমপুরীর তুল্য। ৪। আবাহিত।

যুদ্ধে অর্জ্জুন-মিলনাশায় ভীমের আনন্দ

হে সারথে! ঐ দেখ, ভারতী সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে এবং নরপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়, নরোত্তম ধীমান্ অর্জ্জুন শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, প্রভূত ধ্বজসম্পন্ন চতুরঙ্গ বল অসংখ্য শর ও শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক সৈন্য ধনঞ্জয়ের অশনিতুল্য সুবর্ণপুঙ্খ সায়কে সমাহত হইয়া নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। কৌরবগণ দাবাগ্নিদহনভীত[১] মাতঙ্গগণের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন এবং অন্যান্য ভূপতিগণ হাহাকার করিতেছে।'

বিশোক কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর গাণ্ডীবনিস্বন কি আপনার শ্রবণ-গোচর হয় নাই? মহাবল-পরাক্রান্ত অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়ের ধনুষ্টঙ্কারে কি আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? হে পাণ্ডব! আজ আপনার সমুদয় মনোরথ সফল হইল। ঐ দেখুন, গজসৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রস্থিত বানররাজ শত্রুসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতেছে। উহাকে দেখিয়া আমিও ভীত হইয়াছি। ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা নীল-নীরদ-বিরাজিত চপলার[২] ন্যায় বিস্ফারিত হইতেছে। উহার বিচিত্র কিরীট ও কিরীটমধ্যস্থিত দিবাকরসদৃশ দিব্য মণি অতিমাত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং উহার পার্শ্বে পাণ্ডুর[৩] মেঘসবর্ণ ভীষণ-নিস্বন-সম্পন্ন দেবদত্ত শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দেখুন, রথরশ্মি[৪]ধারী রথচারী জনার্দ্দনের পার্শ্বে মার্ত্তণ্ডপ্রভ যশোবর্দ্ধন ক্ষুরধার চক্র, শশধরের ন্যায় শুভ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং বক্ষঃস্থলে জাজ্জ্বল্যমান কৌস্তুভমণি ও বিজয়প্রদ মাল্য শোভা পাইতেছে। যদুবংশীয়েরা সর্ব্বদা ঐ চক্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্রে করিগণের সরল বৃক্ষ-সদৃশ কর[৫]সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক উহাদিগকে আরোহিগণের সহিত সংহার করাতে উহারা বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে মহারথাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় বাসুদেব-সঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া সমরাঙ্গনে আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, অসংখ্য রথ, হস্তী ও পদাতি পুরন্দরসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিদ্রাবিত হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিপাটিত[১] মহাবনের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে অশ্ব ও সারথি-সমবেত চারি শত রথ, সাত শত হস্তী এবং অসংখ্য সাদী ও পদাতি নিহত হইয়াছে। ঐ দেখুন, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবগণকে সংহার করিয়া আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন। হে ভীমসেন! এক্ষণে আপনার শত্রুসকল বিনষ্ট ও মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আপনার আয়ু ও বলবৃদ্ধি হউক।' তখন ভীমসেন সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বিশোক! তুমি আমাকে অর্জ্জুনের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করাতে আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; এই প্রিয়সংবাদ-প্রদান নিবন্ধন তোমাকে চতুর্দ্দশ গ্রাম, এক শত দাসী এবং বিংশতি রথ প্রদান করিব'।"

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জ্জুন-বাণে বিধ্বস্ত কৌরবগণের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এদিকে মহাবীর অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে রথনির্ঘোষ ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে গোবিন্দ! তুমি সত্বর অশ্ব সঞ্চালন কর।' তখন বাসুদেব কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন, অচিরাৎ তোমাকে তথায় লইয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া তিনি তুষারশঙ্খধবল[২] মণিমুক্তা-ভূষিত সুবর্ণজালজড়িত অশ্বসকলকে বায়ুবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কৌরবগণের চতুরঙ্গিণী সেনা জম্ভাসুরসংহারার্থ প্রস্থিত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট বজ্রধারী সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনকে বিজয়াভিলাষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরের ভীষণ নিস্বন, রথচক্রের ঘর্ঘর রব ও অশ্বগণের খুরশব্দে রণস্থল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিলোকরক্ষার্থ অসুরগণের

১। দাবাগ্নিদাহে ভীত। ২। বিদ্যুতের। ৩। শ্বেত। ৪। বল্গা। ৫। শুঁড়।

১। পাখার বাতাসে উন্মূলিত। ২। শিশির ও শঙ্খের ন্যায় শুভ্র।

সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় একাকীই ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও নিশিত ভল্ল দ্বারা বিপক্ষগণের বিবিধ আয়ুধ, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অরাতিগণের মস্তক ও ভুজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। বীরগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বিকৃতরূপ হইয়া বায়ুবেগে উন্মূলিত অরণ্যানীর[১] ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। যোধ ও ধ্বজপতাকা-সম্পন্ন সুবর্ণজাল-সমলঙ্কৃত বৃহদাকার করিনিকর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বজ্র-সন্নিভ শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া বলাসুর-সংহারার্থে প্রস্থিত সুররাজের ন্যায় সূতপুত্রের বিনাশসাধনার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিপক্ষ-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একান্ত হৃষ্টচিত্তে প্রভূত রথ, পদাতি, হস্তী ও অশ্ব-সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমাগমসময়ে ক্ষুভিত মহাসাগরের জলকল্লোলের[২] ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এইরূপে সেই ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রম-সম্পন্ন মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর পাণ্ডুনন্দন প্রবল বায়ু যেমন জলদজালকে সমাহত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শর-নিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে বিশিখজালে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্থশরে নিপীড়িত ও ভীত হইয়া স্পন্দহীনের ন্যায় স্ব স্ব রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে সংগ্রামনিপুণ চারি শত মহারথের প্রাণ সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ ধনঞ্জয়ের নানাবিধ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পলায়নসময়ে বাহিনী[১]মুখে গিরিসঙ্ঘট্টিত[২] জলধিজলের গভীর নিস্বনের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে সেই সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া সূত-পুত্রের সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় অরাতি-সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় বায়ুর ন্যায় বেগবান্ মহাবল-পরাক্রান্ত পবননন্দন ভীমসেন সেই গভীর শব্দ শ্রবণে পরম প্রীত ও অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রাণপণে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব-সেনা-সকলকে বিমর্দ্দিত করিয়া বায়ুবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই যুগান্তকালীন কৃতান্তসদৃশ বৃকোদরের অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে একান্ত ভীত ও শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত ও ভগ্ন অর্ণবযানের ন্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ভীমসেন-সমরে কৌরব-পরাজয়

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন সেই কৌরব-সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলে রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর সৈনিকপুরুষ ও যোধগণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীম-সেনকে নিহত কর। ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাণ্ডব-সৈন্য নিঃশেষিত হইবে।' দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে ভূপালগণ তাঁহার আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য হস্তী, রথী ও পদাতি বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত পরিবেষ[৩]মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা-ধারণ করিলেন। অনন্তর নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া রোষারুণিত-নেত্রে বৃকোদরের বিনাশবাসনায় তাঁহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃতান্তসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর ভীমসেন

১। মহাবনের বহু বড় বড় বৃক্ষের। ২। সশব্দ জলস্রোতের।

১। সৈন্যশ্রেণী। ২। পর্ব্বতাঘাতে উত্থিত। ৩। পরিধি—মণ্ডল।

সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সেই প্রভূত সৈন্য বিদারণপূর্ব্বক মহাজাল-বিনির্গত মৎস্যের ন্যায় তাহাদের মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্বে দশ সহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুই শত মনুষ্য, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও একশত রথ বিনাশ করিয়া সংগ্রামস্থলে বৈতরিণী নদীর ন্যায় ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন শোণিত-নদী প্রবাহিত করিলেন। রথ-সমুদয় ঐ নদীর আবর্ত্ত[১], হস্তিসকল গ্রাহ[২], মনুষ্যগণ মীন, অশ্বসমুদয় নক্র[৩], কেশকলাপ শৈবাল[৪] ও শাদ্বল[৫], মজ্জা পঙ্ক[৬], মস্তক-সমুদয় উপলখণ্ড[৭] কার্ম্মুকনিচয় কাশকুসুম[৮], শরনিকর নিম্নোন্নত ভূমি, উষ্ণীষ[৯] ফেনা, হারাবলী[১০] পদ্ম, পার্থিব রজ[১১] তরঙ্গমালা এবং ছত্র ও ধ্বজ উহার হংসস্বরূপ শোভমান হইল। ঐ নদী ভীরুজনের নিতান্ত দুস্তর; কিন্তু বলবিক্রমসম্পন্ন নির্ভীকচিত্ত বীরগণ উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে রথিসত্তম ভীমসেন যে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, সেই সেই স্থানেই অসংখ্য যোধ বিনষ্ট হইল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই অদ্ভুত কার্য্য-দর্শনে শকুনিকে কহিলেন, 'হে মাতুল! তুমি অবিলম্বে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজিত কর। উঁহাকে জয় করিতে পারিলেই সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য পরাজিত হইবে।'

ভীম-শকুনি সমর—শকুনি-পলায়ন

হে কুরুরাজ! প্রবল-প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তীরভূমি যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর শকুনির শরনিকরে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন সুবলনন্দন বৃকোদরের বক্ষঃস্থলে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারাচসকল মহাত্মা ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষভরে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণবিভূষিত ঘোরতর সায়ক প্রয়োগ করিলেন। সুবলনন্দন সেই ভীষণ শর সমাগত সন্দর্শন করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করিয়া এক ভল্লে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন; প্রবল-প্রতাপ শকুনিও অবিলম্বে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ এবং অন্য শরাসন ও সন্নতপর্ব্ব ষোড়শ ভল্ল গ্রহণপূর্ব্বক দুই ভল্লে ভীমের ছত্র ও এক ভল্লে ধ্বজ ছেদন করিয়া সাত ভল্লে তাঁহাকে[১], দুই ভল্লে সারথিকে এবং চারি ভল্লে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপশালী ভীমসেন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শকুনির প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমভুজ-নির্ম্মুক্ত ভুজগ[২]-জিহ্বার ন্যায় চঞ্চল ভীষণ শক্তি মহাবেগে শকুনির উপর নিপতিত হইল। শকুনি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কনকভূষিত ভীষণ শক্তি ভীমসেনের বাম বাহু বিদারণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরবগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বর জ্যাযুক্ত অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক প্রাণপণে মুহূর্ত্তমধ্যে শরজালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং অবিলম্বে সুবলনন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিকে বিনাশপূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি সেই অশ্বশূন্য রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিস্ফোরণ[৩] করিয়া রোষারুণনেত্রে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রবল-প্রতাপ ভীমসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে সুবলনন্দনের শরজাল নিরাকৃত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরাতিকর্ষণ শকুনি বৃকোদরের প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শকুনিকে বিহ্বল অবলোকন করিয়া

১। ঘূর্ণী। ২। বৃহৎ কুম্ভীর। ৩। সাধারণ কুমীর। ৪। শেওলা। ৫। ঘাস। ৬। কর্দ্দম। ৭। পাথরের টুকরা। ৮। কেশের ফুল। ৯। পাগড়ী। ১০। হার প্রভৃতি অলঙ্কার। ১১। ধূলিজাল।

১। ভীমকে। ২। সর্প। ৩। বিস্তৃতরূপে আকর্ষণ।

ভীমসেনের সমক্ষেই তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। কৌরবগণ শকুনিকে তদবস্থ অবলোকন-পূর্ব্বক সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ভীতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! রাজা দুর্য্যোধনও শকুনিকে ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া একান্ত ভয়াবিষ্টচিত্তে মাতুলের জীবিত[১]-রক্ষা-প্রত্যাশায় তাঁহাকে লইয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

কৌরব-সৈন্যগণ নরপতিকে[২] রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া দ্বৈরথ-যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ ও পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক মহাবেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরব-সৈন্যগণ ভীম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! ভগ্ন নৌকাসংস্থিত নাবিকেরা যেমন দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাসযুক্ত হয়, তদ্রূপ কৌরব-সৈন্যগণও তৎকালে মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণকে আশ্রয় করিয়া আশ্বাসিত হইল এবং পরমাহ্লাদসহকারে পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।"

একোনাশীতিতম অধ্যায়

কর্ণসমরে পাণ্ডব-পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর বৃকোদরের প্রভাবে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমাদের পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কি করিলেন? ভীমসেন একাকী সমুদয় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শক্রনিসূদন কর্ণ সমস্ত কৌরবগণের মঙ্গল, বর্ম্ম, যশ ও জীবিতাশাস্বরূপ[৩]। সে কি ঐ সময় আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ যোধগণকে বিনাশ করিল? হে সঞ্জয়! ভীমসেনের প্রভাবে কৌরব-সৈন্য ভগ্ন হইলে আমার দুর্দ্ধর্ষ পুত্রগণ ও সূত-পুত্র কর্ণ কি করিল? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সেই অপরাহ্নসময়ে মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের সমক্ষে সমুদয় সোমকগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদরও কৌরব-সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন; তখন সূতপুত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্যসমুদয় বিদ্রাবিত দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আমাকে অবিলম্বে পাঞ্চালগণের অভিমুখে লইয়া চল।' মহাবল-পরাক্রান্ত মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণে চেদি, পাঞ্চাল ও কারূষদিগের অভিমুখে সেই মনোমারুতগামী শ্বেতাশ্ব-সকল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অরাতি-সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সূতপুত্র যে যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, সেই সেই স্থানে রথ সমানীত করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণের সেই ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত মেঘসদৃশ রথ সন্দর্শন করিয়া একান্ত ভীত হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্ব্বত ও মেঘের ন্যায় সেই রথের ঘোরতর নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল; মহাবীর কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব-সৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সমরে এইরূপ দারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও ভীমসেন শতবাণে কর্ণের জক্রদেশে আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদীতনয়গণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল এক শত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সূতনন্দন শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া নিমেষমধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত ও ত্রিংশৎ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে নিপীড়নপূর্ব্বক দ্রৌপদেয়গণকে রথবিহীন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে মহারথগণকে বিমুখ করিয়া, নিশিত সায়ক দ্বারা মহাবীর পাঞ্চাল

১। প্রাণ। ২। দুর্য্যোধনকে। ৩। প্রাণরক্ষার ভরসাস্থল।

৭ মহারথ চেদিগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত চেদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; মহারথ কর্ণও নিশিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী সূতপুত্র একাকী সমরে শরবর্ষণপূর্ব্বক সংগ্রামে যত্নশীল পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য ধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মহাত্মা কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহাধনুর্দ্ধর কৌরবগণও সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহারথ সূতপুত্রকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সূতপুত্র গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের[১] ন্যায় শরশিখায় অরাতি-সৈন্যকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ কর্ণ-শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য পাণ্ডব-সৈন্যেরা সেই শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কর্ণকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তখন শত্রুনিসূদন রাধেয় পুনর্ব্বার এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন যে, পাণ্ডব-সৈন্যগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। তাহারা সূতপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বতলগ্ন বেগবান্ জলরাশির ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় পাণ্ডব-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরনিকরে বিপক্ষ-বীরগণের মস্তক, কুণ্ডলান্বিত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিসম্পন্ন[২] খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগ, যোত্র ও চক্র-সমুদয় অনবরত নিকৃত্ত[৩] হইতে লাগিল। তাঁহার সায়ক-নিহত প্রভূত গজবাজী ও তাহাদের মাংসশোণিত-সঞ্জাত কর্দ্দমে সমরাঙ্গন দুর্গম হইয়া উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে সমরস্থল সম কি বিষম, কিছুই নির্দ্ধারিত হইল না। ঐ সময়ে কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে সমরভূমি অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইলে যোধগণ কে আত্মীয়, কে পর, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অনন্তর সূতনন্দন সুবর্ণভূষিত শরনিকর দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেরূপ অরণ্যে মৃগেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগযূথকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ যশস্বী সূতপুত্র মহারথ পাঞ্চালগণকে বারংবার বিদ্রাবিত করিয়া পশুহন্তা বৃকের ন্যায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডবসেনাদিগকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানাবিধ বাদিত্র-নিস্বন[১] করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ভগ্নাস্ত্র হইয়াও বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুতাপন কর্ণও তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতি জন পাঞ্চাল ও শতাধিক চেদির প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার শরে বিপক্ষগণের রথোপস্থ[২], বাজি[৩]পৃষ্ঠ ও গজস্কন্ধ নির্ম্মনুষ্য এবং পদাতি সকল বিদ্রুত[৪] হইতে লাগিল। তখন তিনি মধ্যাহ্নকালীন দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যের ন্যায় ও কালান্তক যমের ন্যায় শোভমান হইলেন।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাধনুর্দ্ধর রাধেয় এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। বলবান্ কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ মহারথ কর্ণ একাকী সোমকগণকে নিহত করিয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা পাঞ্চালদিগেরও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা সমরাঙ্গনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! ঐ অবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং শকুনি ইঁহারাও অসংখ্য পাণ্ডব-সেনা নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পাণ্ডব-সেনা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণও কোপাবিষ্ট হইয়া

১। গৃহাভ্যন্তরদাহী অগ্নির। ২। বাঁটযুক্ত। ৩। ছিন্ন।

১। বাদ্যধ্বনি। ২। রথমধ্য। ৩। অশ্ব। ৪। পলায়িত।

কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে পাণ্ডবপক্ষীয় ও ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল।

অশীতিতম অধ্যায়

পরস্পর সৈন্যসংহারী অর্জ্জুন-কর্ণাভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময়ে অরাতিঘাতন অর্জ্জুন মহারণে কৌরবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়াতে সংগ্রাম-স্থানে বীরজনের সুপ্রতর[১] ভীরুগণের দুস্তর শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। মাংস, মজ্জা ও অস্থি-সকল ঐ নদীর পঙ্ক; নর-মস্তক-সমুদয় উহার উপলখণ্ড; হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমুদয় তীরস্বরূপ; আতপত্র[২]-সকল হংস; হার-সকল পদ্ম; উষ্ণীষ-সমুদয় ফেনা; শরাসন-সকল শরবন[৩]; রথ-সমুদয় উড়ুপ[৪] এবং বর্ম্ম ও চর্ম্ম[৫] সকল উহার আবর্তস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। বীরগণ বৃক্ষ-সমুদয়ের ন্যায় উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং কাক ও গৃধ্রগণ উহার উভয় পার্শ্বে ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সূতপুত্রের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন শ্বেতাতপত্রে পরিশোভিত হইয়া কর্ণসায়ক-নির্ভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সূতপুত্র কর্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্য্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা উহাদিগকে নিধন না করিলে উহারা নিশ্চয়ই সোমকগণকে সংহার করিবেন। ঐ দেখ, রশ্মিগ্রহণবিশারদ[৬] মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের রথসঞ্চালন করিতেছেন; অতএব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথচালন কর। আমি সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাপি সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যদি আমি এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন না হই, তাহা হইলে ঐ দুরাত্মা নিশ্চয়ই আমাদিগের সমক্ষে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে।'

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার মানসে সূতপুত্রের অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ তদ্দর্শনে আশ্বাসযুক্ত হইল। তখন পুরন্দরের বজ্রের ন্যায় ও জলধির তরঙ্গের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথের ভীষণ নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সত্যবিক্রম মহাত্মা অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া কর্ণ-সমীপে ধাবমান হইলেন।

কর্ণের প্রতি শল্যের সমরোৎসাহ-বাণী

তখন মদ্রাধিপতি শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনের বানরধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে রাধেয়! তুমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলে, ঐ দেখ, সেই কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণপূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়া আগমন করিতেছে। যদি আজ উহাকে নিপাতিত করিতে পার, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গললাভ হইবে। অর্জ্জুন কৌরব-পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণকে নিপীড়িত করিয়া তোমাকেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি গমন কর। ঐ কৌরব-সেনাগণ শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ[১] হইতেছে; ধনঞ্জয়ও উহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুন তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত, ধর্ম্মরাজকে বিরথ[২] ও ক্ষত-বিক্ষত এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কৌরবপক্ষীয় সমুদয় পার্থিবগণের বিনাশসাধনার্থ অন্যান্য সৈন্যগণকে

১। অনায়াস-উত্তরণ যোগ্য। ২। রাজছত্র। ৩। শরতৃণ। ৪। ভেলা। ৫। ঢাল। ৬। বল্গাধারণপটু।

১। বিক্ষিপ্ত—ছড়াইয়া পড়া। ২। রথহীন।

পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষারক্ত-নয়নে মহাবেগে আমাদিগেরই প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব সত্বর তুমি উহার প্রতি গমন কর। ইহলোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই ক্রোধপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ঐ দেখ, মহাবীর কুন্তীনন্দন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, কেহই উহার পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব এক্ষণে তুমি আপনার কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সংগ্রামে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে পারিবে। ঐ ভার তোমার উপরেই অর্পিত হইয়াছে; অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের সদৃশ; অতএব এই মহাসংগ্রামে লেলিহান[1] সর্পের ন্যায়, গর্জ্জনশীল ঋষভের[2] ন্যায় ও বনস্থিত ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে নিবারণপূর্ব্বক সংহার কর। ঐ দেখ, কৌরব-পক্ষীয় মহারথ ভূপালগণ অর্জ্জুনের ভয়ে সমরনিরপেক্ষ[3] হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদিগের ভয়নিবারণে সমর্থ নহেন। কৌরবগণ এই সমরসাগরে দ্বীপের ন্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজিত করিয়াছ, সেইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতি গমন কর।'

শল্যবাক্যে সন্তুষ্ট কর্ণের অর্জ্জুন-প্রশংসা

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শল্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত[4] হইয়াছ। ধনঞ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আজ তুমি আমার ভুজবল ও অস্ত্রশিক্ষা অবলোকন কর। আমি একাকীই সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিব। আজ আমি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয়লাভের কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব হয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার, নচেৎ তাহাদিগের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরশয্যায় শয়ন করিয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইব।' তখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে কর্ণ! মহাত্মগণ সেই অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে একাকী থাকিলেও তাহাকে আক্রমণ করা সহজ নহে। এক্ষণে আবার সে বাসুদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এখন তাহাকে পরাজয় করা কাহার সাধ্য?' কর্ণ কহিলেন, 'হে শল্য! আমিও শুনিয়াছি যে, ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর কেহই নাই, তথাপি আমি সেই মহাবীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে তুমি আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ কর। ঐ দেখ, পাণ্ডুতনয় মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। অদ্য হয় ত ঐ বীরই আমাকে বিনাশ করিবে। আমি বিনষ্ট হইলে কৌরবপক্ষীয় কোন যোদ্ধাই জীবিত থাকিবে না। হে মদ্ররাজ! ধনঞ্জয়ের ভুজযুগল সুদীর্ঘ ও ব্রণাঙ্কিত[1]; উহা হইতে স্বেদজল নির্গত বা উহা কদাচ বিকম্পিত হয় না। দৃঢ়ায়ুধ[2] মহাবীর অর্জ্জুন অদ্বিতীয় কৃতী ও ক্ষিপ্রহস্ত। এই পৃথিবীতে উহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর একটি শরের ন্যায় এককালে বহুসংখ্য শর গ্রহণ ও অবিলম্বে সন্ধানপূর্ব্বক এক ক্রোশ অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতুষ্ট করিলে তিনি বাসুদেবকে চক্র এবং উহাকে গাণ্ডীবশরাসন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মেঘগম্ভীরনিস্বন রথ, অক্ষয় তূণীর ও দিব্য শস্ত্রসমুদয় প্রদান করেন। ঐ মহাবীর ইন্দ্রলোকে একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্র ও দেবদত্ত শঙ্খ লাভ করিয়া অসংখ্য কালকেয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিল; অতএব এই পৃথিবীতে উহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কে আছে? ঐ মহাবীর ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের তুষ্টিসাধন করিয়া ত্রৈলোক্য-সংহারক একান্ত ভয়ঙ্কর পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকীই বিরাট-নগরে সমবেত কৌরব-পক্ষীয় বীরগণকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ ও মহারথদিগের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ সকল লোক সমবেত হইয়া অযুত বৎসরেও যে শঙ্খচক্রগদাপাণি জয়শীল মহাত্মা বাসুদেবের গুণ বর্ণন

১। লোলজিহ্ব—লকলক করা জিহ্বা। ২। বৃষের। ৩। সমরবিরত। ৪। মনের মত।

১। যুদ্ধজনিত ক্ষতচিহ্নশোভিত। ২। কঠিন অস্ত্রধারী।

করিয়া শেষ করিতে পারে না, সেই অনন্তবীর্য্য, অপ্রতিমপ্রভাবসম্পন্ন[১] দেবকীনন্দন ঐ মহাবীরকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি সেই অশেষগুণসম্পন্ন কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে আহ্বান করিয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী জ্ঞান করিতেছি। মহাবীর বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে এক রথে সমবেত দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারও হইতেছে। ধনঞ্জয় শরযুদ্ধে ও বাসুদেব চক্রযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ। যদিও হিমাচল স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, কিন্তু ঐ দুই মহাবীর কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ব্যতিরেকে ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথদ্বয়ের নিকট যুদ্ধার্থ আর কে অগ্রসর হইবে? আজ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার যে অভিলাষ হইয়াছে, উহা অচিরাৎ পূর্ণ হইবে। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম করিব। ঐ যুদ্ধে হয় আমি ঐ বীরদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিব, না হয় উহারাই আমাকে নিহত করিবে।'

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধন-সন্নিধানে সমুপস্থিত ও তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এবং কৃপ, ভোজ, অনুজ-সমবেত গান্ধাররাজ শকুনি, অশ্বত্থামা, স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অশ্বরোহিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—'হে বীরগণ! তোমরা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও পরিশ্রান্ত কর। তোমরা ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সাতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিলে আমি অক্লেশে উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইব।' হে মহারাজ! তখন ঐ সমস্ত বীরেরা সূতপুত্রের আদেশানুসারে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবমান হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে সমাহত[২] করিতে লাগিলেন; মহাবীর অর্জ্জুনও মহাসাগর যেমন বহুল সলিল-সম্পন্ন নদ-নদী-সমুদয়ের বেগ ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরবপক্ষীয় বীরগণের শরনিকর সহ্য করিলেন। অনন্তর তিনি বিপক্ষগণের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন্ শর সন্ধান ও বর্ষণ করিতে লাগিলেন,

১। অতুলনীয় প্রভাবযুক্ত। ২। ভীষণ ভাবে আহত।

শত্রুগণ তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য তাঁহার শরে বিদীর্ণ-কলেবর ও নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কুন্তীনন্দন যুগান্তকালীন-মার্ত্তণ্ডের[১] ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার শরনিকরকিরণ[২] ও গাণ্ডীব-শরাসন পরিবেষের[৩] ন্যায় শোভমান হইল। চক্ষুরোগপীড়িত ব্যক্তি যেমন দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অশ্বত্থামাদি সহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত দিবাকর যেমন জলরাশি বিশোষিত করে, তদ্রূপ বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কৌরবসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, ভোজ, রাজা দুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বত্থামা জলধর যেমন মহীধরের[৪] উপর বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত অর্জ্জুনের উপর শরনিকর বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবনান্তকর শরনিকর দ্বারা সেই শরসমূহ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেক্যের বক্ষঃস্থলে তিন তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষগণকে শরানলে নিতান্ত সন্তপ্ত করিয়া জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেষ-সুশোভিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা দশ শরে ধনঞ্জয়কে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে ও তিন শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধ্বজাগ্রস্থিত বানরের উপর নারাচনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শরে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক, ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ও চারি শরে অশ্বগণকে ছেদনপূর্ব্বক তিন শরে তাঁহার ধ্বজ-দণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া হীরক-মণি-সমলঙ্কৃত সুবর্ণজাল-জড়িত, তক্ষকদেহের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন,

১। প্রলয়কালীন সূর্য্যের। ২। শরসমূহের প্রভা। ৩। সূর্য্য-মণ্ডলের। ৪। পর্ব্বতের।

অদ্রিতটস্থ[1] অজগরের[2] ন্যায় প্রকাণ্ড এক মহামূল্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নিপীড়িত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বারিধর যেমন দিবাকরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর কৃপ, ভোজ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথগণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে শর-নিকর দ্বারা কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে গাঙ্গেয়[3] যেমন অর্জ্জুনের অসংখ্য শরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৃপাচার্য্যও তদ্রূপ একান্ত নিপীড়িত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথ-সমুদয় এবং গজযূথকে বিপাটিত[4] করিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ জলবেগবিদীর্ণ[5] সেতুর ন্যায় সমন্তাৎ[6] বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ রণপীড়িত শত্রুগণকে অর্জ্জুনের দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ বৃত্রাসুরনিধনোদ্যত বাসবের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধাবমান অবলোকন করিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সুকল্পিত রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ-বাসনায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ধনঞ্জয়ের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অরাতিগণকে নিবারণ ও শাণিত শরনিকরে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবক্রগামী[7] সায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে অসুরগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে কৌরবগণের সহিত সৃঞ্জয়গণের তদ্রূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া সমরে

১। পর্ব্বতমূলস্থিত। ২। ছাগ গিলিতে পারে, এইরূপ বৃহৎ সর্পের। ৩। ভীষ্ম। ৪। ছিন্ন-ভিন্ন। ৫। জলবেগে ভগ্ন। ৬। সর্ব্বদিকে। ৭। সরলগতি—বেগবান।

গমন ও পরস্পরকে প্রহার করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যোধগণ পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করাতে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।"

একাশীতিতম অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনসহ ভীমের মিলন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর প্রধান প্রধান কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার উদ্ধারবাসনায় সূতপুত্রের সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরজাল বিহঙ্গমকুলের[1] ন্যায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর কুন্তীনন্দন কৌরবগণের অন্তকস্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও বিমল নারাচ দ্বারা তাঁহাদের গাত্র ও মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরভূমি ছিন্নগাত্র, ছিন্নমস্তক, কবচশূন্য যোধগণের কলেবরে সমাবৃত এবং ছিন্ন-ভিন্ন, বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের নিপাতে ভীষণাকার বৈতরণী নদীর ন্যায় অতিশয় দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভল্ল ইতস্তত: নিপতিত হইতে লাগিল; ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্বসারথি-বিহীন, কোন কোন রথ কেবল অশ্বযুক্ত ও কোন কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। সুবর্ণ-বর্ণ-বর্ম্মধারী, কনকভূষণালঙ্কৃত, যোধগণসমারূঢ়, ক্রুর মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পরিচালিত, মদমত্ত, কবচভূষিত চারিশত মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শর-নিকরে সমাহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন, মহাপর্ব্বতের সমৃদ্ধিশালী[2] শৃঙ্গসকল বিশীর্ণ ও ধরাতলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন সেই জলদসন্নিভ মদবর্ষী[3] বারণ[4]গণকে নিপাতিত করিয়া মেঘ-বিনির্গত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে অস্ত্র, যন্ত্র ও কবচশূন্য চতুরঙ্গবল সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে পথ-সকল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর

১। পক্ষিশ্রেণীর। ২। মণিরত্নমণ্ডিত। ৩—৪। মদস্রাবী গজ।

বজ্রনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীব-শরাসনের ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সাগরমধ্যে নৌকা যেমন প্রবল সমীরণে সমাহত হইয়া বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই কৌরবসৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে সমাহত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইল। অঙ্গার, উল্কা ও অশনির ন্যায় প্রাণবিনাশক গাণ্ডীবনিঃসৃত বিবিধ বাণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রজনীযোগে পর্ব্বতস্থিত প্রজ্বলিত বেণুবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অটবীমধ্যে মৃগগণ যেমন দাবদহনভীত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন[1] করে, তদ্রূপ কৌরবগণ অর্জ্জুনের শরানলে দগ্ধ ও ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় যাহারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও ভীতচিত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রণপরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইলে সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের নিরাপদ্‌বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সমরস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময় দুঃশাসনের অনুজ দশ জন মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা জ্যারোপিত শরাসন আয়ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে উল্কানিপীড়িত[2] কুঞ্জরের[3] ন্যায় আপনার পুত্রগণের শরে সমাহত দেখিয়া, অর্জ্জুন অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাদিগের বামপার্শ্বে রথ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রথ অন্যদিকে ধাবমান দেখিয়া সত্বর তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র-শরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়ক-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্লে তাঁহাদিগের লোহিত-নেত্রযুক্ত, দষ্টাধর[4] মস্তক-সকল ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণের বদন-সমুদয় ভূতলে নিপতিত হইয়া পঙ্কজের ন্যায় শোভিত হইল।"

১। বিচরণ—ছুটাছুটি। ২—৩। উল্কাদগ্ধ গজের। ৪। ক্রোধে অধরদংশনকারী।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

সংশপ্তকগণসহ অর্জ্জুনের ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়ের সুবর্ণভূষণ-বিভূষিত মুক্তাজাল-জড়িত শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। অনন্তর কৌরবপক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত নবতিসংখ্যক সংশপ্তক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর পারলৌকিক[1] শপথ[2] করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরজালে-অবিলম্বে সেই সংগ্রামতৎপর নবতি বীরকে তাহাদের সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। পুণ্যক্ষয় হইলে বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারা অর্জ্জুনের নানারূপ শরনিকরে নিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে অবরোধপূর্ব্বক অসংখ্য শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, গদা, তরবারি ও শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন; মহাবীর অর্জ্জুনও দিবাকর যেমন কিরণজালে তিমির নাশ করেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা অরাতি-নিক্ষিপ্ত অন্তরীক্ষে বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ-শত মত্ত গজসমারূঢ় ম্লেচ্ছ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিপাল দ্বারা রথস্থ পার্থের পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন নিশিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণ-নিক্ষিপ্ত শস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া নানাবর্ণ শরনিকরে ধ্বজপতাকা-বিশিষ্ট দ্বিরদগণকে আরোহিগণের সহিত নিহত করিলেন। সুবর্ণমালাবৃত মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাবৃত ও নিহত হইয়া বজ্র-বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, আগ্নেয়-গিরির[3] ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের নিস্বন এবং গাণ্ডীবের গভীর নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অসংখ্য কুঞ্জর ও আরোহিবিহীন অশ্বগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইল। অশ্বহীন, রথিবিহীন,

১—২। মৃত্যুপণ। ৩। অগ্নিগর্ভ পর্ব্বত—যে পর্ব্বতের মধ্যে অগ্নি আপনা-আপনি উৎপন্ন হয়।

গন্ধর্ব্বনগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অশ্বারোহিগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের কি অদ্ভুত বাহুবল! তিনি তৎকালে একাকীই সেই হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজিত করিলেন।

ভীমার্জ্জুন-নিপীড়িত কৌরবগণের পলায়ন

ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন অর্জ্জুনকে ত্রিবিধ[১] সৈন্য-পরিবৃত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীকে অতিক্রমপূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবগণের অল্পমাত্রাবিশিষ্ট ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; গদাপাণি বৃকোদরও অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়া ধনঞ্জয়-হতাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় মহাবল তুরঙ্গমগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ গদা প্রাকার[২], অট্টালিকা ও পুরদ্বারবিদারণে সমর্থ, কালরাত্রির[৩] ন্যায় নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। লৌহবর্ম্মধারী অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ সেই প্রচণ্ড গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাস্থি[৪] ও ভগ্নচরণ হইয়া শোণিতার্দ্র-কলেবরে[৫] চীৎকার করিয়া ধরাতলে নিপতিত ও দশন[৬] দ্বারা ভূতল দংশন পূর্ব্বক[৭] পঞ্চত্বপ্রাপ্ত[৮] হইল। ক্রব্যাদগণ আনন্দিতচিত্তে তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। তখন ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থির দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া দুর্লক্ষ্য[৯] কালরাত্রির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এইরূপে ভীমসেন দশ সহস্র অশ্ব ও বহুসংখ্যক পদাতিকে নিপাতিত করিয়া গদা-হস্তে সরোষ-নয়নে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ তাঁহাকে গদা-হস্তে সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া সাক্ষাৎ কালদণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। বর্ম্মাচ্ছাদিত, পরিশোভিত[১], আরোহি-সমবেত মত্তমাতঙ্গগণ পক্ষযুক্ত[২] পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন এইরূপে সেই গজসৈন্য নিপাতিত করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের আগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে কৌরব-সৈন্যগণ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সমরে নিরুৎসাহ ও পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই সৈনিকগণকে তেজোহীন দেখিয়া প্রাণনাশক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া কেশর-বিরাজিত কদম্ব-কুসুমের ন্যায় শোভাধারণ করিল। ঐ সময় অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নাগ, নর ও অশ্ব নিহত হওয়াতে কৌরবপক্ষে ভীষণ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈনিকগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হাহাকার করিয়া অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় কোন রথ, অশ্ব, অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত ছিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া বিকসিত অশোক-কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবগণ সব্যসাচীর পরাক্রম-দর্শনে কর্ণের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং পার্থের শরসম্পাত অসহ্য বোধ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিয়া সূতপুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; মহাবীর অর্জ্জুনও শত শত শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিলেন।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ অর্জ্জুনশরে ব্যথিত হইয়া কর্ণের রথসমীপে প্রতিগমন করিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র সেই বিপদ্‌সাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দ্বীপস্বরূপ হইলেন; অন্যান্য কৌরবগণও অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নির্ব্বিষ পন্নগের ন্যায় পলায়নপূর্ব্বক কর্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্[৩] প্রাণিগণ যেমন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ আপনার তনয়গণ মহাত্মা অর্জ্জুনের ভয়ে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ সেই শরপীড়িত শোণিতক্লিন্ন[৪] বীরগণকে অভয় প্রদান

১। অশ্ব-গজ-রথ। ২। প্রাচীর। ৩। লোকসংহারিণীর। ৪। ভগ্ন হাড়। ৫। শোণিতসিক্ত-দেহে। ৬—৭। দাঁত দিয়া মাটি কামড়াইয়া। ৮। মৃত। ৯। দুর্দ্দর্শ।

১। বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত। ২। পাখাওয়ালা—পূর্ব্বে পর্ব্বতের পাখা ছিল; তাহা ইন্দ্র কাটিয়া দেন। ৩। কর্ম্মী মনুষ্যাদি। ৪। রক্তার্দ্র।

করিলেন এবং সৈনিকগণকে অর্জ্জুনপ্রভাবে ভগ্ন দেখিয়া শত্রুসংহারবাসনায় শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে অর্জ্জুনের বধচিন্তা করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারই সমক্ষে পুনরায় পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় ভূপালগণ তদ্দর্শনে আরক্তনয়ন হইয়া, জলদজাল যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।"

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

কর্ণকরে বিশোক—সাত্যকি-শরে প্রসেন-সংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র মহাবীর অর্জ্জুনের বীর্য্যপ্রভাবে কৌরবগণকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া, বায়ু যেমন জলদজাল ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালতনয়গণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অঞ্জলিকাস্ত্রে জনমেজয়ের অশ্ব-সমুদয় ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা শতানীক ও সুতসোমকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ছয় শরে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ ও শরনিকরে তাঁহার অশ্বসকলকে নিহত করিয়া সাত্যকির অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক কৈকয়পুত্র বিশোককে বিনষ্ট করিলেন। কৈকয়-সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা রাজকুমারকে নিহত দেখিয়া কর্ণাত্মজ প্রসেনকে উগ্রবেগসম্পন্ন[১] শরনিকরে সমাহত ও বিচলিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্যমুখে তিন অর্দ্ধচন্দ্র-শরে কৈকয়-সেনাপতির ভুজযুগল ও মস্তক ছেদন করিলে তিনি গতাসু হইয়া পরশুচ্ছিন্ন[২] শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণাত্মজ প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ ও নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে তৎক্ষণাৎ প্রসেনের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবীর কর্ণ পুত্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া

১। অতিবেগশালী। ২। কুড়োল দিয়া কাটা।

সাত্যকিকে সংহার করিবার বাসনায় 'অরে শৈনেয়! তুই নিহত হইলি,' এই বলিয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর বিসর্জ্জনপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে অবিলম্বে তিন বাণে সেই কর্ণ-নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া তাঁহাকে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাতেজস্বী সূতপুত্র ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-তনয়ের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক সুশাণিত শর দ্বারা সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র নিহত হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, কর্ণ প্রায় সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনষ্ট করিল, এক্ষণে তুমি গিয়া উহাকে সংহার কর।' নরপ্রবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাঞ্চালদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন এবং গাণ্ডীব বিস্ফারণ[১] ও তলধ্বনি করিয়া সহসা শরান্ধকার বিস্তারপূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজসকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দ অন্তরীক্ষমণ্ডলে[২] ও ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বরে[৩] প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় রথারোহণে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবীর সূতপুত্র সোমকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে নিহত এবং শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়-সমুদয় যেমন সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র হইয়াও সূতপুত্রকে রথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরনিকর দ্বারা ঐ মহাবীরগণের ধনু, ধ্বজ,

১। বিশেষরূপে আকর্ষণ। ২। আকাশে। ৩। গিরিগুহায়।

অশ্ব, সারথি ও পতাকা সকল অবিলম্বে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগকে আঘাত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার শরাসননিস্বনে অদ্রিদ্রুম[1]-পরিশোভিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল অনুমান করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর সূতপুত্র ইন্দ্রচাপসদৃশ নিতান্ত আয়ত শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক করজালবিরাজিত[2] পরিবেষ[3]সম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শিখণ্ডীকে দ্বাদশ, উত্তমৌজাকে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহারথ ভোগ্যবস্তু সকল যেমন জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক পরাজিত[4] হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বলবীর্য্যে পরাজিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিলেন। তখন দ্রৌপদীর আত্মজগণ স্বীয় মাতুলগণকে সূতপুত্রবিহিত[5] বিপদ্‌-সাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া, নৌকাভঙ্গ নিবন্ধন সমুদ্রে নিমগ্ন বণিক্‌গণকে যেমন অন্য নৌকা উদ্ধার করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর মহারথ সাত্যকি নিশিত শরনিকরে সূতপুত্র-প্রেরিত শরসমূহ খণ্ড খণ্ড ও তাঁহার কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া আট শরে মহারাজ দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও রাজা দুর্য্যোধন সুনিশিত শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর[6] সাত্যকি সেই চারি মহাবীরের সহিত সমরানল প্রজ্বালিত করিয়া, দিক্‌পতিদিগের[7] সমরে প্রবৃত্ত দানবরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং অনবরত শরনিকরবর্ষী, অতিমাত্র আয়ত, মহাস্বন শরাসন প্রভাবে শরৎকালীন নভোমণ্ডলমধ্যস্থিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ সমবেত হইয়া দেবতারা যেমন দেবরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার সৈনিকগণের সহিত বিপক্ষদিগের দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ বিনাশন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসকল নানাবিধ শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কতকগুলি পরস্পর আহত ও স্খলিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল।

দুঃশাসন-ভীমসেন সমর

এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নির্ভয়ে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমও সিংহ যেমন রুরুর অভিগমন করে, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতিগমন করিলেন। তখন শম্বর ও শক্রের ন্যায় সেই রোষাবিষ্ট বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনবরত মদধারাবর্ষী মন্মথাসক্তচিত্ত[1] মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় জয়শ্রী লাভ করিবার অভিলাষে দেহবিদারণক্ষম সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দুই ক্ষুর দ্বারা দুঃশাসনের কার্ম্মুক ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার ললাট-দেশে এক শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজকুমার দুঃশাসন সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় ভীমের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীমকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যমরীচিসপ্রভ[2], হীরকরত্নসমলঙ্কৃত, সুবর্ণজালজড়িত[3], অশনিতুল্য[4] নিতান্ত দুঃসহ, দেহবিদারণক্ষম, ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন সেই শরে নির্ভিন্নকলেবর[5] ও গতাসুর[6] ন্যায় স্খলিতদেহ[7] হইয়া বাহু প্রসারণ[8]পূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ-পূর্ব্বক ভীষণরবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।"

১। পর্ব্বত-বৃক্ষ। ২। কিরণমালাযুক্ত। ৩। পরিধি—চারিদিকের গোলাকার বেড়। ৪। পরাভূত—লক্ষ্যের বহির্ভূত। ৫। কর্ণকৃত। ৬। শিনিবংশশ্রেষ্ঠ। ৭। ইন্দ্রাদির।

১। কামাকুলিতহৃদয়। ২। সূর্য্যকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল। ৩। সোণার জালে জড়িত। ৪। বজ্রসদৃশ। ৫। ভগ্নদেহ। ৬। মৃতের। ৭। শিথিল শরীর—অবশ। ৮। বিস্তার।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই সমরাঙ্গনে নিদারুণ যুদ্ধ করিয়া এক শরে ভীমসেনের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ষষ্টি শরে তাঁহার সারথিকে ও নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য উত্তম উত্তম সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অসামান্য পরাক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আপনার পুত্র প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সেই ভীষণ শক্তি সহসা সমাগত হইতেছে দেখিয়া আকর্ণ-সমাকৃষ্ট[১] দশ শরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন আপনার পুত্রের শরাঘাতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে বীর! তুমি ত আমাকে বিদ্ধ করিলে, এক্ষণে আমি গদা প্রহার করিতেছি, সহ্য কর।' ভীমসেন এই বলিয়া ক্রোধভরে দুঃশাসনের বিনাশবাসনায় সেই দারুণ গদা গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'রে দুরাত্মন্! আজ আমি রণস্থলে তোমার শোণিত পান করিব।' মহাবীর দুঃশাসন ভীম কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত গদা দুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করিয়া তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে রথ হইতে দশ ধনু[২] অন্তরে নিপাতিত এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণিত করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার প্রহারে কম্পিতকলেবর ও বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন; বীরবর বৃকোদরও দুঃশাসনকে পাতিত করিয়া মহা আহ্লাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল তাঁহার সিংহনাদ-শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইল। তখন অচিন্ত্যকর্ম্মা[১] মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে দুঃশাসনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরজনভূয়িষ্ঠ[২] ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র আপনার পুত্রগণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এবং পতিপরায়ণা ঋতুবতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণ ও অন্যান্য দুঃখসকল বৃকোদরের স্মৃতিপথে সমুত্থিত হইল; পরে ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া তিনি কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, 'হে যোধগণ! আজ আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে ত উহাকে রক্ষা কর।'

বলবান্ বৃকোদর এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের বিনাশবাসনায় ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই কেশরী যেমন মহামাতঙ্গকে আমক্রণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সোৎসুকনয়নে[৩] ক্ষণকাল দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধার[৪] অসি সমুত্থিত করিয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে পদ দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিলেন এবং তাঁহাকে অবিলম্বে ভূতলে নিপাতিত করিয়া সেই খড়্গে তাঁহার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় বারংবার ঈষদুষ্ণ রক্তপান করিয়া কহিলেন যে, 'মাতৃস্তন্য, ঘৃত, মধু, সুরা, সুবাসিত উৎকৃষ্ট জল, দধি, দুগ্ধ এবং উত্তম তক্র[৫] প্রভৃতি যে সকল অমৃতরসতুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজ এই শত্রুশোণিত তৎসর্ব্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল।' ক্রূরকর্ম্মা[৬] ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন এই কথা বলিয়া দুঃশাসনকে গতাসু নিরীক্ষণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, 'রে দুঃশাসন! এক্ষণে মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন[৭], আর আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না।' হে মহারাজ! ঐ সময়ে যে সকল বীর শোণিতপায়ী[৮]

১। কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট। ২। চারি হাতে এক ধনু।

১। অভাবনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। ২। বীরজনবহুল। ৩। উৎসাহসমম্বিত নেত্রে। ৪। শাণিত—তীক্ষ্ণধার। ৫। ঘোল। ৬। নির্দ্দয় কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। ৭। গ্রাস করিয়াছেন—নিজের নিকট রাখিয়াছেন। ৮। রক্তপানকারী।

হৃষ্টচিত্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন ; কাহারও কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্র সকল পরিভ্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া সঙ্কুচিতনেত্রে[1] চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্তপান করিতে অবলোকন করিয়া "এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, অবশ্য রাক্ষস হইবে," এই বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

চিত্রসেনবধ—দুঃশাসন-প্রতি ভীমের আক্রোশ

ঐ সময়ে নৃপতনয় যুধামন্যু সৈন্য-সমভিব্যাহারে পলায়মান চিত্রসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া নির্ভয়ে নিশিত সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরাঘাতে পাদস্পৃষ্ট[2] লেলিহান ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুকে তিন ও তাঁহার সারথিকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণপূর্ণ সুন্দর পুঙ্খযুক্ত সুশাণিত শরে চিত্রসেনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন নিহত হইলে মহাবীর কর্ণ স্বীয় পুরুষত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডব-সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল অবিলম্বে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

এ দিকে মহাবীর ভীমসেন রোষপরায়ণ হইয়া নিহত দুঃশাসনের রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করিতেছি, এক্ষণে পুনরায় হৃষ্টচিত্তে "গরু গরু" বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে যাহারা আমাদিগকে "গরু গরু" বলিয়া উপহাস-পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিল, এখন আমরা তাহাদিগকে "গরু গরু" বলিয়া উপহাস করিয়া নৃত্য করিব। রে দুঃশাসন! আমরা দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে যে প্রমাণকোটি নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কৃষ্ণ-সর্পের দংশন, দ্যূতে রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ, অরণ্যে নিবাস, সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত এবং স্বগৃহে ও বিরাটভবনে বিবিধ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সে সকলের মূল। আমরা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাত্ম্যে চিরকাল দুঃখভোগ করিতেছি, কখন সুখের লেশমাত্র জানিতে পারি নাই।'

হে মহারাজ! রক্তাক্তকলেবর, লোহিতাক্ষ ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর জয়লাভের পর এই সকল কথা বলিয়া হাস্য করিয়া কেশব ও অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'হে বীরদ্বয়! আমি দুঃশাসন নিধনার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ রণস্থলে তাহা সফল করিলাম ; এক্ষণে অবিলম্বে এই সংগ্রামরূপ মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুকে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে পদাঘাতে ঐ দুরাত্মার মস্তক বিমর্দ্দনপূর্ব্বক উহাকে বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব।' হে মহারাজ! রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া বৃত্রাসুর-নিপাতন সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।"

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

ভীমকরে নিষঙ্গিপ্রমুখ বীরগণ বধ—কর্ণভীতি

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইলে নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, অলুলোপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চ্চা আপনার এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে শরনিকরে মহাবীর ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর সেই ক্রোধনস্বভাব, সমরে অপরাঙ্মুখ মহারথগণের বিশিখজালে বিদ্ধ ও রোষে লোহিতনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ বেগবান্ দশ ভল্লে তাঁহাদের দশ জনকে নিপাতিত করিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ তদ্দর্শনে ভীমভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সূতপুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ প্রজানাশক কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তখন মহামতি শল্য তাঁহার শরীর-দর্শনে মনের বিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তৎকালোচিত

১। প্রায় মুদ্রিত নয়ন—চক্ষু কোঁচকাইয়া। ২। ফণার উপর পদ দ্বারা সজোরে আক্রান্ত।

বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে কর্ণ! ঐ দেখ, ভূপতিগণ ভীমসেনের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন দুঃশাসনের রুধিরপান করাতে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতেছেন। মহাত্মা কৃপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার নিকট উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণকে পরাজিত করিয়া তোমার অভিমুখেই সমাগত হইতেছে। অতএব এ সময় ব্যথিত বা বিষণ্ণ হওয়া তোমার উচিত নহে। তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। দুর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদয় ভার অর্পণ করিয়াছেন; তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর। সংগ্রামে জয়লাভ করিলে বিপুল কীর্ত্তি এবং পরাজিত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ হয়, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে তোমার পুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইতেছে।'

হে মহারাজ! মহাতেজস্বী মদ্ররাজ এই কথা কহিলে মহাবীর কর্ণ মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

কর্ণপুত্র বৃষসেন সহ যুদ্ধে নকুল-পরাজয়

অনন্তর কর্ণপুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া গৃহীতদণ্ড[১] কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামনিরত গদাহস্ত বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ-পুত্রের উপর শরনিকর বর্ষণ করিয়া জম্ভাসুরাভিমুখে ধাবমান পুরন্দরের[২] ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুর দ্বারা তাঁহার স্ফটিকবিন্দু[৩]শোভিত ধ্বজ ও ভল্ল দ্বারা সুবর্ণভূষিত বিচিত্র শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণতনয় দুঃশাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দিব্য মহাস্ত্র দ্বারা নকুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা নকুল বৃষসেনের অস্ত্রাঘাতে কোপান্বিত হইয়া মহোল্কাসদৃশ শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; শিক্ষিতাস্ত্র বৃষসেনও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্রনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র শরাভিঘাতজনিত[১] ক্রোধ এবং স্বীয় দীপ্তি ও অস্ত্র-প্রভাবে হুতহুতাশনের[২] ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের সুবর্ণজাল-জড়িত বনায়ুদেশীয় শুভ্রবর্ণ অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সুবর্ণময় চন্দ্র-পরিশোভিত চর্ম্ম ও আকাশসবর্ণ[৩] অসি ধারণ করিয়া বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদান করিয়া বৃষসেনের হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণপুত্রের সেই ত্রিবিধ সৈন্য নকুলের খড়্গাঘাতে যাজ্ঞিক কর্ত্তৃক নিকৃত্ত পশুর ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় সমরবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচর্চ্চিত, নানাদেশসম্ভূত, দুই সহস্র বীর বিজয়াভিলাষী একমাত্র মহাবীর নকুলের অসিপ্রহারে নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন।

তখন মহাবীর বৃষসেন মহাবেগে নকুলের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; নকুলও তাঁহাকে অনবরত শরজালে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষসেন নকুলশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর নকুল ভ্রাতা ভীমসেনপ্রভাবে সেই তুমুল রণস্থলে রক্ষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কর্ণের আত্মজ বৃষসেন মহারথ নকুলকে রথী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে শরনিকরে নিরন্তর বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে অষ্টাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর নকুল সেই কর্ণসুত-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। বৃষসেন বিস্তীর্ণপক্ষ আমিষলুব্ধ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নকুলকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল বৃষসেন-নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া বিচিত্রগতি প্রদর্শনপূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কর্ণসুত বৃষসেন শরজাল দ্বারা নকুলের সহস্র তারকা-সমলঙ্কৃত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশিত ছয় শরে তাঁহার

১। দণ্ডধারী। ২। ইন্দ্রের। ৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফটিক খণ্ড।

১। তীব্র বাণাঘাতজাত বেদনা। ২। আহুতিপ্রদত্ত অগ্নির। ৩। আকাশতুল্য উজ্জ্বল।

গুরুভারসাধন[১], শত্রুগণের প্রাণনাশক, সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র, কোষনিষ্কাশিত, সুতীক্ষ্ণ অসি ছেদনপূর্ব্বক শাণিত শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর নকুল বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, খড়্গহীন ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের সমক্ষে সিংহ যেমন অচলশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন সেই দুই মহারথকে এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার অভিলাষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; তৎপরে অন্যান্য কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন রোষপ্রভাবে হুত-হুতাশনের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত বৃষসেনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! এই দেখ, নকুল কর্ণাত্মজ-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছে। মহাবীর বৃষসেন আমাদিগের উপরও শরবর্ষণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি গমন কর।' হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার রথ-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মাদ্রীতনয় নকুল তাঁহাকে তথায় সমাগত দেখিয়া কহিলেন, 'হে বীর! আপনি শীঘ্র বৃষসেনকে বিনাশ করুন।' তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কেশবকে অবিলম্বে বৃষসেনের অভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিতে কহিলেন।"

ষড়শীতিতম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় বহু বীরক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রুপদরাজের পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও মহাত্মা শিনির নপ্তা[২] সাত্যকি এই একাদশ বীর নকুলকে কর্ণপুত্রের শরনিকরে ছিন্নশরাসন, খড়্গহীন, রথবিহীন ও নিতান্ত নিপীড়িত অবগত হইয়া পবনচালিত পতাকাযুক্ত, গভীর নিস্বনসম্পন্ন[৩] রথে আরোহণ করিয়া ভুজগ[৪]গতি সদৃশ শরনিকরে আপনার হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপীড়িত করিয়া সত্বর মাদ্রীতনয়ের সাহায্যার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনির পুত্র, বৃক, ক্রাথ এবং দেবাবৃধ, কৌরবপক্ষীয় এই কয়েক জন মহারথ জলদগম্ভীরনিস্বন[৩] রথারোহণপূর্ব্বক অনবরত জ্যানির্ঘোষ ও শরবর্ষণ করিয়া সেই একাদশ বীরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কুলিন্দগণ উদ্দর্শনে নবজলধর-সন্নিভ, পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ, বেগগামী মাতঙ্গে সমারূঢ় হইয়া সেই কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের হিমালয়সম্ভূত, সুবর্ণজাল-সমাবৃত, মদোৎকট মাতঙ্গগণ চপলা[৪]বিরাজিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর কুলিন্দরাজ লৌহময় দশ বাণে কৃপাচার্য্যকে অশ্ব ও সারথির সহিত সাতিশয় নিপীড়িত করিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাহার সায়কে সমাহত হইয়া অচিরাৎ সুতীক্ষ্ণ শরে তাহাকে মাতঙ্গের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলিন্দরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া সূর্য্যরশ্মিসদৃশ লৌহময় তোমরে কৃপাচার্য্যের রথ আলোড়িত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহাবীর শকুনি উদ্দর্শনে সত্বর তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শরনিকরে শতানীকের অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে নিহত ও নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় বহুতর আয়ুধ ও পতাকাযুক্ত অন্য তিন মহাগজ অশ্বত্থামার শরে আরোহীর সহিত নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কুলিন্দরাজের তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে দুর্য্যোধনকে তাড়িত করিলে তিনি নিশিত শরনিকরে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহার মাতঙ্গকে নিহত করিলেন। গজরাজ দুর্য্যোধনের শরে নিহত হইয়া বর্ষাকালীন বজ্রাহত গৈরিকধাতুধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোণিত ক্ষরণ-পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। কুলিন্দরাজের সহোদর হস্তী পতিত না হইতে হইতেই অবিলম্বে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ধরাতলে অবতরণ করিল এবং সত্বর অন্য এক মহামাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক ক্রাথের

১। অতসপ্রবণ—অত্যন্ত ভারসহনক্ষম। ২। পৌত্র।

১। শব্দযুক্ত। ২। সর্প। ৩। গভীর মেঘগর্জ্জনশব্দযুক্ত। ৪। বিদ্যুৎ।

অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ক্রাথ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কুলিন্দরাজের সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই গজারূঢ় মহাবীর দুর্জ্জয় ক্রাথাধিপকে শরনিকরে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ক্রাথ কুলিন্দরাজ-সহোদরের শরে নিহত হইয়া বায়ুবিপাটিত বনস্পতির[১] ন্যায় অশ্ব, সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃক সেই গজারূঢ় কুলিন্দরাজ-সহোদরকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলে তাহার মাতঙ্গ পদাঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত বৃককে বিপ্রোথিত[২] করিল। তখন বভ্রুতনয় শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক কুলিন্দরাজ-সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বভ্রুতনয়ের শরে সমাহত হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। এই অবসরে মহাবীর সহদেবতনয় বভ্রুনন্দনকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কুলিন্দরাজ-সহোদর সেই যোধ-বিদারণক্ষম[৩] মহাগজ লইয়া শকুনির বিনাশবাসনায় মহাবেগে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর শকুনি অচিরাৎ তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর অন্যান্য কুলিন্দগণ নিহত হইলে আপনার ধনুর্দ্ধারী পুত্রগণ মহা আহ্লাদে লবণসমুদ্রসম্ভূত শঙ্খ-সকল প্রধ্মাপিত করিয়া কার্ম্মুক ধারণপূর্ব্বক অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরব-দিগের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে খড়্গ, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল পরস্পরের আঘাতে নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, বিদ্যুদ্বিরাজিত ও নির্হ্রাদ[৪]যুক্ত মেঘসকল মহামারুত[৫]বেগে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ সময় আপনার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ নকুলপুত্র শতানীকের শরে নিহত হইয়া সুপর্ণের[৬] পক্ষবায়ুবিদলিত[৭] ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কৌরবপক্ষীয় একজন কুলিন্দ অসংখ্য শরে শতানীককে সমাহত করিতে লাগিল। মহাবীর নকুলনন্দন কুলিন্দের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র মহাবীর বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে বিদ্ধ করিয়া ভীমকে তিন, অর্জ্জুনকে তিন, নকুলকে সাত ও জনার্দ্দনকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণ কর্ণপুত্রের লোকাতীত কার্য্যসন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা অর্জ্জুনের পরাক্রম সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহারা কর্ণপুত্রকে হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ করিলেন।

অর্জ্জুন-শরে কর্ণতনয় বৃষসেন বধ

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দন নকুলকে হতাশ্ব ও বাসুদেবকে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া বৃষসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূতপুত্রের সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেন অসংখ্য বাণধারী নরবীর অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া, পূর্ব্বে দানবরাজ নমুচি যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিয়াছিল, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অর্জ্জুনের দক্ষিণভুজমূলে শরনিকর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক কৃষ্ণকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে কর্ণতনয় অর্জ্জুনের উপর অগ্রে শরাঘাত করিলে মহাবীর পার্থ ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া তাঁহার বিনাশে মনোনিবেশপূর্ব্বক ললাটে ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া নিরন্তর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রোষকষায়িতলোচনে গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক সূতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে কর্ণ! আজ আমি তোমার সমক্ষেই দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরগণ এবং দুর্য্যোধন ও বৃষসেনকে নিশিত শর-নিকরে যমলোকে প্রেরণ করিব। সকলেই কহিয়া থাকে যে, আমার পুত্র অভিমন্যু যৎকালে রথমধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বৃষসেনকে বিনাশ করিব; তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রক্ষা কর।

১। বৃক্ষের। ২। মৃত্তিকামধ্যে নিমগ্ন। ৩। যোদ্ধাদিগের দেহবিদারণসমর্থ। ৪। বজ্রধ্বনি। ৫। ঘোরতর বায়ু। ৬—৭ গরুড়ের পাখার বাতাসে ছিন্ন-ভিন্ন।

রে মূর্খ! তুমি আমাদের এই কলহের মূল; বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের আশ্রয়লাভে তোমার অন্তঃকরণে অহঙ্কারসঞ্চার হইয়াছে। অতএব আমি অগ্র বৃষসেনের বিনাশের পর বলপূর্ব্বক তোমাকে বিনাশ করিব। আর যাহার নিমিত্ত এই লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীম সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবেন।'

হে মহারাজ। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া শরাসন পরিমার্জ্জিত করিয়া বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার বাসনায় শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক হাস্যমুখে অশঙ্কিত চিত্তে দশ শরে তাঁহার মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার চারি ক্ষুর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার শরাসন, বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কর্ণাত্মজ বৃষসেন অর্জ্জুনের ক্ষুরাস্ত্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া, বায়ুবেগভগ্ন কুসুমোপশোভিত অতি বিশাল শালবৃক্ষ যেমন শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার আত্মজকে অর্জ্জুনশরে নিহত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি কাতর ও রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

—

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

কর্ণসহ অর্জ্জুন-যুদ্ধে কৃষ্ণের অভয়বাণী

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব দেবগণেরও দুর্নিবার্য্য মহাকায় সূতপুত্রকে উদ্বেল[1] মহোদধির[2] ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'সখে! যাহার সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সেই কর্ণ শল্যসঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে স্থির হও। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণের কিঙ্কিণীজালজড়িত[3], নানা-পতাকা-পরিবৃত, শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ আকাশস্থিত বিমানের ন্যায় সমাগত হইতেছে। উহার শক্রচাপসন্নিভ[4] নাগকক্ষ[5] ধ্বজ যেন আকাশমার্গ উল্লিখিত[1] করিতেছে। ঐ দেখ, সূতনন্দন দুর্য্যোধনের হিতচিকীর্ষায়[2] বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া সমাগত হইতেছে। মদ্ররাজ শল্য উহার রথে অবস্থিত হইয়া অশ্বসঞ্চালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিস্বন ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। কর্ণের কোদণ্ডনিস্বন[3] সমুদয় মহাশব্দ তিরোহিত করিয়াছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন কোপাবিষ্ট সিংহকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণ সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের বাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি দেবাসুর-গন্ধর্ব্ব-সম্বলিত তিন লোক জয় করিতে পার। দেখ, জটাজূটধারী ভীষণাকার ত্রিনয়ন মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তুমি সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গলপ্রদ মূর্ত্তিমান্ দেবদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রীত করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই শূলপাণির প্রসাদে ইন্দ্র যেমন নমুচিকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সূতপুত্রকে সংহার কর। তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয়লাভ হউক।'

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে সখে! তুমি সর্ব্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছ, তখন অবশ্যই আমার জয়লাভ হইবে। অতএব এক্ষণে তুমি রথসঞ্চালন কর; অর্জ্জুন কর্ণকে সমরে নিপাতিত না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। আজ তুমি হয় আমার বাণে কর্ণকে, না হয় কর্ণের বাণে আমাকে ক্ষতবিক্ষত ও নিহত নিরীক্ষণ করিবে। যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিবে।'

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় বাসুদেবকে কহেলেন, 'হে কৃষ্ণ! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে

১। স্ফীত—উচ্ছলিত। ২। সমুদ্রের। ৩। ঘণ্টামালামণ্ডিত। ৪। ইন্দ্রধনুস্তুল্য। ৫। হাতীর হাওদা চিহ্নিত।

১। বিদ্ধ। ২। উপকারকামনায়। ৩। ধনুকশব্দ।

অশ্বসঞ্চালন কর।' মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে মহাবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ ক্ষণকালমধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত হইল।"

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

রণক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছু কর্ণার্জ্জুন সমাগম

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ বৃষসেনের বিনাশ দর্শনে পুত্র-শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পবারি[1] পরিত্যাগ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তিনি অর্জ্জুনকে সমীপে অবলোকন করিয়া রোষতাম্র-নেত্রে[2] তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত রথদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া উদিত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই অরাতি-নিসূদন বীরদ্বয় শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থানপূর্ব্বক গগনমণ্ডলস্থ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সৈনিকগণ ত্রৈলোক্যজয়াকাঙ্ক্ষী[3] ইন্দ্র ও বলিরাজের ন্যায় সমরে সমুদ্যত সেই বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণ তাঁহাদিগের রথ-নির্ঘোষ, জ্যাতলশব্দ[4], শর-নিস্বন ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া দ্রুতবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তিকক্ষ ও অর্জ্জুনের ধ্বজে ভীষণ বানর বিরাজমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সিংহনাদ সহকারে সেই রথিদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বীরপুরুষ দুই বীরকে দ্বৈরথযুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া বাহ্বাস্ফোটন[5] ও বস্ত্র-কম্পন[6] করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ কর্ণকে আমোদিত[7] করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বাদিত্রধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণও তূর্য্য ও শঙ্খের নিনাদে ধনঞ্জয়কে আনন্দিত করিয়া দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে শূরগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তূণীর, শঙ্খ ও বর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতিপ্রিয়দর্শন[1]। তাঁহাদের স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, বাহুযুগল বিশাল, লোচন লোহিতবর্ণ, সুবিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল সুবর্ণ মাল্যদামে সমলঙ্কৃত ও সর্ব্বাঙ্গ রক্ত-চন্দনে চর্চ্চিত। পরিচারকগণ[2] মহাবৃষভের ন্যায় গর্ব্বিত মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয়কে চামরবীজন ও তাঁহাদের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্যের রথে মহাত্মা বাসুদেব সারথ্য করিতেছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ততুল্য আশীবিষশিশুসন্নিভ[3] বীরদ্বয় পরস্পরের বধসাধন ও জয়লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, প্রভিন্নগণ্ড[4] মাতঙ্গযুগলের ন্যায়, রোষাবিষ্ট পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায়, ক্রোধোদ্ধত পুরন্দর ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং ক্রুদ্ধ মহাগ্রহদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দেবাংশসম্ভূত[5], দেবতুল্য বলশালী ও রূপে দেবতার অনুরূপ। সেই নানা-শস্ত্রধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে সমরাঙ্গনে যদৃচ্ছাক্রমে[6] আগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণকে শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। পৌরুষ ও বলপ্রভাবে বিশ্রুত সম্বর ও অমররাজের সদৃশ ঐ মহাবীরদ্বয় সংগ্রামে কার্ত্তবীর্য্যতুল্য, দশরথ-তনয় রামের অনুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানী-পতির তুল্য। তাঁহাদিগের বলবীর্য্য বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর সদৃশ। ঐ সময়ে তাঁহারা বাহ্বাস্ফোটন-শব্দে নভস্তল অনুনাদিত[7] করিতে লাগিলেন। তখন কেহই সেই একত্র সমবেত বীরদ্বয়ের মধ্যে যে কাহার জয়লাভ হইবে, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইল না।

১। শোকজনিত চক্ষুর জল। ২। ক্রোধবশতঃ তাম্রবর্ণ নয়নে। ৩। ত্রিভুবনজয়ে অভিলাষী। ৪। ধনুর্গুণ ও করতল শব্দ। ৫। সুখে স্পর্দ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক বাহুতে করতলের আঘাত। ৬। পতাকা কম্পিত। ৭। উত্তেজিত।

১। মনোজ্ঞদর্শন—দেখিতে সুন্দর। ২। সেবক সকল। ৩। বিষধর সর্পের ছানা—দংশনাদি জন্য বিষ ব্যয় না হওয়ায়—সর্প অপেক্ষা ছানার বিষ তীব্র। ৪। ভগ্ন-গণ্ড। ৫। দেবতার অংশে জাত—সূর্য্য হইতে কর্ণ, ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুন। ৬। স্বৈর গতিতে—নির্ব্বাধ গতিতে। ৭। প্রতিধ্বনিত।

অনন্তর সিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহারথদ্বয়কে সমরাঙ্গনে শোভমান দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরশোভী মহাত্মা কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন; ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের ও মহাবীর অর্জ্জুন পাণ্ডবগণের পণস্বরূপ হইলেন; বীরগণ পক্ষদ্বয়ের জয়-পরাজয়দর্শনার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেই সমরশোভী ক্রোধাবিষ্টচিত্ত বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ভীষণমূর্ত্তি মহাধূমকেতুদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইল।

অন্তরীক্ষে কর্ণার্জ্জুন-পক্ষপাতিগণের সম্মেলন

অনন্তর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণের পরস্পর মহাবিবাদ ও ভেদ[১] উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ[৩] ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাশমণ্ডল সূতপুত্রের এবং ভূমণ্ডল অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতাসকল কেহ কর্ণ ও কেহ অর্জ্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ; গরুড় ও অন্যান্য পক্ষী; রত্ন ও নিধি[৪]; চতুর্ব্বেদ, আখ্যান[৫], উপবেদ[৬], উপনিষদ[৭], রহস্য[৮] ও সংগ্রহ[৯]; বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, সৌরভেয়[১০] ও বৈশালেয়; বৃক[১১], শশ[১২] ও অন্যান্য মঙ্গলজনক পশুপক্ষী; অষ্ট বসু, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দশদিক্, পদানুগ[১৩] সমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক; যম, কুবের, বরুণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ, দক্ষিণা, সমুদয় রাজর্ষি এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইলেন। আদিত্য, অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, পক্ষী, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, সঙ্করজাতি, প্রেত, পিশাচ, অন্যান্য ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল, কুকুর ও ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিল। প্রাধেয়, মৌনেয়প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামদর্শনবাসনায় বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ু বাহনে আরোহণ করিয়া সমাগত হইলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষী, তপোনিষ্ঠানিরত বেদজ্ঞ মহর্ষি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ওষধি-সকল কোলাহলধ্বনি করিয়া নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা, ব্রহ্মর্ষি[১] ও প্রজাপতি[২]গণের সহিত সমবেত হইয়া এবং মহাত্মা মহাদেব দিব্যযানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

ইন্দ্র-সূর্য্যদ্বন্দ্ব—কর্ণার্জ্জুনের জয়পরাজয়-প্রশ্ন

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া কহিলেন,—'অদ্য আমার তনয় ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে বিনাশ করিবে।' সূর্য্যদেব কহিলেন,—'আমার আত্মজ কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিয়া জয়শ্রীলাভে কৃতকার্য্য হইবে।' এইরূপে তৎকালে সুররাজ ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে দেবর্ষি ও চারণগণসমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ মিলিত দেখিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অসুরগণ কর্ণের পক্ষে এবং অমরগণ ও অন্যান্য ভূতসমুদয় অর্জ্জুনের পক্ষে অবস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, 'ভগবন্! অর্জ্জুন ও কর্ণ এই দুই মহাবীরের মধ্যে কোন্ বীর বিজয়লাভ করিবে? আমাদের মতে ইহাদিগের উভয়েরই জয়লাভ হওয়া উচিত, অতএব ইঁহারা উভয়েই সমরে ক্ষান্ত হউক! হে দেব! এই দুই বীরের বিবাদে সমস্ত জগৎ সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কে বিজয়লাভে সম্যক্ অধিকারী, আপনি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ব্রহ্মন্! ইহাদের উভয়েরই যে বিজয়লাভ হওয়া উচিত, ইহা আপনি স্বীকার করুন।'

হে মহারাজ! তখন সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক

১। যোদ্ধার বেশে শোভিত। ২। মতের অনৈক্য। ৩। সর্প—নাগলোকবাসী। ৪। অর্থাদি ধন-সম্পত্তি। ৫। ইতিহাস। ৬। বেদসংহিতা। ৭। মোক্ষশাস্ত্র। ৮। অপ্রকাশিত গুপ্ততত্ত্ব। ৯। সঙ্কলিত শাস্ত্রসার। ১০। সুরভিবংস। ১১। ব্যাঘ্র। ১২। শশক। ১৩। অনুচর।

১। মরীচি প্রভৃতি। ২। মনু-কশ্যপাদি প্রজাসৃষ্টিকারক।

কহিলেন, 'হে ভগবন্! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিশ্চয়ই বিজয়-লাভ হইবে। এক্ষণে আমি আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়।' তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহাদেবের সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে সুররাজ! যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তিসাধন ও দেবলোকে উপস্থিত হইয়া তোমাকে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই জয়লাভ হইবে। সূতপুত্র দানবদিগের পক্ষ; অতএব তাহার পরাজয় হওয়া উচিত। অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজিত করিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য্যসাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আমরা অর্জ্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্ম-কার্য্যসংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য। আর দেখ, মহাত্মা ধনঞ্জয় সতত সত্যধর্ম্মনিরত। ঐ বীর অস্ত্রবলে ভগবান্ বৃষভবাহনের সন্তোষসম্পাদন করিয়াছিল, অতএব সেই মহাবীরের অবশ্যই জয়লাভ হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় মহাবল-পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও তপোবলসম্পন্ন; ঐ মহাবীর ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ অধিকারী হইয়াছে; বিশেষতঃ জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাহার সারথ্য[১] করিতেছেন; অতএব কি নিমিত্ত তাহার জয়লাভ হইবে না? এক্ষণে অর্জ্জুনের জয় হইলে একটি দেবকার্য্যসাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি দ্বিবিধ ক্লেশ নিবারিত হয়। অতএব তাহারই জয়লাভ হওয়া উচিত।'

দেবগণের অর্জ্জুনজয়-সিদ্ধান্ত

হে দেবেন্দ্র! মহাবীর অর্জ্জুন তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, তাহার দৈববল[২] মহত্ত্বনিবন্ধন[৩] পুরুষকারকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উহার অরাতি[৪]গণ সমূলে উন্মূলিত হইবে সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব রোষপরবশ হইলে সমরাঙ্গনে মর্য্যাদা[৫] অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইঁহারা পুরাণ ঋষি, নর ও নারায়ণ; ইঁহারাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইঁহারাই সকলকে শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদিগের নিয়ন্তা কেহই নাই। কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কুত্রাপি ইঁহাদিগের তুল্য ব্যক্তি নাই। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ ইঁহাদিগের অনুগত হইয়া আছেন। ইঁহাদেরই প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে ইঁহারাই জয়শ্রী অধিকার করুন। আর এই সূতপুত্র দ্রোণের সহিত দেবলোক বা ভীষ্মের সহিত বসুলোক প্রাপ্ত হউক।' হে মহারাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবাদিদেবও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

তখন দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মা ও রুদ্রদেবের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তত্রত্য সমুদয় প্রাণীকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাত্মগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও রুদ্র যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। উঁহাদের কথা কদাচ অন্যথা হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করুন।' তখন তত্রত্য সমস্ত প্রাণী দেবরাজের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ হর্ষভরে নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্পবর্ষণ ও তূর্য্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত দ্বৈরথ-যুদ্ধ অবলোকন করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনস্থ মহাবীরগণ সেই বীরদ্বয়ের অধিকৃত দিব্য রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও বাসুদেব এবং মহাবীর কর্ণ ও শল্য—ইঁহারাও হৃষ্টচিত্তে শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন।

কর্ণার্জ্জুন যুদ্ধ—রথি-সারথির সরস সমরালাপ

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের ভীরুজন-ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণের আশীবিষসদৃশ, রত্নময়, সুদৃঢ় শক্রশরাসনতুল্য[১] হস্তি-কক্ষা ধ্বজ এবং অর্জ্জুনের মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায়, ব্যাদিত-বদন কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য বিকটদশন[২] বানরধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই দুইটি ধ্বজ প্রলয়কালে নভোমণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুগ্রহের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রামার্থী

১। সারথির কার্য্য। ২—৩। দৈববলের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া। ৪। শত্রু। ৫। বলবিক্রমের সীমা।

১। ইন্দ্রধনুক সদৃশ। ২। ভীষণ দন্ত।

হইয়া স্বস্থান হইতে মহাবেগে কর্ণের হস্তিকক্ষাধ্বজে উৎপতিত হইল এবং গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্রের সেই কিঙ্কিণী-জালজড়িত কালপাশোপম[১] হস্তিকক্ষা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কপিবরের প্রতি ধাবমান হইল। এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর দ্বৈরথযুদ্ধে প্রথমতঃ দুই ধ্বজের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় উভয়ের অশ্বগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক হ্রেষারব পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বাসুদেব শল্যের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ ও কর্ণ বারংবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র হাস্যমুখে শল্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! যদি ধনঞ্জয় আজ আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, তাহা সত্য করিয়া বল।' শল্য কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! যদি আজ মহাবীর শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে তোমাকে নিহত করে, তাহা হইলে আমি সত্য কহিতেছি যে, আমি একাকীই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব।' হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বাসুদেব! যদি আজ কর্ণ আমাকে নিহত করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?' কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে নিপতিত হয়েন, যদি মহোদধি পরিশুষ্ক হয় এবং যদি হুতাশন শৈত্যগুণ[২] অবলম্বন করেন, তথাপি কর্ণ তোমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। যদিও কথঞ্চিৎ[৩] এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। আমি কর্ণ ও শল্যকে ভুজ দ্বারা নিহত করিব।'

হে মহারাজ! কপিকেতন[৪] অর্জ্জুন বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! সূতপুত্র ও শল্য উঁহারা উভয়ে সমবেত হইলেও আমি উঁহাদিগকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করি না। আজ তুমি অচিরাৎ দেখিতে পাইবে যে, হস্তী যেমন বৃক্ষ বিমর্দ্দিত করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্ন-ভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব। হে মাধব! আজ কর্ণের পত্নীগণের বৈধব্যদশা উপস্থিত হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! আজ তুমি কর্ণপত্নীদিগকে বিধবা দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দুরাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৃষ্ণাকে ও আমাদিগকে বারংবার উপহাস করাতে আমার মনোমধ্যে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। অতএব মত্তমাতঙ্গ যেমন পুষ্পিত বনস্পতিকে উন্মূলিত করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে উন্মথিত করিব। হে গোবিন্দ! আজ সূতপুত্র নিপাতিত হইলে তুমি জয়লাভে আহ্লাদিত হইয়া অভিমন্যুর জননী, স্বীয় পিতৃষ্বসা[১] কুন্তী, সজলনয়না দ্রৌপদী এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অমৃততুল্য মধুরবচনে সান্ত্বনা করিবে'।"

একোননবতিতম অধ্যায়

সমবেত কৌরবগণের অর্জ্জুন-আক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় নভোমণ্ডল দেব, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, গরুড়, ব্রহ্মর্ষি[২] ও রাজর্ষি[৩]গণে সমাকীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। মানবগণ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে[৪] আকাশপথ গীত, বাদ্য, স্তুতি, নৃত্য, হাস্য ও সুমধুর শব্দে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ আহ্লাদিত হইয়া বাদিত্র-শব্দ, শঙ্খনিস্বন ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রুপীড়ন করিতে লাগিল। বীরগণের শোণিতধারা অনবরত নিপতিত হওয়াতে সেই চতুরঙ্গিণী-সেনা-পরিবৃত, মৃতদেহপূর্ণ, শর-শক্তি-ঋষ্টিসঙ্কুল সমরাঙ্গন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায় কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের সরল শরনিকরে উভয়পক্ষীয় সৈন্য ও সমুদয় দিগ্বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর কাহারও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্যান্য বীরগণ

১। যমপাশসদৃশ। ২। শীতলতা। ৩। কোন প্রকারে। ৪। বানরধ্বজ।

১। পিসী। ২। ব্রাহ্মণ-তপস্বী। ৩। ক্ষত্রিয়-তপস্বী। ৪। বিস্ময়বশত সমুৎফুল্লনেত্রে।

ভয়াকুলিতচিত্তে মহারথ অর্জ্জুন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্র দ্বারা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিয়া কিরণজালবর্ষী অম্বর[১]-তলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলে তাহারা দেবতা ও অসুরগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গনে ইতস্ততঃ মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইলে মহাবীর সূতপুত্র ও ধনঞ্জয় শব্দায়মান মেঘমণ্ডল-পরিবৃত শশাঙ্ক[২] ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই অরাতি-নিপাতন অজেয় বীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎদহনে প্রবৃত্ত পরিবেষ[৩]মধ্যস্থ ময়ূখ-পরিশোভিত প্রলয়কালীন সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় অশঙ্কিত-চিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনবরত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয়পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইয়া সিংহতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বত্থামা এই পাঁচ মহারথ শরীরবিদারণ শরনিকরে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিশরে সমাহত হইয়া শরনিকরে তাঁহাদিগের শরাসন, তূণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ বাণে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গজারোহী এবং অশ্বারোহী, শক, যবন ও কাম্বোজগণ অর্জ্জুনের বধাভিলাষে সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সত্বর শরনিকর ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্র-শস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলসাৎ[৪] করিলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তূর্য্যনিস্বন, ধনঞ্জয়কে সাধুবাদপ্রদান ও তাঁহার মস্তকে সুগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু একমতাবলম্বী দুর্য্যোধন ও সূতপুত্র কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

১। আকাশ। ২। চন্দ্র। ৩। মণ্ডল। ৪। ক্ষিতিতলে পাতিত।

সন্ধির জন্য অশ্বত্থামার দুর্য্যোধন-অনুরোধ

অনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, 'হে মহারাজ! এক্ষণে ক্ষান্ত হও; আর পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে ধিক্, এই সংগ্রামে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ব্রহ্মসদৃশ[১] দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য, আমরা উভয়ে অবধ্য, এই নিমিত্ত অদ্যাপি জীবিত আছি। অতএব এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক পরমসুখে চিরকাল রাজ্যশাসন কর। আমি নিবারণ করিলে অর্জ্জুন সমরে ক্ষান্ত হইবে। জনার্দ্দনের বিরোধে বাসনা নাই; যুধিষ্ঠির নিয়ত প্রাণিগণের হিতসাধনে তৎপর; আর বৃকোদর এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের বাধ্য; অতএব পাণ্ডবগণকে অনায়াসে শান্ত করা যাইবে। এক্ষণে তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি-সংস্থাপন করিলে প্রজাসকল ক্ষেমবান্[২] হয়। অতএব তুমি সমরে ক্ষান্ত হও। হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন এবং সৈনিকপুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! যদি তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি যে, তুমি এই যুদ্ধে নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান্ বিধাতা[৩] যে কার্য্যসম্পাদনে অসমর্থ হয়েন, অর্জ্জুন একাকী সেই কার্য্য সাধন করিল। হে রাজন্! ধনঞ্জয় এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও কদাচ আমার বচন লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া কালযাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া শান্তি অবলম্বন কর। তুমি আমাকে সম্মান করিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার অতিশয় সৌহার্দ্দ আছে বলিয়া আমি এরূপ কহিতেছি।

১। ব্রহ্মার তুল্য। ২। মঙ্গলযুক্ত। ৩। ব্রহ্মা।

এক্ষণে তুমি ক্ষান্ত হইলে আমি সূতপুত্রকেও নিবারণ করিব। হে রাজন্! বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মতে বন্ধু চারি প্রকার;—সহজাত, সন্ধিজাত, ধন দ্বারা উপার্জ্জিত এবং প্রতাপবশতঃ স্বয়ং উপনীত। সহজাত অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বন্ধু; পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বন্ধু। এক্ষণে সন্ধি দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত পুনরায় বন্ধুতা কর। সম্প্রতি তুমি প্রসন্ন হইয়া যদি পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতালাভে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে তোমা হইতে জগতের বিলক্ষণ হিতসাধন হইবে।'

সন্ধিসম্বন্ধে দুর্য্যোধনের দোষপ্রদর্শন

হে মহারাজ! পরমাত্মীয় অশ্বত্থামা এইরূপ হিতকথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া কহিলেন,—'সখে! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দুরাত্মা বৃকোদর শার্দ্দূলের ন্যায় সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপনার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে কিরূপে সন্ধিস্থাপন করিব? আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বারংবার বৈরাচরণ করিয়াছি। তাহারা তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইবে না। বিশেষতঃ এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রচণ্ড বায়ু যেমন উন্নত মেরুপর্ব্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনও কখনই কর্ণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুপুত্র! আজ অর্জ্জুন সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে, সূতপুত্র এখনই উহাকে বিনাশ করিবে।'

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিনয়-পূর্ব্বক বারংবার আচার্য্যতনয়কে এইরূপ কহিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে কহিলেন,—'বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? শীঘ্র বাণবর্ষণ করিয়া শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হও'।"

—

নবতিতম অধ্যায়

কর্ণার্জ্জুন-যুদ্ধে উভয়পক্ষের বহু বীর বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ করিয়া—হিমালয়সম্ভূত উদ্ভিন্নদন্ত[১] মত্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই শঙ্খ ও ভেরীশব্দ সমাকুল সংগ্রামস্থলে মিলিত হইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সহসা মহামেঘে মহামেঘে ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে সম্মিলিত হইতেছে; যেন নির্ঝর[২], বৃক্ষ, লতা ও ওষধিযুক্ত উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বয় চলিত হইতেছে। তখন সেই মহাবল-পরাক্রম বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও দানবরাজ বলির ন্যায় তাঁহাদের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ের শরে উভয়েরই অশ্ব ও সারথির অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে অনবরত শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বীরদ্বয় ধ্বজসমাযুক্ত রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন, পদ্ম, উৎপল[৩], মৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণে সমাবৃত, বায়ুসঞ্চালিত হ্রদ[৪]দ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে। অনন্তর সেই মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয় বজ্র সদৃশ সায়কে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বর্ম্ম, আভরণ ও অস্ত্রধারী উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুনকে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় ঘোর সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও কম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন মত্তমাতঙ্গবধার্থে ধাবমান মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় অধিরথপুত্রের বিনাশার্থে গমন করিলে, দর্শনাভিলাষী বীরগণ মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অঙ্গুলি সমুত্থিত ও বস্ত্র বিধুনিত[৫] করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী সোমকগণ চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—'হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত কর।' হে মহারাজ! তখন আমাদিগেরও অসংখ্য যোদ্ধা কর্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি শীঘ্র গিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে

১। উদ্গত দন্ত—যৌবনপ্রাপ্ত। ২। ঝরণা। ৩। নীলপদ্ম। ৪। স্রোতরহিত সুগভীর দীর্ঘ জলাশয়। ৫। পতাকা কম্পিত।

অর্জ্জুনকে বিনাশ কর। পাণ্ডবগণ দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনরায় বনগমন করুক।’

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে অর্জ্জুনকে প্রথমে বিদ্ধ করিলে, তিনিও হাস্য করিয়া সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে শিতধার দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীরদ্বয় অসংখ্য সুপুঙ্খ সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় বাহ্বাস্ফোটন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক অনবরত নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে বিহঙ্গমগণ যেমন অবাঙ্মুখ হইয়া বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই অর্জ্জুনের শরজাল কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদয় ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বারংবার কর্ণের প্রতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মহাবীর কর্ণও তৎসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্ব্বক তৎকালে যে যে শর পরিত্যাগ করিলেন, সূতপুত্র স্বীয় শরনিকর দ্বারা তৎসমুদয়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুঘাতন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্র ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই অস্ত্রের প্রভাবে দগ্ধবসন[১] হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরাঙ্গনে তদ্রূপ ঘোরতর নিস্বন হইতে লাগিল। তখন প্রতাপান্বিত সূতপুত্র সেই প্রজ্বলিত আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া উহার নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণের সেই মহাস্ত্রপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বারিধারা নিপতিত হইয়া সেই অর্জ্জুনবাণসঞ্জাত অতিপ্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। ঐ সময় মেঘমণ্ডলে সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ ও আকাশমার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধতমস[২]প্রভাবে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা কর্ণের বারুণাস্ত্র নিবারণ করিলেন।

১। দগ্ধ-বস্ত্র—পরিধেয় পুড়িয়া যাওয়া। ২। ঘোর অন্ধকার।

অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখজাল মন্ত্রপূত করিয়া এক বজ্রতুল্যপ্রভাব, দেবরাজের অতি প্রিয়তর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র, অঞ্জলিক, অর্দ্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ ও বরাহকর্ণ অনবরত নির্গত হইয়া সূতপুত্রের দেহ, অশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড ভেদ করিয়া গরুড়ভীত ভুজঙ্গের ন্যায় অবিলম্বে ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা সূতপুত্র অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরলিপ্ত-কলেবর হইয়া ক্রোধ-বিবৃত-নেত্রে[১] সমুদ্রের ন্যায় গভীর নির্ঘোষসম্পন্ন শরাসন আনত করিয়া ভার্গবাস্ত্র[২] প্রাদুর্ভূত করিলেন। ঐ অস্ত্রপ্রভাবে ধনঞ্জয়-বিনির্ম্মুক্ত অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য রথী, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পাঞ্চালদেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সোমকদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহারাও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র হর্ষভরে শরনিকরে পাঞ্চালদেশীয় রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে বলপূর্ব্বক নিহত, বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা কর্ণের শরজালে বিদীর্ণকলেবর হইয়া অরণ্যমধ্যে ক্রোধোদ্ধত ভীমপরাক্রম সিংহ কর্ত্তৃক নিহত গজযূথের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র বলপ্রকাশপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলস্থ প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ ‘সূতপুত্রের জয়লাভ হইল,’ এই বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অনুমান করিলেন যে, মহাবীর কর্ণ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অতিশয় আঘাত করিয়াছেন।

কর্ণবধার্থ ভীমের অর্জ্জুন-উত্তেজনা

ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহারথ সূতপুত্রের পরাক্রম নিতান্ত দুর্বিষহ ও ধনঞ্জয়-নিক্ষিপ্ত

১। ক্রোধহেতু ঘূর্ণিতনেত্রে। ২। পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র।

অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রোষারুণিত-লোচনে করে কর নিষ্পেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন,—'হে বীর! আজ তোমার সমক্ষে এই অধর্ম্ম-পরায়ণ সূতনন্দন কিরূপে বলপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনাশ করিল? পূর্ব্বে রুদ্রদেবের প্রভাবে কালকেয় অসুর-গণও তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; আজ সূতপুত্র দশ শরে কিরূপে তোমাকে বিদ্ধ করিল? আজ সূতপুত্র তোমার নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করাতে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। হে অর্জ্জুন! ঐ দুরাত্মা সূতপুত্র দ্রৌপদীকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং সভামধ্যে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া অতি কঠোর বাক্যে যে উপহাস করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া অবিলম্বে উহাকে সংহার কর। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত সূতপুত্রের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ? ইহা উপেক্ষার প্রকৃত অবসর নহে। পূর্ব্বে তুমি খাণ্ডবারণ্যে ভগবান্ পাবকের তৃপ্তি-সাধনার্থে যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তত্রত্য প্রাণি-সমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াছিলে, এক্ষণেও সেইরূপ ধৈর্য্য দ্বারা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। ঐ দুরাত্মা তোমার শরে নিহত হইলে আমি উহাকে গদাঘাতে বিপ্রোথিত করিব।'

ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেবও কর্ণশরে অর্জ্জুনের অস্ত্র-সমুদয় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—'হে সখে! আজ সূতপুত্র যে অস্ত্র দ্বারা তোমার অস্ত্রজাল নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কেনই বা বিমোহিত হইতেছ? ঐ দেখ, কৌরবগণ তোমার অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া সূত-পুত্রের পুরস্কারপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে তমোগুণপ্রধান ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও পর্ব্বিত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, আজ সেইরূপ ধৈর্য্যসহকারে সূতপুত্রকে অনুচরবর্গ-সমভিব্যাহারে সংহার কর। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দানবরাজ নমুচিকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে তুমিও মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শন দ্বারা উহার শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রামনগরপরিপূর্ণা সাগরাম্বরা[১] ধরণী প্রদান করিয়া স্বয়ং অসামান্য যশস্বী হও।'

অর্জ্জুনপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্রে বহু বিপক্ষ-বীরক্ষয়

হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ভীমসেন ও বাসুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সূতপুত্রের সংহারে একান্ত অভিলাষী হইলেন এবং আপনার অসাধারণ বিক্রম স্মরণ ও ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবার কারণ অনুধাবন করিয়া কেশবকে কহিলেন, 'হে বাসুদেব! আমি সূতপুত্রের বধ ও লোকের উপকারসাধনের নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিতেছি; তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর, আর ভগবান্ ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুরগণ—ইঁহারাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।' হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃসহ ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন মহারথ সূতপুত্র জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সেই অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! লোকে তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অতএব তুমি অন্য এক ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা কর।'

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেনের বাক্যানুসারে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া দিবাকরের করজাল-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ ভুজগের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর অসংখ্য শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত যুগান্তকালীন অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত শরনিকর ক্ষণকালমধ্যে দিঙ্মণ্ডল ও সূতপুত্রের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর অর্জ্জুনের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র ও নারাচ-সমুদয় অনবরত নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরব-পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিকে নিহত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন যোদ্ধা অর্জ্জুনশরে অন্যের মস্তক ছিন্ন ও দেহ ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কোন বীরের করিশুণ্ড-সদৃশ দক্ষিণ ভুজদণ্ড অর্জ্জুনশরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন বীরের

১। সমুদ্রমেখলা—চারিদিকে কটিবস্ত্রবৎ সাগরবেষ্টিতা।

বামহস্ত ক্ষুরনিকৃত্ত হইয়া চর্ম্মের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন জীবনান্তকর ভয়ঙ্কর শরনিকর দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃদিগকে বিনষ্ট করিলেন।

ঐ সময় মহারথ কর্ণও অর্জ্জুনের প্রতি পর্জ্জন্য[১]-নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে তিন তিন শরে আঘাত করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্র-শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক ক্রোধভরে অষ্টাদশ শর সন্ধান করিয়া তিন শরে সূতপুত্রকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও চারি শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণবর্ম্ম-সমলঙ্কৃত সভাপতির[২] প্রতি দশ দশ শর প্রয়োগ করিলেন। রাজকুমার সভাপতি অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অশ্ব, সারথি, শরাসন ও কেতুবিহীন হইয়া পরশু-নিকৃত্ত শালবৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় পুনরায় ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি শত দ্বিরদ, আয়ুধ-সম্পন্ন আট শত রথী, আরোহিসমবেত সহস্র সহস্র অশ্ব ও আট সহস্র পদাতিকে নিহত করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে সূতপুত্রকে সারথি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক সূতপুত্রকে কহিতে লাগিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অবিলম্বে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর, নচেৎ ঐ মহাবীর অল্পকালমধ্যেই কৌরবপক্ষীয় সমুদয় বীরগণকে নিহত করিবে।' মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে অনবরত মর্ম্মচ্ছেদী[৩] শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-গণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় মহাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে মন্ত্র ও ওষধি দ্বারা বিশল্য[১] হইয়া যুদ্ধ-সন্দর্শনার্থ সত্বর সংগ্রামস্থলে আগমন করিলেন। তখন সকলে তাঁহাকে অশ্বিনীকুমারযুগল-প্রমুখ স্বর্গ-বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত, অসুরশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সুররাজ পুরন্দরের ন্যায়, রাহুর করাল আস্য[২]দেশ হইতে বিমুক্ত অখণ্ড চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তথায় সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

কর্ণশরে পাণ্ডব-নিপীড়ন

হে মহারাজ! তৎকালে স্বর্গবাসী ও ভূতল-নিবাসিগণ অনিমেষ-নেত্রে[৩] সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর-প্রহারে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় অনবরত জ্যানিস্বন ও তলধ্বনিপূর্ব্বক বিবিধ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসনজ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোররবে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। এই অবসরে মহাবীর সূতপুত্র এক শত ক্ষুদ্রক ও নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় কঙ্কপত্রভূষিত তৈল-ধৌত অপরাপর বাণে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি ষষ্টিশরে বাসুদেবকে ও আট বাণে পুনরায় অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট শরে বৃকোদরের মর্ম্মভেদপূর্ব্বক অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার অনুগামী সোমকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সোমকগণ ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া, মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল; অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ সূতপুত্রও অসংখ্য শরে তাহাদিগকে নিস্তব্ধ করিয়া তাহাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র নিরাকৃত, হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকল নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। বীরগণ সূতপুত্রের শরপ্রভাবে ক্রুদ্ধ সিংহসমুন্মথিত[৪] কুক্কুরগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সূতপুত্র অর্জ্জুনের নিধন ও তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত মহাবেগে সমাগত পাঞ্চাল-গণকে সুনিশিত শরনিকরে নিপাতিত করিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে আপনদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান

১। মেঘ। ২। তন্নামক যোদ্ধা। ৩। মর্ম্মস্থল ছেদনকারী—হৃদয়, শিরা স্নায়ু, হাড়ের সংযোগ প্রভৃতি দেহস্থ ১০৭টি স্থান।

১। বেদনাবিহীন। ২। মুখ। ৩। পলকহীন চক্ষে। ৪। সিংহ কর্ত্তৃক বিদীর্ণদেহ।

করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সকলেই বোধ করিল যে, এইবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কর্ণের বশবর্ত্তী হইতে হইবে।

অর্জ্জুন-যুদ্ধে কৌরব-পলায়ন

তখন সূতপুত্রের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে কর্ণের শরসমুদয় নিরাকৃত করিয়া শরাসন হইতে জ্যা অবনামিত[১] করিয়া[২] চাপজ্যা[৩] পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাস্ত্রপ্রভাবে অন্তরীক্ষ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হওয়াতে পক্ষিগণের গতিরোধ হইল। ঐ সময় আকাশস্থিত জীবসকল সুগন্ধ সমীরণ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শল্যের বর্ম্মোপরি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে প্রথমতঃ দ্বাদশ বাণে ও পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র অর্জ্জুনের অশনিসদৃশ শরে সাতিশয় সমাহত হইয়া রুধিরাক্ত-কলেবর হইলে তাঁহাকে প্রলয়কালীন শ্মশানমধ্যস্থিত শোণিতদিগ্ধগাত্র রুদ্রদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সূতপুত্র সুররাজসদৃশ ধনঞ্জয়কে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশবাসনায় তাঁহার প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ প্রজ্বলিত পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাঁচ শর তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষীয় পাঁচটি মহাসর্প। উহারা সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবের বর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক মহাবেগে পাতালপ্রবেশ ও ভোগবতী[৪]-জলে স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে দশ ভল্লে তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে কর্ণনিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ নিরীক্ষণপূর্ব্বক তৃণদহনপ্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দেহান্তকর শরনিকরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ক্লেশনিবন্ধন অতিমাত্র বিচলিত হইলেন; কেবল ধৈর্য্যাতিশয় প্রযুক্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় দিক্, বিদিক্, সূর্য্যরশ্মি ও অধিরথনন্দনের রথ এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং নভোমণ্ডল নীহারসমাচ্ছন্নের[১] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন পার্থ একাকীই ক্ষণকালমধ্যে দুর্য্যোধন-প্রেরিত দ্বিসহস্র চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষককে অশ্ব, রথ ও সারথি সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা ও হতাবশিষ্ট কৌরবগণ নিহত ও ক্ষতবিক্ষত আত্মীয়দিগকে এবং বিলপমান[২] পিতা ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে দশদিকে পলায়ন করিয়াছে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রত্যুত হৃষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।"

একনবতিতম অধ্যায়

মাতৃবধপ্রতিহিংসার্থ অশ্বসেনের কর্ণপক্ষাশ্রয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ অস্ত্রপ্রভাবে কৌরবগণ সসৈন্যে পলায়ন করিয়া দূরে অবস্থানপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল অর্জ্জুনাস্ত্র অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার বধার্থী অর্জ্জুনের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, নিহত ও পলায়িত অবলোকন করিয়া দৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক পরশুরামের নিকট শিক্ষিত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর পরস্পর দন্তাঘাতে প্রবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিয়া এককালে আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের বাণবর্ষণে সংগ্রামভূমি তিমিরাবৃত হইলে কৌরব ও সোমকগণ শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরনিকরবর্ষী ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় নিরন্তর শরসন্ধান করিয়া সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও অস্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা এবং কখন বা ধনঞ্জয় সূতপুত্রের অপেক্ষা

১—২। খুলিয়া লইয়া। ৩। ধনুকের গুণ। ৪। পাতাল-গঙ্গা।

১। কুজ্ঝটিকাবৃতের—কুয়াসা আচ্ছাদিতের। ২। ক্রন্দনকারী।

প্রবল হইতে লাগিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই পরস্পর-ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বয়ের দুর্ব্বিষহ ঘোর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ কেহ কেহ 'সাধু কর্ণ' ও কেহ কেহ বা 'সাধু অর্জ্জুন' বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; ঐ সময় অসংখ্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের গতায়াতে সমরাঙ্গন বিদলিত হইয়া গেল।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে অশ্বসেন নামে যে সর্প খাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত হইয়া রোষভরে পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময় সেই নাগরাজ অর্জ্জুনকৃত মাতৃবধজনিত পূর্ব্ব-বৈর[১] স্মরণ করিয়া বেগে পাতাল-তল হইতে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া "বৈরনির্য্যাতনের[২] এই প্রকৃত অবসর", ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ণের সেই একতূণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই বীরদ্বয়ের কিরণজালময় অস্ত্রজালে দশদিক্ ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কৌরব ও সোমকগণ সেই ভীষণ বাণান্ধকার দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইলেন। তৎকালে ভয়ানক শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় সেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর মহাপুরুষদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে দিব্য চামর বীজন ও চন্দন-সলিলে সেচন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ পুরন্দর ও দিবাকর করতল দ্বারা তাঁহাদিগের মুখকমল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন।

পার্থবধার্থ কর্ণনিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রের বিফলতা

তৎকালে সূতপুত্র যখন বলবীর্য্যে অর্জ্জুনকে কোন-ক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত-বিক্ষত ও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই একতূণীরশায়ী শর তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। ঐ শর ঐরাবত-নাগবংশসম্ভূত। সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের নিধনার্থ অতি যত্নসহকারে উহা বহুদিন সুবর্ণ-তূণীরমধ্যে চন্দন-চূর্ণোপরি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি অর্জ্জুনের মস্তকচ্ছেদনার্থে সেই জ্বালাকরাল সর্পমুখ শর শরাসনে সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে সেই সর্পবাণ শরাসনে সংহিত[৩] হইলে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, শত শত ভীষণ উল্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে যে ঐ ভীষণ শরমধ্যে মহানাগ অশ্বসেন যোগবলে প্রবেশ করিয়াছিল, সূতপুত্র তাহার কিছুই বিদিত হয়েন নাই। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্ণের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া "একেবারেই আমার আত্মজ অর্জ্জুন বিনষ্ট হইল" মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি[১] সুররাজকে তদবস্থা-পন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে ইন্দ্র! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না। মহাবীর ধনঞ্জয়ের জয়শ্রীলাভ হইবে।' ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রকে সর্পশর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে কর্ণ! এই শরটি অর্জ্জুনের গ্রীবাচ্ছেদনে সমর্থ হইবে না; অতএব যদ্দারা অর্জ্জুনের মস্তকচ্ছেদন করা যাইতে পারে, এমন একটি শর সন্ধান কর।' তখন মহাবীর সূতপুত্র মদ্ররাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষারুণিত-লোচনে কহিলেন, 'হে শল্য! কর্ণ কখনই এক শরসন্ধানপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্য শর সন্ধান করে না এবং আমার সদৃশ ব্যক্তিরা কদাচ কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না।' সূতপুত্র শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয়লাভার্থে উদ্যত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষ-পরিপূজিত, প্রযত্ন সহকারে সংরক্ষিত, ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি এইবারেই বিনষ্ট হইলে।' তখন সেই কর্ণশরাসনচ্যুত, হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত, অতি ভীষণ সায়ক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব সেই সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত দেখিয়া সত্বর পদ দ্বারা রথ আক্রমণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভূতলমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করিলেন। অর্জ্জুনের সুবর্ণজালজড়িত চন্দ্রমরীচির ন্যায় ধবলবর্ণ অশ্বগণও জানু[২] আকুঞ্চিত[৩] করিয়া[৪] ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন নভোমণ্ডলে তুমুল কোলাহল সহকারে বাসুদেবের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইল এবং অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাত্মা মধুসূদনের প্রযত্নে অর্জ্জুনের রথ ভূতলে নিমগ্ন হওয়াতে কর্ণের সেই নাগাস্ত্র ধনঞ্জয়ের

১। পূর্ব্বকৃত শত্রুতা। ২। শত্রুদমনের। ৩। সংযোজিত।

১। ব্রহ্মা। ২—৪। হাঁটু ভাঙ্গিয়া।

ইন্দ্রদত্ত সুদৃঢ় কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ঐ ত্রিলোক-বিশ্রুত, সুবর্ণখচিত, মণিহীরক-সমলঙ্কৃত, সূর্য্য, চন্দ্র ও অনলের[1] ন্যায় দীপ্তিশীল, মহামূল্য কিরীট ভগবান্ স্বয়ম্ভূ[2] স্বয়ং তপোবলে প্রযত্ন সহকারে দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা উহা নিরীক্ষণ করিতে ভীত হইত। পূর্ব্বে পুরন্দর অসুর-সংহারকালে অর্জ্জুনকে ঐ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন। উহা রুদ্রের পিনাক, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের বজ্র ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এক্ষণে দুষ্টস্বভাব অশ্বসেন সূতপুত্রের শরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের সেই কিরীট বিমর্দ্দিত করিল।

হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই সুবর্ণ-জাল-পরিবৃত অতি ভাস্বর[3] কিরীট বিষাগ্নি দ্বারা বিমথিত ও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া অস্তগিরি-শিখর হইতে নিপতিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত[4] দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বজ্র যেমন ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপ-পরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিচূর্ণিত এবং প্রবল বায়ু যেমন ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘট্টিত করে, তদ্রূপ সেই নাগাস্ত্র অর্জ্জুনের দিব্য কিরীট মহাবেগে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ত্রিভুবন[5] মধ্যে একটি ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে সকলেই একান্ত ব্যথিত ও স্খলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কিরীট ব্যতিরেকে নীলবর্ণ উত্তুঙ্গ[6] শৈলশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি অনাকুলিত-চিত্তে শ্বেতবর্ণ বসন দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করিয়া শিখরগত সূর্য্যমরীচি দ্বারা একান্ত উদ্ভাসিত উদয়-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই অর্জ্জুনের সহিত বদ্ধবৈর[7] সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত নাগ ধনঞ্জয়কে পাতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল।

কর্ণার্জ্জুনসহ অশ্বসেন নাগের পরিচয়

হে মহারাজ! ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহোরগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই ভুজঙ্গ কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে কর্ণ! তুমি আমাকে না দেখিয়াই প্রয়োগ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি অর্জ্জুনের মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিলাম না; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমার ও আমার শত্রুকে সংহার করিব।' তখন মহাবীর কর্ণ ভুজঙ্গের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে ভদ্র! তোমার আকার অতি ভয়ঙ্কর দেখিতেছি। এক্ষণে তুমি কে, তাহা সবিশেষ করিয়া বল।' নাগ কহিল, 'হে কর্ণ! পূর্ব্বে অর্জ্জুন আমার মাতৃবধ করিয়াছিল, তদবধি উহার সহিত আমার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; অতএব যদি স্বয়ং দেবরাজও উহার রক্ষক হয়েন, তথাপি আমি উহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।'

তখন সূতপুত্র কহিলেন 'হে নাগ! কর্ণ কখন অন্যের বলবীর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরবিজয়ী হয় না এবং একশত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে হইলেও কখন এক শর দুইবার সন্ধান করে না। অতএব আমি রোষ ও যত্ন সহকারে বিবিধ উৎকৃষ্ট শরে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতেছি, তুমি নিরাপদে গমন কর।' হে মহারাজ! সূতপুত্র এইরূপ কহিলে নাগরাজ তাঁহার সেই বাক্য অসহ্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক রোষভরে অর্জ্জুনের বিনাশ-বাসনায় গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি শীঘ্র ঐ কৃতবৈর[1] উরগপতিকে[2] বিনাশ কর।' তখন গাণ্ডীব-ধারী ধনঞ্জয় মধুসূদনকে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! যে মহানাগ গরুড়মুখগমনোদ্যতের[3] ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং আমার সমীপে আগমন করিতেছে, ও কে?' কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি যৎকালে খাণ্ডব-দাহনপূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলে, সেই সময় ঐ ভুজঙ্গমের মাতা আপনার ক্রোড়ে উহাকে লুক্কায়িত করিয়া আকাশমার্গে অবস্থান করিতেছিল, তুমি তৎকালে উহার মাতাকে বিনাশ করিয়াছিলে, কিন্তু উহাকে দেখিতে পাও নাই। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা সেই মাতৃবধজনিত পূর্ব্ব-বৈর[4] স্মরণ করিয়া তোমার বিনাশবাসনায় আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সমাগত হইতেছে।'

১। অগ্নির। ২। ব্রহ্মা। ৩। উজ্জ্বল। ৪। রক্তিম—সন্ধ্যাকালীন লোহিতবর্ণবিশিষ্ট। ৫। ত্রিলোক—স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক। ৬। অতি উচ্চ। ৭। অত্যন্ত শত্রুতাভাবাপন্ন।

১। শত্রুতাচরণকারী। ২। সর্পরাজকে। ৩। গরুড়মুখে প্রবেশ-প্রবৃত্তের। ৪। পূর্ব্বের শত্রুতা।

অর্জ্জুনের অশ্বসেন-সংহার—পুনঃ কর্ণসহ যুদ্ধ

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধে মুখ পরিবর্ত্তন[১] করিয়া[২] নভোমণ্ডলে পক্ষীর ন্যায় সমাগত সেই নাগরাজকে ছয় নিশিত শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভুজগরাজ নিহত হইলে পুরুষোত্তম হৃষীকেশ স্বয়ং বাহুযুগল দ্বারা পৃথিবী হইতে অর্জ্জুনের রথ উত্তোলন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছযুক্ত নিশিত দশ শরে পুরুষপ্রধান ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুনও কর্ণের প্রতি সুশাণিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ-বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক এক আশীবিষসদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উৎকৃষ্ট শর কর্ণের প্রাণসংহারার্থ যেন তাঁহার মর্ম্ম বিদারণ ও রুধির পান করিয়া শোণিতলিপ্ত গাত্রে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র সেই শরপাতে দণ্ডবিঘট্টিত[৩] সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বিষাক্ত সর্প যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তম উত্তম শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমতঃ দ্বাদশ শরে জনার্দ্দনকে ও নবতি শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘোরতর শরে ধনঞ্জয়ের দেহ বিদারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দরতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের আহ্লাদ[৪] সহ্য করিতে না পারিয়া, সুররাজ ইন্দ্র যেমন বলাসুরের মর্ম্ম বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য শরে সূতপুত্রের মর্ম্মভেদ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি যমদণ্ড-সদৃশ নবতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার স্বর্ণ, হীরক ও মণি-মুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডলদ্বয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পীরা বহু যত্ন সহকারে দীর্ঘকালে কর্ণের যে মহামূল্য ভাস্বর বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিল, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষণকালমধ্যে তাহাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে সেই বর্ম্ম-বিরহিত কর্ণকে নিশিত চারি শরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিলে সূতপুত্র সান্নিপাতিকজ্বরাক্রান্ত[১] আতুরের[২] ন্যায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন শরাসন-নির্গত নিশিত শরনিকরে তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের বিবিধ শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ করিয়া গৈরিকধাতুধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন।

১—২। মুখ ফিরাইয়া। ৩। যষ্টিদ্বারা সন্তাড়িত। ৪। সন্তোষভাব।

অর্জ্জুনশরে কর্ণের মূর্চ্ছা

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন ক্রৌঞ্চবিদারণ[৩] কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড-সদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় শরনিকরে পুনরায় কর্ণের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও শিথিলমুষ্টি[৪] হইয়া ইন্দ্রায়ুধসদৃশ শরাসন ও তূণীর পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পরমধার্ম্মিক ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিকে নিপাতিত করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রকে সেই ব্যসনকালে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন না। তখন ইন্দ্রাবরজ[৫] বাসুদেব সসম্ভ্রমে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ? পণ্ডিতেরা দুর্ব্বল অরাতিদিগকেও নিধন করিতে কালপ্রতীক্ষা[৬] করেন না। তাঁহারা ব্যসন-নিমগ্ন[৭] শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও। তুমি নমুচিনিসূদন পুরন্দরের ন্যায় সত্বর উহাকে শরবিদ্ধ কর, নচেৎ ঐ বীর অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তোমার অভিমুখীন হইবে।'

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবরাজ বলিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ বৎসদন্ত বাণ দ্বারা সূতপুত্রকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিলেন। স্থূলবক্ষাঃ সূতনন্দন অর্জ্জুনের বৎসদন্ত-বাণে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুসুমিত

১। বায়ু কফের ধনুযুক্ত বিষম জ্বরে আক্রান্ত—বিকারগ্রস্ত। ২। প্রতিকারে নিতান্ত অসমর্থের। ৩। ক্রৌঞ্চপর্ব্বতবিদারণকারী। ৪। অবশ মুষ্টি—হাতের বল না থাকায় মুষ্টিবদ্ধ করিতে অক্ষম। ৫। ইন্দ্রের কনিষ্ঠ। ৬। সময়ক্ষেপ। ৭। বিপদগ্রস্ত।

অশোক, পলাশ ও শাল্মলি-বৃক্ষ এবং চন্দনকাননে সমাকীর্ণ অচলের ন্যায়, বৃক্ষশ্রেণীপরিপূর্ণ বিকসিত কর্ণিকার[1]-পরিশোভিত হিমালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বসুন্ধরার কর্ণরথচক্র গ্রাস—কর্ণের আক্ষেপ

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অস্তাচলগামী দিনকরের করজাল[২]দৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; অর্জ্জুনও নিশিতাগ্র শরনিকর দ্বারা সেই ভুজঙ্গমের ন্যায় দেদীপ্যমান কর্ণ-নির্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক রোষিত[৩] সর্পের ন্যায় বিশিখজাল[৩] বর্ষণপূর্ব্বক দশ বাণে অর্জ্জুন ও ছয় বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধনঞ্জয় সেই মহাযুদ্ধে কর্ণের উপর সর্পবিষ ও অনলের ন্যায় ভীষণ উগ্রনিস্বন রৌদ্র-শর ক্ষেপণ করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের বিনাশকাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্যভাবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের শাপ-বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করিয়া কহিলেন, 'সূতপুত্র! বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন।' কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরাম-প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং পৃথিবী তাঁহার রথের বামচক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণসন্তানের শাপে সূতপুত্রের রথ বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল; রথও বেদিবন্ধ-বিশিষ্ট[৪] পুষ্পিত চৈত্যবৃক্ষের[৫] ন্যায় ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।

হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্রের সর্পমুখ বাণ বিনষ্ট, রথ ঘূর্ণিত, পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ ও বিহ্বল হইলেন। অনন্তর তিনি সেই সকল ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত বিধুনন[৬]পূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শক্তি অনুসারে ধর্ম্ম[৭]রক্ষণে যত্ন ও ধর্ম্মে দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকি; ধর্ম্ম তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্ম আর নিয়ত ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন না।' মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এইরূপ কহিতে কহিতে অর্জ্জুনশরে বিচলিত হইলেন। তাঁহার অশ্ব ও সারথি স্খলিত হইল, তিনিও স্বীয় কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন[১] হইয়া বারংবার ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণ তিন বাণে বাসুদেবের হস্ত ও সাত বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন; অর্জ্জুনও তাঁহার উপর দেবরাজের বজ্রসদৃশ অনলোপম[২] ভীমবেগ[৩] সপ্তদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরজাল প্রবলবেগে কর্ণশরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

তখন সূতনন্দন কম্পিতাত্মা[৪] হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বলপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন; শত্রুনিসূদন অর্জ্জুনও তদ্দর্শনে ঐন্দ্র অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন এবং গাণ্ডীবজ্যা[৫] ও অন্যান্য শরনিকর মন্ত্রপূত করিয়া বারিবর্ষী পুরন্দরের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পার্থরথ-নিঃসৃত তেজোময় শরজাল সূতপুত্রের রথসমীপে প্রাদুর্ভূত হইল; মহারথ কর্ণও সেই সম্মুখাগত শরজাল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের অস্ত্র বিনষ্ট হইলে বৃষ্ণিবীর বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! কর্ণ তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ কর।' তখন ধনঞ্জয় অতি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতপুত্র সুনিশিত শরনিকরে ক্রমে ক্রমে একাদশ বাণে অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী[৬] ছেদন করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের যে একশত জ্যা আছে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যা সংযোজিত ও মন্ত্রপূত করিয়া সর্পের ন্যায় দেদীপ্যমান শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র অবিলম্বে অন্য জ্যা সংযোজন করিলে কর্ণ তাঁহার জ্যা-যোজন-বৃত্তান্ত[৭] বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন।

১। সোঁদাল ফুল। ২। ক্রুদ্ধ। ৩। শরসমূহ। ৪—৫। বেদী দ্বারা বেষ্টিত গ্রামের পরিচায়ক বৃক্ষের—যে বৃক্ষমূলে গ্রাম্য-দেবতার পূজা হয়—গ্রামবাসীরা প্রণাম করে—এইরূপ প্রাচীন বৃক্ষ। ৬। যুকম্পন। ৭। ক্ষাত্রধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের স্বাদি ধর্ম্ম।

১। ভগ্নোদ্যম—চেষ্টাহীন। ২। অগ্নিতুল্য। ৩। অত্যন্ত বেগশালী। ৪। কম্পিতগাত্র। ৫। গাণ্ডীবের গুণ—ধনুকের ছিলা। ৬। ধনুকের ছিলা। ৭। গুণসংযোজিত করার রহস্য।

কর্ণের রথচক্র-উদ্ধারচেষ্টা

অনন্তর সূতপুত্র অস্ত্রজালে সব্যসাচীর অস্ত্র ছেদনপূর্ব্বক অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কর্ণাস্ত্রে নিপীড়িত দেখিয়া কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন! প্রধান অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণের সমীপবর্ত্তী হও।' শক্রতাপন ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সর্পবিষ ও অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর দিব্য রৌদ্রাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা করিলেন। ঐ সময়ে বসুমতী সূতপুত্রের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভুজদ্বয় দ্বারা চক্রের উদ্ধার-চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গিরিকানন-সমবেতা[1] সপ্তদ্বীপা মেদিনী কর্ণের বাহু-বলে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত[2] হইলেন; কিন্তু সূতপুত্রের রথচক্র কোনক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি ক্রোধে অশ্রু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোপাবিষ্ট অর্জ্জুনকে কহিলেন,—'হে পার্থ! তুমি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈববশতঃ আমার দক্ষিণচক্র পৃথিবীতে প্রোথিত হইয়াছে। এ সময়ে তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি রণপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ, এক্ষণে অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে অর্জ্জুন! সাধুব্রতাবলম্বী[3] শূরগণ মুক্তকেশ, বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত, যাচমান[4], ন্যস্ত-শস্ত্র[5], বাণবিহীন, কবচহীন ও ভগ্নায়ুধ[6] ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর পরিত্যাগ করেন না। ইহলোকে তুমি শূরতম[7], ধার্ম্মিক, যুদ্ধধর্ম্মাভিজ্ঞ[8], দিব্যাস্ত্রবেত্তা[9], মহাত্মা, বেদ-পারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ভূতলগত[10] ও বিকলাঙ্গ[11] হইয়াছি। তুমি রথোপরি অবস্থান করিতেছ, অতএব যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমাকে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি বাসুদেব বা তোমা হইতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই; তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহা-কুলে সমুৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমাকে ক্ষমা কর'।"

১। সকানন-পর্ব্বতযুক্তা। ২। ঊর্দ্ধে, উত্থিত। ৩। উত্তম সমর-নিয়ম-পালনকারী। ৪। প্রার্থী। ৫। অস্ত্রত্যাগী। ৬। ভগ্নাস্ত্র—যাহার অস্ত্র ভাঙিয়া গিয়াছে। ৭। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। ৮। যুদ্ধধর্ম্মে জ্ঞানবান্। ৯। উত্তম অস্ত্রবিৎ। ১০। রথহীন। ১১। অঙ্গ-ভঙ্গ—অসার অঙ্গ।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের কর্ণতিরস্কার—যুদ্ধে অর্জ্জুন-উদ্বোধন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে যখন সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি-পরতন্ত্র[1] হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষ-ক্রীড়ায়[2] নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্ন[3] ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত-নগরে জতু-গৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা[4] রজস্বলা দ্রৌপদীকে "হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত[5] নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিকে বরণ কর" এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয়পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ-সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টনপূর্ব্ব বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে[6] অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ,

১। দুষ্টাভিপ্রায়ে বাধ্য। ২। পাশা খেলায়। ৩। বিষ-মিশ্রিত অন্ন। ৪। বলপূর্ব্বক ধৃতা। ৫। চিরকালব্যাপী। ৬। সেই সেই সময়ে।

তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবনসত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধদেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমকদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।'

কৃষ্ণবাক্যে কোপপরায়ণ কর্ণের পুনঃ সমর

হে মহারাজ! মহাবীর সূতনন্দন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে বাক্স্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর[1] হইয়া শরাসন উদ্যত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন,—'হে পার্থ! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিনাশ কর।' মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সূতপুত্রের দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত[2] ক্লেশপরম্পরা[3] স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তাহার লোমকূপ হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে সূতপুত্রের প্রতি শরবৃষ্টি প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, উহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সেই প্রজ্বলিত পাবক নির্ব্বাণ করিলেন। তৎকালে সূতপুত্রের সায়ক[4]-প্রভাবে জলদজালে[5] দিঙ্মণ্ডল[6] সমাচ্ছন্ন ও গাঢ়তর তিমিরে[7] চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সূতপুত্রের সমক্ষেই সেই অভ্রজাল অপসারিত করিলেন।

অনন্তর সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার বাসনায় এক প্রজ্বলিত পাবক[1]সদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ ও সরাশনে সংযোজন করিলেন। ঐ শর সংযোজিত হইবামাত্র শৈলকাননসম্পন্না[2] অবনী বিচলিত[3] হইল; সমীরণ কর্করা[4]রাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল; দিঙ্মণ্ডল ধূলিপটলে পরিবৃত হইয়া গেল; দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই কর্ণবিসৃষ্ট[5] অশনিসদৃশ শিতধার সায়ক, ভুজগরাজ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সূতপুত্রের সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব-কোদণ্ড[6] শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় কম্পিত হইলেন। ঐ অবসরে মহাবীর কর্ণ ভূতলগত স্বীয় রথের উদ্ধারাভিলাষে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা রথচক্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈব-প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া অঞ্জলিক নামে এক যমদণ্ড সদৃশ বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তকচ্ছেদন কর।' তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সূতপুত্রের রথধ্বজস্থিত বিমলার্ক-সদৃশ[7] হস্তিকক্ষা[8] ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণের ঐ সুবর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদিখচিত হস্তিকক্ষা-কেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পিগণের প্রযত্নে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ কক্ষাদর্শনে আপনার সৈন্যগণের মনে বিজয়বাসনা এবং অরাতিগণের মনে ভয়সঞ্চার হইত। উহার প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান[9] ছিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অগ্নিসদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা

১। কম্পিত অধর। ২। দুষ্টমন্ত্রণা দ্বারা সংঘটিত। ৩। ধারাবাহিক কষ্ট। ৪। বাণ। ৫। মেঘমণ্ডলে। ৬। সমস্ত দিক্। ৭। অন্ধকারে।

১। অগ্নি। ২। পর্ব্বত ও বনশালিনী। ৩। কম্পিত। ৪। কাঁকর। ৫। কর্ণপ্রযুক্ত। ৬। গাণ্ডীব ধনু। ৭। উজ্জ্বল সূর্য্যসদৃশ। ৮। ধ্বজকেতু। ৯। অত্যন্ত উজ্জ্বল।

অধিরথনন্দনের ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণের দর্প, যশ, প্রিয়কার্য্য ও মনোরথসকল ভগ্ন এবং হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সূতপুত্রের বিজয়াশা তাহাদের মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিত হইয়া গেল।

অর্জ্জুন-বাণে কর্ণের প্রাণসংহার

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের বিনাশবাসনায় তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্র, হুতাশনের দণ্ড ও দিবাকরের তীক্ষ্ণ রশ্মিসদৃশ অঞ্জলিক নামে এক বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ মর্ম্মভেদী বাণ মাংস ও শোণিতলিপ্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণনাশক। উহার পরিমাণ তিন অরত্নি[১] ও ছয় পাদ। উহা ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায়, মহাদেবের পিনাকের[২] ন্যায় ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ এবং দেবতা ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ; মহাত্মা অর্জ্জুন সতত উহার পূজা করিতেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষ্টচিত্তে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করাতে চরাচর বিচলিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেই অনুপম মহাস্ত্র শরাসনে সংযোজিত করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন যে, 'যদি আমি তপোনুষ্ঠান[৩], গুরুজনের সন্তোষসাধন ও সুহৃদ্‌গণের হিতকথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অরাতিঘাতন মহাস্ত্র অবিলম্বে প্রবল শত্রু সূতপুত্রের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আমাকে জয়শ্রী প্রদান করুক। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সেই অন্তকেরও অনতিক্রমণীয়[৪] সাক্ষাৎ আথর্ব্বণ[৫] ও আঙ্গিরস[৬] কার্য্যের ন্যায় অতি ভীষণ, চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভ অঞ্জলিক শর সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত সায়ক সেই অপরাহ্নকালে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, পুরন্দর-নিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল, তদ্রূপ সূতপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। তখন কর্ণের সেই ছিন্নমস্তক গৃহস্থ যেমন অতিক্লেশে ধনরত্ন-পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার সাতিশয় সুরূপ, সতত সুখোপভোগ-পরিবর্দ্ধিত[১] দেহ অতিকষ্টে পরিত্যাগপূর্ব্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সূতপুত্রের ধনঞ্জয়-শরনির্ভিন্ন[২] উন্নত কলেবর[৩]ও কুলিশবিদলিত[৪] গৈরিকধারাস্রাবী[৫] গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল।

কর্ণমরণে কৌরব-পলায়ন

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সমরে নিপতিত হইলে, তাঁহার দেহ হইতে একটি তেজ বিনির্গত হইয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে যোধগণ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রহিল। ঐ সময় বাসুদেব-সমবেত ধনঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের নিধনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া অতি গম্ভীরস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সিংহনাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও হস্ত নিধূনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ প্রফুল্লমনে অর্জ্জুন-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নৃত্য ও সিংহনাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—'আজ ভাগ্যবলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।'

হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংপ্ত করিয়া দিবাবসানসময়ে[৬] অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্যপ্রভাবে বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার সমরাঙ্গনে নিপতিত ছিন্ন-মস্তক যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, অস্তগত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শরনিরকর-সমাচিত[৭] শোণিত-পরিপ্লুত[৮] কলেবর কিরণজাল-পরিব্যাপ্ত[৯] সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন অস্তগমনকালে স্বীয় প্রভাজাল লইয়া গমন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শর কর্ণের প্রাণ লইয়া গমন করিল, কৌরবগণও শত্রুশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও

১। কিছু কম তিন হাত। ২। বজ্রের। ৩। তপস্যা আচরণ। ৪। অলঙ্ঘনীয়। ৫—৬। বৃহস্পতি-কৃত অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচার ক্রিয়া—অসুরবধের জন্য সুরগুরু বৃহস্পতি ঐরূপ আশুফলপ্রদ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন।

১। সুখকর উপভোগে পরিপুষ্ট। ২। অর্জ্জুনবাণে ছিন্ন। ৩। অত্যুচ্চকায়। ৪। বজ্রবিদারিত। ৫। গৈরিকমৃত্তিকাযুক্ত রক্তাভধারা বর্ষণকারী। ৬। সন্ধ্যাকালে। ৭। শরসমূহে বিদ্ধ। ৮। রক্তাক্ত। ৯। কিরণমালাসমন্বিত।

ভয়বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত[1] ধ্বজ বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া দশদিকে ধাবমান হইলেন।"

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

শল্যকর্ত্তৃক দুর্য্যোধন সমীপে কর্ণবধ-সংবাদদান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সূতপুত্রকে নিহত করিলে মহারথ শল্য সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ও ছিন্নপরিচ্ছদ[2] রথ লইয়া ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত নিহত অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে দীনভাবে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য বীরগণ শরসমাচিত ও শোণিতলিপ্তগাত্রে সহসা অধঃস্খলিত[3] দিবাকরের সদৃশ সূতপুত্রকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময়ে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় যোধগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ কেহ আহ্লাদিত, কেহ ভীত, কেহ শোকার্ত্ত ও কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন বর্ম্ম, আভরণ, অম্বর[4] ও আয়ুধ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ নির্জ্জন বনে গোযূথ যেমন বৃষভ নিহত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ভীষণ সিংহনাদে ও বাহ্বাস্ফোটনশব্দে রোদসী[5] পরিপূরিত করিয়া আপনার পুত্রগণকে বিত্রাসিত করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মহা আহ্লাদে শঙ্খধ্বনি ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কেশরী যেমন হস্তীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ কর্ণকে বিনাশ করিয়া বৈরভাব ও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মদ্ররাজ একান্ত বিমোহিতচিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদবচনে[6] কহিতে লাগিলেন, 'হে মহারাজ! তোমার গিরিশিখরসদৃশ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ শত্রুসৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই। মহাবীর কর্ণ প্রথমতঃ বাসুদেব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি তোমার শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব পাণ্ডবগণের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। এই নিমিত্তই তাহারা জীবিত রহিয়াছে আর আমরা বিনষ্ট হইতেছি। হে মহারাজ! কুবের, যম ও বাসবের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন শৌর্য্যশালী বিবিধগুণভূষিত অবধ্য ভূপালগণ তোমার কার্য্যসংসাধনে উদ্যত হইয়া পাণ্ডবগণের বাহুবলে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা অতিশয় সুকঠিন। এক্ষণে আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।' হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের বাক্য-শ্রবণে স্বীয় দুর্নীতি পর্য্যালোচনা করিয়া বিচেতনপ্রায় হইয়া দীনমনে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।"

১। প্রভাসমূহে প্রদীপ্ত। ২। ছিন্ন আবরণ—রথের বস্ত্রাদি আচ্ছাদন ছিন্ন। ৩। অধঃপতিত—আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত। ৪। পোষাক। ৫। অন্তরীক্ষ। ৬। অশ্রুযুক্ত স্খলিত বাক্যে।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

কৌরব-সৈন্যগণের পলায়ন-বিভীষিকা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কর্ণার্জ্জুনের সেই ভীষণ সংগ্রামদিবসে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের শরবিক্ষত সৈন্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ঐ দিন যেরূপ লোকক্ষয় হইয়াছিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত ও ধনঞ্জয় সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। তখন কৌরবপক্ষীয় কোন যোদ্ধাই সৈন্যসংস্থাপনে[1] ও পরাক্রম-প্রকাশে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কিত, শস্ত্রবিক্ষত[2] ও নাথবিহীন কৌরবসেনাগণ সমুদ্রমগ্ন প্রবহীন বণিকদিগের ন্যায় কিরূপে সমরসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা অর্জ্জুনের শরজালে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়া সিংহার্দ্দিত[3] মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষগণের ন্যায় ও ভগ্নদংষ্ট্র[4] ভুজঙ্গমকুলের[5]

১। চঞ্চল সৈন্যের পলায়ন গতিরোধে। ২। অস্ত্রাঘাত-পীড়িত। ৩। সিংহপীড়িত। ৪। দাঁতভাঙ্গা। ৫। সর্পসমূহের।

ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ যন্ত্র[১]-কবচ[২]বিহীন, ভয়ার্দ্দিত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিয়া পলায়নপূর্ব্বক 'অর্জ্জুন ও বৃকোদর আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে' এইরূপ মনে করিয়া নিপতিত ও ম্লান হইতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে দশদিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পলায়মান কুঞ্জরগণ দ্বারা রথ সমুদয়, রথসমূহ দ্বারা অশ্বারোহিগণ ও অশ্ব সমুদয় দ্বারা পদাতি-সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ব্যাল[৩]-তস্কর[৪]-সমাকীর্ণ অরণ্যে নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই সংগ্রামস্থলে আপনার পক্ষীয় যোধগণেরও তদ্রূপ দুরবস্থা হইল। তাহারা সূতপুত্রের নিধনে আরোহিবিহীন গজযূথের ন্যায়, ছিন্নহস্ত মনুষ্যগণের ন্যায় নিতান্ত বিপন্ন হইল এবং সমুদয় জগৎ পাণ্ডবময় অবলোকনপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

দুর্য্যোধনের অর্জ্জুনবধে উদ্যম—সঙ্কুল যুদ্ধ

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! তুমি সৈন্যগণমধ্যে শনৈঃ শনৈঃ অশ্বসঞ্চালন কর। আজ আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিব সন্দেহ নাই। মহাসাগর যেমন বেলা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমাকে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। আজ আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, মহামানী[৫] বৃকোদর ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণের ঋণ পরিশোধ করিব।'

হে মহারাজ! তখন কুরুরাজের সারথি তাঁহার শূর[৬] ও আর্য্য[৭]লোকের ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুভাবে তাঁহার স্বর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন আপনার পক্ষীয় গজ, অশ্ব ও রথবিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; তাহারাও তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ ভীম ও দ্রুপদনন্দনের নাম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ভূতলস্থ যোধগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিবার মানসে গদাহস্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে তাড়িত করিতে লাগিলেন; তখন পদাতিগণও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাবকে পতনোন্মুখ পতঙ্গকুলের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীমসেনও সমরাঙ্গনে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিয়া জীবসংহর্ত্তা[১] অন্তকের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে মহাবল পাণ্ডুনন্দন আপনার পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীরপুরুষকে বিনাশপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবপক্ষের নিপীড়নে কৌরব পলায়ন

অনন্তর বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় কৌরবপক্ষীয় রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনের সৈন্য নিপীড়িত করিয়া শকুনির প্রতি বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ মহাবীর অর্জ্জুনকে শ্বেতাশ্বযুক্ত কৃষ্ণ-সঞ্চালিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে পুরুষপ্রধান মহারথ পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া কৌরবপক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে কোবিদার[২]-নির্ম্মিত ধ্বজযুক্ত পারাবতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে সমারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব লঘুহস্তে গান্ধাররাজের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক অন্যান্য সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন; মহাবীর

১—২। বিঘ্নবিনাশক গ্রহ-কবচাদি ও বর্ম্মাদি। ৩—৪। সর্প ও চোর। ৫। বীরদর্পকারী। ৬। বীর। ৭। মাননীয়।

১। প্রাণিসংহারক। ২। মন্দার তরু—মাদার বৃক্ষ।

চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদেয়গণও গান্ধার-রাজের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগকে পরাজিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরব-সৈন্যগণকে পরাজিত ও সমর-পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন।

তখন পরাক্রান্ত সব্যসাচী অর্জ্জুন-হতাবশিষ্ট কৌরব-সৈন্যগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব বিস্ফারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমুদয় সংগ্রামস্থল ধূলিপটলসমাবৃত ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈনিকগণ পলায়ন-পরায়ণ হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমাগত শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পূর্ব্বে দানবরাজ বলি যেমন যুদ্ধার্থে দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও সমবেত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক বারংবার দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিপক্ষগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র সমবেত অসংখ্য বিপক্ষের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত[১] করিবার মানসে কহিলেন,—'হে বীরগণ! এক্ষণে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানে তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে; অতএব তোমাদের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতি অল্প এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। অতএব আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়া জয়লাভ করিব। হে যোধগণ! যদি তোমরা এক্ষণে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমনপূর্ব্বক তোমাদিগকে নিপাতিত করিবে; অতএব তাহা না করিয়া সমরে প্রাণত্যাগ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী যোধগণের সংগ্রামে মৃত্যু সুখজনক। সমরে প্রাণত্যাগ করিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং পরলোকে অনন্ত সুখভোগ হয়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! যখন কালান্তক কৃতান্তের নিকটে কি বীর, কি ভীরু[১]পুরুষ, কাহারও পরিত্রাণ নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্ ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইবে? তোমরা কি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া কোপাবিষ্ট বৃকোদরের বশীভূত হইতে উদ্যত হইয়াছ? পিতৃপিতামহাচরিত[২] ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়দিগের সমর হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গের উত্তম পথ আর নাই। তোমরা অবিলম্বেই নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর।'

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপে সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা অরাতিশরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল।"

১। যুদ্ধার্থ শৃঙ্খলিত—শ্রেণীবদ্ধ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতি শল্যের সাময়িক উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে সৈন্যদিগকে বিনিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত দেখিয়া ভীত ও বিমোহিত-চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাজন্! ঐ দেখ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে মাতঙ্গগণ একেবারে শরভিন্নকলেবর[৩], বিহ্বল[৪] ও গতাসু হইয়া বিদীর্ণ পাষাণ, বৃক্ষ ও ওষধি-সম্পন্ন বজ্রবিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত হইয়াছে এবং উহাদিগের বর্ম্ম, চর্ম্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজ-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থানে

১। ভীত। ২। পিতা-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত। ৩। বাণদ্বারা বিদীর্ণ দেহ। ৪। শক্তিসামর্থ্যরহিত।

সুবর্ণজাল-পরিবেষ্টিত শোণিতলিপ্ত তুরঙ্গমগণ শর-নির্ভিন্নদেহ, নিতান্ত নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনবরত রুধির বমন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বীর আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে; কতকগুলি নেত্র পরিবর্ত্তিত[১] করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন করিতেছে। রণস্থল বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য-গণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণী-নদীর ন্যায় এবং সুবর্ণ-জালজড়িত যোধহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া জলদজাল-পরিবৃত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সমস্ত রথের তূণীর, পতাকা, কেতু, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, যোক্ত্র, চক্র, অক্ষ, ইষু ও যুগ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। উহাদের নীড় সমুদয় ভগ্ন ও বন্ধন সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মহাবেগগামী তুরঙ্গমগণ ঐ সকল রথ বহন করিত। কোন স্থানে স্খলিত বর্ম্ম, স্খলিতাভরণ, বস্ত্রহীন, আয়ুধ-বিহীন, উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গ-বল মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকরে ভিন্নকলেবর ও বিচেতন হইয়া রহিয়াছে, বীরগণ রজনীযোগে বিমল-প্রভাশালী নভোমণ্ডল-পরিচ্যুত অতি প্রদীপ্ত গ্রহ-গণের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ উচ্ছ্বাস[২] পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্ত[৩] পাবকে[৪]র ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, কর্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুনির্ম্মুক্ত শরনিকর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ ভেদপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া, উরগগণ যেমন আবাস-গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নম্রমুখে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকর এবং নিহত শরসমাচিত অশ্ব, গজ ও মনুষ্য দ্বারা রণস্থল নিতান্ত দুরভিগম্য হইয়াছে। ঐ দেখ, হেমপট্ট-মণ্ডিত পরিঘ, পরশু, শাণিত শূল, মুষল ও মুদ্গর-সকল চতুরঙ্গবলের পতায়াতে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বিমলকোষ-নিষ্কাশিত অসি, সুবর্ণপট্ট-সংযত গদা, স্বর্ণপুঙ্খ শর, হেমবিভূষিত শরাসন, নিশিত ঋষ্টি, কনকদণ্ড-সমলঙ্কৃত বিকোষ[৫] প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্ন-পুঙ্খ বিচিত্র মাল্য, চিত্রকম্বল, পতাকা, বস্ত্র, ভূষণ, কিরীট, মুকুট, প্রবাল, মুক্তাসমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ কেয়ূর, সুবর্ণসূত্র সমবেত নিষ্ক, নানাবিধ রত্ন এবং নরেন্দ্রগণের সুখোপভোগ-পরিবর্দ্ধিত[৬] দেহ ও ইন্দ্রপ্রতিম মস্তকসকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপতি-গণ বিবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও পরিচ্ছদ-সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকমধ্যে যশোবিস্তার ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক; তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বশিবিরে প্রবেশ কর। ঐ দেখ, ভগবান্ কমলিনী-নায়ক[১] অস্তাচলচূড়াবলম্বী[২] হইয়াছেন।'

১। চক্ষু ঘূর্ণিত। ২। দীর্ঘনিশ্বাস। ৩—৪। নির্ব্বাপিত বহ্নির। ৫। কোষনির্ম্মুক্ত। ৬। সুখকর ভোগে পরিপুষ্ট।

রোদনপরায়ণ দুর্য্যোধনাদির স্বশিবিরে গমন

হে মহারাজ! শোকাকুলিতচিত্ত মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ প্রভৃতি বীরগণ কুরু-রাজকে দুঃখিতমনে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের যশঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজদণ্ড বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর কালে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ হইতে নিঃসৃত রুধিরপ্রবাহে সমাচ্ছন্ন সমরভূমিকে রক্তাম্বরধারিণী[৩] বিবিধ মাল্যবিভূষিতা, সুবর্ণালঙ্কারসম্পন্না সর্ব্বলোক-গম্যা[৪] বারবিলাসিনীর[৫] ন্যায় অবলোকনপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং কর্ণবধে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারংবার 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দিবাকরকে সন্ধ্যা-রাগ-লোহিত নিরীক্ষণপূর্ব্বক সত্বর শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুনের শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন শরনিকরে সমাচিত মহাবীর সূতপুত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া অংশুমান্[৬] মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তানুকম্পী[৭] ভগবান্ ভাস্কর করজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ-স্পর্শে আরক্তকলেবর হইয়া স্নান করিবার নিমিত্তই যেন অপার সমুদ্রে গমন করিলেন। তখন সুরর্ষিগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর সূতপুত্র ও অর্জ্জুনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত

১। চন্দ্র। ২। অস্তপ্রায়। ৩। রক্তবর্ণ বসন-পরিহিতা। ৪। সমস্ত লোকের ভোগ্যা। ৫। বেশ্যার। ৬। কিরণশালী। ৭। ভক্তের প্রতি করুণাবান্।

ইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন রিতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ণবধে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভাব

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ রুধিরাক্তবস্ত্র[1] নিকৃত্ত-কবচ[2] ও গতাসু হইয়াও কিছুমাত্র শোভাবিহীন হয়েন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত সূর্য্যসমপ্রভ ও তপ্তকাঞ্চনাভ মূর্ত্তি-দর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সিংহ নিহত হইলেও যেমন অন্যান্য মৃগগণ তাহার দর্শনে শঙ্কিত হয়, তদ্রূপ সূতপুত্র নিহত হইলেও যোধগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। তাঁহার মনোহর গ্রীবাসম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বিবিধ ভূষণ-বিভূষিত কনককেয়ূরধারী মহাবীর রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইল যেন শাখা-প্রশাখা-পরিশোভিত বনস্পতি বিপাটিত[3] হইয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সুযুদ্ধে[4] স্বীয় কীর্ত্তিসঞ্চয়পূর্ব্বক দিবাকর যেমন স্বীয় কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করেন, তদ্রূপ শরজালে দশদিক্, সমুদয় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া, প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ সলিলস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ পুত্র ও বাহনগণের সহিত অর্জ্জুন-শরে নিহত হইলেন। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ[5] ছিলেন; তিনি যাচকদিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান[6] করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা যাঁহাকে সর্ব্বদা সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন, যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ[7] হইয়াছিল, যিনি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও উদ্যত হইতেন, যিনি কামিনীগণের সতত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আপনার পুত্রগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে[8] প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৌরবকুলের ধর্ম্মস্বরূপ সেই মহারথ কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জয়াশা ও মঙ্গলের সহিত নিহত এবং পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ এইরূপে নিহত হইলে নদী-সমুদয়ের বেগ রুদ্ধ হইল; দিবাকর অস্তগমন করিলেন; দিগ্বিদিক্-সকল ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডসদৃশ বুধগ্রহ তির্য্যগ্‌ভাবে[1] অভ্যুদিত হইলেন; নভোমণ্ডল যেন ভূতলে নিপতিত হইল; বসুন্ধরা গভীর ধ্বনি করিয়া কম্পিত হইয়া উঠিল; বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; মহার্ণবসকল সংক্ষুব্ধ ও শব্দায়মান হইল; কাননের সহিত ভূধর-সকল কম্পিত হইতে লাগিল; জীব সকল নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। বৃহস্পতি[2] রোহিণীকে[3] নিপীড়িত[4] করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ শোভা ধারণ করিলেন; নভোমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; অনল সদৃশ উল্কাসকল নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিশাচরগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

কর্ণমরণে পাণ্ডবপক্ষে প্রসন্নতা

হে মহারাজ! যৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুর দ্বারা অধিরথনন্দনের মস্তকচ্ছেদন করেন, ঐ সময় সহসা অন্তরীক্ষে সুরগণ হাহাকার শব্দ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া যেমন প্রভাবশালী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুনও মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সম্মানিত সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়া মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরন্দরপরাক্রম[5]; অগ্নি ও দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী; সুবর্ণ, হীরক, মণি, মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম কেশব ও অর্জ্জুন মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ, তুষার, চন্দ্র, শঙ্খ ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র ও ঐরাবতসদৃশ পতাকাপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় নির্ভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট কৌরবগণ মহাবীর ধনঞ্জয়ের জ্যানিস্বন ও তলশব্দে হতপ্রভ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিয়া মহা আহ্লাদে সুবর্ণজালজড়িত তুষারসবর্ণ মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক এককালে প্রধ্মাপিত[6] করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভীষণ শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, ভূধর ও বনসমুদয় পরিপূরিত হইল। সেই গভীর

১। শোণিতলিপ্ত বসন। ২। ছিন্নকবচ। ৩। ছিন্ন। ৪। উত্তম যুদ্ধে—উপযুক্ত সময়ে। ৫। কল্পপাদপতুল্য—প্রার্থনাপূরণকারক। ৬। বিমুখ। ৭। ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত। ৮। শত্রুতাকরণে।

১। বক্রভাবে। ২—৪। বৃহস্পতিগ্রহ কর্ত্তৃক রোহিণী নক্ষত্র বিদ্ধ হইলে তিনি অতি তেজীয়ান হন এবং তখন নানা উপদ্রব হয়। ৫। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী। ৬। শব্দিত—বাদিত।

নির্ঘোষশ্রবণে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ বিত্রাসিত ও যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কৌরবগণ সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্ররাজ শল্য ও দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় জীবগণ সমবেত হইয়া সমরশোভী ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনের অভিনন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ কর্ণ-শরসমাচিত[1] বীরদ্বয়কে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন, চন্দ্র ও সূর্য্য গাঢ়ান্ধকার নাশ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় বিষ্ণু ও বাসবের[2] ন্যায় সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও মহোরগগণ তাঁহাদিগকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথানিয়মে পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া, বলির নিধনানন্তর বিষ্ণু ও বাসব যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সবান্ধবে যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।"

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরসমীপে কর্ণবধবার্ত্তা নিবেদন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র নিহত হইলে কৌরবগণ বিপক্ষগণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশদিক্ অবলোকনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণ দুঃখিত ও উদ্বিগ্নমনে অবহার[3] করিতে বাসনা করিলেন, রাজা দুর্য্যোধনও তাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শল্যের অনুমতি অনুসারে সেনাগণের অবহারে আদেশ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৌরবপক্ষীয় রথিগণ ও অবশিষ্ট নারায়ণী সেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধার-সৈন্যগণের সহিত, কৃপাচার্য্য মহামেঘসন্নিভ মাতঙ্গ-বলের সহিত, মহাবীর সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণের সহিত দ্রুতবেগে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের জয়লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন হৃতসর্ব্বস্ব ও হতবান্ধব হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ শল্য কর্ণের সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দশদিক্ অবলোকন করিয়া শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ কম্পিত-কলেবরে ভীত ও উদ্বিগ্নমনে অনবরত রুধির ক্ষরণপূর্ব্বক দশদিকে ধাবমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অসংখ্য যোধগণমধ্যে কাহারই আর যুদ্ধ করিবার বাসনা রহিল না। কর্ণ নিহত হওয়াতে কৌরবগণ আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কলত্রের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন শোক-দুঃখে একান্ত সমাকুল হইয়া যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন; তাঁহারাও কুরুরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ম্লানবদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

কৌরবগণের সবিষাদ সমর-বিশ্রাম

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এদিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর—এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বহুদিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির তোমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত শরবিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সমরাঙ্গন হইতে স্বশিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।'

হে মহারাজ! যদুপুঙ্গব বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির-সমীপে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীতনয় অর্জ্জুনের রথ পরিবর্ত্তিত করিয়া সৈনিকদিগকে কহিলেন,—'হে যোধগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক,

---

১। কর্ণবাণ-বিক্ষত। ২। ইন্দ্রের। ৩। যুদ্ধ-বিশ্রাম।

তোমরা সজ্জীভূত হইয়া শত্রুগণের অভিমুখে অবস্থান কর।' মহামতি বাসুদেব সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, বৃকোদর, সাত্যকি ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে কহিলেন,—'হে বীরগণ। আমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজের নিকট অর্জ্জুনহস্তে[১] কর্ণের নিধনবার্ত্তা প্রদান করিতে চলিলাম; যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হই, তাবৎকাল তোমরা সকলে সুসজ্জিত হইয়া যত্নসহকারে এই স্থানে অবস্থান কর।'

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ এই কথা কহিলে শূরগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন তিনি পার্থসমভিব্যাহারে শিবিরে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণময় উত্তম শয্যায় সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। অরাতিঘাতন[২] মহাবাহু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হর্ষচিহ্ন-দর্শনে কর্ণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ ও গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বারংবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কর্ণের নিধনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সমীপে কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—'হে মহারাজ! আজ সৌভাগ্যবশতঃ মহাবীর অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও আপনি, আপনারা সকলে এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আজ ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিপাতিত, আপনি বিজয়প্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজ পৃথিবী সেই সূতপুত্রের শোণিতপান করিতেছে। আপনার সেই শত্রু শরজালে বিভিন্নকলেবর হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি সমরাঙ্গনে গমনপূর্ব্বক তাহার দুর্দ্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত যত্নসহকারে এই অরাতিশূন্য পৃথিবী শাসন ও বিপুল সুখভোগ করুন।'

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির হৃষীকেশের বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, 'হে দেবকীনন্দন! আজ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি সারথি হওয়াতে ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে। তোমার বুদ্ধিকৌশলেই সূতপুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।' ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কেশবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অঙ্গদ[১]যুক্ত দক্ষিণবাহু ধারণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে ও অর্জ্জুনকে কহিলেন,—হে বীরদ্বয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার অনুগ্রহেই ধনঞ্জয় শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে; কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। যখন তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে, কখনই পরাজয় হইবে না। হে গোবিন্দ! তোমার বুদ্ধিকৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।'

যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের মৃতদেহ দর্শন

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া কৃষ্ণপুচ্ছ মনোবেগগামী শ্বেতাশ্ব-সমুদয়ে সংযোজিত কনকমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রিয়বার্ত্তা[২] জিজ্ঞাসা করিয়া সমরভূমি সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পরে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরে সমাচিত হইয়া কেশর-পরিবৃত[৩] কদম্বকুসুমের ন্যায় রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলযুক্ত সহস্র সহস্র কাঞ্চনময় দীপ তাঁহাকে উদ্ভাসিত করিতেছে। অর্জ্জুনের শরপাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পুত্রগণও সংগ্রামস্থলে নিহত ও নিপতিত রহিয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বারংবার কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে গোবিন্দ! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজ আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজ দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রের নিধননিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে[৪] নিরাশ হইবে। আজ কেবল

১। অর্জ্জুন দ্বারা—অর্জ্জুনপ্রমুখাৎ। ২। শত্রুসংহারক।

১। বলয়। ২। কুশল সংবাদ। ৩। চুমরিযুক্ত। ৪। প্রাণরক্ষায়।

তোমার অনুগ্রহেই আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। আজ ভাগ্যক্রমে শত্রু নিপাতিত হইল এবং ধনঞ্জয় ও তুমি—তোমরা উভয়ে বিজয়ী হইলে। আমাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে; এক দিনও নিদ্রা হয় নাই। আজ তোমার অনুগ্রহে নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।'

কর্ণমরণশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীবিলাপ

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনশরে সূতপুত্রকে পুত্রগণের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত[১] বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, সহদেব, বৃকোদর, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ স্তবার্হ[২] বাক্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশংসা ও ধর্ম্মরাজের সংবর্দ্ধনা করিয়া মহা আহ্লাদে স্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণাবশতঃই এরূপ লোমহর্ষকর[৩] মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কেন বৃথা অনুতাপ করিতেছেন?"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অম্বিকা-পুত্র ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন; দূরদর্শিনী গান্ধারীও ভূতলে নিপতিত হইয়া কর্ণের উদ্দেশে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; কৌরব-পত্নীগণও গান্ধারীকে উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলচিত্ত শোকসন্তপ্ত

১। পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্ত। ২। স্তুতিযোগ্য। ৩। রোমাঞ্চকর।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও সঞ্জয় কর্ত্তৃক সমাশ্বাসিত হইয়া দৈব ও ভবিতব্য[১] সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করিয়া বিচেতনের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব[২] অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভূপাল! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের সমরযজ্ঞের[৩] বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের অখণ্ড[৪] ফললাভ হয়। পণ্ডিতগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, দিবাকর ও ভগবান্ বিষ্ণুকে যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সমরযজ্ঞ-বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও ভক্তিপরায়ণ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সংহিতা পাঠ করিলে ধনধান্যসম্পন্ন, যশস্বী ও সমস্ত সুখলাভে অধিকারী হয় এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভূ[৫], শম্ভু ও বিষ্ণু সতত তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। এই কর্ণপর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদলাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে; বৈশ্যের প্রভূত ধনলাভ এবং শূদ্রের আরোগ্যলাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণপর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, এই কর্ণপর্ব্ব-শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

১। বিধিনির্ব্বন্ধ—কর্ম্মবশে অবশ্য সংঘটনীয়। ২। মৌন—নির্ব্বাক অবস্থা। ৩। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষক যুদ্ধরূপ যজ্ঞের—লোক-হিতার্থ কৃত যুদ্ধ যজ্ঞস্বরূপ। "যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভঃ নিশুম্ভশ্চ হবিষ্যসি" (দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী)। ৪। অক্ষয়। ৫। ব্রহ্মা।

কর্ণপর্ব্ব সম্পূর্ণ